ঋগ্বেদ-সংহিতা।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমং মণ্ডলং।

মূলং, পদবিশ্লেষণং, মর্ম্মানুসারিণী অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদঃ, সায়ণভাষ্যং, তস্যানুবাদঃ, বিশদার্থসমেতঞ্চ।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী শর্ম্মণা
ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

১৩২১ সালাব্দাঃ।

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। সপ্তমোঽনুবাকঃ। ত্রয়স্ত্রিংশং সূক্তং।

প্রথমো দ্বিতীয়তৃতীয়শ্চ বর্গঃ।

ত্রয়স্ত্রিংশং সূক্তং।

এই সূক্তের মন্ত্রসমূহ গোমেধযজ্ঞে এবং পীবযজ্ঞে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এক প্রকার অর্থে, এই সূক্তের মন্ত্র-কয়েকটির সহিত পুরাবৃত্তের সম্বন্ধ-সংস্রব সূচিত হইতে পারে; আবার, মন্ত্রের আধ্যাত্মিক ভাব পরিগ্রহ করিলে, এতদ্দ্বারা সদাকালের নিত্যবস্তুর সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। এক দৃষ্টিতে, এই মন্ত্রগুলির অভ্যন্তরে অসভ্য আদিম সমাজের চিত্রই লিপিবদ্ধ আছে দেখিতে পাই; অন্য দৃষ্টিতে এতদভ্যন্তরে সুসভ্য সমুন্নত সমাজের পরম তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে প্রত্যক্ষীভূত হয়। যে অসভ্য সমাজে গরুই প্রধান সম্পত্তি এবং গোরু-চুরি প্রভৃতি নিবারণের পক্ষেই মানুষের সকল যত্ন-চেষ্টা,—এক দৃষ্টিতে, সেই সমাজের চিত্রই এই সূক্তের মন্ত্রগুলির মধ্যে পরিদৃষ্ট হইবে। আবার, অন্য দৃষ্টিতে, এই মন্ত্রগুলির মধ্যে পরম জ্ঞানের চরম অবস্থার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যাইবে,—সেই জ্ঞানের আনন্দময় উচ্চাঙ্গের সন্ধান পরিজ্ঞাত হইবে। একদিকে, এই সংসার-সমরাঙ্গনের সংগ্রাম-বিবরণ, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক জগতের নিত্য-সত্য-শ্রেণী—এই সূক্তের মন্ত্রগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষীভূত হইবে।

প্রচলিত মতে এই সূক্তের মধ্যে প্রাচীন সমাজে গোধন-হরণের (প্রথম মন্ত্রে) প্রসঙ্গ পাইতেছি; এইরূপ, দস্যুদিগের আক্রমণ (তৃতীয় মন্ত্রে), অসিপতির যুদ্ধাভিযান (অষ্টম মন্ত্রে) [illegible] (একাদশ মন্ত্রে), [illegible] দ্বারা নিদর্শন [illegible] প্রাচীন [illegible] এই সকল মন্ত্রে [illegible]
[illegible]

আর্য্যগণ পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় অবগত ছিলেন না; তাঁহারা কখনও পৃথিবীকে ত্রিকোণ এবং কখনও বা চতুষ্কোণ বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন;—এইরূপ একটা প্রবাদ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচারিত আছে। কিন্তু এই সূক্তের একটী ঋক্ (অষ্টম ঋক্টি) একটু অভিনিবেশ-সহকারে আলোচনা করিলে, তাঁহাদের সে বিভ্রম বিদূরিত হইতে পারে। ঐ ঋকের অন্তর্গত "চক্রণাসঃ পরিণহং পৃথিব্যাঃ" বাক্য সে পক্ষের প্রমাণস্থানীয় মনে করা যাইতে পারে।

পক্ষান্তরে ঋকগুলির অভ্যন্তরে যে অনন্তের ইতিহাস বিদ্যমান আছে, যে নিত্যসত্যতত্ত্ব দীপ্যমান্ রহিয়াছে, তাহাও লক্ষ্য হয়। যথাস্থানে সকল বিষয়ই আলোচিত হইতেছে। যিনি যে তত্ত্বের অনুসন্ধানে উৎসুক-প্রাণ, তিনি সেই তত্ত্বই উহার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া পাইবেন।

ত্রয়স্ত্রিংশৎসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা।)

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরং॥

অথ তৃতীয়াধ্যায় আরভ্যতে। তমগ্নে প্রথম ইতি সপ্তমানুবাকে পঞ্চসূক্তানি। এতায়ামেতি তৃতীয়ং সূক্তং পঞ্চদশর্চং। ঋষিশ্চাঙ্গিরসাদিতি পরিভাষয়াঙ্গিরসো হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ। অনুক্তত্বাদিন্দ্রো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ॥ এতেত্যানুক্রমণিকা। গোসবশ্যী-বধয়োর্নিষ্কেবল্য এতায়ামেতিসূক্তং বিনিযুক্তং। তথা চ সূত্রিতং। অভিভূতিনা যক্ষ্যমান ইতি খণ্ডে গোসবশীবধৌ পশুকাম ইন্দ্রসোমমেতায়ামেতি মাধ্যন্দিনে। আ০ ৯।৮। ইতি॥

তত্র প্রথমামৃচমাহ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বেদসমূহ যাঁহার নিঃশ্বাস স্বরূপ, যিনি বেদ হইতে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড
সৃজন করিয়াছেন, সেই বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরকে আমি বন্দনা করি॥

অনন্তর তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে। 'তমগ্নে প্রথম' এই সপ্তম অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত আছে। তাহার মধ্যে 'এতায়াম' ইত্যাদি তৃতীয় সূক্ত পঞ্চদশটী ঋক্‌বিশিষ্ট। 'ঋষিশ্চাঙ্গিরসাৎ' এইরূপ পরিভাষা হেতু এই সূক্তের ঋষি—অঙ্গিরসপুত্র হিরণ্যস্তূপ। দেবতা উক্ত নাই বলিয়া ইহার দেবতা—ইন্দ্র, এবং ছন্দঃ—ত্রিষ্টুভ্। অনুক্রমণিকাতে উক্ত হইয়াছে, গোসব ও বীবধ যাগের নিষ্কেবল্যশস্ত্রে 'এতায়াম' এই সূক্তটীর বিনিয়োগ হয়। সেইরূপ সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—'অভিভূতিনা......মাধ্যন্দিনে' (আ০ ৯।৮) ইতি। এই সূক্তের প্রথমা ঋক কথিত হইতেছে।

অথ প্রথমমণ্ডলস্য সপ্তমেঽনুবাকে ত্রয়স্ত্রিংশং সূক্তং। ঋষিরাঙ্গিরসো হিরণ্যস্তূপঃ। ইন্দ্রো দেবতা। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। গোসবকীবধয়ো-র্নিকেবল্যে বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়স্ত্রিংশংসূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

এতায়ামোপগব্যন্ত ইন্দ্রমস্মাকং

সু প্রমতিং বাবৃধাতি।

অনামৃণঃ কুবিদাদস্য রায়ো

গবাং কেতং পরমাবর্জ্জতে নঃ ॥ ১ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। ইত। অয়াম। উপ। গব্যন্তঃ। ইন্দ্রং। অস্মাকং।

সু। প্রঽমতিং। বাবৃধাতি।

অনামৃণঃ। কুবিৎ। আৎ। অস্য। রায়ঃ।

গবাং। কেতং। পরং। আঽবর্জ্জতে। নঃ ॥ ১ ॥

অমরদ্যোতিকা-ব্যাখ্যা।

—হে দেবতাবলিবহাঃ! 'গব্যন্তঃ' (অস্মাকং গাঃ প্রাপ্তুম্ ইচ্ছন্তঃ, অপহৃতানি গবাদীনি বস্তূনি ইচ্ছন্তঃ) যূয়ং 'এত' (আগচ্ছত, অস্মাকং ধনসমীপে [illegible]); তর্হি বয়ং 'ইন্দ্রং' (ধনদাতারং) 'উপায়াম' (প্রাপ্নবাম); স ইন্দ্রঃ 'অস্মাকং প্রমতিং' (অস্মাকং প্রকৃষ্টাং বুদ্ধিং) 'সু' (সুষ্ঠু),

'বাবৃধাতি' (অতিশয়েন বর্দ্ধয়তি); 'আৎ' (অনন্তরং, এবং) 'অনাভৃণঃ' (হিংসারহিতঃ, মঙ্গলসাধকঃ স ভগবান্) 'নঃ' (অস্মান্) 'গবাং' (জ্ঞানানাং) 'পরং' (শ্রেষ্ঠং) 'কেতং' (স্পৃহাং) 'আবর্জিতে' (দদাতি); তদা 'অস্ত' (জ্ঞানস্পৃহাসম্বন্ধিনঃ) 'রায়ঃ' (ধনস্য প্রাপ্তিঃ) 'কুবিদা' (আধিক্যেন, সর্ব্বতোভাবেন) সম্ভবতি ইতি শেষঃ। দেবভাবেন সহ মনুষ্যাঃ পরং জ্ঞানং লভন্ত ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৩সূ—১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবভাবনিবহ! আমাদের জ্ঞানবর্দ্ধনের অভিলাষী হইয়া, আপনারা আগমন করুন (আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন); তাহা হইলেই, আমরা ভগবান ইন্দ্রদেবকে প্রাপ্ত হই;—সেই ইন্দ্রদেব আমাদিগের প্রকৃষ্টবুদ্ধিকে সুষ্ঠুরূপে সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত করেন, এবং মঙ্গলসাধক সেই ভগবান আমাদিগকে জ্ঞানসমূহের (লাভার্থ) শ্রেষ্ঠস্পৃহা প্রদান করেন;—তাহাতে জ্ঞানস্পৃহাসম্বন্ধী ধনের প্রাপ্তি (পরমার্থ-প্রাপ্তি) সর্ব্বতোভাবে সম্ভবপর হয়। (১ম—৩৩সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

দেবাঃ পরস্পরমেবং কথয়ন্তি। হে দেবা গব্যন্তঃ পণিনামকেনাসুরেণাপহৃতা অস্মদীয়া গাঃ প্রাপ্তুমিচ্ছন্তো যূয়মেত। আগচ্ছত। যুষ্মাভিঃ সহিতা বয়মিন্দ্রং গবানয়নক্ষমমুপায়াম। প্রাপ্নবাম। স চেন্দ্রোঽনাভৃণো হিংসকরহিতঃ সন্নস্মাকং দেবানাং প্রমতিং গোলাভেন হর্ষয়িত্বা প্রকৃষ্টাং বুদ্ধিং সু বাবৃধাতি। সুষ্ঠু বর্দ্ধয়তি। আৎ অনন্তরং স ইন্দ্রোঽস্য রায়ো ধনস্য গবাং গোরূপস্য সম্বন্ধি পরং কেতমুৎকৃষ্টং জ্ঞানং নোঽস্মাকং কুবিদাবর্জতে। অধিকং প্রাপয়তি॥ ইত। ইণ্ গতৌ। অদাদিভ্যশ্ছপো লুক। অয়াম। এতেলোঁট্ মধ্যমবহুবচনে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

দেবতাগণ পরস্পর এইরূপ বলিয়া থাকেন। হে দেবগণ! পণিনামক অসুর কর্তৃক অপহৃত আমাদিগের গোসকলকে প্রাপ্ত হইবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া আপনারা আগমন করুন। আপনাদের সহিত আমরা গোসকলের উদ্ধারসমর্থ ইন্দ্রদেবকে প্রাপ্ত হই। সেই ইন্দ্রদেব হিংসকরহিত হইয়া, দেবগণ আমাদিগকে, গোলাভের দ্বারা হর্ষপ্রদানপূর্ব্বক, আমাদিগের উৎকৃষ্ট বুদ্ধিকে সুচারুরূপে বর্দ্ধিত করিবেন। অনন্তর সেই ইন্দ্রদেব, এই গোরূপ ধনের অথবা উৎকৃষ্ট জ্ঞান, আমাদিগকে অধিকরূপে প্রদান করিবেন।

'ইত' এই পদটী, গত্যর্থমূলক ইন্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ধাতু অদাদিগণীয় বলিয়া শপের লোপ হইয়াছে। 'অয়াম' পদটী, 'ইন্' ধাতুর উত্তর লোটের উত্তম পুরুষের বহুবচনে 'আড়ুত্ত-

ধাতুরয়স্য ণিচ্ছেত্যাডাগমঃ। ণিদ্বদ্ভাবাৎ সার্ব্বধাতুকলক্ষণে গুণেহবাদেশঃ। নচেণো যণ্ পা০ ৬।৪।৮১। ইতি যণাদেশঃ। মধ্যেহপবাদাঃ পূর্ব্বান্ বিধীন্ বাধন্তে নোত্তরানিতি বচনাত্তস্যেয়ঙাদেশাপবাদত্বাৎ। অতঃ পরত্বাদ্গুণেন যণাদেশো বাধ্যতে। ণিদ্বদ্ভাবাৎ প্রত্যয়স্যাদ্যুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। গব্যন্তঃ। গা আত্মনঃ ইচ্ছন্তঃ। সুপ আত্মনঃ ক্যজিতি গোশব্দাৎ কর্ম্মণঃ ক্যচ্। বান্তো যি প্রত্যয় ইত্যবাদেশঃ। প্রত্যয়ান্তাদ্ধাতোর্লটঃ শতৃ। তস্যাদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। প্রমতিং। মন্যতেঃ ক্তিন্। অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনা অনুনাসিকলোপঃ। তাদৌ চেতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। বাবৃধাতি বৃধু বৃদ্ধৌ। লেটোহডাগমঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। সংহিতায়ামভ্যাসস্য দীর্ঘশ্ছান্দসঃ। অনামৃণঃ। মৃণ হিংসায়াং মৃণন্তি হিংসন্তি ইতি মৃণাঃ। ইগুপধলক্ষণঃ কঃ। ন সন্ত্যামৃণা অস্যেতি বহুব্রীহৌ নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। অস্য গ্নাঃ উড়িদমিত্যুত্তরস্য বিভক্তেরুদাত্তত্বং। গবাং সাবেকাচ ইতি প্রাপ্তস্য বিভক্ত্যুদাত্তস্য ন গোশ্বন্ সাববর্ণেতি প্রতিষেধঃ। কেতং কিত জ্ঞানে। ঘঞন্ত আদ্যুদাত্তঃ। আবর্জতে। বৃজী বর্জনে অদাদিত্বাচ্ছপো লুকি প্রাপ্তে

বস্ত ণিচ্চ' সূত্রানুসারে আট্ আগম করিয়া নিষ্পন্ন। ণিদ্বদ্ভাব হেতু সার্ব্বধাতুকলক্ষণ গুণ হইয়া অবাদেশ হইয়াছে। এস্থলে 'ইনো যণ্' (পা০ ৬ ৪ ৮১) এই সূত্রদ্বারা যনাদেশ হয় নাই। কারণ, 'মধ্যে হপবাদাঃ পূর্ব্বান্ বিধীন্ বাধন্তে' এই বচন প্রযুক্ত তাহার ইয়ঙাদেশের অপবাদ আছে। অতএব পর হেতু গুণ-বিধি দ্বারা যনাদেশ-বিধি বাধিত হইয়াছে। ণিদ্বদ্ভাব হেতু প্রত্যয়ের আদ্যুদাত্তস্বর প্রাপ্ত হইয়া, ধাতুরও আদ্যুদাত্তস্বর হইয়াছে। 'গব্যন্তঃ' এই পদটীতে গোসকলকে আপনার সম্বন্ধে ইচ্ছা করিতেছে, এই অর্থে 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' সূত্র দ্বারা 'গো' শব্দের উত্তর ক্যচ্ প্রত্যয়, 'বান্তো যি প্রত্যয়ে' এই সূত্র দ্বারা ওকারের স্থানে অবাদেশ। 'গব্য' এই ক্যচ্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুর উত্তর লটের স্থানে শতৃ করিয়া প্রথমা বিভক্তির বহুবচনে উক্ত 'গব্যন্তঃ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। শতৃর অদুপদেশ হেতু লসার্ব্বধাতুক অনুদাত্তস্বরের প্রাপ্তিতে ধাতুস্বর হইয়াছে। 'প্রমতিং' পদটিতে, জ্ঞানার্থবোধক প্রপূর্ব্বক মন্ ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয়ে 'অনুদাত্তোপদেশ' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ন এর লোপ হইয়াছে। 'তাদৌ চ' সূত্র দ্বারা গতির প্রকৃতিস্বর। 'বাবৃধাতি' পদটী, বৃদ্ধ্যর্থজ্ঞাপক বৃধু ধাতুর উত্তর লেট্ বিভক্তিতে অডাগমে 'বহুলং ছন্দসি' সূত্র দ্বারা শপের শ্লু ভাব এবং সংহিতাতে ছান্দসহেতু দ্বিত্বের দীর্ঘ হইয়াছে। 'অনামৃণঃ' পদটিতে আঙ্পূর্ব্বক হিংসার্থবোধক 'মৃণ' ধাতুর উত্তর 'হিংসা করে' এই অর্থে ইগুপধলক্ষণ ক প্রত্যয় করিয়া, 'আমৃণ' পদ সিদ্ধ। অনন্তর আমৃণাঃ অর্থাৎ 'হিংসক নাই যাহার' এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে উক্ত 'অনামৃণঃ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'নঞ্ সুভ্যাং' সূত্র দ্বারা ইহার পরপদে অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে। 'গবাং' পদটির 'সাবেকাচঃ' সূত্র দ্বারা বিভক্তির উদাত্ত হইতে পারিত, কিন্তু 'ন গোশ্বন্ সাববর্ণ' সূত্র দ্বারা তাহার নিষেধ হইয়াছে। 'কেতং' পদটী, জ্ঞানার্থক 'কিৎ' ধাতুতে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। ইহার আদ্যুদাত্ত স্বর। 'আবর্জতে' পদটি অদাদিগণীয় বর্জনার্থক বৃজী ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। এস্থলে

বহুলং ছন্দসীতি শপোঽভাবঃ। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ। তিঙ্ঙ্ চোদাত্তবতীতি গতেরনুদাত্তত্বং। কুবিদ্‌যোগাদিপাতৈর্যদ্‌যদিহন্তেত্যাদিনা নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥ ১॥

প্রথম (৩৮২) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এই ঋকের প্রচলিত অর্থ বড়ই সমস্যাপূর্ণ। ভাষ্যকারের মত এই যে, এই ঋক্‌টি দেবগণের কথোপকথন-মূলক। অপরাপর ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যায় দেখি, ঋক্‌টি জনসমূহকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। উভয়ত্রেরই মর্ম্মার্থ এই যে,—'পণি-নামক অসুরকর্তৃক অপহৃত গোসমূহকে পাইবার জন্য যাঁহারা ইচ্ছুক হইয়াছেন, তাঁহারা আসুন; ইন্দ্রদেবের নিকট গমন করুন; ইন্দ্রদেব সেই গোসমূহকে উদ্ধার করিয়া দিবেন, এবং গোসকল উদ্ধারের বুদ্ধি প্রদান করিবেন।' *

আমরা পূর্ব্বাপর একই লক্ষ্য রাখিয়া অর্থ করিয়া আসিতেছি। কোথাও সে অর্থের ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। 'গো' শব্দের 'গরু' অর্থ এ পর্য্যন্ত ঋগ্বেদের কোথাও গ্রহণীয় বলিয়া মনে করি নাই; পরন্তু সর্ব্বত্রই 'জ্ঞান-কিরণ' অর্থই সঙ্গত বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইতেছে। এখানেও সেই অর্থ-সঙ্গতি লক্ষ্য করুন। মন্ত্রটিকে প্রধানতঃ

'বহুলং ছন্দসি' সূত্রে নিষেধ থাকায়, শপের লোপ হয় নাই। শপের পিত্বহেতু অনুদাত্তস্বর। তিঙের সার্ব্বধাতুক লকারস্বর হেতু ধাতুস্বর হইয়াছে। 'তিঙি চোদাত্তবতি' সূত্রদ্বারা গতির (আ এর) অনুদাত্তস্বর হইতে পারিত; কিন্তু, 'কুবিদ্' শব্দের যোগ বশতঃ 'নিপাতৈর্যদ্‌যদিহন্ত' সূত্রদ্বারা নিঘাতস্বর প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে॥ ২॥

---

* প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। তাহা হইতেই প্রচলিত অর্থ বোধগম্য হইবে। যথা,—"হে জনসমূহ, আমরা পণি নামক অসুর কর্তৃক অপহৃত গো প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছি, অতএব তোমরা আগমন কর; আমরা তোমাদিগের সহিত গো আনয়নে কৃতনিশ্চয় যে ইন্দ্র তাঁহার নিকটে গমন করি। সেই ইন্দ্র আমাদিগকে গোলাভ করাইয়া অনুগ্রহ করেন। অনন্তর সেই বিঘ্নরহিত হিতকারী ইন্দ্র আমাদিগকে গোধন-লব্ধি উৎকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করেন।" সায়ণের অর্থ তাহাতেই পরিদৃষ্ট হইবে। ফলতঃ অসুর কর্তৃক গোহরণ এবং সেই গরু উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা—ইহাই এই ঋকের অর্থ বলিয়া প্রচারিত আছে।

আমরা তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। * প্রথম অংশের সম্বোধ্য—'দেবাঃ' (সায়ণের মতে); আমরাও সেই সম্বোধনেরই অনুসরণ করিলাম। 'দেবাঃ' ও 'দেবভাবনিবহাঃ', আমাদের মতে, অভিন্নতা-দ্যোতক।' পণি-নামক অসুরের গোরু-চুরির উপাখ্যান কল্পনা করিয়া আনার কোনই আবশ্যক দেখি না। যদিও কেহ এখানে অর্থ সঙ্গতি-পক্ষে পৌরাণিক উপাখ্যানের অনুসরণ আছে বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, সে উপাখ্যান রূপকালঙ্কারমূলক। সায়ণও স্থানে 'পণি' শব্দের অসুরার্থ-কল্পনায় ব্যভিচার ঘটাইয়াছেন; তিনি 'পণি' শব্দে 'ব্যবহারী (ব্যাপারী) অর্থ স্বীকার করিয়াছেন। ইন্দ্রকে কি করিয়া 'পণি' নামক অসুর বলিয়া অভিহিত করিবেন? কাজেই তাঁহাকে অর্থ বদলাইতে হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বাপরই বলিয়া আসিতেছি, জ্ঞানাবরক অজ্ঞানতার সহচরাদিই পণি-নামক অসুর-রূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। জ্ঞান অপহরণ করে কে? সে কি অজ্ঞানতা বা তাহার সহচরগণ নয়? অসুর-দস্যু প্রভৃতি সংজ্ঞায় তাই অজ্ঞানাদি অভিহিত হয়। যাহা হউক, অসুর কর্তৃক গোরু-চুরির উপাখ্যান আনিয়া এই মন্ত্রের সঙ্গে সংযোগ না করিলে, অথবা উহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য উপলব্ধ হইলে, মন্ত্রের মর্ম্মানুধাবনে আর কোনই সমস্যা উপস্থিত হয় না। সে পক্ষে সমীচীন সুসঙ্গত অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে বুঝা যায়, ঋকের প্রার্থনা এই যে,—'হে দেবভাবসমূহ—হে সত্ত্বগুণাবলি! আপনারা আসিয়া আমাদের হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত হউন,—আমাদের হৃদয়-মন সত্ত্বভাবে পূর্ণ হউক। তাহা হইলেই, আমরা ভগবানকে প্রাপ্ত হইব, আমাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত ও উৎকৃষ্ট হইবে, এবং জ্ঞানার্জ্জনে—সেই জ্ঞান-স্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্তির পক্ষে—আমাদের স্পৃহা আসিবে। তাহার ফল,—সেই পরমধন-লাভ। অর্থাৎ, সত্ত্বভাবের প্রভাবেই ভগবদনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং সেই অনুকম্পাই ভগবৎপ্রাপ্তির মূলীভূত।' পূর্ব্ব সূক্তে

---

* অন্বয়প্রবোধিকা-ব্যাখ্যা দেখুন; প্রথম অংশ—"হে দেবভাবনিবহাঃ" হইতে "এত" পর্য্যন্ত; দ্বিতীয় অংশ,—"তদা বয়ং ইন্দ্রং" হইতে "আবর্ত্তিতে" পর্য্যন্ত; এবং তৃতীয় অংশ "তদা অত্র" হইতে "দুরিতা সম্ভবতি" পর্য্যন্ত।

ইন্দ্রদেবের স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে; এখানে সেই ভগবানকে কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই আভাষ দেওয়া হইতেছে। (১ম—৩৩সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়স্ত্রিংশৎসূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্)।

উপেদহং ধনদামপ্রতীতং
জুষ্টাং ন শ্যেনো বসতিং পতামি।
ইন্দ্রং নমস্যন্নুপমেভিরর্কৈর্যঃ
স্তোতৃভ্যো হব্যো অস্তি যামন্॥ ২॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উপ। ইৎ। অহং। ধনদাং। অপ্রতিইতং।
জুষ্টাং। ন। শ্যেনঃ। বসতিং। পতামি।
ইন্দ্রং। নমস্যন্। উপমেভিঃ। অর্কৈঃ।
যঃ। স্তোতৃভ্যঃ। হব্যঃ। অস্তি। যামন্॥ ২॥

অর্থবোধিকা-ব্যাখ্যা।

'উপমেভিঃ' (আদর্শস্থানীয়ৈঃ, উত্তমৈঃ) 'অর্কৈঃ' (স্তোত্রৈঃ, সন্তুষ্টঃ সন্) 'যঃ' (ইন্দ্রঃ, ভগবান্) 'যামন্' (ঘোরসময়ে) 'স্তোতৃভ্যঃ' (উপাসকানাং রক্ষার্থং) 'হব্যঃ' (আহ্বাতব্যঃ, সদাপ্রযত্নপরঃ) 'অস্তি' (ভবতি); তং 'ধনদাং' (মোক্ষাদিধনপ্রদং) 'অপ্রতীতং' (অপ্রতিহতপ্রভাবযুক্তং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং) 'নমস্যন্' (পূজয়ন্, নমস্কৃত্য) 'শ্যেনঃ ন' (ক্ষিপ্রগতিশীলবৎ, ত্বরিতগতিঃ শ্যেনপক্ষী ইব) 'জুষ্টাং' (পূর্বৈঃ সেবিতাং) 'বসতিং' (আবাসস্থানং, উৎপত্তিমূলমিতি যাবৎ) 'ইৎ' (নিশ্চিতং) 'উপপতামি' (সমীপে প্রাপ্নোমি)। ভগবদুপাসনাপ্রভাবৈশ্বর্যযুতাঃ জীবোৎপত্তিমূলং ভগবন্তং লভন্ত ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৩সূ—২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

আদর্শস্থানীয় স্তোত্রের দ্বারা (সন্তুষ্ট হইয়া) যে ভগবান্ সঙ্কট-সময়ে উপাসকগণের রক্ষার নিমিত্ত সদাপ্রযত্নপর আছেন; মোক্ষাদিধনপ্রদ অপ্রতিহতপ্রভাবযুত সেই ভগবানকে (ইন্দ্রদেবকে) পূজা করিয়া, ক্ষিপ্রগতিবিশিষ্টের ন্যায় (শ্যেনপক্ষীর ন্যায়), আমি নিশ্চয়ই আমার পূর্ব্ব-আবাস-স্থান (উৎপত্তিস্থান) প্রাপ্ত হইয়া থাকি। (১ম—৩৩সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

য ইন্দ্রঃ স্তোতৃভ্য স্তোতৄণামনুষ্ঠাতৄণামনুগ্রহার্থং যামন্ তদীয়শত্রুভিঃ সহ প্রবৃত্তে যুদ্ধে হবীয়োহস্তি। হবীয়ো হবীয়ো ভবতি। তমিন্দ্রমহমনুষ্ঠাতোপেৎপতামি। উপাগচ্ছামি। কিং কুর্ব্বন্। উপমেভিরুপমানস্থানীয়ৈরুত্তমৈরর্কৈঃ স্তোত্রৈঃ সহ নমস্যন্। পূজয়ন্। কীদৃশমিন্দ্রং। ধনদাং। ধনপ্রদং। অপ্রতীতং। অপ্রতিগতং। বলিভিরপ্রতিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। ইন্দ্রপ্রাপ্তৌ দৃষ্টান্তঃ। জুষ্টাং পূর্ব্বৈঃ সেবিতাং বসতিং স্বকীয়নীড়রূপাং নিবাসভূমিং শ্যেনো ন। যথা শ্যেননামকো বেগবান্ পক্ষী স্বকীয়স্থানং প্রত্যাসত্ত্যা যাতি তদ্বদহমিন্দ্রং ত্বরয়া প্রাপ্নোমি।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে ইন্দ্রদেব, অনুষ্ঠাতৃগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য, তদীয় শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সেই শত্রুগণ কর্ত্তৃক আহূত হয়েন, সেই ইন্দ্রদেবকে অনুষ্ঠাতা আমি সমীপেই প্রাপ্ত হই। কি করিতে করিতে প্রাপ্ত হই? না,—উপমাস্থানীয় উত্তম স্তোত্রপূর্ব্বক পূজা করিতে করিতে। ইন্দ্রদেব কিরূপ? না—ধনপ্রদ, অপ্রতিগত অর্থাৎ বলীকর্ত্তৃক অপরাভূত। ইন্দ্র প্রাপ্তিবিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। শ্যেননামক বেগবান্ পক্ষী যেমন স্বীয় নীড়রূপ স্থানকে আনন্দের সহিত প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমিও ইন্দ্রদেবকে শীঘ্রই প্রাপ্ত হই।

ধনদাং। ধনং দদাতীতি ধনদাঃ। আতো মনিন্নিত্যাদিনা বিচ্। অপ্রতীতং শত্রুভির্নপ্রতিগতং। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। জুষ্টাং। জুষী প্রীতিসেবনয়োঃ। শ্বীদিতো নিষ্ঠায়ামিতীট্প্রতিষেধঃ। নিত্যং মন্ত্রে ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। পতামি। লেটোঽডাগমঃ। নমস্যন্ নমস্‌শব্দাৎ পূজার্থে নমোবরিবঃ। পা০ ৩।১।১৯। ইতি ক্যচ্। প্রত্যয়স্বরঃ। অত্রোপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে সতি একাদেশস্বরেণোদাত্তত্বং। উপমীয়ন্ত এভিরিত্যুপমা। মাঙ্ মানে। ঘঞর্থে কবিধানমিতি কঃ। বহুলং ছন্দসীতি ভিস ঐসাদেশাভাবঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। হব্যঃ। হ্বেঞো বহুলং ছন্দসীতি সম্প্রসারণং। অচো যদিতি যৎ। ধাতোস্তন্নিমিত্তস্যৈব। পা০ ৬।১।৮০। ইত্যবাদেশঃ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। যামন্। যা প্রাপণে। মনিনো নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্॥ ২॥

দ্বিতীয় (১৮৩) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রধান লক্ষ্যস্থল—'জুষ্টাং বসতিং।' ঐ দুই পদের অর্থ—পূর্ব্বসেবিত বাসস্থান। যেখানে পূর্ব্বে ছিলাম, যেখান হইতে এখানে আসিয়াছি, অর্থাৎ সেই যে আমার উৎপত্তি স্থান, আমরা মনে

'ধনদাং' এই পদটী, 'যে ধনকে দান করে' এই অর্থে 'আতো মনিন্' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বিচ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'অপ্রতীতং' পদটীতে অব্যয় পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'জুষ্টাং' এই পদটীতে, প্রীতি ও সেবনার্থদ্যোতক জুষী (জুষ্) ধাতুর নিষ্ঠাতে ইটের অভাব হইয়াছে। 'নিত্যং মন্ত্রে' এই সূত্র দ্বারা ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'পতামি' পদটী, লেট্ বিভক্তিতে আট্ আগমে নিষ্পন্ন। 'নমস্যন্' পদটী, 'নমস্' শব্দের উত্তর 'পূজার্থে নমোবরিবঃ' (পা০ ৩।১।১৯) এই সূত্র দ্বারা ক্যচ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। ইহাতে প্রত্যয়স্বর। অদুপদেশহেতু সার্ব্বধাতুক লকারের অনুদাত্তস্বরের প্রাপ্তিতে একদেশস্বর বলিয়া উদাত্তস্বর। 'উপস্থিত হয়' এই অর্থে 'উপমেভিঃ' পদটী, মানার্থক মাঙ্ ধাতুর উত্তর 'ঘঞর্থে কবিধানং' সূত্রদ্বারা ক প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' নিয়মে ভিসের স্থানে ঐসাদেশ হয় নাই। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'হব্যঃ' এই পদটীতে 'হ্বেঞো বহুলং ছন্দসি' এই সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ, 'অচো যৎ' সূত্রদ্বারা যৎ এবং 'গুণো ধাতোস্তন্নিমিত্তস্যৈব' (পা০ ৬।১।৮০) সূত্রদ্বারা অবাদেশ হইয়াছে। 'যতোঽনাবঃ' সূত্র দ্বারা ইহার আদ্যুদাত্তস্বর। 'যামন্' এই পদটি, প্রাপণার্থমূলক 'যা' ধাতুর উত্তর মনিন্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। মনিন্ প্রত্যয়ের নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। এস্থলে 'সুপাং সুলুক্' সূত্র দ্বারা সপ্তমী বিভক্তির লোপ হইয়াছে॥ ২॥

করি, ঐ দুই পদে সেই পরম স্থানকেই লক্ষ্য করিতেছে। কোথা হইতে আসিয়াছি? এখন এ কোথায় ঘুরিয়া ফিরিয়া মরিতেছি? কিরূপে আবার সে চিরশান্তিময় স্থানে পৌঁছিতে পারিব? এই চিন্তা—এই ভাব যখন মানুষের মনে উদয় হয়; তখনই এইরূপ প্রার্থনায় মানুষ উদ্‌বুদ্ধ হইতে পারে।

এই উদ্বোধনার প্রভাবেই মানুষ বুঝিয়া থাকে, সংসারের সঙ্কট-সময়ে ভগবান্ কেমন ভাবে মানুষকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন,—আর কিরূপ আদর্শ উপাসনার দ্বারা মানুষ তাঁহার করুণালাভে সমর্থ হয়! এই উদ্বোধনার ফলেই মানুষ বুঝিয়া থাকে,—তিনি কেমন, তাঁহার কি অপ্রতিহত প্রভাব, আর তিনি কি ধন প্রদান করেন! কিরূপ উপাসনার দ্বারা তাঁহার নিকটস্থ হওয়া যায়; কি প্রকারে তাঁহাতে মিলনের সামর্থ্য আসে; কি প্রকারে আবার সেই পুরাতন শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারা যায়; তখন ক্রমশঃ সেই জ্ঞান সঞ্জাত হইতে থাকে।

দূরে—নিয়তই দূরে সরিয়া পড়িতেছি। ঊর্দ্ধগতি স্থির-মন্থর হইয়া পড়িয়াছে। কি প্রকারে ক্ষিপ্রগতি প্রাপ্ত হই, কি প্রকারে ত্বরিতপদে সেই পুরাতন আবাসে পৌঁছিতে পারি, সেই ধ্যান সেই জ্ঞান যখন প্রবল হয়; তখন, ক্ষিপ্রগতিবিশিষ্টের ন্যায় দ্রুত চলিয়া, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারি।

বুঝিতে চেষ্টা কর—তাঁহার স্বরূপ! বুঝিয়া দেখ—কেমনভাবে সঙ্কট-সময়ে তিনি পরিত্রাণ করেন! বুঝিয়া, তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হও। তাহারই ফলে, ত্বরিত-গতিতে তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারিবে, তাঁহাতে মিলিত হইবার সামর্থ্য আসিবে। এই ভাব—এই মন্ত্র, এই ঋক্ বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। * (১ম—৩৩সূ—২ঋ)।

---

* ঋকের অন্তর্গত 'ক্ষেমঃ ন' পদদ্বয়ের অর্থ পূর্ব্ব-সূক্তের চতুর্দ্দশ ঋকের অর্থেরই অনুরূপ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ক্ষেম-শব্দের উপমা-অর্থে অসঙ্গত হয় না। দ্রুত প্রত্যাবর্ত্তনের ভাবই ঐ পদদ্বয়ে প্রকাশ পাইয়াছে। ঋকের সকল প্রচলিত অর্থ—প্রায়ই সায়ণের অনুসারী। সুতরাং তদ্বিষয়ে অন্য আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

তৃতীয়া ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । ত্রয়স্ত্রিংশৎসূক্তং । তৃতীয়া ঋক্ ।)

নি সর্ব্বসেন ইষুধীঁরসক্ত

সমর্য্যো গা অজতি যস্য বষ্টি ।

চোষ্কূয়মাণ ইন্দ্র ভূরি বামং

মা পণির্ভূরস্মদধি প্রবৃদ্ধ ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং ।

নি । সর্ব্বঽসেনঃ । ইষুঽধীন্ । অসক্ত ।

সং । অর্য্যঃ । গাঃ । অজতি । যস্য । বষ্টি ।

চোষ্কূয়মাণঃ । ইন্দ্র । ভূরি । বামং ।

মা । পণিঃ । ভূঃ । অস্মৎ । অধি । প্রঽবৃদ্ধ ॥ ৩ ॥

অধ্যাত্ম-বোধিকা-ব্যাখ্যা ।

'সর্ব্বসেনঃ' (নিখিলশক্তিসমন্বিতঃ, স ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'ইষুধীন্' (তূণান্, [illegible] বাণাধারান্, রিপুহননসামর্থ্যযুক্তানি অস্ত্রাণি) 'নি' (নিতরাং) 'অসক্ত' (সংলগ্নবান্, ভূষিতবান্ অভূৎ, [illegible] ইতি ভাবঃ) ; 'অর্য্যঃ' (স্বামিরূপঃ, প্রভুঃ

স্বামীরঃ স ইন্দ্রঃ) 'যস্ত' (উপাসকস্ত) 'বষ্টি' (মঙ্গলং অভিলষতি), তস্মৈ 'গাঃ' (জ্ঞানাস্ত্রাণি) 'সং অজতি' (সর্ব্বতোভাবেন দদাতি); 'প্রবৃদ্ধ' (হে আদিভূত, হে শ্রেষ্ঠ) 'ইন্দ্র' (ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'ভূরি' (প্রভূতং) 'বামং' (জ্ঞানরূপং ধনং) 'চোষ্কূয়মাণঃ' (অস্মভ্যং প্রযচ্ছন্, প্রদাতুং) 'অস্মং অধি' (অস্মাকং প্রতি) 'পণিঃ' (অসুরবৎ আচরণশীলঃ, বিরূপঃ) 'মা ভূঃ' (মা ভব)। রিপুদমনসামর্থ্যযুতানি জ্ঞানানি সর্ব্বৈব ভগবদনুবর্ত্তীনি সন্তি; ভগবৎ-কৃপয়া মনুষ্যাঃ তজ্জ্ঞানং লভন্তে; তস্মাৎ প্রার্থনা—হে দেব! জ্ঞানদানে কৃপণো মা ভব, অস্মভ্যং সজ্জ্ঞানং প্রযচ্ছ। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৩সূ—৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

নিখিলশক্তিসমন্বিত সেই ভগবান ইন্দ্রদেব, রিপুদমনসামর্থ্যপ্রজ্ঞ জ্ঞানাস্ত্রসমূহে সংসক্ত (অধিকারী) আছেন; সকলের প্রভুস্থানীয় সেই ভগবান ইন্দ্রদেব, যে উপাসকের মঙ্গল অভিলাষ করেন, তাহাকে তিনি সেই জ্ঞানাস্ত্রসমূহ সর্ব্বতোভাবে প্রদান করিয়া থাকেন। হে প্রবৃদ্ধ (সকলের আদিভূত) ভগবন্ ইন্দ্রদেব! প্রভূত পরিমাণ জ্ঞানরূপ-ধন আমাদিগকে প্রদান করিতে, আমাদের প্রতি আপনি কদাচ অসুরধর্ম্মী (অর্থাৎ বিরূপ) হইবেন না। (১ম—৩৩সূ—৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

সর্ব্বসেনঃ কৃৎস্নসেনাযুক্ত ইষুধীন্ বাণানামাধারভূতান্নিষঙ্গান্ অসক্ত। নিষক্তবান্ পৃষ্ঠভাগে সংযোজিতবান্। অর্য্যঃ স্বামিরূপ ইন্দ্রো যস্য দেবস্য বষ্টি। অসুরেণাপহৃতা গাঃ প্রদাতুং কাময়তে তস্য দেবস্য গৃহে তা গাঃ সমজতি। সম্যক্ প্রাপয়তি। হে প্রবৃদ্ধ প্রকৃষ্টবুদ্ধিযুক্ত ইন্দ্র ভূরিবামং প্রভূতং গোরূপং ধনং চোষ্কূয়মাণোঽস্মভ্যং প্রযচ্ছন্ অস্মদপেক্ষয়া পণির্মা ভূঃ। ব্যবহারী মা ভূবাঃ। গবাং মূল্যং মা যাচস্বেত্যর্থঃ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বসেনাযুক্ত (ইন্দ্র) বাণসমূহের আধারভূত ইষুধীকে (তূণকে) পৃষ্ঠদেশে সম্যক্ রূপে সংযোজিত করিয়াছিলেন। স্বামিস্বরূপ ইন্দ্রদেব, যে দেবতার, অসুরকর্ত্তৃক অপহৃত গো সমূহকে প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই দেবতার গৃহে সেই গো সকল সম্যক্ রূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হে প্রকৃষ্টবুদ্ধিযুক্ত ইন্দ্রদেব! আপনি, প্রভূত গোরূপ ধন আমাদিগকে প্রদান করিয়া আমাদিগের নিকট ব্যবহারী হইবেন না। অর্থাৎ গো সকলের মূল্যগ্রহণ করিবেন না।

সর্ব্বসেনঃ। ইনেন সহ বর্ত্তত ইতি সেনা। বোপসর্জ্জনস্যেতি সভাবঃ। সর্ব্বাঃ সরণশীলাঃ সেনা যুস্যেতি বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। প্রত্যয়লক্ষণেনাপ্যয়ং স্বর ইষ্যতে। পা০ ৬।১।১৯১। ইতি বচনাৎ প্রত্যয়লক্ষণেন সর্ব্বস্য সুপীতি সর্ব্বশব্দ আদ্যুদাত্তঃ। ইষুধীন্। ইষব এভি র্ধীয়ন্ত ইতীষুধয়ঃ। কর্ম্মণ্যধিকরণে চ। পা০ ৩।৩।৯৩। ইতি কি-প্রত্যয়ঃ। সংহিতায়াং দীর্ঘাদটি সমানপাদে ইত্যাদিনা নকারস্য রুত্বং। অত্রানুনাসিকঃ পূর্ব্বস্য তু বেতি পূর্ব্বস্বরোহনুনাসিকঃ। অসক্ত। ষচ সমবায়ে। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। অর্য্যঃ। অর্য্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োঃ। পা০ ৩।১।১০৩। ইতি যৎপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। অর্য্যস্য স্বাম্যাখ্যা চেৎ। ফি০ ১।১৮। ইত্যন্তোদাত্তত্বং। অজতি। অজ গতিক্ষেপনয়োঃ। বষ্টি। বশ কান্তৌ। অদাদিত্বাৎ শপো লুক্। ব্রশ্চাদিষত্বে ষ্টুত্বং। চোষ্কূয়মাণঃ। স্কুঞ্ আপ্রবণে। ধাতোরেকাচ ইতি যঙ্। অকৃৎসার্ব্বধাতুকয়োর্দীর্ঘঃ। দ্বির্ব্বচনে শর্পূর্ব্বাঃ খয়ঃ। পা০ ৭।৪।৬১। ইতি ককারঃ শিষ্যতে সকারো লুপ্যতে। কুহোশ্চুরিতি চুত্বে গুণো যঙ্লুকোরিতি গুণঃ। সুষামাদিত্বাৎ ষত্বং। যঙন্তাল্লটঃ শানচ্। অনুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। ভূরি। গতিবেতি সিচো লুক্॥ ৩॥

'সর্ব্বসেনঃ' এই পদটীর 'সেনা' পদটী, 'ইনের সহিত বর্ত্তমান' এই অর্থে 'বোপসর্জ্জনস্য' এই সূত্র দ্বারা 'সহ' শব্দের স্থানে 'স' আদেশে নিষ্পন্ন। অনন্তর 'সরণশীল সেনাসমূহ যাঁহার' এই বহুব্রীহি সমাসে উক্ত 'সর্ব্বসেনঃ' পদটীর পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'প্রত্যয়লক্ষণেনাপ্যয়ং স্বর ইষ্যতে' (পা০ ৬।১।১৯১) এই বচনপ্রযুক্ত প্রত্যয় লক্ষণ-হেতু 'সর্ব্বস্য সুপি' সূত্রানুসারে সর্ব্ব শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ইষুসমূহ ইহাতে ধৃত হয়' এই অর্থে 'ইষুধীন্' পদটী, 'কর্ম্মণ্যধিকরণেচ' (পা০ ৩।৩।৯২) সূত্র দ্বারা কি প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। সংহিতাতে 'দীর্ঘাদটি সমানপাদে' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ন-কারের রুত্ব এবং 'অনুনাসিকঃ পূর্ব্বস্য তু বা এই নিয়মে পূর্ব্বস্বরে অনুনাসিক হইয়াছে। 'অসক্ত' এই পদটী, সমবায়ার্থমূলক 'ষচ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ''বহুলং ছন্দসি' সূত্রানুসারে ইহাতে শপের লোপ হইয়াছে। 'অর্য্যঃ স্বামি বৈশ্যয়োঃ' সূত্রানুসারে যৎপ্রত্যয়ে নিপাতনে 'অর্য্যঃ' এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'অর্য্যস্য স্বাম্যাখ্যা চেৎ' (ফিৎ ১।১৮) এই ফিট্ সূত্র দ্বারা ইহার অন্তস্বর উদাত্ত। "অজতি' পদটী গতি ও ক্ষেপণার্থ-মূলক 'অজ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'বষ্টি' পদটী, কান্তি অর্থদ্যোতক 'বশ্' ধাতু হইতে সিদ্ধ। ইহা অদাদিগণীয় ধাতু বলিয়া ইহার শপের লোপ হইয়াছে; এবং ব্রশ্চাদিহেতু ইহার ষত্ব ও ষ্টুত্ব হইয়াছে। 'চোষ্কূয়মাণঃ' পদটী আপ্রবণার্থদ্যোতক 'স্কুঞ্' ধাতুর উত্তর 'ধাতোরেকাচঃ' সূত্রদ্বারা যঙ্ প্রত্যয়ে 'অকৃৎসার্ব্বধাতুকয়োর্দীর্ঘঃ' সূত্র দ্বারা দীর্ঘ, দ্বিত্ব ও 'শর্পূর্ব্বাঃ খয়ঃ' (পা০ ৭।৪।৬১) সূত্রদ্বারা ককার অবশিষ্ট হইয়া সকারের লোপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে 'কুহোশ্চুঃ' সূত্রে চুত্ব হইলে 'গুণোযঙ্ লুকোঃ' এই সূত্রদ্বারা গুণ, সুষামাদিত্বনিবন্ধন ষত্ব ও যঙন্ত ধাতুর উত্তর লটের স্থানে শানচ্ আদেশ হইয়াছে। অনুপদেশ বশতঃ সার্ব্বধাতুক লকারের অনুদাত্তত্ব হইলে ধাতুস্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। 'ভূরি' পদটীতে 'গতিবা' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা সিচ্ আগমের লোপ হইয়াছে। ৩॥

তৃতীয় (৩৮৪) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—'বহুসেনানায়ক ইন্দ্রদেব স্বীয় পৃষ্ঠদেশে তূণ সংযোজন করিয়া রাখিয়াছেন; পণি নামক অসুর যাহাদের গোরুসকল চুরি করিয়া লইয়া যায়, তাহাদের যাহার প্রতি তিনি সদয় হন, তাহাদের গরু সকল উদ্ধার করিয়া দেন।' উপসংহারে প্রার্থনা এই যে,—'হে ইন্দ্রদেব! গরুগুলি উদ্ধার করার জন্য আপনি কোনও অর্থগ্রহণ করিবেন না।' সায়ণের ভাষ্যে এবং প্রচলিত প্রায় সকল ব্যাখ্যাতেই এইরূপ অর্থই অল্প-বিস্তর পরিবর্ত্তিত করিয়া লিখিত হইয়াছে। বেদ শব্দপ্রাণ; শব্দার্থের অনুসরণে, উহা হইতে ঐরূপ অর্থ নিষ্কাষণের আর বিচিত্রতা কি আছে? তবে একটু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে, উহা হইতে যে নিগূঢ় সদর্থের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা বলাই বাহুল্য।

প্রথমে ভগবানের বিশেষণ কয়েকটীর প্রতি লক্ষ্য করুন। তিনি 'সর্ব্বসেনঃ'; ইহাতে তিনি যে কতকগুলি সেনার নায়ক, তাহা বোধগম্য হয় না; বুঝা যায়, সকল সেনার বা সকল শক্তির অধিপতি তিনি। পূর্ব্ব সূক্তের পঞ্চদশ ঋকে ইন্দ্রদেবের স্বরূপ পরিচয় পাইয়াছি; তাঁহাকে স্থাবর-জঙ্গম সকলের অধিপতি বলিয়া জানিয়াছি; এখানেও 'সর্ব্বসেনঃ' বিশেষণে সেই উক্তিরই সমর্থন দেখি। তার পর 'বাণধার তাঁহাতে সংসক্ত'—ইহাতেই বা কি ভাব আসে? 'পৃষ্ঠে' পদ কেন অধ্যাহার করিয়া আনি? কেন বলিতে যাই—'তিনি পৃষ্ঠে তূণ ন্যস্ত করিয়া আছেন?' এখানকার ভাব এই নয় কি,—শত্রুদমনযোগ্য সকল প্রকার অস্ত্রেরই তিনি অধিকারী! অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু যত প্রকার শত্রুই সংসারে মানুষকে বিব্রত করিয়া রাখিয়াছে, সেই সকল প্রকার শত্রুর বিনাশোপযোগী অস্ত্রাধার তাঁহাতে আছে। এই বলিলেই অর্থ সঙ্গত হয় না কি? সে অস্ত্রাধার যে কি, তাহাও ঐ প্রসঙ্গেই উপলব্ধ হয়। তাঁহাতে যে জ্ঞানরূপ অস্ত্রের আধার সর্ব্বতোভাবে ন্যস্ত রহিয়াছে, ইহাতে তাহাই বুঝা যায়।

উপসংহারে তিনি কি সামগ্রী প্রদান করেন এবং কি প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে, তদ্বিষয় অনুধাবন করুন। যাঁহাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হন, তাঁহাদের গরু উদ্ধার করিয়া দেন এবং তাহার জন্য মূল্য (প্রকারান্তরে পারিশ্রমিক) যেন না লন,—এ অতি অসঙ্গত অর্থ। 'পণি' পদে কখনও অসুর এবং কখনও ব্যবহারী (ব্যাপারী) অর্থ কল্পনা করা—এই অসঙ্গতির প্রধান কারণ। এ বিষয় পূর্ব্ব মন্ত্রেই আলোচনা করিয়াছি। যে সকল গুণ-বিশেষণে তাঁহাকে পরিচিত করা হইয়াছে, তাহাতে ঐরূপ গোরু উদ্ধার করিয়া অর্থ গ্রহণের ভাব কখনই মনে আসিতে পারে না। ঐ অংশে জ্ঞানের পরম তত্ত্ব বিবৃত রহিয়াছে। ভগবান্ যাঁহাদের প্রতি তুষ্ট হন, যাঁহাদের কর্ম্ম তাঁহার প্রীতিসাধক হয়, তিনি তাঁহাদিগকে জ্ঞান-গুণে বিভূষিত করেন। সেই ভাবই এখানে পরিব্যক্ত। সেই ভাবের ভাবুক হইয়াই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমায় সেই জ্ঞানরূপ ধনদানে আর কার্পণ্য করিবেন না।' জ্ঞান-লাভই পরম লাভ। সেই প্রার্থনাই চরম প্রার্থনা। মন্ত্রে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম—৩৩সূ—৩ঋ)।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়স্ত্রিংশৎসূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

বধীর্হি দস্যুং ধনিনং ঘনেন

একশ্চরন্নুপশাকেভিরিন্দ্র।

ধনোরধি বিষুণক্তে ব্যায়ন্নযজ্বানঃ

সনকাঃ প্রেতিমীয়ুঃ ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বধীঃ। হি। দস্যুং। ধনিনং। ঘনেন।

একঃ। চরন্। উপশাকেভিঃ। ইন্দ্র।

ধনোঃ। অধি। বিষুণক্। তে। বি। আয়ন্।

অযজ্বানঃ। সনকাঃ। প্রেতিং। ঈয়ুঃ॥ ৪॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্) ত্বং 'হি' (নিশ্চিতং) 'একঃ' (অদ্বিতীয়ঃ, প্রতিদ্বন্দ্বিরহিতঃ); ত্বং 'শাকেভিঃ' (স্বশক্তিভিঃ) 'উপ' (শত্রুসমীপং) 'চরন্' (গচ্ছন্, উপস্থিতঃ সন্) তং 'ধনিনং' (ধনশালিনং, বলদৃপ্তং) 'দস্যুং' (চৌরং, ধর্ম্মধনাপহারকং) 'ঘনেন' (তীব্রেণ অস্ত্রেণ) 'বধীঃ' (অবধীঃ, হতবান্, জঘনিথ); 'বিষুণক্' (সর্ব্বতঃ) 'আয়ন্' (আগচ্ছন্তঃ) 'অযজ্বানঃ' (যজ্ঞবিরোধিনঃ, সৎকর্ম্মবিঘ্নকারিণঃ) 'সনকাঃ' (জনাঃ, শত্রবঃ) 'তে' (তব) 'ধনোঃ অধি' (ধনুর্দ্দণ্ডোপরি, শত্রুনাশকঃ অস্ত্রসান্নিধ্যে ইতি যাবৎ) 'প্রেতিং' (মরণং) 'ঈয়ুঃ' (প্রাপ্তাঃ)। ভগবৎসামীপ্যলাভানন্তরং সর্ব্বে অসদ্ভাবাঃ নাশং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৩সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি নিশ্চয়ই অদ্বিতীয় (অপ্রতিহতশক্তিশালী); আত্মশক্তিদ্বারা শত্রুসমীপে উপস্থিত হইয়া, ধর্ম্মধনাপহারক সেই বলদৃপ্ত দস্যুকে আপনি তীব্র অস্ত্র দ্বারা বধ করেন; সর্ব্বতঃ-বিচরণশীল, সৎকর্ম্মবিরোধী শত্রুগণ আপনার ধনুর্দ্দণ্ডোপরি (শত্রুনাশক অস্ত্রসান্নিধ্যে) মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। (১ম—৩৩সূ—৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ধনিনং বহুধনোপেতং দস্যুং চোরং বৃত্রং ঘনেন কঠিনেন বজ্রেণ বধীর্হি। হতবান্ খলু। ধনিত্বং বাজসনেয়িনোঽপি স্পষ্টমামনন্তি। বৃত্রস্যান্তঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাশ্চ বিদ্যাঃ সর্ব্বাণি হবীংষি চাসন্নিতি। উপশাকেভিঃ সমীপবর্ত্তিভিঃ শক্তিযুক্তৈর্ম্মরুদ্ভিঃ সহিতো ত্বমেবৈকশ্চরন্। প্রহর্ত্তুং স্বয়মেক এব গচ্ছন্। যদ্যপি মরুতঃ সমীপে বর্ত্তন্তে তথাপি তে প্রোৎসাহয়ন্ত্যেব ন তু বৃত্রং প্রহরন্তি। প্রহর্ত্তা তু স্বয়মেক এব। তথা চ ব্রাহ্মণে সমাম্নাতং। মরুতো হৈনং নাজহুঃ প্রহর ভগবো বীরয়স্বেত্যেবৈনমেতাং বাচং বদন্ত উপাতিষ্ঠন্তেতি। ধনোরধি। ইন্দ্রসম্বন্ধিনো ধনুষ উপরি, বিষুণক্ বিবিধং নাশমুদ্দিশ্য। যদ্বা বিষক্ সর্ব্বতস্তে বৃত্রানুচরা ব্যয়ন্। বিবিধমাগচ্ছন্। আগত্য চাযজ্বানো যজ্ঞবিরোধিনঃ সন্তঃ সনকা এতন্নামকা বৃত্রানুচরাঃ প্রেতিমীয়ুঃ। মরণং প্রাপ্তাঃ॥

বধীঃ। হনহিংসাগত্যোঃ। লুঙি চ। পা০ ২।৪।৪৩। ইতি বধাদেশঃ। স চাদন্তঃ। অতো লোপ ইতি লোপে সতি স্থানিবদ্ভাবাদতো হলাদেঃ। পা০ ৭।২।৭। ইতি বৃদ্ধ্যভাবঃ। ইট ঈটি। পা০ ৮।২।৩৮। ইতি সিচো লোপঃ। আগমানুদাত্তত্বে ধাতুকারস্যোদাত্তত্বং। ঘনেন একঃ। ঈষা অক্ষাদিষু ছন্দসি প্রকৃতিভাবমাত্রং বক্তব্যং। পা০

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আপনি, বহুধনশালী চোর বৃত্রকে কঠিন বজ্রের দ্বারা বধ করিয়াছিলেন। বৃত্র যে ধনবান, ইহা বাজসনেয়িগণ পাঠ করিয়াছেন; যথা,—'বৃত্রের নিকট দেবসমূহ বিদ্যাসমূহ এবং হবিঃসমূহ বিদ্যমান ছিল।' হে ইন্দ্রদেব! আপনি, আপনার সমীপবর্ত্তী শক্তিমান মরুদ্গণের সহিত স্বয়ং অর্থাৎ একাই বৃত্রকে প্রহার করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন। যদিও, মরুদ্গণ সমীপে (সঙ্গে) বর্ত্তমান ছিল, তথাপি সেই মরুদ্গণ ইন্দ্রদেবকে (বৃত্রবধে) উৎসাহিত করিয়াছিল মাত্র। পরন্ত, তাঁহারা মরুদ্গণকে প্রহার করেন নাই। প্রহারকর্ত্তা, একমাত্র ইন্দ্রদেবই। এ বিষয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পঠিত হইয়াছে। যথা,—মরুতো হৈনং...উপাতিষ্ঠন্ত ইতি। অর্থাৎ মরুদ্গণ এই বৃত্রকে প্রহার করেন নাই, তাঁহারা ইন্দ্রদেবকে 'হে ভগবন্! আপনি বীরত্বপূর্ব্বক বৃত্রকে প্রহার করুন' এই কথা বলিয়া সমীপে বর্ত্তমান ছিলেন। ইন্দ্রদেবতার সম্বন্ধী ধনুর উপর বিবিধ রূপে নাশকে উদ্দেশ করিয়া সেই বৃত্রানুচরগণ আগমন করিয়াছিল অথবা সেই বৃত্রানুচরগণ বিবিধরূপে আগমন করিয়াছিল। আগমনপূর্ব্বক যজ্ঞবিরোধী (যজনশীলগণের প্রতিবন্ধী) হইয়া সেই সনক নামক বৃত্রানুচরগণ, মৃত হইয়াছিল।

'বধীঃ' এই পদটী, হিংসা ও গমনার্থমূলক হন্ ধাতুর উত্তর লুঙ্ বিভক্তিতে 'লুঙি চ' (পা০ ২।৪।৪৩) এই সূত্র দ্বারা ঐ হন্ ধাতুর স্থানে বধাদেশে নিষ্পন্ন। এস্থলে উক্ত বধাদেশ অদন্ত। 'অতো লোপঃ' এই সূত্র দ্বারা অকারের লোপ হইলে পুনঃ স্থানিবদ্ভাব হেতু 'অতো হলাদেঃ' (পা০ ৭।২।৭) ইহার বৃদ্ধির অভাব এবং 'ইট ঈটি' (পা০ ৮।২।২৮) এই সূত্র দ্বারা সিচের লোপ হইয়াছে। আগমের স্বর অনুদাত্ত হইলে, ধাতুর অকার উদাত্ত হইয়াছে। ঘনেন একঃ। এস্থলে 'ঈষা অক্ষাদিষু ছন্দসি প্রকৃতিভাবমাত্রং বক্তব্যং'

পা৹ ৬।১।১২৭।২। ইতি সংহিতায়াং প্রকৃতিভাবঃ। অনুনাসিকশ্ছান্দসঃ। উপশাকেভিঃ। উপশক্তং কুর্বতীরুপশকাঃ। শক শক্তৌ। অস্মাদ্ধেতুমণ্যন্তাৎ পচাদ্যচ্। থাথাদিস্বরেণোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। বিষুণক্। বিষুপূর্বান্নশেঃ সম্পদাদিলক্ষণঃ ক্বিপ্। নশের্বা। পা৹ ৮।২।৬৩। ইতি কুত্বং। যদ্বা বিষুপূর্বাদঞ্চতেরুড়াগমঃ। সনকা ইত্যসুরাণাং নাম। ষণু দানে। সন্তি দদতীতি সনা দাতারঃ। পচাদ্যচ্। সনান্ কায়ন্তি শব্দয়ন্তীতি সনকাঃ। আতোঽনুপসর্গে কঃ। আতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। প্রেতিং। তাদৌ চ নিতীতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। ঈয়ুঃ। এতের্লিটি পরস্মৈপদিনো যণিচ্ছি-যণাদেশে দ্বির্বচনেঽচীতি স্থানিবদ্ভাবাদিকারস্য দ্বির্বচনং। দীর্ঘ ইণঃ কিতীত্যভ্যাসদীর্ঘত্বং॥৪॥

চতুর্থ (৩৮৫) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের আমরা যে অর্থ নিষ্কর্ষ করিলাম, প্রথমে তাহার একটু বিবৃতি ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছি। মন্ত্রটীকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। মন্ত্রের প্রথমাংশে ('ইন্দ্রঃ হি একঃ' অংশে) বলা হইয়াছে, সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরেরই এক নাম—ইন্দ্র। তার পর (দ্বিতীয় অংশে—'ঘ্নং শাকেভিঃ' হইতে 'বধীঃ' পর্য্যন্ত অংশে) বলা হইয়াছে,—সেই ভগবান ইন্দ্রদেব অন্য কাহারও শক্তির বা সাহায্যের মুখাপেক্ষী নহেন, তিনি স্বকীয় অদ্বিতীয় শক্তিপ্রভাবেই শত্রুর সংহার-সাধন করেন;—

(পা৹ ৬।১।১২৭।২) এই বক্তব্য সূত্রানুসারে সংহিতাতে প্রকৃতিভাব হইয়াছে (অর্থাৎ সন্ধি হয় নাই)। ছান্দস প্রযুক্ত ইহাতে অনুনাসিক। 'উপশাকেভিঃ'—এস্থলে 'উপশক্ত করিতেছে' এই অর্থে 'উপশকাঃ'। শক্ত্যর্থমূলক 'শক' ধাতুর উত্তর হেতুমৎ অর্থে ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া পচাদিগণীয় 'অচ্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। থাথাদিস্বর হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত। 'বিষুণক্' এই পদটী, বিষুপূর্বক নশ্ ধাতুর উত্তর সম্পদাদিলক্ষণ ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া 'নশের্বা' (পা৹ ৮।২।৬৩) এই সূত্র দ্বারা শ স্থানে ক্ করিয়া নিষ্পন্ন। অথবা বিষু পূর্বক অন্চ্ ধাতুতে উট্ আগমেও নিষ্পন্ন হইতে পারে। 'সনকাঃ' এই পদটী অসুরের নামবাচক। দানার্থ-জোতক 'ষণ্' ধাতুতে 'দান করে' এই অর্থে পচাদিগণীয় অচ্ প্রত্যয় করিয়া 'সন' পদ নিষ্পন্ন। 'সেই সনকে শব্দিত করে' এই অর্থে 'কৈ' (কা) ধাতুর উত্তর 'আতোঽনুপসর্গে কঃ' সূত্র দ্বারা ক প্রত্যয় করিয়া 'আতো লোপ ইটি চ' এই সূত্র দ্বারা আকারের লোপ করিয়া উক্ত 'সনকাঃ' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পর পদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'প্রেতিং' এস্থলে, 'তাদৌ চ নিতি' এই সূত্র দ্বারা গতির (প্র এর) প্রকৃতিস্বর। 'ঈয়ুঃ' এই পদটী, ইণ্ ধাতুর উত্তর উস্ প্রত্যয় করিয়া 'ইণো যণ্' এই সূত্রানুসারে যণাদেশে 'দ্বির্বচনেঽচি' এই সূত্র দ্বারা স্থানিবদ্ভাব হওয়ায় ই-কারের দ্বিত্ব এবং 'দীর্ঘ ইণঃ কিতি' এই সূত্র দ্বারা অভ্যাস দীর্ঘ হইয়াছে। ৪।

শত্রু যত বড়ই ধনী বা যতদূর শক্তিসম্পন্ন হউক না কেন, তাঁহার তীব্র অস্ত্রের নিকট কাহারও নিষ্কৃতি নাই। মানুষ! তুমি কেন শত্রুভয়ে ভীত হইতেছ? যত বড় দুর্দ্দান্ত শত্রুই হউক, তাঁহার প্রতি নির্ভরপরায়ণ হও,—তিনি সকল শত্রুকেই বধ করিবেন। পরিশেষে (মন্ত্রের শেষাংশে—'তে' হইতে 'ঈয়ুঃ' পর্য্যন্ত অংশে) বলা হইয়াছে,—'সৎ-কর্ম্মবিরোধী শত্রুগণ সর্ব্বত্র বিচরণ করে সত্য; কিন্তু তাঁহার সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলে, তাহারা সকলেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।' ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, যে হৃদয়ের বা যে জীবনের সহিত ভগবানের সংস্রব-সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, সে ক্ষেত্রে আগমন করিলেই শত্রু আপনা-আপনিই বিনষ্ট হইয়া থাকে; সৎসান্নিধ্যে অসতের প্রতিষ্ঠা কোথাও নাই! 'ভগবানের ধনুর্দ্দণ্ডোপরি অথবা শত্রুনাশক অস্ত্রসমীপে আসা এবং সে অস্ত্রে ধ্বংস-প্রাপ্ত হওয়া— এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, ভগবদ্ভক্ত জনের সৎকর্ম্মরূপ অস্ত্রে পাপের প্রভাব একেবারে খর্ব্ব হইয়া যায়। আমরা দেখিতেছি, ঋকে এই মহান্ ভগবত্তত্ত্ব বিবৃত রহিয়াছে।

কিন্তু ঋকের প্রচলিত অর্থ এতই জটিল ও অনিত্য-পদার্থ-সংস্রবযুক্ত যে, তাহা হইতে আধ্যাত্মিক কোনপ্রকার ভাব পরিগ্রহ করা বড়ই কষ্টকর। সে সকল ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—'ইন্দ্র মরুদ্গণের সহায়তা পাইয়াছিলেন, এবং বহুধনবান্ সেই দস্যু বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, এবং সনক বৃত্রাসুর-বধের পর তাঁহার ধনুরগ্রভাগে পড়িয়া বৃত্রাসুরের অনুচরও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।' ঋকের অন্তর্গত দস্যু শব্দে সকলেই বৃত্রাসুরকে মনন করিয়াছেন; সনক তাহার অনুচর বলিয়া কথিত হইয়াছে।* সুধিগণ এই অর্থের ও আমাদের অর্থের যৌক্তিকতা বিচার করিবেন। এখানে এক দার্শনিক সত্যতত্ত্ব বিবৃত রহিয়াছে, ইহাই আমাদের অভিমত। (১ম—৩৩সূ—৪ঋ)।

---

* ত্রিংশৎ সূক্তের অষ্টম ঋকে 'দেব' শব্দ এবং এই ঋকে 'দস্যু' শব্দ, ভাষ্যকার-গণের মতে, ঐ দুই শব্দই বৃত্র-সম্বন্ধে প্রযুক্ত। একই ঋষির মতে প্রকাশিত পর-পর দুইটী সূক্তে একই বৃত্রকে 'দেব' ও 'দস্যু' দুই বিপরীত সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে; ইহা যেন ঋষিদের কল্পনা সঙ্গতিশূন্য হয়। এ যুক্তিতে আমাদের অর্থের যৌক্তিকতা উপলব্ধি হইবে না কি? *

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথম মণ্ডলং। ত্রয়স্ত্রিংশং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

পরা চিচ্ছীর্ষা ববৃজুস্ত ইন্দ্রাযজ্বানো যজ্বভিঃ স্পর্দ্ধমানাঃ।

প্র যদ্দিবো হরিবঃ স্থাতরুগ্র নিরব্রতাঁ

অধমো রোদস্যোঃ ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

পরা। চিৎ। শীর্ষা। ববৃজুঃ। তে। ইন্দ্র। অযজ্বানঃ।

যজ্বঽভিঃ। স্পর্দ্ধমানাঃ।

প্র। যৎ। দিবঃ। হরিঽবঃ। স্থাতঃ। উগ্র। নিঃ।

অব্রতান্। অধমঃ। রোদস্যোঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ইন্দ্রদেব) ত্বং 'হরিবঃ' (জ্ঞানজ্যোতিঃপ্রকাশকঃ) 'স্থাতঃ' (সর্বত্র-স্থিতবান্) 'উগ্রঃ' (পরমতেজঃসম্পন্নঃ) অসি; 'যৎ' (যদা) ত্বং 'দিবঃ' (দ্যুলোকাৎ), 'রোদস্যোঃ' (দ্যাবাপৃথিব্যোঃ সকাশাৎ) 'অব্রতা' (অজ্ঞানান্, সৎকর্মরহিতান্, পাপিনঃ) 'নিঃ' (নিঃশেষেণ) 'প্র অধমঃ' (ধমনং কৃতবানসি, অপঃ), তদা 'অযজ্বানঃ' (স্বয়ং সৎকর্মরহিতাঃ, অতঃ অসৎস্বরূপাঃ) যজ্বভিঃ (সৎকর্মানুষ্ঠাতৃভিঃ সহ) 'স্পর্দ্ধমানাঃ' (দ্বেষং কুর্বাণাঃ, হিংসাবিতাঃ) 'তে' (রিপুগণাঃ) 'শীর্ষা' (স্বকীয়ানি শিরাংসি) 'পরাচিৎ' (পরাঙ্মুখানি কৃত্বা) 'ববৃজুঃ' (পলায়ন্ত)। যুদ্ধে দেবশক্ত্যা পাপিনো বিনাশমপ্রাপ্তা ভবন্তি, তথা পুণ্যানুষ্ঠানেন পলায়ন্ত ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৩সূ—৫ঋ)

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আপনি জ্ঞানজ্যোতিঃপ্রকাশক, সর্ব্বত্র-বিদ্যমান্ এবং পরমতেজঃসম্পন্ন; যখন আপনি দ্যুলোক হইতে এবং দ্যাবাপৃথিবী হইতে সৎকর্ম্মরহিত পাপীকে নিঃশেষে দগ্ধীভূত করেন, তখন স্বয়ং সৎকর্ম্মরহিত সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের প্রতি দ্বেষপরায়ণ সেই রিপুশত্রুসকল আপনাদের মস্তক (মুখ) ফিরাইয়া পলায়ন করে (অর্থাৎ, সৎকর্ম্মকারী-দিগকে আক্রমণ করিতে পরাঙ্মুখ হয়)। (১ম—৩৩সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র তে বৃত্রানুচরাঃ শীর্ষা স্বকীয়ানি শিরাংসি পরাচিৎ পরাঙ্মুখান্যেব কৃত্বা ববৃজুঃ। গতবন্তঃ। কীদৃশাস্তে। অযজ্বনঃ। স্বয়ং যাগরহিতাঃ প্রত্যুত যজ্বভির্যাগানুষ্ঠাতৃভিঃ সহ স্পর্দ্ধমানাঃ হে হরিবঃ। হরিনামকাশ্বযুক্ত। স্থাতঃ। স্থিতিযুক্ত। যুদ্ধে পলায়নরহিত। উগ্র। শৌর্য্যযুক্তেন্দ্র। যদ্যদা দিবোঽন্তরিক্ষাদ্রোদস্যোর্দ্যাবা পৃথিব্যোঃ সকাশাচ্চাব্রতান্ ব্রতরহিতান্ বৃত্রানুচরানিন্দ্রাধমঃ। নিঃশেষেণ ধমনং কৃতবানাসি। তদানীং ত্বদীয়মুখবায়ুনা দ্রুতাঃ সন্তো ববৃজুরিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ

শীর্ষা। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। ববৃজুঃ। বৃজী বর্জ্জনে। অসংযোগাল্লিট্ কিৎ। পা০ ১।২।৫। ইতি কিত্ত্বাদ্গুণাভাবঃ। অযজ্বানঃ। অন্তেঃ সুযজোর্ঙ্বনিপ্। পা০ ৩।২।১০৩। ইতি সূত্রে ঙ্বনিপ্প্রত্যয়স্য পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। নঞ্

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! সেই বৃত্রানুচরগণ স্ব স্ব মস্তক সমূহকে পরাঙ্মুখ করিয়া গমন করিয়াছিল। সেই বৃত্রানুচরগণ কিরূপ?—না, স্বয়ং যাগরহিত পরন্তু যাগানুষ্ঠানকারিগণের সহিত স্পর্দ্ধাবিশিষ্ট (অর্থাৎ যাজ্ঞিকের প্রতিকূলাচারী। হরিনামক অশ্বযুক্ত স্থিতিশীল—যুদ্ধে পলায়ন-রহিত এবং শৌর্য্যযুক্ত হে ইন্দ্রদেব! যে সময় আপনি, অন্তরীক্ষ-প্রদেশ হইতে, এবং দ্যুলোক ও পৃথিবীলোকের নিকট হইতে ব্রতরহিত বৃত্রানুচরগণদিগকে নিঃশেষরূপে নিরাকৃত করিয়াছিলেন, তখন আপনার মুখবায়ুর দ্বারা তাহারা পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিয়াছিল (অর্থাৎ আপনার শব্দ পাইবা মাত্রই শত্রু পলায়নপর হইয়াছিল)।

'শীর্ষা' এই পদটীতে 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' এই সূত্র দ্বারা 'শি'র লোপ। 'ববৃজুঃ' এই পদটী, বর্জ্জনার্থক 'বৃজী' (বৃজ্) ধাতুর উত্তর লিট্ বিভক্তিতে 'অসংযোগাল্লিট্ কিৎ' (পা০ ১।২।৫) এই সূত্র দ্বারা লিটের কিত্ত্ব হেতু গুণের অভাব হইয়া নিষ্পন্ন। 'অযজ্বানঃ' এই পদটী, যজ্ ধাতুর উত্তর 'সুযজোর্ঙ্বনিপ্' (পা০ ৩।২।১০৩) সূত্র দ্বারা ঙ্বনিপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। এস্থলে ঙ্বনিপ্ প্রত্যয়ের পিত্ত্ব হেতু অনুদাত্তত্বের প্রাপ্তিতে ধাতুস্বর-হেতু আদ্যুদাত্ত

সমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। দিবঃ। ঊডিদমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। হরিবঃ। হরী অস্য স্ত ইতি হরিবান্। ছন্দসীর ইতি মতুপো বত্বং। মতুবসোরিতি রুত্বং। অব্রতান্। বহুব্রীহৌ নঞ্ সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। দীর্ঘাদটীতি সংহিতায়াং নকারস্য রুত্বং। আতোঽটি নিত্যমিতি সানুনাসিক আকারঃ। অধমঃ। ধ্মা শব্দাগ্নিসংযোগয়োঃ। অর্তি সিপি শপি প্রাঘ্রেত্যাদিনা ধমাদেশঃ॥ ৫॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে প্রথমো বর্গঃ॥ ১॥

পঞ্চম (৩৮৬০) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ হরি-নামক অশ্বের সংশ্রব ঘটাইয়াছেন, এবং বৃত্রাসুরের অনুচরগণকে দগ্ধ করার প্রসঙ্গ আনিয়াছেন; অপিচ, তাহাদিগকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া, বৃত্রের অন্যান্য অনুচরগণ পলায়ন করিয়াছিল—এইরূপ মত খ্যাপন করিয়াছেন। * আমরা এখানে আর এক ভাব প্রত্যক্ষ করি।

উদাত্ত হইয়াছে। অনন্তর নঞ্ সমাস হইলে অব্যয় পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'দিবঃ' পদটীর 'ঊডিদং' সূত্র দ্বারা বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'হরিদ্বয় ইহার আছে' এই অর্থে—'হরিবঃ' পদটী, হরি শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয়ে 'ছন্দসীরঃ' এই সূত্র দ্বারা মতুপের ম স্থানে ব করিয়া নিষ্পন্ন। এস্থলে 'মতুবসোঃ' এই সূত্র দ্বারা স এর স্থানে রুত্ব (বিসর্গ)। 'অব্রতান্' এই পদটীতে বহুব্রীহি সমাসে 'নঞ্ সুভ্যাং' এই সূত্র দ্বারা পরপদের অন্তস্বর উদাত্ত। এস্থলে 'দীর্ঘাদটি' এই সূত্র দ্বারা সংহিতাতে ন এর রুত্ব। এবং 'আতোঽটি নিত্যং' এই সূত্রানুসারে আকার সানুনাসিক হইয়াছে। 'অধমঃ' এই পদটী, শব্দাগ্নি-সংযোগার্থক 'ধ্মা' ধাতুর উত্তর লঙের সিপ বিভক্তিতে শপ্ প্রত্যয় করিয়া 'পাঘ্রা' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ধমাদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ৫।

প্রথমাষ্টকের তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথম বর্গ সমাপ্ত। ১।

---

* ... একটী ব্যাখ্যান উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই সে অর্থ বোধগম্য হইবে। যথা—"হে ইন্দ্র! হরিনামক অশ্বযুক্ত, যুদ্ধে স্থিতিশীল, শৌর্য্যযুক্ত, আপনি যখন অন্তরীক্ষ হইতে এবং স্বর্গ ও পৃথিবী হইতে যজ্ঞরহিত বৃত্রানুচর-সমূহকে দগ্ধ করিয়াছিলেন; তখন যজ্ঞকর্ম্মানুষ্ঠাতাদিগের সহিত স্পর্দ্ধাযুক্ত ও যজ্ঞরহিত বৃত্রানুচর-সকল পলায়িত হইয়া ... করিয়াছিল।"

মানুষের চিত্ত সাধারণতঃ পাপকর্ম্মে প্রলুব্ধ হয়। কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক একটা অগ্নিপরীক্ষার সময় আসে। তখন তাহাকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে দেখি। সহসা তো ভগবানের প্রতি—সৎকর্ম্ম-সাধনের প্রতি—প্রধাবিত হইতে চাহে না। তাই সময়ে সময়ে ভগবান্ সংসারে ভীষণ পীড়ন-বিভীষিকা প্রেরণ করেন। তখন, পাপী বিষম নির্য্যাতনগ্রস্ত হয়। চারিদিকে একটা ত্রাস আসিয়া পড়ে। সংসারে সময়ে সময়ে নানা দৈবদুর্বিপাক উপস্থিত হয়। সময়ে সময়ে মানুষ ভীষণ জ্বালামালার মধ্যে পড়িয়া পরিত্রাহি-ডাক ডাকিতে বাধ্য হয়। তখন, চারিদিকে বিপদ-পরম্পরা দেখিয়া, মানুষ ভগবানের দ্বারে শরণ লয়। এ ঋক্ মানুষের সেই দুই অবস্থার বিষয় নির্দ্দেশ করিতেছে। প্রথমে বুঝাইতেছে—ভগবান কেমন তীব্র-কঠোর ভাবাপন্ন। বলিতেছে—তিনি জ্ঞানপ্রকাশক, জ্ঞানস্বরূপ। অর্থাৎ, সকলই তিনি জানিতে পারেন, তাঁহার অজ্ঞাত কার্য্য সংসারে কিছুই থাকিতে পারে না। তার পর বুঝাইতেছে—তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান; সুতরাং তিনি সকলের সকল কার্য্যই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তার পর—তিনি উগ্র, পরম তেজঃসম্পন্ন। এইরূপে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিয়া, সেই নিত্য-সত্য তত্ত্ব প্রকটিত হইতেছে। মর্ম্ম এই যে,—'ভগবান আপনার স্বরূপ সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়া আছেন। কিন্তু ভগবানের ঐ স্বরূপ জানিয়াও মানুষ সাবধান হয় না। পরিশেষে তাহারা যখন দেখে—নির্য্যাতনের উপর নির্য্যাতন আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, অঙ্কুশ-তাড়নার উপর অঙ্কুশ-তাড়না আসিয়া দারুণ ভীতিসঞ্চার করিতেছে; তখনই তাহাদের চির-নিমীলিত জ্ঞাননেত্র একবার উন্মিলিত হয়,—তখনই একবার ভগবানের প্রতি তাহাদের দৃষ্টিপাত করে, তখনই তাহারা ভগবানের শরণ লইতে ব্যাকুল হইয়া পড়ে; আর তখনই, তাহাদের নিকট হইতে শত্রুকুল পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।' ঋকে এই তত্ত্ব বিবৃত। প্রার্থনা-পক্ষে ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন! তোমার অঙ্কুশ-তাড়না দেখিয়াও আমি যেন সাবধান হইতে পারি,—আমার চিরসহচর কাম-ক্রোধাদি যেন আপনার অঙ্কুশ-তাড়নায় ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়নপর হয়।' (১ম—৩৬সূ—৫ঋ)।

—•—

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়স্ত্রিংশংসূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

অযুযুৎসন্ননবদ্যস্য সেনাময়াতয়ন্ত ক্ষিতয়ো নবগ্বাঃ।

বৃষায়ুধো ন বধ্রয়ো নিরষ্টাঃ

প্রবদ্ভিরিন্দ্রাচ্চিতয়ন্ত আয়ন্ ॥ ৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অযুযুৎসন্। অনবদ্যস্য। সেনাং। অযাতয়ন্ত। ক্ষিতয়ঃ। নবऽগ্বাঃ।

বৃষऽয়ুধঃ। ন। বধ্রয়ঃ। নিঃऽঅষ্টাঃ। প্রবৎऽভিঃ

ইন্দ্রাৎ। চিতয়ন্তঃ। আয়ন্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অনবদ্যস্য' (অনিন্দনীয়স্য ভগবতঃ) 'সেনাং' (যোদ্ধৃবর্গং, সৎকর্মসাধকং প্রতি) ইমা 'অযুযুৎসন্' (অজ্ঞানসহচরাঃ সর্বে রিপুশত্রবঃ যোদ্ধুমৈচ্ছন্), তথা 'নবগ্বাঃ' (নূতনপ্রসূতাঃ, প্রাণগ্রাহিণঃ) 'ক্ষিতয়ঃ' (জনাঃ, সদ্বৃত্তিনিবহাঃ) 'অযাতয়ন্ত' (সৎকর্মসাধকং প্রোৎসাহিতবন্তঃ); অপিচ, 'বৃষায়ুধঃ ন বধ্রয়ঃ' (পৌরুষসামর্থ্যযুক্তেন সহ যথা নির্বীর্যাঃ জনাঃ যথা দূরীভবন্তি তথৎ) 'নিরষ্টাঃ' (সৎকর্মভাবেন নিরাকৃতাঃ, তিরস্কৃতাঃ) 'চিতয়ন্তঃ' (স্বকীয়াং অশক্তিং জানন্তঃ) 'ইন্দ্রাৎ' (ভগবৎসকাশাৎ) 'প্রবদ্ভিঃ' (প্রবর্ণৈঃ পলায়িতুং, দুর্গমার্গৈঃ) 'আয়ন্' (গচ্ছন্তু)। ভগবৎসম্বন্ধযুক্তেন সৎকর্মণা সহ যদা অজ্ঞানাবৃতানাং রিপুশত্রূণাং সংগ্রামঃ সম্ভবতি, তদা সৎকর্মণঃ মাহাত্ম্যং সহায়তাং লভতে, এবং শত্রবঃ সর্বে পলায়মানাঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৩সূ—৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

(সেই) অনবদ্য ভগবানের যোদ্ধৃবর্গের (সদ্ভাবাদির) প্রতি যখন অজ্ঞান-সহচর রিপুশত্রুগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন সুচরিত জনগণ (প্রশংসনীয় সদ্বৃত্তিনিবহ) সদ্ভাবকে প্রোৎসাহিত করেন ; আর তখন, প্রবলের সহিত দ্বন্দ্বে দুর্ব্বল যেমন দূরীভূত হয়, সেইরূপভাবে, সদ্ভাব কর্তৃক বিমর্দ্দিত হইয়া, আপনার অক্ষমতা জানাইয়া (পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক), ভগবানের নিকট হইতে (সদ্ভাব-সম্বন্ধ হইতে) শত্রুগণ দূর পথে পলায়ন করে। (১ম—৩৩সূ—৬ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অনবদ্যস্য গর্হণীয়দোষরহিতস্যেন্দ্রস্য সেনাং প্রত্যযুযুৎসন্। বৃত্রস্যানুচরা যোদ্ধুমৈচ্ছন্। তদানীং নবগ্বাঃ। নবনীতগতয়ঃ স্তোতবাচরিত্রাঃ। যদ্বা। অঙ্গিরসাং সত্রমাসীনানাং মধ্যে যে নবভির্মাসৈরবাপ্তফলা উত্থিতাস্তেষাং নবগ্বা ইতি সংজ্ঞা। নবগ্বাসঃ সুতসোমা ইন্দ্রমিত্যাদিষু তথাভিহিতত্বাৎ। ক্ষিতয়ো মনুষ্যা অঙ্গিরঃ প্রভৃতয়ঃ। ক্ষিতয়ঃ কৃষ্টয় ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। অবাতয়ন্তঃ। যুদ্ধার্থমিন্দ্রং নানাবিধৈর্মন্ত্রৈঃ প্রোৎসাহিতবন্তঃ। ইন্দ্রে যোদ্ধুং গতে সতি নিরষ্টাঃ। তেনেন্দ্রেণ নিরাকৃতা বৃত্রানুচরাশ্চিতয়ন্তঃ স্বকীয়ামশক্তিং জানন্ত ইন্দ্রাদিন্দ্রস্য সকাশাৎ প্রবদ্ভিঃ প্রবণৈঃ পালয়িতুং সুগমৈর্মার্গৈরীয়ন্। দূরে গতবন্তঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। বৃষায়ুধো বৃষেণ সেচনসমর্থেন পুংস্ত্বযুক্তেন শূরেণ সহ যুদ্ধং কুর্ব্বাণা বধ্রয়ো নপুংসকা ইব। নিরষ্টশংস্তো বধ্রিঃ স্তনাদিষ্বপি প্রয়োগাৎ। তে তথা প্রবলেন দূরে নিরাকৃতা ভবন্তি তদ্বৎ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

নিন্দনীয় দোষরহিত ইন্দ্রদেবের সেনার সহিত বৃত্রানুচরগণ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। সেই সময় পূত-চরিত্র অথবা অঙ্গিরসদিগের যজ্ঞে যাঁহারা আসীন ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা নবম মাসে প্রাপ্ত ফল হইয়া উত্থিত হইয়াছিলেন, এবম্ভূত অঙ্গিরঃ প্রভৃতি মনুষ্যগণ, যুদ্ধের নিমিত্ত ইন্দ্রদেবকে নানাবিধ মন্ত্রের দ্বারা প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্রদেব, যুদ্ধ করিতে গেলে পর, সেই ইন্দ্র কর্তৃক নিরাকৃত বৃত্রানুচরগণ স্বীয় অশক্তি জ্ঞাপন পূর্ব্বক ইন্দ্রের নিকট হইতে পলায়ন পক্ষে সুগম পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল অর্থাৎ দূরে পলায়ন করিয়াছিল। এস্থলে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে ;—পুরুষার্থ-যুক্ত বীরপুরুষের সহিত যুদ্ধকারী নপুংসকের ন্যায়। (অর্থাৎ নপুংসক যেমন বীর পুরুষের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করে সেইরূপ)। 'বধ্রি' শব্দে ষণ্ডকে বুঝায়, শ্রুতিতে 'নিরষ্টশংস্তো বধ্রিঃ' এইরূপ পাঠ আছে। সেই বৃত্রানুচরগণ প্রবল ইন্দ্রের দ্বারা দূরে নিরাকৃত হইয়াছিল।

অযুযুৎসন্। যুধ সম্প্রহারে। সনি হলন্তাচ্চ। পা০ ১।২।১০। ইতি সনঃ কিত্বাদ্ গুণাভাবঃ। একাচ উপদেশেঽনুদাত্তাৎ। পা০ ৭।২।১০। ইতীট্প্রতিষেধঃ। ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। সেনাং। ইনেন সহ বর্ত্তত ইতি সেনা। বোপসর্জ্জনস্যেতি সহশব্দস্য সভাবঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অযাতয়ন্ত। যতী প্রযত্নে। হেতুমতি চেতি ণিচ্। ক্ষিতয়ঃ। ক্ষি নিবাসগত্যোঃ। ক্ষিয়ন্তি গচ্ছন্তীতি ক্ষিতয়ো মনুষ্যাঃ। ক্তিচ্ক্তৌ চ সংজ্ঞায়ামিতি ক্তিচ্। নবগ্বাঃ। নবভির্মাসৈর্গচ্ছন্তীতি নবগ্বাঃ। গমে-রৌণাদিকো ড্বপ্রত্যয়ঃ। যদ্বা ক্বিপ্। গমঃ ক্বৌ। পা০ ৬।৪।৪০। ইত্যনুনাসিকলোপ-ঊঙ্ চ গমাদীনামিতি বক্তব্যাৎ। পা০ ৬।৪।৪০।২। ইত্যাকারস্য উকারঃ। ওঃ সুপি। পা০ ৬।৪।৮৩। ইতি যণাদেশঃ। দীর্ঘশ্ছান্দসঃ। বৃষায়ুধঃ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। ক্বিপ্ চেত্যত্র সোপপদেভ্যো নিরুপপদেভ্যশ্চ ইত্যুক্তত্বাদত্র সোপপদেভ্যঃ ক্বিপ্। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি পূর্ব্বপদস্য সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। নিরষ্টাঃ। অশূ ব্যাপ্তৌ। ভাবে নিষ্ঠা। যস্য বিভাষেতীট্প্রতিষেধঃ। ব্রশ্চাদিনা ষত্বে ষ্টুত্বং। নিসা চ বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যদ্বা নিরস্তা ইত্যত্র সকারস্য ষত্বং ছান্দসং। তদানীমস্তা ইত্যেতৎকর্ম্মণি নিষ্ঠেতি গতিরনন্তরং ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। প্রবদ্ভিঃ। বদবদ সংবৃতৌ। অস্মাৎ প্রপূর্ব্বাৎ

'অযুযুৎসন্' এই পদটীতে সংপ্রহারার্থদ্যোতক যুধ্ ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় করিয়া 'সনি হলন্তাচ্চ' (পা০ ১।২।১০) এই সূত্র দ্বারা সনের কিদ্বদ্ভাব-হেতু গুণের অভাব, 'একাচ উপদেশেঽনুদাত্তাৎ' (পা০ ৭।২।১০) এই সূত্র দ্বারা ইটের নিষেধ এবং বিকল্পে পরস্মৈপদ হইয়াছে। 'সেনাং' এই পদটী, 'ইনের সহিত বর্ত্তমান' এই অর্থে 'বোপসর্জ্জনস্য' এই সূত্র দ্বারা সহ শব্দের স্থানে স-ভাব হইয়া নিষ্পন্ন। বহুব্রীহি সমাস হেতু ইহার পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'অযাতয়ন্ত' এই পদটী, প্রযত্নার্থদ্যোতক যতী (যৎ) ধাতুর উত্তর 'হেতুমতি চ' সূত্র দ্বারা 'ণিচ' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'গমন করে' এই অর্থে 'ক্ষিতয়ঃ' এই পদটী, নিবাস ও গত্যর্থমূলক ক্ষি-ধাতুর উত্তর 'ক্তিচ্‌ক্তৌ চ সংজ্ঞায়াং' সূত্র দ্বারা ক্তিচ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'নবগ্বাঃ' এই পদটী, গম ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'ড্ব' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। অথবা ক্বিপ্ প্রত্যয়ে 'গমঃ ক্বৌ' (পা০ ৬।৪।৪০) এই সূত্র দ্বারা অনুনাসিকের লোপ এবং 'ঊঙ্ চ গমাদীনামিতি বক্তব্যাৎ' (পা০ ৬।৪।৪০।২) এই সূত্র দ্বারা অকারের স্থানে উকার, 'ওঃ সুপি' (পা০ ৬।৪।৮৩) এই সূত্র দ্বারা যণাদেশ এবং ছান্দসপ্রযুক্ত দীর্ঘ করিয়াও নিষ্পন্ন হইতে পারে। 'বৃষায়ুধঃ' এই পদটী, 'ক্বিপ্ চ' সূত্রানুসারে ক্বিপ্। 'ক্বিপ্ চ' স্থলে 'সোপপদেভ্যো নিরুপপদেভ্যঃ' এইরূপ উক্ত আছে বলিয়া এস্থলে সোপপদের উত্তর ক্বিপ্ হইয়াছে এবং 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদের সংহিতাতে দীর্ঘ হইয়াছে। 'নিরষ্টাঃ' এই পদটী 'নির্' পূর্ব্বক ব্যাপ্ত্যর্থবিশিষ্ট অশ্ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে নিষ্ঠা প্রত্যয়ে 'যস্য বিভাষা' এই সূত্র দ্বারা ইটের নিষেধ এবং ব্রশ্চাদি হেতু ষত্ব ও ষ্টুত্ব করিয়া নিষ্পন্ন। এস্থলে নিসের সহিত বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। অথবা নিরস্ত এই অর্থে ছান্দস প্রযুক্ত স-কারের স্থানে ষ-কার হইয়াছে। এই সকল অর্থে সেই সময় বর্ত্তমান ছিল এই অর্থে নিষ্ঠা প্রত্যয়-হেতু গতিরনন্তরং নিয়মে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'প্রবদ্ভিঃ' এই পদটী, সংবৃতি অর্থমূলক

ক্বিপ্। যবাদীনামিতি ষত্বম্। পা০ ৮।৪।৪০।১৭। ইত্যনুনাসিকলোপঃ। তত তুক্। তনুবরণপর প্রকৃতিস্বরত্বং। চিতয়ন্তঃ। চিতি সংজ্ঞানে। অস্মাণ্যন্ত্যন্তাঃ শতৃ। শপ্। স্বরিতাদ্রাগমস্যাসনমিতি বচনান্নিষ্পন্নস্তুভাবঃ॥ ৬॥

ষষ্ঠ (৩৮৭) ঋকের বিশদার্থ।

———:•:———

এই ঋকের মর্ম্মানুধাবন করিতে হইলে, ঋকান্তর্গত কয়েকটা বাক্যাংশের ও পদের ভাব-পরিগ্রহ করা প্রথম প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। ঋকে আছে—'অনবদ্যস্য সেনাং'। বাক্যার্থ এই যে,—'যিনি অনবদ্য অর্থাৎ কলঙ্ক-রহিত, তাঁহারই সেনা বা তৎপক্ষের যোদ্ধৃবর্গ।' কিন্তু অনবদ্য (নিষ্কলঙ্ক) বলিতে কাহাকে বুঝায়? সে এক ভগবান্ নহেন কি? তিনি ভিন্ন কলঙ্কশূন্য আর কে আছে? অতঃপর তাঁহার 'সেনা' বলিতে কি ভাব মনে আসে, চিন্তা করিয়া দেখুন। সত্ত্বভাবাদিই তাঁহার সেনা নহে কি? সেনার বলে রাজা সুপ্রতিষ্ঠিত হন। সত্ত্বভাবের প্রাধান্যেই ভগবানের প্রতিষ্ঠা হয়। 'অনবদ্যস্য সেনাং' পদদ্বয় ঐ ভাব প্রকাশ করিতেছে। পরবর্ত্তী আলোচ্য পদ—'অযুযুৎসন্'; উহার অর্থ—'যুদ্ধার্থ ইচ্ছুকগণ।' তবেই এ পদে ভাব আসিতেছে—সেই অনবদ্যের সেনার সহিত যুদ্ধে ইচ্ছুক যাহারা, তাহারা। সে কাহারা? এখানে ভাষ্যকার অনবদ্যের সেনাকে ইন্দ্রের সেনা এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধে ইচ্ছুকগণ বলিতে, বৃত্রানুচরগণকে টানিয়া আনিলেন। এই হইতে, অসুর আসিল এবং অসুরানুচরগণের সহিত ইন্দ্রসেনার যুদ্ধের প্রসঙ্গ প্রখ্যাপিত হইল। কিন্তু আমরা বৃত্রাসুরের অনুচরগণকে টানিয়া আনার কোনই সার্থকতা দেখিতে পাই না। পরন্তু সত্ত্বভাবের সহিত রিপুশত্রুগণের যে নিত্যসমর চলিয়াছে, সেই প্রসঙ্গ ঐস্থলে উত্থাপিত আছে, ইহাই

প্র-পূর্ব্বক বম্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া 'যবাদীনামিতি ষত্বম্' (পা০ ৮।৪।৪০।১৭) এই সূত্র দ্বারা অনুনাসিকের লোপ ও তুক্ আগমে নিষ্পন্ন। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত-পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'চিতয়ন্তঃ' এই পদটি, সংজ্ঞানার্থক ধাতু চিতী (চিৎ) ধাতুর উত্তর [illegible] শতৃ করিয়া শপ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'স্বরিতাদ্রাগমস্যাসনমিতি' এই নিয়মে [illegible] শতু ঈপ্ [illegible] অভাব হইয়াছে॥ ৬॥

আমরা বুঝিতে পারি। 'নবগ্বাঃ ক্ষিতয়ঃ অযাতয়ন্ত' বাক্যের সার্থকতা ঐ সূত্রেই উপলব্ধ হয়। প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে প্রকাশ, ঐ বাক্যের অর্থ— 'নবগ্বা জনেরা তখন স্তোত্রের দ্বারা ইন্দ্রসেনাগণকে উৎসাহ-দীন করেন।' কিন্তু তাহার মর্ম্ম উপলব্ধ হয় না। আমরা বলি, ঐ বাক্যের ভাব এই যে; অজ্ঞানতা-সহচর রিপুশত্রুগণ সত্ত্বভাবকে আক্রমণ করিতে আসিলে, সদ্বৃত্তিসমূহ বা সজ্জনগণ সদ্ভাবের পরিপোষক হন। ইহাই স্বাভাবিক। পাপ যতই প্রবল হউক, অসদ্বৃত্তি যতই আত্ম-প্রাধান্য-বিস্তারে প্রযত্নপর হউক, সত্ত্বের সদ্জ্ঞান বিবেক-বুদ্ধি ততই আত্মপক্ষ-সমর্থনের জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। আমাদের অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যার অন্তর্গত 'অনবদ্যম্' হইতে 'অযাতয়ন্তঃ' অংশের ইহাই মর্ম্মার্থ।

অতঃপর ঋকের (অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা) শেষাংশ লক্ষ্য করুন। প্রবলের সহিত দ্বন্দ্বে দুর্ব্বলের যে পরিণাম, এখানে উপমায় তাহাই পরিব্যক্ত। জ্ঞানের নিকট অজ্ঞান যে তিষ্ঠিতে পারে না, অজ্ঞানতা যে জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধীভূত হয়, সত্ত্বভাবের নিকট অসত্য যে চিয়মান হইয়া পলায়ন করে, এখানে তাহাই বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলেই পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। যতক্ষণ জ্ঞান বা সত্ত্বভাব জাগরূক না হয়, ততক্ষণ অজ্ঞানের একাধিপত্য থাকে বটে; কিন্তু যেই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, অমনি অজ্ঞান-সহচরগণকে পলায়নপর হইতে হয়। এই ঋকে এই নিত্যসত্য-তত্ত্বই প্রকটিত রহিয়াছে। প্রার্থনা-পক্ষে ঋকের মর্ম্মার্থ হয় এই যে;—'হে ভগবন্! আমার হৃদয়ে পাপপুণ্যের সংগ্রাম উপস্থিত হউক। তাহা না হইলে, পাপ বিদূরিত হইবে না,—হৃদয়ে পুণ্যের জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইবে না। পাপ জাগিয়া উঠুক; পুণ্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউক; অজ্ঞানতা-সহচর রিপুগণ উদ্দাম হইয়া জ্ঞানকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য চেষ্টা পাউক; জ্ঞান ও তৎসহচর সদ্বৃত্তি-সমূহে উদ্বোধনা আসুক। সেই আমার শ্রেয়ঃ; সেই আমার শ্রেয়ঃ; তাহা হইতেই আমার পরম মঙ্গল সাধিত হইবে; সেই দ্বন্দ্বের ফলেই পাপকে (অজ্ঞানতাকে) দূরে পলাইতে হইবে।' * (১ম—৩৩সূ—৬ঋ)।

---

* আমরা ঋকের নিগূঢ় মর্ম এইরূপই মনে করি। কিন্তু ঋকের প্রচলিত অর্থ;— [illegible] ইন্দ্রের সেনার সহিত যখন বৃত্রাসুরগণ যুদ্ধ করিয়াছিল, তখন বৃত্রের

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়স্ত্রিংশৎসূক্তং। সপ্তমী ঋক্)।

ত্বমেতান্ রুদতো জক্ষতশ্চাযোধয়ো রজস ইন্দ্র পারে।

অবাদহো দিব আ দস্যুমুচ্চা প্রসুম্বতঃ

স্তুবতঃ শংসমাবঃ ॥ ৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। এতান্। রুদতঃ। জক্ষতঃ। চ। অযোধয়ঃ। রজসঃ।

ইন্দ্র। পারে।

অব। অদহঃ। দিবঃ। আ। দস্যুং। উচ্চা। প্র। সুম্বতঃ।

স্তুবতঃ। শংসং। আবঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্) 'রুদতঃ' (রোদনং কুর্ব্বতঃ, রোদনহেতুভূতঃ) 'জক্ষতঃ চ' (ভক্ষণং কুর্ব্বতশ্চ, সকলগ্রাসকশ্চ) 'এতান্' (সর্ব্বান্ অনিষ্টকারিণঃ, শত্রূন্) 'রজসঃ' (অন্তরিক্ষস্য সংসারস্য) 'পারে' (বহির্ভাগে) 'ত্বং অযোধয়ঃ' (ত্বং হতবান্, দূরীকৃতবান্); 'দস্যুং'

সকল মনুষ্যেরা যুদ্ধের নিমিত্ত ইন্দ্রকে বিবিধ মন্ত্র দ্বারা উৎসাহ প্রদান করিয়াছিল। ইন্দ্র কর্তৃক নিরাকৃত বৃত্রানুচরগণ স্বকীয় নিঃশক্তিতা প্রদর্শন করিয়া ইন্দ্রের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছিল, যেমন পৌরুষবর্জিত নপুংসকেরা বীরপুরুষের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দূরে পলায়ন করে।" এ অর্থও যে [illegible] করা যায় না, তাহা বলি না। তবে আমরা বেদের [illegible] [illegible] অর্থই প্রকাশ করিতেছি।

জক্ষিত্যাদয়ঃ ষট্। পা০ ৬।১।৬। ইত্যভ্যস্তসংজ্ঞা। অভ্যোহ ভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং।
স্তুবতঃ। স্তুনোতেঃ শতরি বাদিত্বাৎ শ্নুঃ। হুশ্নু বোরিত্যাদিনা যণাদেশঃ। শতুরনুম ইতি
বিভক্তেরুদাত্তত্বং। স্তবতঃ ষ্টুঞ্ স্তুতৌ। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। উবঙাদেশঃ। পূর্ব্ববৎ স্বরঃ॥ ৭॥

সপ্তম (৩৮৮) ঋকের বিশদার্থ।

—।০•০।—

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে, ইন্দ্রদেব সেই "রোদনকারী ও ভক্ষক" এই উভয় প্রকার বৃত্রানুচর-সকলকে অন্তরিক্ষের উপবিভাগে যুদ্ধ করিয়া হনন করিয়াছেন; দস্যু বৃত্রাসুরকে স্বর্গ হইতে আনয়ন করিয়া বিলক্ষণরূপে বিনাশ করিয়াছেন। তদনন্তর সোমাভিষবকারী স্তোতা যজমানের স্তুতি রক্ষা করিয়াছেন।" বলা বাহুল্য, এ প্রকার অর্থ প্রায়শঃ সায়ণেরই অনুসারী।

আমরা কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে অসুর-বিশেষের সংস্রব দেখিতে পাই না, অথবা কোনও ঘটনা-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া যে এই ঋঙ্মন্ত্র বিরচিত হইয়াছে, তাহাও মনে করি না। আমরা দেখিতেছি, অন্যান্য মন্ত্রের ন্যায় এখানেও এক পরম তত্ত্বই বিবৃত রহিয়াছে। দস্যুর, শত্রুর বা পাপের প্রভাবে নরনারীকে নিয়ত কাঁদিয়া মরিতে হইতেছে; সেই দস্যু (শত্রু) নিয়ত মানুষের রক্তশোষণ করিতেছে, নিয়ত মনুষ্যের সত্ত্ব-ভাবাদিকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। তেমন যে ভয়ানক শত্রু, একমাত্র ভগবানই তাহার সংহার-সাধন করিতে পারেন, একমাত্র তিনিই তাহাকে সংসারের বহির্ভাগে লইয়া গিয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। যাঁহারা সেই ভগবানের প্রতি নির্ভরপরায়ণ, ভগবান তাঁহাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করেন। শত্রু যাহাতে তাঁহাদের মথস্পর্শ করিতে না পারে, তজ্জন্য

লোপ এবং 'জক্ষিত্যাদয়ঃ ষট্' (পা০ ৬।১।৬) এই সূত্র দ্বারা অভ্যস্তসংজ্ঞা হইয়া 'অভ্যস্তা-নামাদিঃ' এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'স্তুবতঃ' এই পদটী, অভিষবার্থবোধক ষুঞ্ ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয়ে স্বাদিগণীয় শ্নু প্রত্যয় করিয়া 'হুশ্নুবোঃ' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা যণাদেশে নিষ্পন্ন। এ স্থলে 'শতুরনুমঃ' এই সূত্র দ্বারা বিভক্তিস্বর উদাত্ত। 'স্তবতঃ' এই পদটীর স্তুত্যর্থমূলক 'ষ্টুঞ্' ধাতুর উত্তর পূর্ব্ববৎ শতৃ প্রত্যয়ে ধাতু অদাদিগণীয় বলিয়া শপের লোপ এবং উকারের স্থানে উবঙাদেশে নিষ্পন্ন। ইহার স্বরও পূর্ব্বের ন্যায়। ৭।

তিনি সদাই প্রবন্নপর আছেন।' ঋক্ বলিতেছে,—'মানুষ! তুমি ভগবানের অর্চনাপরায়ণ হও। তোমার সকল ক্রন্দনের অবসান হইবে। ঐ যে শত্রু নিয়ত তোমার হৃদয়ের রক্ত পান করিতেছে, আর সেই যন্ত্রণায় তুমি ছট্ফট্ করিয়া ফিরিতেছ ; তাঁহার অনুকম্পায়, তোমার সে শত্রু সর্ব্বথা বিনষ্ট হইবে,—তোমার সকল প্রকার যন্ত্রণায় অবসান ঘটিবে ;—তোমার শত্রুকে তিনি দূরে অপসারিত করিয়া নিহত করিবেন।' প্রার্থনা-পক্ষে ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্! যেন তোমার শরণাপন্ন হইতে পারি। তোমার দয়ায় আমার শোণিতশোষী শত্রু যেন বিধ্বস্ত বিনষ্ট হয়।'' (১ম—৩৩সূ—৭ঋ)।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়স্ত্রিংশৎ সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

চক্রাণাসঃ পরীণহং পৃথিব্যা হিরণ্যেন মণিনা শুম্ভমানাঃ।

নহিন্বানাসস্তিতিরস্ত ইন্দ্রং পরি স্পশো

অদধাৎ সূর্যেণ ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

চক্রাণাসঃ। পরিহ্নহং। পৃথিব্যাঃ। হিরণ্যেন। মণিনা। শুম্ভমানাঃ।

ন। হিন্বানাসঃ। তিতিরুঃ। তে। ইন্দ্রং। পরি। স্পশঃ।

অদধাৎ। সূর্যেণ ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিক-ব্যাখ্যা।

'তে' (রিপুশত্রবঃ) 'হিরণ্যেন মণিনা' (সুবর্ণময়েন মণিবিশিষ্টেন অলঙ্কারেণ, মোহ-প্রলোভনজনকেন রূপেণ) 'শুম্ভমানাঃ' (শোভমানাঃ সন্তঃ) 'পৃথিব্যাঃ' (ভূমেঃ) 'চক্রাণাসঃ' (মণ্ডলাকারে, চক্রপরিধিবেষ্টনবৎ) 'পরিণহং' (আচ্ছাদনং কৃত্বা) 'হিন্বানাসঃ' (বর্দ্ধমানাঃ) বিচরন্তি ইতি শেষঃ ; কিন্তু তে 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং, সত্ত্বভাবাদিকং) 'ন তিতিরুঃ' (কদাচিদপি জেতুং ন সমর্থা ভবন্তি) ; প্রত্যুত 'সূর্য্যেণ' (জ্ঞানজ্যোতিষা) স্পশঃ (অজ্ঞানতাঃ) 'পর্যদধাৎ' (স্বতঃ দূরী অভবৎ)। রিপুশত্রবঃ নানা প্রলোভনজালবিস্তারেণ মনুষ্যান্ বিভ্রংসন্তে ; কিন্তু সত্ত্বভাবাঃ সদা জয়শীলা ভবন্তি ; তেষাং তেজসা শত্রুঃ দগ্ধীভূতো ভবতি। (১ম—৩৩সূ—৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সেই রিপুশত্রুগণ সুবর্ণমণিবিশিষ্ট অলঙ্কারে (মোহপ্রলোভনজনক রূপে) শোভিত হইয়া, মণ্ডলাকারে (চক্রপরিধির ন্যায়) পৃথিবীকে আচ্ছাদন করিয়া, প্রবর্দ্ধিতভাবে বিচরণ করে ; (অর্থাৎ, পৃথিবীর চারিদিকে প্রলোভন-জাল বিস্তার করিয়া তাহারা মনুষ্যগণকে মোহাবৃত করে) ; কিন্তু ইন্দ্রদেবকে (ভগবানের সম্বন্ধযুক্ত সত্ত্বভাবাদিকে) তাহারা কদাচ জয় করিতে সমর্থ হয় না ; ফলে, জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা অজ্ঞানতা স্বতঃই বিদূরিত (বিনাশপ্রাপ্ত) হয়। (১ম—৩৩সূ—৮ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

তে বৃত্রানুচরাঃ পৃথিব্যা ভূমেঃ পরীণহমাচ্ছাদনং সর্ব্বতো ব্যাপ্তিং চক্রাণাসঃ কুর্ব্বাণা হিরণ্যেন হিরণ্যযুক্তেন মণিনা কণ্ঠবাহ্বাদিগতেন মণ্যাভরণেন শুম্ভমানাঃ শোভমানা হিন্বানাসো বর্দ্ধমানাঃ সন্তো বর্ত্তন্তে। তে তথাবিধা বৃত্রানুচরা ইন্দ্রং যুদ্ধায়োদ্যতং ন তিতিরুঃ। জেতুং ন সমর্থা আসন্। তদানীং স ইন্দ্রঃ স্পশো বাধকান্ বৃত্রানুচরান্ সূর্য্যেণাদিত্যেন পর্য্যদধাৎ। পরিহিতান্ ব্যবহিতান্ করোৎ। তথাচ ব্রাহ্মণং। আদিত্যো হবোতন্ পুরস্তাৎপ্রত্যক্পর্য্যস্তীতি ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সেই বৃত্রানুচরগণ, পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া, কণ্ঠবাহু আদির মণি সুবর্ণালঙ্কারের দ্বারা শোভমান ও বর্দ্ধমান হইয়া বর্ত্তমান ছিল। এবম্বিধ বৃত্রানুচরগণ, যুদ্ধের নিমিত্ত উদ্যুক্ত ইন্দ্রদেবকে জয় করিতে সমর্থ হয় নাই। সেই সময় সেই ইন্দ্রদেব, বাধাদায়ক বৃত্রানুচরগণকে সূর্য্যের দ্বারা ব্যবহিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণে এইরূপ পঠিত হইয়াছে ; যথা,—'আদিত্যো হবোতন্' ইত্যাদি।

চক্রাণাসঃ। করোতেশ্ছন্দসি লিড্ভিত্তি বর্ত্তমানে লিট্। কানচ্। তত্তোহসুক্। চিত্ত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। পরীণসং। পরিণহনং। পরীণহ্। পরিপূর্ব্বান্নহতের্ভাবে কিপ্ নহি বৃতীত্যাদিনা পা০ ৬।৩।১১৬ পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ। পৃথিব্যাঃ। উদাত্তযন ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। হিয়ানাসঃ। হি গতৌ বৃদ্ধৌ চ। তাচ্ছীলিকশ্চানশ্। তিতিরুঃ। তিরতিগত্যর্থঃ॥ ৮॥

অষ্টম (৩৮৯) ঋকের বিশদার্থ।

—— : • : ——

এ সংসারে পাপের প্রলোভন মানুষকে নিয়ত বিভ্রান্ত করিতেছে। কি মোহনীয় বেশবিন্যাস তার! কি চিত্ত-আকর্ষণকারী চটুল বসন-ভূষণ তার! তাহাতে মণি-মাণিক্যের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইতেছে। তাহার ঠমক-ঠাটে মনঃপ্রাণ ভুলাইয়া লইতেছে। পাপের ও পাপ-সহচর রিপুর কুহক কাহাকে না অভিভূত করে? সে কুহক পৃথিবীকে ঘেরিয়া আছে,—তাহার প্রতারণা-জাল সংসারকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। ঋকের প্রথমাংশ, পাপ-সহচর রিপুশত্রুগণের সেই পরিচয় প্রদান করিতেছে,—মন্ত্রের (অন্বয়বোধিকা দেখুন) "তে" হইতে "হিয়ানাসঃ বিচরন্তে" অংশে তাহাদেরই স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু পাপের প্রভাব যতই অধিক হউক না কেন, রিপুশত্রুর প্রলোভন যতই মোহনীয় হউক না কেন, ভগবানের প্রভাবকে (সত্ত্বভাবাদিকে) জয় করিতে তাহারা কখনই সমর্থ হয় না,—সত্ত্বভাবের নিকট তাহাদের পরাজয় অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ (তে 'ইন্দ্রং নতিতিরু' বাক্য) সেই তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছে।

অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশ (অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যার "সূর্য্যেণ" হইতে

'চক্রাণাসঃ' এই পদটী, 'করোতেশ্ছন্দসি লিট্' এই সূত্র বলে 'কৃ' ধাতুর উত্তর ছান্দস-হেতু বর্ত্তমানে লিট্, লিটের স্থানে কানচ্ এবং তাহার উত্তর অসুক্ আগমে নিষ্পন্ন। 'চিতঃ' সূত্র দ্বারা ইহার অন্তোদাত্ত উদাত্ত। 'পরীণসং' এই পদটী, পরি পূর্ব্বক নহ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে কিপ্ প্রত্যয় করিয়া 'নহিবৃতি' (পা০ ৬।৩।১১৬) এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদের (পরির ইকারের) দীর্ঘ হইয়াছে। 'পৃথিব্যাঃ' এই পদটিতে 'উদাত্তযণঃ' এই সূত্র দ্বারা বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'হিয়ানাসঃ' এই পদটী, গতি ও বৃদ্ধ্যর্থক 'হি' ধাতুর উত্তর তাচ্ছীল্য অর্থে 'চানশ্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'তিতিরুঃ' এই পদটী পূর্ব্বরূপ তিরতি (তৃ) ধাতু গত্যর্থক॥ ৮॥

"পর্য্যদধৎ" অংশ) লক্ষ্য করুন। উহাতে সত্ত্বভাবের শেষ-জয়ের বিষয় পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। পাপের প্রলোভন বা রিপুশত্রুর প্রভাব সত্ত্বভাবকে জয় করিতে তো পারেই না; পরন্তু, উভয়ের মধ্যে সত্ত্বভাবই পাপকে নাশ করিতে সমর্থ হয়,—জ্ঞানালোকেই অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। সূর্য্যোদয়ে আলোক-প্রকাশে অন্ধকার কি আর তিষ্ঠিতে পারে? আলোক-কিরণে অন্ধকারের যে দুর্দ্দশা, জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানেরও সেই দুরবস্থা। ঋক্ এই তত্ত্বই ব্যক্ত করিতেছে।

প্রার্থনা-পক্ষে ঋকের তাৎপর্য্য এই যে,—'হে ভগবান! শত্রু বিষম প্রলোভন-জাল বিস্তার করিয়াছে। জানি, আপনার নিকট সে তিষ্ঠিতে পারে না; জানি, সত্ত্বভাবের নিকট তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই প্রার্থনা, আমায় সত্ত্বভাব দান করুন,—আমার জ্ঞানালোকে আমার অজ্ঞান-আঁধার সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত হউক।' * (১ম—৩৩সূ—৮ঋ)।

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়স্ত্রিংশৎসূক্তং। নবমী ঋক্।)

পরি যদিন্দ্র রোদসী উভে অবুভোজীর্মহিনা বিশ্বতঃ সীং।

অমন্যমানাঁ অভি মন্যমানৈর্নির্ব্রহ্মভিরধমো

দস্যুমিন্দ্র ॥ ৯ ॥

---

* এই ঋকে পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় প্রমাণ করা যায়। "চক্রমাসঃ পরীণহং পৃথিব্যাঃ" বাক্যে চক্রবেষ্টনের ন্যায় পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে, এইরূপ ভাব প্রাপ্ত হইতে পারেন। যাহা হউক, ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম এই যে,—'স্বর্ণনির্ম্মিত মণিখচিত অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া দস্যুগণের অনুচরগণ অভিভূত পৃথিবীর চতুর্দ্দিক চক্রাকারে পরিবেষ্টন করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা ইন্দ্রকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। অপিচ, সূর্য্যের দ্বারা ইন্দ্র তাহাদিগকে বিদূরিত করিয়াছিলেন।' [illegible] আছে বলিয়াও মনে করেন।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র যদ্যদা রোদসী উভে দ্যাবাপৃথিব্যৌ মহিনা স্বকীয়েন মহিম্না বিশ্বতঃ সীং সর্ব্বতঃ পরিগৃহ্য পর্য্যবুভোজীঃ। পরিতো ভুক্তবানসি। তদানীং অমন্যমানান্ মন্ত্রার্থমবুধ্যমানানপি কেবলপাঠকান্ জনানভিমন্যমানৈরস্মদীয়া এতে যজমানা যজ্বান ইত্যভিমানং কুর্ব্বদ্ভির্ব্রহ্মভির্মন্ত্রৈর্দস্যুং চোরং বৃত্রাদিরূপমসুরং নিরধমঃ। নিঃসারিতবানসি।

ধমতির্গতিকর্ম্মেতি যাস্কঃ। অবুভোজীঃ। ভুজ পালনাভ্যবহারয়োঃ। লঙি সিপি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য শ্লুঃ। ছন্দসি বহুলমিত্যডাগমঃ। অডুদাত্তঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। মহিনা। মহিম্না। মহচ্ছব্দাৎ পৃথ্বাদিলক্ষণো ভাবে ইমনিচ্। টেরিতি টিলোপঃ। তৃতীয়ৈকবচনেঽল্লোপে সত্যাদ্যুদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণোদাত্তত্বং। মলোপশ্ছান্দসঃ। অমন্যমানান্। মন্যতে জানাতীতি মন্যমানাঃ। মন জ্ঞানে। দিবাদিভ্যঃ শ্যন্। শ্যনো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। সমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সংহিতায়াং রুবাবনুনাসিকাবুক্তৌ॥ ৯॥

নবম (৩৯০) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ, বিভিন্ন ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে। এক ঋকের প্রকৃত অর্থ যে কি, তদ্বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণের অনেকেই সংশয়াম্বিত হইয়া আছেন।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! যে সময় আপনি স্বকীয় মহিমা দ্বারা দ্যুলোক ভূলোক এই উভয় লোককে সর্ব্বতোভাবে পরিগ্রহণ পূর্ব্বক ভোগ করিয়াছিলেন; সেই সময় আপনি, মন্ত্রার্থ অনুস্মরণে অসমর্থ কেবলমাত্র পাঠক যজমানদিগেরও অভিমানী, অর্থাৎ 'আমাদিগের এবম্ভূত যজমানগণও যজ্বী' এইরূপ অভিমানী মন্ত্র-সমূহ দ্বারা চোর বৃত্রাদিরূপ অসুরকে নিঃসারিত করিয়াছিলেন।

যাস্ক বলেন, ধমতি (ধ্মা) ধাতু গতি-কর্ম্মক। 'অবুভোজীঃ' এই পদটী, পালন এবং অভ্যবহার অর্থ সূচক, ভুজ ধাতুর উত্তর লঙের সিপ্ বিভক্তি করিয়া বিকরণ-বিশিষ্টের শ্লু-ভাব এবং 'ছন্দসি বহুলং' এই সূত্র দ্বারা অট্ আগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এ স্থলে, অট্ আগম উদাত্ত এবং যদ্বৃত্ত যোগ-হেতু নিঘাতস্বর হয় নাই। 'মহিনা' (মহিম্না) এই পদটী, মহৎ শব্দের উত্তর ভাববাচ্যে পৃথ্বাদি লক্ষণ ইমনিচ্ প্রত্যয় করিয়া টেঃ এই সূত্রানুসারে টি-এর লোপে তৃতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে অকারের লোপ হইলে পর, উদাত্ত-নিবৃত্তি-স্বর হেতু উদাত্ত-স্বর। ছান্দস-প্রযুক্ত মকারের লোপ হইয়াছে। 'অমন্যমানাঃ' এই পদটী, জ্ঞানার্থবোধক মন্ ধাতুর উত্তর শানচ্ প্রত্যয় করিয়া দিবাদিগণীয় শ্যন্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। এস্থলে শ্যনের নিৎ হেতু উহাতে আদিস্বর উদাত্ত। অনন্তর, সমাস হইলে অব্যয় পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর, এবং সংহিতাতে রু ও অনুনাসিক উক্ত হইয়াছে॥ ৯॥

আমরা মনে করি, এ ঋকের অভ্যন্তরেও এক পরম দার্শনিক তত্ত্ব বিবৃত রহিয়াছে। ভগবানের মহিমা-প্রভাব দ্যুলোক-ভূলোক সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। অজ্ঞ মানুষ, তাঁহার সে প্রভাবের বিষয় অনেক সময় বিস্মৃত হয়। তাই পাপের প্রলোভন তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকে। এখানে যেন সেই জ্ঞান সঞ্চারিত হইয়াছে। *

এখানে প্রার্থী বলিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমরা অজ্ঞ, আপনার প্রভাব অপরিজ্ঞাত, অথবা সময় সময় বিস্মৃত হইয়া যাই। তাই প্রার্থনা, পরমজ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণের দ্বারা আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ করিয়া দেন। তাঁহাদের কৃপায়, মন্ত্রশক্তির অপূর্ব্ব প্রভাব আমাদের মধ্যে বিস্তৃত হউক। পাপের কবল হইতে মুক্ত হইয়া আমরা পরিত্রাণ লাভ করি। জ্ঞানাপহারক দস্যু আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া আছে। তাঁহাদিগকে আপনি সমূলে বিনাশ করুন। হৃদভ্যন্তরস্থিত অসদ্বৃত্তিসমূহ নাশ প্রাপ্ত না হইলে, আমাদের শ্রেয়ঃ নাই। আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন।' এখানে স্থূলতঃ এইরূপ প্রার্থনাই বিদ্যমান দেখি।

মানুষ যখন ভগবানের প্রভাবের বিষয় বুঝিতে সমর্থ হয়; সে যখন আপনার অজ্ঞতার বিষয় ধারণা করিতে পারে, তখনই এইরূপ প্রার্থনায় উদ্বুদ্ধ হয়। তখনই সাধকগণের অনুকম্পা-লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। তখনই সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ হয়। তখনই শত্রুনাশের জন্য

---

* এ ঋকের ব্যাখ্যা উপলক্ষে পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন,—"এই ঋকের অর্থ ঠিক বুঝা যায় না।" এই বলিয়া তিনি সায়ণাদির ব্যাখ্যার আলোচনা করিয়াছেন। ঋকটির তৎকৃত বঙ্গানুবাদ; যথা,—"হে ইন্দ্র! যেহেতু তুমি মহিমা দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক সর্ব্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া সমস্ত ভোগ করিয়াছ; অতএব তুমি মন্ত্র দ্বারা দস্যুকে নিঃসারিত করিয়াছ; সেই মন্ত্র-অর্থ গ্রহণে অক্ষম যজমানদিগকেও রক্ষা করিবার মানস করে।" সায়ণমতের অনুবাদ,—"হে ইন্দ্র যখন আপনি স্বর্গলোক ও ভূলোক উভয়কে স্বীয় মহিমা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বেষ্টন করিয়াছিলেন, তখন আপনার ভক্ত উপাসকদিগের দ্বারা আপনার নিন্দক বৃত্রাসুরদিগকে বধ করিয়াছিলেন এবং আপনি চোর বৃত্রাসুরকে বিনাশপূর্ব্বক দূরে প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন।" ঋকের "অমন্যমানান্ অভিমন্যমানৈর্নির্ব্রহ্মভিঃ" বাক্যের অর্থ লইয়াই প্রধান বিতণ্ডা। ঐ বাক্যের অর্থে উইলসন লিখিয়াছেন,—"With our prayers which are respected on behalf of those who do not comprehend them."

—অসদ্বৃত্তিসমূহের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য—ঐকান্তিকী কামনা আসে। সেই অবস্থায় মানুষের একমাত্র প্রার্থনা হয়,—'হে ভগবন্! আমার হৃদভ্যন্তরস্থ আমার অসদ্বৃত্তিরূপ শত্রুগণকে আপনি একেবারে নির্ম্মূল করুন।' (১ম—৩৩সূ—১ঋ)।

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়স্ত্রিংশৎসূক্তং। দশমী ঋক্।)

ন যে দিবঃ পৃথিব্যা অন্তমাপুর্ন

মায়াভির্ধনদাং পর্য্যভূবন্।

যুজং বজ্রং বৃষভশ্চক্র ইন্দ্রো নির্জ্যোতিষা

তমসো গা অদুক্ষৎ ॥ ১০ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ন। যে। দিবঃ। পৃথিব্যাঃ। অন্তং। আপুঃ। ন। মায়াভিঃ।

ধনঽদাং। পরিঽঅভূবন্।

যুজং। বজ্রং। বৃষভঃ। চক্রে। ইন্দ্রঃ। নিঃ। জ্যোতিষা।

তমসঃ। গাঃ। অধুক্ষৎ ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'যে' (শত্রবঃ, অসদ্বৃত্তিনিবহাঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'পৃথিব্যাঃ' (পৃথ্বীলোকস্য) 'অন্তং' (সীমান্তস্থানপর্য্যন্তং) 'ন আপুঃ' (ন প্রাপ্তাঃ), ভগবৎপ্রভাবেন শত্রবঃ পৃথ্বীলোকাৎ দ্যুলোকাৎ চ দূরীভবন্তি ইতি ভাবঃ ; তে কদাচিদপি 'মায়াভিঃ' (ভ্রান্তিভিঃ, স্বস্ব কৌশলজালৈরিতি শেষঃ) 'ধনদাং' (মোক্ষাদিধনপ্রদং সত্ত্বভাবাদিকং) 'পরি' (পরিতঃ ব্যাপ্য) 'ন অভূবন' (আচ্ছাদিতুং ন শক্নুবান, ন পরিবেষ্টয়ন ইতি শেষঃ) ; 'বৃষভঃ' (অভীষ্টপূরকঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্) শত্রূ প্রতি 'বজ্রং' (তীক্ষ্ণাস্ত্রং, বিবেকাদিরূপং) 'যুজং' (যুক্তং, বিদ্ধং 'চক্রে' (কৃতবান্), তদা স ভগবান্ তীক্ষ্ণাস্ত্রেণ শত্রূণ হন্তি ইতি ভাবঃ ; এবং 'জ্যোতিষা' (তেজসা, স্বকিরণপ্রভাবেন) 'তমসঃ' (অজ্ঞানতাচ্ছন্নাৎ হৃদয়াৎ) 'গাঃ' (জ্ঞানকিরণানি) 'নিঃ অধুক্ষৎ' (নিঃশেষেণ দুগ্ধবান্, সর্ব্বতোভাবেন প্রকাশয়তি ইতি শেষঃ)। সদ্ভাবপ্রভাবেন অসদ্বৃত্তিনিবহা নিতরাং মরণং প্রাপ্নুবন্তি ; সদ্ভাবো হি জ্ঞানমূলীভূতো ভবতি। হে জীব! ত্বং সত্ত্বভাবসকাশে প্রযত্নপরো ভব। তদা ভগবান্ ত্বাং জ্ঞানদানেন যুক্তং করিষ্যতি। (১ম—২৩সূ—১০ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

যে শত্রুগণ (অসদ্বৃত্তি প্রভৃতি) দ্যুলোকের ও ভূলোকের সীমান্ত-স্থান-পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয় না (অর্থাৎ, ভগবৎপ্রভাব বিস্তৃত হইলে ভূলোকে দ্যুলোকে কোথাও যাহাদের আশ্রয়-স্থান থাকে না) ; তাহারা কখনও মায়া দ্বারা (আপনাদের কৌশল-জাল বিস্তারে) মোক্ষাদি ধনপ্রদ সত্ত্ব-ভাবাদিকে আচ্ছন্ন করিতে সমর্থ হয় না ; অভীষ্টপূরক ভগবান্ ইন্দ্রদেব, শত্রুদিগকে বিবেকাদি-রূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বিদ্ধ করেন (অর্থাৎ, তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা শত্রুকে হনন করেন) ; এবং (তাঁহার কৃপায়) অজ্ঞানতাচ্ছন্ন হৃদয় হইতেই জ্ঞানকিরণ প্রকাশ করেন (অর্থাৎ, ভগবৎ-কৃপায় অজ্ঞান হৃদয়ই জ্ঞানপূর্ণ হয়)। (১ম—৩৩সূ—১০ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

যে জলবিশেষা দিবো দ্যুলোকাৎ পৃথিব্যা অন্তং ভূমেঃ স্থানং নাপুঃ। ন প্রাপ্তাঃ। মেঘরূপেণাবস্থানেন বৃত্রেণ নিরুদ্ধত্বাৎ। অতএব ভূমিপ্রাপ্ত্যভাবাদ্ধনদাং ধনপ্রদাং ভূমিং মায়াভিঃ শস্যোপকারাদিভিঃ কর্মভির্ন পর্য্যভূবন্। পরিতো ন ব্যাপ্তাঃ। জলপাতনপ্রতি-

---

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে জল সমূহ মেঘরূপ বৃত্র কর্তৃক নিরুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া দ্যুলোক হইতে পৃথিবী স্থানকে প্রাপ্ত হয় নাই (অর্থাৎ আকাশ হইতে পৃথিবীতে বর্ষিত হয় নাই)। অতএব বর্ষণাভাবে সেই জল-সমূহ, ধনপ্রদ ভূমির শস্যের উপকারাদি কর্ম সম্যক্‌রূপে করিতে পারে নাই (অর্থাৎ

বৃষ্ট্যাদ্যুপকারং ন চক্রুরিত্যর্থঃ। তদানীমস্মিন্দ্রো মেঘভেদনায় বজ্রং যুজং স্বহস্তযুক্তং চক্রে। ততো জ্যোতিষা দ্যোতমানেন বজ্রেণ তমস অন্ধকাররূপান্মেঘাদ্গা গমনশীলান্যুদকানি নিরধুক্ষৎ। নিঃশেষেণ দুগ্ধবান্। মেঘং ভিত্ত্বা জলং বৃষ্টবানিত্যর্থঃ॥

দিবঃ। ঊড়িদমিত্যি পঞ্চম্যা উদাত্তত্বং। আপুঃ। আপ্ল ব্যাপ্তৌ। লিট্যুসি রূপং॥ যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। পর্য্যভূষন্। অত্রাপি যচ্ছব্দস্যানুষঙ্গান্নিঘাতাভাবঃ। যুজং। যুজির্ যোগে। ঋত্বিগিত্যাদিনা ক্বিপ্। অনিত্যমাগমশাসনমিতি বচনান্নুমভাবঃ। অধুক্ষৎ। দুহ প্রপূরণে। লুঙি শল ইগুপধাদনিটঃ ক্সঃ। পা০ ৩।১।৪৫। ইতি চ্লেঃ ক্সাদেশঃ দাদের্ধাতোর্ঘঃ। পা০ ৮।২।৩২। ইতি ঘত্বং। একাচো বশ ইত্যাদিনা। পা০ ৮।৩।৩৯। ভষ্ভাবঃ। সংহিতায়াং ভষ্ভাবাভাবশ্ছান্দসঃ॥ ১০॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে দ্বিতীয়ো বর্গঃ॥ ২॥

দশম (৩৩।১) ঋকের বিশদার্থ।

—:০:—

এই ঋকে চারিটী ভাব ব্যক্ত আছে বলিয়া আমরা মনে করি। আমাদের অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যার ঋক্‌টীকে সেই চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছি—লক্ষ্য করিবেন। *

জলপাতের দ্বারা শস্যের বৃদ্ধি আদি উপকার সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই)। সেই সময় এই ইন্দ্রদেব, মেঘকে ভেদ করিবার জন্য বজ্রকে স্বহস্তে যুক্ত (ধারণ) করিয়াছিলেন। তদনন্তর দ্যোতমান সেই বজ্র দ্বারা অন্ধকাররূপ মেঘ হইতে গমনশীল জলসমূহকে নিঃশেষরূপে দোহন করিয়াছিলেন (অর্থাৎ মেঘকে ভেদ পূর্ব্বক জলকে বর্ষিত করিয়াছিলেন)।

'দিবঃ' এপদের 'ঊড়িদং' এই সূত্র দ্বারা পঞ্চমী বিভক্তি উদাত্ত। 'আপুঃ' এই পদটী, ব্যাপ্ত্যর্থ-মূলক আপ্‌ল (আপ্) ধাতুর উত্তর লিটের উস্ বিভক্তি করিয়া নিষ্পন্ন। যদ্বৃত্ত-যোগ হেতু নিঘাতস্বর হয় নাই। 'পর্য্যভূষন্' এই পদটীতেও যৎশব্দের যোগ বশতঃ নিঘাতস্বর হয় নাই। 'যুজং' এই পদটী, যোগার্থদ্যোতক 'যুজির্' (যুজ) ধাতুর উত্তর 'ঋত্বিক্' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ক্বিপ করিয়া 'অনিত্যমাগমশাসনং' এই বচন প্রযুক্ত নুমের অভাব হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'অধুক্ষৎ' এই পদটী, প্রপূরণার্থ-দ্যোতক 'দুহ' ধাতুর উত্তর, লুঙ্ বিভক্তিতে 'লুঙি শল ইগুপধাদনিটঃ ক্সঃ' (পা০ ৩।১।৪৫) এই সূত্র দ্বারা চ্লি এর স্থানে ক্স আদেশ, 'দাদের্ধাতোর্ঘঃ' (পা০ ৮।২।৩২) এই সূত্র দ্বারা ঘত্ব এবং 'একাচো বশঃ' (পা০ ৮।৩।৩৯) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ভষ্ভাব হইয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে ছান্দস প্রযুক্ত সংহিতাতে ভষ্ভাবের অভাব হইয়াছে॥ ১০॥

প্রথমাষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত॥ ২॥

---

* প্রথম ভাগে—"যে" হইতে "ন আপুঃ" পর্য্যন্ত; দ্বিতীয় ভাগে—"মায়াভিঃ" হইতে "পর্য্যভূষন্" পর্য্যন্ত; তৃতীয় ভাগে—"বৃষভঃ" হইতে "চক্রে" পর্য্যন্ত; এবং চতুর্থ ভাগে—"

প্রথম অংশে বলা হইয়াছে,—যেখানে ভগবানের প্রভাব বিস্তৃত আছে, যেখানে সত্ত্বভাবাদি জাগিয়া উঠিয়াছে, সেখানে শত্রুর (রিপুশত্রুর, অসদ্বৃত্তির) আদৌ স্থান নাই। সে মর্ত্ত্যলোকই হউক, আর সে স্বর্গলোকই হউক, তাহার প্রান্তভাগে পর্য্যন্ত শত্রুরা কদাচ আশ্রয় প্রাপ্ত হয় না। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই ভাব পরিব্যক্ত।

দ্বিতীয় অংশের মর্ম্ম এই যে,—সেই যে শত্রুরা, তাহারা কৌশলজাল বিস্তারে যতই সমর্থ হউক, তাহাদের মায়াজাল যতই দৃঢ় হউক, তাহারা কদাচ সত্ত্বভাবকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। সংসারে তাহাদের স্থান হয় না; সত্ত্বভাবকে তাহারা গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না। ভগবদনুকম্পার এতই শক্তি যে, সে অনুকম্পা একবার লাভ করিতে পারিলে, শত্রু-ভয়ে ভীত হইতে হইবে না। মন্ত্রের প্রথম দুই অংশের ইহাই তাৎপর্য্য।

তৃতীয় অংশে বলা হইয়াছে—সেই ভগবান্ তীক্ষ্ণ অস্ত্রে শত্রুকে বিদ্ধ করেন অর্থাৎ তাঁহার তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে শত্রু বিচ্ছিন্ন ও বিনষ্ট হয়। চতুর্থ অংশে, তাঁহার সেই তীক্ষ্ণ অস্ত্র যে কি এবং তদ্দ্বারা শত্রু নিপাতিত হইলে কি পরম ধন-প্রাপ্তি ঘটে, তাহাই বিবৃত হইয়াছে। ভগবানের জ্যোতিঃ-কিরণ দ্বারা, হৃদয়ে সত্ত্বভাবের বিকাশ-প্রভাবে, অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃৎপ্রদেশ হইতেও জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়। গোরুর স্তন হইতে দোহনের ফলে যেমন দুগ্ধ দোহন করিয়া পাওয়া যায়, "গাঃ নিঃ অদক্ষৎ" বাক্যের ব্যাখ্যায় সে ভাবও আমনন করিতে পারি।* দৃশ্যতঃ দুগ্ধ নাই; অথচ, দোহন-ক্রিয়ায় দুগ্ধ প্রাপ্ত হই। সেইরূপ, দৃশ্যতঃ হৃদয় অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হইলেও, সত্ত্বভাবোদ্দীপক কর্ম্মের দ্বারা তাহা হইতেই জ্ঞানোৎপত্তি ঘটে। এ ভাবও এখানে অধ্যাহার করা যায়।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রে সাধনার চারিটি স্তরের বিষয়

"জ্যোতিষা" হইতে "নিঃ অদক্ষৎ" পর্য্যন্ত। ব্যাখ্যায় ঐ চারি অংশের নিগূঢ় তাৎপর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিবেন।

* "তমসো গা অদুক্ষৎ" বাক্যে, এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারগণ, বৃত্রাসুরগণ কর্তৃক গো-চুরির প্রসঙ্গ আনয়ন করেন। সে মতে, অন্ধকার গুহার ভিতর হইতে গরুগুলি উদ্ধারের ভাব আসে। সায়ণের ব্যাখ্যায়, মেঘ হইতে বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছিল—এই ভাব প্রকাশ পায়, কথিত হয়।

বিবৃত আছে মনে করিতে পারি। প্রথম, উপদেশ—ভগবানের অনুকম্পা-লাভে প্রযত্নপর হও। এই উপদেশ স্বীকার করিয়া লইয়া বলা হইয়াছে,—(১) ভগবানের করুণা লাভ করিতে পারিলে, তাঁহার প্রভাবে অসৎভাব কখনও তিষ্ঠিতে পারে না ; (২) অসৎ কখনও সৎকে আচ্ছাদন করিতে সমর্থ হইবে না ; (৩) ভগবানের অস্ত্রই তাহাকে বিচ্ছিন্ন ও বিনষ্ট করিবে ; (৪) তখন তোমাতে জ্ঞানের জ্যোতিঃ আপনিই বিকাশ পাইবে। * (১ম—৩৩সূ—১০ঋ)।

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়স্ত্রিংশৎ সূক্তং। একাদশী ঋক)।

অনুস্বধামক্ষরন্নাপো অস্যাবর্দ্ধত মধ্য আ নাব্যানাং।

সধ্রীচীনেন মনসা তমিন্দ্র ওজিষ্ঠেন

হন্মনাহন্নভিদ্যূন্ ॥ ১১ ॥

---

* এই মন্ত্রের এই যে অর্থ আমরা গ্রহণ করিলাম, প্রচলিত ব্যাখ্যায় উহা কতই বিভিন্নরূপ ভাব পরিগ্রহ করিয়া আছে। যথা,—(১) "যখন (জল) দিব্যলোক হইতে পৃথিবীর অন্ত প্রাপ্ত হইল না, এবং ধনপ্রদ ভূমিকে উপকারী দ্রব্য দ্বারা পূর্ণ করিল না, তখন বর্ষণকারী ইন্দ্র হাতে বজ্র ধারণ করিলেন, এবং দীপ্তিমান্ (বজ্র) দ্বারা অন্ধকার-রূপ (মেঘ) হইতে পতনশীল (জল) নিঃশেষিতরূপে দোহন করিলেন।" (২) "সেই অবজ্ঞা বৃত্রাসুরের সকল, স্বর্গ অথবা পৃথিবীর পর্যায়-স্থান প্রাপ্ত হয় নাই এবং নিজ মায়া দ্বারা ধনপ্রদ ইন্দ্রদেবকে নিরাকৃত করিতে পারে নাই। কামপ্রদ ইন্দ্রদেব দক্ষিণহস্ত বজ্র স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন এবং দীপ্তিমান্ আলোক দ্বারা অন্ধকারাবৃত গুহা হইতে সেই গো-সকলকে নিঃসারিত করিলেন।" (৩) সায়ণের অর্থ, তাঁহার ভাষ্যে ও ব্যাখ্যানুবাদে দেখুন। অনেক স্থলে তিনি যে দুটিতে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহার অর্থ সেই ভাবে বোধগম্য হইয়াছে। সর্বত্র প্রায় বেদের ইহাই বিশেষত্ব।

পদ-বিশ্লেষণং।

অস্য। স্বধাং। অক্ষরন্। আপঃ। অস্য। অবর্দ্ধত।

মধ্যে। আ। নাব্যানাং।

সধ্রীচীনেন। মনসা। তং। ইন্দ্রঃ। ওজিষ্ঠেন।

হন্মনা। অহন্। অভি। দ্যূন্।

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (ভগবতঃ) 'স্বধাং' (উপাসনাং, ভজনীয়ং) 'অনু' (অনুসৃত্য, অনুগামী'ভূ যাবৎ) 'আপঃ' (সত্ত্বভাবানি) 'অক্ষরন্' (প্রাবহন, নিঃসৃতবান); 'নাব্যানাং' (ভবসাগরোপারগমনাভ-সহায়ভাবানাং) 'মধ্যে' (অভ্যন্তরে) স ভগবান্ 'আ' (সমন্তাৎ) 'অবর্দ্ধত' (ব্যাপ্য নিহিতভবেৎ); 'সধ্রীচীনেন' (অসৎসংসর্গবিশিষ্টেন) 'মনসা' (চিত্তেন যুক্তং) 'তং' (মনুষ্যং) 'ইন্দ্রঃ' (স ভগবান্) 'অভিদ্যূন্' (প্রতিদিনং, নিত্যং) 'ওজিষ্ঠেন' (প্রবলেন, অতিভীষণেন) 'হন্মনা' (হননাস্ত্রেণ, বজ্রেণ) 'অহন্' (হতবান্) স ভগবান্ সত্ত্বভাববর্দ্ধক উপাসকস্য নিত্যসহায়ঃ; পাপিনং কঠোরদণ্ডেন বিনাশয়তি ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৩সূ—১১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সেই ভগবানের উপাসনার অনুসরণে সত্ত্বভাবপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া থাকে; (যিনি যে পরিমাণে ভগবদুপাসনায় ন্যস্তচিত্ত হইতে পারিবেন, তাঁহার হৃদয়ে সেই পরিমাণে সত্ত্বভাব সঞ্জাত হইয়া থাকে); জীবের পরিত্রাণের সহায়স্বরূপ যে সত্ত্বভাব, তাহারই অভ্যন্তরে সেই ভগবান্ সর্ব্বতোভাবে নিহিত (ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান্) রহিয়াছেন; অসৎ-সংসর্গ-সহচর চিত্ত-বিশিষ্ট মনুষ্যকে, অতিভীষণ বজ্রের দ্বারা সেই ভগবান্ প্রতিনিয়ত হনন (দণ্ড প্রদান) করিয়া থাকেন। (১ম—৩৩সূ—১১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপো জলানীন্দ্রস্য যথাময়ং ব্রীহ্যাদিরূপমন্নলক্ষ্যাকরন্। মেঘাদ্বৃষ্টা অভবন্। তদানীময়ং বৃত্রো নাব্যানাং নাবাতরণযোগ্যানাং বহ্বীনামপাং মধ্যে আ সমন্তাদবর্দ্ধত। বৃদ্ধিং প্রাপ্তঃ। প্রভূতজলে বর্ত্তমানোঽপি ন মমার কিন্তুবিবৃদ্ধ এব। তদানীমিন্দ্রঃ সধ্রীচীনেন সহগচ্ছতা মনসা যুক্তং তং বৃত্রমোজিষ্ঠে নাতিবলযুক্তেন হন্মনা হননসাধনেন বজ্রেণাভিদ্যূন্ কতিচিদ্দিবসানভিলক্ষ্যাহন। তেষু দিবসেষু হতবান্। জলমধ্যে পতিত-স্যাপি বৃত্রস্য মনো যত্রেন্দ্রস্তিষ্ঠতি তত্রৈব সহগচ্ছতি তাদৃশমাশঙ্ক্যায় স হতবানিত্যর্থঃ ॥

অকরন্। কর সঙ্কলনে। নাব্যানাং। নাবা তার্য্যানাং। নৌবয়োধর্ম্মেত্যাদিনা। পা০ ৪।৪।৯১। যৎ। বান্তো যি প্রত্যয়ে। পা০ ৬।১।৭৯। ইত্যাবাদেশঃ। অনাব ইতি পর্য্যুদাসাৎ। পা০ ৬।১।১১৩। তিংস্বরিতমিতি প্রত্যয়স্বরিতত্বং। সধ্রীচীনেন। সহাঞ্চতীতি সধ্র্যঙ্। সহস্য সধ্রিঃ। পা০ ৬।৩।৯৫। ইতি সধ্র্যাদেশঃ। বিভাষাঞ্চেরদিক্ স্ত্রিয়াং। পা০ ৫।৪।৮। ইতি স্বার্থে খ প্রত্যয়ঃ। আয়নেয়ীত্যাদিনা ঈনাদেশঃ। অচ ইত্যকারলোপে চাবিতি দীর্ঘত্বং। খাদেশস্তোপদেশিবদ্বচনাদীকারঃ উদাত্তঃ। ওজিষ্ঠেন। ওজোঽস্যাস্তী-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রের ব্রীহ্যাদিরূপ অন্ন উৎপাদন জন্য মেঘ হইতে বৃষ্টিরূপে জল নিপতিত হইত। সেই সময় এই বৃত্র অতরণযোগ্য প্রভূত জলের মধ্যে সম্যক্‌রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রভূত জল বর্ত্তমান থাকিলেও (অর্থাৎ অগাধ সলিলে নিপতিত হইলেও) বৃত্রের বিনাশ হয় না ; পরন্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎকালে, ইন্দ্রের সহিত গমনেচ্ছু মনোযুক্ত বৃত্রকে প্রভূত শক্তি-শালী হনন-সাধন বজ্র দ্বারা কিয়দ্দিবস লক্ষ্য করিয়া ইন্দ্র হনন করেন। সেই সকল দিনের পর বৃত্র নিহত হইয়াছিল। জলমধ্যে নিপতিত হইলেও বৃত্রের মন যেখানে ইন্দ্র অবস্থান করেন, সেখানেই গমন করিবে এইরূপ আশঙ্কা হওয়ায় ইন্দ্র তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন,—ইহাই তাৎপর্য্য।

'অকরন্' পদটির কর ধাতু সঙ্কলনার্থ-বোধক। 'নাব্যানাং' পদে 'নাবা' শব্দ তরণ অর্থে প্রযুক্ত অথবা যদ্দ্বারা তরণ বা উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাহাকেও বুঝাইতে পারে। 'নৌবয়োধর্ম্মে-ত্যাদিনা' (পা০ ৪।৪।৯১) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে উক্ত নাবা পদে যৎ প্রত্যয়। 'বান্তো যি প্রত্যয়ে' (পা০ ৬।১।৭৯) এই সূত্রানুসারে আব আদেশ। পর্য্যুদাস-সূত্রানুসারে (৬।১।২১৩) অনাব পদ সিদ্ধ। তিৎস্বরিতং নিয়ম প্রযুক্ত ঐ নাব্যানাং পদে স্বরিতস্বর হইয়াছে। 'সধ্রীচীনেন'—'সহ গমন করে' এই অর্থে সধ্র্যঙ্ পদের উৎপত্তি। 'সহস্য সধ্রিঃ' (পা০ ৬।৩।৯৫) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে সহ শব্দের স্থানে সধ্রী আদেশ, 'বিভাষাঞ্চের-দিক্স্ত্রিয়াং' (পা০ ৫।৪।৮) এই সূত্রানুসারে তদুত্তর স্বার্থে খ প্রত্যয়। 'আয়নেয়' ইত্যাদি নিয়মে তাহাতে ঈন্ আদেশ। 'অচঃ' এই নিয়মে অকারের লোপ হেতু চ, এর ই-কার দীর্ঘ হইয়াছে অর্থাৎ ই-কার স্থানে ঈ-কার হইয়াছে। খাদেশ উপদেশিবদ্বচন হেতু উক্ত ঈকার উদাত্ত হইয়াছে। "ওজিষ্ঠেন"—এই পদে 'ওজঃ ইহার আছে' এই অর্থে ওজস্বী পদ নিষ্পন্ন

স্তোতব্যঃ। অম্বায়াবেধেতি বিনিঃ। 'তৎ আতিশয়নিক ইষ্ঠন্'। বিশ্বতোমুখীতি বিনো লুক্। টেরিতি টিলোপঃ। নিঘাদাদ্যুদাত্তত্বং। ঙ্মনা। জন্মাতেহঃমেনেতি জন্ম। অহে ক্তোহপি দৃশ্যতে ইতি দৃশিগ্রহণাৎ করণেহপি মনিন্। নিঘাদাদ্যুদাত্তত্বং। তৃতীয়ৈক বচনেহল্লোপে প্রাপ্তে ন সংযোগাদ্বমন্তাৎ। পা০ ৬।৪।১৩৭। ইতি প্রতিষেধঃ॥ ১১॥

একাদশ (৩১২) ঋকের বিশদার্থ।

—— • ——

আমরা দেখিতেছি,—ঋক্‌টি ত্রিতত্ত্বমূলক। প্রথম—সত্ত্বভাবের সহিত ভগবান্ ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান্ থাকেন। দ্বিতীয়—ভগবানের উপাসনা-প্রভাবেই সত্ত্বভাব সঞ্জাত হয়। তৃতীয়—অসৎভাবাপন্ন জন নিয়ত কঠোর দণ্ড ভোগ করে। মন্ত্রে এই ত্রিবিধ সত্যতত্ত্ব পরিকীর্ত্তিত। তুমি অসৎসঙ্গ অসৎভাব পরিবর্জ্জন কর; তুমি সত্ত্বভাবের উপাসক হও; তুমি ভগবানকে প্রাপ্ত হইবে। এক পক্ষে, এই ঋকের এই উপদেশ। অন্য পক্ষে, এ ঋকের প্রার্থনা এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি কঠোর দণ্ড পরিচালনে অসৎ পথ হইতে অসৎকর্ম্ম হইতে আমায় প্রত্যাবৃত্ত করুন। আমি যেন সত্ত্বভাবে ভাবান্বিত হই; আর, আপনি আসিয়া তাহাতে বিরাজমান্ হউন।'

আমরা ঋকের এই যে অর্থ নিষ্কাষণ করিলাম, প্রচলিত অর্থ তাহা হইতে কতদূর পৃথক, তাহা প্রদর্শন করিতেছি। এক পক্ষ অর্থ করেন, ইহাতে মেঘের ও বৃষ্টির এক রূপকালঙ্কার বিদ্যমান্ রহিয়াছে। অন্য পক্ষের অর্থে প্রকাশ, এখানে ইন্দ্রের ও বৃত্রের যুদ্ধব্যাপার বর্ণিত রহিয়াছে। "অনু স্বধামক্ষরন্নাপো অস্য"—এই যে মন্ত্রাংশের আমরা অর্থ করিলাম—"সেই ভগবানের উপাসনার অনুসরণেই সত্ত্বভাব প্রবাহ

'অম্বায়াবেধ' ইত্যাদি নিয়মে উক্ত পদে বিন্ প্রত্যয়। তৎপরে অতিশয় অর্থে ইষ্ঠন্ প্রত্যয়। 'বিশ্বতোমুখ' এই নিয়মে বিন্ প্রত্যয়ের এবং 'টেঃ' এই নিয়মে টি এর লোপ। নিঘ হেতু ইহার আদ্যস্বর উদাত্ত। "ঙ্মনা"—'এতদ্দ্বারা জনন করা যায়' এই অর্থে জন্ম পদ নিষ্পন্ন। 'অন্যেভ্যোহপি দৃশ্যতে' এই সূত্রে দৃশ্ ধাতুর গ্রহণ হেতু করণ বাচ্যেও ধাতুর উত্তর মনিন্ প্রত্যয় বিহিত। নিঘ হেতু উহার আদিস্বর উদাত্ত। 'ন সংযোগাদ্ বমন্তাৎ' (পা০ ৬।৪।১৩৭) এই নিয়মে তৃতীয়ার একবচনের লোপের প্রতিষেধ হইল॥ ১১॥

প্রবাহিত হয়” ; এই অংশেরই প্রচলিত এক অর্থ,—“ইন্দ্রের ইচ্ছানুসারে নদীসকল প্রবাহিত হইয়াছিল” ; আর এক অর্থ,—“প্রকৃতি অনুসারে জল প্রবাহিত হইয়াছিল।” সায়ণের অর্থ তো ভাষ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—“অবর্দ্ধত মধ্য আ নাব্যানা”। আমাদের অর্থ, বঙ্গানুবাদেই দেখুন। প্রচলিত এক অর্থ—“তখন বৃত্রাসুর নৌকা দ্বারা তরণযোগ্য গভীর জলেতে বহুস্থান ব্যাপিয়া পতিত রহিল।” অন্য প্রচলিত অর্থ,—“কিন্তু (বৃত্র) নৌকাগম্য (নদী) সমূহের মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।” ইহার পর ঋকের দ্বিতীয় পংক্তির প্রতি লক্ষ্য করুন। ঋকের দ্বিতীয় পংক্তির প্রচলিত অর্থ প্রায় সর্ব্বত্রই অভিন্ন। প্রায় সকলেই বলেন,—‘প্রাণসংহারক অস্ত্র দ্বারা ইন্দ্রদেব কয়েক দিনের মধ্যেই বৃত্রকে হনন করিয়াছিলেন’ ঐ অংশে এই ভাব ব্যক্ত আছে। তবে “সধ্রীচীনেন মনসা” পদদ্বয়কে বিভিন্ন পক্ষ বিভিন্ন বিষয়ের সহিত অন্বিত করিয়াছেন দেখিতে পাই। কেহ কহেন,—ঐ পদদ্বয় ইন্দ্র-সম্বন্ধে প্রযুক্ত ; কেহ কহেন—ঐ পদদ্বয় বৃত্র সম্বন্ধে প্রযুক্ত। প্রথম পক্ষের অর্থে উহা ‘ইন্দ্রের বুদ্ধিচাতুর্য্য সহ’ ভাব প্রকাশ করে। দ্বিতীয় পক্ষের অর্থে—উহাতে বৃত্রের দৃঢ়চিত্ততার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এই সকল ব্যাখ্যায়, একটা সেই পুরাতত্ত্বের প্রসঙ্গ আনিয়া উপস্থিত করা হয়। তাহাতে প্রকাশ, বৃত্র কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ নদীর মোহানা ইন্দ্র যখন খুলিয়া দেন, তখন বৃত্র কিছুকাল নৌযানে অবস্থিতি করিয়া স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়াছিল ; এবং শেষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এখানে সেই প্রাচীন কালে নদীর গতি অবরোধের ও নৌ-পরিচালনার বিষয়, প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণা আকর্ষণ করে। যাহা হউক, আমরা সে পথ দিয়া সে অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমরা মন্ত্রে নিত্যসত্য ভাবই প্রত্যক্ষ করি। মন্ত্রের প্রার্থনা—‘ভগবান্ সত্ত্বভাবসহ বিদ্যমান। আমি যেন সত্ত্বভাবের অধিকারী হইতে পারি। তাহা হইলে সেই ভগবান আমাতে আসিয়া অবস্থিত হইবেন। আমার হৃদি-সঞ্জাত সত্ত্বভাবই আমার মুক্তিমুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে।’ (১ম—৩৩সূ—১১ঋ)।

—•—

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথম মণ্ডলং। ত্রয়স্ত্রিংশৎ সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

ন্যবিধ্যদিলীবিশস্য দৃঢ়া বি শৃঙ্গিণমভিনচ্ছুষ্ণমিন্দ্রঃ।

যাবত্তরো মঘবন্যাবদোজো বজ্রেণ

শত্রুমবধীঃ পৃতন্যুং ॥ ১২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

নি। অবিধ্যৎ। ইলীবিশস্য। দৃঢ়া। বি। শৃঙ্গিণং।

অভিনৎ। শুষ্ণং। ইন্দ্রঃ।

যাবৎ। তরঃ। মঘবহ্বন্। যাবৎ। ওজঃ। বজ্রেণ।

শত্রুং। অবধীঃ। পৃতন্যুং ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (স ভগবান্) অর্চ্চকানাং 'ইলীবিশস্য' (শত্রোঃ কামাদিরূপস্য) 'দৃঢ়া' (দৃঢ়াণি, সুরক্ষিতানি সৈন্যানি) 'ন্যবধীৎ' (নিতরাং হন্তি); 'শৃঙ্গিণং' (শৃঙ্গবদ্ভীতিদায়কং) 'শুষ্ণং' (শোষণশীলং শত্রুং) 'ব্যভিনৎ' (বিবিধং ভিনত্তি); 'মঘবন্' (হে দেব) তব 'যাবৎ' (যাবান্) 'তরঃ' (বেগঃ, তেজঃ) 'যাবৎ ওজঃ' (যাবৎ বলং বিদ্যতে) [তৈঃ সর্বৈঃ] 'পৃতন্যুং' (যুযুৎসুং) 'শত্রুং' (মম কামাদিরূপং) 'বজ্রেণ' (বজ্রায়ুধেন) 'অবধীঃ' (হননং কুরু)। হে দেব! ত্বমেব শত্রুহন্তা; অস্মাকং বিঘ্নকারিণঃ শত্রূন্ বিবিধপ্রকারেণ সর্বথা নাশয় ইত্যেবং প্রার্থনা। [১ম—৩৩সূ—১২ঋ]।

বঙ্গানুবাদ।

সেই ভগবান্, (অর্চ্চনাকারীর) কামাদিরূপ অন্তঃশত্রুর সুরক্ষিত সৈন্যগণকে নিঃশেষে হনন করিয়া থাকেন; শৃঙ্গীর ন্যায় ভীতিপ্রদ এবং শোষণশীল শত্রুকেও সেই ভগবান্ বিদীর্ণ করিয়া থাকেন; (অতএব প্রার্থনা) হে দেব! আপনার সমস্ত তেজ ও বলের দ্বারা যুদ্ধেচ্ছু আমার কামাদিস্বরূপ শত্রুকে বজ্রাস্ত্রের দ্বারা হনন করুন। (১ম—৬৩সূ—১২ঋ)

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইলীবিশস্য। ইলায়া ভূমের্বিলে শয়ানস্য বৃত্রস্য সম্বন্ধীনি। ইলাবিলেশয়স্যেতি যাস্কঃ। নি০ ৬।১৯। দৃঢ়া দৃংহিতান্যসুরেণ নিরুদ্ধানি প্রভূতান্যুদকানীন্দ্রো ব্যবিধ্যৎ। নিতরাং বিদ্ধবান্। যদ্বা দৃঢ়ানি প্রবলানি সৈন্যানি নিতরাং বিদ্ধবান্। তত ঊর্দ্ধং শৃঙ্গিণং গোমহিষ্যাদিশৃঙ্গসমানৈরায়ুধৈরুপেতং শুষ্ণং জগতঃ শোষকং বৃত্রং ব্যভিনৎ। বিবিধং তাড়িতবান্। হে মঘবন্ ধনযুক্তেন্দ্র তব যাবত্তরো যাবান্ বেগোঽস্তি যাবদোজো যাবদ্বলমস্তি তেন সর্ব্বেণ যুক্তস্ত্বং পৃতন্যাং পৃতনাং যুদ্ধমিচ্ছন্তং শত্রুং বৃত্রং বজ্রেণাবধীঃ। হতবানসি॥

অবিধ্যৎ। ব্যধ তাড়নে। গ্রহিজ্যেত্যাদিনা সম্প্রসারণং তিঙ্ঙতিঙঃ ইতি নিঘাতঃ। উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি সংহিতায়ামাডাগমস্য স্বরিতত্বং। ইলীবিশস্য। পৃষোদরাদিত্বাদভিমতরূপস্বরসিদ্ধিঃ। দৃঢ়া। দৃংহের্নিষ্ঠায়াং দৃঢ়ঃ স্থূলবলয়োঃ। পা০ ৭।২।২০। ইতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ভূমির গর্ত্তের মধ্যে শায়িত বৃত্রের সম্বন্ধী। যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থে 'ইলা বিলেশয়স্য' ইত্যাদি রূপ পাঠ পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া 'ইলা' শব্দের অর্থ বিলেশয়। (নি০ ৬।১৯)। দৃংহিত অর্থাৎ অসুরগণ কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ প্রভূত উদকরাশি ইন্দ্রদেব সর্ব্বকালে বিশেষভাবে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। কিংবা বৃত্রের প্রবল পরাক্রান্ত সৈন্যগণকে ইন্দ্রদেব বিশিষ্টরূপে নিয়ত বিদ্ধ করেন। অতঃপর গোমহিষ্যাদি জন্তুগণের শৃঙ্গ-সদৃশ বিবিধ আয়ুধের দ্বারা জগৎ-শোষক বৃত্র, ইন্দ্র কর্ত্তৃক বহুরূপে তাড়িত আহত হইয়াছিল। হে ধনযুক্ত ইন্দ্রদেব! আপনার যে সকল বেগ ও যে সকল বল আছে, তৎসমুদায়ের দ্বারা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বেগ ও বল সমন্বিত হইয়া, বজ্রের দ্বারা আপনি, যুদ্ধাভিলাষী শত্রু বৃত্রের সংহার সাধন করিয়াছেন।

"অবিধ্যৎ" এই পদের অন্তর্গত ব্যধ্-ধাতু তাড়নার্থ বোধক। 'গ্রহি জ্যা' ইত্যাদি নিয়মে সম্প্রসারণ। 'তিঙ্ঙতিঙঃ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে নিঘাতস্বর হইয়াছে। 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ' ইত্যাদি নিয়মে সংহিতায় আট আগম হওয়ায় উহার স্বরিত স্বর হইয়াছে। [illegible] হেতু 'ইলীবিশস্য' পদে অভিমতরূপ স্বর সিদ্ধ হইতে পারে। "দৃঢ়া" [illegible]

[illegible]

নিপাত্যতে। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শেলোপঃ। অভিনৎ। ভিদির্ বিদারণে। লঙি কথাদিত্বাৎ শ্নম্। ইতশ্চেতীকারলোপে হলঙ্যাব্‌ভ্য ইতি তিলোপঃ। শুষ্ণং। শুষ শোষণে। শোষয়তীতি শুষ্ণঃ তৃষিশুষিরসিভ্যঃ কিচ্চেতি ন প্রত্যয়ঃ। নিদিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। অবধীঃ। লুঙি হনো বধাদেশঃ। পৃতন্যাং। পৃতনাশব্দাৎ কাচ কব্যধ্বরপৃতনস্যর্চি লোপঃ। ক্যাচ্ছন্দসীত্যু প্রত্যয়ঃ॥ ১২॥ (১ম—৩৩সূ—১২ঋ)।

দ্বাদশ (৩৯৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের কয়েকটী শব্দের মর্ম্ম প্রথমে অনুধাবন করা প্রয়োজন। একটী শব্দ—'ইলীবিশস্য।' ইহার অর্থ, অনেকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'ইলীবিশ-নামক অসুরের।' সায়ণের অর্থ—'ভূগর্ত্তে শয়নকারীর।' ঐ পদে কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা অসুরকে যে বুঝাইতেছে, সায়ণ তাহা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ 'ইলীবিশ'-নামক এক অসুরের সংস্রব আনিয়াছেন। এইরূপ 'শুষ্ণ' পদে সায়ণের অর্থ—শোষণকারী ; অন্য ব্যাখ্যাকারীদের অনেকেরই অর্থ—শুষ্ণ-নামক অসুর। এক প্রকার অর্থে (অসুরার্থে) অনিত্য-বস্তুর সহিত উহার সংস্রব কল্পিত হয় ; অন্যপ্রকার অর্থে (সায়ণানুসারে) ঐ দুই শব্দে নিত্যত্বে কোনও বিঘ্ন আনয়ন করে না। এ ক্ষেত্রে, আমরা সায়ণের অর্থেরই অনুসরণ করি। তবে ঐ অর্থের মধ্যে যে এক নিগূঢ় ভাব আছে, আমাদের সিদ্ধান্তে তাহাই স্থিরীকৃত হয়। 'ইলীবিশ' শব্দে গুহাশায়ী—লুকায়িত অদৃশ্য অবস্থায় অবস্থিত—এই ভাব মনে আসে। তাহাতে কামাদি

নিপাতনে সিদ্ধ। এস্থলে, 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' এই নিয়মে শি-এর লোপ হইয়াছে। "অভিনৎ" পদের ভিদির (ভিদ্) ধাতু বিদারণার্থ বোধক। রুধাদিগণীয় মধ্যে পঠিত হওয়ায় লঙ্ বিভক্তিতে উহার উত্তর 'শ্নম' হইয়াছে। 'ইতশ্চ' এই সূত্রানুসারে ই-কার লোপ হওয়ায় 'হল্ঙ্যাব্‌ভ্যঃ' ইত্যাদি নিয়মে তি-এর লোপ হইয়াছে। "শুষ্ণঃ" পদের শুষ-ধাতু শোষণার্থ বোধক। 'শোষণ করে' এই অর্থে শুষ্ণঃ পদ নিষ্পন্ন 'তৃষিশুষিরসিভ্যঃ কিচ্চ' ইত্যাদি [illegible] ন-প্রত্যয়। [illegible] উদাত্ত। "অবধীঃ" [illegible]

রিপুশত্রুগণের প্রতিই লক্ষ্য পড়ে। তাহারা যে গুহাভ্যন্তরে—দেহের নিভৃত প্রদেশে—সদা লুকায়িত-ভাবে অবস্থিতি করে, স্বতঃই তাহা উপলব্ধ হয়। গোপনে থাকে, গোপনে স্বকার্য্য সাধন করে—ইহাই তাহাদের প্রকৃতি। গুপ্তাবাসে অবস্থিত, গুপ্তভাবে কর্ম্মাচরণকারী—তাহাদের মত আর দ্বিতীয় নাই। সুতরাং সায়ণের অর্থেরই অনুসরণে অগ্রসর হইয়া রূপক ভাঙ্গিয়া অর্থ করিলে, 'ইলীবিশ' শব্দে কামাদি রিপুশত্রুকেই দ্যোতনা করে। 'শুষ্ণ' শব্দও তাহাদিগেরই বিশেষণ-রূপে পরিকল্পিত হইতে পারে। শুষ্ক বা রক্ত-শোষণকারী—তাহাদের মত আর কে আছে? তার পর, ঋকের আর একটী পদ—'দৃঢ়া'; উহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছি—সুরক্ষিত সৈন্যগণ। রিপুশত্রুর সুরক্ষিত সৈন্যগণ বলিতে, কাহাদের প্রতি দৃষ্টি পড়ে? রিপুর কার্য্য করে কাহারা? এখানে অসদ্বৃত্তিসমূহকে মনে করা যাইতে পারে। তাহারাই কামাদি রিপুর সৈন্য, রক্ষক, বা প্রতিষ্ঠাকারী। তাহারা যে দৃঢ়, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কীদৃশ দৃঢ়তার ফলে অসদ্বৃত্তিরা অপকর্ম্মসমূহ সাধন করিয়া থাকে, তাহা স্বতঃই বুঝিতে পারা যায়।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ঋকের প্রথমাংশের (অন্বয়-বোধিকা-ব্যাখ্যার "ইন্দ্রঃ" হইতে "ন্যবধীৎ" অংশের) অর্থ সহজেই প্রতীত হয়। বুঝা যায়, এখানে বলা হইতেছে,—'সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব, কামাদি রিপুশত্রুর সৈন্যগণকে সর্ব্বদা হনন করেন।' এইখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, সকলেরই রিপুশত্রু কি তৎকর্তৃক বিনষ্ট হয়? যাহারা ভগবদ্বিরোধী পাপকর্ম্মপরায়ণ তাহাদের রিপুগণ সহসা বিনষ্ট হয় কি? তাহা বলা যায় না। তাই আমরা 'অর্চ্চকানাং' পদ অধ্যাহার করিয়াছি। অর্চ্চনাকারীদিগের—ভগবানের অনুরাগী উপাসকগণের—হৃদয় হইতে যে কামাদিরিপুসহচর অসদ্বৃত্তিগণকে তিনি অপসারিত করেন, এখানে সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশও (শৃঙ্গিণং শুষ্ণং ব্যভিনৎ) ঐ একই ভাব প্রকাশ করিতেছে। 'শুষ্ণং' পদের বিষয় পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। 'শৃঙ্গিণং' পদটী রিপুশত্রুর সার্থক বিশেষণ বলিয়া মনে করি। শৃঙ্গীদের (পশুদের) যেমন হিতাহিতদিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাই, রিপুশত্রুরও সেই ভাব।

সাধনমার্গে যাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে শুষ্ক ও শৃঙ্গীবৎ দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য রিপুশত্রুর প্রভাব তিষ্ঠিতে পারে না, ইহাই তাৎপর্য্য।

উপসংহারে প্রার্থনা এই যে,—'হে ভগবন! শত্রুগণ আমার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে। আপনি তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা তাহাদিগকে বিনষ্ট করুন। হৃদয়ে শান্তি আসুক।" * (১ম—৩৩সূ—১২ঋ)।

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়স্ত্রিংশৎসূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্।)

অভি সিধ্মো অজিগাদস্য শত্রূন্বি তিগ্মেন

বৃষভেণাপুরোঽভেৎ।

সং বজ্রেণাসৃজদ্বৃত্রমিন্দ্রঃ প্র স্বাং

মতিমতিরচ্ছাশদানঃ ॥ ১৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অভি। সিধ্মঃ। অজিগাৎ। অস্য। শত্রূন্। তিগ্মেন।

বৃষভেণ। পুরঃ। অভেৎ।

সং। বজ্রেণ। অসৃজৎ। বৃত্রং। ইন্দ্রঃ। প্র। স্বাং।

মতিং। অতিরৎ। শাশদানঃ ॥ ১৩ ॥

---

* ঋকের প্রচলিত এক প্রকার অর্থ; যথা,—"হে ইন্দ্র! ইলীবিশ নামক অসুরের, দৃঢ় পুরসকল আপনি বিদ্ধ করিয়াছেন, তাহার পর বর্দ্ধিত শৃঙ্গযুক্ত [illegible]

অন্বয়বোধিক-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (ভগবতঃ) 'সিধ্মঃ' (অভীষ্টসাধকঃ অস্ত্রঃ, সদ্বৃত্তিরিতি যাবৎ) 'শত্রূন্' (অসদ্ভাবান্) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'অজিগাৎ' (গতবান্, সদৈব নিক্ষিপ্তবান্); ভগবান্ 'তিগ্মেন' (তীক্ষ্ণেন) 'বৃষভেণ' (বর্ষণশীলেন আয়ুধেন) 'পুরঃ' (শত্রোঃ আবাসস্থানং, অসৎকর্ম্মরূপং) 'বি অভেৎ' (বিশেষেণ ভিন্নবান্, সম্পূর্ণরূপেণ বিনষ্টবান্); ততঃ 'বজ্রেণ' (তেন তীক্ষ্ণাস্ত্রেণ) 'বৃত্রং' (অজ্ঞানতারূপশত্রুং) 'সং অসৃজৎ' (সম্যক্‌প্রকারেণ যোজিতবান্); 'শাশদানঃ' (এবং প্রকারেণ তং শত্রুং হিংসন্) 'স্বাং' (স্বকীয়াং) 'মতিং' (অভিলাষং) 'প্র অতিরৎ' (প্রকৃষ্টরূপেণ অপূরয়ৎ)। অজ্ঞাননাশকামনয়া স ভগবান্ নিরন্তরং শত্রোঃ প্রতি তীক্ষ্ণাস্ত্রপরিচালনং করোতি; এবং প্রকারেণ অজ্ঞাননাশত্বাৎ ভগবতো বাঞ্ছাপূর্ত্তিঃ সংজায়তে ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৩সূ—১৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সেই ভগবানের অভীষ্টসাধক অস্ত্র (বিবেক, সদ্বৃত্তি প্রভৃতি) শত্রুদিগকে (অসদ্ভাবনিবহকে) লক্ষ্য করিয়া (সদাই) নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে; ভগবান্ তীক্ষ্ণবর্ষী অস্ত্রের দ্বারা শত্রুর আবাস-স্থানকে (অসদ্ভাবের নিবাসভূত অসৎকর্ম্মসমূহকে) উদ্ভিন্ন করেন; তাঁহার তীক্ষ্ণ অস্ত্র অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর প্রতি প্রযুক্ত হয়; তাহাতে, শত্রু নাশ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার অভিলাষ সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হয়। (১ম—৩৩সূ—১৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অস্যেন্দ্রস্য সিধ্মঃ সাধকো বজ্রঃ শত্রূনভি। উক্তবিশেষণানভিলক্ষ্য অজিগাৎ। গতবান্। জিগাতির্গতিকর্ম্মা। গাতিজিগাতীতি গতিকর্ম্মসু পাঠাৎ। স চেন্দ্রস্তিগ্মেন তীক্ষ্ণেন বৃষভেণ শ্রেষ্ঠেনায়ুধেন বজ্রেণ পুরো বৃত্রস্য পুরাণি ব্যভেৎ। বিবিধং ভিন্নবান্। ততঃ স ইন্দ্রো

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই ইন্দ্রের, সাধক বজ্র ইন্দ্রশত্রুগণকে লক্ষ্য করিয়া গমন করিয়াছিল। 'জিগাতি' ধাতু গতিকর্ম্মক। গতিকর্ম্মকগণের মধ্যে 'গাতি' 'জিগাতি' প্রভৃতি পঠিত হইয়া থাকে। সেই ইন্দ্রদেব সুতীক্ষ্ণ শ্রেষ্ঠ বজ্রের দ্বারা বৃত্রের পুরসমূহ বিবিধ প্রকারে উদ্ভিন্ন করিয়াছিলেন।

[illegible] প্রকারে তাড়না করিয়াছেন। হে ইন্দ্র, আপনার [illegible] আপনি যুদ্ধেচ্ছুক অসুরদিগকে বধ করিয়াছেন।"

বজ্রেণ স্বকীয়েন বজ্রেণ বৃত্রং সমস্পৃশৎ। সংযোজিতবান্। সংযোজ্য চ শাশদানো বৃত্রং হিংসন্ স্বাং মতিং স্বকীয়াং তর্যোপেতাং বুদ্ধিং প্রাতিরৎ। প্রকর্ষেণ বর্দ্ধিতবান্ ॥

সিষ্মঃ ষিধু সংরাদ্ধৌ। অস্মাদৌণাদিকো মক্। কিত্বাদ্ গুণঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। অভিগাৎ। গা স্তুতৌ। অত্র তু গত্যর্থঃ। জুহোত্যাদিত্বাৎ শ্লুঃ। দ্বির্ভাবে বহুলং ছন্দসীত্যভ্যাসস্যেত্বং। তিগ্মেন। যুজিরুচিতিজাং কুশ্চ। উ০ ১।১৪৪। ইতি মক্। কুত্বং। বৃষভেণ। ঋষিবৃষিভ্যাং কিদিত্যনেনাভচ্। অভেৎ। ভিদির্বিদারণে লঙি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন শপ্। তস্য বহুলং ছন্দসীতি লুক্। লঘূপধগুণে হল্ঙ্যাব্ভ্য ইতি লোপঃ। যদ্বা লুঙি চ্লের্লুক্। অতিরৎ। প্রপূর্বস্তিরতির্বর্দ্ধনার্থঃ। যদ্বা তরতের্ব্যত্যয়েন শঃ। ঋত ইদ্ধাতোরিতীত্বং। শাশদানঃ। শদ্লৃ শাতনে। অস্মাদ্যঙন্তাত্তাচ্ছীলিকশ্চানশ্। তস্য ছন্দস্যুভয়থেত্যার্দ্ধধাতুকত্বাদতোলোপযলোপৌ। সার্বধাতুকত্বাদভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং ॥ ১৩ ॥ (১ম—৩৩সূ—১৩ঋ)।

অতঃপর সেই ইন্দ্র, আপনার বজ্রাস্ত্র বৃত্রকে উদ্দেশ করিয়া সংযোজিত করেন। সংযোজিত করিয়া বৃত্রের সংহার সাধন করেন। তাহাতে তাঁহার স্বীয় তর্যোপেতা বুদ্ধি প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

'সিষ্মঃ' এই পদে 'ষিধু' ('ষিধ্') ধাতু সংরাদ্ধ (সংরাধন) বা আরাধনা অর্থবোধক। ইহার উত্তর ঔণাদিক মক্ প্রত্যয় বিহিত। কিত্ হেতু গুণ এবং প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "অভিগাৎ" এই পদটীর মূলীভূত গা ধাতু স্তুত্যর্থবোধক। কিন্তু এস্থলে উক্ত গা ধাতু গত্যর্থবোধক। জুহোত্যাদিত্ব নিবন্ধন উহাতে শ্লু প্রত্যয়। দ্বিভাব প্রযুক্ত 'বহুলং ছন্দসী' নিয়মে অভ্যাসের (দ্বিরুক্তির) ইত্ব বিহিত। "তিগ্মেন" এই পদে "যুজিরুচিতিজাং কুশ্চ" (উ০ ১।১৪৪) এই ঔণাদিক নিয়মে মক্ প্রত্যয় এবং কুত্ব বিহিত। "বৃষভেণ" পদে 'ঋষিবৃষিভ্যাং কিৎ' ইত্যাদি নিয়মে এখানে অভচ্ প্রত্যয়। "অভেৎ" এই পদের ভিদ ধাতু বিদারণার্থবোধক। লঙ্ বিভক্তিতে শ্নম্ প্রত্যয় বিহিত হইলেও এই পদে ব্যত্যয়ে শপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মে তাহার লোপ হইয়াছে। অনন্তর লঘু উপধস্বরের গুণ হইলে, 'হল্ঙ্যাব্ভ্যঃ' এই নিয়মে বিভক্তির লোপ হইয়াছে অথবা লুঙ বিভক্তি করিয়া চ্লি এর লোপেও নিষ্পন্ন হইতে পারে। "অতিরৎ" পদটী, 'তির' ধাতুর অর্থ বর্দ্ধন। অথবা 'তৃ' ধাতুর ব্যত্যয়ে শ প্রত্যয়। 'ঋত ইদ্ধাতোঃ' এই সূত্রদ্বারা ইত্ব হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'শাশদানঃ' এই পদটী শাতনার্থক শদ্লৃ (শদ্) ধাতুর উত্তর যঙ্ প্রত্যয় করিয়া শানচ্ প্রত্যয়। ইহার 'ছন্দস্যুভয়থা' এই নিয়মে আর্দ্ধধাতুক সংজ্ঞা হইলে পর, অকারের ও যকারের লোপ হইয়াছে। সার্বধাতুক হেতু এস্থলে 'অভ্যস্তানামাদিঃ' এই সূত্রদ্বারা আদ্যুদাত্ত[illegible] হইয়াছে ॥ ১৩ ॥ (১ম—৩৩সূ—১৩)।

ত্রয়োদশ (৩১৪) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এ ঋকের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ, দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত বৃত্র-নামক অসুরের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, এখানে তাহারই বর্ণনা আছে। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়—'ইন্দ্রের অভীষ্টসাধক বজ্র শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; ইন্দ্র বজ্রাঘাতে বৃত্রের রাজধানীকে ধ্বংস করিয়াছিলেন; এবং পরিশেষে বৃত্রাসুরকে আক্রমণ-পূর্ব্বক তাহার সংহারসাধন দ্বারা তাঁহার উৎসাহ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।' এই প্রকার অর্থই প্রধানতঃ প্রচলিত।

আমরা মনে করি, এই ঋকে তিনটী বিষয় বুঝিবার আছে। প্রথম—ভগবানের প্রকৃতি বা অভিপ্রায়। রূপ-গুণ-বিবর্জ্জিত হইলেও, আমাদের জ্ঞান ও প্রকৃতি অনুসারে, তাঁহাতে আমরা রূপ-গুণের আরোপ করিতে পারি বা করিয়া থাকি। মানুষ আমরা, তাঁহাকে অমানুষী ভাবে কি করিয়া দেখিতে পারি? তাই তাঁহাতে রূপ-গুণের পরিকল্পনা করা হয়। এখানে, ঋকের প্রথম অংশে, তাঁহার সেই এক গুণের বা এক ভাবের আভাষ প্রাপ্ত হই। তাঁহার সে গুণ বা সে ভাব—'অসদ্বৃত্তি হনন জন্য তিনি নিয়ত অস্ত্রক্ষেপ করিতেছেন' ইহা হইতেই আমাদের হৃদয়ে তাঁহার আবির্ভাব পরিকল্পনা করা যাইতে পারে। যখন পাপের প্রলোভনে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, আমরা যখন মোহবশে পাপকার্য্য-সাধনে প্রলুব্ধ হই; তখন বিবেক-রূপ অস্ত্রের তাড়না লক্ষ্য করি না কি? হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব-সূচনা তাহাতেই উপলব্ধ হয়। 'শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ যে সর্ব্বদাই অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছেন'—এবম্প্রকার উক্তিতে, পাপকার্য্যে আসক্তি আসিবার সময় বিবেকের তাড়না, অসদ্বৃত্তির উত্তেজনায় সদ্বৃত্তির বাধা-প্রদান প্রভৃতি ভাবই গ্রহণ করা যায়। ভগবানের এ এক কর্ম্ম-মধ্যে গণ্য করিতে পারি। তাঁহার আর এক [illegible]রণীয় কর্ম্ম—তিনি শত্রুর পুরী ধ্বংস করেন, তৎকর্তৃক শত্রুর দুর্গ [illegible] ভিত্তিমূল উচ্ছিন্ন হয়। শত্রুর (পাপের) পুরী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলা যাইতে পারে। সে পুরী [illegible] [illegible]

করেন কি প্রকারে? তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি আসে। তদ্দ্বারাই অসৎ কর্ম্ম লোপ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার অনুকম্পা-প্রাপ্তিই এ পক্ষের প্রধান সহায়। 'বৃষভেণ' পদ সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে। তিনি আপনি দয়াবান হইয়া, অভীষ্টবর্ষণ—সত্ত্বভাব দান দ্বারা, অসৎকে ধ্বংস করেন;—ইহাই এ ক্ষেত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য।

মন্ত্রের শেষাংশের মর্ম্ম এই যে, সকলেই সত্ত্বভাবাপন্ন হউন, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়। তিনি যখন জীবকে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন, তখন আর তাঁহার আনন্দের অবধি থাকে না, তখনই তিনি আনন্দময়। তাঁহার আনন্দের স্ফূর্ত্তি—জগৎকে আনন্দময় সত্ত্বভাবপূর্ণ-করায়। তাহাই তাঁহার মাহাত্ম্য। তাহাতেই তাঁহার প্রবৃদ্ধি। ঋকের যে অর্থই প্রচলিত থাকুক, ঋক্‌গুলি দার্শনিক সত্যতত্ত্বে পূর্ণ। প্রার্থনার সর্ব্বত্রই আত্মোৎকর্ষ-সাধনের প্রতি লক্ষ্য। (১ম—৩৩সূ—১৩ঋ)।

—•—

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়স্ত্রিংশৎ সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্।)

আবঃ কুৎসমিন্দ্র যস্মিঞ্চাকন্ প্রাবো

যুধ্যন্তং বৃষভং দশদ্যুং।

শফচ্যুতো রেণুর্নক্ষত দ্যামুচ্ছ্বৈত্রেয়ো

নৃষাহ্যায় তস্থৌ ॥ ১৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আবঃ। কুৎসং। ইন্দ্র। যস্মিন্। চাকন্। প্র। আবঃ।

যুধ্যন্তং। বৃষভং। দশঽদ্যুং।

শফঽচ্যুতঃ। রেণুঃ। নক্ষত। দ্যাং। উৎ।

শ্বৈত্রেয়ঃ। নৃঽসহ্যায়। তস্থৌ॥ ১৪॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে, ভগবন্!) 'যস্মিন' (নিন্দনীয়ে অবজ্ঞাতে জনে) 'চাকন্' (তৃপ্তিদানং ইচ্ছন, পরিত্রাণং কাময়মানঃ ত্বং) তং 'কুৎসং' (নিন্দনীয়ং অবজ্ঞাতং জনং) 'আবঃ' (রক্ষিতবানসি); 'যুধ্যন্তং' (অসদ্বৃত্তিভিঃ সহ যুদ্ধং কুর্ব্বন্তং) 'বৃষভং' (সদ্গুণসম্পন্নং) 'দশদ্যুং' (সদা সৎকর্ম্মনিরতং জনং) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'আবঃ' (রক্ষিতবানসি); 'শফচ্যুতঃ' (পশূনাং পদোৎক্ষিপ্তঃ) 'রেণুঃ' (ধূলিঃ, পশুপদোৎক্ষিপ্তধূলিবৎ উপেক্ষিতো জনঃ) 'দ্যাং' (স্বর্গং) 'নক্ষত' (প্রাপ্নোতি, তব কৃপয়া লভত ইতি শেষঃ); অপিচ, 'শ্বৈত্রেয়ঃ' (মহাপাতকসমুদ্ভূতো জনঃ) 'নৃষাহ্যায়' (নৃণাং নিত্যাসহনীয়াৎ, অতিক্লেশপ্রদাৎ জীবনাৎ) 'উৎ তস্থৌ' (উর্দ্ধস্থানং প্রাপ্তবান্, মুক্তিং লভতে)। জ্ঞানী বা অজ্ঞানঃ, পাপী বা পুণ্যবান্, সর্ব্বে হি ভগবৎকৃপয়া মুক্তিং লভন্ত ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৩সূ—১৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবান্ ইন্দ্রদেব! সংসারে অবজ্ঞার পাত্র নিন্দনীয় যে জনকে আপনি পরিত্রাণ করিতে ইচ্ছা করেন (অর্থাৎ, অতি নীচ হইয়াও যে জন আপনার করুণা প্রাপ্ত হয়), সেই অবজ্ঞাত জনকেও আপনি রক্ষা করিয়া থাকেন; অসদ্বৃত্তির সহিত নিয়ত যুদ্ধপরায়ণ, সৎগুণসম্পন্ন, সৎ-কর্ম্মান্বিত (সদা সৎকর্ম্মশীল) জনকে, প্রকৃষ্টরূপেই আপনি রক্ষা করিয়া থাকেন; আপনার কৃপায়, পশুপদোত্থিত ধূলিকণার ন্যায় নীচ-জনও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়; এবং মহাপাতক-সমুদ্ভূত জন, অতি ক্লেশকর জীবন হইতে চিরশান্তিময় মুক্তিকে লাভ করিতে সমর্থ হয়। (১ম—৩৩সূ—১৪ঋ)

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র কুৎসমেতন্নামকং গোত্রপ্রবর্তকমৃষিমাবঃ। রক্ষিতবানসি। যস্মিন্ কুৎসে চাকন্। স্তুতিং কাময়মানো বর্তসে তং কুৎসমিতি পূর্বত্রান্বয়ঃ। তথা দশদ্যুমেতন্নামকং দশসু দিক্ষু দীপ্যমানমৃষিং প্রাবঃ। প্রকর্ষেণ রক্ষিতবানসি। কীদৃশং। যুধ্যন্তং। স্বকীয়ৈঃ শত্রুভিঃ সহ যুদ্ধং কুর্বন্তং। বৃষভং গুণৈঃ শ্রেষ্ঠং। শফচ্যুতস্বদীয়াশ্বস্য শফাৎ পতিতঃ রেণুর্ধূলির্দ্যাং দ্যুলোকং। নক্ষত। প্রাপ্নোতি। শ্বৈত্রেয়ঃ শ্বিত্রাখ্যায়া যোষিতঃ পুত্রঃ পুরা শত্রুভয়াজ্জলে মগ্নঃ সন্ ত্বদনুগ্রহান্নৃষাহ্যায় নৃভিঃ পুরুষৈঃ সোঢব্যায়োত্তস্থৌ। জলাদুত্থিতবান্॥

চাকন্। চক তৃপ্তৌ। অস্মাল্লঙ্যন্তাৎ। ছন্দস্যুভয়থেত্যার্ধধাতুকত্বাদ্ধিলোপঃ শবভাবশ্চ। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তত্বং। যদ্বা। কমু কান্তাবিত্যস্মাদ্যঙ্লুগন্তাল্লঙি তিপ্যা-ভ্যাসস্য হ্রস্বত্বাভাবশ্ছান্দসঃ। দীর্ঘোঽকিত ইতি দীর্ঘত্বং। তিলোপে মো নো ধাতোঃ। পা০ ৮.২।৬৪। ইতি মকারস্য নকারঃ ধাতুস্বরঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। যুধ্যন্তং। ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। দশদ্যুং। দীব্যতেঃ প্রকাশার্থাৎ সম্পদাদিলক্ষণঃ ক্বিপ্। ছ্বোঃ শূড়িতি ঊঠ্। দশসু দিক্ষু দ্যুর্দীপ্তির্যস্যাসৌ দশদ্যুঃ। ছান্দসং হ্রস্বত্বং। যদ্বা। দ্যুশব্দোঽহর্নামসু পঠিতঃ। তেন প্রবৃত্তিনিমিত্তভূতঃ প্রকাশো লক্ষ্যতে। বহুব্রীহৌ পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। শফচ্যুতঃ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আপনি কুৎস নামক গোত্রপ্রবর্তক ঋষিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আপনি যে কুৎস নামক ঋষির স্তুতিকে কামনা করিয়া বর্তমান ছিলেন, সেই কুৎস নামক ঋষিকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এইরূপ পূর্বের সহিত অন্বয় হইবে। সেইরূপ দশদ্যু নামক দশদিকে দীপ্যমান ঋষিকে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন। সে দশদ্যু ঋষি কিরূপ?—না, স্বকীয় শত্রুগণের সহিত যুদ্ধকারী এবং গুণসমূহের দ্বারা শ্রেষ্ঠ। আপনার অশ্বের ক্ষুর হইতে পতিত ধূলি দ্যুলোককে প্রাপ্ত হইয়াছিল। পূর্বকালে শ্বিত্রাখ্যা যোষিদ্গণের পুত্র, শত্রুর ভয়ে জলে মগ্ন হইয়া আপনার অনুগ্রহ-বশতঃ জল হইতে উত্থিত হইয়াছিল।

"চাকন্" এই পদটী তৃপ্তি অর্থ দ্যোতক। চক চক্ ধাতুর উত্তর লঙ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। "ছন্দস্যুভয়থা" এই সূত্র দ্বারা উহার আর্দ্ধধাতুকত্ব হইলে, সি-এর লোপ এবং শপের অভাব হয়। প্রত্যয়স্বর হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অথবা, কান্তি অর্থ বোধক কমু (কম্) ধাতুর উত্তর যঙ্ লোপ করিয়া লঙ্ বিভক্তিতে তিপ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইতে পারে। এস্থলে ছান্দসপ্রযুক্ত বিকল্পের হ্রস্বের অভাব। 'দীর্ঘোঽকিতঃ' এই সূত্র দ্বারা দীর্ঘত্ব এবং তি-এর লোপ হইয়া 'মো নো ধাতোঃ' (পা০ ৮।২।৬৪) এই সূত্র দ্বারা মকারের স্থানে নকার হইয়াছে, ইহাতে ধাতুস্বর, যদ্বৃত্তযোগবশতঃ নিঘাতস্বর হয় নাই। 'যুধ্যন্তং' এই পদটীতে ব্যত্যয়ে পরস্মৈপদ হইয়াছে। 'দশদ্যুং' এই পদটীতে প্রকাশার্থক দিব্ ধাতুর উত্তর সম্পদাদি লক্ষণ ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া 'ছ্বোঃ শূঠ্' এই সূত্র দ্বারা ঊঠ্ হইয়াছে। 'দ্যুর্দীপ্তির্যস্য দশদিক্ষু অসৌ' এই অর্থে—'দশদ্যু' পদের ছান্দস-প্রযুক্ত হ্রস্ব হইয়াছে। অথবা, 'দ্যু' শব্দটী অহর্নামের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। তদ্বারা প্রবৃত্তির নিমিত্তভূত যে প্রকাশ, তাহাই লক্ষ্য হইতেছে। এস্থলে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'শফচ্যুতঃ' পদ 'শফের দ্বারা 'চ্যুত' অর্থে

...মকেন চুতঃ। তৃতীয়া কর্মণীতি পূর্বপদ-প্রকৃতিঃ স্বরত্বং। নক্ষত নক্ষ গত্যৌ। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। শ্বৈত্রেয়ঃ। শ্বিত্রায়া অপত্যং। স্ত্রীভ্যো ঢক্। পা০ ৪।১।১২০। নুদস্বাঃ। ঋকিসংজ্ঞেশ্চ। পা০ ৩।১।৯৯। ইতি কর্মণি যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। পূষণণাদীতি মত্বং। সংহিতায়াং দীর্ঘশ্চান্দসঃ ॥ ১৪ ॥

চতুর্দ্দশ (৩৯৫) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এই ঋকটী নানা সমস্যায় পরিপূর্ণ। প্রথমতঃ, ঋকের অন্তর্গত 'কুৎসং'; 'দশদ্যুং' এবং 'শ্বৈত্রেয়ঃ'—এই পদত্রয়ে ঐ তিন নামের তিন জন ঋষির সম্বন্ধ পরিকল্পিত হয়। সায়ণই কুৎসকে গোত্র-প্রবর্ত্তক কুৎস-ঋষি, দশদ্যুকে দশদিকে দীপ্যমান (যশোভাজন) দশদ্যু-ঋষি এবং শ্বৈত্রেয়কে শ্বিত্রানাম্নী যোষিৎগণের পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল ঋষিদিগের সহিত ইন্দ্রের সম্বন্ধ বিষয়ে নানা উপাখ্যান প্রচলিত আছে। শুষ্ণাসুরের সমরে কুৎস-ঋষি ইন্দ্র কর্ত্তৃক উদ্ধার প্রাপ্ত হন এবং সেই সূত্রে ইন্দ্রের সহিত তাঁহার মিত্রতা স্থাপিত হয়। শ্বৈত্রেয় প্রবলশক্তিশালী যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার অসংখ্য অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যের ক্ষুরোত্থিত ধূলিতে গগন পূর্ণ হইত। ইন্দ্র তাঁহার সহায় ছিলেন। একবার সঙ্কট-সময়ে তাঁহাকে জল-দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। ব্যাখ্যাকারগণ বলেন,—ঋকে এই সকল ঘটনার আভাষ আছে। কেহ আবার ঐ অর্থই আর এক দিক দিয়া ঘুরাইয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যায়, 'শফচ্যুতো রেণুং' বাক্যাংশে, ইন্দ্রের অশ্বের ক্ষুরোত্থিত ধূলা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহাদের মতে, কুৎস-ঋষির স্তব শুনিতে ইন্দ্র সদাই উৎসুক ছিলেন; আর, দশদ্যুকে ইন্দ্র

তৃতীয়া। ইহার পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর। 'নক্ষত' এই পদটা, গত্যর্থজ্ঞাপক নক্ষ-ধাতুর উত্তর [illegible] আত্মনে পদ বিহিত হইয়াছে। 'শ্বৈত্রেয়ঃ' এই পদটি, 'শ্বিত্রার অপত্য' এই অর্থে 'স্ত্রীভ্যো ঢক্' (পা০ ৪।১।১২০) এই সূত্র দ্বারা ঢক্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'নৃষদ্যঃ' এই পদটি 'ঋকিসংজ্ঞেশ্চ' (পা০ ৩।১।৯৯) এই সূত্র দ্বারা কর্ম্মবিবক্ষায় 'যৎ' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। [illegible] এই সূত্র দ্বারা ইহার আদিস্বর উদাত্ত। সমাসে কৃদুত্তরপদ [illegible] [illegible] 'পূষণণাদীং' এই সূত্র দ্বারা বহ ও [illegible] প্রযুক্ত [illegible] [illegible]

বিপদে রক্ষা করেন, শৈত্রেয়কে জল হইতে উদ্ধার করেন। ঋকের ইত্যাদি-রূপ নানা ব্যাখ্যা প্রচলিত রহিয়াছে।*

এখন, আমরা যে অর্থ পরিগ্রহ করিলাম, তৎপক্ষে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা বিবৃত করিতেছি। এ পক্ষে কয়েকটী শব্দের অর্থ অনুধাবন করা একান্ত আবশ্যক। প্রথম—'কুৎস'। আমরা বলি, নিন্দার্থক (অবজ্ঞার ভাব দ্যোতক) 'কুৎস্' ধাতু হইতে ঐ 'কুৎসং' পদ ব্যুৎপন্ন; উহার অর্থ—নিন্দিত অবজ্ঞার পাত্র। দ্বিতীয়—'দশদ্যুং'; ঐ পদের অর্থ—প্রথমতঃ সায়ণের অনুসরণেই প্রতিপন্ন হয়—'দশসু দিক্ষু দীপ্যমানং'; দশদিকে যিনি দীপ্যমান্। ভাব—সকল দিকের সকল বিষয় অবগত। সুতরাং ঐ শব্দে 'জ্ঞানবান্' অর্থ অধ্যাহার করা যায়। বিশেষতঃ 'সুনাক্তং বৃষভং' পদদ্বয়ের সহিত ঐ পদ অন্বিত হওয়ায়, উহার ঐ অর্থই সুসঙ্গত মনে করি। পরন্তু ঐ 'দশদ্যুং' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত এক সুসঙ্গত অর্থ—'দশভিঃ কর্ম্মভিঃ দীপ্তিমন্তং'। তাহাতে ঐ শব্দে দশকর্ম্মান্বিত সদা সৎকর্ম্ম-পরায়ণ অর্থ স্বতঃই অবভাসিত হয়।† তৃতীয়—'শৈত্রেয়ঃ'। ঐ পদের অর্থ, আমাদের মতে, মহাপাতক-সমুদ্ভূত জন; মহাপাতকের ফলে, মহাপাতকের ফল ভোগ করিবার জন্য, যাহাকে জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে,

* প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যার গতি উপলব্ধ হইবে। যথা,—(১) "হে ইন্দ্র যে কুৎস ঋষির নিকটে আপনি স্তুতি প্রার্থনা করিতেছেন সেই ঋষিকে আপনিই রক্ষা করিয়াছেন। সেইরূপ গুণশ্রেষ্ঠ, শত্রুবর্গের সহিত যুদ্ধকারী, সর্ব্বদিকে দীপ্যমান্ দশদ্যু নামক পুরুষকে রক্ষা করিয়াছেন। শিত্রানাম্নী স্ত্রীর পুত্র পূর্ব্বে যখন আপনার কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া যুদ্ধে গমন করিয়াছিল, তখন তাহার অশ্বের খুরচ্যুত রেণু আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।" (২) "হে ইন্দ্র! তুমি যে কুৎসের স্তুতি কামনা কর সেই কুৎসকে রক্ষা করিয়াছ; তুমি যুদ্ধে রত ও শ্রেষ্ঠ দশদ্যুকে রক্ষা করিয়াছ; (তোমার অশ্বের) খুর হইতে পতিত ধূলি দ্যুলোক স্পর্শ করে; শৈত্রেয় (শত্রু ভয়ে জলমগ্ন হইয়াও) মনুষ্যগণের অগ্রণী হইবেন বলিয়া উত্থিত হইয়াছিল।" সায়ণের ভাষ্য অনেকাংশে শেষোক্ত ব্যাখ্যারই প্রবর্ত্তক।

† 'দশকর্ম্ম'—হিন্দুর নিত্যকর্ম-জ্ঞাপক। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নিষ্ক্রামণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ—এই দশবিধ সংস্কারই দশকর্ম। [illegible] প্রতিকল্পে [illegible]—[illegible] [illegible]। কি পরিমাণ আত্ম-সংযম, কিরূপ [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] তাহা বুঝা যায়।

সেই ব্যক্তি। 'শ্বিত্র' শব্দে মহাপাতকজনিত রোগকে বুঝায়। 'শ্বৈত্রেয়' পদে 'শ্বিত্র' হইতে উৎপন্নের ভাব আসে। মনে করা উচিত, 'শ্বিত্র'—এখানে ব্যক্তি পদার্থ নহে—ভাব পদার্থ। তাহা বুঝিলেই 'শ্বৈত্রেয়ঃ' পদের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয়। নচেৎ, কোন্ কালে কোথায় 'কুৎস' নামে এক ঋষি ছিলেন বা 'দশদ্যু' নামে কোনও যোদ্ধার আবির্ভাব হইয়াছিল, অথবা কোন্ কালে কোথাকার কোন্ যোষিতগণের নাম 'শ্বিত্রা' ছিল; তাই বলিয়া, বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যায়, নিত্যত্ব জ্ঞাপক অর্থ পাইতে, কেন কদর্থ কল্পনা করিব,—কেন সেই সকল অনিত্য নামের বা ব্যক্তির সম্বন্ধ টানিয়া আনিব? এইরূপ বিশেষভাবে বুঝিয়া দেখিবার উপযোগী, আরও কয়েকটী শব্দ ঋকের মধ্যে দেখিতে পাই। (১) 'যস্মিন্ চাকন্', (২) 'শফচ্যুতো রেণুঃ', (৩) 'নৃষাহ্যায়'। 'চক্' ধাতুর অর্থ 'তৃপ্তি'। 'যস্মিন্' পদ সপ্তম্যন্ত; উহার অর্থ—'যাহাতে'। এই 'যাহাতে' হইতে, 'যে কুৎস হইতে আপনি স্তুতি-কামনা করেন' অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়। কিন্তু আমরা এখানে 'যস্মিন্' পদে আধারের ভাবই লক্ষ্য করি। 'যস্মিন্' (যাহাতে) পদ যে এখানে আধারার্থ-জ্ঞাপক, তাহা মনে করিলে, ঐ অর্থ সিদ্ধ হয় না, 'চাকন্' পদের অর্থ, আমাদের, মতে, 'তৃপ্তিদানাভিলাষী আপনি।' তাহাতে, 'যস্মিন্ চাকন্' পদের অর্থ হয়—'তাহাকে (যাহাতে) তৃপ্তি দানের বা পরিত্রাণের জন্য 'আপনার সদাই ইচ্ছা আসে।' এ পক্ষে ভগবানের পরম করুণার ভাব প্রকাশ পায়। যে কুৎস, অবজ্ঞিত পাপী, সকলেই তাহার প্রতি বিরূপ; কিন্তু পরম কারুণিক পরমেশ্বর তাহার উদ্ধারের জন্য সদা প্রযত্নপর আছেন। তাহার পাপ-তাপের মধ্যেও, সময়ে সময়ে তিনি জ্ঞানের দীপ জ্বালিয়া দেন, বিবেক-বর্ত্তিকা প্রদর্শন করেন। তাহাই তাঁহার করুণার প্রকৃষ্ট পরিচয়। 'কুৎসং' পদের সঙ্গে 'যস্মিন্ চাকন্' পদদ্বয়ের প্রয়োগ, সেই নিগূঢ় ভাব ব্যক্ত করে। 'শফচ্যুতো রেণুঃ' বাক্যাংশের 'শফ' শব্দে 'পশুর পা' বুঝায়। পশুর পা হইতে পরিত্যক্ত ধূলিকণা বলিতে, অতি তুচ্ছ নিকৃষ্ট পদার্থের ভাব প্রকাশ পায়। 'অজারজঃ খররজস্তথা সম্মার্জ্জনীরজঃ' প্রভৃতি স্মৃতে, পশু-পদচ্যুত ধূলি অতি, নিকৃষ্ট বলিয়াই পরিচিত আছে। 'নৃষাহ্যায়' পদ,

'বৃসহায়'-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার অর্থ—কর্ম্মফলে মনুষ্য নিয়ত যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। তাহা হইতেই আমরা মনুষ্যের অসহনীয় অবস্থার—অতি কষ্টের ভাব—গ্রহণ করিতে পারি।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ঋকের যে মর্ম্মার্থ হয়, আমাদের অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। অতঃপর, তাহার ভাব একটু বিশদ করা যাইতেছে। ঋক্‌টিকে আমরা চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম ভাগে ('ইন্দ্র..... আবঃ' অংশে) বলা হইয়াছে, 'পাপী তাপীর প্রতি আমরা যতই অবজ্ঞা প্রকাশ করি না কেন, ভগবান্ তাহাদের পরিত্রাণের জন্য নিয়ত প্রযত্নপর রহিয়াছেন।' বলা হইতেছে,—'হে সংসারে অবজ্ঞার পাত্র!—হে লোকলোচনের নিন্দনীয় জন!—তুমি হতাশ হইও না। একবার পরিত্রাণপ্রার্থী হও; তোমার প্রতি করুণা-প্রদর্শনের জন্য ভগবান্ হস্তপ্রসারণ করিয়া আছেন।' এইরূপ, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ('যুধ্যন্তং...প্রাবঃ' অংশে) বলা হইয়াছে,—'হে সদা-সৎকর্ম্ম-শীল পরম জ্ঞানবান্! সংসারে অসদ্‌বৃত্তির সহিত সংগ্রামে তুমি বিব্রত হইয়া রহিয়াছ। কিন্তু ভয় নাই। প্রকৃষ্টরূপেই তোমার উদ্ধারের উপায় বিহিত আছে। তোমার জন্য জয়মাল্য ভগবান্ হস্তে ধরিয়া আছেন।' অসৎকর্ম্মে-বিরত সৎকর্ম্মপরায়ণ সাধুর জন্য মুক্তির পথ যে প্রশস্ত হইয়া রহিয়াছে, এখানে সেই ভাব পরিব্যক্ত দেখি। অতঃপর, মন্ত্রের তৃতীয় অংশে ('শফচ্যুতো......নক্ত' অংশে) কি ভাব ব্যক্ত আছে, অনুধাবন করুন। হয় তো তুমি মনে করিতে পার,—তুমি অতি নীচ,—পশ্বাদির পদ-পরিত্যক্ত ধূলিকণার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর; কিন্তু, তাহা হইলেও, তোমার হতাশের কারণ কিছুই নাই। তুমি একবার ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া দেখ দেখি। তুমি একবার সদ্ভাবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া দেখ দেখি। তাহাতে, পশ্বাদির পদ-পরিত্যক্ত ধূলিকণার ন্যায় অসার যে তুমি—সেই তুমিও স্বর্গের মূর্দ্ধ স্থান প্রাপ্ত হইবে। ইহাই মন্ত্রের উপদেশ। পরিশেষে, মন্ত্রের শেষাংশের ('বৈত্রেয়ঃ তন্বো' অংশের) নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করুন। যে 'বৈত্রেয়', পাপকর্ম্মের ফল-ভোগের জন্য যাহার জীবন-জনম, অশেষক্লেশকর সেই জীবন হইতে সেও মুক্তি পাইতে পারে—যদি ভগবানের প্রতি অনুরক্ত হয়। যে-বৈত্রেয়,

অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিবার জন্যই তাহার জন্ম। ভগবানের কৃপায়, তাহার সে জন্মের অবসান হয়। ইহাই মর্ম্মার্থ। প্রার্থনা-পক্ষে এ ঋকের মর্ম্ম এইরূপ মনে করা যাইতে পারে;—'হে পাপিত্রাতা দয়াল ভগবন্! আপনার দয়ায় অতিনীচ অতি-পাপী উদ্ধার পায়। তাই ভরসা, তাই প্রার্থনা, আমার ন্যায় পাপীকে উদ্ধার করিবেন।'* (১ম—৩৩সূ—১৪ঋ)।

—•—

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়স্ত্রিংশং সূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্।)

আবঃ শমং বৃষভং তুগ্র্যাসু ক্ষেত্রজেষে

মঘবঞ্ছ্বিত্র্যং গাং।

জ্যোক্ চিদত্র তস্থিবাংসো

অক্রঞ্ছত্রূয়তামধরাবেদনাকঃ ॥ ১৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আবঃ। শমং। বৃষভং। তুগ্র্যাসু। ক্ষেত্রঽজেষে।

মঘঽবন্। শ্বিত্র্যং। গাং।

জ্যোক্। চিৎ। অত্র। তস্থিঽবাংসঃ। অক্রন্। শত্রুঽয়তাং।

অধরা। বেদনা। অকরিত্যকঃ ॥ ১৫ ॥

---

* ঐ অর্থে 'বৃষাহ্বান' পদের সহিত 'বৈক্রেঃ' পদের সম্বন্ধ অতি স্পষ্টভাবে বোধগম্য হইতে পারে। 'বৈক্রেঃ' পদের যে অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়াছি, 'বৃষাহ্বান' পদের সেই অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি, এই ভাবেই দুই অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইল।

অধ্যাত্মবোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মঘবন্' (ঐশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্) ত্বং 'শ্বিত্র্যং' (মহাপাতকফলভাগিনং জনং) 'দশদ্যুং' (সংযতচিত্তং) 'বৃষভং' (শ্রেষ্ঠগুণোপেতং) কৃত্বা 'আবঃ' (রক্ষসি); 'তুগ্র্যাসু' (ভীষণ-সংসারসমুদ্রেষু) 'গাং' (গতং, নিমজ্জিতং) জনং 'ক্ষেত্রজেষে' (পাপপ্রলোভনেন সহ যুদ্ধে কূল-প্রাপ্ত্যর্থং) 'আবঃ' (পরিত্রাণং করোষি); স ত্বং 'অত্র' (অস্মৎসান্নিধ্যে) 'জ্যোক্ চিৎ' (চিরকালমপি) 'তস্থিবাংসঃ' (অবস্থিতঃ সন্) 'শত্রূন্' (যে বৈরিণঃ শত্রুত্বং অকুর্ব্বন), 'শত্রূয়তাং' (তেষাং শত্রূণাং) 'অধরা' (অতিক্লেশদায়ীনি) 'বেদনা' (দুঃখানি) 'অকঃ' (কৃতবান্)। হে ভগবন! ত্বং হি পরমকরুণাপরায়ণঃ; তব করুণয়া পাপাত্মা সদ্ভাব-সম্পন্নো ভবতি, পাপপঙ্কনিমজ্জিতো জনঃ উদ্ধারং প্রাপ্নোতি। হে দেব! সংসারসমুদ্রাজ্জলে মাং রক্ষ। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৩সূ—১৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন! আপনি, মহাপাতকফলভাগী জনকে সংযতচিত্ত ও শ্রেষ্ঠ-গুণোপেত করিয়া রক্ষা (উদ্ধার) করেন; ভীষণ সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত জনকে পাপপ্রলোভন সহ যুদ্ধে কূলপ্রাপ্তির জন্য আপনি রক্ষা করেন (আপনি অকূলে কূল দান করিয়া থাকেন); সেই আপনি, আমাদের সান্নিধ্যে চিরকাল অবস্থিত থাকিয়া, যে শত্রুরা আমাদের সহিত শত্রুতা করিতেছে, সেই শত্রুদিগকে অতি-ক্লেশকর দুঃখ প্রদান করুন (আমাদের চিরশত্রু কামাদি রিপুগণ আপনা কর্তৃক নির্য্যাতনগ্রস্ত হউক)। (১ম—৩৩সূ—১৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মঘবন্ ধনবন্নিন্দ্র শ্বিত্র্যং- শ্বিত্র্যাঃ পুত্রং পূর্ব্বোক্তং পুরুষমাবঃ। রক্ষিতবানসি। কিমর্থং। ক্ষেত্রজেষে। শত্রুভিঃ সহ যুদ্ধবেলায়াং ক্ষেত্রপ্রাপ্ত্যর্থং। কীদৃশং। দশদ্যুং। তদীয়পরিপালনেন চিন্তাব্যাকুলতাং পরিত্যজ্য শাম্যন্তং। বৃষভং। গুণৈঃ শ্রেষ্ঠং। তুগ্র্যাসু গাং। অপ্সু গাহং নিমগ্নমিত্যর্থঃ। তুগ্র্যাবৃধং ইত্যুদকনামসু পঠিতত্বাৎ। অভ্যাভিঃ সহ যুদ্ধে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ধনবান ইন্দ্রদেব, আপনি পূর্ব্বোক্ত পুরুষকে—শ্বিত্রার পুত্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কি জন্য রক্ষা করিয়াছিলেন?—না, শত্রুর সহিত যুদ্ধ কালে ক্ষেত্রপ্রাপ্তির জন্য। উহা কিরূপ?—না, আপনার পরিপালন হেতু চিন্তাব্যাকুলতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শান্ত, গুণসমূহের দ্বারা শ্রেষ্ঠ এবং জলে নিমগ্ন। 'তুগ্র্যা' 'বৃধম্' ইহা উদক নামের মধ্যে পঠিত হইয়াছে বলিয়া 'জলে' অর্থে

যোধ্য চিৎ চিরকালমপি তস্থিবাংসোঽবস্থিতাঃ সন্তোঽক্রন্। যে বৈরিণঃ শত্রুত্বমকুর্ব্বন্। শত্রূয়তাং শত্রুনাত্মন ইচ্ছতাং তেষামধরা বেদনা নিকৃষ্টানি দুঃখানি অকঃ। কুরু ॥

তুগ্র্যশব্দোঽন্তরিক্ষবচনঃ। তত্র ভবাস্তুগ্র্যাঃ। তুগ্রাদ্ঘন্। পা॰ ৪।৪ ১১৫। ইতি ঘন্। তস্যেয়াদেশঃ। ইকারলোপশ্ছান্দসঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। ক্ষেত্রজেষে। জেষ্ গেষ্ এষ্ প্রেষ্ গতৌ। অস্মাৎ সংপদাদিলক্ষণঃ ক্বিপ্। ক্ষেত্রস্য জেট্ ক্ষেত্রজেট্। সমাসান্তোদাত্তত্বং। অন্তোদাত্তাদুত্তরপদাদিত্যাদিনা। পা॰ ৬।১।১৬৯। বিভক্তেরুদাত্তত্বং। শিত্র্যাং। শিত্র্যামাং ভাবঃ। ভবে ছন্দসীতি যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। তস্থিবাংসঃ। তিষ্ঠতেঃ ক্বসুঃ। বস্বেকাজাদ্-ঘসামিতীডাগমঃ। অক্রন্। করোতের্লুঙি মন্ত্রে ঘসেত্যাদিনা চ্লের্লুক্। শত্রূয়তাং। শত্রুনাত্মন ইচ্ছতীতি শত্রূয়ন্তঃ। সুপ আত্মনঃ ক্যজিতি ক্যচ্। তদন্তাচ্ছতৃ। তস্য লসার্ব্বধাতুকানু-দাত্তত্ব একাদেশস্বরেণোদাত্তত্বং। তস্য চ পূর্ব্বত্রাসিদ্ধত্বং নেষ্যতে। পা॰ ৮।২।৬।১। ইত্যুক্ত-ত্বাচ্ছতুরনুমো নদ্যজাদী ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। অধরা বেদনেত্যুভয়ত্র শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। অকঃ। করোতের্লুঙি মন্ত্রে ঘসেত্যাদিনা চ্লের্লুক্। গুণঃ ॥১৩॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে তৃতীয়ো বর্গঃ ॥ ৩ ॥

জলকে বুঝায়। এ স্থলে, আমাদের সহিত চিরকাল যুদ্ধে অবস্থিত হইয়া যে শত্রুগণ শত্রুতা করিয়াছিল, স্বীয় শত্রুর ইচ্ছাকারী সেই শত্রুগণকে আপনি নিকৃষ্ট দুঃখ প্রদান করুন।

'তুগ্র' শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষ। 'সেই অন্তরীক্ষে উৎপন্ন' এই অর্থে 'তুগ্র' শব্দের উত্তর 'তুগ্রাদ্ঘন্' (পা॰ ৪।৪।১১৫) এই সূত্র দ্বারা 'ঘন্' প্রত্যয়, তাহার স্থানে ইয়াদেশ এবং ছান্দস-প্রযুক্ত ইকারের লোপ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে সপ্তমীর বহুবচনে 'তুগ্র্যাসু' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়ের নিৎ-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ক্ষেত্রজেষে' এই পদটীতে গত্যর্থক জেষ্ ধাতুর উত্তর সম্পদাদিলক্ষণ ক্বিপ্ করিয়া 'জেট্' পদ নিষ্পন্ন। 'ক্ষেত্রের জেট্' এইরূপ ষষ্ঠী সমাসে ইহার অন্তস্বর উদাত্ত এবং 'অন্তোদাত্তাদুত্তরপদাৎ' (পা॰ ৬।১।১৬৯) এই সূত্র দ্বারা ইহার বিভক্তিস্বর উদাত্ত। 'শিত্র্যং' এই পদটী, 'শিত্রাতে উৎপন্ন' এই অর্থে 'ভবে ছন্দসি' এই সূত্র দ্বারা যৎ-প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। এস্থলে 'যতোঽনাবঃ' এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত। 'তস্থিবাংসঃ' এই পদটী 'স্থা' ধাতুর উত্তর 'ক্বসু' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। এস্থলে 'বস্বেকাজাদ্ঘসাং' এই সূত্র দ্বারা ইট্ আগম। 'অক্রন্' এই পদটী, 'কৃ' ধাতুর উত্তর লুঙ্ বিভক্তিতে 'মন্ত্রে ঘস' এই সূত্র দ্বারা চ্লি-এর লোপ করিয়া নিষ্পন্ন। 'শত্রূয়তাং' এই পদটী 'স্বীয় শত্রু ইচ্ছা করিতেছে' এই অর্থে 'শত্রু' শব্দের উত্তর 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' এই সূত্র দ্বারা ক্যচ্ প্রত্যয় করিয়া শতৃ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। ইহার সার্ব্বধাতুক লকারের অনুদাত্ত-স্বর-প্রাপ্তি হইলে একদেশ স্বর-হেতু উদাত্ত স্বর। তাহার 'পূর্ব্বত্রাসিদ্ধবৎ নেষ্যতে' (পা॰ ৮।২।৬।১) এইরূপ উক্ত আছে বলিয়া শতৃ-প্রত্যয়ান্ত অন্তোদাত্ত স্বর বিধিতে 'শতুরনুমো নদ্যজাদী' এই সূত্র দ্বারা বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অধরা' 'বেদনা' এই উভয়স্থলেই 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' সূত্রানুসারে শি-এর লোপ। 'অকঃ' এই পদটী, কৃ ধাতুর উত্তর লুঙ্ বিভক্তিতে 'মন্ত্রেঘস' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা চ্লি-এর লোপ ও গুণ হইয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ১৫ ॥ (১ম—৩৩সূ—১৫ঋ)।

প্রথমাষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত। ৩।

পঞ্চদশ (৩৯৬) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এ ঋকের ব্যাখ্যায়, পুনরায় সেই শ্বিত্রা-পুত্রের প্রসঙ্গ আসে। শ্বিত্রার পুত্র জলমগ্ন হইয়াছিল বা জলদুর্গে অবরুদ্ধ ছিল, এবং ইন্দ্র তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন,—(ঋকের প্রথমাংশের ব্যাখ্যায়) এবম্বিধ কাহিনী উত্থাপিত হয়। আর, (ঋকের শেষাংশের ব্যাখ্যায়) 'আমাদের সহিত যাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল, আপনি তাহাদিগকে দমন করিয়াছিলেন'—এইরূপ অর্থ পরিকল্পনায় স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে যে, অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধে ইন্দ্রদেব যে আর্য্যগণের সহায়তা করিয়াছিলেন, এখানে সেই প্রসঙ্গই উত্থাপিত আছে। বলা বাহুল্য, নির্দ্দিষ্ট কাল নির্দ্দিষ্ট ঘটনা এবং নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির বা ব্যক্তিগণের বিষয় যে এই মন্ত্রে বিবৃত হইয়াছিল, ব্যাখ্যাকারগণ প্রধানতঃ এই মতের পরিপোষণ করিয়া থাকেন।

আমরা কিন্তু অন্য দৃষ্টিতে মন্ত্রটীকে লক্ষ্য করি। সূক্তের শেষ—উপসংহার মন্ত্র এটি। প্রার্থনাকারী এখানে প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে মঘবন্! হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্! আমি দেখিতেছি, আপনার করুণার পার নাই। মহাপাতকের ফলভাগী জনকে, যাহার পাপফল-ভোগ—অশেষ-ক্লেশসহন—অবশ্যম্ভাবী, তাহাকেও আপনি সংযতচিত্ত সহিষ্ণু ও বহুগুণবিশিষ্ট করিয়া উদ্ধার করিয়া থাকেন; ভীষণ সংসার-পারাবারে নিমজ্জিত থাকিয়া যে জন কূল পাইতেছে না, আপনি সেই অসহায়, অকূলে পতিত, জনকেও কূলদান করিয়া থাকেন; এমন যে পাপীর উদ্ধারকর্ত্তা পরম দয়াল আপনি, আপনি আমার প্রতি একবার করুণনেত্রে দৃষ্টিপাত করুন। শত্রু যে চিরকাল ধরিয়া আমায় নির্য্যাতন করিতেছে! যন্ত্রণা যে অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে। দেখ ভগবন্—একবার দেখ—ভীষণ শত্রুর কবল হইতে একবার আমায় রক্ষা কর। শত্রুর বড় বাড় বাড়িয়াছে। তুমি বজ্রকঠোর হস্তে একবার তাহাকে দমন কর। আমার পরিত্রাণ হউক।' আমরা মনে করি, এ ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ।

শব্দের অর্থ-সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই সায়ণের অনুসরণ করিয়াছি। অথচ, ভাব এই দাঁড়াইয়াছে। * (১ম—৩৩সূ—১২ঋ)। *

চতুস্ত্রিংশৎ সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা।)

ত্রিশ্চিন্নো অদ্যেতি চতুর্থং সূক্তং দ্বাদশর্চ্চং। ঋষিশ্চাত্রস্মাদ্দেবেরিতি পরিভাষয়াঙ্গিরসো হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ। অশ্বিনৌ দেবতা। কত্রো চক্রেতি নবমী আ নো অশ্বিনেতি দ্বাদশী চ ত্রিষ্টুভৌ। শিষ্টাস্ত্রিষ্টুব্‌ভন্ত্যপরিভাষয়া জগত্যঃ ত্রিশ্চিন্নো দশাশ্বিনং নবমান্ত্যে ত্রিষ্টুভাবিত্যনু-ক্রমণিকা। প্রাতরনুবাক আশ্বিনে ক্রতৌ জাগতে ছন্দসীদং সূক্তং। অপাশ্বিন ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। ত্রিশ্চিন্নো অদ্যভবে দ্যাবাপৃথিবী ইতি জাগতং। আ০ ৪.১৫ ইতি॥ আশ্বিনে শস্ত্রেঽপ্যেতৎ সূক্তং প্রাতরনুবাক ন্যায়েনাতিদিষ্টত্বাৎ॥ তত্র প্রথমামৃচমাহ॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'ত্রিশ্চিন্নো অদ্য' এই চতুর্থ সূক্ত বারটী ঋক্‌বিশিষ্ট। 'ঋষিশ্চাত্রস্মাদ্দেবেঃ' এইরূপ পরিভাষা হেতু এই সূক্তের ঋষি—অঙ্গিরঃসম্ভূত হিরণ্যস্তূপ। ইহার দেবতা—অশ্বিনদ্বয়। 'কত্রো চক্রা' এই নবমী এবং 'আ নো অশ্বিনা' এই দ্বাদশী ঋক্ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোবিশিষ্টা। অবশিষ্ট ঋক্‌গুলি ত্রিষ্টুবন্ত পরিভাষা-হেতু জগতীচ্ছন্দোবিশিষ্টা। অনুক্রমণিকাতে এইরূপ পঠিত হইয়াছে। যথা—'ত্রিশ্চন্নোদশাশ্বিনং' ইত্যাদি। প্রাতঃকালীন অনুবাকে অশ্বিন ক্রতুতে জগতীচ্ছন্দো-বিশিষ্টা এই সূক্তের বিনিয়োগ হইয়া থাকে। 'অপাশ্বিন্' এই খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। যথা 'ত্রিশ্চিন্নো অদ্যভবে' ইত্যাদি (আ০ ৪।.৫) ইতি। প্রাতরনুবাক ন্যায় হেতু অতিদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া আশ্বিন-শস্ত্রেও এই সূক্ত বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। সেই সূক্তের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

---

* 'গাং' পদের অর্থ জ্ঞানকিরণং' ধরিলেও ঋকে এক সুষ্ঠু ভাব অধ্যাহার করা যাইত। তাহাতে হিংসার্থক 'তুজ্' ধাতু হইতে 'অজ্ঞানান্ধকার' অর্থ নিষ্পাদিত হইতে পারিত। আর, তদনুসারে, ঋকের ঐ অংশের এক ভাব আসিতে পারিত,—'শাপদহ যুদ্ধে অজ্ঞানান্ধকারে আপনার জ্ঞানকিরণ বিচ্ছুরিত করেন' ইত্যাদি। যাহা হউক, কেহ আবার 'তুগ্র' পদে এক রাজর্ষির সম্বন্ধ সূচনা করেন। তাঁহার এক পুত্র ছিল—ভুজ্যু। তিনি সেই পুত্রকে দ্বীপান্তর-প্রদেশের শত্রুগণকে শাসন করিবার জন্য সমুদ্রপথে যুদ্ধযাত্রা করাইয়াছিলেন। 'তুগ্র' সম্বন্ধে এইরূপ নানা উপাখ্যান আছে। এই প্রথম মণ্ডলেরই ১৬১ সূক্তের ২ ঋকের ব্যাখ্যায় সায়ণ তুগ্র সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু এ ঋকে তাঁহারা অর্থ—উদক। আমরা উদক অর্থ ধরিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছি। কিন্তু অন্ধকার অর্থও অসঙ্গত নহে।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

——:•:——

প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। সপ্তমোঽনুবাকঃ

চতুস্ত্রিংশং সূক্তং। চতুর্থঃ পঞ্চমশ্চ বর্গঃ।

চতুস্ত্রিংশং সূক্তং।

——:•:——

এই সূক্তের বারটি ঋক্ অশ্বিনীদ্বয় (অশ্বিদ্বয়) সম্বন্ধে প্রযুক্ত। তৃতীয় সূক্তে অশ্বিদ্বয়ের প্রসঙ্গ প্রথম আরম্ভ হইয়াছে। ঐ সূক্তের প্রথম তিনটী ঋক্ অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে প্রযুক্ত। তদনুসারে ঐ সূক্তটীই প্রথম "আশ্বিন-সূক্ত" নামে অভিহিত হয়। তার পর পঞ্চদশ সূক্তে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের (অশ্বিদ্বয়ের) উপাসনা আছে; এবং দ্বাবিংশ সূক্তে অশ্বিদ্বয়ের (অশ্বিনা) উল্লেখ দেখিতে পাই। এক্ষণে তাঁহাদের সম্বন্ধে এই সূক্তটী প্রাপ্ত হওয়া গেল। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, সে হিসাবে, এই সূক্তটীকে দ্বিতীয় বা পূর্ণ "আশ্বিন-সূক্ত" বলা যাইতে পারে।

অশ্বিদ্বয়-সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সূক্ত-সমূহে আমরা অনেক বিষয় আলোচনা করিয়াছি। অশ্বিদ্বয় বলিতে, ভগবানের যুগ্ম দুই শ্রেষ্ঠ বিভূতির ভাব মনে আসে। রূপকে অশ্বিদ্বয় দেব-বৈদ্য নামে অভিহিত হন। যুগ্মভাবে অবস্থিত দৈববৈদ্য বলিতে, কি ভাব মনে আসে? ব্যাধি—দ্বিবিধ; শারীরিক ও মানসিক। উভয় ব্যাধির সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন; তাই মনে হয়, যুগ্মভাবে তাঁহাদের অধিষ্ঠান-কল্পনা। ভগবানের যে বিভূতির বা শক্তির দ্বারা শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ ব্যাধি নাশপ্রাপ্ত হয়, তাহাই 'অশ্বিনা' বা অশ্বিদ্বয় নামে অভিহিত হয়। এই মূল তত্ত্ব অনুধাবন করিতে পারিলে, ঋকের মর্ম্ম-গ্রহণে কোনও বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয় না, এবং সকল জটিল প্রশ্নেরই সমাধান হইয়া আসে।

রূপকালঙ্কারে মূল-বিষয়টীকে যে কত প্রকারে পল্লবিত করিয়া রাখিয়াছে, এই সূক্তের ভাষ্য ও প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। তাহাতে দেখা যায়, তাঁহারা মানুষেরই একটা স্বতন্ত্র জীব। তাঁহাদের ত্রিচক্র রথ ছিল, এবং রাসভ বা গর্দ্দভ কর্তৃক সে রথ সংবাহিত হইত। তাঁহারা সূর্য্যের পুত্র। আবার

সূর্য্যের কন্যা তাঁহাদিগকে পতিত্বে বরণ করিয়া তাঁহাদের রথে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে আর এক উপাখ্যান (সায়ণই প্রকাশ করিয়াছেন) আছে যে, যখন বেনা-নাম্নী সুন্দরীর সহিত চন্দ্রের বিবাহ হয়, অশ্বিদ্বয় তখন আপনাদের রথকে উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া সেই রথে সেই বিবাহক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সে পক্ষে, এই সূক্তের 'বৈনান্তা' পদ, সেই বেনার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া স্বীকার করা হয়। এক একটী শব্দ উদ্ধার করিয়া, ব্যাখ্যাকারগণ এই সকল উপাখ্যানের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। রূপকের অর্থ না বুঝিয়া, মানুষ বিভ্রান্ত না হয়,—রূপক ভাঙ্গিয়া যাহাতে সত্যতত্ত্ব প্রকাশ করা যায়,—ইহাই আমাদের সঙ্কল্প। আমরা সেই পথ দিয়াই মন্ত্রের অর্থ-প্রকাশে প্রয়াস পাইতেছি।

এই প্রসঙ্গে, দেশ-মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত, দুইটী রূপক-উপাখ্যানের মর্ম্মোদ্ধার করিতেছি। পাঠক! স্রোক্তিকতা উপলব্ধি করিবেন। ইন্দ্র ও অহল্যার উপাখ্যান অথবা ব্রহ্মার কন্যাগমন উপাখ্যান,—এই শ্রেণীর রূপকালঙ্কার। অথচ, ঐ দুই উপাখ্যানে মূর্খ মানুষকে কি বিভ্রমেই নিক্ষিপ্ত করিয়াছে! পরন্তু, ঐ দুই উপাখ্যান বিদ্বেষী বিধর্ম্মিগণের পক্ষে হিন্দুর প্রতি বিদ্রূপ করিবার কি সুবিধাই করিয়া রাখিয়াছে! রাত্রি—অহল্যা, চন্দ্রমা—গৌতম, আর সূর্য্য—ইন্দ্র;—এই তিন শব্দের অর্থ উপলব্ধ হইলেই অহল্যার ও ইন্দ্রের মিলন-রহস্য আপনিই বোধগম্য হয়। রাত্রির সহিত চন্দ্রমার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ; তাই উভয়কে পত্নী ও পতিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। শব্দার্থ-ক্রমেও 'দিবসের লয়' অর্থে 'অহল্যা' শব্দে রাত্রি বুঝায়; এবং 'গৌতম' শব্দের 'গতিশীল' অর্থ-হেতু গতিশীল চন্দ্রমার সহিত তাঁহার তুলনা করা হইয়াছে। আবার সূর্য্যাগমে, সূর্য্যসম্বন্ধহেতু চন্দ্রমা অপসৃত হয়,—এই জন্যই সূর্য্যের (ইন্দ্রের) সহিত অহল্যার মিলন পরিকল্পিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মার এবং তাঁহার কন্যার মিলনও এইরূপ রূপকান্তর্ভুক্ত। জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতা-নাশের প্রসঙ্গই উহাতে প্রখ্যাত দেখি। ঊষা—সূর্য্য-সমাগমে সূর্য্য সমাগমে সূর্য্য হইতেই উৎপন্ন; আবার ঊষার পশ্চাৎ সূর্য্য ধাবমান হন,—ঊষার সহিত সঙ্গত হয়েন। রূপকে এই কল্পনা, অজ্ঞকে বিভ্রান্ত করে। অশ্বিদ্বয়, তাঁহাদের রথ, তাঁহাদিগকে সূর্য্যপুত্র-রূপে কল্পনা, তাঁহাদের পত্নী ও বাহন—সকলই মনো-রাজ্যের বিষয়;—উঁহাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব কল্পনা নিরর্থক। উহাতে প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় হয় না; বরং বিভ্রমই আনয়ন করে।

এই সূক্তে আর এক লক্ষ্য করিবার বিষয়—পুনঃপুনঃ ত্রি-পদের প্রয়োগ। ত্রি-বন্ধুর, ত্রি-বৃৎ, ত্রি-চক্র প্রভৃতি নানা অবস্থার বিষয় ঐ পদের ব্যবহারে অধ্যাহৃত হয়। এইরূপ 'সপ্ত' পদ এক স্থানে সংশয় আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু অশ্বিদ্বয়ের স্বরূপ উপলব্ধ হইলে, তাঁহাদের বৈভব বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, ত্রিগুণের বা ত্রিভাবের ভিন্ন কালে সাম্যাবস্থা-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ঐ সকল স্থলে প্রকাশ পাইয়াছে মনে করা যায়। যাহা হউক, ঐ সকল বিষয় মন্ত্রপ্রসঙ্গে যথাস্থানে আলোচিত হইবে। যথাক্ষেত্রেই, পাঠকগণ ঐ বিষয়ের মর্ম্ম লক্ষ্য করিবেন।

———

প্রথমমণ্ডলস্য সপ্তমেঽনুবাকে চতুস্ত্রিংশং সূক্তং। ঋষিরাঙ্গিরসো
হিরণ্যস্তূপঃ। অশ্বিনৌ দেবতা। প্রাতরনুবাকে
আশ্বিনে ক্রতৌ বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুস্ত্রিংশংসূক্তং। প্রথমা ঋক্)।

ত্রিশ্চিন্নো অদ্যা ভবতং নবেদসা বিভুর্বাং

যাম উত রাতিরশ্বিনা।

যুবোর্হি যন্ত্রং হিম্যেব বাসসোঽভ্যায়ংসেন্যা

ভবতং মনীষিভিঃ॥ ১॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্রিঃ। চিৎ। নঃ। অদ্য। ভবতং। নবেদসা। বিহভূঃ। বাং।

যামঃ। উত। রাতিঃ। অশ্বিনা।

যুবোঃ। হি। যন্ত্রং। হিম্যাহইব। বাসসঃ। অভিহআয়ংসেন্যা।

ভবতং। মনীষিহভিঃ॥ ১॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (অশ্বিনৌ, বহিঃস্থ-অন্তঃস্থ-বিবিধ-ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ!) 'অদ্য চিৎ ত্রিঃ' (অদ্য-প্রভৃতি-ত্রিকালব্যাপ্য) 'নবেদসা' (নবেদসৌ, জ্ঞানবিতরকৌ অস্মভ্যমিতি শেষঃ) 'ভবতং' (জ্ঞানরূপেণ অস্মাকং হৃদি বিরাজতং ইতি ভাবঃ), 'বাং' (যুবয়োঃ, ভক্তবৎসল-

সকাশে গমনোপযোগিনঃ) 'যামঃ' (রথং, সৎকর্ম্মরূপং) 'উত' (চ) 'রাতিঃ' (দানং, দেবানুগ্রহং) বয়ং যাচামহে ইতি শেষঃ; 'যুবোঃ' (যুবয়োরুভয়োঃ) 'যন্ত্রং' (মোক্ষপায়ং, সৎকর্ম্ম দেবানুগ্রহলাভঃ চ) 'বিভূঃ' (ব্যাপ্তঃ, প্রতিষ্ঠিতঃ) অস্তু ইতি শেষঃ, সর্ব্বেষাং সুপ্রাপ্যং ভবতু ইতি ভাবঃ; 'হিম্যা ইব' (শৈত্যনাশায় যথা) 'বসিসঃ' (সূর্য্যরশ্মে সম্বন্ধো বিদ্যতে [illegible]) 'মনীষিভিঃ' (জ্ঞানিভিঃ সহ) যুবয়োঃ 'অভ্যায়ং সেস্থা' (অভিত নিয়ন্তবৌ, অজ্ঞাননাশরূপসম্বন্ধৌ) 'ভবতং' (প্রতিষ্ঠতং)। সৎকর্ম্ম দেবানুগ্রহ লাভশ্চ'র্ব্বিদ-মোক্ষোপায়ো বিদ্যতে। সাধবঃ স্বশক্তিপ্রভাবেণ তং লভন্তে [illegible] মৃ'চাঃহং; হে দেবৌ! মৎপ্রতি করুণাপ্রকাশং কুরুতং। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৪সূ—১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয় (বহিঃস্থ অন্তরস্থ দ্বিবিধ ব্যাধিনাশক দেবদ্বয়) আপনারা অদ্য হইতে ত্রিকাল ব্যাপিয়া আমাদিগের জ্ঞানবিতরণকারী হউন, (অর্থাৎ, আপনাদিগের জ্ঞানমূর্ত্তিতে আপনারা আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকুন); আপনাদিগের উভয়ের সমীপে গমনোপযোগী সৎকর্ম্ম-রূপ যান এবং আপনাদের অনুগ্রহপ্রাপ্তিরূপ দান—আমরা প্রার্থনা করিতেছি; সেই উভয় প্রকারের যন্ত্র (সৎকর্ম্ম ও দেবানুগ্রহলাভ-রূপ যান ও দান—মোক্ষোপায়) সংসারে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হউক (অর্থাৎ, সকলের সুপ্রাপ্য হউক); শৈত্যনাশে যেমন সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধ, সেইরূপ মনীষি-গণের সহিত আপনাদিগের অজ্ঞাননাশ-রূপ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত আছে; (অর্থাৎ, তাঁহাদের অজ্ঞানতানাশে আপনারা যেমন সহায় হন;) অজ্ঞান আমরা, আমাদের প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করুন—ইহাই প্রার্থনা। (১ম—৩৪সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে নবেদসাশ্বিনা। মেধাবিনাবশ্বিদেবৌ। নবেদা ইতি মেধাবিনাম। নবেদাঃ কবি মনীষীতি তন্নামসু পঠিতত্বাৎ। তাদৃশৌ যুবাং ত্রিশ্চিৎ ত্রিবারমপ্যস্মিন্ কর্মণি মোহস্মদর্থ ভবতং। আগন্তৌ ভবতং। অত্র ত্রিরিতি বচনং সবনত্রয়াপেক্ষং। অদিবাভিশবযোত-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মেধাবী অশ্বিদেবদ্বয়। 'নবেদাঃ কবিঃ মনীষী', এইরূপ মেধাবিনামের মধ্যে পা থাকায়, 'নবেদাঃ' শব্দের অর্থ মেধাবী। আপনারা, তিন বার অদ্য এই কর্ম্মে আমাদিগে নিমিত্ত আগত হউন। এস্থলে 'ত্রিঃ' এই পদটীতে, সবনত্রয়কে অপেক্ষা করিতেছে; অথবা

তস্মাদস্য পঠিতত্বাৎ। হনেশ্চিৎ। উঃ ১।১৪৫। ইতি মক্। হন্তি পদ্মানীতি হিমং। অর্ণ আগ্রচু। হিমা রাত্রিঃ। তস্য উত্তরস্য তৃতীয়ৈক বচনস্য সুপাং সুলুগিতি ড্যাদেশঃ। তত টি লোপে উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ ড্যস্যোদাত্তত্বং। বাসসঃ। বস আচ্ছাদনে বাসয়তি প্রকাশেনাচ্ছাদয়তীত্যাহর্বাসঃ। অত্যাযং সচা। অত্যাঙুতু পসর্গ দ্বয়োপ সৃষ্টাত্তমু উপরম উপরম ইত্যস্মাদৌণাদিকঃ সেক্ প্রত্যয়ঃ। সুপাং সুলুগিত্যাকারঃ॥ ১॥

প্রথম (৩৯৭) ঋকের বিশদার্থ।

——:০:——

এই ঋঙ্মন্ত্রের কোন্ বাক্যাংশের কি অর্থ প্রচলিত আছে এবং আমরা তাহার কি গ্রহণ করিতেছি, তুলনায় সমালোচনা করা যাইতেছে। তাহাতে অর্থসঙ্গতি উপলব্ধ হইতে পারে। ঋক্‌টিকে (অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যায়) আমরা চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। উহার প্রথম অংশের (ত্রিশ্চিন্নো অদ্যা ভবতন্নবেদসা) অর্থে সাধারণতঃ 'নবেদসা' পদকে 'অশ্বিনা' পদের বিশেষণ-রূপে কল্পনা করা হয়, এবং 'ভবতং' ক্রিয়াপদের সহিত 'আগতৌ' পদের সম্বন্ধ অধ্যাহার করিয়া আনা হয়। তাহাতে অর্থ হইয়া থাকে,—'মেধাবী অশ্বিনীকুমারদ্বয় অদ্য তিন বার আমাদিগের নিকট আগমন করুন।' কিন্তু 'আগতৌ' পদ অধ্যাহার না করিয়া আমরা 'নবেদসা' (নবেদসৌ) 'ভবতং' রূপে অন্বয় করিয়াছি। তাহাতে অর্থ হইয়াছে—'আপনারা আমাদিগকে জ্ঞান বিতরণ করুন।' এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন—'অদ্য তিন বার আগমন করুন'—এইরূপ প্রার্থনাই সঙ্গত, অথবা 'অদ্য হইতে তিন কাল চিরদিন আমাদিগের জ্ঞানদাতা হউন, আমাদিগকে জ্ঞানরূপ পরম ধন বিতরণ করুন'—এই অর্থই সমীচীন। যে দেবদ্বয় শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ ব্যাধিনাশের কর্তা, যে ভগবদ্-

---

(উঃ ১।১৪৫) এই সূত্র দ্বারা মক্ প্রত্যয় করিয়া 'পদ্মন' সকলকে হনন করে' এই অর্থে—'অর্ণ আদিভ্যোহচ্' সূত্র দ্বারা অচ্ প্রত্যয় করিয়া রাত্রিবাচক 'হিমা' পদ নিষ্পন্ন। ইহার উত্তর তৃতীয়ার একবচন করিয়া 'সুপাং সুলুক' এই সূত্র দ্বারা ঐ তৃতীয়ার একবচনের স্থানে 'ড্যা' আদেশ করিয়া টিঃ এর লোপে উক্ত 'হিম্যা' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। উদাত্ত-নিবৃত্তি স্বর হেতু ইহার উদাত্তস্বর। 'বাসসঃ' এই পদটী, আচ্ছাদনার্থমূলক 'বস্' ধাতু হইতে 'প্রকাশের দ্বারা আচ্ছাদন করে' এই অর্থে 'বাসস' শব্দের অর্থ—দিবা। 'অত্যাযং সেন্‌' এই পদটী, 'অতি' ও আঙ্ পূর্বক উপরমার্থক 'যমু' (যম) ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'সেক্' প্রত্যয়। 'সুপাংসুলুক' এই সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্থানে আকার আদেশ হইয়াছে॥ ১॥

বিভূতির নিকট দেহের ও প্রাণের শান্তি লাভ হয়, তাঁহাদিগের নিকট কোন্ প্রার্থনা স্বাভাবিক? জ্ঞানই যে উভয়বিধ ব্যাধি-বিপত্তির নাশক, তাহা বলাই বাহুল্য। জ্ঞান-লাভ হইলেই শরীরের ও মনের সকল প্রকার অশান্তি দূরীভূত হইয়া থাকে। এখানে সেই জ্ঞান-লাভের প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

মন্ত্রের দ্বিতীয়-অংশে ('বিভূর্ষাং যাম উত রাতিরশ্বিনা') 'তোমার রথ ও দান ব্যাপ্ত আছে'—এই ভাবের অর্থ প্রচলিত। কিন্তু এবংবিধ অর্থের কোনও ভাবপরিগ্রহ হয় না। আমরা বলি, এখানকার প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'আপনাদের সকাশে পৌঁছিবার উপযোগী, আপনাদের সহিত মিলিত হইবার উপযোগী, কর্ম্মসামর্থ্য আমাদিগকে প্রদান করুন; আর প্রদান করুন—আপনাদের অনুগ্রহ।' ভগবানের অনুগ্রহ বা দান ভিন্ন, কর্ম্ম কদাচ ফলোপদায়ী হয় না। কর্ম্মের সহিত তাই ভগবদনুকম্পালাভ বিশেষ প্রয়োজন। প্রার্থনায় সেই ভাব প্রকাশমান। মন্ত্রের তৃতীয়াংশের (যুবো মন্থং বিভূঃ) সার্থকতা ঐ অর্থেই উপলব্ধ হয়। ভগবানের নিকট উপস্থিত হইবার পন্থাই ঐ দুইটী—সৎকর্ম্মরূপ রথ, আর ভগবানের অনুগ্রহ-লাভ। তাঁহার দয়ায়, তাঁহার অনুগ্রহভাজন হইয়া, সৎকর্ম্ম করিয়া যাইতে পারিলে, নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট পৌঁছান যায়। এখানে সেই মন্ত্রেরই—সৎকর্ম্মে সামর্থ্য ও ভগবদনুগ্রহপ্রাপ্তির—কামনা প্রকাশ পাইয়াছে।

এক্ষণে মন্ত্রের শেষাংশ ("হিম্যা ইব" হইতে "ভবতং") মর্ম্ম পরিগ্রহ করুন। আমরা মনে করি, এখানকার ভাব এই যে, শৈত্যনাশে যেমন সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধ, সেইরূপ মনীষিগণের সহিত আপনাদের সম্বন্ধ। সূর্য্যরশ্মি শৈত্যনাশপক্ষে যেমন কার্য্যকরী হয়; মনীষিগণের হৃদয়ের অজ্ঞানতা-দূরীকরণে আপনাদের সেইরূপ কার্য্য দেখা যায়। তাঁহাদের অভাব আপনাদের কর্ত্তৃক নিরাকৃত হয়, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।

উপসংহারে সমগ্র মন্ত্রটীর পর্য্যায় পরম্পরা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রথম—জ্ঞান-লাভের প্রার্থনা। অজ্ঞান-আঁধারে হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া আছে। একটু জ্ঞানের সঞ্চার হউক; স্বরূপ উপলব্ধি করি। দ্বিতীয়—স্বরূপ একটু উপলব্ধি হইলে, পরমতত্ত্ব একটু বুঝিতে পারিলে, কি প্রার্থনা আবশ্যক হয়? তখন প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্তি

আসে,—'হে ভগবন্! আমায় সৎকর্ম্মশীল করুন, আর আমার প্রতি একটু করুণাকটাক্ষপাত রাখুন।' সেই প্রার্থনার পাই বুঝা যায়,—সৎকর্ম্ম আর ভগবদনুকম্পা, এ দুইটী যেন মোক্ষপথে পৌঁছিবার যন্ত্র-স্বরূপ। ঐ দুইটি আমার মোক্ষপথবাহী যন্ত্র হউক;—ইহাই এই স্তরের প্রার্থনা। শেষ অংশকে প্রকারান্তরে প্রথমাংশের অনুবৃত্তি বলা যাইতে পারে। প্রথম প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'আমাদিগকে মেধাবী মনীষি করা হউক।' এখানে বলা হইল,—মেধাবী মনীষিগণের সহিত ভগবানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। একটু জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই, তাঁহার করুণা প্রাপ্ত হওয়া যায়,—সূর্য্যকিরণসম্পাতে শৈত্যনাশ ঘটে। প্রথমাংশ জ্ঞানলাভের প্রার্থনা। শেষাংশ—জ্ঞানলাভের সাফল্য. এই মন্ত্রে স্তরগত এই দার্শনিক তত্ত্ব বিবৃত আছে, ইহাই প্রতীত হয়। * (১ম—১ সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুস্ত্রিংশৎসূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

ত্রয়ঃ পবয়ো মধুবাহনে রথে সোমস্য

বেনামনু বিশ্ব ইদ্বিদুঃ।

ত্রয়ঃ স্কম্ভাসঃ স্কভিতাস আরভে ত্রির্নক্তং

যাথস্ত্রির্ব্বশ্বিনা দিবা॥ ২॥

---

* যাহা হউক, ঋকটির একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদও প্রকাশ করা যাইতেছে। তাহা প্রকৃতার্থবোধপক্ষে সহায়তা করিবে। যথা,—"হে মেধাবী অশ্বিনীকুমারদ্বয় আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আপনারা উভয়ে তিনবার এই যজ্ঞে আগমন করুন। আপনাদিগের রথ এবং দান জগতে বিখ্যাত আছে, আর আপনাদিগের উভয়ের (রাত্রির সহিত দিবসের ন্যায়) পরস্পর নিয়মিত সম্বন্ধ আছে। আপনারা মেধাবী ঋত্বিকদিগের অনুগ্রহপূর্ব্বক স্তুত হউন।"

পদ-বিশ্লেষণং ।

ত্রয়ঃ । পবয়ঃ । মধুবাহনে । রথে । সোমস্য । বেনাং ॥

অনু । বিশ্বে ইৎ । বিদুঃ ।

ত্রয়ঃ । স্কম্ভাসঃ । স্কভিতাসঃ । আরভে । ত্রিঃ । নক্তং ॥

যাথঃ । ত্রিঃ । ঊঁ ইতি । অশ্বিনা । দিবা ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা ।

'মধুবাহনে' (আনন্দপ্রদে, মঙ্গলসাধকে) 'রথে' (কর্ম্মরূপ যানে) 'ত্রয়ঃ' (ত্রিবিধাঃ, সত্ত্বরজোস্তমোরূপাঃ, বায়ুপিত্তকফরূপাঃ বা) 'পবয়ঃ' (বজ্রসমানা দৃঢ়াশ্চক্রবিশেষাঃ) সন্তি ; 'ইৎ' (এবম্ভূতঃ চক্রত্রয়সমাবেশঃ) 'সোমস্য' (ভক্তিরসস্য, শুদ্ধসত্ত্বভাবস্য) 'বেনাং' (গতিং, কামনাং) 'অনু' (অনুসৃত্য সম্বর্ত্তত ইতি শেষঃ) 'বিশ্বে' (সর্ব্বে দেবাঃ দেবভাবসম্পন্না জনাঃ) 'বিদুঃ' (তৎ জানন্তি) ; 'আরভে' (অবলম্বিতুং, রথারোহণার্থং) 'ত্রয়ঃ' (ত্রিবিধাঃ, সত্ত্বরজস্তমোরূপাঃ) 'স্কম্ভাসঃ' (স্তম্ভবিশেষাঃ, কর্ম্মপদ্ধতিরিতি যাবৎ) 'স্কভিতাসঃ' (স্থাপিতাঃ, বিহিতাঃ) ; 'অশ্বিনৌ' (হে দ্বিবিধব্যাধিনাশকৌ দেবদ্বয়ৌ) 'নক্তং' (রাত্রৌ) 'ত্রিঃ' (ত্রিগুণসাম্যেন) 'দিবা' (দিবসেহপি) 'ত্রিঃ' (ত্রিভাবসাম্যেন বায়ুপিত্তকফসাম্যেন) 'যাথঃ' (গচ্ছথঃ, বিচরথঃ)। সত্ত্বরজস্তমসাং বা ত্রিগুণসাম্যেন কর্ম্মাণি সফলানি ভবন্তি ; ভক্তিঃ তৎকর্ম্মসাধনোপায়ভূতা। ভগবৎকৃপয়া ব্যাধিনাশকং সদাকালং গুণসাম্যং ভবতু ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৪সূ—২ঋ)

বঙ্গানুবাদ ।

মঙ্গলসাধক কর্ম্মরূপ রথে সত্ত্বরজস্তমোরূপ (অথবা বায়ুপিত্ত-কফরূপ) বজ্রসমান দৃঢ় ত্রিবিধচক্র আছে। ভক্তিরসের গতিকে (ভক্তিভাবকে) অনুসরণ করিয়া, সেই চক্রত্রয়ের সমাবেশ ঘটিয়া থাকে ;—সকল দেবগণ (দেবভাবাপন্ন জনগণ) তাহা বিদিত আছেন। সেই রথে আরোহণের উপযোগী, তিন প্রকার (সত্ত্বরজস্তমোরূপ) স্তম্ভ (কর্ম্মপদ্ধতি) বিহিত আছে। দেহব্যাধি ও মনোব্যাধি

ত্রিবিধব্যাধিনাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! রাত্রিকালে সেই ত্রিগুণসাম্যের দ্বারা, দিবাভাগেও সেই ত্রিভাবসাম্যের দ্বারা, (সকল সময়ই সাম্যাবস্থার বিধান করিয়া) আপনারা বিচরণ করেন। (প্রার্থনা—সদাকাল আমাদের গুণসাম্য বিধান করুন)। (১ম—৩৪সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

মধুবাহনে মধুবাহন দ্রব্যাণাং নানাবিধ খাদ্যাদীনাং বহনেন যুক্তে হে অশ্বিনোঃ সম্বন্ধিনি রথে পবয়ো বজ্রসমানা দৃঢ়াশ্চক্র বিশেষাস্ত্রয়স্ত্রি সংখ্যাকাঃ সন্তি। ইৎ ইত্থং চন্দ্রস্য সূর্য্যাস্থাবপ্রকারং বিশ্বে সর্ব্বে দেবাঃ সোমস্য চন্দ্রস্য বেনাং কমনীয়াং ভার্য্যামভিলক্ষ্য যাত্রায়াং বিদুঃ। জানন্তি। যদা সোমস্য বেনায়া সহ বিবাহস্তদানীং নানাবিধখাদ্যযুক্তং চক্রত্রয়োপেতং প্রৌঢ়ং রথমারুহ্যাশ্বিনৌ গচ্ছত ইতি সর্ব্বে দেবা জানন্তীত্যর্থঃ। তস্য রথস্যোপরি স্কম্ভাসঃ স্তম্ভবিশেষাস্ত্রয়স্ত্রিসংখ্যাকাঃ স্কভিতাসঃ। স্থাপিতাঃ। কিমর্থং। আরভে। আরব্ধুং। অবলম্বিতুং। যদা রথস্ত্বরয়া যাতি তদানীং পতনভীতি নিবৃত্ত্যর্থং হস্তাবলম্বনভূতাঃ স্তম্ভা ইত্যর্থঃ। হে অশ্বিনৌ যুবাং তাদৃশেন রথেন নক্তং রাত্রৌ ত্রির্যাথঃ। ত্রিবারং গচ্ছথঃ। তথা দিবা দিবসেঽপি ত্রির্যাথঃ। রাত্রাবহনি চ রথমারুহ্য পুনঃপুনঃ ক্রীড়থ ইত্যর্থঃ॥

মধুবাহনে। মধু বাহ্যতেঽনেনেতি মধুবাহনঃ। করণে ল্যুট্। বিদুঃ। বেত্তের্লটি বিদো লটো বেতি ঝেরুসাদেশঃ। স্কম্ভাস। ইতি স্কম্ভ গতিপ্রতিবন্ধে। স্কভ্যন্তে প্রতিবন্ধা ভবন্তীতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মধুবাহন দ্রব্যরূপ নানাবিধ খাদ্য আদির বহনযুক্ত অশ্বিনদ্বয়ের সম্বন্ধী রথে বজ্রের ন্যায় ত্রিসংখ্যক দৃঢ় চক্র আছে। চন্দ্রদেবের কমনীয়া ভার্য্যাকে লক্ষ্য করিয়া যাত্রাকালীন, দেবগণ এই চক্রত্রয়ের বিষয় জানিয়াছিলেন। অর্থাৎ, যে সময় চন্দ্রদেবের বেনার সহিত বিবাহ হয়, সেই সময় নানাখাদ্যযুক্ত তিনটী চক্রবিশিষ্ট বৃহৎ রথে আরোহণ করিয়া অশ্বিনদ্বয় গমন করিয়াছিলেন, এ বিষয় দেবগণ জ্ঞাত আছেন। সেই রথের উপরিদেশে তিনটী স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল। কি নিমিত্ত স্থাপিত হইয়াছিল?—না, অবলম্বনের জন্য। অর্থাৎ, যে সময় রথ ত্বরিতগতিতে গমন করে, সেই সময় পতনভীতি-নিবারণ জন্য হস্তের অবলম্বনভূত স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল। হে অশ্বিনদ্বয়! আপনারা তাদৃশ রথের দ্বারা রাত্রিতে তিন বার গমন করেন। অর্থাৎ, রাত্রিতে এবং সেইরূপ দিবসেও তিন বার গমন করেন। অর্থাৎ রাত্রিতে এবং দিবসে রথে আরোহণ করিয়া আপনারা পুনঃপুনঃ ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

'মধুবাহনে' এই পদটি, 'মধু বাহিত হয় এর দ্বারা' এই অর্থে করণ বাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। 'বিদুঃ' এই পদটী, বিদ্ ধাতুর উত্তর লট বিভক্তিতে, 'লটোবা' এই সূত্র দ্বারা ঝি-এর স্থানে উসাদেশে নিষ্পন্ন। 'স্কম্ভাসঃ' এই পদটি, গতিপ্রতিবন্ধার্থদ্যোতক 'স্কম্ভিঃ' (স্কম্ভ্) ধাতুর উত্তর 'প্রতিবদ্ধ হয়' এই অর্থে পচাদিগণীয় অচ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। 'স্কভিতাসঃ' এস্থলে

স্তম্ভাঃ। পচাদ্যচ্। স্কভিতাসঃ স্কম্ভু সৌত্রোধাতুঃ অস্মাদ্বিষ্ঠায়াং বস্ত বিভাষে ইতি ইটি প্রতিষেধে প্রাপ্তে গ্রসিত স্কভিতেত্যাদিনা ভাগমো নিপাতিতঃ। আরভে। রভ রাভস্যে। অস্মাদাঙ্পূর্বাৎ সম্পাদাদি লক্ষণো ভাবে কিপ্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ২।

দ্বিতীয় (৩৯৮) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—'অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের রথে সোমরস সংবাহিত হয়; রথের তিনটী চক্র আছে; তাঁহারা যে অতিমাত্রায় সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য-পানে আসক্ত, তাহা সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন; তাঁহাদের রথে তিনটি স্তম্ভ আছে; সেই স্তম্ভ ধারণ করিয়া রথে উপবেশন করিতে হয়; তাঁহারা সেই রথে আরোহণ করিয়া রাত্রিতে ও দিবসে তিন বার করিয়া গমন করেন।' কেহ আবার ঐ রথের আর এক পরিচয় দিয়া কহিয়াছেন,—'দেবগণ ঐ রথের বিষয় জানিতে পারেন, যখন চন্দ্রের পত্নী বেণার বিবাহে তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন।' সায়ণের ব্যাখ্যা, শেষোক্ত ব্যাপারই আদর্শ। কেহ বা "বেণামনু বিশ্ব ইদ্বিদুঃ" বাক্যাংশে সোমপানে তাঁহাদের আসক্তির বিষয় খ্যাপন করিয়াছেন; কেহ বা, ঐ অংশে দেবগণের সহিত তাঁহাদের পরিচয়ের বিষয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। *

এক্ষণে আমাদের ব্যাখ্যার বিষয় অনুধাবন করুন। 'মধুবাহনে' পদে কেন 'সোমরসবহনকারী' অর্থ গ্রহণ করিব? আমরা ঐ পদে 'আনন্দপ্রদ বা মঙ্গলসাধক' অর্থ গ্রহণ করি। মধু শব্দে আনন্দের, তৃপ্তির ও শান্তিদানের ভাব আসে। অতঃপর 'বজ্রসমান দৃঢ় তিনটী চক্র' কাহাকে কহে—ভাবিয়া দেখুন। ভগবৎসমীপে উপস্থিত হওয়ার রথ

'স্কম্ভু' সৌত্র ধাতু। ইহার উত্তর নিষ্ঠাপ্রত্যয় করিলে 'বস্ত বিভাষা' এই সূত্র দ্বারা ইটের-প্রতিষেধ প্রাপ্ত হইলে 'গ্রসিতস্কভিত' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ইট্ আগমে নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। 'আরভে' এই পদটী, রভস্যার্থবাচক আঙ্পূর্বক রভ্ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে সম্পাদাদিলক্ষণ কিপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতি-স্বর হইয়াছে। ২।

* এক পক্ষের ব্যাখ্যা,—"সোমস্য সোমরসস্য বেনাং, কামনাং অনুবিদুঃ জানন্তি"। অন্য পক্ষের ব্যাখ্যা সায়ণেই দেখুন।

বলিতে, আমরা কর্ম অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। মূলতঃ কর্মের দ্বারাই যে মানুষ ভগবৎ-সামীপ্য-সাযুজ্যের অধিকারী হয়, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক করে না। এখন, সেই কর্মরূপ রথের বজ্রসমান দৃঢ় তিনটী চক্র কি—তাহা অনুধাবন করুন। আমরা বলি, সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণই তিনটী দৃঢ় চক্র। কর্ম—হয় সত্ত্বভাবমূলক হয়, নয় রজোভাবমূলক হয়, নয় তমোভাবমূলক হয়। এখানে তিনটী চক্রেরই দৃঢ়তা—অর্থাৎ তিন গুণের সাম্যভাব প্রকাশ পাইতেছে। ভগবানকে পাইতে হইলে যে কর্মানুষ্ঠান আবশ্যক, তাহাতে গুণসাম্যের প্রয়োজন। যে কোনও এক ভাবের প্রাবল্য উৎক্ষেপজনক, শ্রেয়ঃনাশকারক; তাই গুণসাম্যরূপ দৃঢ়চক্রবিশিষ্ট কর্মের প্রসঙ্গ প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ইহাই মন্ত্রের প্রথমাংশের (অন্বয়বোধিকার "মধুবাহনে......ত্রয়ঃ সন্তি") মর্মার্থ।

অতঃপর দ্বিতীয় অংশের ('ইৎ......বিদুঃ') মর্ম অনুধাবন করুন। আমাদের অর্থ এই যে,—'ভক্তিরসের গতিকে (ভক্তিভাবকে) অনুসরণ করিয়া সেই চক্র-সমাবেশ হইয়াছে,—দেবগণ (বা দেবভাবসম্পন্ন জন) তাহা বিদিত আছেন।' ইহার মর্ম কি? একটু ভক্তির সঞ্চার না হইলে, সত্ত্বভাবের স্ফুরণ হয় না; সুতরাং গুণসাম্য ঘটে না। তাই ভক্তির সহিত সংশ্রবযুত হইলেই চক্রত্রয়ের সার্থক সমাবেশ হয়। দেবভাব যাঁহাদের অধিগত হইয়াছে, তাঁহারা এ তত্ত্ব অবগত আছেন; মূলে ভক্তি না থাকিলে, দেবভাবের প্রতি আসক্তি-অনুরাগ না আসিলে, কোনও শুভ কার্য্যই যে সম্পন্ন হয় না, তাঁহাদের দ্বারাই তাহা পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে তিনটী স্তম্ভ কি, বুঝিয়া দেখুন। তিনটী স্তম্ভ বলিতেও আমরা ঐ সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণের স্তম্ভ মনে করি। রথের চক্রও যে ধাতুতে বা যে প্রকার দ্রব্যাদিতে (কাষ্ঠাদিতে) নির্ম্মিত হয়, স্তম্ভও সেই সামগ্রীতেই গঠিত হইয়া থাকে। ইহাই স্বাভাবিক। ভগবৎসমীপে গমনোপযোগী রথে আরোহণ করিয়া, কোন্ স্তম্ভ মানুষ ধারণ করিবে? সহজেই প্রতীত হয়—সে সেই সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিগুণের তিন স্তম্ভ। মন্ত্রের "আরভে" হইতে "স্কভিতাস" অংশ এই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে।

উপসংহারে প্রার্থনার বিষয় অনুসরণ করুন। "অশ্বিনৌ" হইতে "যাথঃ" অংশে সেই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনা এই যে,—'হে

দেহব্যাধি মনোব্যাধি উভয় ব্যাধির নাশক দেবদ্বয়! আপনারা আমাদের গুণসাম্য ও ভাবসাম্য সাধন করিয়া আমাদের মধ্যে বিচরণ করুন। অর্থাৎ, এক দিকে আমাদের শরীর সুস্থ থাকুক; বায়ুপিত্তকফ আমাদের মধ্যে তিন গুণের সাম্য সাধিত হউক। অন্য পক্ষে আমাদের চিত্তস্থৈর্য্য সাধিত হউক; অর্থাৎ, আমাদের মধ্যে সত্ত্বরজস্তমঃ তিনগুণের সাম্যভাব আসুক।' আমরা মনে করি, ঋকের ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য। পরন্তু এই সূক্তে অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে যে কয়েকটী মন্ত্র প্রচলিত আছে, তাহার সকল মন্ত্রেই তাঁহাদিগকে যুগ্মভাবে—যুগ্মমূর্ত্তিতে—দেহের ব্যাধির ও মনের শান্তিকারক-রূপে প্রখ্যাত হইয়াছে। এই দৃষ্টিতে এই সূক্তের ঋক্‌গুলি লক্ষ্য করিলে, অর্থের সঙ্গতি সাধনে কোনই বিঘ্ন ঘটিবে না। * (১ম—৩৪সূ—২ঋ)।

—·—

তৃতীয়া ঋক্‌।

(প্রথম মণ্ডলং। চতুস্ত্রিংশং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্‌।)

সমানে অহস্ত্রিরবদ্যগোহনা ত্রিরদ্য যজ্ঞং

মধুনা মিমিক্ষতং।

ত্রির্বাজবতী রিষো অশ্বিনা যুবং দোষা

অস্মভ্যমুষসশ্চ পিন্বতং ॥ ৩ ॥

---

* অন্বয়বোধিকায় প্রণয়নাংশের "ত্রয়ঃ" পদের অর্থে "বায়ুপিত্তকফরূপ ধাতু-সাম্য" অর্থও অভিপ্রেতরূপে সঙ্গতভাবে স্বীকার করা যায়। ঐ তিন ভাবের (ত্রি-ধাতুর) সাম্যে দেহ সুস্থ ও দৃঢ় থাকে। কর্মসাধন তাহাতে সহজ হইয়া আসে। অশ্বিদ্বয়ের দৈবতপক্ষে ইহাও এক অঙ্গ বলা যায়। দেহপক্ষে বায়ুপিত্তকফ তিনের সমতা-সাধন; অন্তরপক্ষে সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণের সমতা-সাধন।

পদ-বিশ্লেষণং।

সমানে। অহন্। ত্রিঃ। অবদ্যঽগোহনা। ত্রিঃ। অদ্য।

যজ্ঞং। মধুনা। মিমিক্ষতং।

ত্রিঃ। বাজঽবতীঃ। ইষঃ। অশ্বিনা। যুবং। দোষাঃ।

অস্মভ্যং। উষসঃ। চ। পিন্বতং ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (হে দেবৌ) 'যুবং' (যুবাং) 'অদ্য' (অদ্য-প্রভৃতিষু) 'ত্রিঃ অহনি' (ত্রিকালং) 'সমানে' (সমভাবেন) 'অবদ্য গোহন' (কর্ম্মানুষ্ঠাতৄণাং অস্মাকং অপরাধানাং সম্বরণ-কারিণৌ) ভবতং ; 'যজ্ঞং' (অস্মাকং কর্ম্ম) 'মধুনা' (মাধুর্য্যরসেন, সাফল্যদানেন) 'ত্রিঃ' (ত্রিকালং) 'মিমিক্ষিতং' (সিঞ্চতং) ; 'দোষা' (দোষাসু, রাত্রিষু) 'উষসঃ চ' (উষাসু, দিবসেষু চ) 'ত্রিঃ' (ত্রিকালং, নিরন্তরং) 'বাজবতী' (বলকারিণি, সুখদায়িনি) 'ইষং' (অন্নানি, ইষ্টবস্তূনি) 'অস্মভ্যং পিন্বতং' (অস্মভ্যং প্রযচ্ছতং) । হে দেবৌ, অস্মাকং ত্রুটি-বিচ্যুতিনাশপূর্ব্বকং কর্ম্মসাফল্যং কুরুতং ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৪সূ—৩ঋ) ।

বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদেবদ্বয় ! আপনারা অদ্য হইতে ত্রিকাল সমভাবে কর্ম্মানুষ্ঠাত্রী (প্রার্থনাকারী) আমাদের অপরাধনাশক হউন ; আমাদের যজ্ঞাদি কর্ম্মকে ত্রিকাল সাফল্য দ্বারা সিঞ্চিত করুন ; (অর্থাৎ, অনুষ্ঠান সাফল্য-মণ্ডিত হউক) ; কিবা রাত্রিকালে, কিবা দিবাভাগে, ত্রিকাল (নিরন্তর) আপনারা বলকারী অন্ন (সুখদায়ী ইষ্টবস্তু) আমাদিগকে দান করুন ; (আমরা যেন ইষ্টলাভে সমর্থ হই) । (১ম—৩৪সূ—৩ঋ) ।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনা অশ্বিনৌ দেবৌ যুবং যুবামুভৌ, সমানেহহন্নেকস্মিন্ননুষ্ঠানদিনে ত্রিরবদ্যগোহনা ত্রিবারমবদ্যানাং দোষাণাং সম্বরণকারিণৌ ভবতঃ। অদ্যাস্মিন্দিনে যজ্ঞং যজমানস্য হবির্মধুনা মধুরেণ রসেন ত্রির্মিমিক্ষতং। ত্রিবারং সিঞ্চতং। কিঞ্চ দোষা উষসশ্চ। রাত্রীর্দিবসাংশ্চ। রাত্রিষু দিবসেষু নৈরন্তর্য্যেণ বাজবতীর্বলকারিণীরিষোহস্মভ্যমন্নানি পিন্বতং। সিঞ্চতং। প্রযচ্ছতমিত্যর্থঃ॥

অহন্। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্। অবদ্যগোহনা। গুহূ সম্বরণে। অবদ্যস্য গূহয়িতারৌ। নন্দ্যাদিত্বাল্ল্যুঃ। উদুপধায়া গোহঃ। পা০ ৬।৪।৮৯। ইতি প্রাপ্তস্য ঊত্বস্যাভাবশ্ছান্দসঃ। মিমিক্ষতং। মিহ সেচনে। সন্যঙোশ্চ উপদেশেহজন্তাদিতীট্প্রতিষেধঃ। হলন্তাচ্চেতি সনঃ কিত্ত্বাল্লঘূপধগুণাভাবঃ। ঢত্বাদিশেষৌ। ঢত্বকত্বষত্বানি। বাজবতীঃ। উগিতশ্চেতি ঙীপ্। পিন্বতং। পিবি মিবি ণিবি সেচনে। ইদিত্বান্নুম্। কর্ত্তরি শপ্॥ ৩॥

তৃতীয় (৩৯৯) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এ ঋকের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ এই যে—'হে অশ্বিদ্বয়, আপনারা অদ্য তিন বার আমাদের যজ্ঞে আসুন, তিন বার যজ্ঞ সফল করুন, আর দিবারাত্রে তিন বার আমাদিগকে অন্ন দেন।' বলা বাহুল্য, এরূপ প্রার্থনার কোনও সদর্থ হয় না।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিনদ্বয়! আপনারা উভয়ে, সমান অর্থাৎ একই অনুষ্ঠান দিনে, অনুষ্ঠানের দোষসমূহকে তিন বার বিনাশ করিয়া থাকেন। অদ্য—এই অনুষ্ঠান-দিবসে যজ্ঞীয় হবিঃকে মধুর দ্বারা তিনবার সিক্ত করুন। আরও, দিবারাত্রি নিরন্তর, বলকর অন্নসমূহ আমাদিগকে প্রদান করুন।

'অহন্' এই পদটীতে 'সুপাং সুলুক্' এই সূত্র দ্বারা সপ্তমী বিভক্তির লোপ হইয়াছে। 'অবদ্য অর্থাৎ দোষের নাশক' এই অর্থে 'অবদ্যগোহনা' এই পদটীতে সম্বরণার্থবাচক গুহ্ ধাতুর উত্তর নন্দ্যাদিত্বহেতু 'ল্যু' প্রত্যয়ে 'উদুপধায়া গোহঃ' (পা০ ৬,৪।৮৯) এই সূত্র প্রাপ্ত হয় যে উত্ব, ছান্দস প্রযুক্ত তাহার নিষেধ হইয়াছে। 'মিমিক্ষতং' এই পদটী, সেচনার্থবাচক 'মিহ্' ধাতুর উত্তর 'সন্' প্রত্যয় করিয়া 'সন্যঙোশ্চ উপদেশেহজন্তাৎ' এই সূত্র দ্বারা ইটের অভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে, 'হলন্তাচ্চ' এই সূত্র দ্বারা সন্ ও লঘু উপধত্রয়ের গুণের অভাব। অনন্তর, বিধ হলাদিশেষ ঢত্ব কত্ব ও ষত্ব হইয়াছে। 'বাজবতীঃ',—এস্থলে, 'উগিতশ্চ' এই সূত্র দ্বারা ঙীপ্ হইয়াছে। 'পিন্বতং' এই পদটী, সেচনার্থবাচক 'পিবি' ধাতুর উত্তর শতৃ-প্রত্যয় করিয়া, ধাতুর ইদিত্বহেতু নুম্-আগম ও কর্ত্তবাচ্যে শপ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে॥ ৩॥

এতদিন আমরা দেবতাকে (ভগবানকে) ভুলিয়া ছিলাম। এখন তাঁহার প্রতি আমাদের লক্ষ্য পড়িয়াছে। 'অদ্য' পদ সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। বলা হইতেছে,—'হে ভগবন্! আজ হইতে তিন কাল আমায় রক্ষা করুন। যাহা হইবার হইয়াছে এতদিন! যে সকল অপকর্ম্ম করিবার, করিয়াছি এতদিন! কিন্তু এখন বুঝিয়াছি, এখন একটু সংজ্ঞা সঞ্চার হইয়াছে। তাই প্রার্থনা করি, এখনও আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন। অদ্য হইতে তিন কাল (সকল কাল) আমায় রক্ষা করুন। আমি এতদিন কোনও সৎকর্ম্মই করি নাই। আজ সবে আমার আরম্ভ। আজ নূতন আমি সেবরারে প্রার্থী হইয়াছি। আজ হইতেও আপনারা আমায় রক্ষা করুন।' মন্ত্রের প্রথম অংশ ('অশ্বিনা ...ভবতং') এই ভাব ব্যক্ত করিতেছে।

এখানে 'তিন কাল' শব্দে অতীত-অনাগত-বর্ত্তমান তিন কালের প্রসঙ্গ আসে। কিন্তু বলা হইতেছে—'অদ্য হইতে তিন কাল আমায় রক্ষা করুন।' উহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে—মনে হয়। ভাব আসে এই যে,—'আমি এতদিন যে কর্ম্ম করিয়াছি তাহার তো আর উপায় নাই। এখনও যেন এমন কর্ম্ম করিতে পারি, যদ্দারা অতীতের কর্ম্মফল নাশ হয়, বর্ত্তমানের কর্ম্ম উজ্জ্বল হয়, এবং ভবিষ্যতের কর্ম্ম পরম সুখ দান করে।

দ্বিতীয় অংশে ('যজ্ঞং...মিমিক্ষতং') প্রার্থনা এই যে,—'হে ভগবন্! আমার কর্ম্মে সাফল্য আসুক। আমি যেন আমার কর্ম্মের দ্বারা তিন কাল আপনাকে প্রাপ্ত হই।' তৃতীয় অংশের ('দোষা...পিন্বত') প্রার্থনা,—'হে ভগবন্! দিন রাত্রি তিন কাল যেন আপনার করুণা প্রাপ্ত হই,—যেন ইষ্টবস্তু আমার অধিগত হয়।' ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ বলেন,—'এখানে বলকারক অন্নের প্রার্থনা আছে।' আমাদের মত এই যে, 'ঊর্জ্জবতী' পদে 'পুষ্টিকারিণী সুখদায়িনী' অর্থ আসে। বটে; কিন্তু 'ইষং' পদের অর্থ—অভীষ্ট বস্তু। এ বিষয় পূর্ব্বে বহু স্থলে আমরা আলোচনা করিয়াছি। (১ম—৩সূ—১ঋ)।

—৪—

চতুর্থী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । চতুস্ত্রিংশৎ সূক্তং । চতুর্থী ঋক্ ।)

ত্রির্ব্বর্ত্তির্যাতং ত্রিরনুব্রতে জনে ত্রিঃ

সুপ্রাব্যে ত্রেধেব শিক্ষতং ।

ত্রির্নান্দ্যং বহতমশ্বিনা যুবং ত্রিঃ পৃক্ষো

অস্মে অক্ষরেব পিন্বতং ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং ।

ত্রিঃ । বর্ত্তিঃ । যাতং । ত্রিঃ । অনুঽব্রতে । জনে । ত্রিঃ ।

সুপ্রঽঅব্যে । ত্রেধাঽইব । শিক্ষতং ।

ত্রিঃ । নান্দ্যং । বহতং । অশ্বিনা । যুবং । ত্রিঃ । পৃক্ষঃ ।

অস্মে ইতি । অক্ষরাঽইব । পিন্বতং ॥ ৪ ॥

অধ্যাত্মবোধিকা-ব্যাখ্যা ।

'অশ্বিনা' (হে দেবৌ) 'যুবং' (যুবাং) 'ত্রিঃ' (ত্রিবারং) 'বর্ত্তিঃ' (অস্মদীয়[illegible]গৃহং) 'যাতং' (প্রাপ্নুতং, অধিতিষ্ঠতং); 'অনুব্রতে' (যুবয়োঃ অর্চনাপরায়ণে) 'জনে' (পুরুষে[illegible]) 'ত্রিঃ' (ত্রিবারং) যাতং ইতি শেষঃ; 'সুপ্রাব্যে' ([illegible]) 'ত্রেধেব' ([illegible] ইব) 'শিক্ষতং' (বহুকর্মপরায়ণং কুরুতং); 'নান্দ্যং' ([illegible]

সুফলং) 'ত্রিঃ' (সদাকালং) 'বহতং' (প্রাপয়তং, বিতরতং) ; 'অক্তা ইব' (পর্জ্জন্যঃ যথা উদকানি প্রযচ্ছতি তদ্বৎ) 'অস্মে' (অস্মাসু). পৃক্ষঃ' (অন্নং, করুণাং, সৎকর্ম্মসামর্থ্যং). 'পিন্বতং' (প্রযচ্ছতং, বিতরতং)। হে দেবৌ! যদি আগচ্ছতং, সৎকর্ম্মপরায়ণং কুরুতং, করুণাং প্রযচ্ছতং। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৪সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা ত্রিকাল ব্যাপিয়া (সদাকাল) আমাদের হৃদয়রূপ গৃহে অধিষ্ঠিত হউন; আপনাদের অর্চ্চনাপরায়ণ পুরুষ এই আমাতে, আপনারা তিন কাল অবস্থিতি করুন; আনন্দপ্রদ যে সুফল, ত্রিকাল আমাকে প্রাপ্ত (বিতরণ) করুন; পর্জ্জন্য যেমন উদক বিতরণ করেন, আপনারা সেইরূপ আমাদিগকে করুণা (অন্ন, সৎকর্ম্ম-সামর্থ্য) বিতরণ করুন। (১ম—৩৪সূ—৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনা যুবং ত্রির্বর্ত্তির্যাতং। অস্মদীয়বর্দ্ধনসাধনং গৃহং ত্রির্যাতং। ত্রিবারং প্রাপ্নুতং। তথানুব্রতেঽস্মদনুকূলব্যাপারযুক্তে জনে ত্রির্যাতং। ত্রিবারং তদনুগ্রহায় গচ্ছতং। ত্রিঃ সুপ্রাব্যে ত্রিবারং সুষ্ঠু প্রকর্ষেণ ভবদ্ভ্যাং রক্ষণীয়ে প্রবর্ত্তমানানস্মান্ ত্রেধেব ত্রিভিরেব প্রকারৈঃ শিক্ষতং। পুনঃ পুনরনুষ্ঠানমুপদেষ্টব্যমিত্যর্থঃ। তথা নান্দ্যং নন্দনীয়ং সন্তোষকরং ফলং ত্রির্বহতং। প্রাপয়তং। অস্মভ্যং সু পৃক্ষোঽন্নং ত্রিঃ পিন্বতং। ত্রিবারং প্রযচ্ছতং। তত্র দৃষ্টান্তঃ। অক্ষেব। অক্ষরাণ্যুদকানি। অক্ষরং স্রোতস্তুৃপ্তিরিতি তন্নামসু পাঠাৎ। তানি পর্জ্জন্যো যথা প্রযচ্ছতি তদ্বৎ॥

বর্ত্তিঃ। বর্ত্ততেঽস্মিন্নিতি বর্ত্তির্গৃহং। হুপিবিকুহিবৃতীত্যাদিনা ইপ্রত্যয়ঃ। সুপাংসুলুগিতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা আমাদিগের বর্দ্ধনসাধন গৃহকে তিনবার প্রাপ্ত হউন (অর্থাৎ—আমাদের গৃহে তিনবার আগমন করুন)। সেইরূপ আমাদিগের অনুকূল ব্যাপার যুক্ত জনকে অনুগ্রহ করিবার জন্য তিনবার আগমন করুন। আপনাদের রক্ষাতে বর্ত্তমান যে আমরা, সেই আমাদিগকে তিনবার তিন প্রকারে শিক্ষা প্রদান করুন—অর্থাৎ, পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদান করুন। সেইরূপ, সন্তোষকর কর্ম্মফলকে তিনবার বহন করুন। আমাদিগকে তিনবার অন্ন প্রদান করুন। এস্থলে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। পর্জ্জন্যদেব, যেমন উদকসমূহ প্রদান করেন, সেইরূপ। 'অক্ষরং স্রোতস্তৃপ্তি' এইরূপ উদকনামের মধ্যে পঠিত হওয়ায়, 'অক্ষর' শব্দে জলকে বুঝায়।

'বর্ত্তমান হয় ইহাতে' এই অর্থে 'বর্ত্তিঃ' এই পদটী, বর্ত্তনার্থক 'বৃতি' (বৃৎ) ধাতুর উত্তর, হুপিবিকুহিবৃতি' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ই প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। ইহার দ্বিতীয়া বিভক্তির

দ্বিতীয়ৈকবচনস্য সু আদেশঃ। সুপ্রাব্যো। উপসর্গদ্বয়োপপদাদবতেঃ কর্ম্মণি ণ্যৎ। সংজ্ঞাপূর্ব্বকো বিধিরনিত্য ইতি বৃদ্ধ্যভাবঃ। ত্রিংস্বরিতমিতি স্বরিতত্বং। শিক্ষতং। শিক্ষ বিদ্যোপাদানে। নাদ্ধ্যাং। পাদস্থঃ। পৃক্ষঃ। পৃচী সম্পর্কে। অসুরি দ্বিত্যাগমঃ। অস্মে। সুপাংসুলুগিতি শে আদেশঃ। অক্ষরা ইব। অশ্নু বতে ব্যাপ্নুবন্তীত্যক্ষরাণ্যুদকানি। ঔণাদিকঃ কৃসরপ্রত্যয়ঃ। শেলোপঃ॥ ৪॥

চতুর্থ (৪০০) ঋকের বিশদার্থ।

তিনবার অন্নদান করুন, তিন বার ফলদান করুন, তিন বার শিক্ষাদান করুন,—প্রভৃতি রূপ প্রার্থনাই প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহে প্রকাশ আছে। আমরা 'ত্রিঃ' শব্দের সর্ব্বত্র ত্রিকাল অর্থই গ্রহণ করি।

ঋকটী সাধারণ প্রার্থনামূলক। প্রথম—হৃদয়ে অধিষ্ঠানের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিতীয়—সেই অধিষ্ঠান সদাকাল অক্ষুণ্ণ থাকুক, এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। তৃতীয়—চির আনন্দধামে পৌঁছাইবার জন্য অথবা নিত্যানন্দলাভের জন্য ব্যাকুলতা। চতুর্থ—করুণা যেন পর্জ্জন্যের [illegible]-দানের ন্যায় বিতরিত হয়। পর্জ্জন্য যেমন উদকদানে সকলকে তৃপ্ত করেন, তাঁহার বর্ষণে যেমন পাত্রাপাত্র ভেদাভেদ নাই, আপনারা সেই ভাবে করুণা বিতরণ করুন। তাহা হইলে, আমার ন্যায় পাপীও একবিন্দু করুণা পাইতে পারে,—আমার হৃদয়ে শান্তি আসে। (১ম—৩৪—সূ৪ঋ)।

একবচনের স্থানে 'সুপাংসুলুক্' এই সূত্র দ্বারা 'সু' আদেশ হইয়াছে। 'সুপ্রাব্যো' এই পদটী, সু ও প্র পূর্ব্বক 'অব' ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে 'ণ্যৎ' প্রত্যয় করিয়া 'সংজ্ঞাপূর্ব্বকো বিধিরনিত্যঃ' এই সূত্র দ্বারা বৃদ্ধির অভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ত্রিংস্বরিতং' নিয়মানুসারে ইহাকে স্বরিতস্বর হইয়াছে। 'শিক্ষতং' এই পদটী, বিদ্যোপাদানার্থমূলক 'শিক্ষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'নাদ্ধ্যাং' পদটী তৎপ্রত্যয়ান্ত। সম্পর্কার্থদ্যোতক 'পৃচ্' ধাতুর উত্তর অসুন প্রত্যয় করিয়া দ্বুট আগমে 'পৃক্ষঃ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। 'অস্মে' এই পদটীতে 'সুপাং-সুলুক্' সূত্রদ্বারা বিভক্তির স্থানে শে আদেশ হইয়াছে। 'ব্যাপ্ত হয়' এই অর্থে অশ্ ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'কৃসর' প্রত্যয় করিয়া শি এর লোপে 'অক্ষরা' পদ নিষ্পন্ন॥ ৪॥

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুস্ত্রিংশং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

ত্রির্নো রয়িং বহতমশ্বিনা যুবং ত্রির্দেবতাতা

ত্রিরুতাবতং ধিয়ঃ।

ত্রিঃ সৌভগত্বং ত্রিরুত শ্রবাংসি নস্ত্রিষ্ঠং

বাং সূরে দুহিতারুহদ্রথং ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

। নঃ। রয়িং। বহতং। অশ্বিনা। যুবং। ত্রিঃ।

দেবতাতা। ত্রিঃ। উত। অবতং। ধিয়ঃ।

ত্রিঃ। সৌভগত্বং। ত্রিঃ। উত। শ্রবাংসি। নঃ। ত্রিস্থং।

বাং। সূরে। দুহিতা। আ। রুহৎ। রথং ॥ ৫ ॥

অর্থবোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (হে দেবৌ) 'যুবং' (যুবাং) 'নঃ' (অস্মান্) 'রয়িং' (ধনং, পরমার্থং) 'ত্রিঃ' (ত্রিকালং) 'বহতং' (প্রাপয়তং); 'দেবতাতা' (দেবতাভ্যো, দেবতাত্মকেভ্যো) 'ত্রিঃ' (ত্রিকালং অবতং ইতি শেষঃ); 'উত' (অপিচ) 'ধিয়ঃ' (সৎকর্মাণি) 'ত্রিঃ' (ত্রিকালং) 'অবতং' (অস্মাকং প্রাপয়ন্তু); 'সৌভগত্বং' (মঙ্গলং) 'ত্রিঃ' (ত্রিকালং বহতং ইতি শেষঃ); 'উত' (অপিচ) 'শ্রবাংসি' (শ্রেয়াংসি, কল্যাণানি) 'ত্রিঃ'

(ত্রিবারং অস্মদর্থং বিতরতং ইতি যাবৎ); 'বাং' (যুবয়োঃ, যুবয়োঃ সম্বন্ধিনোঃ) 'সূরে দুহিতা' (সূর্য্যস্য রশ্মিঃ, জ্ঞানপ্রভা) 'ত্রিষ্ঠং' (সত্ত্বরজস্তমোরূপত্রিচক্রাবস্থিতং) 'রথং' (কর্ম্মরূপযানং) 'আরুহৎ' আরোহণং করোতু, আরুহ্যতাং)। সদাকালং কল্যাণং কুরুত, জ্ঞানপ্রভাং বিতরতং ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৪সূ—৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগকে পরমার্থ-রূপ ধন সদাকাল প্রদান করুন; আপনারা সদাকাল আমাদের অন্তরে দেবভাবজনক হউন; আপনারা সদাকাল আমাদিগকে সদ্‌বুদ্ধি দান করুন; আপনারা সদাকাল আমাদের জন্য মঙ্গল আনয়ন করুন; এবং আপনারা সদাকাল আমাদিগকে কল্যাণ বিতরণ করুন; আপনাদের সম্বন্ধীয় জ্ঞানপ্রভা, সত্ত্বরজস্তমোরূপ-ত্রিচক্রের উপর অবস্থিত আমাদের কর্ম্মরূপ-রথে সদাকাল আরোহণ করুন; (অর্থাৎ, আমাদের কর্ম্ম দ্বারা ভগবৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান সঞ্জাত হউক)। (১ম—৩৪সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ যুবং নোঽস্মান্ রয়িং ধনং ত্রির্বহতং। ত্রিবারং প্রাপয়তং। দেবতাতা দেবতাতৌ দেবৈর্যুক্তে কর্ম্মণি ত্রিস্ত্রিবারমাগচ্ছতমিতি শেষঃ। উত অপি চ ধিয়ো অস্মদ্‌বুদ্ধীস্ত্রিবারং রক্ষতং। সৌভগত্বং সৌভাগ্যং ত্রির্দত্তমিতি শেষঃ। উত অপি চ শ্রবাংস্যন্নানি নোঽস্মভ্যং ত্রির্দত্তং। বাং যুবয়োঃ সম্বন্ধিনং ত্রিষ্ঠং ত্রিচক্রেঽবস্থিতং রথং সূরে সূর্য্যস্য দুহিতা পুত্রী। দুহিতা দুহিতা দূরেহিতা। নি. ৩.৪। ইতি যাস্কঃ। আরূঢ়বতী॥

দেবতাতা। সর্ব্বদেবাত্তাতিল্। পা. ৪.৪.১৪২। ইতি স্বার্থিকস্তাতিল্ প্রত্যয়ঃ। তেন দেবতাতিশব্দেন দেবসম্বন্ধো যজ্ঞো লক্ষ্যতে। দেবতাতা মম উক্ত ত্যাদয় পঠিত-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! আমাদিগকে ধন, তিনবার প্রাপ্ত করান (অর্থাৎ, আমাদিগকে তিনবার ধন প্রদান করুন)। দেবগণ যে কর্ম্মে যুক্ত আছেন, সেই কর্ম্মে তিনবার আগমন করুন এবং আমাদিগের বুদ্ধি তিনবার রক্ষা করুন। আমাদিগকে সৌভাগ্য তিনবার প্রদান করুন। এবং অন্নসমূহ আমাদিগকে তিনবার প্রদান করুন। আপনাদের সম্বন্ধী তিনটী চক্রে অবস্থিত রথে সূর্য্যের পুত্রী আরোহণ করিয়াছিলেন। যাস্ক বলেন—দুহিতা অর্থাৎ দূরেহিতা (নি. ৩.৪)।

'দেবতাতা' এই পদটী, 'সর্ব্বদেবাত্তাতিল্' (পা. ৪.৪.১৪২) এই সূত্রানুসারে 'দেব' শব্দের উত্তর স্বার্থে তাতিল্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। সেই জন্য এই 'দেবতাতি' শব্দের দ্বারা দেবতার সম্বন্ধী যজ্ঞ লক্ষিত হইল। 'দেবতাতা মখঃ' এইরূপ যজ্ঞের নামের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। 'দুহিতা'

ষাৎ। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা ডাদেশঃ। ত্রিবৃৎ। ত্রিষু চক্রেষু তিষ্ঠতীতি ত্রিষ্ঠঃ। সুপি স্থঃ। পা০ ৩.২।৪। ইতি কঃ। অম্বাং বেত্যাদিনা। পা০ ৮।৩।৯৭। সকারস্য ষত্বং। সূর্য়ে। ষূ প্রেরণে। সূসূধাগৃধিভ্যঃ ক্রন্। উ০ ৪.২৫। ইতি ক্রন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। বিভক্তিব্যত্যয়ঃ। আরুহৎ। কৃমৃদৃরুহিভ্যশ্ছন্দসীতি চ্লেরঙাদেশঃ॥ ৫॥

পঞ্চম (৪০১) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

পূর্ব্ব মন্ত্রাদির ন্যায় এ মন্ত্রেরও প্রচলিত অর্থ,—'হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা তিন বার ধনদান করুন, তিন বার আপনারা এই যজ্ঞে আসুন, তিন বার আপনারা আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করুন, তিন বার সৌভাগ্য-দান করুন, তিন বাঁর অন্ন-দান করুন।' এই প্রার্থনার পরই বলা হইয়াছে,— "সূর্য্যের কন্যা আপনাদিগের চক্রত্রয়বিশিষ্ট রথে আরোহণ করিয়াছেন।" কি প্রার্থনার সহিত কি বাক্যের সমাবেশ হইল, একটু বুঝিয়া দেখুন দেখি। ব্যাখ্যায় ও ভাষ্যে এইরূপ অসামঞ্জস্য প্রায় সর্ব্বত্রই।

আমরা মনে করি, মন্ত্রটির পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতি আছে। 'ত্রিঃ' পদ সর্ব্বদাই ত্রিকালকে বুঝাইতেছে মনে করিতে হইবে। এখন, মন্ত্রের প্রত্যেক অংশের পরস্পর সম্বন্ধের বিষয় লক্ষ্য করুন। মন্ত্রে প্রথম বলা হইয়াছে, আমায় 'রয়িং' ধন দান করুন। 'রয়িং' পদের অর্থ—আরাধনা-মূলক পরমার্থরূপ ধন। সে ধন যেন চিরকাল আপনাদের অনুগ্রহে প্রাপ্ত হই—ইহাই ঐ অংশের প্রার্থনার মর্ম্ম। তার পর, 'যজ্ঞে তিন বার আগমন করুন'—প্রার্থনার মর্ম্ম কি? ত্রিসবনে (প্রাতঃকালীন, মধ্যাহ্নকালীন—সন্ধ্যাকালীন—এই ত্রি-যজ্ঞে) আসুন—এরূপ প্রার্থনার বিষয়ও মন্ত্রার্থে মনে জাগিতে পারে। কিন্তু 'সর্ব্বকাল আমার সকল সৎকর্ম্ম-মধ্যে

এই সূত্র দ্বারা হকার প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত এবং 'সুপাংসুলুক' এই সূত্র দ্বারা ইহার পরবর্ত্তী সপ্তমী বিভক্তির স্থানে ডা আদেশ হইয়াছে। 'তিনটী চক্রে আছে' এই অর্থে 'ত্রিবৃৎ' এই পদটী, 'সুপিস্থঃ' (পা০ ৩।২।৪) এই সূত্র দ্বারা ত্রি শব্দ পূর্ব্বক 'স্থা' ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় এবং 'অম্বাং বা' (পা০ ৮।৩।৯৭) এই সূত্র দ্বারা স-এর ষত্ব করিয়া নিষ্পন্ন। 'সূর্য়ে' এই পদটী প্রেরণার্থক 'ষূ' ধাতুর উত্তর 'সূসূধাগৃধিভ্যঃ ক্রন্' (উ০ ৪।২৫) এই ঔণাদিক সূত্র দ্বারা ক্রন্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। এস্থলে বিভক্তিব্যত্যয়। 'আরুহৎ' পদটীতে 'কৃমৃদৃরুহিভ্যশ্ছন্দসি' এই সূত্র দ্বারা চ্লি এর স্থানে অঙাদেশ হইয়াছে॥ ৫॥

আপনারা অধিষ্ঠিত হউন'—এই অর্থই অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে হয়। অশ্বিদেবদ্বয় বহিঃস্থ ও অন্তরস্থ উভয় অবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধক (দেহের ব্যাধির ও মনের ব্যাধির প্রতিকার-কারক); তাঁহারা সকল কালে সকল কর্ম্ম-মধ্যে ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান্ থাকিয়া, সর্ব্বপ্রকার মলামাটী অপসৃত করুন, সকল প্রকার কর্ম্মকে নিষ্কলঙ্ক করুন,—ইহাই ঐ অংশের প্রার্থনা। 'তিন বার প্রার্থনা গ্রহণ করুন'—এতদ্বাক্যের সার্থকতা দেখা যায় না। 'সদাকাল আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন, আমাদের কর্ম্মকে পরিস্রুত বিশুদ্ধ করিয়া রাখুন',—আমরা মনে করি, ঐ অংশের ইহাই মর্ম্মার্থ। 'তিন বার সৌভাগ্য দেন এবং তিন বার অন্ন দেন'—ইহারও সমীচীনতা প্রতিপন্ন হয় না। "শ্রবাংসি" পদে আমরা "শ্রেয়াংসি কল্যাণানি" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ঐ অংশের তাৎপর্য্য হয় এই যে,—'চিরকাল আমাদের কল্যাণ-বিধান করুন, আর চিরকাল আমাদিগকে সৌভাগ্য দান করুন।'

অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশ—সর্ব্বাপেক্ষা সেই জটিলাংশ—"বাং সূরে দুহিতারুহদ্রথং।" শব্দার্থ অনুসরণে এ অংশের অর্থ হয় বটে,—'সূর্য্যের কন্যা আপনাদের রথে আরোহণ করিয়াছিলেন।' * কিন্তু যখন অশ্বিদ্বয়ের সেই রথ যে কি, আর রথের সেই ত্রিচক্রই বা কি—এ তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়, তখন কোনই সংশয় থাকে না। 'রথ'—কর্ম্মকে বুঝায় বলিয়াছি। 'ত্রিচক্র' বলিতে—সত্ত্বরজস্তমঃ গুণসাম্য বা বায়ুপিত্তকফ ভাবসাম্য (ধাতুসাম্য) অর্থ গ্রহণ করা যায়। দেহের সুস্থতা-পক্ষে ভাবসাম্য (ধাতুসাম্য) প্রয়োজন; অন্তরের শুদ্ধিপক্ষে গুণসাম্য (সত্ত্বাদির সাম্যভাব) প্রয়োজন। দুই বৈদ্যের (অশ্বিদ্বয়ের দ্বিবিধ বিভূতির) দ্বারা যখন ঐ দুই কার্য্য সম্পন্ন হইল, তখন কর্ম্ম (রথ) যে কি ভাব প্রাপ্ত হইল, তাহা সহজেই উপলব্ধ হয় না কি? সেই অবস্থাতেই 'সূরে

---

* বলা বাহুল্য, এই সূক্তে সূর্য্যের কন্যার নাম পর্য্যন্ত পরিকল্পিত হইয়াছে; এবং অশ্বিদ্বয়ের সহিত তাঁহার-বিবাহ পর্য্যন্ত পরিকল্পিত হইয়াছে। সূর্য্যের সেই কন্যার নাম—সূর্য্যা বা ঊর্জ্জানি। সূর্য্যের কন্যার সহিত অশ্বিদ্বয়ের বিবাহ বিষয়ে প্রমাণ-স্বরূপ কেহ কেহ ঋগ্বেদের (১ম—১১৭সূ—১৩ঋ, ১ম—১১৮সূ—৫ঋ এবং ৮ম—২২সূ—১ঋ) কয়েকটী ঋক উদ্ধৃত করেন। আমরা কিন্তু ঐ সকল ঋকের স্বতন্ত্র অর্থ গ্রহণ করি

দুহিতা" রথে আরোহণ করেন বলা হইয়াছে। তাহার মর্ম্মার্থ কি? 'সূরে' পদে জ্ঞানস্বরূপ সূর্য্যদেব-সম্বন্ধীয় অর্থ সূচিত হয়। তাঁহার 'দুহিতা' বলিতে, তাঁহার রশ্মি, তাঁহার প্রভা, তাঁহার অংশ অর্থই দ্যোতনা করে। কর্ম্ম যখন গুণসাম্য ও ভাবসাম্য প্রাপ্ত হয়, তখনই কর্ম্মের মধ্যে জ্ঞানকিরণ বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে। "দুহিতা রথং আরুহৎ" বাক্যে সেই ভাবই ব্যক্ত করে।

উপসংহারে সমগ্র ঋক্‌টির একটু তাৎপর্য্য প্রকাশ করা যাইতেছে। ঋকের মুখ্য লক্ষ্য—ত্রিচক্রবিশিষ্ট রথে (সাম্যভাবাপন্ন কর্ম্মে) জ্ঞানরশ্মির সমাবেশ-করণ। সে অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে, যাঁহারা দেহের ব্যাধি নাশ করেন এবং যাঁহারা অন্তরস্থ ব্যাধি বিদূরিত করিতে পারেন, তাঁহাদের অনুকম্পা-লাভ প্রয়োজন। মন্ত্রের প্রথমাংশের যে চতুর্ব্বিধ প্রার্থনা, তাহা ঐ গুণসাম্য ও ভাবসাম্য সম্বন্ধেই প্রযুক্ত। সে ভাবে রথ প্রস্তুত হইলে, কর্ম্ম স্বনুষ্ঠিত হইলে, জ্ঞানরশ্মি বিতরণ দ্বারা ভগবান হৃদয়স্থ হইবেন;—ইহাই তাৎপর্য্য। "হে ভগবন্! আমার দেহ সুস্থ রাখুন, অন্তর নির্ম্মল রাখুন, সর্ব্বত্র গুণসাম্য বিহিত হউক, আর আপনি তাহাতে বিরাজ করুন";—এ ঋকের প্রার্থনার ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—৩৪সূ—৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুস্ত্রিংশৎসূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

ত্রির্নো অশ্বিনা দিব্যানি ভেষজা ত্রিঃ

পার্থিবানি ত্রিরুদত্তমদ্ভ্যঃ।

ওমানং শংযোর্ম্মমকায় সূনবে ত্রিধাতু

শর্ম্ম বহতং শুভস্পতী॥ ৬॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্রিঃ। নঃ। অশ্বিনা। দিব্যানি। ভেষজা। ত্রিঃ। পার্থিবানি।

ত্রিঃ। উং ইতি। দত্ত। অৎভ্যঃ।

ওমানং। শংযোঃ। মমকায়। সূনবে। ত্রিধাতু। শর্ম।

বহতং। শুভঃ। পতী ইতি ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (হে দেবৌ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'দিব্যানি' (দ্যুলোকস্থিতানি, সত্ত্বভাবযুক্তানি, পিত্তকার্য্যরূপাণি বা) 'ভেষজা' (ভেষজানি, অন্তর্ব্যাধিনাশকানি বহির্ব্যাধিনাশকানি ঔষধানি) 'ত্রিঃ' (ত্রিকালং) 'দত্তং' (প্রযচ্ছতং), 'পার্থিবানি' (পৃথ্বীলোকসম্বন্ধীনি, রজোভাবযুক্তানি, বায়ুকার্য্যরূপাণি) ভেষজানি 'ত্রিঃ' (ত্রিকালং) দত্তং, 'উ' (অপিচ) 'অদ্ভ্যঃ' (অন্তরিক্ষসকাশাৎ উৎপন্নানি, তমোভাবযুক্তানি, কফকার্য্যরূপাণি বা) ভেষজানি 'ত্রিঃ' (ত্রিকালং) দত্তং; 'শংযোঃ' (কল্যাণযুক্তস্য, ধর্ম্মসম্বন্ধযুক্তস্য) 'ওমানং' (আনন্দং) 'মমকায় সূনবে' (মদীয়ায় কর্ম্মরূপপুত্রায়) দত্তং; 'শুভস্পতী' (মঙ্গলবিধায়কৌ হে দেবৌ) যুবাং 'ত্রিধাতু' (ত্রিগুণসাম্যরূপং বা ত্রিধাতুসাম্যরূপং) 'শর্ম্ম' (সুখং) 'বহতং' (প্রাপয়তং)। হে দেবৌ, ত্রিগুণসাম্যসাধনরূপং বা ত্রিতাপনাশসাধনোপায়যুক্তং ভেষজং বয়ং যাচামহে। তেন অস্মাকং পরমসুখসাধনং কুরুতং। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৪সূ—৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদেবদ্বয় (অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক দেবদ্বয়)! আপনারা আমাদিগকে দ্যুলোকের ভেষজ (সত্ত্বভাব বা পিত্তকার্য্যপ্রকাশক ঔষধ) ত্রিকালে (সদাকাল) প্রদান করুন, (ঐরূপ) পৃথ্বীলোকের ভেষজ (রজোভাব বা বায়ুকর্ম্ম-প্রকাশক ঔষধ) সদাকাল প্রদান করুন, আর অন্তরিক্ষসকাশে উৎপন্ন ভেষজ (তমোভাব বা কফকর্ম্ম-প্রকাশক ঔষধ) সদাকাল প্রদান করুন; কল্যাণযুক্ত আনন্দ আমার কর্ম্মরূপ পুত্রের জন্য

দান করুন, (অর্থাৎ, আমার কর্ম্ম মাত্রেই যুগপৎ কল্যাণপ্রদ ও আনন্দদায়ক হউক); হে মঙ্গলবিধায়ক দেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগকে ত্রিগুণসাম্যরূপ এবং ত্রিধাতুসাম্যরূপ সুখ (মানসিক ও দৈহিক সমতাসাধক সুখ) প্রদান করুন। (১ম—৩৪সূ—৬ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনা অস্মভ্যং দিব্যানি দ্যুলোকবর্ত্তীনি ভেষজা ঔষধানি ত্রির্দত্তং। তথা পার্থিবানি। পৃথিব্যামুৎপন্নান্যৌষধানি ত্রির্দত্তং। অদ্ভ্য উ। অন্তরিক্ষসকাশাদপ্যৌষধানি ত্রির্দত্তং। আপ ইত্যন্তরিক্ষনাম॥ আপঃ পৃথিবী ভূরিতি তন্নামসু পাঠাৎ। শংযোরেতন্নামকস্য বৃহস্পতিপুত্রস্য। শংযুঃ বার্হস্পত্য ইতি ব্রাহ্মণান্তরাৎ। তস্য সম্বন্ধিনমোমানং সুখবিশেষং মমকায় সূনবে মদীয়ায় পুত্রায় দত্তং। হে শুভস্পতী শোভনস্যৌষধজাতস্য পালকৌ যুবাং ত্রিধাতু বাতপিত্তশ্লেষ্মধাতুত্রয়শমনবিষয়ং সুখং বহতং। প্রাপয়তং॥

দিব্যানি। দণ্ডাদিত্বাদ্‌যপ্রত্যয়ঃ। পা০ ৫।১।৬৬। ভেষজা। ভিষজ্‌ চিকিৎসায়াং। পুংসি সংজ্ঞায়ামিতি ঘঃ। শংযোঃ। শমু উপশমে। ক্বিপ্‌। শম্‌। যু অমিশ্রণে। অস্মাদ্বিচ্‌। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরঃ। ত্রিধাতু। সিতনিগমিমসিসচ্যবিধাঞ্‌ক্রুশিভ্যস্তুন্‌। উ০ ১।৬৯। ঊড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। ওমানং। অবতেরন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা আমাদিগকে দ্যুলোকবর্ত্তী ঔষধসমূহ তিনবার বিতরণ করুন। সেইরূপ, পৃথিবী হইতে উৎপন্ন ঔষধ সমূহ তিনবার প্রদান করুন এবং অন্তরীক্ষস্থিত ঔষধ সমূহ তিনবার প্রদান করুন। 'আপঃ পৃথিবী ভূঃ' এইরূপ তন্নামের মধ্যে পাঠ থাকায় আপ শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষ। শংযুনামক বৃহস্পতির পুত্রের। শংযু যে বৃহস্পতির পুত্র, তাহা ব্রাহ্মণান্তরে পঠিত হইয়াছে। সেই শংযু-সম্বন্ধীয় সুখবিশেষ, মদীয় পুত্রকে প্রদান করুন। হে শোভন ঔষধজাতের পালকদ্বয়! আপনারা, বাত পিত্ত শ্লেষ্ম এই ধাতুত্রয়ের শমন-বিষয় (আমাদিগকে) প্রাপ্ত করান।

'দিব্যানি' এই পদটী, দণ্ডাদিত্বহেতু (পা০ ৫।১।৬৬) সূত্রদ্বারা য-প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'ভেষজা' এই পদটী, চিকিৎসার্থবোধক 'ভিষজ্‌' ধাতুর উত্তর 'পুংসি সংজ্ঞায়াং' এই সূত্র দ্বারা ঘ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'শংযোঃ' এই পদটীতে উপশমার্থ-দ্যোতক শমু ধাতুর উত্তর ক্বিপ্‌ প্রত্যয় করিয়া, শম্‌ এবং অমিশ্রণার্থবোধক যু ধাতুর উত্তর বিচ্‌ প্রত্যয়ে 'শংযু' পদ নিষ্পন্ন। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর। 'ত্রিধাতু' এই পদটী, 'সিতনিগমিমসিসচ্যবিধাঞ্‌ক্রুশিভ্যস্তুন্‌' (উ০ ১৬৯) এই সূত্র দ্বারা ধা ধাতুর উত্তর তুন্‌ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'ঊড়িদং' এই সূত্র দ্বারা ইহার বিভক্তিস্বর উদাত্ত। 'ওমানং' এই পদটী, অব্‌ ধাতুর উত্তর 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' এই সূত্র দ্বারা মনিন্‌ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। এস্থলে 'অন্যেভ্য' ইত্যাদি

ইতি যণিন্। অবয়বেত্যাদিনাকারবকারয়োরূট্। সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকলক্ষণো গুণঃ। যদি অবয়বেত্যত্রানুনাসিকে চ। পা০ ৬।৪।১৯। ইতি নানুবর্ত্ততে তর্হি পূর্ব্বেণৈব সূত্রেণ বকারস্য উঠাদেশো ভবিষ্যতি। শুভস্পতী। শুভদীপ্তৌ সম্পদাদিলক্ষণঃ ক্বিপ্। ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রেতি সংহিতায়াং বিসর্জ্জনীয়স্য সত্বং। সুবামন্ত্রিতে ইতি পরাঙ্গবদ্ভাবাৎ ষষ্ঠ্যামন্ত্রিত সমুদায়স্যাষ্টমিকং সর্ব্বানুদাত্তত্বং ॥ ৬ ॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে চতুর্থো বর্গঃ ॥ ৪ ॥

ষষ্ঠ (৪০২) ঋকের বিশদার্থে।

—:০:—

এ ঋকের সাধারণ অর্থ এই যে,—'হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা দ্যুলোকের ঔষধ আমাদিগকে প্রদান করুন, পৃথিবীলোকের ঔষধ আমাদিগকে প্রদান করুন, এবং অন্তরিক্ষ হইতে আমাদিগকে ঔষধ প্রদান করুন; শংযুকে (বৃহস্পতির পুত্রকে) আপনি যে আনন্দ দিয়াছিলেন, আমার পুত্রকেও সেই আনন্দ প্রদান করুন। হে শুভস্পতী (শুভ-সাধক ঔষধের পালক)! আমাকে ত্রি-ধাতুর সুখ প্রদান করুন।' এ প্রকার অর্থের তাৎপর্য্য পরিগ্রহণ বড়ই কঠিন। অপিচ, এ প্রকার ব্যাখ্যায় বেদ-বাক্যের নিত্যত্বে বিঘ্ন আনয়ন করে। পরন্তু মন্ত্রের শব্দ-কয়টী পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধাবন করিয়া অর্থ গ্রহণ করিলে, ঋকের অভিনব সদর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রথমে আমরা তাই মন্ত্রের অন্তর্গত শব্দ-কয়েকটীর আলোচনা করিতেছি। ঋকের একটী শব্দ—'দিব্যানি'। শব্দার্থ—'দ্যুলোক-স্থিতানি'। ভাব আসে—দ্যুলোকে (স্বর্গে) যাহা থাকে। সে কি

সূত্রানুসারে অকার এবং বকারের স্থানে ঊট্ হইয়া সার্ব্বধাতুক ও আর্দ্ধ-ধাতুক লক্ষণ গুণ হইয়াছে। যদি, 'অবয়ব' এই সূত্রে 'অনুনাসিকেচ' (পা০ ৬।৪।১৯) এই সূত্রের বিষয় অনু-বর্ত্তিত না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব সূত্র দ্বারাই বকারের স্থানে ঊট্ আদেশ হইত। 'শুভস্পতী' এস্থলে দীপ্ত্যর্থবোধক শুভ্ ধাতুর উত্তর সম্পদাদিলক্ষণ ক্বিপ্ এবং 'ষষ্ঠ্যাঃ পতি পুত্র' এই সূত্র দ্বারা সংহিতাতে বিসর্গের স্থানে স হইয়াছে। 'সুবামন্ত্রিতে' এই নিয়মে পরাঙ্গবদ্ভাব হেতু 'ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতসমুদায়স্য' নিয়মে আষ্টমিক সর্ব্বত্র অনুদাত্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

প্রথম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে চতুর্থ বর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

প্রকার ? এ পক্ষে, সত্ত্বভাবকে স্বর্গের বস্তু বলা যাইতে পারে। অন্য পক্ষে, তেজের ভাবকেও স্বর্গের বস্তু বলিতে পারি ; আর, তাহা হইতেই দেহ-রক্ষার পক্ষে পিত্তের কার্য্য অর্থ গ্রহণ করা যায়। এইরূপ 'পার্থিবানি' পদে রজোভাব বা বায়ুর কার্য্য অর্থ গৃহীত হইতে পারে। রজোভাবই সৃষ্টির কার্য্য। পৃথিবী—সৃষ্টির অভিব্যক্তি। বায়ুও পৃথিবীর সহিত প্রাণরূপে সম্বন্ধযুত। সুতরাং 'পার্থিবানি' পদে 'রজোভাবযুতানি বা বায়ুকার্য্যরূপাণি' অর্থ গ্রহণ করিলাম। আলোচ্য তৃতীয় পদ—'অদ্ভ্যঃ'। উহার অর্থ—জল হইতে, অন্তরিক্ষ হইতে। জল (মেঘ)—আবরক। এই হইতে আমরা ঐ পদের অর্থ 'তমোভাবযুতানি বা কফকার্য্যরূপাণি' প্রভৃতি বাক্য গ্রহণ করিয়াছি। 'ভেষজা' শব্দের সাধারণ অর্থ—ঔষধ। এখানে ঐ শব্দে অন্তর্ব্যাধি বা বহির্ব্যাধি দ্বিবিধ ব্যাধিনাশক ঔষধের বিষয় খ্যাপনা করিতেছে। ঋকের আলোচ্য পঞ্চম পদ—'শংযোঃ'। ঐ পদে সায়ণ 'শংযু' নামক 'বৃহস্পতির পুত্র' অর্থ করিয়াছেন। তদনুসারে 'শংযোঃ ওমানং' পদদ্বয়ের অর্থ হইয়াছে—'বৃহস্পতির পুত্র শংযুর সম্বন্ধীয় যে সুখ'। আমরা 'শংযু' শব্দে 'কল্যাণযুক্ত বা ধর্ম্মসম্বন্ধযুত' অর্থ গ্রহণ করি। অভিধানসমূহে এবং ধাতু অনুসারে উহার ঐ অর্থই সঙ্গত হয়। তাহাতে ঐ দুই পদের ভাব হয় এই যে,—'ধর্ম্মপালনজনিত যে সুখ, কল্যাণপ্রদ যে সুখ' ইত্যাদি। অনেক ঐহিক সুখ বা আনন্দ—কল্যাণপ্রদ না হইয়া অনিষ্টকারক হয়। এখানে সেই আশঙ্কা দূর করা হইয়াছে। কল্যাণপ্রদ মঙ্গলজনক যে আনন্দ বা সুখ, তাহারই কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের ষষ্ঠ ও সপ্তম আলোচ্য পদ—'মমকায় সূনবে।' ইহার প্রচলিত অর্থ—'আমার পুত্রকে।' আমাদের অর্থ—'আমার কর্ম্মকে।' 'সূন' শব্দের অর্থ—উৎপন্ন বা জাত। পুত্র যেরূপ মনুষ্য হইতে উৎপন্ন হয়, কর্ম্মও সেইরূপ মনুষ্য হইতেই জাত। এখানে 'সূনবে' পদের 'কর্ম্ম' অর্থই আমরা অধিকতা সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া মনে করি। তাহাতে পূর্ব্বাপর সুন্দর ভাবসঙ্গতি রক্ষা হয়। এইরূপ 'শুভস্পতী', 'ত্রিধাতুং' ও 'শর্ম্ম' পদত্রয়ের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করুন। 'শুভস্পতী' পদে 'শুভকার্য্যের পালক বা মঙ্গলবিধায়ক' বুঝায় ; 'শর্ম্ম' শব্দে 'সুখ বা আনন্দ' অর্থ আসে। 'ত্রিধাতু' পদটী একটু বিচারমূলক। উহাতে প্রধানতঃ 'বায়ুপিত্তকফ'—

এই তিন ধাতুর প্রসঙ্গই উত্থাপিত হয়। আমরা কিন্তু তিন ধাতু এবং তিন গুণ দুই ভাবই গ্রহণ করিলাম। যুগ্ম দুই দেবতার দ্বিবিধ ব্যাধিনাশক শক্তির বিষয় স্মরণ করিলে, ঐ অর্থই সঙ্গত হয়। এই উপলক্ষে 'ত্রি-ধাতুর সুখ' কি, তাহাও বিবেচনা করা কর্তব্য। সুখ—সাম্যে। ত্রিগুণের সাং ত্রিধাতুর সাম্যই—মানসিক শান্তি ও দৈহিক স্বাস্থ্য। 'ত্রিধাতুঃ শর্ম্ম' পদদ্বয় সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে।

এখন, সমগ্র মন্ত্রটীর অর্থ অনুধ্যান করুন। বুঝিয়া দেখুন—অশ্বিদেবদ্বয় কি প্রকার গুণসম্পন্ন! বুঝিয়া দেখুন—ভগবানের কোন্ দুই বিভূতি ঐ দুই যুগ্ম দেবরূপে পরিকল্পিত। আর বুঝিয়া দেখুন—কোন্ রূপ প্রার্থনা তাঁহাদের নিকট সঙ্গত প্রার্থনা। ঔষধ—ব্যাধিনাশক—সাম্যভাবস্থাপক। প্রার্থনা করা হইয়াছে—'আমায় ঔষধ দেন।' কিরূপ ঔষধ? প্রথম—আমার হৃদয়ে সত্ত্বভাব যাহাতে সঞ্চারিত হয়, সেই ঔষধ;—আমার দেহে পিত্তের (তেজের) যাহাতে সমাবেশ হয়, সেই ঔষধ। দ্বিতীয়—আমার হৃদয়ে যাহাতে রজোভাব-সঞ্চার হয়, দেও আমায়—সেই ঔষধ;—আমার দেহে যাহাতে বায়ুর সঞ্চার যাহাতে হয়, দেও আমায়—সেই ঔষধ। তৃতীয়—আমার হৃদয়ে তমোভাবের যাহাতে উদয় হয়, দেও আমায়—সেই ঔষধ; আমার দেহে যাহাতে কফের সঞ্চার হয়, দেও আমায়—সেই ঔষধ। মনঃস্থৈর্য্য-সাধনে ঐ তিন গুণেরই প্রয়োজন; দেহরক্ষায় ঐ তিন ধাতুরই প্রয়োজন। এ তিনের একটীর ন্যূনাধিক্য বা একটীর অভাব হইলে, মনও বিকল হয়, দেহও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তাই ত্রিবিধ ঔষধের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের প্রথমাংশের (অন্বয়বোধিকা "অশ্বিনা" হইতে শেষে 'ত্রিঃ' পর্য্যন্ত অংশের) ইহাই মর্ম্মার্থ। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের ("শংযোঃ" ইত্যাদি অংশের) ভাব এই যে, আমার কর্ম্ম ধর্ম্মসংযুত হউক,—আমায় কল্যাণপ্রদ আনন্দ দান করুক। মন্ত্রের তৃতীয় অংশের "শুভস্পতী" হইতে "বৃহৎ" পর্য্যন্ত অংশের) প্রার্থনা—'আমাদিগের মধ্যে ত্রিগুণের ও ত্রিতাবের সাম্য সাধিত হউক।' সাম্যসাধনাকাঙ্ক্ষাই জীবের চরম আকাঙ্ক্ষা। এক এক প্রকার ঔষধ প্রার্থনা করিয়া, পরিশেষে সকল ঔষধে সকল অবস্থায় সাম্যভাব কামনা করা হইয়াছে। গুণসাম্য ও

ধাতুসাম্যই দৈহিক ও মানসিক পরম সুখ। ঋকে সেই পরম সুখের প্রার্থনাই পরিব্যক্ত। * (১ম—৩৪সূ—৬ঋ)।

—০—

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুস্ত্রিংশৎ সূক্তং। সপ্তমী ঋক্)।

ত্রির্নো অশ্বিনা যজতা দিবে দিবে পরি

ত্রিধাতু পৃথিবীমশায়তং।

তিস্রো নাসত্যা রথ্যা পরাবত আত্মেব

বাতঃ স্বসরাণি গচ্ছতং ॥ ৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্রিঃ। নঃ। অশ্বিনা। যজতা। দিবেঽদিবে। পরি।

ত্রিঽধাতু। পৃথিবীং। অশায়তং।

তিস্রঃ। নাসত্যা। রথ্যা। পরাঽবতঃ। আত্মাঽইব।

বাতঃ। স্বসরাণি। গচ্ছতং ॥ ৭ ॥

---

* এক শ্রেণীর আধুনিক লোকের বিশ্বাস, ঋগ্বেদের সময় বায়ুপিত্তকফ ত্রিধাতুর বিষয় আর্য্যদের জ্ঞান ছিল না। কিন্তু সে তাঁহাদের ভ্রমবিশ্বাস। প্রাচীন ভারতে ভেষজ-বিদ্যার যে চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, এ মন্ত্র তাহার প্রমাণ-মধ্যে গণ্য হইতে পারে। তৎকালে দেহের ব্যাধি ও মনের ব্যাধি উভয়বিধ ব্যাধি নাশ করিবার উপযোগী ঔষধের ব্যবস্থা ছিল, এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয়।

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (হে দেবৌ) যুবাং 'ত্রিঃ' (ত্রিকালং, সদাকালং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'যজতা' (যজতৌ, যষ্টব্যৌ, অনুস্মরণীয়ৌ, আদর্শস্থানীয়ৌ) ভবতং; 'দিবে দিবে' (প্রতিদিনং) 'পৃথিবীং' (ইহলোকং) 'পরি' (পরিতঃ, উপরিভাগে) 'ত্রিধাতু' (ত্রিগুণসাম্যং, ত্রিভাবসাম্যং) 'অশায়তং' (বিস্তীর্ণং কুরুতং); 'নাসত্যা' (নাসত্যৌ, হে অসৎসংশ্রবরহিতৌ দেবৌ) 'ত্রিস্রঃ' (ত্রয়ঃ, ত্রিবিধগুণসাম্যসাধকৌ) 'রথ্যা' (রথ্যৌ, অস্মাকং কর্ম্মরূপরথপরিচালকৌ) যুবাং 'পরাবতঃ' (দ্যুলোকাৎ অস্মান্ প্রাপয়তং, অনুগ্রহং কুরুতং); 'স্বসরাণি' (অস্মাকং শরীরমধ্যগতানি) 'বাতঃ' (প্রাণবায়ুঃ) 'আত্মা ইব' (পরমাত্মসম্বন্ধবিশিষ্টঃ ইব) ভবতু, যুবাং তত্র 'গচ্ছতং' (বিচরতং)। হে দেবৌ! যুবাং অস্মান্ যুবয়োঃ অনুসরণকারিণঃ কুরুতং; অস্মাকং ত্রিগুণসাম্যং সাধয়তং; অস্মভ্যং কর্ম্মশক্তিদানেন পরং ব্রহ্ম চিরং প্রাপয়তং। (১ম—৩৪সূ—৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা সদাকাল আমাদের যজনীয় (অনুস্মর্ত্তব্য, আদর্শস্থানীয়) হউন; প্রতিদিন পৃথিবীর উপরি (ইহলোকের সর্ব্বত্র) ত্রিগুণের ও ত্রিভাবের সাম্যভাব বিস্তৃত করুন (সংসারের সর্ব্বত্র সাম্যভাব প্রতিষ্ঠিত হউক, কোথাও যেন উৎক্ষেপ উপস্থিত না হয়); অসৎ-সংশ্রবরহিত হে দেবদ্বয়!—ত্রিবিধ গুণের (ভাবের) সাম্যসাধনকারী আমাদের কর্ম্মরূপ রথের পরিচালক হে আপনারা, দ্যুলোক হইতে আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন (স্বর্গীয় ভাব-সহযুত করিয়া আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন); আমাদের শরীর-মধ্যগত প্রাণবায়ু পরমাত্মসম্বন্ধবিশিষ্ট হউক,—আর আপনারা তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকুন (আমাদের জীবন যেন কদাচ পরমাত্মসম্বন্ধচ্যুত না হয়)। (১ম—৩৪সূ—৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনা দিবে দিবে প্রতিদিনং। দিবে দিবে ভবি ভগীত্যাদৌ দিনেষু পঠিতত্বাৎ। যজতা। যষ্টব্যৌ। যুবাং মোহস্মদীয়াং পৃথিবীং বেদিরূপাং ভূমিং পরি সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ত্রিধাতু

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! প্রতিদিন যজনীয় (অর্চ্চনীয়) আপনারা। 'দ্যবি ভবি'-এই এইরূপ অহর্নামের মধ্যে পঠিত হওয়ায়, 'দিবে দিবে' শব্দ এস্থলে দিনকে বুঝাইতেছে। আমাদিগের বেদীরূপ ভূমিকে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হইয়া কক্ষ্যাত্রয়যুক্ত আস্তীর্ণ কুশের উপর শয়ন

কক্ষ্যাত্রয়যুক্তং আস্তীর্ণে বর্হিষ্যাসাদয়তং। শয়নং কুরুতং। হে রথ্যা রথস্বামিনৌ ত্রিসংখ্যাকা ঐষ্টিক পাশুক সৌমিকরূপা বেদী গচ্ছতং। তত্র দৃষ্টান্তঃ। স্বসরাণি শরীরাণ্যাত্মেব বাতঃ। যথা প্রাণিনামাত্মভূতঃ প্রাণবায়ুস্তদীয়ানি শরীরাণি গচ্ছতি তদ্বৎ ॥

যজতা। যজিতেস্তৃমৃদৃশীত্যাদিনা। উ০ ৩।১০৯। অতচ্। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। ত্রিধাতু। ত্রেধা ধীয়তে নিধীয়ত ইতি ত্রিধাতু। সিতনিগমীত্যাদিনা ধাঞস্তুন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন তদেব শিষ্যতে। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্। অশায়তং। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। অশয়াতামিত্যস্য হ্রস্বদীর্ঘয়োর্ব্যত্যয়ঃ। নাসত্যা। সৎসু সাধু সত্যৌ। ন সত্যাবসত্যৌ। ন অসত্যৌ নাসত্যৌ। সত্যাবেব নাসত্যাবিত্যৌর্ণবাভ ইতি যাস্কঃ। নি০ ৬।১৩। নভ্রাণ্নপাদিত্যাদিনা নঞঃ প্রকৃতিভাবঃ। রথ্যা। রথাদ্বৌ গামিনাবিত্যর্থঃ। ছন্দসি চ। পা০ ৫।১।৬৭। ইতি যপ্রত্যয়ঃ। স্বসরাণি। সরন্তি গচ্ছন্তীতি সরা ইন্দ্রিয়াণি। স্বকীয়াঃ সরা যেষাং শরীরাণাং। বহুব্রীহৌ পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ ৭ ॥

করুন। হে রথাধিপতিদ্বয়! আপনারা ঐষ্টিক পাশুক ও সৌমিকরূপ বেদীত্রয়ে গমন করুন। এস্থলে দৃষ্টান্ত; যথা,—'স্বসরাণি আত্মেব বাতঃ'। অর্থাৎ, প্রাণিদিগের আত্মভূত প্রাণবায়ু যেমন, সেই সেই শরীরকে গমন করে, সেইরূপ আপনারা গমন করুন।

দেবপূজার্থজ্ঞাপক 'যজ' ধাতুর উত্তর 'ভৃমৃদৃশি' (উ০ ৩।১০৯) এই ঔণাদিক সূত্র দ্বারা 'অতচ্' প্রত্যয় করিয়া 'যজতা' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। চিত্বহেতু 'চিতঃ' সূত্র দ্বারা ইহার অন্তস্বর উদাত্ত। 'ত্রিধাতু' এই পদটী, 'তিন প্রকারে নিহিত হয়' এই অর্থে 'ত্রিধাতু' এই পদটি, ত্রি-পূর্বক ধাঞ্ ধাতুর উত্তর 'সিতনিগমি' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'তুন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। সমাস হইয়া কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হেতু তাহাই অবশিষ্ট হইয়াছে এবং 'সুপাং সুলুক' এই সূত্র দ্বারা সপ্তমী বিভক্তির লোপ হইয়াছে। 'অশায়তং' এই পদটী, অদাদিত্বহেতু শপের লোপ করিয়া নিষ্পন্ন। দীর্ঘ ও হ্রস্ব, বিকারযুক্ত বলিয়া 'অশায়তাং' ইহার শেষ আকারের হ্রস্ব হইয়াছে। 'নাসত্যা' এস্থলে 'সৎসমূহের মধ্যে সাধু' এই অর্থে সত্য; অনন্তর, 'নয় সত্য' অসত্য এবং 'নয় অসত্য' নাসত্য; অর্থাৎ,—সত্য। যাস্ক-নিরুক্তে উক্ত হইয়াছে,—ঔর্ণবাভ বলেন,—নাসত্য শব্দের অর্থ—সত্য। (নি০ ৬।১৩)। 'নভ্রাণ্ নপাৎ' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা নঞের প্রকৃতিভাব হইয়াছে। 'রথ্যা' অর্থাৎ রথগামী এই অর্থে 'ছন্দসি চ' (পা০ ৫।১।৬৭) এই সূত্র দ্বারা রথ শব্দের উত্তর 'য' প্রত্যয় করিয়া 'রথ্যা' পদটী নিষ্পন্ন। 'গমন করে' এই অর্থে 'সৃ' ধাতু হইতে 'সর' পদ নিষ্পন্ন। [illegible] শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। 'স্বকীয় সর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, যে শরীরসমূহের' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে 'স্বসরাণি' পদ নিষ্পন্ন। ইহার পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর ॥ ৭ ॥

সপ্তম (৪০৩) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এ ঋকের অভিনব বিভিন্ন প্রকার অর্থ প্রচলিত আছে। 'যজ্ঞের কুশের উপর আসিয়া অশ্বিদ্বয় উপবেশন করুন'—এই প্রার্থনাই প্রায় সকল ব্যাখ্যাতেই প্রকাশ পাইয়াছে।

আমাদের ব্যাখ্যা অন্যরূপ হইল। তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ, আমরা মন্ত্রের মধ্যে কোথাও কুশের উল্লেখ দেখিতে পাই না। ঋকে আছে—'ত্রিধাতু'। তাহা হইতে ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ লিখিলেন—'কক্ষ্যাত্রয়যুক্ত আস্তীর্ণে বর্হিষি'। কি হইতে কি অর্থ টানিয়া আনা হইল, বুঝিয়া দেখুন। এই 'ত্রিধাতু' পদের অর্থে পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকে ভাষ্যকারই লিখিয়াছেন,—'ত্রিধাতু বাতপিত্তশ্লেষ্মধাতুত্রয়শমনবিষয়ং' ইত্যাদি। এক মন্ত্রের পরই অর্থ বদলাইয়া গেল। এখানে হইল—'বিস্তৃত কুশ'। এ অর্থ সায়ণের কৃত, কি পরবর্ত্তী লিপিকারগণের কল্পনা-সম্ভূত, সুবিচারকগণ মীমাংসা করিবেন। যে পদের যে অর্থ করিলে ভাবসঙ্গত (আমাদের ব্যাখ্যায় পরিগ্রহণীয়) অর্থ হয়, সায়ণ অনেক স্থলেই তাহা ঠিক করিয়াছেন দেখি। কিন্তু কোথাও কোথাও আবার তাহার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। কেন এমন হইল? আমাদের মনে হয়, দুই কারণে এইরূপ অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। কর্ম্মপদ্ধতির প্রবর্ত্তনার জন্য কেহ তদ্রূপ অর্থ সংযোজন করিয়া থাকিবেন। অথবা, প্রমাদবশেও কেহ অন্যরূপ অর্থ

---

* ঋক্‌টির দুইটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। সেই দুই অনুবাদ ও সায়ণভাষ্য দৃষ্টে, কোন্ পদের কি অর্থ কোথায় পরিগৃহীত হইয়াছে, বুঝা যাইবে। ঋকের বঙ্গানুবাদ; যথা,—(১) 'হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদিগের পূজনীয়, প্রতিদিন তিনবার পৃথিবীতে আগমন করিয়া তিনটী (কক্ষাযুক্ত কুশোপরি) শয়ন কর। হে নাসত্য রথীদ্বয়! আত্মারূপ বায়ু যেরূপ শরীরসমূহে আগমন করে তোমরা সেইরূপ তিনটী (যজ্ঞস্থানে) আগমন কর।" (২) "হে সত্যস্বরূপ অশ্বিনীকুমারদ্বয় আপনারা প্রতিদিন আমাদিগের বেদি প্রাপ্ত হইয়া তিনবার কক্ষাত্রয়যুক্ত বিস্তারিত বর্হিতে শয়ন করুন।' হে রথবাহক অশ্বিনীকুমারদ্বয় আপনারা দ্যুলোক হইতে ঐহিকাদি-তিন বেদিতে আগমন করুন, যেমন জীবনরক্ষক প্রাণবায়ু শরীরে গমন করে।" সায়ণের অর্থ ভাষ্যেই দেখুন।

গ্রহণ করিতে পারেন না। নচেৎ, পর-পর দুইটী বাক্যে একই শব্দের কেন দুই প্রকার বিপরীত অর্থ,—যাহার একটী অর্থ ভাবসঙ্গতিপক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল,—পরিগৃহীত হইবে? এইরূপ, 'ত্রিস্রঃ' পদে 'ঐষ্টিকপাশুক-সৌমিকরূপা বেদীঃ' অর্থও আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। যজ্ঞকার্য্যের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে গিয়া দূরান্বয়ে ঐরূপ অর্থ অধ্যাহৃত হইলেও, 'ঘৃত পশু ও সোমরস-রূপ তিনটী বেদী'—এ অর্থে আধ্যাত্মিক কোনই নিগূঢ়ভাব প্রকাশ পায় না।

অর্থ নানা দিক হইতে নানা ভাবেই গ্রহণ করিতে পারা যায় বটে; কিন্তু আমরা ঋকের যে অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করি, তাহার ঔচিত্যা-নৌচিত্য বিবেচনা করিয়া দেখুন। 'যজতা' পদের 'যষ্টব্যৌ' প্রতিবাক্যে আমরা 'অনুস্মরণীয়ৌ আদর্শস্থানীয়ৌ' ভাব গ্রহণ করি। 'তাঁহারা আমার যজনীয় বা পূজনীয় হউন'—ইহার মর্ম্ম এই নয় কি—'আমাদের আদর্শ-স্থানীয় হউন'। তাঁহাদের আদর্শে চলিয়া, তাঁহাদের অনুসরণ করিতে শিখিয়া, আমরা যেন তাঁহাদের ন্যায় গুণোপেত ও শক্তিসামর্থ্যযুত হই;—আমরা মনে করি, মন্ত্রের প্রথমাংশের (অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যার "অশ্বিনা ... যজতা ভবতং" বাক্যের) ইহাই তাৎপর্য্য। এইখানে একটী ভাবের কথা মনে আসে। অশ্বিদ্বয়—দেহের ব্যাধি ও মনের ব্যাধি বিনাশ করেন। তাঁহারা দেবতা; লোকলোচনের অদৃশ্য। তাঁহাদের কার্য্যও সুতরাং অদর্শনীয়—মনোরাজ্যের বিষয়ীভূত। তাঁহাদিগের চিকিৎসার সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া বলিতে, আত্মোৎকর্ষ-সাধন দ্বারা, আপনার দৈহিক ও মানসিক ব্যাধির বিনাশ-সাধন অর্থ আসে। সে কেমন? সে এক প্রকার কর্ম্ম। সেই কর্ম্ম দ্বারাই আমরা আমাদের দেহ সুস্থ রাখিতে পারি,—জীবন পরিবর্দ্ধিত করিতে পারি। সেই কর্ম্মই 'যোগ' নামে অভিহিত হয়। এখানে 'যোগ' বলিতে, দেহব্যাধি ও মনো-ব্যাধি-নাশক অশ্বিদ্বয় নামক দুই ভগবদ্বিভূতির ধারণা বা অনুশীলন বা আত্মসম্পর্কে উৎকর্ষ-সাধন। কি করিলে বা কি উপায়ে দেহের ব্যাধি দূর হয় এবং মানসিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তদ্রূপ কর্ম্মের অনু-ষ্ঠানই অশ্বিদ্বয়কে 'যজতা' (আদর্শস্থানীয় বা যষ্টব্য) হইতে বলার তাৎপর্য্য। আমরা মনে করি, মন্ত্রাংশের ইহাই মর্ম্ম।

এইবার আমাদের অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যার দ্বিতীয় অংশের ("দিবে দিবে" হইতে "অশায়তং" অংশের) প্রতি লক্ষ্য করুন। বলা বাহুল্য, 'পৃথিবীং' পদে 'বেদীং' এবং 'ত্রিধাতু' পদে 'বর্হিঃ' অর্থ আমরা গ্রহণ করি নাই। আমরা মনে করি, এ প্রার্থনায় এক উদার অনন্ত মঙ্গল-কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। সে পক্ষে মন্ত্রের প্রথমাংশের সহিত এ অংশের যেন এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। এটী যেন তাহার দ্বিতীয় বা উচ্চস্তর। প্রথমাংশে বলা হইয়াছে—'হে দেবদ্বয়। আপনারা আমাদের আদর্শ-স্থানীয় হউন; অর্থাৎ, আপনাদের আদর্শে আমরা যেন আমাদের ত্রিগুণের ও ত্রিধাতুর সাম্যসাধনে সমর্থ হই।' এখানে বলা হইতেছে,—'সেই সাম্যভাব যেন সংসারের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়।' সংসারের সর্ব্বত্র যদি ধাতুসাম্য ও গুণসাম্য সাধিত হয়, তাহাতে সংসারে সুখের আর অবধি থাকে না,—এই জন্মজরামরণক্লেশভূত, এই আধ্যাত্মিক-আধিদৈবিক-আধিভৌতিক দুঃখের উৎসস্থানীয়, সংসারই অমৃতত্বের কেন্দ্রস্থান হইয়া আসে। তাই হউক—এই সংসারই স্বর্গের আদর্শ হউক—মন্ত্রাংশের ইহাই প্রার্থনা। অন্তর কতদূর উচ্চ হইলে, মানুষ কতদূর উন্নত অবস্থায় উপনীত হইতে পারিলে, এরূপ প্রার্থনায় অধিকারী হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। মন্ত্রের প্রথমাংশকে তাহার সেই অধিকারিত্বের অবস্থার সূচনাস্বরূপ বলিয়া মনে করিতে পারি।

এক্ষণে মন্ত্রের তৃতীয় অংশের (অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যায় "নাসত্যা" হইতে "পরাবতঃ" পর্য্যন্তের) বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। প্রচলিত ব্যাখ্যায়, "নাসত্যা" পদ 'অশ্বিনা' পদের বিশেষণরূপে প্রথমেই গৃহীত হইয়া থাকে; এবং তাহাতে ঐ পদ পরিবর্জ্জন করিয়া, অবশিষ্ট মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা করা হয়,—'হে রথনায়ক অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনারা দ্যুলোক হইতে ঐষ্টিকাদি তিন বেদীতে আগমন করুন।' আমাদের অর্থ বঙ্গানুবাদে লক্ষ্য করুন। 'নাসত্যা' পদের অর্থ,—অসতের সহিত যাঁহাদের সংস্রব নাই। তাহাতেই বলা হইল, অশ্বিদেবদ্বয় সৎস্বরূপ ভগবানের অংশ বা তাঁহার সহিত অঙ্গীভূত আছেন।

এখন 'ত্রিস্রঃ রথ্যা' পদদ্বয়ের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারিলেই 'পরাবতঃ'- অর্থাৎ 'দ্যুলোক হইতে আমাদিগকে প্রাপ্ত হয়েন বা অনুগ্রহ

করেন'—এই বাক্যের মর্ম্ম সহজেই বোধগম্য হইতে পারিবে। কর্ম্মকে রথ বলিয়াছি। কর্ম্মরূপ রথের পরিচালকদ্বয় 'রথ্যা' পদে অভিহিত হইয়াছেন। সেই রথিদ্বয় কেমন? না—তাঁহারা 'ত্রিস্রঃ' (ত্রয়ঃ) অর্থাৎ ত্রিবিধ গুণসাম্যসাধক। সে দিক দিয়া না গিয়া, আমার ছান্দসে 'ত্রিস্রঃ' হইয়াছে ধরিয়া লইলাম। তাহাতে ভাব দাঁড়ায় এই যে, এখানে 'ত্রিস্রঃ' বিশেষণে একটু গোল বাধে। 'ত্রি' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঐ পদ নিষ্পন্ন হয়। ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ সেই জন্য 'বেদী' পদ অধ্যাহার করিয়া তাহার বিশেষণরূপে ঐ পদকে গ্রহণ করেন। আমাদের কর্ম্মরূপ রথ যখন ত্রিগুণসাম্য প্রাপ্ত হয়, তখন বুঝিতে হইবে, অশ্বিদ্বয় নামক ভগবদ্বিভূতি আসিয়া সে রথের পরিচালক হইয়াছেন। দ্যুলোক হইতে, স্বর্গ হইতে, ভগবৎ সকাশ হইতে, সেই অবস্থাতেই তাঁহারা আগমন করেন। প্রার্থনায় তাঁহাদের শুভাগমনরূপ অনুগ্রহ যাচ্ঞা করা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে,—'আমাদের কর্ম্মমাত্র গুণসাম্যযুত হউক, আর সেই কর্ম্মকে আপনারা প্রাপ্ত হউন।' অতঃপর মন্ত্রের চতুর্থ ও পঞ্চম অংশ (অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যার 'স্বসরাণি' হইতে 'গচ্ছতং' পর্য্যন্তের) তাৎপর্য্য লক্ষ্য করা যাইতেছে। এই অংশের প্রচলিত ব্যাখ্যার বিষয় আলোচনা পুনরুক্তি মাত্র হইবে। এখানকার প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'জীবাত্মা, পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট হউক।' তাহা হইলে, ত্রিগুণ-সাম্য সাধনভূতা অশ্বিদেবদ্বয় নিত্য-বিরাজিত থাকিবেন। ত্রিগুণ-সাম্যের সহিত জীবাত্মা-পরমাত্মার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। অশ্বিদ্বয় সেই গুণসাম্য-বিধায়ক ভগবদ্বিভূতি। সুতরাং সে ক্ষেত্রে তাঁহাদের সম্বন্ধ অবিচ্ছন্ন।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ঋকের মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'হে অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক দেবদ্বয়! হে ত্রিধাতুর ও ত্রিগুণের সাম্য-বিধায়ক দেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগকে আপনাদিগের অনুসরণকারী করুন; আপনাদের কৃপায় আমাদিগের ত্রিগুণের ও ত্রিধাতুর সাম্য সাধিত হউক, এবং আমাদিগকে কর্ম্মশক্তি দানের দ্বারা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত করুন; অর্থাৎ, আপনাদের কৃপায় কর্ম্মসামর্থ্য-লাভে এই জীবাত্মা যেন পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে সমর্থ হয়।' (১ম—৩ সূ—৭ঋ)।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুস্ত্রিংশং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

ত্রিরশ্বিনা সিন্ধুভিঃ সপ্তমাতৃভিস্ত্রয়ঃ

আহাবাস্ত্রেধা হবিষ্কৃতং ॥ ৮ ॥

তিস্রঃ পৃথিবীরুপরি প্রবা দিবো নাকং

রক্ষেথে দ্যুভিরক্তুভির্হিতং ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্রিঃ। অশ্বিনা। সিন্ধুঽভিঃ। সপ্তমাতৃঽভিঃ। ত্রয়ঃ।

আঽহাবাঃ। ত্রেধা। হবিঃ। কৃতং।

তিস্রঃ। পৃথিবীঃ। উপরি। প্রবা। দিবঃ। নাকং।

রক্ষেথে। ইতি। দ্যুঽভিঃ। অক্তুঽভিঃ। হিতং ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (হে দেবৌ) যুবাং 'সপ্তমাতৃভিঃ' (সপ্তলোকপালয়িত্রীভিঃ) 'সিন্ধুভিঃ' (মেঘধারাভিঃ) 'ত্রিঃ' (ত্রিকালং, গুণসাম্যং ধাতুসাম্যং চ রক্ষতং ইতি শেষঃ); 'ত্রয়ঃ' (ত্রিসংখ্যকাঃ, সত্ত্বরজস্তমোরূপাঃ) 'আহাবাঃ' (হবনীয়াধারাঃ) সন্তু, যুবয়োঃ কৃপয়া ইতি যাবৎ; তদাধারত্রয়ং 'ত্রেধা' (ত্রিভিঃ প্রকারৈঃ, ত্রিগুণসাম্যৈঃ) 'হবিষ্কৃতং' (হবিঃ-

সম্পাদিতং দ্রব্যং, ভগবদুদ্দেশ্যে বিহিতং হবনীয়রূপং) অস্মাকং অভ্যন্তরে সঞ্চয়ং কুরুতং ইতি শেষঃ; 'ত্রিধাতুঃ' (ত্রিগুণসাম্যসাধনভূতাঃ) 'পৃথিবীঃ' (মাতৃস্থানীয়া ধরণীঃ) 'উপরি' (ব্যাপ্য) 'প্রবা' (প্রবন্তৌ, গচ্ছন্তৌ, বিচরন্তৌ) যুবাং 'দিবঃ' (দ্যুলোকসম্বন্ধিনং, দ্যুলোকে) 'নাকং' (সূর্য্যং) 'রক্ষেথে' (রক্ষথঃ), 'দ্যুভিঃ' (অহোভিঃ) 'অক্তুভিঃ' (রাত্রিভিঃ চ) 'হিতং' (স্থাপিতং, পরিচালয়তং)। হে দেবৌ! যুবয়োঃ প্রভাবৈঃ সর্ব্বত্র গুণসাম্যো ভবতি। যুবয়োরধিষ্ঠানেন গুণসাম্যাৎ দ্যুলোকে ভূলোকে সর্ব্বত্র সাম্যভাবো বিদ্যতে, কুত্রাপি বিশৃঙ্খলা ন ভবতি ইতি ভাবঃ। (২ব—৩৪সূ—৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা সেই সপ্তলোকপালয়িত্রী মাতৃদেবীর স্নেহ-ধারা দ্বারা সদাকাল সাম্যভাব (গুণসাম্য ও ধাতুসাম্য) রক্ষা করেন; (আপনাদের কৃপাতেই) সত্ত্বরজস্তমোরূপ তিনটী হবনীয়াধার বিহিত হয়; আপনারা ত্রিগুণসাম্য দ্বারা (আমাদের মধ্য হইতে) ভগবদুদ্দেশ্যে অর্পণযোগ্য হবনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করেন; ত্রিগুণসাম্য-সাধনভূতা মাতৃ-স্থানীয়া এই পৃথিবীকে ব্যাপিয়া বিচরণশীল আপনারা, দ্যুলোকে সূর্য্যকে রক্ষা করেন, দিবা এবং রাত্রি বিহিত করেন; (অর্থাৎ, আপনাদের কর্তৃক সাম্য-ভাব সংরক্ষিত হওয়ায়, এই সংসারে সূর্য্য প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং দিবা ও রাত্রি বিহিত হয়)। (১ম—৩৪সূ—৮ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনা সপ্তমাতৃভিঃ। ইমং মে গঙ্গে ইত্যাদিমন্ত্রোক্তাঃ সপ্ত সংখ্যাকা গঙ্গাদ্যা নদ্যো মাতর উৎপাদিকা যেষাং জলবিশেষাণাং তে সপ্তমাতরঃ। তৈঃ সিন্ধুভিঃ স্যন্দন-যুক্তৈর্বৈর্দ্ধৈর্জলৈর্বসতীবরীনামভিস্ত্রিঃ সোমাভিষবঃ কৃত ইতি শেষঃ। তথা চাত্রৈব ব্রাহ্মণে সমাম্নাতং। অষ্টৌ কৃত্বোহভিষুণোতি একাদশকৃত্বো দ্বিতীয়ং দ্বাদশকৃত্বস্তৃতীয়মিতি। আহাবা যথোক্তজলযুক্তস্য সোমস্যাধারভূতাঃ কূপসদৃশাস্ত্রয়স্ত্রিসংখ্যাকা দ্রোণকলসা ধবনীয়

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! সপ্তমাতৃক। 'ইমং মে গঙ্গে' ইত্যাদি মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট সপ্তসংখ্যক গঙ্গা আদি নদীসমূহ মাতা হইয়াছে যে জল সমূহের। সেই স্যন্দনশীল বসতীবরী জল সমূহের দ্বারা তিনবার সোমাভিষব করা হইয়াছে। এইরূপ ব্রাহ্মণান্তরে পঠিত হইয়াছে। 'অষ্টৌ কৃত্ব' ইত্যাদি। যথোক্ত জলযুক্ত সোমের দ্রোণকলস ধবনীয় ও পূতভৃৎ নামক কূপসদৃশ তিনটি

পূতভৃদাখ্যা নিষ্পন্না ইতি শেষঃ। হেতু ত্রিষু পাত্রবিশেষেষু দ্রোণাত্রিভিঃ প্রকারৈঃ সবন-ত্রয়গতৈর্হবিষ্কৃতং। সোমাখ্যং হবিঃসম্পাদিতং দ্রব্যং বর্ত্তত ইতি শেষঃ। তিস্রঃ পৃথিবীরুপরি। ত্রিতাঃ পৃথিব্যাদিলোকেভ্যঃ ঊর্দ্ধং প্রযা প্রযন্তৌ গচ্ছন্তৌ যুবাং দিবো নাকং দ্যুলোকসম্বন্ধিনমাদিত্যং রক্ষেথে। কীদৃশং নাকং। দ্যুভিরহোভিরক্তুভী রাত্রিভিশ্চ হিতং স্থাপিতং। অহনি সূর্য্য উদেতি রাত্রাবস্তং গচ্ছতীত্যেবমহোরাত্রাভ্যাং সূর্য্যেণ ব্যবস্থাপ্যত ইত্যর্থঃ॥

সপ্তমাতৃভিঃ। বহুব্রীহিস্বরঃ। আহাবা। নিপানমাহাবঃ। পা০ ৩।৩।৭৪। ইত্যাঙ্-পূর্ব্বাদ্ধয়তে রপ্ প্রত্যয়ঃ সম্প্রসারণং বৃদ্ধিশ্চ নিপাত্যতে। থাথাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং প্রযা। চুঙ্ প্রঙ্ গতৌ। প্রযেতে গচ্ছত ইতি প্রযৌ। পচাদ্যচ্। সুপাং সুলুগিত্যা-কারঃ। নাকং নাস্মিন্নকমস্তীতি নাকঃ। নভ্রাণ্নপাদিত্যাদিনা নঞঃ প্রকৃতিভাবঃ। দ্যুভিঃ। উড়িদমিত্যাদিনা প্রাপ্তস্য বিভক্ত্যুদাত্তস্য দিবোহল। পা০ ৬।১।১৮৩। ইতি প্রতিষেধঃ॥ ৮॥

অষ্টম (৪০৪) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

প্রচলিত ব্যাখ্যায় এ ঋকে অশ্বিদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলা হই-তেছে,—"হে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সপ্তনদীর জল দ্বারা তিন বার সোমাভিষব হইয়াছে এবং সোমরসের আধার-স্বরূপ ত্রিসংখ্যক দ্রোণকলস নিষ্পন্ন হইয়াছে, সবনত্রয়ে নিষ্পন্ন সোমরস দ্রোণকলসে প্রস্তুত আছে। পৃথিব্যাদি লোকত্রয়ের উপরিভাগে গমনকারী আপনারা দ্যুলোক সম্বন্ধে এবং

আধার নিষ্পন্ন হইয়াছিল। সেই পাত্রত্রয়ের মধ্যে সবনত্রয়গত সোমনামক হবিঃসম্পাদকদ্রব্য বর্ত্তমান ছিল। পৃথিবী আদি ত্রিলোকের ঊর্দ্ধদেশে গমনশীল আপনারা দ্যুলোকের সম্বন্ধী আদিত্যকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আদিত্য কিরূপ?—যাঁ, দিবা ও রাত্রিসমূহ দ্বারা, স্থাপিত। অর্থাৎ, দিবাতে সূর্য্য উদিত ও রাত্রিতে অস্তমিত—এইরূপ অহোরাত্রের দ্বারা সূর্য্য, বিশেষরূপে অবস্থিত হইয়াছিল।

'সপ্তমাতৃভিঃ' পদে বহুব্রীহিসমাস-জনিত স্বর। 'আহাবাঃ' এই পদটী, 'নিপানমাহাবঃ' (পা০ ৩।৩।৭৪) এই সূত্র দ্বারা আঙ্ পূর্ব্বক হ্বেঞ্ ধাতুর নিপাতনে অপ্ প্রত্যয়, সম্প্রসারণ ও বৃদ্ধি হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। থাথাদিস্বর হেতু ইহার পরপদের অন্তস্বর উদাত্ত। 'প্রযা' এই পদটী, গত্যর্থক প্রঙ্ ধাতুর উত্তর 'গমন করে' এই অর্থে পচাদিগণীয় অচ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। 'সুপাংসুলুক্' এই সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্থানে আকার হইয়াছে। 'এস্থলে দুঃখ নাই' এই অর্থে 'নাকঃ' এই পদটী, 'নভ্রাণ্নপাৎ' এই সূত্র দ্বারা নঞের প্রকৃতিভাব হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'দ্যুভিঃ'—এস্থলে 'উড়িদং' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইত; কিন্তু 'দিবোহল্' (পা০ ৬।১।১৮৩) এই সূত্র দ্বারা তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে॥ ৮॥

দিবাতে ও রাত্রিতে ব্যবস্থাপিত সূর্য্যকে রক্ষা করিতেছেন।" বলা বাহুল্য, সায়ণের অনুসরণেই এই প্রকার ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে।

ঋকের অন্তর্গত তিনটী পদের বিষয় আলোচনা করিলেই, কোন্ পক্ষে ঋকের কোন্ অর্থ সঙ্গত, তাহা বোধগম্য হইবে। ঋকের একটী পদ— 'সপ্তমাতৃভিঃ'। দ্বিতীয় পদ—'সিন্ধুভিঃ'। এই দুই পদের অর্থ উপলক্ষে নানাপ্রকার গবেষণা আছে। সায়ণের মত এই যে, 'সপ্তমাতৃভিঃ' পদে গঙ্গা প্রভৃতি সাতটী নদীকে বুঝাইতেছে, 'সিন্ধু' পদে 'স্যন্দমান্ উদক-প্রবাহ' বুঝায়। সকল নদীর স্যন্দমান্ জলে ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি হয়, তাই উহাদিগকে সপ্তমাতা বলা যায়। অথবা, ঐ দুই পদে সোমাভিষব-ক্রিয়াকেও বুঝাইতে পারে। স্যন্দনস্বভাববিশিষ্ট জলের দ্বারা সোমাভিষব-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তদর্থেই উহার প্রয়োগ। পক্ষান্তরে বলা হয়,—"যবসার, শর্করা, দুগ্ধ প্রভৃতি বিবিধ পদার্থের সংযোগের দ্বারা সোমরস সুস্বাদু করা হইত"—সেই প্রক্রিয়ার বিষয়ই এখানে উল্লিখিত, এবং সোমরস-প্রস্তুত-প্রসঙ্গই এখানে প্রখ্যাত। আলোচ্য তৃতীয় পদ—'আহাবাঃ'। ঐ পদে প্রায় সকলেই 'দ্রোণ-কলস' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সোমরস রাখিতে হইবে, তাহার জন্য কলস প্রয়োজন; তাই ঐ অর্থ গ্রহণ করা হয়।

এখন আমরা কি কারণে ঐ তিন পদের কি অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করি, তাহা বিবৃত করিতেছি। "সপ্তলোকের' বিষয় পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। বিশ্ব—সপ্তলোকে বিভক্ত। সেই সপ্তলোককে যিনি পালন করেন, তিনিই সপ্তমাতা। সিন্ধু—স্নেহধারা। জননী স্নেহধারা বিতরণে সন্তানকে পালন করেন। "সিন্ধুভিঃ সপ্তমাতৃভিঃ" পদদ্বয় সেই স্নেহধারা-বিতরণের ভাব প্রকাশ করে। এখানে অশ্বিদ্বয়কে বলা হইতেছে,— 'আপনারা মাতৃদেবীর স্নেহধারার দ্বারা সদাকাল আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন।' বড় সঙ্গত ও সুষ্ঠু ভাব। অশ্বিদ্বয়—সাম্যবিধায়ক, সাম্য-সংরক্ষক। জননী স্নেহ-করুণায় সন্তানকে রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহারাও ধাতুসাম্য ও গুণসাম্য দ্বারা রক্ষা (পরিত্রাণ) করেন। ধাতুসাম্য-[illegible]ন ও গুণসাম্য-সাধনই তো রক্ষা! এখানে সপ্তলোকের প্রাণীকে—সমগ্র সংসারের জীবকে—রক্ষা করার ভাবই প্রকাশ

পাইতেছে। 'আহাবাঃ' পদে 'দ্রোণকলস' প্রতিবাক্য বড়ই কষ্ট-কল্পনায় টানিয়া আনিতে হয়। ধাতু অনুসারে ঐ পদের অর্থ—'হবনীয়াধার'। হবনীয়াধার বলিতে কি বুঝি?—সত্ত্ব রজঃ তমঃ—তিন গুণের আশ্রয়-স্থানই কি হবনীয়াধার নহে? উহাদের সাম্যসাধন দ্বারাই কি আমরা ভগবানকে হবন (অর্চনা) করি না? ফলতঃ, হবনীয় দ্রব্যের আধার হউক অর্থাৎ হৃদয়ে ত্রিগুণসাম্যের স্থান হউক—এখানে এই মাত্র বলা হইয়াছে।

অতঃপর সমগ্র মন্ত্রটীর যথাপর্য্যায় ভাবসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি করুন। মন্ত্রটীকে আমরা চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। মন্ত্রে প্রথম বলা হইয়াছে—'মাতৃস্নেহের দ্বারা আপনারা বিশ্বে সাম্যভাব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।'* তার পর বলা হইতেছে,—'তিনটী (সত্ত্বরজস্তমোরূপ) হবনীয়াধার আপনারাই নির্দ্দেশ করেন; অর্থাৎ, ভগবদর্চ্চনায় যে বস্তুর যে আধার প্রয়োজন, আপনাদের কর্তৃকই তাহা বিহিত হয়।' † তৃতীয়তঃ,—'হবনীয় দ্রব্যও (ত্রিগুণসাম্যের দ্বারা) আপনারাই প্রস্তুত করিয়া থাকেন।' ‡ এই তিন অংশের তৃতীয় হইতে প্রথমের প্রতি যথাপর্য্যায় লক্ষ্য করিলে, বুঝা যাইবে,—'হবনীয় দ্রব্যও তাঁহাদের সৃষ্ট, সে দ্রব্যের আধারও তাঁহাদের কৃত, আবার সে দ্রব্য তাঁহারাই মাতৃবৎ স্নেহে সংসারে বিতরণ করেন। উপসংহারে এ পক্ষে মন্ত্রের শেষাংশের (অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যার "ত্রয়ঃ" হইতে "হিতং" পর্য্যন্ত অংশের) ভাবসঙ্গতি উপলব্ধি করুন। ঐ অংশের ভাব এই যে,—'পূর্ব্বোক্তরূপ গুণসাম্যসাধন দ্বারাই সংসার কক্ষভ্রষ্ট নহে,—সূর্য্য যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন,—দিবারাত্রি যথারীতি বিহিত হইতেছে। ত্রিগুণের ও ত্রিভাবেরও সাম্যসাধনহেতুই পৃথিবীর অস্তিত্ব আছে,—সূর্য্যচন্দ্রাদি কেহই বিক্ষিপ্ত নহেন,—আমরা মনুষ্যজাতি এই ঘূর্ণ্যমান্ সংসারেও বিচরণ করিতে পারিতেছি।'

সাম্যসাধনই সকল দিকের সকল অবস্থার সকল প্রকার মঙ্গলের মূলীভূত। দেহ পক্ষে দেখ,—তোমার বায়ু-পিত্ত-কফ ত্রিধাতুর একটীর

---

* "অশ্বিনা" হইতে "ত্রিঃ" পর্য্যন্ত অংশে (অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা দেখুন) এই ভাব ব্যক্ত।

† "ত্রয়ঃ আহবাঃ" অংশের মর্ম্মার্থ এই রূপই হয়।

‡ "ত্রেধাঃ" হইতে অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যার "হবিষ্কৃতং" অংশের ইহাই অর্থ।

যদি ন্যূনাধিক্য ঘটে, একটীতে যদি বৈষম্য উপস্থিত হয়, তোমাকে বৈকল্য আনিবে, তোমার দেহকে পীড়াগ্রস্ত করিবে; তাহার কারণ তোমাকে হয় তো বা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। অন্যপক্ষে আবার দেখ,—সে বৈষম্যের নিরসন কল্পে—সে পীড়ার উপশম-পক্ষে, তোমায় কি করিতে হইবে? এমন কর্ম্মের তখন প্রয়োজন হইবে না কি —যাহাতে ত্রিধাতুর সাম্য সাধিত হয়। অন্তর-পক্ষেও—মনঃসম্বন্ধেও এই ভাব। তোমার সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণের একটীতে যদি বৈষম্য ঘটে, একটীতে যদি তারতম্য আসে, হৃদয়ে দারুণ উৎক্ষেপ উপস্থিত হইবে না কি? আর, তাহার দরুণ অশান্তিতে তুমি জ্বলিয়া মরিবে না কি? সে অবস্থায়, গুণসাম্য সাধন ভিন্ন, কোথাও তোমার শান্তি নাই। সংসারের সর্ব্বত্র এই অবস্থা। কোথাও একটু অসাম্যের ভাব উপস্থিত হইলে, তৎক্ষণাৎ বিক্ষোভ-বিপত্তিতে সংসার ঘেরিয়া ফেলিবে। এখানকার এ ঋকের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে সাম্য-প্রতিষ্ঠাতা দেবদ্বয়! আপনারা জননীর ন্যায় স্নেহ-করুণায় আমাদিগের গুণসাম্য বিধান করুন।' (১ম—৩৪সূ—৮ঋ)।

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং চতুস্ত্রিংশং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

ক্ব১ত্রী চক্রা ত্রিবৃতো রথস্য ক্ব১ত্রয়ো

বন্ধুরো যে সনীলাঃ।

কদা যোগো বাজিনো রাসভস্য যেন

যজ্ঞং নাসত্যোপযাথঃ ॥ ৯ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ক। ত্রী। চক্রা। ত্রিঽবৃত। রথস্য। ক। ত্রয়ঃ।

বন্ধুরঃ। যে। সঽনীলাঃ।

কদা। যোগঃ। বাজিনঃ। রাসভস্য। যেন।

যজ্ঞং। নাসত্যা। উপঽযাথঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ত্রিবৃতঃ' (ত্রিধাতুবিশিষ্টস্য, বহনসামর্থ্যসম্পন্নস্য) 'রথস্য' (কর্ম্মরূপরথস্য) 'ত্রী' (ত্রীণি ত্রিগুণসাম্যরূপাণি) 'চক্রা' (চক্রাণি, পরিচালকানি, সংরক্ষকানি) 'ক' (কুত্র স্থিতানি, ন জানামি ইতি ভাবঃ); 'যে সনীলাঃ' (যে উপবেশনযোগ্যানি স্থানানি অস্মাকং 'স্থিতিবিধায়কানি যানি অনুষ্ঠানানি) তেষাং 'ত্রয়ঃ' (ত্রিভাগযুক্তঃ, গুণসাম্যবিশিষ্টঃ) 'বন্ধুরঃ' (অবলম্বনং, সুখং) 'ক' (তদপি বা কুত্র বর্ত্ততে, ন পশ্যামি ইতি ভাবঃ); 'নাসত্যা' (হে নাসত্যৌ, অসৎ-সম্বন্ধরহিতৌ দেবৌ) 'যেন' (কর্ম্মরূপরথেন) যুবাং 'যজ্ঞং' (অস্মাকং যজ্ঞাদিকর্ম্ম, হৃদয়রূপ-যজ্ঞক্ষেত্রং বা) 'উপযাথঃ' (প্রাপ্নুথঃ), তেন রথেন সহ 'রাসভস্য' (শব্দায়মানস্য, অস্মদীয়স্য) 'বাজিনঃ' (বলস্য, কর্ম্মশক্ত্যাঃ) 'যোগঃ' (মিলনং) 'কদা' (কস্মিন্ কালে সম্ভবতি, ন জানামি ইতি শেষঃ)। ত্রিবিধা প্রশ্নমূলিকা এষা ঋক্। সাধকস্য হৃদয় উদ্বেলিতঃ সন্ আত্মানং জিজ্ঞাসতি—'কিং কর্ম্ম, কুত্র আশ্রয়ঃ, কেন উপায়েন দেবসম্বন্ধং লপ্স্যে? অহং তৎপথং প্রদর্শয়তং!' ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৪সূ—৯ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

ত্রিধাতুবিশিষ্ট (বহনসামর্থ্যসম্পন্ন) কর্ম্মরূপ-রথের ত্রিগুণসাম্যসাধনরূপ তিনটী চক্র অর্থাৎ পরিচালক-শক্তিত্রয় কোথায়? রথে উপবেশন-যোগ্য যে স্থান-সকল (কর্ম্মের স্থিতিবিষয়ে যে অনুষ্ঠান-পরম্পরা), তাহাদের যে তিনটী অবলম্বন (তদন্তর্গত গুণসাম্য-সাধনভূত যে সুখ), তাহাই বা কোথায়? অসৎসম্বন্ধরহিত হে দেবদ্বয়!—যে কর্ম্মরূপ-রথে আপনারা আমাদিগের হৃদয়-রূপ যজ্ঞক্ষেত্রকে প্রাপ্ত হন, সেই রথে রাসভ-

তুল্য অজ্ঞ আমাদিগের শক্তির মিলন কোন্ কালে সম্ভবপর হইবে? (কেহই দেখি না বা জানি না—এই ভাব)। (১ম—৩৪সূ—৯ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে নাসত্যাবশ্বিনৌ ত্রিবৃতস্ত্রিসংখ্যাকরশ্মিভিরুপেতস্য ভবদীয়স্য রথস্য। ঈষাদ্বয়ং পূর্ব্বভাগে সংযুজ্যতে। সেয়মেকাশ্রিঃ। পৃষ্ঠভাগে বিযুজ্যতে। তত্র কোণদ্বয়ং সম্পদ্যতে। ঈদৃশস্য রথস্য সম্বন্ধীনি ত্রীণি চক্রাণি ক কুত্র স্থিতানীত্যস্মাভির্ন দৃশ্যতে। যে কাষ্ঠবিশেষাঃ সনীলাঃ। নীলং গৃহসদৃশং রথস্যোপর্য্যুপবেশস্থানং তেন সহ বর্ত্তন্ত ইতি সনীলাস্তে কাষ্ঠবিশেষা বন্ধুরো নীড়বন্ধনাধারভূতাস্ত্রয়ঃ। অক্ষেণ সহিতে দ্বে ঈষে ইত্যেবং ত্রিসংখ্যাকাঃ ক কুত্র স্থিতা ইত্যস্মাভির্ন জ্ঞায়ন্তে। বাজিনো বলবতো রাসভস্য ভবদীয়াশ্বস্থানীয়স্য যোগো রথে যোজনং কদা কস্মিন্ কালে নিষ্পন্নমিত্যস্মাভির্ন দৃশ্যতে। যেন চক্রত্রয়নীড়কাষ্ঠত্রয়রাসভযোজনসহিতেন রথেন যজ্ঞমস্মদীয়ং যাগস্থানমুপযাথঃ। যুবাং প্রাপ্নুথস্তাদৃশস্য রথস্যেতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥

ত্রী চক্রা। উভয়ত্রাপি শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। বন্ধুরঃ। বন্ধেরৌণাদিক উরন্‌প্রত্যয়ঃ। বধং ছান্দসং। সনীলাঃ। বোপসর্জ্জনস্যেতি সভাবঃ॥ ৯॥

নবম (৪০৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই সূক্তের প্রায় সকল ঋকগুলির মধ্যেই একটী রূপকালঙ্কার রহিয়াছে। সাধারণ দৃষ্টিতে প্রথমেই প্রতীত হয়,—যেন অশ্বিদেবদ্বয়ের রথের বিষয়ই ঋক কয়েকটীতে প্রখ্যাত আছে। তদনুসারে সাধারণ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! ত্রিসংখ্যক অশ্রিসংযুক্ত আপনাদের রথের ঈষাদ্বয় পূর্ব্বভাগে যোজিত হয়; তাহাতে দুইটী কোন সম্পাদিত হয়। এরূপ রথের সম্বন্ধী চক্রত্রয় কোন্ স্থলে স্থিত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিতে পাই না। যে কাষ্ঠবিশেষ, রথের উপর উপবেশস্থানরূপ নীলের সহিত বর্ত্তমান; সেই কাষ্ঠবিশেষ নীড়বন্ধনের আধারভূত তিনটী—একটী অক্ষ এবং দুইটী ঈষা; সেই তিনটী কোথায় রহিয়াছে, তাহা আমরা জানি না। বলবান, অশ্বতুল্য আপনাদের গর্দ্দভ, কোন সময় রথে যুক্ত হয়; তাহা আমরা দেখিতে পাই না। চক্রত্রয় নীড়কাষ্ঠত্রয় এবং গর্দ্দভ-যোজিত যে রথের সহিত আপনারা আমাদের যজ্ঞস্থলে গমন করেন, তাদৃশ রথের—এইরূপ পূর্ব্বের সহিত অন্বয়।

'ত্রী' 'চক্রা'—এই উভয়স্থলেই 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' সূত্র দ্বারা শি এর লোপ হইয়াছে। 'বন্ধুরঃ' এই পদটী, বন্ধ ধাতুর উত্তর ঔণাদিক উরন্ প্রত্যয়ে ছান্দসপ্রযুক্ত হইয়া নিষ্পন্ন। 'সনীলাঃ'—এস্থলে 'বোপসর্জ্জনস্য' এই সূত্র দ্বারা সমাসে সহ শব্দের স্থানে স-ভাব হইয়াছে॥ ৯॥

রথ পক্ষে মন্ত্রের অর্থ একরূপ হইয়া থাকে; আবার, রথের নিগূঢ়ভাব গ্রহণ করিলে, মন্ত্রের অর্থ আর এক প্রকার হইয়া আসে। সূক্তের প্রত্যেক ঋক্ সম্বন্ধেই এই বক্তব্য।

আলোচ্য ঋক্‌টীও, অন্তর্নিহিত বহুভাবের মধ্যে প্রধানতঃ ঐ দুই ভাবের দ্যোতনা করে। পক্ষান্তরে, এই ঋকই আবার বুঝাইয়া দেয় যে, যে রথের প্রসঙ্গ এই সকল মন্ত্রে প্রখ্যাপিত, সে রথ—জড় পদার্থের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট নহে। পরন্তু, এ মন্ত্রে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, সে রথ আধ্যাত্মিক-ভাব-সম্বন্ধযুত। এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতেও বোধগম্য হইবে যে, ঐ রথ-পদে কোন্ বস্তুর প্রতি লক্ষ্য আসিতেছে। * যে রথের চক্র দৃষ্ট হয় না, যে রথের বসিবার স্থান জানা যায় না, যে রথের বাহককেও দেখিতে পাওয়া যায় না—সে কি জড় বস্তুজাত রথ? কদাচ নহে। আমরা আধ্যাত্মিক-ভাব রক্ষা করিয়া মন্ত্রের যে অর্থ করিতেছি, এতদ্দ্বারা তাহারই পোষণ হইতেছে, মনে করি। সৎকর্ম্মরূপ রথে ভগবান আরোহণ করেন, সৎকর্ম্ম দ্বারা ভগবানকে বা ভগবদ্বিভূতিকে লাভ করা যায়,—ইহাই এরূপ ক্ষেত্রের তাৎপর্য্যার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

মূলে আছে—'ত্রিবৃতঃ'। তাহাতে রথটী যে তিনকোণবিশিষ্ট, ব্যাখ্যাকারগণ তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক পক্ষে, এ প্রকার অর্থে, আদিম অসভ্য সমাজের 'গো-যানকে' বা বিহারের একা গাড়ীকে কল্পনা করা যায়। কিন্তু উহার তিনখানা চাকা (ত্রীণি চক্রাণি) বলিতে, সে ভাব উল্টাইয়া গেল। রথ যে কি প্রকার, তাহা বোধগম্য হইল না। তার

---

* সায়ণভাষ্যের অনুসরণে যে বঙ্গানুবাদ প্রচলিত, তাহার দুইটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—(১) "হে অশ্বিনীকুমারদ্বয় আপনারা যে রথে আরোহণ করিয়া আমাদিগের যজ্ঞ-ভূমিতে আগমন করেন, সেই কোণত্রয়বিশিষ্ট রথের চক্রত্রয় কোথায় আছে আমরা তাহা দেখিতে পাই না, এবং কোন্‌খানে কাষ্ঠময় তিন উপবেশন-স্থান আছে, তাহাও জানিতে পারি না। এবং কখন সেই রথে বলবান গর্দ্দভ যোজিত হইল, তাহাও জানি না।" (২) "হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! তোমার ত্রিকোণ রথের তিনটী চক্র কোথায়? বন্ধনাধারভূত নীড়ের তিনটী কাষ্ঠ কোথায়? বলবান গর্দ্দভ কখন তোমাদের রথে যুক্ত হয়? যদ্দ্বারা আমাদিগের যজ্ঞে আগমন কর।" বলা বাহুল্য, এসকল প্রশ্নে সাধারণ-জনবোধক পরিদৃশ্যমান রথকে যে বুঝায় না, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

পর অধিকতর সমস্যার কথা—'সে রথের ত্রিচক্র কোথায়?' অর্থাৎ, দেখিতে পাওয়া যায় না। তবেই বুঝা যায়, বস্তু পক্ষে তো নহেই,—পরন্তু, ভাব-পক্ষেই উহার অর্থ-সঙ্গত সম্ভবপর। এক্ষণে আমাদের অর্থের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করুন। আমরা বলি—'ত্রিবৃতঃ' পদের অর্থ—ত্রিধাতুবিশিষ্ট, বহুসামর্থ্য-সম্পন্ন; উহার ভাব এই যে—(যে রথ) ভগবানের নিকট লইয়া যাইতে পারে। এখন 'রথ' কি ও তাহার 'চক্র' কি, তাহা বুঝিয়া দেখুন। 'রথ' বলিতে, বলিয়াছি তো—কর্ম্মকে বুঝাইতেছে। 'তিনটী চক্র' বলিতে—ত্রিগুণ সাম্যসাধন রূপ ত্রিবিধ পরিচালক বা সংরক্ষক বুঝাইতেছে। যে রথে ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারে, যে কর্ম্ম দ্বারা ভগবানকে বা ভগবানের অনুকম্পাকে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, সে রথে বা সে কর্ম্মে সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিগুণের সাম্যসাধন হওয়া আবশ্যক। যে কর্ম্মে ত্রিগুণের সাম্য সাধিত হইয়াছে, সেই কর্ম্ম দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাই মর্ম্মার্থ। জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—"ক" অর্থাৎ সে কর্ম্ম কোথায়? এখানে দুই ভাব মনে আসে। প্রথম—আক্ষেপ বা অবসাদ; দ্বিতীয়—অদর্শন। কোথায় সে রথ—কোথায় সে রথের চক্র! আমি তো এমন কোনও কর্ম্ম করিতে পারিলাম না—যাহার দ্বারা সে রথের সে চক্রের সন্ধান পাইব? দৈহিক-ব্যাধি ও মানসিক-ব্যাধি দূর করিবার জন্য, তাঁহারা—সেই অশ্বিদেবদ্বয় আসিবেন, তেমন কর্ম্ম আমি কি করিলাম! আমার ব্যাধিপীড়িত দেহ ও অশান্তিময় প্রাণ কেমনে শান্তিলাভ করিবে? অন্যপক্ষে—অদর্শন। তুমি বলিতেছ—'সে এক রথ, তাহার আছে—তিনটী চক্র।' কিন্তু কৈ, দেখা তো যায় না। তবেই বুঝা গেল, দৃষ্টির অগোচর সে এক মনোরথের বিষয়। রথ-পদও এখানে সেই আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রকাশক; চক্র-পদও আধ্যাত্মিক অবস্থার দ্যোতক এবং 'সনীল'-পদও আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করিতেছে। এক্ষণে মন্ত্রান্তর্গত আর একটী শব্দের প্রতি লক্ষ্য করুন—'রাসভস্য।' পুরাণ-প্রসঙ্গাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ রাসভ (গর্দ্দভ) অশ্বিদেবদ্বয়ের বাহন। ভাষ্যকার, ঐ মতের অনুসরণেই বস্তুপক্ষে অর্থ-নিষ্কাসন করিয়া গিয়াছেন। আধ্যাত্মিক পক্ষেই কিন্তু, ঐ অংশের সুসঙ্গত অর্থ উপলব্ধি করা যায়। ঐ রাসভ পদ, অজ্ঞ সাধকদিগকে দ্যোতিত করিতেছে।

এবম্বিধ সাধক, এই অংশে দেবতার নিকট প্রার্থনার ভাবে বলিতেছেন,—'হে অসত্যরহিত দেবদ্বয়! যে কর্ম্মরূপ রথে, আপনারা আমাদের হৃদয়-স্বরূপ যজ্ঞক্ষেত্রে শুভাগমন করেন; সেই কর্ম্মরথ বিষয়ে গর্দ্দভের মত অজ্ঞান আমাদের শক্তির যোগ, কোন সময় সংঘটিত হইবে।' এ প্রার্থনায় স্বতই এই ভাব অবভাসিত হয় যে—সংকর্ম্মসাধনে আমরা রাসভের তুল্য অজ্ঞান। কবে আপনাদের অনুগ্রহে আমরা কর্ম্মসামর্থ্য লাভ করিব? কোন সময় আপনারা সেই সংকর্ম্মরূপ রথে আরোহণ করিয়া আমাদের হৃদযজ্ঞাগারে সমাসীন হইবেন?

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অশ্বিদেবদ্বয়—দ্বিবিধব্যাধিনাশক। সাধকের বহির্ব্ব্যাধি অন্তর্ব্ব্যাধি—এই দ্বিবিধ ব্যাধি নাশ করিবার জন্যই ভগবানের দ্বিবিধ বিভূতির একত্র সমাবেশ। সেই ভগবদ্বিভূতিদ্বয় হৃদয়ে সমাসীন হইলে, বাহ্যিক ও আন্তরিক বাতপিত্তকফ এবং সত্ত্বরজস্তমোরূপ ধাতু ও গুণত্রয়য়ের প্রকোপাদি-জনিত যাবতীয় ব্যাধি একেবারে নিরাকৃত হয়। ধাতুসাম্যে বহির্ব্ব্যাধি অপগত হইলে—গুণসাম্যে অন্তর্ব্ব্যাধি উপশমিত হইলে, সাধকের সাধনাপক্ষে দেহ সুদৃঢ় এবং চিত্ত নির্ম্মল ও সুস্থ হয়। দেহ ও মন প্রকৃতিস্থ হইলে, সাধনসিদ্ধি স্থিরনিশ্চয়। পরন্তু, দেহমন প্রকৃতিস্থ না হইলে—দেহের ধাতুসমতা, এবং অন্তরের ইন্দ্রিয়বিক্ষোভকর গুণাদির সাম্য সঞ্জাত না হইলে সাধনমার্গে অগ্রসর হইতেই সমর্থ হওয়া যায় না। তাই সাধক, ব্যাকুল ভাবে অশ্বিদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং প্রার্থনার ভাব প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়াছে—তাঁহার অনুসন্ধিৎসা বলবতী হইয়াছে। তিনি দেবতার নিকট কাতরপ্রাণে ব্যাকুলকণ্ঠে জানাইতেছেন—কর্ম্ম কি? আশ্রয় কোথায় বা কি উপায়ে দেবসম্বন্ধ লাভ করা যায়? 'হে দেবদ্বয়! এ বিষয়ে আমি রাসভের (গর্দ্দভের) তুল্য অজ্ঞান। আপনাদের অনুগ্রহে অঘটন-ঘটনা সংঘটিত হয়—পঙ্গুও সমুদ্র-লঙ্ঘনে সমর্থ। এই ভরসাতেই রাসভতুল্য অজ্ঞান আমি, আপনাদের শরণাপন্ন হইতেছি। আপনারা আমাকে সেই পথ প্রদর্শন করুন—যে পথে পরিচালিত হইলে, আমরা কর্ম্ম শিখিতে পারিব, আশ্রয় স্থান কোথা জানিতে পারিব; পরিশেষে আপনাদের সম্বন্ধ লাভে সমর্থ হইব।' (১ম—৩৪সূ—৯ঋ)।

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুস্ত্রিংশং সূক্তং। দশমী ঋক্)।

আ নাসত্যা গচ্ছতং হূয়তে হবির্মধ্বঃ পিবতং

মধুপেভিরাসভিঃ।

যুবোর্হি পূর্ব্বং সবিতোষসো রথমৃতায়

চিত্রং ঘৃতবন্তমিষ্যতি ॥ ১০ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। নাসত্যা। গচ্ছতং। হূয়তে। হবিঃ। মধ্বঃ। পিবতং।

মধুপেভিঃ। আসভিঃ।

যুবোঃ। হি। পূর্ব্বং। সবিতা। উষসঃ। রথং। ঋতায়।

চিত্রং। ঘৃতবন্তং। ইষ্যতি ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিক-ব্যাখ্যা।

'নাসত্যা' (সত্যস্বরূপৌ হে দেবৌ) 'আ গচ্ছতং' (আগচ্ছতং, প্রতিষ্ঠতং, কর্ম্মণি অস্মাকং হৃদয়ে বা); 'হবিঃ' (মদীয়ং হবনীয়ং দ্রব্যং) 'হূয়তে' (তৌ কাময়তে); 'মধুপেভিঃ' (মধুপানশীলৈঃ, অমৃতগ্রহণকারিভিঃ) 'আসভিঃ' (আস্যৈঃ, মুখৈঃ) 'মধ্বঃ' (মধুরাণি,

মৎসরভাবাদীনি) 'পিবতং' (পানং কুরুতং, গৃহ্লীতং) ; 'সবিতা' (জ্ঞানস্বরূপঃ সবিতৃদেবঃ, জ্ঞানাধারো ভগবান্) 'উষসঃ' (উষাকালস্য, জ্ঞানোন্মেষস্য) 'পূর্ব্বং' (পুরা, অগ্রে) 'যুবোঃ' (যুবয়োঃ, ভয়োঃ সম্বন্ধিনং) 'ঘৃতবন্তং' (অমৃতযুতং) 'চিত্রং' (বিচিত্রগুণবিশিষ্টং) 'রথং' (কর্ম্মরূপযানং) 'ঋতায়' (যজ্ঞাদিসৎকর্ম্মসাধনায়) 'হি' (নিশ্চিতং, সদৈব) 'ইষ্যতি' (প্রেরয়তি)। ভগবদনুগ্রহেণ যয়ং অতিদৈন্যবেহপি অশ্বিদেবয়স্য সম্বন্ধং লভেমহি। তৌ দেবৌ সাক্ষাৎ অস্মান্ প্রাপ্নুতং ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৪সূ—১০ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সত্যভাবসমন্বিত হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাদের কর্ম্ম-মধ্যে (হৃদয়ে) আগমন করুন (প্রতিষ্ঠিত হউন); আমাদের হবনীয় দ্রব্য আপনাদিগকে কামনা করিতেছে ; আপনাদিগের মধুপানশীল (শুদ্ধসত্ত্বভাবগ্রহণকারী) মুখের দ্বারা (বিভূতির সাহায্যে) মাধুর্য্যরসাদি (আমাদের কর্ম্মের সত্ত্বভাবাদি) আপনারা পান (গ্রহণ) করুন ; সেই সবিতৃদেব (জ্ঞানাধার ভগবান্) উষাকালের পূর্ব্বে (জ্ঞানোন্মেষের পূর্ব্বেই) আপনাদিগের সম্বন্ধীয় (আপনাদিগকে আনয়ন জন্য) অমৃতযুত (ঘৃতবন্ত) বিচিত্রগুণ-বিশিষ্ট (চিত্রবিচিত্রতা-সম্পন্ন) কর্ম্মকে (রথকে) যজ্ঞ-সাধনের (ইষ্ট-লাভের) নিমিত্ত চিরকালই প্রেরণ করুন। (১ম—৩৪সূ—১০ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে নাসত্যাবশ্বিনাবিহ কর্ম্মণ্যাগচ্ছতং। অত্রাস্মাভির্হবির্হূয়তে। যুবাং চ মধুপেভির্মধুর-দ্রব্যপানযুক্তৈরাসভির্ভবদীয়ৈরাস্যৈর্মধুরদ্রব্যাণি হবীংষি পিবতং। সবিতা সূর্য্য উষসঃ পূর্ব্বমুষঃকালাৎ পুরা যুবয়োরশ্বিনোঃ সম্বন্ধিনং রথমৃতাবাস্মদ্যজ্ঞার্থমিষ্যতি হি। প্রেরয়তি খলু। কীদৃশং। চিত্রং। পূর্ব্বোক্তৈশ্চক্রত্রয়াদিভির্বিচিত্রং। ঘৃতবন্তং। অভ্যঞ্জনসাধনেন ঘৃতেনোপেতং॥ গচ্ছতং। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। অনুদাত্তোপদেশবনতীত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ। ... পিবতং। ... মাতুর্বীষঃ। অত্র

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা এই কর্ম্মে আগমন করুন। এস্থলে আমরা হবিঃ দ্বারা হোম করিতেছি। আপনারা, মধুরদ্রব্যের পানযুক্ত আপনাদের আস্যসমূহের দ্বারা মধুদ্রব্যের ন্যায় হবিঃ পান করুন। সূর্য্যদেব, উষঃকালের পূর্ব্বেই আপনাদের সম্বন্ধী রথকে আমাদের যজ্ঞের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। রথ কিরূপ ?—না, পূর্ব্বোক্ত চক্রত্রয়াদি দ্বারা বিচিত্র এবং রথচক্রের অঞ্জনসাধন ঘৃতযুক্ত।

'গচ্ছতং' পদটিতে, অনুপদেশ বশতঃ সার্ব্বধাতুক লকারের অনুদাত্তত্ব হইলে, শপের পিত্-স্বর হেতু অনুদাত্তত্ব এবং ধাতুস্বর—ধাতুস্বর। এস্থলে 'গচ্ছতং পিবতং' এইরূপ ও এক অর্থে

গচ্ছতং পিবতং চেতি চার্থপ্রতীতেশ্চাদিলোপে বিভাষেতি প্রথমায়াস্তিঙ্বিভক্তের্নিঘাত-প্রতিষেধঃ। হূয়তে। লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে যকঃস্বরঃ। মধ্বঃ। লিঙ্গব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ যণাদেশশ্ছান্দসঃ। মধুপেভিঃ। মধু পিবন্তীতি মধুপানি। আতোহনুপসর্গে ক ইতি ক-প্রত্যয়ঃ। আসভিঃ পদ্দন্নিত্যাদিনাস্যশব্দস্যাসনাদেশঃ। যুবোঃ। যুবোর্হি মন্ত্রং মন্ত্রাদিষু। ইষ্যতি। ইষগতৌ। শ্যনি নিঘাতাদ্যুদাত্তত্বং। হি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ ॥ ১০ ॥

দশম (৪০৬) ঋকের বিশদার্থ।

সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে বুঝা যায়—যাজ্ঞিক যেন যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করিতেছেন। প্রথমার্দ্ধে তিনি বলিতেছেন,—'হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা আমার এই কর্ম্মে আগমন করুন। এই যজ্ঞে হবনীয় (হবিঃ) হুত হইতেছে; আপনারা, আপনাদের মধুরদ্রব্যের পানশীল মুখের দ্বারা মধুর হবনীয়সকল পান করুন।' দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রকাশ,—সাধক দেবদ্বয়কে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—'হে দেবদ্বয়! আপনাদের সম্বন্ধী পূর্ব্বকথিত চক্রত্রয়াদি দ্বারা বিচিত্র এবং অক্ষের অঞ্জন-সাধন ঘৃতযুক্ত রথকে সূর্যদেব উষঃকালের পূর্ব্বেই আমাদের যজ্ঞসাধন জন্য প্রেরণ করেন।' প্রচলিত অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণও অর্থনিষ্কাশনবিষয়ে অল্পবিস্তর রূপান্তরিত করিয়া, ভাষ্যকর্ত্তার প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

আমরা প্রথমাবধি মন্ত্রের যে ভাবে অর্থ-গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এ মন্ত্রটী যেন সেই ভাবকেই দৃঢ় করিতেছে। প্রথমাংশে অশ্বিদ্বয়কে

প্রতীতি হেতু 'চাদিলোপে বিভাষা' এই সূত্র দ্বারা প্রথমা তিঙ্বিভক্তির নিঘাতস্বর নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'হূয়তে' পদটীতে সার্ব্বধাতুক লকারের অনুদাত্তস্বর হইলে, যক্ প্রত্যয়ের স্বর শিষ্ট হইয়াছে। 'মধ্বঃ' এস্থলে লিঙ্গব্যত্যয় ও ছান্দস-প্রযুক্ত শস্ বিভক্তিতে যণাদেশ হইয়াছে। 'মধুপেভিঃ' পদটী, 'মধু পান করে' এই অর্থে 'পা' ধাতুর উত্তর 'আতোহনুপসর্গে কঃ' এই সূত্র দ্বারা ক প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'আসভিঃ' এস্থলে 'পদ্দন্' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আস্য শব্দের স্থানে আসনাদেশ। 'যুবোঃ' এই পদটীর স্বরাদি-সাধন-প্রণালী 'যুবোর্হি মন্ত্রং' এই মন্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। 'ইষ্যতি' এই পদটী, গত্যর্থবোধক 'ইষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। এস্থলে, শ্যন্ প্রত্যয়ের নিৎহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। 'হিচ' সূত্র দ্বারা নিষেধ থাকায়, নিঘাতস্বর হয় নাই। ১০।

আহ্বান করা হইয়াছে। 'হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাদের কর্ম্মে আগমন করুন।' ইহার ভাব এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাদের সকল কর্ম্মের আধার বা কর্ত্রীস্বরূপ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন।' পূর্ব্বমন্ত্রে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে—অশ্বিদ্বয় হৃৎপ্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইলে, সাধকের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ আধিব্যাধি সমূলে বিনষ্ট হয়। তাহাতে সাধক, চিরশান্তির অধিকারী হইয়া থাকে। এখানে সেই আশাতে আশ্বস্ত হইয়া মন্ত্রের প্রথমাংশেই—সাধক, হৃৎপ্রদেশে অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করিতেছেন। দ্বিতীয়াংশে তিনি বলিতেছেন,—'হে দেবদ্বয়! আমাদের হবনীয় দ্রব্য আপনাদিগকে কামনা করিতেছে।' ইহাতে ঐ হবনীয় যে কোন বস্তু, তাহা সহজেই উপলব্ধ হইতেছে। হবনীয়, জড়—হবিঃ আদি বস্তু কি, কখনও দেবতাকে আহ্বান করিতে পারে? এ হবনীয় একমাত্র হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বভাব। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হইলেই সাধকের দেবতা বাঞ্ছনীয় হইয়া থাকে। অতএব শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবনীয় বস্তুই দেবতার কামনাশীল। তৃতীয় অংশের ভাবার্থ এই যে, সাধক দেবতাদ্বয়কে বলিতেছেন,—'হে দেবদ্বয়! শুদ্ধসত্ত্বরূপ মধুপানশীল আপনাদের মুখের দ্বারা আমাদের সত্ত্বভাবাদিরূপ মাধুর্য্যরস পান করুন।' দেবতা—শুদ্ধসত্ত্বপ্রিয়; হৃদয়ে যখনই শুদ্ধসত্ত্বভাব সমুদিত হইবে, তখনই দেবতার করুণালাভে সমর্থ হওয়া যায়। তাই, দেবতার মুখ—শুদ্ধসত্ত্ব-মধুপানশীল। প্রথমার্দ্ধে পর পর তিনটী মহৎ-প্রার্থনা প্রস্ফুটিত।

অতঃপর দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রতি লক্ষ্য করুন। একটু স্থিরচিত্তে এই মন্ত্রশেষার্দ্ধ লক্ষ্য করিলে, ইহার মধ্যে এক নিগূঢ় শিক্ষার বিষয় অধিগত হওয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায়, সেই সবিতৃরূপী পরব্রহ্ম, জ্ঞানোন্মেষের পূর্ব্বেই (অজ্ঞান অবস্থাতেই) সদনুষ্ঠানশালিনী বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। সেই বুদ্ধি অমৃতযুক্ত, অর্থাৎ চিরস্থায়িনী। ভগবৎ-কৃপায় তাহা অধিগত হইলে আর বিলুপ্ত হয় না। পরন্তু, উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারাই সাধকের চিরকল্যাণ সংসাধিত হয়। প্রথমতঃ সাধক যখন তাঁহার শরণাপন্ন হয়েন, তখন ক্রমশঃ তাঁহার জ্ঞানোন্মেষের পূর্ব্বেই হৃদয়ে এই মহৎ শুদ্ধসত্ত্বভাব, ভগবান প্রেরণ করিয়া থাকেন। 'উষসঃ' 'পূর্ব্বং' পদদ্বয় এই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে। ইহাতে

মন্ত্রশেষার্দ্ধের ভাবার্থ এই হয় যে,—'হে দেবদ্বয়! সেই পূর্ণ জ্ঞানাধার সবিতৃরূপী ভগবান, আমাদিগের জ্ঞানোন্মেষের পূর্ব্বেই আপনাদিগকে আনয়ন জন্য, যুষ্মদীয় অমৃতশালী বিচিত্র রথকে চিরকালই প্রেরণ করিয়া থাকেন। এই মন্ত্র মধ্যে এরূপ সর্ব্বোচ্চ প্রার্থনা ও শিক্ষার ভাব প্রকাশ করিতেছে। (১ম—৩৪সূ—১০ঋ)।

—•—

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুস্ত্রিংশৎসূক্তং। একাদশী ঋক্)।

আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভির্যাতং

মধুপেয়মশ্বিনা।

প্রায়ুস্তারিষ্টং নী রপাংসি মৃক্ষতং সেধতং

দ্বেষো ভবতং সচাভুবা॥ ১১॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। নাসত্যা। ত্রিঽভিঃ। একাদশৈঃ। ইহ। দেবেভিঃ। যাতং।

মধুঽপেয়ং। অশ্বিনা।

প্র। আয়ুঃ। তারিষ্টং। নিঃ। রপাংসি। মৃক্ষতং। সেধতং।

দ্বেষঃ। ভবতং। সচাঽভুবা॥ ১১॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'নাসত্যা' (অসৎসংস্রবরহিতৌ) 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ) যুবাং 'ত্রিভিঃ' (ত্রিগুণসাম্যসাধনভূতৈঃ) 'একাদশৈঃ' (অভিন্নভাবাপন্নৈঃ) 'দেবেভিঃ' (দেবৈঃ দেবভাবৈঃ সহ) 'মধুপেয়ং' (মধুরভাবগ্রহণার্থং, ভক্তিসুধাপানার্থং) 'ইহ' (অস্মিন্ যজ্ঞে, অস্মাকং হৃদয়রূপযজ্ঞক্ষেত্রে) 'আযাতং' (আগচ্ছতং); 'আয়ুঃ' (অস্মদীয়ং আয়ুষ্যং) 'প্র তারিষ্টং' (প্রবর্দ্ধয়তং); 'রপাংসি' (অস্মদীয়ানি পাপানি) 'নিঃ মৃক্ষতং' (নিঃশেষেণ মোচয়তং নাশয়তং); 'দ্বেষঃ' (দ্বেষকর্ত্তৄন্, শত্রূন্, রিপূন্) 'সেধতং' (প্রতিষেধতং নিবারয়তং, দময়তং); 'সচাভুবা' (সচাভুবৌ, অস্মাভিঃ সহ অবস্থিতৌ) 'ভবতং' (ভবং)। হে দেবৌ! গুণসাম্যবিধায়কৈঃ সর্ব্বৈর্দেবভাবৈঃ সহ অস্মাকং হৃদয়ং অধিতিষ্ঠতং, সর্ব্ববিধং কল্যাণং সাধয়তং ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৪সূ—১১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

অসৎসংস্রবরহিত, অন্তর্ব্যাধি বহির্ব্যাধিনাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা ত্রিগুণসাম্যসাধনভূত অভিন্নভাবাপন্ন দেবগণের (দৈবভাবের) সহিত আমাদের এই হৃদয়-রূপ যজ্ঞক্ষেত্রে ভক্তিসুধাপানের জন্য আগমন করুন; আমাদিগের আয়ুঃ পরিবর্দ্ধিত করুন; আমাদিগের পাপক্লেদ-সমূহকে সর্ব্বতোভাবে নাশ করুন; আমাদিগের প্রতি হিংসাকারী রিপু-শত্রুগণকে দমন করুন; এবং আপনারা আমাদিগের সহিত চির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে সম্বন্ধযুত হইয়া থাকুন। (১ম—৩৪সূ—১১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে নাসত্যা। অসত্যোনানৃতেন রহিতাবশ্বিনা। অশ্বিদেবৌ। যুবাং ত্রিভিরেকাদশৈঃ। যে দেবাসো দিব্যেকাদশ ইত্যাদিমন্ত্রপ্রতিপাদিতৈস্ত্রিসংখ্যাকৈরেকাদশাত্মকবর্গত্রয়গতৈর্দেবৈঃ সহ মধুপেয়ং সোমাত্মকং মধুরদ্রব্যপানমভিলক্ষ্যেহাস্মিন্ দেবযজনদেশ আযাতং আগচ্ছতং। আয়ুরস্মদীয়মায়ুষ্যং প্রতারিষ্টং। প্রবর্দ্ধয়তং। রপাংস্যস্মদীয়ানি পাপানি নির্মৃক্ষতং। নিঃশেষেণ শোধয়তং। দ্বেষো দ্বেষকর্তৄন্ সেধতং। প্রতিষেধতং। সচাভুবা। অস্মাভিঃ সহাবস্থিতৌ ভবতং॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অসত্যরহিত অশ্বিদ্বয়! আপনারা, 'যে দেবাসঃ' ইত্যাদি মন্ত্রপ্রতিপাদিত ত্রিসংখ্যক একাদশাত্মক ত্রিবর্গ-গত দেবতার সহিত সোমরূপ মধুর দ্রব্যের পানকে লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ উক্ত মধুর দ্রব্য পান করিবার নিমিত্ত এই দেবযজন স্থলে আগমন করুন। আমাদিগের আয়ুঃ প্রবর্দ্ধিত করুন। আমাদিগের পাপ সমূহকে নিঃশেষরূপে শোধন করুন। আমাদিগের দ্বেষকারীদিগকে নিষেধ (দমন) করুন এবং আমাদিগের সহিত অবস্থিত হউন।

ত্রিভিঃ। ষট্ ত্রিচতুর্ভ্যো ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। একাদশৈঃ। একাদশানাং পূরণৈঃ। তস্য পূরণে ডট্। পা০ ৫।২।৪৮। ইতি ডট্। মধুপেয়ং। পা পানে। অচো যদিতি কর্ম্মণি যৎ। ঈদ্যতি। পা০ ৬।৪.৬৫। ইত্যাকারস্য ঈকারাদেশঃ। যতোহনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ মধু চ তৎপেয়মিতি সমাসে কৃত্তর পদপ্রকৃতিস্বরত্বং। তারিষ্টং। তৄ প্লবনতরণয়োঃ। ছান্দসে প্রার্থনায়াং লুঙ্ চ্লেঃ সিচ্। ইডাগমঃ। বৃতো বা। পা০ ৭।২।৩৮। ইতি প্রাপ্ত-স্যেটো দীর্ঘস্য সিচি চ পরস্মৈপদেষু। পা০ ৭।২।৪০। ইতি প্রতিষেধঃ। বহুলং ছন্দস্য মাঙ্যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ। অত্র তারিষ্টং মৃক্ষতং চেতি চ শব্দার্থপ্রতীতেস্তস্য চা-প্রয়োগাচ্চাদিলোপে বিভাষেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। আদিঃ সিচোঽন্যতরস্যাং। পা০ ৬।১।১৮৭। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। মৃক্ষতং। মৃশ আমর্শনে। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি লোড়র্থে লুঙ্। শল ইগুপধাদনিটঃ ক্স ইতি ক্সাদেশঃ। একাচ উপদেশেঽনুদাত্তাদিতীট্ প্রতিষেধঃ। ষত্বকুত্বে। পূর্ব্বদড়ভাবঃ। সেধতং। ষিধু গত্যাং। অত্র কেবলোঽপি ষিধিঃ প্রতিপূর্ব্বস্যার্থে বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াং লোট্। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্ব্ব-ধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ। পাদাদিত্বাত্তিঙঃ পরত্বান্নিঘাতাভাবঃ শেষঃ। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত

"ত্রিভিঃ" পদটীতে 'ষট্ত্রিচতুর্ভ্যঃ' এই সূত্র দ্বারা বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'একাদশৈঃ' পদটী, 'একাদশের পূরণ' অর্থে 'তস্য পূরণে' (পা০ ৫ ২ ৪৮) এই সূত্র দ্বারা ডট্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'মধুপেয়ং' এই পদটীতে পানার্থক পা ধাতুর উত্তর 'অচোযৎ' এই সূত্র দ্বারা কর্ম্মবাচ্যে যৎ প্রত্যয় এবং 'ঈদ্যতি' (পা০ ৬ ৪.৬৫) এই সূত্র দ্বারা ধাতুর আকারের স্থানে ঈকারাদেশ হইয়াছে। এস্থলে 'যতোঽনাবঃ' সূত্রানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'মধু চ তৎপেয়ং' এইরূপ কর্ম্মধারয় সমাসে উক্ত 'মধুপেয়ং' পদের কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'তারিষ্টং' এই পদটী, প্লবন ও তরণার্থক তৄ ধাতুর উত্তর ছান্দসহেতু প্রার্থনাতে লুঙ বিভক্তি, চ্লি এর স্থানে সিচ্ এবং ইট্ আগম করিয়া নিষ্পন্ন। এস্থলে 'বৃতোবা' (পা০ ৭।২।৩৮) এই সূত্র দ্বারা ইটের দীর্ঘ হইতে পারিত; কিন্তু, 'সিচি চ পরস্মৈপদেষু' (পা০ ৭।২ ৪০) এই সূত্র দ্বারা তাহার নিষেধ হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' সূত্র দ্বারা ইহার অট্ আগমের অভাব হইয়াছে। এস্থলে 'তারিষ্টং মৃক্ষতঞ্চ' এইরূপ চ-এর অর্থ প্রতীতি হেতু এবং তাহার অপ্রয়োগবশতঃ 'চাদিলোপে বিভাষা' সূত্র দ্বারা নিঘাতস্বর নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'আদিঃ সিচোঽন্য-তরস্যাং' (পা০ ৬।১:৮৭) সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'মৃক্ষতং' পদটীতে আমর্শনার্থবোধক মৃশ ধাতুর উত্তর 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ' এই সূত্র দ্বারা লোটের অর্থে লুঙ্ হইয়াছে। এস্থলে 'শল ইগুপধাদনিটঃ ক্সঃ' সূত্র দ্বারা ক্স আদেশ, 'একাচ উপদেশেঽনুদাত্তাৎ' এই সূত্র দ্বারা ইটের প্রতিষেধ, ষত্ব, কুত্ব এবং পূর্ব্বের ন্যায় অটের অভাব হইয়াছে। 'সেধতং' এই পদটী, গত্যর্থবোধক ষিধ্ ধাতুর উত্তর প্রার্থনাতে লোট এবং শপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। এস্থলে কেবলমাত্র ষিধি ধাতু প্রতি-পূর্ব্বক ষিধি ধাতুর অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। শপ্ প্রত্যয়ের পিত্বহেতু অনুদাত্তস্বর এবং তিঙের সার্ব্বধাতুক লকার-স্বর হেতু ধাতুস্বর। পদের আদিতে আছে বলিয়া অথবা তিঙের পর বলিয়া ইহাতে নিঘাত স্বরের অভাব হইয়াছে। 'শেষঃ' এই পদটী, 'অন্যে'

ইতি কর্ত্তরি বিচ্। ভবতং। যেষ ইত্যস্য বাক্যান্তর্গতত্বাত্তদপেক্ষয়াস্য নিঘাতো ন ভবতি। সমানবাক্যে চ নিঘাতযুষ্মদস্মদাদেশা বক্তব্যা ইতি বচনাৎ। সচাভুবা সচেত্যয়ং নিপাতঃ সহশব্দসমানার্থঃ। তথা চ যাস্কঃ। সচা সহেত্যর্থ ইতি। সচা ভবত ইতি সচাভুবৌ ক্বিপ্। ওঃ সুপীতি যণাদেশস্য ন ভূসুধিয়োরিতি প্রতিষেধঃ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ ॥ ১১ ॥

একাদশ (৪০৭) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এই ঋকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যাপূর্ণপদ—'ত্রিভিরেকাদশৈঃ'। ব্যাখ্যাকারগণ নানাদিক হইতে নানাভাবে ঐ পদের অর্থ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রায় সকলেরই মত এই যে, 'ত্রিভিরেকাদশৈঃ' পদের অর্থ—'ত্রিগুণিতৈঃ একাদশসংখ্যাকৈঃ' অর্থাৎ তেত্রিশ। সায়ণের ব্যাখ্যায় প্রকাশ, ঐ পদে যে ত্রিত্রিশ সংখ্যক দেবতার বিষয় বুঝা যাইতেছে, তাঁহাদের একাদশ দেবতা ভূলোকে, একাদশ দেবতা দ্যুলোকে এবং একাদশ দেবতা অন্তরীক্ষলোকে অবস্থিতি করেন। ত্রিলোকের সেই একত্রিংশ দেবতাই ঐ মন্ত্রাংশের প্রতিপাদ্য। ঋগ্বেদের অনেক স্থলেই এইভাবের উল্লেখ দেখা যায়। তাহাতে তেত্রিশ সংখ্যার সহিত সম্বন্ধ আছে—এইরূপই সাধারণতঃ সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে। *

ভ্যোহপি দৃশ্যতে' এই সূত্র দ্বারা কর্ত্তৃবাচ্যে বিচ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ভবতং' এই পদটী, 'যেষঃ' এই পদের বাক্যান্তরগতত্ব হেতু তদপেক্ষায় ইহার নিঘাতস্বর হয় নাই। কারণ, সমানবাক্যস্থলেই নিঘাতস্বর, যুষ্মদ ও অস্মদ শব্দের আদেশ হইয়া থাকে। 'সচাভুবা' —এস্থলে 'সচা' শব্দটী, সহ শব্দের অর্থে নিপাতনে সিদ্ধ। যাস্ক বলেন - সচা সহেত্যর্থঃ। অর্থাৎ 'সচা' শব্দের অর্থ সহ। 'সাথে হইতেছে' এই অর্থে সচাশব্দপূর্ব্বক ভূ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়ে উক্ত 'সচাভুবা' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে 'ওঃ সুপি' সূত্র দ্বারা যণাদেশ হইতে পারিত; কিন্তু, 'নভূসুধিয়োঃ' সূত্রানুসারে তাহার নিষেধ হইয়া 'সুপাংসুলুক্' সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্থানে আকারাদেশ হইয়াছে ॥ ১১ ॥

---

* ঋগ্বেদ-সংহিতা প্রথম মণ্ডল, ৪৫সূক্ত, ২ঋক্ এবং তৃতীয় মণ্ডল, ৬৪ সূক্ত, ৯ঋক্ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। 'তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও (১।৪।১০।১) এইরূপ উল্লেখ আছে; যথা,—"যে দেবাসঃ দিবি একাদশস্থ পৃথিব্যামধি একাদশস্থ। অপ্সুক্ষিতো যে একাদশস্থ তে দেবাসঃ॥" শতপথ ব্রাহ্মণে (৪।৫।৭।২) এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (২।১৮) ঐরূপ তেত্রিশ দেবতারই উল্লেখ আছে;' তবে তাঁহাদের বিভাগ-বিষয়ে এবং নাম-সংজ্ঞা সম্বন্ধে একটু পার্থক্য দেখা যায়। শত পথ-

ফলতঃ 'ত্রিভিরেকাদশৈঃ' পদে তেত্রিশ দেবতার বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে এবং সোমরস পানের জন্য তাঁহাদিগকে আহ্বান করা হইতেছে,—ইহাই সাধারণ মত।

এই উপলক্ষ্যে পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে,—'আগে হিন্দুর দেবতা এক ছিল, তার পর তিন হয়, ক্রমশঃ তেত্রিশ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইতে এখন আবার তেত্রিশ কোটীতে দাঁড়াইয়াছে, শেষে তাহাতেও কুলাইতেছে না।' এইখানে একটা রহস্যের কথা আছে। হিন্দুরা যে বহু-ঈশ্বরবাদী ও পৌত্তলিক—ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য ঐ সকল প্রসঙ্গ প্রখ্যাপিত হয়,—'হিন্দুরা এক ঈশ্বর জানেন না।' অপিচ, ঐ শ্রেণীর লোকেরাই আবার বলেন,—'বেদ অসভ্য আদিম অবস্থার চিত্র; তখন মানবজাতির পূর্ণ জ্ঞানের উন্মেষ হয় নাই।' এ যে দুইটী বিপরীত বিসদৃশ উক্তি, একটু চিন্তা করিলেই তাহা বুঝা যায়। বেদ-বিরোধিগণের ঐ দুই উক্তি হইতেই প্রতিপন্ন হয়,—হিন্দু-সমাজ প্রথমে জ্ঞানগুণে গরীয়ান্ ছিল, এখন ক্রমশঃ তাহাদের অধঃপতন হইতেছে। পূর্ব্বে এক অভিন্ন বলিয়া তাহাদের যে ধারণা ছিল, এখন অসংখ্য-অগণ্য রূপে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সভ্যতার লক্ষণ কোন্‌টী! একেশ্বর বাদ না,—বহু-দেবদেবীর কল্পনা? যিনি যে পক্ষ হইতেই বিতর্ক উপস্থিত করিবেন, এ প্রসঙ্গে তাঁহারই পরাজয় হইবে। যদি বলেন—একেশ্বরবাদ সভ্যতার লক্ষণ, তাহা হইলে উত্তর পাইবেন—'বেদের একেশ্বর বাদ প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুর সেই সভ্য সমুন্নত অবস্থার নিদর্শন।' যদি বলেন—সমাজ দিন দিন উন্নত ও সভ্য হইতেছে; তাহার উত্তর—'ক্রমশঃ এক হইতে তিন, তিন হইতে তেত্রিশ এবং পরিশেষে তেত্রিশ কোটী দেবতার কল্পনাই সে যুক্তির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইতেছে।'

ব্রাহ্মণের মতে, তেত্রিশ দেবতা বলিতে, 'একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, দ্যৌ এবং ভূ, বুঝাইয়া থাকে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আবার তেত্রিশ-পর্য্যায়ে দুই শ্রেণীর দেবতার বিষয় খ্যাপন করেন; সে মতে, 'সোমপা' দেবতা তেত্রিশ, অথবা একাদশ প্রযাজ, দ্বাদশ আপ্রী, একাদশ, অনুযাজ এবং একাদশ উপযাজ—এই তেত্রিশ। তদনুসারে 'সোমপা' দেবতা সোমরসের দ্বারা এবং 'বাজু'-দেবতাগণ ঘৃতাহুতি দ্বারা তৃপ্ত হন। বিষ্ণু পুরাণে ও তেত্রিশ দেবতার উল্লেখ আছে। তদনুসারে তেত্রিশ দেবতা; যথা,—১১রুদ্র, ১২আদিত্য, ৮বসু, ১প্রজাপতি, এবং ১বষট্‌কার।

এ ক্ষেত্রে একটা সূক্ষ্ম কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। সকল কালে সকল অবস্থাতেই সকল ভাব সংসারে বিদ্যমান আছে। কোনও সময় কোনও লোক সমাজে কোনও ভাবযুক্ত বা সূক্ষ্ম অবস্থায় বিদ্যমান থাকে; আবার কোনও সময় কোনও লোকসমাজে সেই ভাব জাগ্রৎ বা প্রকট অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সংসারের ইহাই চিরন্তন বিধি। সৃষ্টির মধ্যে নূতন কিছুই নাই। সকলেই সেই পুরাতন—সনাতনের অভিব্যক্তি মাত্র। বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গত হয়; অঙ্কুর হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া থাকে; সেই বৃক্ষই আবার ফুল-ফলে সুশোভিত হইয়া, পরিশেষে আপনার প্রতিনিধি রাখিয়া, কালের ক্রোড়ে আশ্রয় লয়। ভাব-সম্পদও সংসারে এইরূপে বিচরণ করিতেছে। কোথাও এক ভাব জাগিয়া উঠিতেছে; কোথাও সে ভাব লোপ প্রাপ্ত হইতেছে। কোথাও ভাবের অঙ্কুর উদ্গত দেখিতেছি; কোথাও তাহা ফুল-ফলে শোভমান পূর্ণস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। মনুষ্যজীবনে বিবিধ অবস্থায় সেই ভাবের ক্রীড়া চলিয়াছে। যাঁহার যেমন কর্ম্ম, যদ্রূপ শিক্ষা, তিনি সেই ভাবের ভাবুক হইতেছেন। যাঁহাতে যতটুকু উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তিনি ততটুকু উন্নতস্তরে উপনীত হইতে পারিতেছেন। সকল কালেই সকল মনুষ্যসমাজেই সকল ভাবেরই উন্মেষের ও বিকাশের অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। তাই, একেশ্বরবাদও যে কালে যে সমাজে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে দেখিতে পাই, সেই কালে সেই সমাজেই আবার বহু-ঈশ্বরের (অসংখ্য দেবতার) আরাধনা-উপাসনাও প্রবর্ত্তিত আছে দেখি। বেদও আমাদিগকে সেই শিক্ষাই প্রদান করিতেছে। কেবল তোমার বা আমার দুই এক জনের শিক্ষার উপযোগী সামগ্রীই যে বেদে আছে, তাহা মনে করিও না। নিখিল বিশ্বের প্রত্যেক প্রাণীর গতিমুক্তির পথ—বেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। অজ্ঞানী, অল্পজ্ঞানী, পরমজ্ঞানী সকলেই যাহাতে আকাঙ্ক্ষানুরূপ শুভফল প্রাপ্ত হন, বেদরূপ কল্পবৃক্ষে তেমন ফলই স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। বিভিন্ন দৃষ্টিতে সে বিভিন্ন ফল পরিলক্ষিত হয়। আর যিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টি-সম্পন্ন, তিনি দেখিতে পান যে, সকলের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ সকল ফলই স্তরে স্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে।

যাউক। যাহা বলিতেছিলাম, সেই কথাই বলিতেছি। এক একটী

বিষয়কে বা ভাবকে নানাদিক হইতে নানারূপে পরিচিত করা যায়। মনে করুন—দুগ্ধের স্বরূপ বর্ণনা করিতে হইবে। তাহাতে, বলা যায়—দুগ্ধ তরল; বলা যায়—দুগ্ধ শ্বেত; বলা যায়—দুগ্ধ পুষ্টিকারক; বলা যায়—দুগ্ধের পরিমাণ বা পরিমাপ। এইরূপ অল্প বা অধিক নানা ভাবে দুগ্ধের পরিচয় দেওয়া যায়। ভগবৎ-সম্বন্ধেও সেইরূপ মনে করা যাইতে পারে। কখনও মনে করা যাইতে পারে—তিনটী বিভূতিই তাঁহার অভিব্যক্তি; কখনও মনে করা যাইতে পারে—তেত্রিশটী বিভূতিতে তাঁহার স্বরূপ ব্যক্ত আছে; আবার কখনও মনে হয়—তেত্রিশ কোটী অনন্ত অসংখ্য বিভূতি দ্বারা তিনি প্রকাশমান্ আছেন। সাধকের ধ্যান-ধারণার সামর্থ্যানুসারেই ভগবানের স্বরূপ পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। 'ত্রিভিরেকাদশৈঃ' পদের ব্যাখ্যাতেও সাধকের ধারণার অবস্থা মাত্রই ব্যক্ত হইয়াছে বলিতে পারি; যাঁহারা দ্যুলোকের একাদশ, অন্তরীক্ষ লোকের একাদশ এবং ভূলোকের একাদশ—এই একত্রিশ দেবতা বিষয় উহাতে সূচিত হইয়াছে মনে করিয়াছেন; সকল দেবতা বা ভগবদ্বিভূতি, তাঁহাদের মতে ঐ তিন একাদশেরই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। বিভাগ—কর্ত্তার ইচ্ছানুক্রমিক। বেদবাক্যের নিগূঢ় তাৎপর্য্য সেই বেদপুরুষ ভিন্ন কে আর ব্যক্ত করিতে সমর্থ আছেন? বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার যে বিভিন্ন প্রকারে উহার অর্থ অধ্যাহার করিতেছেন, সে তাঁহাদের ব্যক্তিগত প্রজ্ঞার বা কর্ম্মবুদ্ধির ফল মাত্র। যেমন প্রতিকৃতি—দর্পণে প্রতিবিম্ব সেইরূপই প্রতিফলিত হইবে? এই সকল বিষয় বিচার করিলে মনে হয়, এককালে তিনলোকে তেত্রিশ দেবতা বা দেব বিভূতি পরিকল্পিত হইত; আর, তদনুসারেই ঐরূপ অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছিল। কিন্তু সার্ব্বকালিক সার্ব্বজনীন কোনও অর্থ ঐ পদদ্বয়ে আমনন করা যায় কি না? আমরা ইহার দ্বিবিধ অর্থ কল্পনা করি। তাহার মধ্যে একটী অর্থ যে সুষ্ঠু ও সঙ্গত তাহাতে কোনই সন্দেহ আসিতে পারে না। আমাদের অন্বয়-বোধিকা ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে আমরা সেই অর্থেরই আভাষ দিয়াছি। আমরা বলি, 'একাদশৈঃ' পদ এখানে একাদশ সংখ্যাবাচক নহে। ঐ পদ বহুব্রীহি-সমাস নিষ্পন্ন। উহার সমাস-বাক্য—'একা অভিন্না দশা অবস্থা যস্য স একাদশঃ তৈঃ একাদশৈঃ।' অর্থাৎ, 'এক (অভিন্ন) হইয়াছে, দশা (অবস্থা) যাঁহার,

সেই-ই একাদশ; তাহাদের সহিত—'একাদশৈঃ সহ'। * তাহাতে 'ত্রিভিঃ একাদশৈঃ' পদদ্বয়ের ভাব দাঁড়াইতেছে এই যে, গুণসাম্যাবস্থা যাঁহাদের মধ্যে অভিন্ন হইয়া আছে। এতদনুসারে মন্ত্রাংশের মর্ম্ম হয়,—'হে অশ্বিদেবদ্বয়! যে দেবতায় বা দেবভাবে সম্পূর্ণরূপ গুণসাম্য (ধাতুসাম্যও বলা যায়) সাধিত হইয়াছে অথবা যাঁহাদের কৃপায় বা সাহায্যে আমাতে গুণসাম্য সাধিত হইতে পারে, সেই দেবগণের বা দেবভাবের সহিত আপনারা আমাদের ভক্তিসুধা গ্রহণ করিতে আসুন।'. আমরা মনে করি, এই অর্থ ই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত অর্থ।

আর একদিক দিয়া আর এক প্রকার অর্থও অধ্যাহার করা যায়। প্রচলিত তেত্রিশ দেবতা বিষয়ক ব্যাখ্যার তুলনায়, সুধিগণ তাহার ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার করিতে পারেন। গুণসাম্যই রক্ষা—ধাতুসাম্যই স্থিতি। 'ত্রিভিঃ' পদে আমরা পূর্ব্বাপরই সেই সাম্য-বিধানের ভাবই গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। ত্রিকালের ও ত্রিলোকের গুণসাম্যের ও ধাতু-সাম্যের ভাবই ঐ পদে আসিতে পারে। 'একাদশ' পদে রুদ্রকে বুঝায়। তাহাতে কঠোরতার ভাব মনে আসে। তাৎপর্য্য-পক্ষে বলা যায়—'গুণ-সাম্যসাধনপক্ষে যাঁহারা রুদ্রবৎ কঠোর, সেই দেবগণকে (দেবভাব-সমূহকে) লইয়া আসুন।' চাই—গুণসাম্যবিধান; চাই—ধাতুসাম্য-সাধন। সে পক্ষে যে দেবভাব যত কঠোর হউক, তৎসমুদায় আসিয়া, আমার শত্রুগণকে—গুণসাম্যবিধান-পক্ষে বাধা প্রদানকারিগণকে, দমন করুন—ইহাই কামনা। 'একাদশ' পদে রুদ্র ভাব—সমষ্টি বদ্ধ; তাহাতে যেন বলা হইতেছে,—'সে পক্ষে, গুণসাম্য-সাধন-সম্বন্ধে, কোনও রুদ্র ভাব যেন বিরত না হন,—যেন একাদশ রুদ্র ভাব সমষ্টিবদ্ধ হইয়াই কার্য্য করেন; তাহাতেই সত্বর সফলতা লাভ হইবার আশা আছে। তাই —সেই প্রার্থনাই করিতেছি।' এ পক্ষে, "আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভিরায়াতং মধুপেয়মশ্বিনা" অংশের ভাব এই যে,—'অন্তর্ব্ব্যাধি-

---

* এইখানে একটী সূক্ষ্মতত্ত্ব লক্ষ্য করিবার আছে। যদি 'একাদশৈঃ' পদ সংখ্যাবাচক হইত, তাহা হইলে উহার 'একাদশভিঃ' রূপ দেখিতে পাইতাম। কারণ, সংখ্যাবাচক 'একাদশন্' শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে 'একাদশভিঃ' পদ নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং এখানে অকারান্ত 'একাদশ' শব্দ; ইহার অর্থ—একদশাপন্ন (অভিন্নভাবযুক্ত)।

ষড়িন্দ্র্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! আমাদের মধ্যে গুণসাম্যসাধন-পক্ষে আপনারা কঠোর হউন; আমরা ভক্তি ভাবে সেই প্রার্থনাই জানাইতেছি। ভক্তিসুধা পানের জন্য কঠোর দেবভাবসমূহকেই লইয়া আসুন,—যেন গুণসাম্যসাধন-পক্ষে কোনও বিঘ্নই উপস্থিত না হয়।'

মন্ত্রাংশের বিবিধ ভাব ও অর্থ প্রকাশ করিলাম। অধিকারী ক্রমে যাহাতে যে ভাব অবভাসিত হইবে, তিনি সেই ভাবেরই অনুসরণ করিবেন।

মন্ত্রের অবশিষ্টাংশের প্রার্থনা সরল ও সহজ-বোধ্য। গুণসাম্যসাধন হইলে, যে অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, শেষাংশে তাহাই পরিখ্যাপিত হইয়াছে। ধাতুসাম্যে আয়ুঃ পরিবর্দ্ধিত হয়; গুণসাম্যে পাপ দূরে যায়, —রিপুশত্রু বিমর্দ্দিত হইয়া আসে; তাহারই ফলে, পরিশেষে সাম্যবিধাতৃ দেবদ্বয় নিত্য সহচর হইয়া থাকেন। মন্ত্রের শেষাংশ সেই প্রার্থনামূলক। এ পক্ষে পূর্ণ ঋক্‌টির (দুই পংক্তির) মর্ম্ম এই যে,—'হে অশ্বিদ্বয়! আমাদের অন্তর যতই অশান্ত উচ্ছৃঙ্খল হউক না কেন, আপনারা বজ্রকঠোর শাসনে তাহাকে শাসন করিয়া, আমাতে ত্রিগুণের (ত্রিধাতুর) সাম্যবিধান করুন; তাহাতে আমার আয়ুঃ বৃদ্ধি হউক, শত্রু বিনষ্ট হউক, আমার মধ্যে আপনাদের চিরবিদ্যমানতা বিহিত হউক।' (১ম—৩৪সূ—১১ঋ)।

—•—

দ্বাদশী ঋক্‌।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুস্ত্রিংশৎ সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্‌)।

আ নো অশ্বিনা ত্রিবৃতা রথেনার্ব্বাচং

রয়িং বহতং সুবীরং।

শৃণ্বন্তা বামবসে জোহবীমি বৃধে চ

নো ভবতং বাজসাতৌ ॥ ১২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। নঃ। অশ্বিনা। ত্রিঽবৃতা। রথেন। অর্বাচং।

রয়িং। বহতং। সুঽবীরং।

শৃণ্বন্তা। বাং। অবসে। জোহবীমি। বৃধে। চ।

নঃ। ভবতং। বাজঽসাতৌ॥ ১২॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ) 'ত্রিবৃতা' (ত্রিগুণসাম্যসাধনভূতেন) 'রথেন' (অস্মদীয়কর্ম্মরূপযানেন) 'নঃ' (অস্মাকং) 'অর্বাচং' (অভিমুখং) 'সুবীরং' (শ্রেষ্ঠং) 'রয়িং' (ধনং) 'আবহতং' (প্রাপয়তং); 'শৃণ্বন্তা' (শৃণ্বন্তৌ, প্রার্থনাশ্রবণশীলৌ, সত্যাসত্য-স্ফুটাস্ফুটসকলবাক্যশ্রবণসামর্থ্যযুক্তৌ হে দেবৌ) 'বাং' (যুবাং) 'অবসে' (অস্মদ্রক্ষণার্থং) 'জোহবীমি' (আহ্বয়ামি); 'নঃ' (অস্মাকং) 'বাজসাতৌ' (সংগ্রামে, রিপুশত্রুণা সহ নিত্যসময়ে) 'বৃধে চ' (বর্দ্ধনায় চ, জয়কারণায় চ) 'ভবতং' (চিরসহায়রূপেণ তিষ্ঠতং)। হে দেবৌ! অস্মাকং কর্ম্মশক্তিপ্রভাবেন যুবাং সন্তুষ্টৌ সন্তৌ অস্মভ্যং পরমং ধনং প্রযচ্ছতং, রিপুনা সহ সংগ্রামে জয়দানং কুরুতং, সদা সকলবিপদি পরিত্রাতং। (১ম—৩৪সূ—১২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! ত্রিগুণসাম্যসাধনভূত আমাদিগের কর্ম্মরূপ যানের দ্বারা আমাদিগের অভিমুখে শ্রেষ্ঠ পরমধন সংবাহিত করিয়া আসুন (অর্থাৎ, আমরা যেন এমন কর্ম্ম করিতে পারি, যাহা দ্বারা পরমার্থ ধন লাভ করিতে সমর্থ হই); সকল প্রার্থনাশ্রবণশীল (অথবা, সত্যাসত্যস্ফুটাস্ফুট সকলবাক্য-শ্রবণ-সামর্থ্য-সম্পন্ন) হে দেবদ্বয়! আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত আপনাদিগকে আমরা আহ্বান করিতেছি; রিপুশত্রুসহ আমাদিগের যে নিত্য সংগ্রাম চলিয়াছে, সেই সংগ্রামে আমাদিগের বৃদ্ধির (জয়ের) নিমিত্ত আপনারা আমাদিগের চির-সহায় হউন। (১ম—৩৪সূ—১২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনা ত্রিবৃতা রথেন। অপ্রতিহতগতিত্বাৎ ত্রিষু লোকেষু বর্ত্তমানেন রথেন সহ নোঽস্মাকমর্বাচমভিমুখং সুবীরং শোভনৈর্বীরৈঃ পুত্রভৃত্যাদিভিরুপেতং রয়িং ধনমাবহতং। আনীয় প্রাপয়তং। শৃণ্বন্তাস্মদীয়স্তুতিং শৃণ্বন্তৌ বাং যুবামবসেঽস্মদ্রক্ষণার্থং জোহবীমি। আহ্বয়ামি। নোঽস্মাকং বাজসাতৌ সংগ্রামে। বাজসাতৌ মহাধন ইতি সংগ্রামনামসু পাঠাৎ। বৃধে বর্দ্ধনায় চ ভবতং॥

সুবীরং। শোভনা বীরা যস্যেতি বহুব্রীহৌ বীরবীর্য্যৌ চেত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। শৃণ্বন্তা। শ্রু শ্রবণে। শতরি শ্রুবঃ শৃ চেতি শ্রুবঃ শৃভাবশ্চ। হুশ্নুবোঃ সার্ব্বধাতুক ইতি যণাদেশঃ। সুপাং সুলুগিত্যাকারঃ। জোহবীমি। হ্বেঞ্ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ। যঙ্লুক্যভ্যাসস্য চ। পা০ ৬।১।৩৩। ইতি কৃতসম্প্রসারণাদস্মাল্লড়ুত্তমৈকবচনে যঙো বা। পা০ ৭।৩।৯৪। ইতীডাগমঃ। বৃধে। বৃধু বৃদ্ধাবিত্যস্মাৎ সম্পদাদিলক্ষণো ভাবে ক্বিপ্। বাজসাতৌ। ষণু দানে। ক্তিনি তিতুত্রেত্যাদিনা ইট্‌ প্রতিষেধঃ। জনসনেত্যাদিনা আত্বং বাজানাং সাতির্যস্মিন্নিতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ১২॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে পঞ্চমো বর্গঃ॥ ৫॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা, অপ্রতিহতগতি বলিয়া ত্রিলোকবর্ত্তী রথের সহিত আমাদিগের অভিমুখে শোভন-বীর্য্যশালী পুত্রভৃত্যাদিযুক্ত ধন আনিয়া প্রাপ্ত করান (আমাদিগকে প্রদান করুন)। আমাদিগের স্তুতি শ্রবণশীল আপনাদিগকে, আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছি। সংগ্রামে আপনারা আমাদিগের বর্দ্ধনের নিমিত্ত হউন (অর্থাৎ—আমাদিগকে সংগ্রামে বীর্য্যশালী করুন)।

'সুবীরং এই পদটীর, 'শোভন হইয়াছে বীর সকল যাহার' এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে 'বীর-বীর্য্যৌচ' সূত্র দ্বারা উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'শৃণ্বন্তা' এই পদটী, শ্রবণার্থক শ্রু ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয় করিয়া 'শ্রুবঃ শৃচ' এই সূত্র দ্বারা শ্রু ধাতুর স্থানে শৃ আদেশ, 'হুশ্নুবোঃ সার্ব্বধাতুকে' এই সূত্রে দ্বারা যণাদেশ এবং 'সুপাং সুলুক' সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্থানে আকারাদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'জোহবীমি' এই পদটী, স্পর্দ্ধা এবং শব্দার্থ-দ্যোতক 'হ্বেঞ্' ধাতুর উত্তর যঙ্লুক করিয়া 'অভ্যাসস্য চ' (পা০ ৬।১।৩৩) এই সূত্র দ্বারা কৃত-সম্প্রসারণ ঐ ধাতুর লট্‌ বিভক্তির উত্তম পুরুষের একবচনে 'যঙো বা' (পা০ ৭।৩।৯৪) এই সূত্র দ্বারা ঈট্‌ আগম হইয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'বৃধে' এই পদটী, বৃদ্ধি অর্থ-দ্যোতক 'বৃধু' (বৃধ) ধাতুর উত্তর সম্পদাদিলক্ষণ ভাববাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'বাজসাতৌ'—এস্থলে সাতি পদটী, দানার্থক 'ষণু' ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয় এবং 'তিতুত্র' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ইটের নিষেধে 'জনসন' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আত্ব করিয়া নিষ্পন্ন। 'বাজসমূহের সাতি যাহাতে' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ ১২॥

প্রথম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে পঞ্চম বর্গ॥ ৫॥

দ্বাদশ (৪০৮) ঋকের বিশদার্থ।

—:০:—

এ ঋকের অন্তর্গত প্রধান সমস্যামূলক পদ—দুইটী; (১) 'ত্রিবৃতা' (২) সুবীরং। 'ত্রিবৃতা' পদের অর্থে কেহ লিখিয়াছেন—তিন-কোণ-বিশিষ্ট; কেহ লিখিয়াছেন—ত্রিলোকে গমনশীল। 'সুবীরং' পদের কেহ অর্থ করেন—'বীরযুক্ত, কেহ অর্থ করেন—'পুত্র ভৃত্যাদি যুক্ত'। এইরূপে ক্রমশঃ মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ দাঁড়াইয়াছে,—"হে অশ্বিদ্বয়! ত্রিকোণ রথ দ্বারা আমাদিগের সম্মুখে বীর্য্যযুক্ত ধন আনয়ন কর; রক্ষার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান করিতেছি। তোমরা শ্রবণ করিতেছ, আমাদিগের বৃদ্ধি সাধন কর ও সংগ্রামে বল দান কর।" *

কিন্তু আমাদের অর্থ অন্যরূপ হইল। 'ত্রিবৃতঃ' বা 'ত্রিবৃতা' পদের অর্থ বিষয়ে আমরা নবম ঋকের বিশদার্থের মধ্যে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। সেখানেও যে ভাব যে অর্থ সমীচীন বলিয়া বুঝিয়াছি, এখানেও সেই ভাব সেই অর্থই সঙ্গত বলিয়া বুঝিতেছি। 'রথ' বলিতে এসূক্তে সর্ব্বত্রই—আমরা 'কর্ম্মরূপ যান' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'ত্রিবৃতা রথেন' পদদ্বয়ে সে পক্ষে ভাব আসে—গুণসাম্যযুত কর্ম্ম। যে কর্ম্মে উৎক্ষেপ-বিক্ষেপ নাই, যে কর্ম্মে বৈষম্যের বিপত্তি-আশঙ্কা মনে উদয় হয় না, 'ত্রিবৃতা রথেন' পদদ্বয় সেই কর্ম্মকে বুঝাইতেছে। কর্ম্ম যদি তেমন হয়, তাহা দ্বারা যে শ্রেষ্ঠধন সংবাহিত হইয়া আসিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? সে পক্ষে, প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে, 'গুণসাম্য বিধায়ক দেবদ্বয়! আমায় এমন কর্ম্ম-সামর্থ্য দেও,—আমি যেন সেই কর্ম্মের প্রভাবে পরমার্থ-রূপ শ্রেষ্ঠ ধন (মোক্ষধন) পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই। 'সুবীরং' পদের অর্থ, আমরা 'শ্রেষ্ঠ পরম' গ্রহণ করি। পুত্র ভৃত্যাদির প্রসঙ্গ অনেক কষ্ট-কল্পনায় আনিতে হয়। কিন্তু 'সুবীরং রয়িং' বলিতে,—উত্তম বীর্য্য দ্বারা অর্থাৎ সৎকার্য্য দ্বারা যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই পরম ধনই ঐ

---

* ইহাই প্রচলিত এক বঙ্গানুবাদ। আর এক প্রকারের বঙ্গানুবাদ,—"হে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় ত্রিলোকে গমনশীল রথে আরূঢ় হইয়া আপনারা আমাদিগকে পুত্রভৃত্যাদি-সমেত সম্পত্তি প্রদান করুন। স্তুতিশ্রবণশীল আপনাদিগকে আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত আমরা আহ্বান করিতেছি, আমাদিগকে যুদ্ধেতে জয়যুক্ত করুন।"

পদের লক্ষ্য। ঋকের অন্তর্গত 'শৃণ্বন্তা' পদের এক নিগূঢ় ভাব আছে বলিয়া মনে করি। ঐ পদের প্রতিবাক্য—'শ্রবণশীল'। মর্ম্ম এই যে,—যিনি সকল শুনিতে পান; তোমার গোপনের অস্ফুট পরামর্শও তাঁহার অগোচর থাকে না, তোমার মনের কথাও তিনি জানিতে পারেন। সে পক্ষে, "শৃণ্বন্তা বাং অবসে জোহবীমি"—অংশের মর্ম্ম হয় এই যে,—'হে দেবগণ! আপনারা আপনা-আপনিই সকল শুনিতে পান,—আপনাদের কর্ণ স্ফুট-অস্ফুট সকল স্বরই শুনিতে পায়। তথাপি আমি করুণকণ্ঠে প্রার্থনা জানাইতেছি যে, এই ভীষণ সংসার-সমরাঙ্গনে আমায় জয়যুক্ত করুন। রিপুগণের সহিত সংগ্রামে আমি চির বিব্রত হইয়া আছি। আপনার অনুকম্পা ভিন্ন আমার রক্ষার উপায় আর দ্বিতীয় নাই। আপনি আমায় রক্ষা করুন।'

প্রথম বলা হইয়াছে,—'হে দেবগণ! আমায় সৎকর্ম্মশীল কর।' দ্বিতীয়ে বলা হইল—'আমায় বিপদে পরিত্রাণ কর।' আমরা মনে করি, এ ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—৩৪সূ—১২ঋ)।

পঞ্চত্রিংশৎসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)

হ্বয়াম্যগ্নিমিত্যেকাদশর্চং পঞ্চমং সূক্তং। হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ। আদ্যা নবমী চ জগত্যৌ-ছন্দসে। শিষ্টাস্ত্রিষ্টুভঃ। কৃৎস্নস্য সূক্তস্য সবিতা দেবতা। আদ্যায়া হ্বয়াম্যগ্নিমিত্যস্যা অগ্নি মিত্রাবরুণরাত্রিসবিত্রাখ্যা লিঙ্গোক্তদেবতাঃ। তথাচানুক্রান্তং। হ্বয়াম্যেকাদশ সাবিত্রং নবমী জগত্যাদ্যা চ। লিঙ্গোক্তদেবতাঃ পাদাদ্যস্য ইতি। আভিপ্লবিকষড়হস্য চতুর্থেহহনি বৈশ্বদেবশস্ত্রে ইদং সূক্তং সাবিত্রং নিবিদ্ধানং। তৃতীয়স্য ত্র্যার্যাবেতি খণ্ডে সূত্রিতং। হ্বয়াম্যগ্নিমস্ত যে দ্যাবা পৃথিবী ইতি তিস্রঃ। আ০ ৭।৭। ইতি।

পঞ্চত্রিংশৎসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

এই পঞ্চম সূক্ত, 'হ্বয়াম্যগ্নিং' ইত্যাদি একাদশটী ঋক বিশিষ্ট। ইহার ঋষি—হিরণ্যস্তূপ। আদিভূত নবমটী ঋকের ছন্দঃ—জগতী। অবশিষ্ট ঋক্গুলির ছন্দঃ—ত্রিষ্টুভ্। সমগ্র সূক্তেরই দেবতা—সবিতা। প্রথম 'হ্বয়াম্যগ্নিং' এই ঋকটীর লিঙ্গোক্ত অগ্নি, মিত্রাবরুণ রাত্রি ও সবিতা দেবতা। সেইরূপ অনুক্রান্ত হইয়াছে; যথা,—'হ্বয়াম্যেকাদশ' ইত্যাদি। আভিপ্লবিকষড়হ যাগের চতুর্থদিবসে বৈশ্বদেবের শস্ত্রমন্ত্রে এই সাবিত্র সূক্তটী প্রযুক্ত হয়। আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্রের তৃতীয়স্য ত্র্যার্যাবা' এই খণ্ডে সেইরূপ সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—'হ্বয়াম্যগ্নিমস্ত যে দ্যাবাপৃথিবী ইতি তিস্রঃ' (আ০ ৭।৭)। সেই সূক্তের প্রথম ঋক কথিত হইতেছে।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

———:•:———

প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তমোঽনুবাকঃ। পঞ্চত্রিংশং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। ষষ্ঠো বর্গঃ।

পঞ্চত্রিংশং-সূক্তং।

———:•:———

নূতন সূক্ত। নূতন দেবতা। নূতন ছন্দঃ। নূতনতত্ত্বে পরিপূর্ণ। সুতরাং অনধিকারী অজ্ঞের চিত্তাকাশে নানা সংশয়ের মেঘ সঞ্চার করে।

সূক্তের দেবতা—সবিতা। সূক্তের সহিত যদিও মিত্রাবরুণ ও অগ্নি দেবতাদ্বয়ের সম্বন্ধ আছে; কিন্তু প্রধান-স্থান সবিতা দেবতাতেই পর্য্যবসিত। সূক্তের ছন্দঃ জগতী। ঋষি—হিরণ্যস্তূপ।

এই সূক্তের সর্ব্বাপেক্ষা সংশয়মূলক বিষয়—সূর্য্যের গতি-প্রসঙ্গ; এই সূক্তে সবিতৃ-দেবতার (সূর্য্যের) গতির বিষয় লিখিত আছে—ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ লক্ষ্য করেন। তাহা হইতে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে,—'ঋগ্বেদের সময়, আর্য্যগণ জ্যোতিষ-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ ছিলেন; সূর্য্য যে গতিশীল নহেন, পৃথিবীই যে গতিশীলা, তাঁহারা তখন জানিতেন না। সূর্য্যের রথ, সূর্য্যের ঘোটক প্রভৃতির কল্পনা তাঁহাদের অনভিজ্ঞতারই নিদর্শন।'

এ পক্ষের প্রমাণ-স্বরূপ, এই সূক্তের কয়েকটী ঋকের যে অনুবাদ প্রচারিত আছে, তাহার দুই একটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—"অন্ধকারপূর্ণ অন্তরীক্ষ দিয়া বার বার ভ্রমণ করিয়া, দেব ও মনুষ্যকে সচেতন করিয়া, দেব সবিতা হিরণ্ময় রথ দ্বারা ভুবন সমুদয় দেখিতে দেখিতে ভ্রমণ করিতেছেন।" (দ্বিতীয় ঋকের বঙ্গানুবাদ)। "দীপ্তিমান্ সূর্য্যদেব কখন (দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত) প্রবণপথে গমন করিতেছেন এবং কখন (প্রাতঃ-কাল হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত) ঊর্দ্ধপথে গমন করিতেছেন।" ইত্যাদি। (তৃতীয় ঋকের বঙ্গানুবাদ)। এ সকল অনুবাদ দেখিয়া কি মনে হয়? বলা বাহুল্য, সায়ণের অনুসরণেই এ সকল অনুবাদ বিহিত হইয়াছে। এই প্রকার অনুবাদই যদি প্রকৃত অনুবাদ হয়, তাহা হইলে, বর্ত্তমান বিজ্ঞান-সম্মত উক্তির সহিত বেদের উক্তির পার্থক্য লক্ষিত হয়। তাহা হইলে বলিতে হয়,—হয় বর্ত্তমান বিজ্ঞান মিথ্যা, নয় বেদবাক্য মিথ্যা। কিন্তু প্রকৃতার্থ

বৈজ্ঞানিক গবেষণা যে প্রমাদপূর্ণ, অধুনা তাহা কেহই স্বীকার করিবেন না। সুতরাং বেদবাক্যই মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

কিন্তু তাহাই কি ঠিক? কখনই নহে। আমরা বলি, বেদ-বাক্য অভ্রান্ত সত্য, পরন্তু বিজ্ঞানও মিথ্যা নহে। প্রশ্ন উঠিতে পারে,—তবে দুই মত দুই বিপরীত ভাবাপন্ন কেন? সত্য এক ও অভিন্ন। বিজ্ঞান কহিতেছেন,—সূর্য্যের গতি নাই; বেদ বলিতেছেন,—'সূর্য্য গতিশীল।' সামঞ্জস্য কি প্রকারে সাধিত হইতে পারে? এখানে এ সংশয় প্রশ্নের দ্বিবিধ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম—মন্ত্রের প্রচলিত অনুবাদ ভাষ্য বা ব্যাখ্যা ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত। দ্বিতীয়-দৃষ্টির তারতম্যানুসারে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী বিশদীকৃত করিবার চেষ্টা পাইতেছি। নদীর স্রোতো-মুখে নৌকা তীরবেগে ছুটিয়াছে। আরোহী তীরের প্রতি দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া আছে। সে দেখিতেছে,—তাহার গমনের সঙ্গে সঙ্গে তীরস্থিত তরু গুল্মও গতিবিশিষ্ট হইয়াছে; এক পক্ষে সে তাহার বিভ্রম। অন্য পক্ষে, সে যদি জানে—পৃথ্বীমাতা গতিশীলা, তাহা হইলে সে আবার আর এক গতিক্রিয়া আপনার মনশ্চক্ষে দেখিতে পায়। সে দেখে যে—সে যেমন নদীস্রোতে চলিয়াছে, পৃথিবীর গতিক্রমে সংসারের সকল সামগ্রীই সেইরূপ গতিশীল রহিয়াছে। এই দুই দৃশ্যে, দুই বিপরীত ভাবের সামঞ্জস্য সাধিত হয়। সে দৃষ্টিতে দেখিতে পারিলে, সূর্য্যের গতি-ক্রিয়া দর্শনেরও সার্থকতা দেখা যায়; আবার সূর্য্য স্থির অচেতন বলিয়াও প্রতীতি জন্মে। যাহা হউক, মন্ত্রার্থের আলোচনায় সে তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস পাইব। এখানে মাত্র এইটুকু বলিয়া রাখি, দৃষ্টির তারতম্যানুসারেই দৃষ্টবস্তুতে নানা ভাবের অবভাস হইতে পারে।

এই সূক্তের মধ্যে আর এক সমস্যার বিষয় আছে—'যমের ভুবন' (ষষ্ঠ ঋকের অন্তর্গত "যমস্য ভুবনে")। পুরাণে উপাখ্যানে যমসম্বন্ধে কত কিম্বদন্তীই প্রচারিত আছে। অপিচ, প্রাচ্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মস্তিষ্কও এ সম্বন্ধে নানা গবেষণার আবিষ্কার করিবার প্রয়াস পাইয়া গিয়াছেন। 'যম' এবং 'যমী' এই দুই শব্দ বেদের অনেক স্থানে দৃষ্ট হইবে। যাস্ক-মতের অনুসরণে বেদ ব্যাখ্যাকারীগণ কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন,—'যম আর যমী দুই ভাই-ভগ্নী। বিবস্বানের ঔরসে সরণ্যুর গর্ভে তাহাদের জন্ম হয়।' অশ্বিদ্বয়ের জন্ম বৃত্তান্ত-সংক্রান্ত উপাখ্যানের অবতারণায় (প্রথম আশ্বিন সূক্ত দেখুন) কি অবস্থায় কোন্ সময় যম ও যমীর জন্ম হয়, তাহার আভাষ দিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। ঐ ব্যাপারকে ম্যাক্সমূলার কিন্তু রূপক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তিনি বলেন,—'বিবস্বান' বলিতে 'আকাশকে' বুঝায়, 'সরণ্যু' পদে 'ঊষাকে' লক্ষ্য করে। আকাশের ক্রোড়ে ঊষার উদয়,—বিবস্বানে সরণ্যুতে পরিণয় বা সঙ্গম; তাহাদের সেই মিলনের পরিণাম—দিবা ও রাত্রি। দিবা 'যম'-নামে এবং রাত্রি 'যমী'-নামে বেদে, পরিচিত। ইহার পর 'যম' ক্রমশঃ 'মৃত্যুরাজ' হইয়া পড়েন। তাহার কারণ, ম্যাক্সমূলার বলেন,—"প্রাচীন ঋষিগণ পূর্ব্বদিককে যেরূপ জীবনের উৎপত্তি-স্থল মনে করিতেন, পশ্চিমদিককে সেইরূপ জীবনের অবসান মনে করিতেন। সূর্য্য সেই পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অন্তর্হিত হইতেন, অর্থাৎ জীবনের

পথ ভ্রমণ করিয়া পরলোকের পথ দেখাইতেন। এইরূপে যম পরলোকের রাজা এই অনুভব উদয় হইল।" * যাহা হউক, যে দৃষ্টিতে যিনি দেখিবেন, সেই ভাবই বেদে প্রাপ্ত হইবেন। এ বিষয়ে বৈচিত্র্যের কোনই কারণ নাই। আমাদের যাহা মত, তাহা এ বিষয়ের ব্যাখ্যা-ক্ষেত্রেই প্রকাশ পাইবে।

হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ। জগতীচ্ছন্দঃ। সবিতা দেবতা।

বৈশ্বদেবশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চত্রিংশৎসূক্তং। প্রথমা ঋক্)।

হ্বয়াম্যগ্নিং প্রথমং স্বস্তয়ে হ্বয়ামি

মিত্রাবরুণাবিহাবসে।

হ্বয়ামি রাত্রীং জগতো নিবেশনীং হ্বয়ামি

দেবং সবিতারমূতয়ে ॥১॥

পদ-বিশ্লেষণং।

হ্বয়ামি। অগ্নিং। প্রথমং। স্বস্তয়ে। হ্বয়ামি। মিত্রাবরুণৌ।

ইহ। অবসে।

হ্বয়ামি। রাত্রীং। জগতঃ। নিহবেশনীং। হ্বয়ামি।

দেবং। সবিতারং। উতয়ে ॥ ১ ॥

---

* ম্যাক্সমূলারের ইংরাজী হইতে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। *Vide max mullers Science of Language, Vol. II, page 556,562.*

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'স্বস্তয়ে' (অস্মাকং অবিনাশায়, পরমমঙ্গলার্থং) 'প্রথমং' (আদৌ) 'অগ্নিং' (অগ্নিদেবং) 'হ্বয়ামি' (আহ্বয়ামি, প্রার্থয়ামি); 'ইহ' (ইহ সংসারে) 'অবসে' (রক্ষণায়) 'মিত্রাবরুণৌ' (মিত্রাবরুণদেবৌ, প্রীতিসাধকাভীষ্টপ্রদৌ দেবৌ) 'হ্বয়ামি' (আহ্বয়ামি, প্রার্থয়ামি) 'জগতঃ' (জঙ্গমস্য প্রাণিজাতস্য) 'নিবেশনীং' (বিশ্রামস্থানভূতাং) 'রাত্রীং' (রাত্রিদেবতাং, শান্তিদাত্রীং) 'হ্বয়ামি' (আহ্বয়ামি, প্রার্থয়ামি); 'ঊতয়ে' (অস্মাকং উদ্ধারার্থং, মুক্তিলাভার্থং) 'সবিতারং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'হ্বয়ামি' (আহ্বয়ামি, প্রার্থয়ামি)। প্রাণী বিভিন্নাং ভগবদ্বিভূতিং সম্বোধ্য তেষাং কৃপাপ্রার্থনাং করোতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৫সূ—১ঋ)

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের পরম মঙ্গল সাধনের জন্য আমি অগ্নিদেবকে আহ্বান করিতেছি—প্রার্থনা জানাইতেছি; ইহ সংসারে আমাদিগকে রক্ষার জন্য (আমাদিগের বিপদ বিদূরণ ও মঙ্গল বিধানের জন্য) আমি মিত্রাবরুণদেবতাকে (প্রীতিসাধক ও অভীষ্টপূরক দেবদ্বয়কে) আহ্বান করিতেছি (প্রার্থনা জানাইতেছি); গমনশীল প্রাণীসমূহের বিরামস্থানভূতা (শান্তিদাত্রী) রাত্রিদেবতাকে আমি আহ্বান করিতেছি (প্রার্থনা জানাইতেছি); আমাদের পরিত্রাণের জন্য আমি সেই জ্ঞানস্বরূপ সবিতৃদেবকে আহ্বান করিতেছি (প্রার্থনা জানাইতেছি)। ১ম—৩৫সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

স্বস্তয়েঽস্মাকমবিনাশায়। স্বস্তীত্যবিনাশনামেতি যাস্কঃ। প্রথমমাদাবগ্নিং হ্বয়ামি। ইহাস্মিন্ কর্ম্মণ্যবসেঽস্মদ্রক্ষণায় মিত্রাবরুণৌ হ্বয়ামি। জগতো জঙ্গমস্য প্রাণিজাতস্য নিবেশনীমুপবেশনহেতুভূতাং রাত্রীং রাত্রিদেবতাং হ্বয়ামি। জঙ্গমাঃ সর্ব্বে প্রাণিনো দিবসে স্ব স্ব ব্যাপারান্ কৃত্বা স্ব স্ব গৃহে রাত্রাবুপবিশন্তীতি প্রসিদ্ধং। ঊতয়েঽস্মদ্রক্ষণার্থং সবিতারং দেবং হ্বয়ামি॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের বিনাশরাহিত্যের নিমিত্ত। 'যাস্ক বলেন,—স্বস্তি শব্দের অর্থ অবিনাশন।' প্রথমেই অগ্নিদেবকে আহ্বান করিতেছি। এই কর্ম্মে আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত মিত্রাবরুণ দেবদ্বয়কে আহ্বান করিতেছি। জঙ্গম প্রাণিসমূহের উপবেশন-হেতুভূত রাত্রিদেবতাকে আহ্বান করিতেছি। 'জঙ্গম' প্রাণিসমূহ, দিবাতে স্বীয় স্বীয় ব্যাপার সমূহ নিষ্পন্ন করিয়া রাত্রিকালে নিজের নিজের গৃহমধ্যে উপবেশন করিয়া থাকে—ইহা প্রসিদ্ধ।' আমাদিগের রক্ষার জন্য সবিতৃদেবকে আহ্বান করিতেছি।

মিত্রাবরুণৌ। দেবতাদ্বন্দ্বে চেতি পূর্ব্বপদস্যানঙাদেশঃ। দেবতাদ্বন্দ্বে চেত্যুত্তরপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং। রাত্রীং। রাত্রেশ্চাজসী। পা০ ৪।১।৩১। ইতি ঙীপ্। নিবেশয়ত্যস্যা-মিতি নিবেশনী। করণাধিকরণয়োশ্চেতি ল্যুট্। টিড্ঢাণঞিত্যাদিনা। পা০ ৪।১।১৫। ঙীপ্। ঊতয়ে। অবতেঃ ক্তিনি জ্বরত্বরেত্যাদিনা বকারস্যোপধায়াশ্চ ঊট্। ঊতিযূতীত্যাদিনা ক্তিন উদাত্তত্বং॥ (১ম—৩৫সূ—১ঋ)।

প্রথম (৪০৯) ঋকের বিশদার্থ।

———:•:———

এ ঋক্‌টী সাধারণ প্রার্থনামূলক। স্বস্তির নিমিত্ত, রক্ষার নিমিত্ত, বিশ্রামের নিমিত্ত এবং মুক্তির নিমিত্ত, বিভিন্ন দেবতার নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে। 'স্বস্তি' পদের অর্থ—'বিনাশ-রাহিত্য'। তাই, 'স্বস্তয়ে' পদে 'অবিনাশায়' প্রতিবাক্য প্রচলিত। আমি যেন বিনাশ প্রাপ্ত না হই; আমার যেন অবিনাশী অবস্থা আসে, আমি যেন মোক্ষলাভে অধিকারী হইতে পারি;—'স্বস্তয়ে হ্বয়ামি' বাক্যে সে ভাবও আসিতে পারে। তবে-প্রার্থনার শেষাংশে 'ঊতয়ে' পদ আছে বলিয়া, সাধারণভাবে আমরা 'স্বস্তয়ে' পদে পরমমঙ্গললাভ-কামনার ভাব গ্রহণ করিলাম। প্রথমে সাধারণভাবে মঙ্গল-দানের প্রার্থনা জানান হইল। তার পর, ইহসংসারে যাহাতে রক্ষা প্রাপ্ত হই, বিপদ আসিয়া যেন বিভ্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত না করে, —এই প্রার্থনা প্রকাশ পাইল। তৃতীয় প্রার্থনায় শান্তির আকাঙ্ক্ষা

'মিত্রাবরুণৌ'—এস্থলে 'মিত্রশ্চ বরুণশ্চ' এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া 'দেবতাদ্বন্দ্বেচ' সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদের আনঙ্ আদেশ এবং ঐ সূত্রানুসারেই উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'রাত্রীং' পদটিতে, 'রাত্রেশ্চাজসী' (পা০ ৪।১।৩১) এই সূত্র দ্বারা ঙীপ্ প্রত্যয়। 'নিবেশ করে ইহাতে' এই অর্থে 'নিবেশনীং' পদটীতে 'করণাধিকরণয়োশ্চ' সূত্র দ্বারা নিপূর্ব্বক বিশ্ ধাতুর উত্তর ল্যুট্ প্রত্যয় এবং 'টিড্ঢাণঞ্' (পা০ ৪।১।১৫) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ঙীপ্ হইয়াছে। অব ধাতুতে ক্তিন্ প্রত্যয়ে 'জ্বরত্বর' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা অ এবং ব স্থানে ঊট্ (ঊ) করিয়া 'ঊতি' এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। অনন্তর, উক্ত 'ঊতি' শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তির একবচন করিয়া স্বরান্বিত 'ঊতয়ে' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "ঊতিযূতি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে ইহার ক্তিন্ প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত। ১।

জ্ঞাপন করা হইল। শেষ প্রার্থনায় জানান হইল,—'হে জ্ঞানস্বরূপদেব! আমায় উদ্ধার করুন,—আমায় মোক্ষদানে মুক্ত করুন।'

প্রার্থনায় ভিন্ন ভিন্ন দেবতার অনুগ্রহ-কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম, অগ্নিদেবকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—আমায় 'স্বস্তি' দেন। 'স্বস্তি' লাভ পক্ষে অগ্নির—জ্ঞানের কৃপা-প্রাপ্তিই প্রথম প্রয়োজন। আদৌ জ্ঞানোন্মেষ হওয়া চাই। 'স্বস্তি' সেই জ্ঞানেরই অনুসারী। দ্বিতীয় প্রার্থনা—মিত্র ও বরুণ দেবতার নিকট। ভগবান্ যদি মিত্রভাবে আসেন, যদি তাঁহার প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হই; তার পর যদি তিনি করুণা-বর্ষী হন, যদি তিনি আপনার করুণার পারাবার উন্মুক্ত করিয়া দেন; বরুণদেব যেমন সন্তপ্ত সকল জনকেই বারিবর্ষণে শান্তিশীতলতা দান করেন, সেই ভগবান্ যদি সেইভাবে বরুণধর্ম্মী হইয়া কৃপা-বর্ষণ করেন; তবেই আমার মত পাপীর রক্ষার উপায় আছে। দ্বিতীয় প্রার্থনার ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য। ভগবানের করুণা যদি মিত্রভাবে আসে, সে করুণা যদি বরুণের বারিবর্ষণের ন্যায় সকলকে সমভাবে শান্তি দান করে, তবেই আমার আশা আছে। প্রার্থী এই ভাবেই এখানে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। প্রার্থনার তৃতীয় অংশেও ঐ একরূপ ভাবই প্রকাশমান্। রাত্রিতে সকল প্রাণীই বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করে। তাই প্রার্থনা,—'হে ভগবন্! আপনি রাত্রির ন্যায় বিশ্রামদাতা হইয়া আসুন। পাপী তাপী সকলেই রাত্রির ক্রোড়ে বিশ্রাম-সুখ লাভ করে। হে দেব! তেমন-ভাবে আপনি যদি আসেন, আমার তাহাতে শান্তি-লাভের আশা আছে। নচেৎ, এ ঘোর পাতকী, কিরূপে কোথায় বিশ্রাম প্রাপ্ত হইবে? এই সকল রূপে প্রকাশমান হইয়া ভগবান্ যদি অনুগ্রহ করেন, এবম্প্রকার এক এক ভগবদ্বিভূতি যদি সংসারের প্রতি কৃপাপরায়ণ হন, তাহা হইলেই সবিতৃদেবতা জ্ঞান-কিরণ-বিতরণে উদ্ধার করিবেন। তাই, উপসংহারে বলা হইয়াছে,—'আমাদের উদ্ধারের জন্য আমি সবিতা দেবতাকে প্রার্থনা জানাইতেছি।' প্রথমে অগ্নিকে—তাহাতে জ্ঞানোন্মেষ; উপসংহারে সবিতা দেবতাকে,—তাহাতে জ্ঞানের পূর্ণস্ফূর্ত্তি। এই প্রকারে স্তরে স্তরে ভগবানের করুণা লাভে সমর্থ হইলে, পরিশেষে পরমশ্রেয়ঃ মুক্তি অধিগত হয়। ঋকের ইহাই তাৎপর্য্য। (১ম—৩৫সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চত্রিংশৎসূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যং চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি
ভুবনানি পশ্যন্॥ ২॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। কৃষ্ণেন। রজসা। বর্ত্তমানঃ। নিঽবেশয়ন্। অমৃতং। মর্ত্ত্যং। চ।
হিরণ্যয়েন। সবিতা। রথেন। আ। দেবঃ। যাতি।
ভুবনানি। পশ্যন্॥ ২॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সবিতা দেবঃ' (জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ) 'কৃষ্ণেন' (অন্ধকারসমাচ্ছন্নেন, পাপকলুষিতেন) 'রজসা' (অন্তরীক্ষেণ, সকললোকেন সহ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'বর্ত্তমানঃ' (বিদ্যমানঃ) অসি; 'চ' (এবং) স দেবঃ 'মর্ত্ত্যং' (মরণধর্ম্মপরং মনুষ্যং) 'অমৃতং' (মরণরহিতং পদং, মোক্ষং) 'নিবেশয়ন্' (প্রাপয়ন্); 'ভুবনানি' (সর্ব্বান্ লোকান্, চরাচরস্য সদসৎকর্ম্মাণি) 'পশ্যন্' (প্রকাশয়ন্, অবলোকয়ন্); 'হিরণ্যয়েন' (অস্মাকং সৎকর্ম্মরূপসুবর্ণনির্ম্মিতেন) 'রথেন' (যানেন) 'আ যাতি' (অস্মৎসমীপং স আগচ্ছতি)। হে মনুষ্য! ত্বং তত্তাপো মা ভূঃ। জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ সর্ব্বত্র বিদ্যমানোঽস্তি, সর্ব্বেষাং কর্ম্মাকর্ম্ম চ পরিপশ্যতি। আত্মকর্ম্মপ্রভাবেন ত্বং তং দেবং লভস্ব। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৫সূ—২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানস্বরূপ সবিতৃদেব অন্ধতমসাচ্ছন্ন (পাপকলুষিত) সকল লোকের মধ্যেই সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান্ আছেন; এবং সেই দেবতা, এই মরণধর্ম্ম-পর মনুষ্যকে মরণরহিত পদ (মোক্ষ) প্রাপ্তি প্রদান করেন; সে দেবতা সর্ব্বলোককে (চরাচরের সদসৎকর্ম্মকে) দেখিয়া থাকেন (প্রকাশ

করেন); আমাদের সৎকর্ম্মরূপ সুবর্ণনির্ম্মিত রথে তিনি আমাদের নিকট আগমন করেন। (১ম—৩৫সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

সবিতা সূর্য্যঃ কৃষ্ণেন রজসা কৃষ্ণবর্ণেন লোকেন। কৃষ্ণং কৃষ্যতে নিকৃষ্টো বর্ণ ইতি যাস্কঃ। লোকা রজাংস্যুচ্যন্তে ইতি চ। অন্তরিক্ষলোকো হি সূর্য্যাগমনাৎ পুরা কৃষ্ণবর্ণো ভবতি। তেনান্তরিক্ষমার্গেণাবর্ত্তমানঃ পুনঃ পুনরাগচ্ছন্ অমৃতং দেবং মর্ত্ত্যং মনুষ্যং চ নিবেশন্ স্ব স্ব স্থানেঽবস্থাপয়ন্। যদ্বা অমৃতং মরণরহিতং প্রাণং মর্ত্ত্যং মরণসহিতং শরীরং চ নিবেশয়ন্ তথা চারণ্যকাণ্ডে। অমর্ত্ত্যো মর্ত্ত্যেন সযোনিরিত্যোতস্য। মন্ত্রভাগস্য ব্যাখ্যানরূপে ব্রাহ্মণে যথোক্তোঽর্থোঽবগম্যতে। মর্ত্ত্যানি হীমানি শরীরাণি। অমৃতৈষা দেবতেতি। যথোক্তগুণোপেতঃ সবিতা দেবো ভুবনানি সর্ব্বান্ লোকান্ পশ্যন্ অবেক্ষমাণঃ। প্রকাশয়ন্নিত্যর্থঃ। হিরণ্যয়েন সুবর্ণনির্ম্মিতেন রথেনায়াতি অস্মৎসমীপমাগচ্ছতি ॥

অমৃতং। মৃতং মরণং নাস্ত্যস্যেতি বহুব্রীহৌ নঞো জরমরমিত্রমৃতা ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। মর্ত্ত্যং। মর্ত্তে ভবং। ভবেচ্ছন্দসীতি যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। হিরণ্যয়েন। ঋত্ব্যবাস্ত্ব্যেত্যাদিনা ময়টো মকারলোপো নিপাতিতঃ। যস্যেতি প্রত্যয়স্বরঃ। ভুবনানি। ভূসত্তায়াং। ভূ সূ ধূ ভ্রসিভ্যশ্ছন্দসীতি ক্যন্প্রত্যয়ঃ। যোরনাদেশ উবঙাদেশঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং ॥ (১ম—৩৫সূ—২ঋ)।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সবিতা সূর্য্যদেব, কৃষ্ণবর্ণ লোকের দ্বারা অন্তরীক্ষমার্গে বর্ত্তমান হইয়া পুনঃপুনঃ আগমন পূর্ব্বক দেবতাকে ও মনুষ্যকে স্ব স্ব লোকে অবস্থাপিত করেন। 'যাস্ক বলেন,—কৃষ্ণ এই পদটী, কৃষ ধাতু হইতে উৎপন্ন। অতএব, ইহার অর্থ—নিকৃষ্ট বর্ণ এবং 'রজস্' শব্দের অর্থ—লোক। অন্তরীক্ষলোক সূর্য্যের আগমনের পূর্ব্বে কৃষ্ণবর্ণ ছিল। অথবা অমৃত শব্দের অর্থ—মরণরহিত প্রাণ এবং মর্ত্ত শব্দের অর্থ—মরণ-সহিত দেহ, ইহাদিগকে অবস্থিত করেন। অরণ্যকাণ্ডে সেইরূপ আম্নাত হইয়াছে; যথা,—অমর্ত্ত্যোমর্ত্ত্যেন ইত্যাদি। যথোক্তগুণযুক্ত সূর্য্যদেব, লোকসমূহকে প্রকাশ করিতে করিতে সুবর্ণনির্ম্মিত রথের দ্বারা আমাদিগের নিকটে আগমন করেন।

'মৃত' অর্থাৎ, মরণ নাই ইহার—এই অর্থে 'অমৃতং' এই পদটীর বহুব্রীহি সমাসে 'নঞো জরমরমিত্রমৃতাঃ' সূত্র দ্বারা পরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'মর্ত্তে উৎপন্ন' এই অর্থে—'মর্ত্ত্যং' এই পদটী, 'ভবে ছন্দসি' সূত্র দ্বারা যৎ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। ইহার 'যতোঽনাবঃ' সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত। 'হিরণ্যয়েন' পদের 'ঋত্ব্যবাস্ত্ব্য' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ময়ট্ প্রত্যয়ের মকারের লোপ নিপাতনে সিদ্ধ। 'যতেতি' সূত্র দ্বারা লোপের পর প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। 'ভুবনানি' এই পদটী, সত্তার্থক 'ভূ' ধাতুর উত্তর 'ভূসূধূভ্রস্জিভ্যশ্ছন্দসি' সূত্র দ্বারা 'ক্যন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। এস্থলে যু এর স্থানে অনাদেশ হইলে উবঙাদেশ হইয়াছে। নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। ২।

দ্বিতীয় (৪১০) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এই ঋক্‌টি ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাবিধির অন্তর্ভূত,—সূর্য্যোপাসনায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের নিত্য-উচ্চারিত এই মন্ত্রের অর্থ-সম্বন্ধেও কতই মতান্তর দেখি।

নানা দিক দিয়া ঋক্‌টির নানারূপ অর্থ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। ঋকের সাধারণ-প্রচলিত অর্থ এই যে,—'সূর্য্যদেব অন্ধকারময় কৃষ্ণবর্ণ অন্তরীক্ষ-লোকে আসিয়া যখন উপস্থিত হন, তখন মর ও অমর সকলে জাগিয়া উঠেন, চরাচর বিশ্ব তাঁহার আলোকে প্রকাশ পায়, এবং তিনি আপনার সুবর্ণ রথে আরোহণ করিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করেন।' এই ঋকের 'আবর্ত্তমানঃ' এবং 'আ যাতি' পদদ্বয় উপলক্ষে যে নানা বিতর্ক উঠিয়া থাকে, সূক্তের সূচনায় আমরা তাহার একটু আভাষ দিয়াছি। ঐ দুই পদ উপলক্ষেই একশ্রেণীর ব্যাখ্যাকারগণ সিদ্ধান্ত করেন,—'আর্য্যেরা সূর্য্যকে গতিশীল বলিয়া জানিতেন; পৃথিবীর যে গতি আছে, সে জ্ঞান তাঁহাদের ছিল না' ইত্যাদি। মন্ত্র হইতে ঐরূপ অর্থ যে অধ্যাহার করা যায় না, এমন কথা আমরা বলি না। কামদুঘা সংস্কৃতভাষা, কল্পতরু বেদ,—যে ফল চাহিবেন, তাহাই প্রাপ্ত হইবেন; তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে সঙ্গতি-অসঙ্গতি পক্ষে একটু বিচার করা প্রয়োজন।

আমরা দুই দিক হইতে দুই প্রকারে ঋকটির ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহাতে দুই প্রকার অর্থেই একই অভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হইতেছি। প্রথমতঃ,—যে শব্দের যে অর্থে সূর্য্যকে গতিশীল প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হইতেছিল, সেই শব্দের সেই অর্থেই সূর্য্যকে স্থির অচঞ্চল বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। ঋকে একটি উপসর্গ আছে—'আ,' আর একটী পদ আছে—'বর্ত্তমানঃ'। ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ ঐ 'আ' উপসর্গটিকে 'বর্ত্তমানঃ' পদের সহিত যোগ করিয়া দিয়া, অর্থ করিতেছেন

—'সূর্য্যের আবর্তন, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে—সূর্য্যের গতি আছে।' আমরা এ সংযোগকে বিসদৃশ সংযোগ এবং এরূপ ভাব-পরিগ্রহকে অন্যায় অত্যাচার বলিয়া মনে করি। পরন্তু, আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ 'আ' আর 'বর্ত্তমানঃ' এই দুই পদে সূর্য্যের অচঞ্চল ভাবই দ্যোতনা করে। 'আ' উপসর্গের অর্থ ধরি—সর্ব্বতোভাবে; এবং 'বর্ত্তমানঃ' পদের অর্থ—বিদ্যমান। ইহাতে সূর্য্য যে সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান আছেন, তিনি যে অন্যান্য গ্রহাদির ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ান না—এই ভাবই প্রকট হয়। ফলতঃ, যে পদে সূর্য্যের গতি প্রতিপন্নের প্রয়াস দেখি, সেই পদেরই অর্থে সপ্রমাণ হয়—তিনি স্থির—গতিশীল নহেন। দেখুন, সূর্য্যপক্ষে যে ভাব যে অর্থ প্রাপ্ত হই, আধ্যাত্মিক-পক্ষে জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্-সম্বন্ধেও সেই ভাবই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। উভয়ত্রই স্থির অচঞ্চলভাবে অবস্থিতির প্রসঙ্গই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়। সূর্য্যপক্ষে—তিনি অন্ধতমসাচ্ছন্ন অন্তরীক্ষলোকে বিদ্যমান্ থাকিয়া, সংসারে আলোক-কিরণ বিকিরণ করিতেছেন; জ্ঞানস্বরূপ ভগবৎ-পক্ষ—তিনি এই পাপ-কলুষিত সংসারের সহিত সর্ব্বতোভাবে অবস্থিত থাকিয়া জীবের গতি-মুক্তির উপায় বিধান করিতেছেন। দুইপক্ষেই অবস্থিতির ভাব। গতির ভাব কোনপক্ষেই পরিস্ফুট নহে,—সঙ্গতও নহে।

মন্ত্রের শেষাংশস্থিত 'আ যাতি' পদের দ্বারাও সূর্য্যের গতি প্রতিপন্ন হয় না সূর্য্যপক্ষে ঐ অংশের ভাব এই যে, তাঁহার বিদূরিত জ্যোতিঃ-রশ্মি আমাদিগকে প্রাপ্ত হয়। ভগবৎপক্ষে ভাব এই যে, আমাদের কর্ম্ম প্রভাবেই ভগবানকে আমরা প্রাপ্ত হই। এ অংশ সাধকের অনুচিন্তনের ও অনুধ্যানের বিষয়ীভূত। এ অংশ—ভাবরাজ্যের এক অমূল্য সম্পৎ। এখানে সূর্য্যের গতিশীলতার প্রসঙ্গ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। পরন্তু, ইহা হইতেই সূর্য্য স্থিতিশীল বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে।

উপসংহারে সমগ্র মন্ত্রটীর মর্ম্ম একবার অনুশীলন করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। আমরা মন্ত্রটীকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি (আমাদের অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যার অনুসরণ করুন)। প্রথম, আমরা দেখিতেছি, মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'সেই জ্ঞান স্বরূপ ভগবান্ সকল

লোকেই বিদ্যমান্ আছেন।' আমি পাপী, আমি পরিতপ্ত, হতাশ-সাগরে ভাসমান হইয়া আমি হয় তো মনে করিতে পারি,—'দেবতা স্বর্গে থাকেন, তাঁহার সঙ্গে এই পাপকলুষিত মর্ত্যজীব আমার কোনই সম্বন্ধ-সংশ্রবের সম্ভাবনা নাই।' মন্ত্রাংশ, সেই হতাশে আশ্বাস প্রদান করিতেছে। মন্ত্র বলিতেছে,—'হে সংসার-কীট! তোমার ভয় নাই। সেই জ্ঞানস্বরূপ দেব সর্ব্বত্র অচঞ্চল বিদ্যমান আছেন,—এই পাপ-কলুষিত সংসারেও তিনি বর্ত্তমান রহিয়াছেন।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের প্রথমাংশের ('সবিতা'...'বর্ত্তমানঃ' অংশের) ইহাই মর্ম্ম।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের (অন্বয়বোধিনী-ব্যাখ্যার "চ" হইতে "নিবেশয়ন্" অংশের) প্রতি লক্ষ্য করুন। এই অংশের প্রচলিত অর্থ, —'সেই সবিতা দেবতা মরগণকে এবং অমরগণকে বিরাম-স্থান দেন।' ইহাতেও একটা ভাব আসে বটে; তিনি দেবগণকেও কৃপা করেন, মনুষ্যগণকেও কৃপা করেন—এই মাত্র বুঝা যায়। কিন্তু আমরা মনে করি, ঐ অংশের অভ্যন্তরে এক নিগূঢ় তত্ত্বকথা বিদ্যমান আছে। যে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছে, সেই অমৃতকে (অমৃতং) আবার নিবাস-স্থান দিবার কি আছে? অমৃত—নিবাসস্থানের অতীত অবস্থা। সুতরাং, 'অমৃতকে ও মর্ত্ত্যকে নিবাসস্থান দেন' বা বিরামস্থান দেন'—এরূপ বাক্যের কোনও অর্থই হয় না। তবে কি?—আমরা বলি, ঐ অংশের সঙ্গত অন্বয় ও অর্থ হয়—আমাদের 'অন্বয়-বোধিকা ব্যাখ্যার' অনুসরণে যদি 'সেই জ্ঞানস্বরূপ দেবতা এই মরণধর্ম্মী মানুষকেও অমৃতত্ব প্রদান করেন।' আমরা মনে করি, সেই ভাবই এখানে পরিস্ফুট। তাহাতে, হতাশ অনুতপ্ত জীব, আশার এক নবীন আলোক-রশ্মি প্রত্যক্ষ করিতে পারে। তাহার নবজীবনের পথ সে পরিষ্কৃত দেখিতে পায়। সে পক্ষে মন্ত্রের তাহাই দ্বিতীয় স্তর।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশ—'ভুবনানি পশ্যন্।' এখানে সূর্য্য পক্ষে বলা যায়, তাহার প্রকাশে ভুবন প্রকাশ পায়। জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের পক্ষে বলা যায়, তিনি সংসারের সকলই দেখিতে পান। তুমি যে দিন যেমন কর্ম্মই কর না কেন, সকলই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। তোমার শত চেষ্টা সঞ্জাত গোপনের কর্ম্মও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারিতেছে না;

তোমার প্রকাশ্যের কর্ম্মেও তিনি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছেন। তোমার অন্তর ও বাহির কিছুই তাঁহার অপরিজ্ঞাত নহে। মন্ত্রের পূর্ব্ব দুই অংশে যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল, সেই আশা কিরূপে ফলবতী হইতে পারে, এখানে তাহারই ইঙ্গিত দেওয়া হইল।

মন্ত্রের উপসংহার—'হিরণ্যয়েন রথেন আ যাতি।' ভ্রান্তবুদ্ধি মনে করিতে পারেন, বুঝি বা স্বর্ণনির্ম্মিত রথের কথাই বলা হইল, বুঝি বা স্বর্ণময় রথেই সবিতা দেবতা যজ্ঞস্থলে আসিয়া থাকেন। কিন্তু, নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি তাই? পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রাখিয়া বিচার করুন। তবেই বুঝিতে পারিবেন,—সে রথই বা কি, আর সে হিরণ্যই বা কি? যখনই বলা হইয়াছে—তিনি সর্ব্বদর্শী, যখনই বুঝিতে পারিয়াছি—তিনি সকলই —দেখিতে পান, যখন সতর্ক করিয়া দিয়াছে—মন্ত্রের তৃতীয়াংশ—'ভুবনানি পশ্যন্'; তখনই রথের স্বরূপ এবং হিরণ্যের মর্ম্ম অনুভূত হওয়া আবশ্যক। 'রথ' শব্দে যে আমাদের কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য আছে, একাধিক স্থানে তাহা ব্যক্ত করিয়াছি। আমাদের কর্ম্মরূপ রথে যে ভগবান্ আমাদের নিকট সংবাহিত হন, এ তত্ত্বও নানাস্থানে বিশদীকৃত হইয়াছে। এখানে এখন একটী মাত্র ভাবিবার বিষয়—'হিরণ্যয়েন' পদ। বড় সমীচীন সঙ্গত ভাবই ঐ পদে ব্যক্ত হইয়াছে। রথ হিরণ্ময় হইলে যেমন আরোহীর আনন্দ হয়, সে রথের প্রতি যেমন আরোহীর স্নেহ দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়, মানুষের সৎকর্ম্মসমূহ সেইরূপ ভগবানকে আকৃষ্ট করিতে পারে। সৎকর্ম্মই হিরণ্ময় রথ। সেই রথেই ভগবান্ মানুষের হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হন। সে পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'মানুষ! তুমি সদা সৎকর্ম্মশীল হও; ভগবান আসিয়া তোমাতে অধিষ্ঠিত হইবেন, তুমি মরণধর্ম্মা মনুষ্য হইয়াও অমরত্বলাভে সমর্থ হইবে। কেন হতাশ হও? কেন পাপের সংসারে পড়িয়াছ বলিয়া ম্রিয়মাণ হইয়াছ? সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ আছেন। তাঁহার তীব্র দৃষ্টি সর্ব্বদা সকলের প্রতি সমভাবে ন্যস্ত রহিয়াছে। কর্ম্ম কর—সদা সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও; তোমার মুক্তিদানের জন্য, ঐ দেখ, তাঁহার স্নেহকর চিরপ্রসারিত রহিয়াছে।' (১ম—৩৫সূ—২ঋ.)।

—•—

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথম মণ্ডলং। পঞ্চত্রিংশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

যাতি দেবঃ প্রবতা যাত্যুদ্বতা যাতি
শুভ্রাভ্যাং যজতো হরিভ্যাং।
আ দেবো যাতি সবিতা পরাবতোঽপ
বিশ্বা দুরিতা বাধমানঃ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যাতি। দেবঃ। প্রঽবতা। যাতি। উৎঽবতা। যাতি।
শুভ্রাভ্যাং। যজতঃ। হরিঽভ্যাং।
আ। দেবঃ। যাতি। সবিতা। পরাঽবতঃ। অপ।
বিশ্বা। দুঃঽইতা। বাধমানঃ॥ ৩।

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সবিতা দেবঃ' (জ্ঞানস্বরূপো জ্যোতির্ময়ঃ স দেবঃ) 'যজতঃ' (যষ্টব্যঃ, সদা অর্চনীয়ঃ); 'শুভ্রাভ্যাং' (কলুষরহিতাভ্যাং) 'হরিভ্যাং' (রশ্মিভ্যাং, জ্যোতির্ভ্যাং) স দেবঃ 'প্রবতা' (প্রবণবতা মার্গেণ, নিকৃষ্টস্থানেঽপি, পাপিনাং পরিত্রাণার্থং ইতি যাবৎ) 'যাতি' (গচ্ছতি), তথা 'উদ্বতা' (উৎকৃষ্টস্থানেন, সাধুজনানাং) 'যাতি' (গচ্ছতি); 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্বাণি)

'দুরিতা' (পাপানি) 'অপবাধমানঃ' (বিনাশয়ন্) 'পরাবতঃ' (দূরদেশাৎ) 'আ যাতি' (উপাসকসমীপং আগচ্ছতি)। সংশয়ান্বিতো মা ভূঃ। জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ সর্ব্বত্রগমনশীলঃ। অসীমা তস্য করুণা। উপাসকস্য পাপবিনাশার্থং সদৈব তৎসকাশং আয়াতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৫সূ—৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞান-স্বরূপ দ্যোতমান সেই দেবতা—সর্ব্বদা অর্চ্চনীয়; (অর্থাৎ সদা জ্ঞানার্জ্জনে জ্ঞানস্বরূপ দেবতার পূজা বিধেয়); নিষ্কলুষ জ্যোতির মধ্য দিয়া (অনাবিল জ্ঞানের ক্ষীণরশ্মির সাহায্যেই) সেই দেবতা (পাপীর পরিত্রাণার্থ) নিকৃষ্টস্থানে গমন করেন, আবার উৎকৃষ্ট স্থানেও (সাধু সমীপেও) গমন করেন; সর্ব্ববিধ পাপ-সমূহকে বিনাশ করিয়া, অতিদূর স্থান হইতে তিনি উপাসক-সমীপে উপস্থিত হন। (১ম—৩৫সূ—৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

দেবো দীপ্যমানঃ সবিতা প্রবতা প্রবণবতা মার্গেণ যাতি। গচ্ছতি। তথোদ্বতোৎকৃষ্টেনোর্দ্ধদেশযুক্তেন মার্গেণ যাতি। উদয়ানন্তরং আ মধ্যাহ্নমূর্দ্ধো মার্গঃ। তত উপরি আ সায়ং প্রবণো মার্গ ইতি বিবেকঃ। তথা যজতো যষ্টব্যঃ স দেবঃ শুভ্রাভ্যাং শ্বেতাভ্যাং হরিভ্যামশ্বাভ্যাং যাতি। দেবযজনদেশে গচ্ছতি। সবিতা দেবো বিশ্বা দুরিতা সর্ব্বাণি পাপান্যপবাধমানো বিনাশয়ন্ পরাবতো দূরদেশাৎ। পরাবত ইতি দূরনামসু পঠিতত্বাৎ। তাদৃশাদ্দ্যুলোকাদায়াতি। যাগদেশে আগচ্ছতি॥

প্রবতা। বণ বণ সম্ভক্তৌ। অস্মাৎ প্রপূর্ব্বাৎ কিপ্। গমাদীনামিতি বক্তব্যমিত্যনুনাসিক-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

• দীপ্যমান সবিতৃদেব, প্রবণপথে গমন করেন। সেইরূপ উৎকৃষ্ট ঊর্দ্ধদেশযুক্ত পথেও গমন করেন। উদয়ের পর মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধমার্গ এবং তাহার পর সায়ংকাল পর্য্যন্ত প্রবণমার্গ নামে অভিহিত হয়। যজনীয় সেই দেব শ্বেতবর্ণ অশ্বদ্বয়ের দ্বারা দেবযজন স্থানে গমন করেন। সবিতৃদেব, পাপসমূহকে বিনাশ করিতে করিতে সুদূর দ্যুলোক হইতে যজ্ঞস্থলে আগমন করেন। 'পরাবত' এই পদটী দূরের নামের মধ্যে পঠিত হওয়ায়, 'পরাবতঃ' শব্দের অর্থ—দূর।

• প্র-পূর্ব্বক সংভক্তি অর্থবোধক বণ ধাতুর উত্তর কিপ্ প্রত্যয়ে 'গমাদীনামিতি বক্তব্যং' এই বক্তব্য সূত্রানুসারে ন এর লোপ এবং তুক (ত্) আগম করিয়া 'প্রবতা' পদটী নিষ্পন্ন

লোপঃ। তস্তুবক্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। উদ্বতা। উৎপূর্ব্বাদ্বনতেঃ পূর্ব্ববৎ প্রক্রিয়া। যজতঃ। ভৃমৃদৃশীত্যাদিনা যজতেঃ কর্ম্মণ্যতচ্ প্রত্যয়ঃ। বিশ্বা দুরিতা। উভয়ত্র শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ॥ ৩॥ (১ম—৩৫সূ—৩ঋ)।

তৃতীয় (৪১১) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রচলিত অর্থে সূর্য্যের গতির বিষয় প্রখ্যাপিত হয়। সূর্য্য যে দুই প্রহরের পর নিম্নগতি প্রাপ্ত হন, প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে 'প্রবতা' পদ তাহাই (নিম্নপথই) খ্যাপন করিতেছে; আর, প্রভাত হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তাঁহার যে ঊর্দ্ধগতি, 'উদ্বতা' পদে তাহাই ব্যক্ত হইতেছে। সূর্য্য একবার ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হন বা একবার নিম্নগতিতে বিচালিত হন, ভাষ্যকারের ও ব্যাখ্যাকারগণের তাহাই অভিমত। ইহাই মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ। তদনুসারে মন্ত্রের শেষাংশের মর্ম্ম এই যে, হরি নামক শ্বেতবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া সূর্য্য সর্ব্বত্র গমন করেন (শুভ্রাভ্যাং হরিভ্যাং যাতি) এবং বিপদ ও পাপ দূর করিয়া স্বর্গলোক হইতে যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হন।

এখন আমাদের পরিগৃহীত অর্থের যৌক্তিকতা অনুধাবন করুন। এই ঋকে যে সূর্য্যের গতির বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে, আমরা তাহা মনে করি না। আমরা বলি, 'প্রবতা' এবং 'উদ্বতা' শব্দদ্বয়ে যে নিম্নস্থান ও উচ্চস্থান অর্থ আসে, তাহার ভাব এই যে, সেই পরম কারুণিক দেবতার গতিবিধির স্থান অস্থান নাই, তিনি পাপীর নিকট এবং পুণ্যবানের নিকট সর্ব্বত্রই গতিবিধি করেন। এ পক্ষে পূর্ব্ব ঋকের সহিত এ ঋকের ভাব-সঙ্গতি লক্ষ্য করুন। এখানে এক অতি উদার উচ্চ ভাব প্রকাশ পাইতেছে। পাপী! তুমি হতাশ হও কেন? দয়াল ভগবান যে কেবল সতের ও সাধুরই 'একচেটিয়া' সামগ্রী, তাহা নহে। তিনি তোমারও, তিনি তাঁহারও, তিনি সকলেরই। তুমি নিম্নস্তরে আছ, তিনি উচ্চস্তরে আছেন। সে জন্য তোমার নৈরাশ্যের কোনও কারণ নাই। 'প্রবতা'

হইয়াছে। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'উদ্বতা' এই পদটী, উৎ-পূর্ব্বক 'বন্' ধাতুর পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াতে নিষ্পন্ন। 'যজতঃ' এই পদটী, যজ ধাতুর উত্তর 'ভৃমৃদৃশি' এই সূত্র দ্বারা কর্ম্মবাচ্যে অতচ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'বিশ্বা' এবং 'দুরিতা' এই পদদ্বয়ের 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' সূত্র দ্বারা শি এর লোপ হইয়াছে॥ ৩॥

যাতি' এবং 'উদ্বতা যাতি' বাক্যাংশে, আমরা মনে করি, এই উদার নীতি প্রকাশ পাইয়াছে।

অতঃপর বিবেচনা করিয়া দেখুন—তিনি কি ভাবে বা কিসের সাহায্যে আগমন করেন? ঋকের বাক্য—'শুভ্রাভ্যাং হরিভ্যাং।' ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় প্রকাশ পাইল—'শ্বেতবর্ণ অশ্বের দ্বারা। ঐ পদদ্বয় সূর্য্যপক্ষে প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করিলেও, উহার কোন অর্থ হয় না। সূর্য্য কি শ্বেতবর্ণ ঘোটকে চড়িয়া আসেন? কৈ—কেহ কখনও তাহা দেখিয়াছেন কি? অতএব, বুঝিতে হইবে, এখানে রূপক-অলঙ্কার-সাহায্যে কোনও এক পরম তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। সূর্য্যপক্ষে অর্থ করিতে হইলে, স্বীকার করিতে হয়, তিনি জ্যোতির রশ্মির বা কিরণের দ্বারা আমাদের নিকট উপস্থিত হন,—সূর্য্যের শুভ্র কিরণ আমরা প্রাপ্ত হই। আধ্যাত্মিক-পক্ষে নিগূঢ়ভাব বিষয়ে, বুঝা যায়, এখানে বলা হইতেছে,—বিশুদ্ধ যে জ্ঞান, কলুষ-রহিত যে ভগবদ্বুদ্ধি, তাহার দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।' 'হরিভ্যাং' পদের সহিত 'শুভ্রাভ্যাং' পদের সংযোগে—নিগূঢ় ভাব প্রকাশ করে। অনেকে অনেক অসৎকর্ম্ম দ্বারা ভগবানের প্রীতিসাধন করিতেছেন মনে করেন। এক শ্রেণীর উপাসক মদ্যপানে পরদারগমনে ব্যভিচারে পুণ্য সঞ্চয় হইতেছে—বিশ্বাস করিয়া থাকেন। দস্যুরা সময়ে সময়ে কালীপূজা করিয়া দস্যুতায় প্রবৃত্ত হয়। মনে করে,—ঐরূপ পূজার ফলে তাহাদের দস্যুতা-কার্য্যও পুণ্যজনক হইবে। কিন্তু সে তাহাদের বিভ্রম। 'শুভ্রাভ্যাং হরিভ্যাং' পদদ্বয়, সেই বিভ্রমের বিষয়ই বুঝাইয়া দিতেছে। বলিতেছে,—'যে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, যে জ্ঞানটুকু অর্জ্জন করিবে, সেটুকু যেন নির্ম্মল বিশুদ্ধ হয়, তাহাতে যেন কলুষ-ক্লেদ-সংশ্রব আদৌ না থাকে। সৎকার্য্যে, সচ্চিন্তার সৎসাহায্যে যে জ্ঞান-রশ্মি (হউক না কেন সামান্য) সঞ্চিত হয়, তাহারই মধ্য দিয়া ভগবান আগমন করেন। নীচস্থানেই থাক, আর উচ্চস্থানেই থাক, সদ্জ্ঞানলাভে প্রযত্নপর হও,—ভগবানের করুণা আপনিই প্রাপ্ত হইবে। আমরা মনে করি, মন্ত্রের প্রথমাংশ এই আশ্বাসের বাণী ঘোষণা করিতেছে।

মন্ত্রের শেষাংশ—সেই বাণীরই দৃঢ়তা-সাধক। মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'সেই জ্ঞানস্বরূপ দেবতা সর্ব্বদা অর্চ্চনীয়।' কিন্তু তাহাতে তুমি

মনে করিতে পার,—'তিনি কত দূরে কোন্ স্বর্গলোকে আছেন, আমার অর্চ্চনা—আমার এ ক্ষীণস্বর—তাঁহার কর্ণে পৌঁছিবে কি? পরন্তু, আমার চারিদিকে পাপরাশি আমাকে ঘেরিয়া আছে। পাপ কলুষের সে দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া তাঁহার আসার আশা দুরাশা নহে কি? মন্ত্রের শেষাংশ (অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যার "বিশ্বা দুরিতা" হইতে "পরাবত আয়াতি" অংশ), সেই সংশয়-প্রশ্নেরই উত্তর বলিয়া মনে করিতে পারি। এখানে বলা হইতেছে,—'যত দূরদেশেই থাকুন তিনি, যত পাপের কলুষই পথের প্রতিবন্ধক হউক; তাঁহার সে সমস্ত বাধা অপসারণ করিয়া, সে সমস্ত পাপ নাশ করিয়া, তিনি তোমার সমীপস্থ হইবেন। তুমি তাঁহার অর্চ্চনাপরায়ণ হও,—সৎকার্য্যে সৎসাহায্যে তুমি একটু একটু করিয়া সদ্‌জ্ঞান সঞ্চয় কর। সেই ক্ষীণ জ্ঞান-রশ্মির মধ্য দিয়াই তিনি তোমার হৃদয়-মন্দিরে আগমন করিবেন। সংশয়াম্বিত হইও না। সেই জ্ঞানস্বরূপ দেব সর্ব্বত্রগমনশীল! তাঁহার অসীম করুণা। উপাসকের পাপ-বিমোচনার্থ তিনি সর্ব্বদাই তৎসকাশে উপস্থিত হন।' আমরা মনে করি, ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। (১ম—৩৫সূ—৩ঋ)।

—•—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চত্রিংশৎ সূক্তং। চতুর্থী ঋক্)।

অভীবৃতং কৃশনৈর্ব্বিশ্বরূপং হিরণ্যশম্যং

যজতো বৃহন্তং।

আস্থাদ্রথং সবিতা চিত্রভানুঃ কৃষ্ণা

রজাংসি তবিষীং দধানঃ॥ ৪॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অভিহবৃতং। কৃশনৈঃ। বিশ্বহরূপং। হিরণ্যহশম্যং।

যজতঃ। বৃহন্তং।

আ। অস্থাৎ। রথং। সবিতা। চিত্রহভানুঃ। কৃষ্ণা।

রজাংসি। তবিষীং। দধানঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সবিতা' (জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ) 'যজতঃ' (যষ্টব্যঃ, সদার্চ্চনীয়ঃ) ; স 'চিত্রভানুঃ' (বিচিত্র-রশ্মিযুক্তঃ, বিবিধ প্রকারেণ লোকানুগ্রাহকঃ), 'কৃষ্ণা রজাংসি' (অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্নান্ লোকান্ অনুগ্রহীতুং) 'তবিষীং' (স্বকীয়প্রকাশরূপং বলং) 'দধানঃ' (ধারয়ন, সদৈব বিতরতি ইতি ভাবঃ), স দেবঃ 'কৃশনৈঃ' (সৎসংশ্রবরূপসুবর্ণৈঃ) 'বিশ্বরূপং' (নিখিলরূপযুতং, জগ-দ্ব্যাপ্তং) 'অভিবৃতং' (পুরতো বিদ্যমানং) 'হিরণ্যশম্যং' (সদ্ভাবরূপহিরণ্ময়শঙ্কুসমন্বিতং) 'বৃহন্তং' (মহান্তং) 'রথং' (কর্ম্মরূপযানং) 'আস্থাৎ' (আস্থিতবান, চিরবিদ্যমান ইতি ভাবঃ)। অস্মাকং সৎকর্ম্মরূপরথে অধিষ্ঠিতঃ স দেব অজ্ঞানান্ধকারাভিভূতান্ অস্মান্ (পরিত্রায়তি) ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৫সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানস্বরূপ সবিতা দেব—সর্ব্বদা অর্চ্চনীয় ; তিনি বিচিত্ররশ্মিযুত, অর্থাৎ বিবিধ প্রকারে জ্ঞানকিরণ বিতরণে মনুষ্যকে অনুগ্রহ করেন, এবং অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন লোকদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য আত্মপ্রকাশরূপ শক্তি সর্ব্বদা ধারণ করিয়া আছেন (সদা সেই শক্তি বিতরণ করিতেছেন); সেই দেবতা, সৎসংশ্রবরূপ সুবর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত নিখিলরূপযুত (জগদ্ব্যাপ্ত), সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সদ্ভাবরূপ হিরণ্ময় শঙ্কু-সমন্বিত কর্ম্মরূপ মহৎ যানে অবস্থিত (চির বিদ্যমান্) আছেন। (১ম—৩৫সূ—৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

সবিতা রথমাস্থাৎ। আস্থিতবান্। আরূঢ়বানিত্যর্থঃ। কীদৃশং অভীবৃতং অভিতো বর্ত্তমানং। কৃশনৈর্বিশ্বরূপং। সুবর্ণেন নানারূপং। কৃশনং লোহমিতি সুবর্ণনামসু পাঠাৎ। ক্বচিৎ সুবর্ণনির্ম্মিতগজপঙ্‌ক্তিঃ ক্বচিদশ্বপঙ্‌ক্তিঃ ক্বচিন্মনুষ্যপঙ্‌ক্তিরিত্যেবং বহুরূপত্বং। হিরণ্যশম্যং। অশ্বানাং স্কন্ধেষু রথযোজনবেলায়াং নিহিতাঃ প্রক্ষেপ্যমানাঃ শঙ্কবঃ শম্যাঃ। তাঃ সুবর্ণমধ্যো রথে বর্ত্তন্তে। বৃহন্তং। প্রৌঢ়ং। কীদৃশঃ সবিতা। যজতঃ। যষ্টব্যঃ। চিত্রভানুঃ। বিবিধরশ্মিযুক্তঃ কৃষ্ণা রজাংস্যন্ধকারযুক্ততয়া কৃষ্ণবর্ণান্ লোকানুদ্দিশ্য তমোনিবারণার্থং তবিষীং বলং স্বকীয়ং প্রকাশরূপং দধানঃ॥

অভীবৃতং। অভিতো বর্ত্তত ইত্যভিবৃৎ। বৃতু বর্ত্তনে। কিপি ন হি বৃতীত্যাদিনা। পা০ ৬৩।১১৬। পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘত্বং। বিশ্বরূপং। বিশ্বানি রূপানি যস্যাসৌ বিশ্বরূপঃ। বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়ামিতি বাহুলকেনাসংজ্ঞায়ামপি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। হিরণ্যশম্যং। হর্য্যগতিকান্ত্যোঃ। হর্য্যতেঃ কন্যন্ হির চ। উ০ ৫।৪৪। ইতি কন্যন্ প্রত্যয়ো ধাতোর্হিরাদেশশ্চ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। আস্থাৎ। তিষ্ঠতের্লুঙি গাতিস্থেতি সিচো লুক্। কৃষ্ণা। কৃষে র্বর্ণে। উ০ ৩।৪। ইতি নক্ প্রত্যয়ঃ। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। তবিষীং। তবতিঃ সৌত্রো ধাতুঃ। তবের্ণিদ্বা। উ০ ১।৪৮। ইতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সবিতৃদেব রথে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিরূপ রথ?—না, সম্মুখে বর্ত্তমান, সুবর্ণের দ্বারা নানারূপ। সুবর্ণ নামের মধ্যে 'কৃশনং লোহং' এইরূপ পাঠ আছে। কোথাও সুবর্ণনির্ম্মিত গজসমূহ, কোথাও স্বর্ণনির্ম্মিত অশ্বসমূহ এবং কোথাও বা সুবর্ণনির্ম্মিত মনুষ্যসমূহ—এইরূপ সুবর্ণের দ্বারা নানা প্রকার বিচিত্রিত। অশ্বসমূহের স্কন্ধে রথযোজনকালে অশ্বকে তাড়না করিবার নিমিত্ত প্রক্ষেপ্যমান শঙ্কুসমূহ সুবর্ণময়ী হইয়া রথে বর্ত্তমান আছে। রথ প্রবৃদ্ধ ও বৃহৎ। সবিতৃদেব কিরূপ?—না, যজনীয়, বিবিধ রশ্মিযুক্ত এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া কৃষ্ণবর্ণ লোকসমূহকে উদ্দেশ করিয়া, অন্ধকার-বিনাশার্থ স্বীয় প্রকাশরূপ বলধারী।

'অভীবৃতং' এই পদটীতে 'সম্মুখে বর্ত্তমান' এই অর্থে বর্ত্তনার্থক বৃতু ধাতুর উত্তর কিপ্ করিয়া 'কিপি নহিবৃতি' (পা০ ৬৩১১৬) এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদের দীর্ঘ হইয়াছে। 'বিশ্ব হইয়াছে রূপ যাহার' এই অর্থে 'বিশ্বরূপং' এই পদটীতে, 'বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াং' এই সূত্র দ্বারা অসংজ্ঞাতেও বাহুল্যে পূর্ব্বপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'হিরণ্যশম্যং' এই পদটীতে হিরণ্য পদটী, গতি ও কান্তি অর্থবিশিষ্ট 'হর্য্য' ধাতুর উত্তর 'হর্য্যতেঃ কন্যন্ হির চ' (উ০ ৫৪৪) এই সূত্র দ্বারা 'কন্যন্' প্রত্যয় ও ধাতুর স্থানে 'হির' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন। নিত্-হেতু উহার আদিস্বর উদাত্ত। বহুব্রীহি সমাস হইলে পর, পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর্ হইয়াছে। 'অস্থাৎ' এই পদটী, স্থা ধাতুর উত্তর 'গাতিস্থা'. ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সিচের লোপ করিয়া নিষ্পন্ন। 'কৃষ্ণা' পদটীতে 'কৃষের্বর্ণে' (উ০ ৩।৪) সূত্র দ্বারা নক্ প্রত্যয় ও 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' সূত্র দ্বারা শি এর লোপ হইয়াছে। 'তবিষীং' পদটীতে 'তবের্ণিদ্বা' (উ০ ১,৪৮)

টিবচ্। টিদ্বাট্টিড্ঢাণক্রিতাদিনাঙীপ্। বাতায়েনাদ্যুদাত্ত্বং দ্রষ্টব্যং। দধানঃ শানচাভ্যস্তা-নামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং ॥ ৪ ॥ (১ম—৩৫সূ—৪ঋ) ॥

চতুর্থ (৪।১২) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে মুখ্যভাবে দুইটী তত্ত্ব প্রকটিত আছে। প্রথমতঃ—সবিতা দেবতার স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—যে রথে তিনি আগমন করেন, সেই রথের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

সবিতা দেব কেমন? সবিতা শব্দের যাঁহারা সূর্য্য অর্থ করেন, তাঁহারা বলিতে পারেন—তিনি 'চিত্রভানুঃ' অর্থাৎ বিচিত্র-রশ্মিবিশিষ্ট। আর তিনি কেমন? না—সংসারের অন্ধকার নাশকারী; কেন-না, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার নাশ হয়। আর তিনি কেমন? না—স্বকীয় প্রকাশ-শক্তি দ্বারা জগৎকে প্রকাশ করেন। এই যে সূর্য্য, তিনি 'যজতঃ' অর্থাৎ পূজনীয়। কিন্তু সবিতা শব্দে ঐ পরিদৃশ্যমান্ সূর্য্যকে লক্ষ্য না করিয়া, যদি জ্ঞানস্বরূপ দেবতার প্রতি লক্ষ্য করা যায়, যদি পদার্থ তত্ত্বে দৃষ্টি না পড়িয়া ভাব-তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তাহাতে ঐ সকল বিশেষণে আর এক অভিনব অর্থ প্রকাশ পায়। জ্ঞানস্বরূপ দেবতার অর্চ্চনা সদা প্রয়োজন; ভাব এই যে, জ্ঞানার্জ্জনে মনুষ্য-মাত্রেরই চেষ্টা আবশ্যক। 'সবিতা দেবঃ যজতঃ' অংশে এই ভাব প্রকাশ পায়। 'চিত্র-ভানুঃ' পদ, তৎপক্ষে বিচিত্র রশ্মি দ্বারা বিবিধ প্রকারে জ্ঞান কিরণ বিতরণ করিয়া তিনি মনুষ্যসমাজকে অনুগৃহীত করেন। সে পক্ষে 'কৃষ্ণা রজাংসি তবীষিং দধানঃ'—বাক্যের মর্ম্ম এই যে, অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন লোকদিগের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনের জন্য তিনি অশেষ করুণা প্রদর্শন করেন। সূর্য্য-দেব যেমন আত্ম-প্রকাশে জগৎ প্রকাশ করেন, জ্ঞানদাতা ভগবান সেইরূপ আপন প্রকাশ পাইয়া অজ্ঞানে জ্ঞানসঞ্চার করেন। এক পক্ষে সূর্য্যের

শত্রু দ্বারা টিক্ প্রত্যয়, টিদ্বহেতু 'টিড্ঢাণঞ্' সূত্রানুসারে ঙীপ। বাতায়ে ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'দধানঃ' পদটীতে শানচ্ প্রত্যয়ে 'অভ্যস্তানামাদিঃ' সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত ॥ ৪ ॥ (১ম—৩৫সূ—৪ঋ)।

অন্যপক্ষে জ্ঞানময় ভগবানের স্বরূপ তত্ত্বই প্রকাশ পায়। যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, তাঁহাতে সেই ভাবই প্রতিভাত হইবে। তবে, এখানে রথের স্বরূপ বুঝিতে পারিলে, সবিতা দেবতারও নিগূঢ় তত্ত্ব বোধগম্য হইতে পারে।

একবার বুঝিয়া দেখুন দেখি—রথখানি কেমন? শব্দের প্রতিবাক্য মাত্র প্রকাশ করিয়া কেহ হয় তো কহিতে পারেন,—রথখানি স্বর্ণনির্ম্মিত নানারূপবিশিষ্ট, পুরোভাগে বিদ্যমান্ সে রথের 'শম্যা' (শঙ্কু—অশ্বের গলবন্ধ) সুবর্ণ খচিত। সেই রথে সবিতা দেবতা আরোহণ করেন। কিন্তু, মন্ত্রের শব্দগুলি একে একে বিচার করিয়া দেখুন। তাহাতে ঐ অর্থ যে অসংলগ্ন, বিসদৃশ, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রথমে দেখুন—'কৃশনৈঃ বিশ্বরূপং।' সুবর্ণের দ্বারা রথখানি বিশ্বরূপ হইয়াছে। ইহার কি কোনও অর্থ হয়? নিশ্চয়ই নয়। পরন্তু, এখানে মনে করা যাইতে পারে—'স্বর্ণ-নির্ম্মিত রথ বলিতে, যে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। সৎকর্ম্মই—স্বর্ণ-নির্ম্মিত রথ। সেই রথেই দেবতার আগমন হয়। এখানে সেই তত্ত্বই একটু বিশদ-রূপে বিবৃত হইয়াছে। সৎকর্ম্ম বিশ্বরূপ প্রাপ্ত হয়। সৎকর্ম্মের ফলে, বিশ্বজনীন প্রেম সঞ্চিত হইয়া থাকে। অথবা, সৎকর্ম্মই বিশ্বরূপে বিশ্বেশ্বরের বাহক হইয়া থাকে। সৎকর্ম্মের প্রভাব কোথাও লুপ্ত হইবার নহে। বিশ্বের সর্ব্বত্রই তাহার প্রতিষ্ঠা। সৎকর্ম্মরূপ সুবর্ণ যে জগদ্ব্যাপ্ত হয়, এই ভাবই এখানে প্রকটিত। রথের দ্বিতীয় বিশেষণ—'অভীবৃতং।' সে রথ পুরোভাগে বিদ্যমান—সে রথ সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান্। এখানেই বুঝা যায়, রথের স্বরূপ কি? যদি সত্য সত্যই একখানি রথ হইত, তাহা হইলে সে রথের সর্ব্বত্র বিদ্যমানতাই বা কি প্রকারে সম্ভবপর?—আর, সে রথের বিশ্বরূপ বিশেষণই বা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? রথের আর একটী বিশেষণ—'হিরণ্যশম্যং'। রথখানা সোণার, তাহার শঙ্কু সোণার, ইহার ভাবার্থই বা কি? সদ্ভাব রূপ শঙ্কু—এই অর্থই এখানে সমীচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এখন একবার বুঝিয়া দেখুন দেখি—রথখানি কেমন? সৎকর্ম্মই যে এখানে রথ-রূপে বাচ্য, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয়। হিরণ্ময় রথ যেমন আরোহীর তৃপ্তিসাধক হয়, সে রথ যেমন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সৎকর্ম্মরূপ

যান সেইরূপ ভগবানের প্রীতিসাধন করিয়া থাকে, একমাত্র সেই যানেই ভগবান্ সাধকের হৃদয়ে উপস্থিত হন। দেবতার বা দেবভাবের যজ্ঞে আগমন বা হৃদ্দেশে অধিষ্ঠান—একমাত্র সেই যানের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। সেই যানই যে শ্রেষ্ঠ, সেই যানই যে মুক্তির প্রকৃষ্ট উপায়, 'বৃহন্তং' পদ সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে। আমরা মনে করি, এ ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ।

ঋক্ বলিতেছেন,—'মানুষ! তোমরা সৎকর্ম্ম-পরায়ণ হও। সৎকর্ম্মই সুবর্ণময় রথ। সেই রথেই ভগবান সাধক-হৃদয়ে আবির্ভূত হন।' অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয়, এই ঋকের অর্থ-সম্বন্ধে কতই কূট কল্পনার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। * (১ম—৩৫সূ—৪ঋ)।

—•—

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চত্রিংশৎসূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

বি জনাঞ্ছ্যাবাঃ শিতিপাদো অখ্যন্ রথং হিরণ্য

প্রউগং বহন্তঃ।

শশ্বদ্বিশঃ সবিতুর্দ্দৈব্যস্যোপস্থে বিশ্বা

ভুবনানি তস্থুঃ॥ ৫॥

* একটী অর্থ নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল। যথা,—'যজতে' পূজনীয় ও বিবিধ কিরণ বিশিষ্ট সূর্য্য, সর্ব্বলোকব্যাপী অন্ধকার নিবারণের নিমিত্ত, স্বীয় আলোকময় রূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বত্রগামী, সুবর্ণ-নির্ম্মিত গজশ্রেণি বা অশ্বশ্রেণি বা মনুষ্যশ্রেণি দ্বারা ভূষিত, ও সুবর্ণের শঙ্কু বিশিষ্ট বৃহৎ রথে আরোহণ করিয়াছেন।" এই অর্থসূত্রে, এই ঋক প্রাচীন আর্য্যগণের শিল্পবিস্তার প্রমাণ মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে।

পদ-বিশ্লেষণং।

বি। জনান্। শ্যাবাঃ। শিতিঽপাদঃ। অখ্যন্। রথং।

হিরণ্যঽপ্রউগং। বহন্তঃ।

শশ্বৎ। বিশঃ। সবিতুঃ। দৈব্যস্য। উপঽস্থে। বিশ্বা।

ভুবনানি। তস্থুঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'শ্যাবাঃ' (রথস্য বাহকাঃ) 'শিতিপাদঃ' (শ্বেতপাদঃ, সত্ত্বশক্তিসমন্বিতাঃ) ; 'রথং' (যানং) 'হিরণ্যপ্রউগং' (সৎকর্ম্মরূপসুবর্ণনির্ম্মিতং, যুগবন্ধনস্থানযুক্তং, ভগবৎসম্বন্ধবিশিষ্টং ইতি ভাবঃ) ; 'বহন্তঃ' (রথস্য বহনকারিণঃ, সত্ত্বভাবাঃ ইতি যাবৎ) ; 'জনান্' (মনুষ্যান্) 'বি' (বিশেষ-রূপেণ) 'অখ্যন্' (ভগবৎসকাশে প্রকাশিতবন্তঃ, ভগবৎকরুণাং প্রাপয়ন্তঃ) ; এবম্প্রকারেণ 'দৈব্যস্য সবিতুঃ' (জ্ঞানস্বরূপস্য দ্যোতমানস্য দেবস্য) 'উপস্থে' (সমীপে) ন কেবলং 'বিশঃ' (প্রজাঃ, অনুগতাঃ জনাঃ) পরন্তু, 'বিশ্বা' (সর্ব্বে) 'ভুবনানি' (লোকাঃ) 'শশ্বৎ' (নিত্যং) 'তস্থুঃ' স্থিতবন্তঃ, আশ্রয়ং লভন্তে ইতি শেষঃ)। সৎকর্ম্ম হি ভগবৎ-সামীপ্য লাভকারণং। সৎকর্ম্ম-প্রভাবেন মনুষ্যাঃ ন কেবলং আত্মোদ্ধারসমর্থাঃ ভবন্তি পরন্তু তএব সর্ব্বান লোকান্ ত্রায়ন্তীতি ভাবঃ। (১ম—৩৫সূ—৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

রথের বাহক শ্বেতপাদ-বিশিষ্ট অর্থাৎ সত্ত্বশক্তিসমন্বিত ; রথে সৎকর্ম্ম-রূপ সুবর্ণনির্ম্মিত যুগবন্ধন স্থান আছে, অর্থাৎ সৎকর্ম্ম তাহাকে ভগবৎ-সম্বন্ধযুত করিয়া রাখিয়াছে ; রথের বহনকারী যে সত্ত্বভাব, তাহা মনুষ্যগণকে বিশেষভাবে ভগবৎ-সকাশে প্রকাশ করে, অর্থাৎ ভগবৎকরুণা প্রাপ্ত করায়। এই প্রকারে, জ্ঞানস্বরূপ দ্যোতমান সবিতা দেবতার সমীপে, কেবল তাঁহার অনুগত জন নহে, বিশ্বের সকলেই আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (১ম—৩৫সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

শ্যাবাঃ এতন্নামকাঃ সূর্য্যস্যাশ্বাঃ। শ্যাবাঃ সবিতুরিতি নিঘণ্টাবুক্তত্বাৎ। তে চ শিতিপাদঃ। শ্বেতৈঃ পাদৈরুপেতাঃ। হিরণ্যপ্রউগং। রথস্য মুখমীষয়োরগ্রং যুগবন্ধনস্থানং প্রউগমিত্যুচ্যতে। তচ্চাত্র সুবর্ণময়ং। তদ্যুক্তং রথং বহন্তঃ জনান্ প্রাণিনো ব্যখ্যন্। বিশেষেণ প্রকাশিতবন্ত ইত্যর্থঃ। শশ্বৎ সর্ব্বদা বিশঃ প্রজাঃ দৈব্যস্যেতরদেবসম্বন্ধিনঃ সবিতুঃ প্রেরকস্য সূর্য্যস্যোপস্থে সমীপস্থানে তস্থুঃ। স্থিতবত্যঃ। ন কেবলং প্রজাঃ কিং তর্হি বিশ্বা ভুবনানি সর্ব্বে চ লোকাঃ প্রকাশায় সূর্য্যসমীপে তস্থুঃ॥

শিতিপাদঃ। শ্বেতবর্ণাঃ পাদা যেষাং তে শিতিপাদঃ। সুপাং সুলুগিতি জসঃ সু আদেশঃ। যদ্বা শিতি শ্বেতবর্ণাঃ স্ফাটিকাদিঃ স এব পাদো যেষাং তে। পাদস্য লোপোঽহস্ত্যাদিভ্যঃ। পা০ ৫।৪।১৩৮। ইতি সমাসান্তঃ পাদশব্দস্যান্ত্যলোপঃ। উপমানাদিতি ইত্যনুবর্ত্ততে। পাদশব্দস্য বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। তস্য বহুব্রীহৌ সমাসে শিতের্নিত্যাবহ্বচ্ বহুব্রীহাবভসৎ। পা০ ৬।২।১৩৮। ইত্যুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অখ্যন্। খ্যাতের্লুঙি অস্যতিবক্তিখ্যাতিভ্যোঽঙিতি চ্লেরঙাদেশঃ। হিরণ্যপ্রউগং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বহন্তঃ। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ। দৈব্যস্য। তস্যেদমিত্যর্থে দেবাদ্যঞঞৌ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই ঋক্‌স্থিত শ্যাবা শব্দের অর্থ—শ্যাবা নামক সূর্য্যের অশ্বসমূহ। 'শ্যাবাঃ সবিতুঃ' ইহা নিঘণ্টুতে উক্ত হইয়াছে। সেই অশ্বসমূহ শিতিপাদ অর্থাৎ শ্বেতপাদযুক্ত। রথ-হিরণ্য-প্রউগ। রথের মুখ এবং ঈষ এতদুভয়ের অগ্রভাগ যুগবন্ধন স্থানকে 'প্রউগ' বলে। এই স্থলে সেইস্থান স্বর্ণময় বুঝাইতেছে। সেই সুবর্ণময় প্রউগযুক্ত রথ, বহনকারী জনসকলকে অর্থাৎ প্রাণিগণকে বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছিল। 'ব্যখ্যন্' কথাটির অর্থ—বিশেষরূপে প্রকাশ করা। 'শশ্বৎ' শব্দের অর্থ—সর্ব্বদা। 'বিশঃ' শব্দের অর্থ—প্রজা। 'দৈব্যস্য' অর্থাৎ ইতরদেব-সম্বন্ধী। অর্থাৎ, সর্ব্বদা প্রজাসকল, ইতরদেবগণের প্রেরক সূর্য্যের সমীপবর্ত্তী স্থানে বর্ত্তমান ছিল। কেবল প্রজাগণ যে প্রকাশের জন্য সূর্য্যের সমীপে ছিল, তাহা নহে; বিশ্ব-সকল ও ভুবন-সকল ও লোকসমূহও প্রকাশের জন্য সূর্য্যের সমীপে বিদ্যমান ছিল।

শ্বেতবর্ণ পাদসকল যাহাদের, তাহারাই 'শিতিপাদঃ।' "সুপাং সুলুক্" এই সূত্র দ্বারা জস্‌ স্থানে 'সু' আদেশ হইয়াছে, অথবা শিতি শ্বেতবর্ণ স্ফটিকাদি পাদ যাহাদের। "পাদস্য লোপোঽহস্ত্যাদিভ্যঃ" (পা০ ৫।৪।১৩৮) এই সূত্র দ্বারা পাদ শব্দের অন্ত্য লোপ হইয়াছে। "উপমানাৎ" এই সূত্রটীর সেস্থলে অনুবৃত্তি হইয়াছে। পাদ শব্দের বৃষাদিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব হইয়াছে। বহুব্রীহি সমাস স্থলে পাদ শব্দের "শিতের্নিত্যাবহ্বচ্ বহুব্রীহাবভসৎ" (পা০ ৬।২।১৩৮) এই সূত্র দ্বারা উত্তরপদে প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'অখ্যন্' এই পদে, "অস্যতিবক্তিখ্যাতিভ্যোঽঙ্" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা চ্লি স্থানে অঙাদেশ হইয়াছে। 'হিরণ্যপ্রউগ' পদে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্ত। "বহন্তঃ" পদে শপের "পিত্ত্ব" অর্থাৎ পকার ইৎ হেতু অনুদাত্তত্ব। 'দৈব্যস্য' এই স্থলে তস্যেদং এই অর্থে "দেবাদ্যঞঞৌ" (৪।১।৮৫।৩) সূত্র দ্বারা দেব শব্দের উত্তর

৬।৫ ৪।১৬৫।৩। ইতি দেবশব্দাৎ পাদ বাহীতো যঞ্। তদ্ধিতেষ্বচামাদেরিত্যাদিবৃদ্ধিঃ ক্রিয়াদিনিত্যমিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। উপস্থ। আঙ্শ্চোপসর্গ ইতি কঃ। আতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ। সমাসত্বাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৩৫সূ—৫ঋ)॥

পঞ্চম (৪১৩০) ঋকের বিশদার্থ।

———:•:— —

এই ঋকটীতে কয়েকটী সমস্যার কথা আছে। প্রথমে সেই বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। ঋকের একটী পদ—'শ্যাবাঃ'। ভাষ্যে প্রকাশ, সূর্য্যের ঘোটকের নাম—শ্যাবা। এ যে রূপক-কল্পনা, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা ঐ পদে 'বাহক' অর্থ গ্রহণ করিলাম। 'শিতিপাদঃ' শব্দে 'শ্বেতবর্ণ পদ বিশিষ্ট' অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু, অশ্বপক্ষে শ্বেতবর্ণ পদের যে কি সার্থকতা আছে, তাহা বুঝা যায় না। আমাদের মনে হয়, এই 'শিতিপাদঃ' বিশেষণেই রূপক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা 'শিতিপাদঃ' শব্দে তাই সত্ত্বশক্তিসমন্বিত অর্থ লিখিয়াছি। ভগবান্ যে রথে আরোহণ করেন, সত্ত্বশক্তি রূপ অশ্বের দ্বারাই তাহা পরিচালিত হয় না কি? ভগবানের রথ-চালক ঘোটক সত্ত্বভাব ভিন্ন আর কি হইতে পারে? পাদ—পরিচালনশক্তি, শিতি—সত্ত্বভাব। তার পর—'হিরণ্য-প্রউগং'। 'প্রউগ' শব্দে, ভাষ্যকারের মতে, 'যুগবন্ধন' বুঝায়। কিন্তু, তাহা আবার হিরণ্য নির্ম্মিত। সৎকর্ম্মরূপ সুবর্ণই এখানকার লক্ষ্যস্থল বলিয়া বুঝা যায়। যুগবন্ধন বলিতে ভগবানের সহিত সম্বন্ধের ভাব মনে আসে। সত্ত্বশক্তি-পরিচালিত কর্ম্মে ভগবৎসম্বন্ধ সূচিত করে—ইহাই এখানকার নিগূঢ় তাৎপর্য্য।

অতঃপর (আমাদের অন্বয়বোধক-ব্যাখ্যার তৃতীয় ও চতুর্থ অংশ লক্ষ্য করুন) "বহন্তঃ বি-অখ্যন্" এবং "দৈব্যস্য সবিতুঃ উপস্থে বিশঃ বিশ্বা ভুবনানি শশ্বৎ তস্থুঃ" অংশদ্বয়ের মর্ম্ম অনুধাবন করা যাউক। 'বহন্তঃ'

প্রাগ্দীব্যতীয় যঞ্ হইয়াছে। 'তাদ্ধিতেষ্বচামাদেঃ' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আদির বৃদ্ধি। "ক্রিয়াদিনিত্যম্" এই সূত্র দ্বারা উহার আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। উপস্থে "আঙশ্চোপসর্গে" এই সূত্রে 'ক' প্রত্যয়, "আতো লোপ ইটি চ" দ্বারা আকার লোপ হইয়াছে। সমাসত্বাদিত্বহেতু পূর্ব্বপদ প্রকৃতি স্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৩৫সূ—৫ঋ)॥

পদে রথের বহনকারীকে বুঝায়। সত্ত্বভাবই কর্ম্মরূপ রথের বহনকারী। কর্ম্ম সত্ত্বভাবসমন্বিত হইলেই ভগবানের করুণা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। 'বহন্তঃ বি অখ্যন্'—বাক্য, তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। এ প্রকার অবস্থা আসিলে অর্থাৎ সত্ত্বভাব দ্বারা কর্ম্ম পরিচালিত হইতে আরম্ভ করিলে, সেই কর্ম্ম দ্বারা ভগবানের অনুগত জনই (সবিতা-দেবতার উপাসক মাত্রই) যে কেবল উদ্ধার প্রাপ্ত হন তাহা নহে; তাহাতে সমগ্র বিশ্বের সকল মনুষ্যই ভগবানের চরণে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মন্ত্রের শেষাংশে 'বিশঃ' এবং 'বিশ্বা ভুবনানি' বাক্যের যুগপৎ সমাবেশ থাকায়, ঐ দুই পদের মধ্যে 'ন কেবলং' বাক্য অধ্যাহার করিয়া আনিতে হইয়াছে। সায়ণও ঐ পদের অধ্যাহার করিয়াছেন। তবে, তাঁহার অর্থে সাধারণ দৃষ্টিতে সূর্য্য সমীপে অবস্থানের ভাব আসে। আমরা সে পক্ষে সূর্য্য যাঁহার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্, তাঁহারই সামীপ্য সংঘটিত হইতে পারে—এইরূপ ভাবই পরিগ্রহণ করি। যাহা হউক, মন্ত্রের যে বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, একটু তলাইয়া দেখিলে, তাহা হইতেও ঐ ভাবই পাওয়া যাইতে পারে। (ঋকের প্রথমাংশের অর্থে) যদি বলি—"শ্যাব-নামক শ্বেতপদযুক্ত অশ্বগণ সুবর্ণযুগ-বিশিষ্ট রথ বহন করিয়া জনসমূহের নিকট আলোক প্রকাশ করিতেছেন"; ইহাতে কি ভাব মনে আসে? সূর্য্যের ঘোটক আলোক প্রকাশ করে। এখানে ঘোটক বলিতে, রশ্মি ভিন্ন অন্য ভাব আসিতেই পারে না। সূর্য্য-পক্ষে ধরিলে—শ্বেত-রশ্মি, শুভ্র কিরণ; জ্ঞান-পক্ষে ধরিলে—সত্ত্বভাব। তার পর (ঋকের শেষাংশের অর্থে) যদি বলি—"সূর্য্যদেবের নিকট প্রজাসকল ও লোকসকল প্রকাশার্থ স্থিতি করিতেছে"; তাহাতেই কি তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারি? সত্ত্বভাবের বিকাশ দ্বারাই সংসার ভগবৎ-সামীপ্য প্রাপ্ত হয়,—এই ভাবই এখানে অধ্যাহৃত হয় না কি? এইরূপে বুঝা যায়, মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'হৃদয়ে সত্ত্বভাব পোষণ কর; কর্ম্ম মাত্র সত্ত্বভাবযুত হউক; সৎকর্ম্মই ভগবৎসামীপ্য লাভের কারণ। সৎকর্ম্মপ্রভাবে সৎকর্ম্মকারী মানুষ যে একাই উদ্ধার প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে; সে প্রভাবে সমগ্র সংসার উদ্ধার প্রাপ্ত হয়।' (১ম—৩৫সূ—৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চত্রিংশৎসূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্)।

তিস্রো দ্যাবঃ সবিতুর্দ্বা উপস্থাঁ একা

যমস্য ভুবনে বিরাষাট্।

আণিং ন রথ্যমমৃতাধি তস্থুরিহ ব্রবীতু

য উ তচ্চিকেতৎ ॥ ৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

তিস্রঃ। দ্যাবঃ। সবিতুঃ। দ্বৌ। উপঽস্থা। একা।

যমস্য। ভুবনে। বিরাষাট্।

আণিং। ন। রথ্যং। অমৃতা। অধি। তস্থুঃ। ইহ। ব্রবীতু।

যঃ। উং ইতি। তৎ। চিকেতৎ ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'দ্যাবঃ' (দ্যোতমানা লোকাঃ) 'তিস্রঃ' (ত্রিসংখ্যাকাঃ, ত্রিবিধাঃ, দ্যুলোকঃ ভূলোকঃ অন্তরিক্ষলোকশ্চ ইতি প্রখ্যাতাঃ) সন্তি ; তেষাং 'দ্বা' (দ্বৌ, দ্যুলোক-ভূলোকৌ, দ্বিলোকৌ) 'সবিতুঃ' (জ্ঞানস্বরূপস্য দেবস্য) 'উপস্থা' (উপস্থে, সমক্ষভূতে) বর্ত্তেতে ; 'একা' (অবশিষ্টা, অন্তরিক্ষলোকঃ) 'যমস্য' (মৃত্যুরাজস্য) 'ভুবনে' (ভবনে, অধিকারে) 'বিরাষাট্' (বিরান্ গচ্ছন্ বীরান্ সহতে, মৃতানাং ধারকো ভবতি ইতি শেষঃ) ; 'আণিং ন রথ্যং' (অক্ষাগ্রা-

অন্তর্গতং কীলবিশেষং অবলম্ব্য রথং যথা তিষ্ঠতি, তদ্বৎ) 'অমৃতা' (অমৃতত্বপ্রাপ্তা মরণরহিতা জনাঃ, যদ্বা গ্রহনক্ষত্রাদয়ঃ 'অধিতস্থুঃ' (সবিতারমধিগম্য পরমানন্দং লভন্তে, যদ্বা সূর্য্যমবলম্ব্য অধিতিষ্ঠন্তে); 'যঃ' (বিজ্ঞো জনঃ) 'চিকেতৎ' (এতত্তত্ত্বং জানাতি) সঃ 'উ' (উত্তমং, জ্ঞানপ্রদং) 'ইহ' (তত্ত্ববিষয়ং) 'ব্রবীতু' (কথয়তু, প্রকাশয়তু)। মৃতোঽমৃতো জীবিতশ্চ জীবস্য ত্রয়োভাবা বিদ্যন্তে। যঃ পূর্ণজ্ঞানসম্পন্নঃ স অমৃতঃ, যোঽজ্ঞানঃ স মৃতঃ, যো জ্ঞানাজ্ঞানয়োর্মধ্যগতঃ স জীবিতঃ। যোঽমৃতঃ, আণিং অবলম্ব্য রথাং ইব, স ভগবদনুভূতেঃ; যো মৃতঃ, স ক্লেশকর্মবিপাকাশয়বশতঃ সূক্ষ্মদেহভূতঃ; জীবিতো জনঃ কর্তব্যাকর্তব্য-সন্দেহমধ্যগতঃ জ্ঞানিনঃ এতৎ কথয়ন্তি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৫সূ—৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুসম্বন্ধী লোকসকল ত্রিবিধ—দ্যুলোক, ভূলোক এবং অন্তরিক্ষ লোক নামে প্রখ্যাত। তাহাদের মধ্যে দুইটী লোক (দ্যুলোক ও ভূলোক) জ্ঞানস্বরূপ সবিতা দেবতার নিকটে (অর্থাৎ তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুত) আছে। অবশিষ্ট যে অন্তরিক্ষ লোক, মৃত্যুর অধিকারে গতিশীল মনুষ্যগণকে (মৃতব্যক্তিগণকে) ধারণ (আশ্রয়-দান) করিয়া থাকে। অক্ষছিদ্রান্তর্গত কীল-বিশেষকে অবলম্বন করিয়া রথ যেমন অবস্থিতি করে, অমৃতত্বপ্রাপ্ত জনগণ (অর্থান্তরে-গ্রহনক্ষত্রাদি) সেই জ্ঞানদেবতা সবিতাতে (অর্থান্তরে—সূর্য্যে) সংন্যস্ত হইয়া পরমানন্দ-লাভ করেন (অর্থান্তরে—বেষ্টন করিয়া অবস্থিত রহেন)। যে বিজ্ঞজন এ তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনিই পরম জ্ঞানপ্রদ এই বিষয় কহিয়া থাকেন। (১ম—৩৫সূ—৬ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

দ্যাবঃ স্বর্গোপলক্ষিতা প্রকাশমানা লোকাস্ত্রিসংখ্যাকাঃ সন্তি। তত্র দ্বৌ লোকৌ সবিতুঃ সূর্য্যস্যোপস্থা সমীপস্থানে বর্ত্তেতে। দ্যুলোকভূলোকয়োঃ সূর্য্যেণ প্রকাশিতত্বাৎ। একা যম্যা ভূমিরন্তরিক্ষলোকো যমস্য ভুবনে পিতৃপতের্গৃহে বিরাষাট্। বিরান্ গন্তৄন্ সহতে।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'দ্যাব' অর্থাৎ স্বর্গোপলক্ষিত প্রকাশমান তিনটী লোক আছে। তন্মধ্যে দ্যুলোক এবং ভূলোক এই দুটী লোক সূর্য্যকর্তৃক প্রকাশিত হয় বলিয়া, ইহারা সূর্য্যের সমীপবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। একমাত্র যম্যা ভূ'ম অর্থাৎ অন্তরীক্ষলোক, যমের ভুবনে পিতৃপতির গৃহে অর্থাৎ যমের গৃহে (বিরাষাট্ শব্দের অর্থ বিরান্ গন্তৄন্ সহতে সমর্থরতি) গন্তাকে (গমন করিতে)

প্রেতাঃ পুরুষাঃ অন্তরিক্ষমার্গেণ যমলোকে গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। অমৃতামৃতানি চন্দ্রনক্ষত্রাদীনি-জ্যোতীংষি জলানি বাধিতস্থুঃ। সবিতারমধিগম্য স্থিতানি। তত্র দৃষ্টান্তঃ রথ্যামাণিং ন। রথ্যাবহিরক্ষচ্ছিদ্রে প্রক্ষিপ্তঃ কীলবিশেষ আণিরিত্যুচ্যতে। রথসম্বন্ধিনমাণিমধিগম্য যথা রথস্তিষ্ঠতি তদ্বৎ। যস্তু মানবস্তৎসবিতৃরূপং চিকেতৎ। জানাতি। স মানব ইহাস্মিন্ বিষয়ে ব্রবীতু। কথয়তু। কেনাপি বক্তুমশক্যঃ সবিতুর্মহিমেত্যর্থঃ॥

তিস্রঃ। তিসৃভ্যো জস ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ দ্যৌ। সংহিতায়ামাবাদেশে লোপঃ শাকল্যস্যেতি বকারলোপঃ। উপস্থা। আঙ্যাজয়ারাং চোপসংখ্যানং। পা০ ৭।১।৩৯।৪। ইতি সপ্তম্যা আড়াদেশঃ। আঙোঽনুনাসিকশ্ছন্দসি। পা০ ৬।১।১২৬। ইতি প্রকৃতিভাবঃ॥ বিরাষাট্। বৃঞ্ বরণে। ঘঞর্থে কবিধানমিতি কর্মণি কঃ। বহুলং ছন্দসি। পা০ ৭।১।১০৩। ইতীত্বং। তথা সতি বৃণন্ত ইতি বিরা ইত্যুক্তং ভবতি। তান্ সহত ইতি বিরাষাট্। ছন্দসি সহঃ। পা০ ৩।২।৬৩। ইতি সহের্ণ্বিঃ। সহেঃ সাডঃ সঃ। পা০ ৮।৩।৫৬। ইতি ষত্বং। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ॥ রথ্যাং। রথস্যেদং রথ্যং। রথাদ্যৎ। পা০ ৪।৩।১২১। ইতি যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ অমৃতা। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। চিকেতৎ। কিত জ্ঞানে। লেটোঽডাগমঃ। ইতশ্চ লোপঃ ইতীকার

সামর্থ্য দান করে। ভাবার্থ এই যে, প্রেতগণ অন্তরিক্ষপথে যমলোকে গমন করে। 'অমৃতা' অমৃত সকল চন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ অথবা জলসমূহ "অধিতস্থুঃ" সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত আছে। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'রথ্যামাণিং ন'। রথবহিস্থিত অক্ষচ্ছিদ্রে প্রক্ষিপ্ত (প্রোথিত) কীল বিশেষকে আণি বলে। রথ যেমন রথসম্বন্ধী আণিকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই প্রকার। যে মানব সেই সবিতার স্বরূপ জানেন, সেই মানব ইহজগতীতলে সূর্য্য-বিষয়ে কিছু বলুন। কেহই সবিতার অর্থাৎ সূর্য্যের মহিমা বলিতে সক্ষম নহেন—ইহাই তাৎপর্য্য।

"তিস্রঃ"—'তিসৃভ্যোজস্' এই সূত্র দ্বারা বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। "দ্যৌ"—'সংহিতায়'-মাবাদেশে লোপঃ শাকল্যস্য' এই সূত্রে বকার লোপ। উপস্থা—'আঙ্যাজয়ারাংচোপসংখ্যানং' (পা০ ৭।১।৩৯।৪) এই সূত্রে সপ্তমীস্থানে আড় আদেশ হইয়াছে। 'আঙোঽনুনাসিকশ্ছন্দসি' (পা০ ৬।১।১২৬) এই সূত্র দ্বারা প্রকৃতিভাব প্রাপ্ত। বিরাষাট্—'বৃঞ্ বরণে ঘঞর্থে কবিধানম্' এই বাক্যে কর্ম্মবাচ্যে ক প্রত্যয় হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' (পা০ ৭।১।১০৩) এই সূত্রে ইত্ব হইয়াছে। তাহা হইলে বৃণতে এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা 'বিরা' এই পদটী সিদ্ধ হয়। তাহাকে 'সহতে' সমর্থ করায় যে, এই বাক্যে বিরাষাট্। 'ছন্দসি সহঃ' (পা০ ৩।২।৬৩) এই সূত্রে 'সহে' 'সহ' ধাতুর উত্তর ণ্বি হয়। "সহেঃ সাডঃ সঃ" (পা০ ৮।৩।৫৬) এই সূত্রে ষত্ব হইয়াছে। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই বাক্যে পূর্ব্বপদে দীর্ঘ হইয়াছে। 'রথ্যাং'—রথস্যেদং এই বাক্যে 'রথাদ্যৎ' (পা০ ৪।৩।১২১) এই সূত্রে যৎ প্রত্যয়। 'যতোঽনাবঃ' এই বাক্যে আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। 'অমৃতা' এই পদে 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' এই বাক্যে শির লোপ। 'চিকেতৎ'—কিত্ জ্ঞানে; 'লেটোঽডাগমঃ' এই সূত্রানুসারে লেটে অট আগম হইয়া, 'ইতশ্চ লোপঃ' এই সূত্রে সূত্রো

লোপে। যুহো-লোপঃ। জুহোত্যাদিভ্যাৎ শ্লুঃ। লঘূপধগুণঃ। অনুদাত্তে চ। পা০ ৬।১।১৯০। ইত্যভ্যস্তস্যাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ॥ ৬॥ (১ম—৩৫সূ—৬ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে ষষ্ঠো বর্গঃ॥ ৬॥

ষষ্ঠ (৪১৪) ঋকের বিশদার্থ।

———:•:———

এই সূক্তের মধ্যে এই ঋক্‌টি সর্ব্বাপেক্ষা প্রহেলিকা-পূর্ণ। হঠাৎ দেখিলেই মনে হয়—'স্বর্গ তিনটী আছে' (তিস্রো দ্যাবঃ)। তার পর দেখা যায়—সেই স্বর্গের দুইটি স্বর্গ সূর্য্যের নিকটে, একটি যমরাজের ভুবনে গমনকারী লোকদিগের জন্য। * সূর্য্যের উপস্থে দুইটা স্বর্গই বা কি আছে, আর যমরাজার ভুবনই বা কি? এ সংশয় বিষম কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ নির্দ্দেশ করিলেন,—দ্যুলোক আর ভূলোক এই দুই লোক সূর্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়; তাই "দ্বা উপস্থা" বলা হইয়াছে। আর এক লোক—অন্তরিক্ষ-লোক, সেখানে প্রেত আত্মা অবস্থিতি করে। কিন্তু এ তিন লোকের তত্ত্ব যে কি, তাহা বোধগম্য হয় না। বলা হইল—'দ্যাবঃ' (স্বর্গসকল); আবার তাহার মধ্যে পর্য্যবসিত করা হইল—স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরিক্ষ। এই জন্যই এ অর্থ আমাদের তৃপ্তিসাধন করিল না। এ অর্থে, সূর্য্যের অবস্থান-বিষয়ক জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানেও সামঞ্জস্য থাকে না। পরন্তু দ্বিতীয় অংশের অর্থেও অসামঞ্জস্য ঘটে।

ত্যাদিভ্যঃ শ্লুঃ' এই নিয়মে শ্লু প্রত্যয়। লঘু উপধস্বরের গুণ। 'অনুদাত্তে চ' (পা০ ৬।১।১৯০) এই সূত্রে অভ্যস্তের আদি উদাত্ত হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। (১ম—৩৫সূ—৬ঋ)॥

ইতি প্রথমাষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে ষষ্ঠ বর্গ সমাপ্ত। ৬।

---

* প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—"স্বর্গাদি তিন দ্যুলোক আছে তাহার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় দ্যুলোক সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী, আর তৃতীয় দ্যুলোক যমলোকে প্রেতপুরুষদিগকে ধারণ করে।" অথবা,—"দ্যুলোক প্রভৃতি তিনটী লোক আছে, দুইটী (দ্যুলোক ও ভূলোক) সূর্য্যের সমীপস্থ, একটী (অন্তরীক্ষ) যমের ভবনে গমনকারীদিগের পথ।" ইহাই প্রথমাংশের অনুবাদ। দ্বিতীয় অংশের ("আণিং" হইতে "চিকেতৎ" অংশের) অনুবাদ;—"রথ যেরূপ আণির উপর অবলম্বন করে, অমর (চন্দ্রনক্ষত্রাদি) (সবিতাকে) সেইরূপ অবলম্বন করিয়া আছে। যিনি সবিতাকে জানেন তিনি এ বিষয়ে বলুন।"

ঋকের দ্বিতীয় পংক্তির যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে জ্যোতিষ্কগণ যে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিঘূর্ণিত হইতেছে, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। যাঁহারা বলেন,—সূর্য্যের অবস্থান-বিষয়ক জ্ঞান আর্য্যগণের ছিল না, এই খানে তাঁহারা প্রমাণ পাইবেন—"আণিং ন রথ্যং" বাক্য সে তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছে; * এবং সায়ণ-প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণের সময়েও যে হিন্দু-দিগের এ জ্ঞান ছিল, 'অমৃতা' পদের ব্যাখ্যায় 'অমৃতানি চন্দ্রনক্ষত্রাদীনি জ্যোতীংষি' প্রতিবাক্যকেই তৎপক্ষের প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে দুঃখের বিষয়, প্রথমাংশের ব্যাখ্যার সহিত শেষাংশের ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না, অথবা আমাদের সীমাবদ্ধ-জ্ঞান প্রথমাংশের ভাষ্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে। দেশকালপাত্রানুসারে শব্দার্থ পরিবর্ত্তিত হইতেছে—সেও এক কারণ হইতে পারে। নচেৎ, কাহারও ভ্রম প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; আমাদের চিত্তক্ষেত্রে যে ভাব অবভাসিত হইতেছে, জ্ঞানবিশ্বাস-মতে তাহাই প্রকাশ করা উদ্দেশ্য মাত্র।

এখন, আমরা যে কি সূত্রে কি অর্থ পরিগ্রহ করিলাম, তাহার একটু আভাষ দিতেছি। আমরা 'দ্যাবঃ' পদ 'আকাশ' (শূন্য) অর্থ-জ্ঞাপক 'দ্যুঃ' শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করি। তাহাতে 'আকাশ-সম্বন্ধীয় লোকসকল'—এই অর্থে 'দ্যাবঃ' পদ প্রয়োগের স্বার্থকতা উপলব্ধ হয়। সেই যে 'আকাশ-সম্বন্ধীয় লোকসকল' অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকল লোককে 'তিস্রঃ' বিশেষণে এখানে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইল। সেই তিন ভাগের নাম হইল—দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষ-লোক। বলা বাহুল্য, এ বিভাগ সায়ণাদির ভাষ্যের অননুমোদিত বা আমাদের কষ্টকল্পনাপ্রসূত নহে। এ বিভাগ—শাস্ত্রসম্মত। অতঃপর ঐ বিভাগত্রয়ের সহিত সবিতা-দেবতার সম্বন্ধের বিষয় অনুধাবন করা যাউক। ঋকে প্রকাশ—'তাঁহার উপস্থে দুই লোক আছে, আর এক লোক যমের ভুবন অর্থাৎ

---

* এই ঋকের "আণিং" এবং পূর্ব্ব ঋকের "শম্যা ও "প্রউগ" পদদ্বয় লইয়া অনেকে অনেক প্রকার গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। গো-যানের উপমা ঐ সকল স্থলে আছে, ইহাই সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত হয়। বেদের ইংরাজী অনুবাদক উইলসন তাই 'শম্য' ও 'প্রউগ' পদের অর্থ "Yokes" লিখিয়াছেন; এবং 'আণি' পদে "The pin of the axle" ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার সহিত সম্বন্ধ-রহিত।' 'ইহা হইতে তিন তিন লোকের অধিবাসীর অবস্থা বোধগম্য হয়। এক লোক—অমৃতত্ব-প্রাপ্তির জন্য, দ্বিতীয় লোক—জীবিতের জন্য, তৃতীয় লোক—মৃতের জন্য। অমৃতত্ব-প্রাপ্ত জন স্থান পায়—দ্যুলোকে (স্বর্গে); জীবিত লোক স্থান পায়—জীবলোকে (ভূলোক, জীববাসোপযোগী স্থানে); মৃতলোকের স্থান—যমলোকে (অন্তরিক্ষে)। প্রথমোক্ত দুই লোকের মনুষ্য যে সবিতা-দেবতার (জ্ঞানময়ের) সহিত সান্নিধ্যবিশিষ্ট, এবং শেষোক্ত লোকের জীব যে সে সান্নিধ্য হইতে বিচ্যুত, একটু চিন্তা করিলেই তাহা বোধগম্য হয়। যাঁহারা পরম জ্ঞানী, জ্ঞানের সহিত যাঁহাদের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, তাঁহারাই মুক্ত,—তাঁহারাই অমৃতত্ব প্রাপ্ত,—তাঁহারাই দ্যুলোকের (স্বর্গের) অধিবাসী,—তাঁহারাই ভগবানের সহিত একাত্মভূত। যাঁহাদিগকে জীবিত বলা হয় অথবা যাঁহাদিগকে ভূলোকের অধিবাসী বলিয়া অভিহিত করা যায়, তাঁহারা সৎকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মোৎকর্ষ-সাধনে সমর্থ হইতে পারেন। এমন কি, কর্ম্ম দ্বারা শেষে তাঁহাদের পরাগতি পর্য্যন্ত প্রাপ্তি সম্ভবপর হয়। এ পক্ষে, দ্যুলোকের অবস্থা—মনুষ্যের অতীত উন্নত শ্রেষ্ঠ স্তরের অবস্থা; ভূলোকের অবস্থা—আত্মোন্নতি-লাভের ক্ষেত্রে উপনীত হওয়ার অবস্থা,—জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মফলে যে মনুষ্যজীবন লাভ হয়, সেই জীবনের উৎকর্ষ-সাধনে উন্নত পরজীবনে উপনীত হইবার বা সেই জীবনের অপকর্ষ দ্বারা নীচ-জীবনকে বা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার অবস্থা। ভূলোক মধ্যপথ। একটু আয়াস স্বীকার করিলেই এখান হইতে ঊর্দ্ধে উদ্গমন করা যায়। আবার একটু শ্লথ হইলেই এখান হইতেই নিম্নে পতন অনিবার্য্য হইয়া আসে। এখানে আসিয়া জীব উভয় সঙ্কটে পতিত হয়। একদিকে উদ্গমনের পথে অন্তরায়, অন্যদিকে পতনের দিকে নানা প্রলোভন। এখানে জ্ঞান-দেবতার সান্নিধ্য আছে বটে, তিনি বিবেক-বাণী-রূপে সর্ব্বদা সাবধান করিতেছেন সত্য; কিন্তু, অতি-বড় সাবধানী না হইলে, অতিমাত্রায় ভগবৎপাদপদ্মে আত্মনির্ভর করিতে না পারিলে, এ লোকের পরীক্ষা-পারাবারে উত্তীর্ণ হওয়া বড় কঠিন। এখানে পদে পদেই পদস্খলনের আশঙ্কা। এখান হইতে প্রায়ই জীব মৃত্যুর ভবনে যমের শাসনে যাইতে বাধ্য হয়। অবশেষে, তৃতীয় লোকের (অন্তরিক্ষ-

লোকের বা যমলোকের) বিষয় অনুধাবন করুন। বলা হইয়াছে—সে মৃতের স্থান। অন্তরিক্ষ—শূন্য। সে মৃতের স্থানই বটে। যে মৃত, তাহার আর কর্ম্ম কি রহিল? সুকর্ম্ম থাকিলে হয় তো সে পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইতে পারিত; সৎকর্ম্ম করিতে পারিলে, হয় তো মোক্ষ পর্য্যন্ত তাহার অধিগত হইত; কিন্তু সে কর্ম্মের শেষ হইয়াছে, তাই সে মৃত; এখন, পাপের ফল ভোগ করিতে হইবে, তাই সে মৃত; এখন, যম-যন্ত্রণা সহ্য করিতে করিতে জীবন যাপন করিতে হইবে, তাই সে মৃত। * আশা নাই, আশ্বাস নাই; অবলম্বন নাই, আশ্রয় নাই;—তাই সে মৃত। এই তিন অবস্থাই জীবের সাধারণ অবস্থা। এই তিন অবস্থাতেই জীবাত্মা বিঘূর্ণিত হইতেছে। তাহার এক অবস্থা—অমৃত, এক অবস্থা—জীবিত, এক অবস্থা—মৃত।

মানুষ! তুমি এই মধ্যের স্তরে—জীবিত অবস্থায়—উপনীত হইয়াছ। *তোমার পুরোভাগে ও পশ্চাতে ঐ দুই বিপরীত অবস্থা অপেক্ষা করিতেছে। তুমি একবার নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখ দেখি, তুমি এখন কোন্ পথে কোন্ অবস্থায় উপনীত হইতে চাও!* যদি অমৃতের অধিকারী হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, অগ্রসর হও,—অগ্রসর হও; আর, যদি মরিবার সাধ হইয়া থাকে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার ইচ্ছাই প্রবল হয়, যাও—অধঃপাতে যাও। এ ঋক্ তার স্বরে সেই তত্ত্বই ঘোষণা করিতেছে। এক পক্ষে, ঋক্ তোমায় সাবধান করিয়া দিতেছে; অন্য পক্ষে, ঋক্ তোমায় তোমার গতিমুক্তির নিগূঢ় তত্ত্ব জানাইতেছে।

এইবার ঋকের শেষাংশের সহিত প্রথমাংশের অর্থসঙ্গতির বিষয় লক্ষ্য করুন। যে জন অমৃতত্ব-লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি ভগবানের সহিত মিশিয়া আছেন,—ভগবানকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাতে তিনি আত্মলীন হইয়াছেন। সে কেমন? না—'আণিং ন রথ্যং।' অক্ষ-ছিদ্রান্তর্গত কালবিশেষকে আশ্রয় করিয়া রথচক্র যেমন বিদ্যমান্ থাকে, ভগবানকে আশ্রয় করিয়া তাঁহারাও সেইভাবে অবস্থিত থাকেন। যাঁতায়

---

* মৃত হইতেও জীবিত অবস্থায় উন্নীত হওয়ার একটা সূত্র থাকিতে পারে। যদি পাপ-কর্ম্মের পর পুণ্যসঞ্চয় থাকে। অর্থাৎ, পাপফলভোগের পর পুণ্যফলপ্রাপ্তিও ঘটিতে পারে। কিন্তু, অন্তরিক্ষলোকে সেরূপ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের সম্ভাবনা নাই। তাই এ লোকে জীবকে মৃতপর্য্যায়ভুক্ত বলা যায়।

নিষ্পেশিত হইবার সময় পেষণমধ্যগত যে বস্তুটি কীলকে আশ্রয় লইতে পারে, সে যেমন অব্যাহত থাকিয়া যায় ; সংসাররূপ পেষণযন্ত্রে নিপতিত মনুষ্যগণের মধ্যেও সেইরূপ যেজন ভগবৎপদাশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হয়, সেই মুক্তির অধিকারী হইতে পারে। যে অমৃত, ভগবানে আশ্রয় পাইয়াই সে মরণরহিত ; "অমৃতা অধিতস্থুঃ" বাক্য, সেই তত্ত্বই বিবৃত করিতেছে। উপসংহারে বলা হইয়াছে,—যে-সে জন এ তত্ত্ব অবগত নহে ; যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই এ সকল বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারাই এ নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিতে পারেন। তাৎপর্য্য এই যে,—জ্ঞানীর নিকট, সাধকের নিকট, ভগবৎতত্ত্ব অবগত হও,—তাঁহাদের প্রদর্শিত পথের অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ কর।'

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ঋকের যে মর্ম্মার্থ হয় ;—'অমৃত, মৃত ও জীবিত—জীবের এই তিন ভাব, তিন অবস্থা। যিনি পূর্ণপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, তিনিই অমৃত ; যে অজ্ঞান, সে মৃত ; যে জন জ্ঞানাজ্ঞানের মধ্যগত, সে জীবিত। অমৃতত্ব প্রাপ্ত জন, ভগবানকে অবলম্বন করিয়া আছে। মৃত-জনের সূক্ষ্মদেহ অন্তরিক্ষ-লোকে যম-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। জীবিত যে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব-মধ্যে বিমূঢ় হইয়া আছে। জ্ঞানীর নিকট এ সকল তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য।' (১ম—৩৫সূ—৬ঋ)।

. —— . ——

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চত্রিংশৎ সূক্তং। সপ্তমী ঋক্)।

বি সুপর্ণো অন্তরিক্ষাণ্যখ্যদ্গভীরবেপা

অসুরঃ সুনীথঃ।

কেদানীং সূর্য্যঃ কশ্চিকেত কতমাং দ্যাং

রশ্মিরস্যাততান ॥ ৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বি। সুঽপর্ণঃ। অন্তরিক্ষাণি। অখ্যৎ। গভীরঽবেপাঃ।

অসুরঃ। সুঽনীথঃ।

ক। ইদানীং। সূর্য্যঃ। কঃ। চিকেত। কতমাং। দ্যাং।

রশ্মিঃ। অস্য। আ। ততান॥ ৭॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'গভীরবেপাঃ' (তাড়িতশক্তিবৎ দূরকম্পনশীলঃ) 'অসুরঃ' (প্রাণদঃ, প্রাণরূপেণ বিদ্যমান্,) 'সুনীথঃ' (শোভনপ্রাপণঃ, অভীষ্টপ্রদর্শকঃ) 'সুপর্ণঃ' (শোভনপতনগতিশীলঃ কিরণঃ, উচ্চাবচদৃষ্টিযুক্তো জ্ঞানরশ্মিঃ) 'অন্তরিক্ষাণি' (অন্তরিক্ষোপলক্ষিতানি ত্রিলোকতত্ত্বানি) 'বি-অখ্যৎ' (বিশেষরূপেণ খ্যাপিতবান, প্রকাশয়তি ইতি শেষঃ); 'ইদানীং' (অধুনা, অজ্ঞানস্য প্রভাবকালে) 'সূর্য্যঃ' (জ্ঞানসূর্য্যঃ) 'ক' (কুত্র তিষ্ঠতি), 'অস্য' (জ্ঞানসূর্য্যস্য) 'রশ্মিঃ' (দ্যুতিঃ) 'কতমাং' (কুত্র) 'আততান' (ব্যাপ্নোতি) 'কঃ' (কো জনো বা) 'চিকেত' (জানাতি; তত্ত্বং কোঽপি ন জানাতি ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানরশ্মিঃ লোকতত্ত্ব-প্রকাশকঃ। কুত্র জ্ঞানমস্তি, কেনপ্রকারেণ তজ্‌জ্ঞানং নরো লভতে, ন চ অতঃ, কেবলং জ্ঞানিন এবৈতত্তত্ত্বং বিজানন্তি নত্বন্যে। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৫সূ—৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

(তাড়িত-শক্তিবৎ) দূরকম্পনশীল, প্রাণরূপে বিদ্যমান্, অভীষ্ট-প্রদর্শক, উচ্চাবচদৃষ্টিযুত জ্ঞানরশ্মি—অন্তরিক্ষ প্রভৃতি ত্রিলোকের তত্ত্ব প্রকাশ করেন। অধুনা (এই অজ্ঞানতার প্রাদুর্ভাব-কালে) জ্ঞানসূর্য্য কোথায় আছেন?—তাঁহার রশ্মিই বা কোথায় পরিব্যাপ্ত?—কেই বা সে তত্ত্ব বিদিত আছেন? (১ম—৩৫সূ—৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং ।

সুপর্ণঃ শোভনপতনঃ সূর্য্যস্য রশ্মিঃ। সুপর্ণা ইতি পঞ্চদশনামানীতি রশ্মিনামসু পঠিতত্বাৎ। অন্তরিক্ষাণ্যন্তরিক্ষোপলক্ষিতানি লোকত্রয়স্থানানি ব্যখ্যৎ। বিশেষেণ খ্যাপিতবান্ প্রকাশিতবান্। কীদৃশো রশ্মিঃ গভীরবেপাঃ। গম্ভীরকম্পনঃ। রশ্মেঃ প্রকম্পনং চলনং কেনাপি দ্রষ্টুমশক্যমিত্যর্থঃ। অসুরঃ। সর্ব্বেষাং প্রাণদঃ। তথা চাম্নায়তে। সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রাণানাদায়োদেতীতি। সুনীথঃ। সুনয়নঃ। শোভনপ্রাপণঃ। মার্গপ্রকাশনেনাভীষ্টদেশং প্রাপয়তীত্যর্থঃ। তাদৃশরশ্মিযুক্তঃ সূর্য্যঃ ইদানীং রাত্রৌ ক কুত্র বর্ত্ততে। তদেতদ্রহস্যং কশ্চকেত। কো জানাতি। ন কোঽপীত্যর্থঃ। অস্য সূর্য্যস্য রশ্মিঃ কতমাং দ্যামাততান। কং দ্যুলোকং রাত্রৌ ব্যাপ্তবানেতদপি কো জানাতি ॥

সুপর্ণঃ। নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। গভীরবেপাঃ। টুবেপৃ কম্পনে। অসুন্। গভীরং বেপো যস্য। পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অসুরঃ। অসু ক্ষেপণে। অস্যতি শত্রূনিত্যসুরঃ। অসেরুরন্। উ° ১৪২। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বা। অসূন্ প্রাণান্রাতি দদাতীত্যসুরঃ। আতোঽনুপসর্গে ক ইতি কপ্রত্যয়ঃ। সুনীথঃ। ণীঞ্ প্রাপণে। হনিকুষিণীরমিকাশিভ্যঃ ক্থন্। প্রাদিসমাসে থাথাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সুপর্ণ শব্দে শোভন পতন নামক সূর্য্যের রশ্মিকে বুঝায়। সুপর্ণা এই পদ, পঞ্চদশ নাম মধ্যে পঠিত হয়। অন্তরিক্ষাণি অর্থাৎ অন্তরিক্ষোপলক্ষিত লোকত্রয়, স্থানসমূহকে 'ব্যখ্যৎ' অর্থাৎ বিশেষ প্রকারে খ্যাপন বা প্রকাশ করিয়াছিল। রশ্মি কি প্রকার? গভীরবেপা অর্থাৎ গভীর কম্পনশালী! রশ্মির প্রকম্পন অর্থাৎ চলনকে কেহই দেখিতে সমর্থ নহেন। 'অসুর' শব্দের অর্থ সকলের প্রাণদাতা। অন্যত্র কথিত আছে যে, যিনি ভূতসমূহের প্রাণদান পূর্ব্বক উদিত হন, অসুর অর্থাৎ সূর্য্য। 'সুনীথ' অর্থাৎ সুনয়ন, শোভন প্রাপণ পথ প্রকাশ দ্বারা যিনি অভীষ্ট দেশে লইয়া যান। তাদৃশ রশ্মিবিশিষ্ট সূর্য্য এই রাত্রিতে কোথায় আছেন? কোন্ ব্যক্তিই বা এই রহস্য অবগত আছেন? কেহই অবগত নহেন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। এই সূর্য্যের রশ্মি কোন্ দ্যুলোককে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, তাহাও কেহ অবগত নহেন।

সুপর্ণ—'নঞ্সুভ্যাং' এই বাক্যে উত্তরপদের অন্তভাগ উদাত্ত হইয়াছে। গভীরবেপাঃ—এই পদ, টুবেপৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন। টুবেপৃ ধাতুর অর্থ—কম্পন। অসুন্ প্রত্যয়। গভীর বেপ অর্থাৎ কম্পন যাহার। পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরত্ব। অসুরঃ পদ—অসু ধাতু হইতে উৎপন্ন। অসু ধাতুর অর্থ ক্ষেপণ। 'অস্যতি শত্রূন্' অর্থাৎ যিনি শত্রুকে ক্ষেপণ অর্থাৎ দূরীভূত করেন। "অসেরুরন্" (উ° ১।৪২) এই সূত্র দ্বারা অস্ ধাতুর উত্তর উরন্ প্রত্যয় করিয়া, অসুর পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। 'ন' ইৎ হেতু আদিস্বর উদাত্ত। অথবা 'অসূন্ প্রাণান্ রাতি দদাতি' অর্থাৎ যিনি প্রাণ দান করেন, তিনিই অসুর। 'আতোঽনুপসর্গেকঃ' এই বাক্যে ক প্রত্যয় হইয়াছে। 'সুনীথঃ' পদ—প্রাপণার্থ ণীঞ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'হনিকুষিনীরমিকাশিভ্যঃ ক্থন্' এই সূত্রে 'ক্থন্' প্রত্যয় হইয়াছে। প্রাদি সমাসে 'থাথাদীনাং' এই বাক্যে উত্তরপদের অন্তভাগ উদাত্ত হইয়াছে। "ইদানীং" পদে ইদম্ শব্দের উত্তর সপ্তম্যর্থে দানীং প্রত্যয় করিয়া ইদানীং পদ

ইদানীং। ইদংশব্দাৎ সপ্তম্যর্থে দানীং চ। পা০ ৫।৩।১৮। ইতি দানীংপ্রত্যয়ঃ। ইদমিশিতীদংশব্দস্যেশাদেশঃ। প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং। সূর্য্যঃ। ষূ প্রেরণে। সুবতীতি সূর্য্যঃ। রাজসূয়সূর্য্যেত্যাদিনা রুডাগমসহিতং ক্যপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। প্রত্যয়স্যাদ্যুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। চিকেত কিত জ্ঞানে লিট্। কতমাং। কিং জাতীয়াং বা বহূনাং জাতিপরিপ্রশ্নে ডতমচ্। পা০ ৫।৩।৯৩। ইতি কিংশব্দাৎ ডতমচ্। ডিত্বাট্টিলোপঃ। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং ॥ ৭ ॥ (১ম—৩৫সূ—৭ঋ) ॥

সপ্তম (৪১৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টীকে পূর্ব্ব ঋকের অনুবৃত্তি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পূর্ব্ব ঋকে যে ত্রিলোকের বিষয় খ্যাপন করা হইয়াছে, সেই ত্রিলোকের তত্ত্ব কি প্রকারে অবগত হওয়া যায়? হৃদয়ে জ্ঞান-কিরণের উন্মেষই সে তত্ত্ব জানাইয়া দেয়। সে জ্ঞান-কিরণ কেমন? মন্ত্রের প্রথম পাদ—তাহারই স্বরূপ ব্যক্ত করিতেছে। সে জ্ঞানরশ্মি—'গভীরবেপাঃ'। স্পন্দনের দ্বারা দূরে যেমন তাড়িতশক্তির ক্রিয়া প্রকাশ পায়, জ্ঞানরশ্মিও সেইরূপ ক্রিয়াশীল। কোন্ লোক কত দূরে অবস্থিত, চর্ম্মচক্ষে তাহা দেখিবার সাধ্য নাই; এমন কি, কল্পনাও সে লোক-তত্ত্ব ধারণা করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু, জ্ঞানের এমনই দূর-ক্রিয়া-শক্তি, সে তাহা স্বতঃই অনুভব করিয়া লয়। কোথায় কোন দূরে তাড়িত-শক্তি কার্য্য করে, আর কোথায় কোন্ দূরে তাহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়! 'গভীরবেপাঃ' পদ সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। তার পর বলা হইয়াছে, সেই রশ্মি

হইয়াছে। ইদম্ শব্দের উত্তর "সপ্তম্যর্থে দানীংচ" (পা০ ৫।৩।১৮) এই সূত্র দ্বারা দানীং প্রত্যয়। 'ইদমিশ্' এই বাক্যে ইদং শব্দের স্থানে 'ইশ' আদেশ হইয়াছে। প্রত্যয় হেতু আদ্য পদ উদাত্ত হইয়াছে। 'সূর্য্যঃ' এই পদ, প্রেরণার্থ 'ষূ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। সুবতি অর্থে সূর্য্য। 'রাজসূয়সূর্য্য' ইত্যাদি সূত্রে 'রুডাগম'-সহিত 'ক্য' প্রত্যয় করিয়া নিপাতন সিদ্ধ। 'প্রত্যয়স্যাদ্যুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণ' এই বাক্যে আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। 'চিকেত'—এই পদ, জ্ঞানার্থ 'কিত্' ধাতু হইতে উৎপন্ন লিটের রূপ। "কিং জাতীয়াং বা বহূনাং জাতিপরিপ্রশ্নে" (পা০ ৫।৩।৯৩) এই সূত্রে 'ডতমচ্' প্রত্যয়ে 'কতমাং' পদ নিষ্পন্ন। 'ডিত্ব' অর্থাৎ 'ড' ইৎ হেতু টি লোপ। 'চিতঃ' সূত্রে অন্তের উদাত্তত্ব হইয়াছে। (১ম—৩৫সূ—৭ঋ)।

—'অসুরঃ'। এখানে 'অসুর' পদে দৈত্যদানব অর্থ পরিগৃহীত হয় নাই। এখানে 'অসুরঃ'—'প্রাণপ্রদঃ'। জ্ঞানরশ্মিই যে জীবদেহে প্রাণরূপে বিদ্যমান্ থাকে, তাহাই এখানে পরিব্যক্ত। জ্ঞানের সহিত প্রাণের প্রায়ই অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। যেখানে জ্ঞান, সেখানেই প্রাণ। প্রাণে জ্ঞান না থাকিতে পারে; কিন্তু, জ্ঞানে যে প্রাণ থাকে, তাহা নিঃসন্দেহ। এখানে সেই প্রাণের বিষয়ই প্রখ্যাপিত,—যে প্রাণ জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। তার পর, সে জ্ঞানরশ্মি—'সুনীথঃ'। মর্ম্ম এই যে, ঐ জ্ঞানের দ্বারা অভীষ্টদর্শন হয়। সে জ্ঞানরশ্মি—আর কেমন? না—সুপর্ণ। অর্থাৎ, তদ্দ্বারা উচ্চ এবং নীচ সর্ব্ববিষয়ক সমান জ্ঞান লাভ হয়। এ জ্ঞানরশ্মি করেন কি? না—ত্রিলোকের তত্ত্ব জানাইয়া দেন। অন্তরিক্ষ-লোকে যমভবনে কি যন্ত্রণা, সে জ্ঞানে অধিগত হয়। দিব্যলোকে যে কি শান্তি, সে জ্ঞানে জানিতে পারা যায়। আবার ইহলোকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যও সে জ্ঞান দ্বারা বোধগম্য হইয়া থাকে। ফলতঃ, জ্ঞানরশ্মিই যে লোকালোকের তত্ত্ব প্রকাশ করে, জ্ঞানরশ্মিই যে পরমপদার্থের স্বরূপ বিজ্ঞাপিত করে,—মন্ত্রের প্রথমাংশের ইহাই মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের মর্ম্ম এই যে, এই কালে—অজ্ঞানতার এই প্রভাব-সময়ে—সেই জ্ঞানসূর্য্যই যে কোথায় আছেন, তাঁহার রশ্মিরাজিই বা কিরূপে কোথায় ব্যাপ্ত হইতেছে, কেহই তাহা অবগত নহে। কোথায় জ্ঞান? কি প্রকারে সে জ্ঞান লাভ হয়? জ্ঞানী ভিন্ন অন্যে তাহার কি জানিবে? মন্ত্রের ইহাই প্রশ্ন। তাহার মর্ম্ম এই যে, তোমরা জ্ঞানী হইবার চেষ্টা কর, জ্ঞানীর নিকট জ্ঞান-তত্ত্বের সন্ধান লও। আমরা মনে করি, ঐ মন্ত্রের ইহাই প্রধান শিক্ষা। * (১ম—৩৫সূ—৭ঋ)।

* এ মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে সূর্য্য-সম্বন্ধে মন্ত্রটী প্রযুক্ত বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। প্রচলিত একটী অর্থ;—"দূরগামি-কিরণ-বিশিষ্ট এবং মার্গপ্রদর্শক সূর্য্যদেব, রশ্মি দ্বারা ত্রিভুবন প্রকাশ করিতেছেন। সেই রশ্মিবিশিষ্ট সূর্য্য, রাত্রিতে কোন্ স্থানে স্থিতি করিতেছেন তাহা কে জানে এবং এক্ষণে কোন্ দ্যুলোকে আছেন সেই রহস্যই বা কে জানে!" এ অর্থে সূর্য্য যে কখন কোথায় থাকেন, সে বিষয়ে আর্য্যগণের জ্ঞান ছিল না—ইহাই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়। আমাদের অর্থে, সকল জ্ঞানেই ভারতবর্ষ জ্ঞানী ছিল—তাহাই বুঝা যায়। দুই দিকে দুই বিপরীত বিরুদ্ধ মত। সুধিগণ ইহার ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার করিবেন।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চত্রিংশং-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

অষ্টৌ ব্যখ্যৎ ককুভঃ পৃথিব্যাস্ত্রী ধন্ব

যোজনা সপ্ত সিন্ধূন্।

হিরণ্যাক্ষঃ সবিতা দেবঃ আগাদ্দধদ্রত্না

দাশুষে বার্য্যাণি ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অষ্টৌ। বি। অখ্যৎ। ককুভঃ। পৃথিব্যাঃ। ত্রী। ধন্ব।

যোজনা। সপ্ত। সিন্ধূন।

হিরণ্যঽঅক্ষঃ। সবিতা। দেবঃ। আ। অগাৎ। দধৎ।

রত্না। দাশুষে। বার্য্যাণি ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'সবিতা' (জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ) 'পৃথিব্যাঃ' (ইহলোকসম্বন্ধিনীঃ) 'অষ্টৌ' (অষ্টসংখ্যাকাঃ) 'ককুভঃ' (দিশঃ, তত্ত্বং ইতি ভাবঃ) 'ব্যখ্যৎ' (প্রকাশিতবান্); 'যোজনা' (প্রাণিনঃ স্বস্বভোগেষু যোজয়িতৄন্) 'ধন্ব' (ধন্বান্, অন্তরিক্ষোপলক্ষিতান্) 'ত্রী' (ত্রিসংখ্যাকান্ ভোগ-কারণভূতান্ দ্যুলোক-ভূলোকান্তরিক্ষলোকান্) তথা 'সপ্তসিন্ধূন' (সপ্তলোকসংযুক্তকান্ স্নেহকণাধারান্) 'ব্যখ্যৎ' (প্রদর্শিতবান্); 'হিরণ্যাক্ষঃ' (হিতসাধকদৃষ্টিসমন্বিতঃ) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ, স্বপ্রকাশশীলঃ) স সবিতা 'দাশুষে' (প্রার্থনাকারিণে) 'বার্য্যাণি' (বরণীয়ানি)

'রত্না' (রত্নানি, ধনানি প্রদানার্থং ইতি যাবৎ) 'আগাৎ' (ইহ আগচ্ছতু)। জ্ঞানসাহায্যেন নরঃ ইহলোকতত্ত্বং জীবস্য কর্মফলভোগকারণভূতং ত্রিলোকরহস্যং চ বিজানাতি, তথা সপ্তলোক-রক্ষার্থং ভগবৎ-করুণা-প্রভাবং পরিলক্ষতি। জ্ঞানস্বরূপঃ স দেবঃ অর্চনাকারিণঃ মঙ্গলবিধানার্থং শ্রেষ্ঠং ধনং তস্মৈ বিতরতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৫সূ—৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানস্বরূপ সবিতা দেব, ইহলোক-সম্বন্ধীয় অষ্টদিক্ (আট দিকের তত্ত্ব) প্রকাশ করিয়াছেন, (অর্থাৎ, জ্ঞান সাহায্যেই মনুষ্য, ইহলোকের সকল দিকের সকল রহস্য অবগত হইয়া থাকেন); স্ব স্ব কর্মফল ভোগের জন্য প্রাণিগণ অন্তরীক্ষ প্রভৃতি তিন লোকের সহিত যে বিযুক্ত হন, সেই লোকত্রয়ের বিবরণ (বিভিন্ন লোক প্রাপ্তির কারণ) এবং সপ্তলোক-রক্ষায় ভগবানের স্নেহকরুণাধারার বিষয়, তিনি প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, (অর্থাৎ, জ্ঞানের দ্বারাই লোকালোকগমনের কারণ ও লোক-রক্ষায় ভগবানের করুণার বিষয় জানা যায়); জনহিত-সাধক-দৃষ্টি-সমন্বিত স্বপ্রকাশ সেই সবিতা দেব, এই প্রার্থনাকারীদিগকে বরণীয় শ্রেষ্ঠ ধন প্রদানার্থ ইহ সংসারে আগমন করুন। (১ম—৩৫সূ—৮ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধিনীরষ্টৌ ককুভঃ প্রাচ্যাদ্যাশ্চতস্রো দিশঃ আগ্নেয্যাদ্যাশ্চতস্রো বিদিশঃ ইত্যেবমষ্টৌ দিশো ব্যখ্যৎ। সবিতা প্রকাশিতবান্। তথা যোজনা প্রাণিনঃ স্বস্বভোগেন যোজয়িতৄন্ ধন্ব অন্তরিক্ষোপলক্ষিতান্ ত্রী ত্রিসংখ্যাকান্ পৃথিব্যাদিলোকান্। সপ্তসিন্ধূন্ গঙ্গাদিনদীঃ সমুদ্রান্ বা সবিতা ব্যখ্যৎ। হিরণ্যাক্ষঃ। হিতরমণীয়চক্ষুর্যুক্তো হিরণ্ময়াক্ষো বা সবিতা দেব আগাৎ। ইহাগচ্ছতু। কিং কুর্বন্। দাশুষে হবির্দত্তবতে যজমানায় বার্যাণি বরণীয়ানি রত্নানি দধৎ। প্রযচ্ছন্॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পৃথিবীর আটটী দিক্। প্রাচ্যাদি চারিটী দিক্—পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর; এবং আগ্নেয় চারিটী বিদিক্—অগ্নি, নৈর্ঋত, বায়ু ও ঈশান। সবিতাদেব, এই আটটী দিক্ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই প্রকার 'যোজনা' প্রাণি সকলকে স্ব স্ব ভোগে যোক্তৃগণকে, 'ধন্ব' অর্থাৎ অন্তরিক্ষোপলক্ষিত পৃথিবী প্রভৃতি ত্রিসংখ্যক লোকসমূহকে, গঙ্গাদি নদীসকলকে অথবা সমুদ্রসকলকেও সবিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'হিরণ্যাক্ষ' হিত রমণীয় চক্ষুযুক্ত, অথবা 'হিরণ্ময়াক্ষ' স্বর্ণচক্ষু 'সবিতা' সূর্য্যদেব এইস্থানে আগমন করুন। কি করিবার জন্য? হবি দানশীল যজমানগণকে রত্নসকল দিবার জন্য।

অথ্যৎ। খ্যাতের্লুঙ্যস্যতিবক্তীত্যাদিনা চ্লেরঙাদেশঃ। ত্রী। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শেলোপঃ। ধন্ব। ধিবি রবি ধবি গত্যর্থাঃ। ইদিতো নুম্ ধাতোরিতি নুম্। অস্মাৎ কনিন্যুবৃষিতক্ষিরাজিধন্বিদ্যুপ্রতিদিব ইতি কনিন্। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তের্লুক্। ন-লোপঃ। প্রত্যয়স্য নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। যোজনা। যোজয়ন্তি প্রাণিনঃ উপভোগেনেতি যোজনানি। নন্দ্যাদিলক্ষণো ল্যুঃ। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শিলোপঃ। পূর্ব্ববচ্ছের্লোপঃ। হিরণ্যাক্ষঃ। হিরণ্যময়াক্ষীণি যস্যাসৌ হিরণ্যাক্ষঃ। বহুব্রীহৌ সক্থ্যক্ষ্ণোঃ। পা০ ৫।৪।১১৩। ইতি সমাসান্তঃ ষচ্ প্রত্যয়ঃ। অগাৎ। এতের্লুঙি। ণৌ গা লুঙি। পা০ ২।৪।৪৫। ইতি গা-দেশঃ। গাতিস্থেতি সিচো লুক্। দধৎ। শতরি নাভ্যস্তাচ্ছতুরিতি নুমাগমপ্রতিষেধঃ। শ্নাভ্যস্তয়োরাৎ ইত্যাকারলোপঃ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। দাশুষে। দাশ্বান্ সাহ্বানিত্যাদিনা ক্বসুপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। চতুর্থ্যেকবচনে বসোঃ সম্প্রসারণমিতি সম্প্রসারণং পরপূর্ব্বত্বং। শাসিবসিঘসীনাং চেতি ষত্বং। বার্য্যাণি। বৃঙ্ সম্ভক্তৌ ঋহলোর্ণ্যৎ। ঈডবন্দেত্যাদিনাদ্যুদাত্তত্বং ॥ ৮ ॥ (১ম—৩৫সূ—৮ঋ) ॥

অষ্টম (৪১৬) ঋকের বিশদার্থ।

—— : • : ——

এই ঋকের অন্তর্গত 'অষ্টৌ' 'ত্রী' এবং 'সপ্ত' এই তিনটী পদের ব্যাখ্যা, প্রথমেই প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। ঐ তিনটী সংখ্যাবাচক পদের নিগূঢ় ভাব বোধগম্য হইলেই, ঋকের অর্থ সরল হইয়া আসিবে।

'অথ্যৎ' পদটী খ্যা ধাতু লুঙ্ নিষ্পন্ন। 'অস্যতিবক্তি' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা চ্লি এর স্থানে অঙ্ আদেশ 'শেশ্ছন্দসি বহুলম্' এই সূত্রে শি-লোপ। 'ধন্ব'—'ধিবি রবি ধবি গত্যর্থাঃ'—গত্যর্থ ধব ধাতু নিষ্পন্ন, 'ইদিতো নুম্ ধাতোঃ' এই বাক্যে 'নুম'। উহার উত্তর "কনিন্যুবৃষিতক্ষি" ইত্যাদি সূত্রে 'কনিন্' প্রত্যয়। 'সুপাং সুলুক্' সূত্রে বিভক্তির লুক্। 'ন' কার লোপ। প্রত্যয়ের ন কার ইৎ হেতু আদিস্বর উদাত্ত। 'যোজনা' পদটী প্রাণিগণকে উপভোগে যোজনা করেন' এই অর্থে 'যোজনানি' পদ হইতে নিষ্পন্ন হয়। "নন্দ্যাদিলক্ষণো ল্যুঃ' এই সূত্রে 'ল্যু' প্রত্যয়। 'ণেরনিটি' এই সূত্রে 'ণি' লোপ। পূর্ব্ববৎ শি লোপ। 'হিরণ্ময় অক্ষি যাহার' এই ব্যাসবাক্যে হিরণ্যাক্ষ পদ হয়। 'বহুব্রীহৌ সক্থ্যক্ষ্ণোঃ' (পা০ ৫।৪।১৩৩) এই সূত্র দ্বারা সমাসান্ত অক্ষি শব্দের উত্তর 'ষচ্' প্রত্যয়। 'অগাৎ' এইপদে, 'এতের্লুঙিণৌ গা' (পা০ ২।৪।৪৫) সূত্রে লুঙ্ সম্বন্ধি বিভক্তিতে 'গা' আদেশ। 'গাতিস্থেতি' সূত্রে 'সিচের' লুক্। 'দধৎ' এই পদে, 'শতার নাভ্য-স্তাচ্ছতুঃ' এই সূত্রে 'নুম' আগম প্রতিষেধ। 'শ্নাভ্যস্তয়োরাৎ' এই বাক্যে আকারলোপ। 'অভ্যস্তানামাদিঃ' এই সূত্রে আদিস্বর উদাত্ত। 'দাশুষে' পদটী, 'দাশ্বান্ সাহ্বান' ইত্যাদি সূত্রে ক্বসু প্রত্যয়ান্ত হইয়া নিপাতন সিদ্ধ। তদুত্তর চতুর্থীর একবচনে 'ক্বসু' প্রত্যয়ের সম্প্রসারণ এবং পরপূর্ব্বত্ব। 'শাসিবসিঘসীনাং' এই সূত্রে 'ষত্ব' হইয়াছে। 'বার্য্যাণি'—সম্ভক্তি অর্থে 'বৃঙ্' ধাতুর উত্তর 'ঋহলোর্ণ্যৎ' এই সূত্রে ণ্যৎ প্রত্যয়। 'ঈডবন্দবৃশংস' ইত্যাদি সূত্রে আদিস্বর উদাত্ত ॥ ৮ ॥

'অষ্টৌ ককুভঃ' পদদ্বয় আট-দিককে বুঝাইতেছে। এখানে 'অষ্টৌ' পদ দিক্ বাচক। বলা হইতেছে—'পৃথিবীর আট-দিক্।' ভাব—'সকল দিক্।' কিন্তু সে পক্ষে এখানে একটা সমস্যার কথা আছে। সাধারণতঃ আমরা দশদিক্ বলিয়া থাকি। এখানে আট-দিক্ বলা হইল কেন? উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম—এই চারিদিক্ এবং নৈঋ‍ত ঈশান বায়ু অগ্নি এই চারি বিদিক্—এই লইয়া আট-দিক্ হয়। ভাষ্যকারও এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু, ইহাতে সকল দিক্ বুঝাইল কি? ঊর্দ্ধ অধঃ কোথায় গেল? আমরা বলি, এখানে পৃথিবীর গোলত্বের পরিচয় প্রকাশমান্। অন্য বস্তুতে দশদিক্ পরিকল্পিত হইতে পারে। কিন্তু, গোলাকার পদার্থে দশদিক্ কল্পনা করা যায় না। গোলকের আবার ঊর্দ্ধ অধঃ কোথায়? কাজেই 'পৃথিব্যাঃ অষ্টৌ ককুভঃ' বাক্যের সার্থক প্রয়োগ প্রতিপন্ন হয়। 'সবিতা দেব, এই পৃথিবীর আট-দিক্ প্রকাশ করিয়াছেন'—বলিতে, 'জ্ঞানের নিকট পৃথিবীর সকল রহস্যই প্রকটিত আছে' অর্থাৎ, সংসারের সকল বিষয়ই সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানের দ্বারা অধিগত হয়, ইহাই বুঝিতে পারি।

'ত্রী' পদে—এখানে দ্যুলোক ভূলোক ও অন্তরিক্ষ-লোক বুঝাইতেছে; অর্থাৎ, অমৃতের জীবিতের ও মৃতের আশ্রয়-স্থানকে (ষষ্ঠ ঋকের বিশদার্থ দেখুন) লক্ষ্য করিতেছে। ঐ 'ত্রী' শব্দের প্রয়োগ-উপলক্ষে, 'ধন্ব' পদের সহিত 'যোজনা' পদের সমাবেশ, অর্থটীকে বিশদ করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্বেই (ষষ্ঠ ঋকে) আমরা বুঝাইয়াছি, কর্ম্মানুসারে জীবের গতি ত্রিবিধ হইয়া থাকে। কর্ম্মফলোপলক্ষিত সেই ত্রিবিধ গতির বিষয়ই এখানকার লক্ষ্য। ঐ 'ত্রী' পদ; সেই তিন লোকের বিষয়ই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ঐ তিন লোকের বা অবস্থার কারণ কি, কোন্ কর্ম্মের ফলে কোন্ লোক প্রাপ্তি ঘটে,—সবিতা দেব, তাহা প্রকাশ করিয়াছেন. অর্থাৎ জ্ঞান-সাহায্যে আমরা তাহা জানিতে পারি, এ পক্ষে ইহাই তাৎপর্য্য। অতঃপর, লক্ষ্য করুন—'সপ্তসিন্ধূন্' বাক্যাংশান্তর্গত 'সপ্ত' পদ। উহাতে কি ভাব দ্যোতনা করে? ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ কহিয়াছেন—ঐ 'সপ্ত' পদে গঙ্গাদি সাতটী নদীকে বা সাতটী সমুদ্রকে বুঝাইতেছে। সূর্য্যোদয়ে সাতটী নদী বা সাতটী

সমুদ্রে প্রকাশ পায়, এই ভাব। আমরা কিন্তু, 'সপ্ত' পদে সপ্ত লোক অর্থ আমনন করিলাম। সে পক্ষে, 'সিন্ধূন্' পদ—'স্নেহকরুণার ধারা' অর্থ জ্ঞাপন করিতেছে। *

এই স্থানে, প্রথমেই একটা সংশয় উঠিতে পারে। 'ত্রী' শব্দের ব্যাখ্যায় একবার বলা হইল—তিন লোক; এখন আবার 'সপ্ত' পদের ব্যাখ্যায় বলা হইতেছে—সপ্ত-লোক। একই ঋকের মধ্যে এ কেমন অসঙ্গত উক্তি! বলা বাহুল্য, সেই তত্ত্ব ব্যক্ত করিবার জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা! বিষয়টী একটু বিশদ ভাবেই আলোচনা করা যাইতেছে। আমরা বলি,—ঐ 'ত্রিলোক' 'সপ্তলোক' পদদ্বয়ের একটী—ভাব-গত, একটী—পদার্থ-গত। সপ্ত-লোক, চতুর্দ্দশ-ভুবন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এইরূপ নানা ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। আধুনিক ভূগোল, এই পৃথিবীকে চারিটী বা পাঁচটী বিভাগে (মহাদেশে) বিভক্ত করিয়া থাকে; আবার, ইহাতে তিনভাগ জল ও একভাগ স্থল আছে বলিয়াও ইহার পরিচয় দিতে পারে। পুনশ্চ, পৃথিবীতে কত দেশ ও কত জনপদ আছে—সে বর্ণনাও করিতে পারে। এইরূপ, সপ্ত-লোক, চতুর্দ্দশ-ভুবন প্রভৃতি বাক্য—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিভাগ মাত্র। উহার সকল বিভাগের সকল তত্ত্ব সাধারণ মনুষ্যের জ্ঞানগম্য হওয়া সম্ভবপর নহে;—পরমজ্ঞানী বিবেকী জনই তাহা জানিতে পারেন। এই যে সপ্তলোক ও চতুর্দ্দশ-ভুবন প্রভৃতি বিভাগ,—এ বিভাগকে আমরা বস্তুগত বিভাগ বলিয়া মনে করি। আর যে এক বিভাগ, তাহা ভাব-গত;—সে সেই অমৃতের, জীবিতের ও মৃতের আশ্রয়-স্থল মধ্যে, পরিগণিত। যে লোকে বা যে ভুবনে যত প্রাণীই অবস্থিতি করুক না কেন, তাহাদের গতি ঐ তিন ভিন্ন অন্য নাই। সকলকেই ঐ তিন অবস্থার একের অন্তর্ভুক্ত হইয়া

---

* এই ঋকের যে অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—(১) "সবিতা পৃথিবীর অষ্টদিক্ প্রকাশিত করিয়াছেন, এবং প্রাণীদিগের তিন জগৎ ও সপ্ত সিন্ধু প্রকাশিত করিয়াছেন। সেই হিরণ্ময়-চক্ষুবিশিষ্ট সবিতা, হব্যদাতা যজমানকে বরণীয় দ্রব্য দান করিয়া এইস্থানে আসুন।" (২) "সূর্য্যদেব পৃথিবীর অষ্টদিক প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রাণীসকলকে স্ব স্ব ভোগে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত, পৃথিব্যাদি লোকত্রয় এবং সমুদ্রাদি সপ্ত নদীকে প্রকাশ করিয়াছেন, স্বর্ণময় চক্ষুবিশিষ্ট সূর্য্যদেব হবির্দ্দাতা যজমানকে উত্তম বস্তু দান করত এই যজ্ঞে আগমন করুন।"

থাকিতেই হইবে। তাই ঐ তিন লোক—ভাব-গত। সুতরাং সপ্তলোক বা চতুর্দ্দশ ভুবন প্রভৃতির সহিত এই ত্রিলোকের (যে ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে তদনুসারে) কোনই বিরোধ ঘটিতে পারে না। অতএব, 'যোজনা ধন্ব ত্রী' তথা 'সপ্ত সিন্ধূন্'—এই পদাংশের আমরা যে ব্যাখ্যা করিলাম, তাহা অসঙ্গতি-দোষ দুষ্ট নহে। বিশেষতঃ 'যোজনা'—'স্বস্ব-ভোগেন যোজয়িতৃন্'—এতদ্বাক্যের সার্থকতাই এক্ষেত্রে প্রতিপন্ন হয়। সপ্তলোকে ভগবানের যে করুণার নির্ঝর প্রবাহিত, কর্ম্মফলেই জীব তাহা লাভ করে,—আবার ত্রি-লোকের যে ত্রিবিধ গতি, কর্ম্ম দ্বারাই তাহা অধিগত হইয়া থাকে। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই ভাবই অধ্যাহৃত হয়।

মন্ত্রের শেষাংশ—সাধারণ প্রার্থনা-মূলক। এখানে প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'হে হিরণ্যাক্ষ সবিতা-দেব। আপনি এই প্রার্থনাকারীকে শ্রেষ্ঠ ধন দান করিতে আসুন।' 'হিরণ্যাক্ষঃ' পদের অর্থে ব্যাখ্যাকারগণ 'হিরণ্যের (স্বর্ণের) অক্ষিবিশিষ্ট' অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, ভাষ্যা-ভাসে প্রকাশ পায়—ঐ শব্দের অর্থ হিতকারী দৃষ্টিবিশিষ্ট, জীবের হিত-সাধনই তাঁহার লক্ষ্য। জ্ঞানস্বরূপ দেবতার বা জ্ঞানের লক্ষ্য যে হিত-সাধন, সেই ভাবই এখানে পরিব্যক্ত। জ্ঞান আপনি প্রকাশমান্ হইয়া লোককে প্রকাশিত করেন; 'দেবঃ' পদ, তাহাই দ্যোতনা করে। শ্রেষ্ঠ ধন (বার্য্যাণি রত্না) দানের জন্য তাঁহার আগমনই প্রয়োজন; তাই, 'আগাৎ' (ইহাগচ্ছতু) পদ প্রযুক্ত দেখি। "হে দেব! আর দূরে থাকিও না; আমায় শ্রেষ্ঠ ধন দানের জন্য নিকটে এস; হৃদয়ে অধিষ্ঠান কর;"—ইহাই প্রার্থনার মর্ম্ম। (১ম—৩৫সূ—৮ঋ)। *

---

* এখানে অবান্তর হইলেও, পূর্ব্বে ছাড় গিয়াছে বলিয়া, এই 'নোটটি' এইখানেই প্রকাশ করা গেল।

[চতুস্ত্রিংশৎ সূক্তের একাদশ ঋকের বিশদার্থ ১৭৫৭ পৃষ্ঠার ফুটনোটের নীচে এই অংশ যোগ হইবে; যথা,—'একাদশৈঃ' পদের আকার 'ছান্দস' বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পরন্তু, আরও একদিক্ দিয়া বহুব্রীহি ও কর্ম্মধারয় সমাসে ঐ একই প্রকার অর্থে "একাদশৈঃ" পদ নিষ্পন্ন হইতে পারে। 'ন দশা অবস্থান্তরা যস্য স অদশঃ' অর্থাৎ দেব,—এই ভাবে এই অর্থে 'অদশঃ' পদ সিদ্ধ করিয়া, তৎপরে কর্ম্মধারয়ে 'একে অদশঃ' এই অর্থে 'একাদশঃ' এবং 'তৈঃ একাদশৈঃ' পদ সিদ্ধ হয়। তাহার অর্থ—অভিন্নভাবাপন্ন দেবগণসহ। ফলতঃ ত্রেত্রিংশাদি সংখ্যার সংশ্রব না আনিয়া সেস্থলে এইভাবে অর্থ করিলেই সঙ্গত অর্থ হয়।]

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চত্রিংশৎ-সূক্তং। নবমী ঋক্।)

হিরণ্যপাণিঃ সবিতা বিচর্ষণিরুভে দ্যাবা

পৃথিবী অন্তরীয়তে।

অপামীবাং বাধতে বেতি সূর্য্যমভি কৃষ্ণেন

রজসা দ্যামৃণোতি ॥ ৯ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

হিরণ্যপাণিঃ। সবিতা। বিচর্ষণিঃ। উভে ইতি। দ্যাবা।

পৃথিবী ইতি। অন্তঃ। ঈয়তে।

অপ। অমীবাং। বাধতে। বেতি। সূর্য্যং। অভি। কৃষ্ণেন।

রজসা। দ্যাং। ঋণোতি ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'হিরণ্যপাণিঃ' (জ্ঞানরূপসুবর্ণবিতরণকারী) 'বিচর্ষণিঃ' (বিশ্বকর্ষণবন্তঃ, সর্বেষাং উৎকর্ষবিধায়কঃ) 'সবিতা' (জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ) 'দ্যাবাপৃথিবী' (দ্যুলোকো ভূলোকশ্চ) 'উভে অন্তঃ' (উভয়োর্লোকয়োর্মধ্যে যদ্বা উভয়স্য পারে—অন্তরিক্ষলোকে) 'ঈয়তে' (অবতিষ্ঠতি, গচ্ছতি); 'অমীবাং' (অজ্ঞতা রোগাদ্যবধানাং) 'অপ বাধতে' (সম্যক্ নিরাকরোতি), তথা 'সূর্য্যং' (জ্ঞানং) 'বেতি' (প্রকাশয়তি, সম্প্রদদাতি); 'কৃষ্ণেন' (অন্ধকারনিবারকেণ)

'রজসা' (তেজসা) 'দ্যাং' (আকাশং, যদ্বা—অন্তরিক্ষলোকং) 'অভি' (সর্ব্বতঃ) 'ঋণোতি' (ব্যাপ্নোতি)। অত্র দ্বিবিধভাবঃ পরিগ্রহীতব্যঃ। একার্থঃ—জ্ঞানস্বরূপঃ স দেবঃ কেবলং দ্যুলোকে ভূলোকে চ তিষ্ঠতি, তত্রত্যা রোগশোকং বিদূরয়তি, তথা জ্ঞানকিরণং বিস্তারয়তি। অন্যার্থঃ—'যদ্যাপি জ্ঞানসম্বন্ধরহিতস্য মৃতজনস্য সম্বন্ধনাৎ অন্তরিক্ষলোকস্য যমভুবনাখ্যায়া ভীষণতাং সূচয়তি, তথাপি পরমকরুণাপরায়ণঃ সবিতা দেবঃ তৎস্থানং ন পরিত্যজতি; তথা জ্ঞান-কিরণ-বিস্তারেণ পাপিনাং উদ্ধারকল্পে সহায়তাং করোতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৫সূ—৯ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানরূপ সুবর্ণবিতরণকারী, সকলের উৎকর্ষবিধায়ক, জ্ঞানস্বরূপ সবিতা দেব, দ্যুলোক ভূলোক উভয়লোকের মধ্যভাগে অবস্থিত আছেন (গতিবিধি করেন); (জ্ঞানার্জ্জনে) সেখানকার রোগাদি বাধা সর্ব্বতোভাবে দূর করিয়া দেন; সেখানে জ্ঞানসূর্য্যকে সঞ্চালিত করেন; এবং অন্ধকার-নিবারক জ্যোতির দ্বারা আকাশকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন।

অথবা

হিরণ্যপাণি বিচর্ষণি সবিতা দেব, দ্যুলোক-ভূলোক উভয়লোকের মধ্যবর্ত্তী অন্তরিক্ষলোকে গমন করেন; সেখানকার রোগাদি বাধা অপসারিত করিয়া দেন; তথায় জ্ঞানরূপ সূর্য্যকে সঞ্চালিত (বিস্তৃত) করিয়া থাকেন; আর, অন্ধকার-নিবারক তেজের (জ্যোতির) দ্বারা সেই লোককে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত করেন। (১ম—৩৫সূ—৯ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হিরণ্যপাণিঃ সুবর্ণময়হস্তযুক্তঃ। যদ্বা যজমানেভ্যো দাতুং হিরণ্যং হস্তে ধৃতবান্। বিচর্ষণিঃ। বিবিধদর্শনযুক্তঃ। বিচর্ষণিঃ পশ্যতিকর্ম্মা। বিচর্ষণির্বিশ্বচর্ষণিরিতি তন্নামসু পাঠাৎ। সবিতা দেব উভে দ্যাবাপৃথিবী অন্তঃ উভয়োর্লোকয়োর্মধ্যে ঈয়তে। গচ্ছতি। অমীবাং রোগাদিবাধামপবাধতে। সম্যক্ নিরাকরোতি। তথা সূর্য্যং চেতি। গচ্ছতি।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'হিরণ্যপাণিঃ'—সুবর্ণময় হস্তবিশিষ্ট অথবা যিনি যজমানগণকে দান করিবার জন্য হিরণ্যকে হস্তে ধারণ করিয়াছেন। 'বিচর্ষণিঃ'—বিবিধ দর্শনযুক্ত, দর্শনকর্ত্তা—ইহাই বুঝায়। 'বিচর্ষণির্বিশ্বচর্ষণিঃ' এই প্রকার তাঁহার নাম পাঠ আছে। সবিতা দেব স্বর্গ ও পৃথিবী উভয় লোকের মধ্যে গমন করেন। ইঁহারা তোমাদিগকে রোগাদিজনিত বাধা হইতে সম্যক্‌রূপে নিরাকরণ করেন অর্থাৎ দূর করিয়া দেন। সেইরূপ সূর্য্যেও গমন করেন। সবিতৃ ও সূর্য্য

যদ্যপি সবিতুর্দ্যাবাপৃথিব্যোরেকদেবতাত্বং তথাপি মূর্তিভেদেন পত্যুপস্থত্বাভাবঃ। কৃষ্ণেন শ্যামেন কর্ষকেন নিবর্তকেন রজসা তেজসা দ্যামাকাশমভ্যাপোতি। সর্ব্বতো ব্যাপ্নোতি॥

দ্যাবাপৃথিবী। দিবসশ্চ পৃথিব্যাং। পা০ ৬।৩।৩০। ইতি চশব্দাদ্দিব্‌শব্দস্য দ্যাবাদেশঃ। দেবতাদ্বন্দ্বে চেত্যুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। নোত্তরপদেঽনুদাত্তাদৌ। পা০ ৬।২।১৪২। ইতি নিষেধঃ। অপৃথিবীরুদ্রপূষমন্থিষ্বিতি পর্যুদস্তত্বাৎ। ঈয়তে। ঈঙ্ গতৌ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। যাধত্তে চেতি সমুচ্চয়ার্থপ্রতীতেশ্চশব্দস্যাপ্রয়োগাচ্চাদিলোপে বিভাষেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। বেতি। বী গতিপ্রজননকান্ত্যশনখাদনেষু। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। তিপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। যত্তপোষা দ্বিতীয়া তথাপি তিঙঃ পরত্বান্নিঘাতাভাবঃ। রণোতি। রণু গতৌ। তনাদিত্বাদুঃ। তনাদিষু কয়োস্তিয়েব গেপোনাজেরাদিত্যাপি শনিম। তেন গুণাভাবঃ॥ ৯॥ (১ম—৩৫সূ—৯ঋ)॥

• • •

নবম (৪১৭) ঋকের বিশদার্থ।

———:•:———

এই ঋকের দুই প্রকার অর্থ আমরা প্রকাশ করিলাম। এক অর্থে, দ্যুলোক ও ভূলোক ভিন্ন, অন্তরিক্ষ-লোকেও সবিতা-দেব বিচরণ করেন অর্থাৎ জ্ঞানকিরণ বিচ্ছুরিত হয়। অন্য অর্থে, কেবল দ্যুলোকে ও ভূলোকে তাঁহার অবস্থিতি,—অন্যলোকে জ্ঞান-সম্পর্ক আদৌ নাই। এক প্রকার অর্থে, অন্তরিক্ষলোকের মৃত-অভিশপ্ত সূক্ষ্মশরীরীদিগের কষ্ট-ভোগের নিরসন-পক্ষে তাঁহার করুণা-হস্ত বিস্তারিত হইয়া আছে; অন্য প্রকার অর্থে, কেবল দ্যুলোকের ও ভূলোকের প্রাণিগণের হিতের জন্যই

এক দেবতা হইলেও মূর্তিভেদ হেতু 'পত্যুপস্থত্বাভাব' আছে। অন্ধকারের নিবর্তক তেজ দ্বারা আকাশকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন।

'দ্যাবাপৃথিবী'। এই পদটী, 'দিবসশ্চ পৃথিব্যাং' (পা০ ৬।৩।৩০) সূত্র দ্বারা 'চ' শব্দহেতু 'দিব্' শব্দস্থানে 'দ্যাবা' আদেশ হইয়াছে। 'দেবতাদ্বন্দ্বে চ' এই সূত্র দ্বারা উত্তর পদের প্রকৃতি-স্বর। 'নোত্তরপদেঽনুদাত্তাদৌ' (পা০ ৬।২।১৪২) সূত্রে 'ন' নিষেধ। সূত্রের অপরাংশে "অপৃথিবীরুদ্রপূষমন্থিষু" বাক্যে পর্যুদাস হেতু 'ন' কারের নিষেধ আছে। গমনার্থ ঈঙ্‌ধাতু ঈয়তে হইতে পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'তিঙ্ঙতিঙঃ' এই সূত্রে তিঙন্তের নিঘাত হয়। গতি-প্রজননকান্ত্যশনখাদনার্থ 'বী' ধাতু হইতে 'বেতি' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অদাদিগণীয় বলিয়া শপের লুক হইয়াছে। 'তিপ্' প্রত্যয়ে 'প' কার ইৎ হেতু অনুদাত্তত্বপ্রযুক্ত ধাতুস্বরপ্রাপ্ত। সমুচ্চয়ার্থের প্রতীতি-হেতু শব্দের অপ্রয়োগজন্য 'চ' এর আদিলোপের পর বিকল্পে নিঘাতের প্রতিষেধ হইয়াছে। গত্যর্থ 'রণু' ধাতু হইতে 'রণোতি' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। তনাদি হেতু 'উ' প্রত্যয়। তনাদিগণীয় ধাতুতে শনিম প্রত্যয়-হেতু গুণের অভাব হয়। (১ম—৩৫সূ—৯ঋ)॥

তিনি ব্রতী আছেন। এক প্রকার অর্থে, রোগাদি-জনিত প্রতিবন্ধক-বশতঃ যাহারা ভগবদারাধনায় জ্ঞানার্জ্জনে সমর্থ হয় নাই, তিনি তাহাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি-পরায়ণ হইয়াছেন,—তাহাদিগের সে প্রতিবন্ধক দূরীভূত করিতেছেন,—তাঁহাদিগের মধ্যে জ্ঞান-রশ্মি সঞ্চালিত করিয়া দিতেছেন। অন্য প্রকার অর্থে, দ্যুলোকের ও ভূলোকের প্রাণী যেন জ্ঞানার্জ্জনে কোন-প্রকার বাধা প্রাপ্ত না হয়, পরন্তু তাহাদের মধ্যে যেন অবিরোধে জ্ঞানসূর্য্য বিকাশ-প্রাপ্ত হন, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন। অন্ধকার-নিবারক তাঁহার তেজের দ্বারা তিনি দুই লোকের আকাশে (সকল স্থলে) বিস্তৃত হইতেছেন, অথবা অন্তরিক্ষলোক তাঁহার আলোক প্রাপ্ত হইতেছে। এক পক্ষে, তাঁহার কঠোর শাসনের—পাপপুণ্যের তুলাদণ্ডে পরিমাপের—ভাব আসিতেছে; অন্য পক্ষে, তাঁহার করুণার প্রভাবে, পরিত্যক্ত মৃত যমভবনে প্রেরিত জীবও মুক্তির পথ দেখিতে পাইতেছে। যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, তিনি সেই অর্থেরই অনুসরণ করিবেন। এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে না। ভগবান্ সম্বন্ধে যে ভাব যেরূপে যাঁহার হৃদয়ে অবভাসিত হইবে, তিনি সেই ভাবের অর্থই গ্রহণ করিবেন। তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে?

এক্ষণে ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী শব্দের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। ঐ সকল শব্দের অর্থান্তর উপলক্ষে, ঋকের অর্থও রূপান্তরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। একটী শব্দ—'হিরণ্যপাণিঃ'। উহার সাধারণ অর্থ—স্বর্ণনির্ম্মিত-হস্ত। এতদুপলক্ষে এক উপাখ্যানের পর্য্যন্ত সমাবেশ দেখা যায়। কি প্রকারে প্রাশিত্রে সবিতা দেবতার হাত কাটা পড়ে এবং কি প্রকারে সুবর্ণের হস্ত প্রস্তুত করিয়া তাঁহাতে সংযোজিত হয়, সে উপাখ্যান পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। সে এক অর্থে 'সুবর্ণের হস্তই' প্রচলিত আছে। অন্য অর্থে, তিনি সুবর্ণদান করিবার জন্য হস্তে সুবর্ণ ধারণ করিয়া আছেন। আমাদের অর্থ—তিনি জ্ঞানরূপ সুবর্ণবিতরণকারী। 'বিচর্ষণিঃ' পদে সাধারণতঃ 'বিবিধদর্শনযুক্ত' অর্থ পরিগৃহীত হয়। কিন্তু ইহার মূলীভূত ধাতু 'চর্ষণ' (কর্ষণ) মূলক হওয়ায়, আমরা এ পদের অর্থ করিলাম—বিশ্বকর্ষণরত; অর্থাৎ,—সকলের উৎকর্ষ-বিধায়ক। 'সূর্য্যং বেতি' পদে

সাধারণতঃ অর্থ হয়—তিনি সূর্য্যকে পরিচালিত করেন। কেহ আবার অর্থ করেন—সবিতা সূর্য্যের নিকট যাইতেছেন। এ প্রকার অর্থে, সবিতা ও সূর্য্য পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হন; এবং সবিতা পদে সূর্য্যের পরিচালক বা প্রতিষ্ঠাতা সেই জগদীশ্বরকে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু সে অর্থে, ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যায় পূর্ব্বাপর অসঙ্গতি-দোষ ঘটে। তাঁহারা সবিতাকে ও সূর্য্যকে এক ও অভিন্ন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এখানে সবিতা বড় হইলেন, সূর্য্য ছোট হইলেন। পরন্তু, সূর্য্য যে চালিত হন, তাহাও বলা যায় না। আমরা এখানে 'সূর্য্যং' পদে জ্ঞানরূপ সূর্য্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তিনি যে, জীবকে জ্ঞান দান করেন, তিনি যে জ্ঞান সূর্য্যকে পরিচালন করেন—বাক্যে তাহাই বোধগম্য হয়। ব্যাধি-বিপত্তির বাধায় অনেক সময় জ্ঞানার্জ্জনে ভগবদর্চ্চনায় বিঘ্ন ঘটে। জ্ঞানস্বরূপ দেব, হৃদয়ে জ্ঞানকিরণ বিচ্ছুরিত করিয়া, সেই বিঘ্ন দূর করেন। অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণে তাঁহার করুণার পার নাই। আমরা মনে করি, মন্ত্রে এই সকল ভাবই প্রকটিত রহিয়াছে। (১ম—৩৫সূ—৯ঋ)।

দশমী ঋক্

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চত্রিংশৎসূক্তং। দশমী ঋক্।)

হিরণ্যহস্তো অসুরঃ সুনীথঃ সুমৃলীকঃ

স্ববাঁ যাত্বর্বাঙ্।

অপসেধন্ রক্ষসো যাতুধানানস্থাদ্দেবঃ

প্রতিদোষং গৃণানঃ॥ ১০॥

পদ-বিশ্লেষণং।

হিরণ্যऽহস্তঃ। অসুরঃ। সুऽনীথঃ। সুऽমৃলীকঃ।

স্বऽবান্। যাতু। অর্ব্বাঙ্।

অপऽসেধন্। রক্ষসঃ। যাতুऽধানান্। অস্থাৎ। দেবঃ।

প্রতিऽদোষং। গৃণানঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'হিরণ্যহস্তঃ' (জ্ঞানরূপসুবর্ণবিতরণকারী) 'অসুরঃ' (প্রাণদাতা) 'সুনীথঃ' (প্রকৃষ্টনেতা) 'সুমৃলীকঃ' (পরমসুখকারী) 'স্ববান্' (সুরক্ষকঃ, ধনবান্, পরমধনাধিকারী) স দেবঃ 'অর্ব্বাঙ্' (অস্মাকং কর্ম্মাভিমুখে) 'যাতু' (গচ্ছতু) ; 'দেবঃ' (স জ্ঞানস্বরূপঃ সবিতা দেবঃ) 'গৃণানঃ' (অস্মাভিস্তূয়মানঃ সন্) 'রক্ষসঃ' (সৎকর্ম্মবাধকান্) 'যাতুধানান্' (শত্রূন, অজ্ঞানাদীন্) 'অপসেধন্' (নিরাকুর্ব্বন্) 'প্রতিদোষং' (কর্ম্মণাং ত্রুটিনিবারণার্থং) 'অস্থাৎ' (স্থিতবান্, কর্ম্মণা সহ সম্বন্ধবিশিষ্টো ভবতু ইত্যর্থঃ)। সবিতৃদেবস্য উপাসনাপ্রভাবেন কর্ম্ম ত্রুটিশূন্যং ভবতি ; জ্ঞানসংযুতং কর্ম্ম সদৈব সুফলপ্রদমিতি ভাবঃ। (১ম—৩৫—১০ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানরূপ সুবর্ণ-বিতরণকারী, জীবনদাতা, প্রকৃষ্টনেতা, পরমসুখদায়ক, পরম-ধনের অধিকারী সেই দেবতা, আমাদের কর্ম্মাভিমুখে গমন করুন ; জ্ঞানস্বরূপ সেই সবিতা দেব, আমাদিগের দ্বারা স্তূয়মান্ (সম্পূজিত) হইয়া, সকল সৎকর্ম্মের প্রতিবন্ধক অজ্ঞানাদি শত্রুকে নিরাকৃত করুন ; এবং আমাদের কর্ম্ম-সমূহের ত্রুটি-নিবারণার্থ, আমাদের কর্ম্মসহ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হউন (চিরবিদ্যমান্ থাকুন)। (১ম—৩৫সূ—১০ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হিরণ্যহস্তোঽসুরঃ। প্রাণদাতা সুনীথঃ সুষ্ঠু নেতা প্রশস্য ইত্যর্থঃ। সুনীথঃ পাক ইতি প্রশস্যনামসু পাঠাৎ। সুমৃলীকঃ। সুষ্ঠু সুখয়িতা। স্ববান্ ধনবান্। অর্ব্বাঙ্ অভিমুখঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হিরণ্য হস্ত, 'অসুর' অর্থাৎ প্রাণদাতা, 'সুনীথ' অর্থাৎ সুনেতা বা প্রশস্য। প্রশস্য নাম-মধ্যে সুনীথ শব্দটীর পাঠ আছে। 'সুমৃলীক' অর্থাৎ শোভন সুখ দাতা, 'স্ববান্' অর্থাৎ

কর্ম্মদেশে যাতু গচ্ছতু। কিঞ্চায়ং দেবঃ প্রতিদোষং প্রতিরাত্রি গৃণানঃ স্তূয়মানোঽস্থাৎ। স্থিতবান্। কিং কুর্ব্বন্। রক্ষসো বাধকত্বেন রক্ষণনিমিত্তভূতান্। রক্ষো রক্ষিতব্যমস্মাদিতি যাস্কঃ। নি০ ৪।১৮। যাতুধানানসুরানপসেধন্ নিরাকুর্ব্বন্ ॥

হিরণ্যহস্তাদয়ো গতাঃ। সুমৃলীকঃ। সুষ্ঠু মৃলীকং সুখং যস্যাসৌ তথোক্তঃ। নঞ্সুভ্যা-মিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। স্ববান্। স্বমস্যাস্তীতি স্ববান্। মাদুপধায়া ইতি বত্বং। সংহিতায়াং নকারস্য দির্ঘাদটি সমান পাদ ইতি রুত্বং। আতোঽটি নিত্যমিত্যানুনাসিক আকারঃ। ভোর্যত্বং। যলোপশ্চ। অপসেধন্। ষিধু গত্যাং। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। শতুশ্চ লসার্ব্ব-ধাতুকস্বরেণ কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। রক্ষসঃ। রক্ষপালন ইত্যস্মাদপাদান ঔণাদিকোঽসি-প্রত্যয়ঃ। যদ্বা রক্ষস্থানেনেতি রক্ষোবলং করণেঽসুন্। তদেষামস্তীতি রক্ষস্বিনঃ। মতুব-র্থপ্রত্যয়লোপশ্ছান্দসঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। যাতুধানান্। যত নিকারোপসংস্কারয়োঃ। তস্মাদ্ভাবেঽপাদিকোত্তাব উপ্রত্যয়ঃ। যাতবো যতনা এষু ধীয়ন্ত ইতি যাতুধানাঃ। অধিকরণে ল্যুট্। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। অস্থাৎ। গাতিস্থেতি সিচো লুক্। প্রতিদোষং দোষাং দোষাং। প্রতিবীপ্সালক্ষণে যথার্থে অব্যয়ীভাবঃ। গৃণানঃ। গৄ শব্দে। কর্ম্মণি লটঃ শানচ্। ব্যত্যয়েন শ্না। প্বাদীনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং ॥ ১০ ॥

ধনবান, 'অর্ব্বাঙ্' অর্থাৎ অভিমুখ হইয়া কর্ম্মদেশে গমন করুন। আরও, এই দেব, প্রতি রাত্রি স্তূয়মান আছেন। কি করিবার জন্য? বাধকত্বপ্রযুক্ত রক্ষণ নিমিত্তভূত অসুর-গণকে নিরাকরণ বা দূরীকরণ জন্য। 'রক্ষো রক্ষিতব্যমস্মাৎ' ইত্যাদি পাঠ যাস্কের নিরুক্তে (নি০ ৪।১৮) দৃষ্ট হয়।

'সুমৃলীকঃ' পদটী, "সুষ্ঠু মৃলীকং সুখং যস্যাসৌ" এই ব্যাসবাক্যে সিদ্ধ। 'নঞ্সুভ্যাং' এই সূত্র দ্বারা উত্তর পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। স্বমস্যাস্তীতি ব্যাসবাক্যে 'স্ববান্' পদটী হইয়াছে। 'মাদুপধায়াঃ' এই সূত্রে বত্ব প্রাপ্ত। 'সংহিতাতে নকারের, 'দীর্ঘাদটি সমান পাদে' সূত্রে রুত্ব হইয়াছে। 'আতোঽটিনিত্যং' এই সূত্রে আকার অনুনাসিক হইয়াছে। 'রু' স্থানে 'য' এবং য-এর লোপ। গত্যর্থ 'ষিধু' ধাতু হইতে 'অপসেধন্' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'শপের' 'প' ইৎ হেতু অনুদাত্ত। 'শতুশ্চ ল সার্ব্বধাতুক স্বরেণ' এই সূত্রে প্রকৃতিস্বরত্ব। 'রক্ষসঃ' পদটী, পালনার্থ 'রক্ষ' ধাতুর উত্তর করণে 'অসুন্' প্রত্যয়। 'তদেষামস্তীতি' বাক্যে 'রক্ষস্বিনঃ' পদটী হয়, মত্বর্থ প্রত্যয়ের লোপ 'ছান্দস'। প্রত্যয়স্বর হয়। নিকার ও উপস্কারার্থ 'যত' ধাতুর উত্তর 'বিকল্প' করিয়া তদুত্তর ভাববাচ্যে "ঔণাদিক উঃ" প্রত্যয় করিয়া 'যাতু' হইয়া পরে 'যাতবো যতনা এষু ধীয়ন্তে' এই বাক্যে যাতুধান হইয়াছে। অধিকরণে 'ল্যুট্', 'লিতি'তি প্রত্যয় হেতু পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অস্থাৎ' পদটীতে 'গাতিস্থেতি' সূত্রে 'সিচের' লুক্। 'প্রতি দোষং' পদটী 'দোষাং দোষাং প্রতি' বীপ্সালক্ষণে যথার্থে অব্যয়ীভাব। শব্দার্থ 'গৄ' ধাতুর 'কর্ম্মণি লটের স্থানে 'শানচ্' প্রত্যয়। ব্যত্যয় হেতু 'শ্না' প্রত্যয়, 'প্বাদীনাং হ্রস্বঃ' বাক্যে হ্রস্ব। 'চিতঃ' এই পদের অন্তস্বর উদাত্ত (১ম—৩৫সূ—১০ঋ)।

দশম (৪১৮) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—সবিতা দেবতার সোণায় হাত ছিল, তিনি ধনবান ছিলেন, রাক্ষসগণের কবল হইতে তিনি যজ্ঞকারীদিগের প্রাণ রক্ষা করিতে পারিতেন, এবং নিঃসঙ্কোচে যজ্ঞক্ষেত্রে আসিতেন। যে রাক্ষসগণ যজ্ঞ নষ্ট করিতে আসিত, তাহাদিগের বাধা নিরাকরণ করিয়া তিনি সম্পূজিত হইতেন এবং প্রতি রাত্রিতে স্তূয়মান হইয়া যজ্ঞে অবস্থান করিতেন।

আমরা মনে করি, এখানে কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সংযোগ-প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষণ-কয়েকটীতে দেবতার স্বরূপ পরিবর্ণিত হইয়াছে। তার পর প্রার্থনা জানান হইয়াছে, সেই জ্ঞানদেবতা আমাদের কর্ম্মাভিমুখে যেন গমন করেন। মন্ত্রের প্রথমাংশের ইহাই মর্ম্ম। মন্ত্রের শেষাংশে এই প্রার্থনাই একটু পরিস্ফুট দেখি। এখানে বলা হইয়াছে,—'অজ্ঞানতা আদি সৎকর্ম্ম প্রতিবন্ধক শত্রুগণ আসিয়া যেন আমাদের কর্ম্মের সহিত সংশ্রবযুক্ত না হয়; তাহাদিগকে দূর করিয়া, সকল ত্রুটি নিবারণ করিয়া, হে দেব, আমাদের পূজা গ্রহণ করুন,—আমাদের কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকুন।' কর্ম্ম যদি জ্ঞানসম্বন্ধযুত হয়, শ্রেয়োলাভে কোনই বিঘ্ন ঘটিতে পারে না। তাই কর্ম্মসহ জ্ঞান সমাবেশ হউক—ইহাই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

কি শব্দের কি অর্থ পরিগ্রহণে ঐরূপ ভাব অধ্যাহৃত হয়, তাহার একটু আভাষ দেওয়া যাইতেছে। প্রথম, দেবতার বিশেষণ-কয়টীর বিষয় আলোচনা করি। হিরণ্যহস্ত (হিরণ্যপাণিঃ) ও 'অসুরঃ' শব্দদ্বয়ের অর্থ, পূর্ব্ব ঋকেই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। 'সুনীথঃ' পদে 'প্রকৃষ্টনেতা' বুঝায়। এ সংসারে জ্ঞানই যে প্রকৃষ্ট নেতা, তাহাতে সংশয় নাই। সুতরাং 'সুনীথঃ' পদ—সবিতা দেবের সঙ্গত বিশেষণ। 'সুমৃলীকঃ' শব্দে 'পরমসুখকারী' অর্থ আসে। জ্ঞান পক্ষে ঐ শব্দের সার্থকতা সম্যক্ প্রতিপন্ন হয়। জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন্ বস্তু আর পরমসুখ প্রদান করিতে পারে? 'স্ববান্' শব্দের

অর্থ—'ধনবান্' বলা হয়; কিন্তু উহার ধাতু-সঙ্গত অর্থ—'সুরক্ষক'। তাহা হইতেই 'পরম ধনের অধিকারী' বা 'পরমার্থপ্রদ' অর্থই অধ্যাহৃত হয়। 'অর্ব্বাঙ্' পদের সায়ণভাষ্য—'অভিমুখঃ কর্ম্মদেশে।' আমরা অর্থ করিলাম—'অস্মাকং কর্ম্মাভিমুখে।' পরিবর্ত্তন কিছুই করি নাই। প্রার্থনামূলক ঋকে যাহাতে প্রার্থনার ভাব বিদ্যমান্ থাকে, সেই প্রতিবাক্যই গ্রহণ করিয়াছি মাত্র। 'রক্ষসঃ' পদে ভাষ্যেই 'বাধাপ্রদানকারী' অর্থের আভাষ পাওয়া যায়। 'যাতুধান' পদে শত্রুকে বুঝায়। 'গৃণানঃ' বা 'অপসেধন্' পদের অর্থবিষয়েও মতান্তরের সম্ভাবনা নাই। এখন অবশিষ্ট একটী পদ—'প্রতিদোষং।' ভাষ্যকার উহার অর্থ লিখিয়াছেন—'প্রতিরাত্রি।' সকল ব্যাখ্যাকারই প্রায় সেই অর্থের অনুসরণকারী। কিন্তু আমাদের অর্থ হইল—সম্পূর্ণ অন্যরূপ। আমরা দুই দিক হইতে দুই ভাবে উহার একই প্রকার অর্থ আমনন করি। প্রথম—'প্রতিদোষং' পদকে 'দোষং প্রতি' এই ভাবে স্থাপন করিতে পারি। তাহাতে অর্থ হইতে পারে—(কর্ম্মের) 'দোষের বা ত্রুটির প্রতি'। যদি দোষের বা ত্রুটির প্রতি জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের সম্বন্ধ ঘটে, তখন সে দোষ বা ত্রুটি লোপ পায়। সুতরাং 'দোষের বা ত্রুটির প্রতি আপনি আসুন' বলায়, দোষ বা ত্রুটি নিবারণ করুন' এই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই অর্থ গ্রহণ করিতে পারি—'কর্ম্মণাং ত্রুটিনিবারণার্থং।' অন্য দিক দিয়াও আবার দেখুন। যদি 'প্রতি' প্রতিকারার্থক বলিয়া মনে করি, তাহাতে 'প্রতিদোষং' পদে 'দোষপ্রতিকারার্থং' প্রতিশব্দ গ্রহণ করিতে পারি। তাহাতেও ভাব দাঁড়ায়—'কর্ম্মণাং ত্রুটিনিবারণার্থং'।' এই হইতেই 'অস্থাং' পদের প্রতিবাক্যে 'স্থিতবান্' 'কর্ম্মণা সহ সম্বন্ধবিশিষ্টো ভবতু' এইরূপ পদাবলিই প্রযুক্ত হইতে পারে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আমাদের কর্ম্মের সহিত আপনি সম্বন্ধযুত হউন; সে সম্বন্ধ-সংশ্রবে বাধাপ্রদানকারী শত্রুকে বিধ্বস্ত করুন; আমাদের কর্ম্ম সর্ব্বথা অসৎসংশ্রবশূন্য হইয়া সকল কালে আপনাকেই প্রাপ্ত হউক।' (১ম—৩৫সূ—১০ঋ)।

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চত্রিংশৎ-সূক্তং। একাদশী ঋক্)।

যে তে পন্থা সবিতঃ পূর্ব্ব্যাসোঽরেণবঃ

সুকৃতা অন্তরিক্ষে।

তেভির্নো অদ্য পথিভিঃ সুগেভী রক্ষা

চনো অধিচ ব্রূহি দেব॥ ১১॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যে। তে। পন্থাঃ। সবিতরিতি। পূর্ব্ব্যাসঃ। অরেণবঃ।

সুঽকৃতাঃ। অন্তরিক্ষে।

তেভিঃ। নঃ। অদ্য। পথিঽভিঃ। সুঽগেভিঃ। রক্ষ।

চ। নঃ। অধি। চ। ব্রূহি। দেব॥ ১১॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সবিতঃ' (হে জ্ঞানদ !) 'তে' (তব) 'পন্থাঃ' (পন্থানঃ, আগমন-মার্গাঃ) 'পূর্ব্ব্যাসঃ' চিরপ্রসিদ্ধাঃ), 'অরেণবঃ' (রেণুরহিতাঃ, বিমলা ইতি যাবৎ) 'অন্তরিক্ষে চ' (মধ্যপ্রদেশে, গাধপথমোপযোগিনং কৃত্বা চ ইতি ভাবঃ) 'সুকৃতাঃ' (সংকর্ষণা বিনির্ম্মিতাঃ); 'সুগেভিঃ' মহৈঃ) 'তেভিঃ' (পূর্ব্বোক্তগুণযুক্তৈঃ) 'পথিভিঃ' (মার্গৈঃ) আগত্য 'অদ্য' (অস্মিন্

দিনে, অবিলম্বে) 'নঃ' (অস্মান্) 'রক্ষ' (ত্রায়স্ব) ; 'চ' (তথা) 'দেব' (হে দ্যোতমান !) 'নঃ' (অস্মান্, অর্চ্চনাকারিণঃ) 'অধি' (অধিগম্য) 'ব্রূহি' (অস্মাভিঃ সহ সংলাপং কুরু, অভিন্নসম্বন্ধং স্থাপয়)। জ্ঞানদেবস্য আগমনমার্গঃ সৎকর্ম্মণা বিনির্ম্মিতো ভবতি। ক্লেদরহিতং চিরপ্রসিদ্ধং তন্মার্গং অবলম্ব্য স দেবঃ অস্মান্ প্রাপ্নোতু, অস্মাভিঃ সহ অভিন্নসম্বন্ধং স্থাপয়তু। সৎকর্ম্ম-প্রভাবেন বয়ং জ্ঞানাধিকারিণো ভবাম। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৫সূ—১১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানময়! আপনার আগমন-মার্গ-সমূহ—চিরপ্রসিদ্ধ, ক্লেদরহিত, এবং অবাধ-গমনের উপযোগী করিয়া সৎকর্ম্মের দ্বারা বিনির্ম্মিত। সুগম সেই পথ দিয়া আসিয়া, অদ্য (অবিলম্বে) আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। আর, হে দ্যোতমান! অর্চ্চনাকারী আমাদিগের সহিত আপনি সংলাপ করুন; অর্থাৎ,—আমাদিগের সহিত আপনার অভিন্ন সম্বন্ধ স্থাপিত হউক। (১ম—৩৫সূ—১১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সবিতঃ তে তব পন্থাঃ মার্গাঃ পূর্ব্ব্যাসঃ পূর্ব্বসিদ্ধাঃ। অরেণবো ধূলিরহিতাঃ। অন্তরিক্ষে সুকৃতাঃ সুষ্ঠু সম্পাদিতাঃ সুগেভিঃ সুষ্ঠু গন্তং শক্যেভ্যোভিঃ পথিভিস্তৈর্মার্গৈ-রাগত্যাস্মিন্নু দিনে নোঽস্মান্ রক্ষ চ। পালনমপি কুরু। তথা হে দেব নোঽস্মানস্মদনুষ্ঠাতৄনধি ব্রূহি চ। দেবানামগ্রেঽধিকত্বেন কথয় চ॥

পন্থাঃ। সুপাং সুলুগিতি জসঃ সুঃ। পথিমথোঃ সর্ব্বনামস্থান ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। পূর্ব্ব্যাসঃ। পূর্ব্বৈঃ কৃতাঃ পূর্ব্ব্যাঃ। পূর্ব্বৈঃ কৃতমিনিযৌ চ। পা০ ৪।৪।১৩৩। ইতি যঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। অসুগাগমঃ। অরেণবঃ। নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। সুকৃতাঃ। কর্ম্মণি ক্তঃ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'হে সবিতঃ' হে সূর্য্যদেব! অন্তরীক্ষে সুসম্পাদিত, ধূলিরহিত, তোমার পথসকল পূর্ব্বেই সিদ্ধ আছে। সুগম্য সেই সকল পথ দ্বারা অদ্য আগমন করতঃ আমাদিগকে রক্ষা অর্থাৎ পালন করুন। এবং হে দেব! আমাদিগকে অর্থাৎ আমাদের ন্যায় অনুষ্ঠাতৃগণকে (অনুষ্ঠাতৃ-গণ সম্বন্ধে) দেবতাগণের সম্মুখে অধিকরূপে বলুন (অর্থাৎ, প্রকাশ করুন—ইহাই তাৎপর্য্য)।

'পন্থাঃ' পদটীতে 'সুপাং সুলুক্' সূত্রে 'জস' স্থানে 'সু' হইয়াছে। 'পথিমথোঃ সর্ব্বনাম স্থানে' এই বাক্যে আদিস্বর 'উদাত্ত' হইয়াছে। 'পূর্ব্ব্যাসঃ' পদটী 'পূর্ব্বৈঃ কৃতাঃ পূর্ব্ব্যাঃ'; 'পূর্ব্বৈঃ কৃতমিনি যৌ চ' (৪।৪।১৩৩) সূত্রে 'য' প্রত্যয়, প্রত্যয়স্বর ও 'অসুক্' আগম হইয়াছে। 'অরেণবঃ' পদটীতে, 'নঞ্সুভ্যামিতি' এই সূত্রে, পদান্তস্বর 'উদাত্ত' হইয়াছে।

গতিরন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। সুগেভিঃ। সুষ্ঠু গচ্ছন্ত্যেষ্বিতি সুগাঃ। সুদুরো-ধিকরণে ইতি গমের্ডপ্রত্যয়ঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। রক্ষা। দ্ব্যচোহতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ॥ ১১॥ (১ম—৩৫সূ—১১ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে সপ্তমো বর্গঃ॥ ৭॥ ইতি প্রথমে মণ্ডলে সপ্তমোঽনুবাকঃ॥ ৭॥

একাদশ (৪১৯) ঋকের বিশদার্থ।

সূক্তের শেষ মন্ত্রে—চরম প্রার্থনা। এখানে আর সাধক ধনের কাঙ্গালী নহেন; এখানে আর সাধক শত্রুর বিভীষিকায় ব্যাকুল নহেন;—এখানে আর তাঁহার প্রার্থনায় আত্মরক্ষার কামনা জাগিয়া উঠে নাই। এখানে তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে,—'তিনি যেন এমন কর্ম্ম করিতে পারেন—যে কর্ম্মের প্রভাবে জ্ঞানদেবতার আগমনের পথ প্রশস্ত হয়,—যে কর্ম্মের প্রভাবে জ্ঞানদেবতা আপনি আসিয়া তাঁহার সহিত অভিন্ন প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করেন।'

এই তো প্রয়োজন! মানুষে এমনই শক্তি-সামর্থ্য তো আবশ্যক! কেবল 'দেহি দেহি' রব নিরর্থক! দান-প্রাপ্তিতে আর কতটুকু অভাব দূরীভূত হয়? চাই—সুকৃতি! চাই—আত্মসামর্থ্য! চাই—কর্ম্মের বল! তবে তো অভাব দূরীভূত হইবে। আমরা মনে করি, এই মন্ত্রে সেই শিক্ষাই প্রকট হইয়া আছে।

জ্ঞানদেবতা আসিবেন। হৃদয়ে তাঁহার অধিষ্ঠান হইবে। কিন্তু কোন্ পথে কেমন ভাবে তাঁহাকে আনিতে হইবে? সে পথের একটী বিশেষণ—'পূর্ব্ব্যাসঃ'। ভাষ্যকার প্রতিবাক্য লিখিলেন—'পূর্ব্বসিদ্ধঃ'। ব্যাখ্যাকার-গণ তাঁহারই অনুসরণ করিলেন। সকলেই কহিলেন—পূর্ব্বসিদ্ধ। মনে করিলাম, এখানকার ভাব এই যে,—সে পথ চিরপ্রসিদ্ধ—সে পথ স্বতঃ-প্রমাণভূত। সে পথ আর কেমন?—'অরেণবঃ'। প্রতিবাক্য—'ধূলি-

'সুকৃতাঃ' কর্ম্মণি বাচ্যে ক্ত প্রত্যয়নিষ্পন্ন, 'গতিরনন্তর' এই সূত্রে 'গতির' প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'সুগেভিঃ' পদটী 'সুষ্ঠু গচ্ছন্ত্যেষু' এই বাক্যে 'সুগাঃ,' 'সুদুরোঽধিকরণে' এই সূত্রে গম্ ধাতুর 'ড' প্রত্যয়, 'কৃদুত্তর' উত্তর পদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'রক্ষা' এই পদে, 'দ্ব্যচোহতস্তিঙ'—এই সূত্রানুসারে সংহিতায় দীর্ঘত্ব হইয়াছে॥ ১১॥ (১ম—৩৫সূ—১১ঋ)।

প্রথম অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায়ে সপ্তম বর্গ সমাপ্ত। ৭॥ প্রথম মণ্ডলে সপ্তম অনুবাক সমাপ্ত॥ ৭॥

রহিতাঃ।' ভাব এই গ্রহণ করিলাম—ক্লেদশূন্য জ্ঞানের পথ যে স্বচ্ছ ও সুনির্ম্মল, সে পথে যে আদৌ কোনরূপ আবিলতা থাকিতে পারে না, তাহাই এখানে ব্যক্ত হইল। কিন্তু "অন্তরিক্ষে সুকৃতাঃ" পদদ্বয়ে কি ভাব গ্রহণ করিব? ভাষ্যে বা কোনও ব্যাখ্যায়, ঐ দুই পদের বিশেষ কোনরূপ তাৎপর্য্য বোধগম্য হয় না। পরন্তু ব্যাখ্যায় অর্থকে অধিকতর জটিল করিয়াই রাখিয়াছে। 'অন্তরিক্ষে' যেন 'ধূলিরহিত পথ' নির্ম্মিত হইয়াছিল—এই এক প্রকার কূট অর্থ মাত্র এখন প্রচলিত। *

ইহাতে যে কি ভাব অধিগত হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমরা কিন্তু ঐ দুই পদ হইতে অর্থ গ্রহণ করিলাম—'অবাধগমনের উপযোগী করিয়া সৎকর্ম্ম দ্বারা বিনির্ম্মিত।' কি হইতে কেন এই অর্থ গৃহীত হইল, তাহার একটু কারণ প্রদর্শন করিতেছি। 'অন্তরিক্ষ' বলিতে 'আকাশ শূন্য' বুঝায়। শূন্যে কোনও বাধা নাই। তাই উহাতে 'অবাধগমনের উপযোগী' এই ভাব আসে। 'সুকৃতাঃ' পদে 'সৎকর্ম্মের দ্বারা নির্ম্মিত' অর্থ সহজেই বোধগম্য হয়। এখন একটু বিচার করিয়া দেখুন, কি হইতে কি ভাব আসে। জ্ঞান—সৎকর্ম্মের দ্বারাই উৎপন্ন (সঞ্জাত) হয়। সৎকর্ম্মজাত সেই জ্ঞানে কোনই বাধা সম্ভব নহে। সৎকর্ম্মসঞ্জাত জ্ঞান—প্রত্যক্ষসিদ্ধ (চিরপ্রসিদ্ধ), নির্ম্মল (অনাবিল) এবং বাধাশূন্য। আমরা মনে করি, মন্ত্রাংশ (আমাদের অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যার "সবিতঃ" হইতে "সুকৃতাঃ" অংশ) এই ভাব প্রকাশ করিতেছে।

এক্ষণে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, মন্ত্রের শেষ দুই অংশও কত সরল, সহজবোধ্য এবং পূর্ব্বাংশের সহিত কিরূপ সঙ্গত সম্বন্ধবিশিষ্ট। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ ("সুগেভিঃ" হইতে "রক্ষ" পর্য্যন্ত অংশ) এবং

---

* এখানে এই মন্ত্রের প্রচলিত বঙ্গানুবাদ দুই একটী উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করি। যথা,—(১) "হে সবিতৃদেব! পূর্ব্বসিদ্ধ ও ধূলিরহিত যে পথ আকাশমণ্ডলে সম্পাদিত রহিয়াছে, সেই সুপথ দ্বারা আগমন করিয়া অদ্য যজ্ঞদিবসে আমাদিগকে রক্ষা এবং পালন করুন। হে সবিতৃদেব! আপনি দেবতাদিগের অগ্রে আমাদিগকে অধিক প্রশংসা করুন।" (২) আর একটি অনুবাদ,—"হে সবিতা! তোমার পথ পূর্ব্বসিদ্ধ, ধূলিরহিত ও অন্তরীক্ষে সুনির্ম্মিত, সেই সুগম পথসমূহ দ্বারা আসিয়া অদ্য আমাদিগকে রক্ষা কর; হে দেব! আমাদিগের কথা দেবতাগণের নিকট অধিক করিয়া বল।"

তৃতীয় অংশ ("চ" হইতে "ব্রূহি" অংশ) প্রার্থনামূলক। দ্বিতীয় অংশে বলা হইতেছে,—'আমার সেই সৎকর্ম্মজাত পথ দিয়া আপনি অবিলম্বে আসিয়া আমায় পরিত্রাণ করুন। আমি সৎকর্ম্ম-সাধনে যেন তৎপর হইতে পারি; আর আপনি আসিয়া শীঘ্র যেন আমায় উদ্ধার করেন। আর বিলম্ব সহ্য হয় না! আমায় সৎকর্ম্মশীল করুন। আর, আপনি আসিয়া আমাতে অধিষ্ঠিত হউন।' এতদংশের ইহাই মর্ম্ম বলিয়া মনে করা যায়।

উপসংহারের প্রার্থনা—'আমার সহিত আপনার অভিন্ন সম্বন্ধ স্থাপিত হউক।' আপনি আমার বিষয় দেবগণকে বলুন—এ কি আর অর্থ? আমরা 'ব্রূহি' পদে 'অস্মাভিঃ সহ সংলাপং কুরু' 'অভিন্নসম্বন্ধং স্থাপয়' অর্থ গ্রহণ করিলাম। সৎকর্ম্মপ্রভাবে জ্ঞানাধিকারী হইলে, ভগবান্ আসিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হন, ভগবৎসম্মিলন সুসম্ভব হইয়া আসে। এইরূপে সমগ্র মন্ত্রটীর মর্ম্ম হয় এই যে,—'জ্ঞানদেবতার আগমন-মার্গ সৎকর্ম্ম দ্বারাই বিনির্ম্মিত হয়। ক্লেদরহিত চিরপ্রসিদ্ধ সেই মার্গ অবলম্বন করিয়া জ্ঞানদেব আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন, আমাদিগের সহিত অভিন্ন সম্বন্ধ স্থাপন করুন, অর্থাৎ সৎকর্ম্মের প্রভাবে আমরা যেন দিব্য জ্ঞানের অধিকারী হই।' ইত্যাদি। (১ম—৩৫সূ—১১ঋ)। *

---

* এই মন্ত্রে পঞ্চত্রিংশ সূক্ত শেষ হইল। এই সূক্তের কয়েকটী বিষয়ের প্রতি উপসংহারে আর একবার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সূক্তের চতুর্থ ঋকে রথের বর্ণনা, প্রাচীন ভারতের শিল্প-নৈপুণ্যের প্রমাণ বলিয়া, প্রত্নতত্ত্ব গ্রহণ করিতে পারে। পঞ্চম সূক্তের 'শ্যাবাঃ' পদ—আলোচনার বিষয়। উহার প্রচলিত অর্থ—সূর্য্যের অশ্বগণ। শব্দার্থ হয়—'কৃষ্ণপীতমিশ্রবর্ণযুক্ত'। কিন্তু তৃতীয় ঋকে 'হরিভ্যাং শুভ্রাভ্যাং' পদদ্বয় আছে। তাহাতে সূর্য্যের অশ্বকে শ্বেতবর্ণ বলিয়া ব্যাখ্যাকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ষষ্ঠ মন্ত্রের ত্রিলোক-তত্ত্ব অনুধ্যানের বিষয়। ঐ ঋকের "আণিং ন রথ্যমমৃতাধিতস্থুঃ" বাক্যে চন্দ্রনক্ষত্রাদি গ্রহগণ যে সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া আছে, তাহা প্রতিপন্ন হয়। ইহাও প্রত্নতাত্ত্বিকগণের প্রাচীন জ্যোতিষ আলোচনায় সাহায্য করিবে। সপ্তম ঋকের 'সুপর্ণঃ' পদের দ্বারা, ঐ বিষয়ের আবার প্রতিবাদ চলিতে পারে। উহার দ্বারা প্রমাণ করা যায়,—আর্য্যেরা সূর্য্যকে গতিশীল বলিতেন; কেন-না, 'সুপর্ণ' পদের অর্থ 'পক্ষী'। পক্ষী আকাশমার্গে যেমন ভ্রমণ করে, সূর্য্য সেইরূপ ভ্রমণ করেন, উহাতে এই ভাব আসে। নবম ঋকে সূর্য্য ও সবিতা যে বিভিন্ন, তাহা প্রতিপন্ন হয়। ভাষ্যকার এখানে তাঁহার বিতর্কে 'পক্ষাগত ভাবের' দোহাই দিয়াছেন। দশম ঋকে 'যাতুধান' পদ ঐন্দ্রজালিক যাদুকরদিগকে বুঝায়—কেহ কেহ মনে করেন। আমাদের অর্থ যথাস্থানে দৃষ্টি করুন।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

——:•:——

প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। অষ্টমোঽনুবাকঃ। ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং।
অষ্টমারভ্য একাদশপর্য্যন্তং চত্বারো বর্গাঃ।

ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং।

——:•:——

এই সূক্তে বিংশতিসংখ্যক ঋকে অগ্নিদেবতার অর্চনা আছে। মধ্যে 'যূপ' দেবতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। কিন্তু তাহাও অগ্নি-সংক্রান্ত মন্ত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ফলতঃ এ সূক্তটী—আগ্নেয়-সূক্ত। সূক্তের ছন্দঃ অভিনব। সূক্তে দুই প্রকার ছন্দঃ পরিদৃষ্ট হয়। এক প্রকার ছন্দের নাম—'অযুজঃ ছন্দঃ'; অন্য প্রকার ছন্দের নাম—'যুজঃ ছন্দঃ'। সূক্তের কোন্ ঋকে কোন্ ছন্দঃ প্রযুক্ত আছে, সূক্তানুক্রমণিকায় তাহার আভাষ পাওয়া যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই সূক্তের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অনেক পদ ও শব্দ প্রাপ্ত হইবেন—যাহা দ্বারা প্রত্নতত্ত্বের নানা গবেষণা চলিতে পারিবে। এই সূক্তের অন্তর্গত 'পুরূণাং' (প্রথম ঋক্) পদ দৃষ্টে পুরু-রাজার কথা মনে আসে। 'কণ্বো', 'মেধ্যাতিথি', 'বৃষা', 'উপস্তুতঃ' (দশম ঋক্), প্রভৃতি শব্দ দৃষ্টে ঐ সকল নামধেয় ঋষিগণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে। 'তুর্বশং', 'যদুং', 'উগ্রাদেবং', 'নববাস্ত্বং,' 'বৃহদ্রথং', 'উর্বীতিং' (তুর্বীতিং) (অষ্টাদশ ঋক্) এবং 'মন্যুঃ' (ঊনবিংশ ঋক্) প্রভৃতি শব্দ দৃষ্টে তত্তৎ নামধেয় রাজর্ষিগণের কত পুণ্যস্মৃতিই মনোমধ্যে জাগরূক হয়! পুরাণে ঐ সকল ঋষিগণের এবং রাজগণের কত কীর্ত্তিকথাই পরিবর্ণিত আছে! সে সকল ইতিহাসের সহিত যদি ঐ সকল ঋক্ সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহাতে বেদের নিত্যত্বে বিঘ্ন ঘটে এবং পৌরুষত্বে আস্থা আসে। সংশয়ের—সন্দেহের এইরূপ আরও নানা বিষয় আছে। অগ্নির পত্নী ছিল—বুঝাইতে পারা যায়, ঋকে এমন শব্দের সন্ধান পাই। আবার কণ্বঋষি সূর্য্যমণ্ডল হইতে অগ্নিকে পৃথিবীতে আনয়ন করেন, মূলের 'ঋতাদধি' (একাদশ ঋক্) পদ হইতে তাহা প্রমাণ করা যায়। 'বাহুবাবত' (বাহুবানাম্) প্রভৃতি পদ হইতে (বিংশতি ঋক্) বাহুবল অনার্য্যদিগের সহিত আর্য্যগণের সংঘর্ষের বিষয় মনে আসে।

অগ্নিকে মানুষ বা ঘোড়া বা ঋষিরূপে প্রমাণ করিবার পক্ষে নানা উপাদানই এই সূক্ত হইতে সংগ্রহ করা যায়। অধিক কি, 'যূপ' কাষ্ঠ হইতে নরবলি-প্রথা পর্য্যন্ত প্রাচীন ভারতে প্রবর্ত্তিত ছিল—সিদ্ধান্তিত হইতে পারে।

এক পক্ষে এই ব্যাপার! অন্য পক্ষে আবার, এই সূক্তের ঐ সকল বাক্যের মধ্যেই যে পরম আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বিবৃত রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধ হয়। ঐ সকল বিষয় সূচনায় প্রকাশ—ঝিকি মাত্র। প্রতি মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গেই তত্তৎ তত্ত্ব প্রকটিত দেখিতে পাইবেন। সাধে কি আর বলি—'বেদ দর্পণ-স্বরূপ!' যেমন প্রতিকৃতি ধরিবেন, তেমনই রূপ প্রকাশ পাইবে!' ইহাই বেদের বেদত্ব—ইহাই বেদের বিশেষত্ব।

ষট্ত্রিংশৎসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)

অষ্টমেঽনুবাকেঽষ্টৌ সূক্তানি। তত্র প্র বো যহ্বমিতি বিংশত্যৃচং প্রথমং সূক্তং। ঘোরপুত্র কণ্ব ঋষিঃ। অযুজো বৃহত্যঃ তৃতীয়পাদস্য দ্বাদশাক্ষরত্বাৎ। যুজঃ সতো বৃহত্যঃ। প্রথমতৃতীয়য়োঃ পাদয়োর্দ্বাদশাক্ষরত্বাৎ। অগ্নির্দ্দেবতা। ঊর্দ্ধ উ ষ্বিত্যাদিকে যূপদেবত্যে। তথাচানুক্রান্তং। প্র বো বিংশতি কণ্বো ঘোর আগ্নেয়ং প্রগাথমূর্দ্ধ উষু যৌপাবিতি নম্বূর্দ্ধ ঊষিত্যাদিকয়োরপ্যগ্নির্দ্দেবতাত্বেন ভবিতব্যমাগ্নেয়ে ক্রতাবনয়োরনুদ্ধারাৎ। তথা হি সূত্রে এণা বো আগ্নিং প্র বো যহ্বং। আ ৪।১৩। ইতি প্রতীকমাত্রস্যৈবোপাদানাৎ কৃৎস্ন সূক্তমাগ্নেয়মিতি গম্যতে। যদ্যেতে অন্যদেবত্যে স্যাতাং বাসিষ্ঠাহীতি সূক্তয়োরুত্তমামুদ্ধরেৎ। আ০ ৪।১৩। ইতিবদুদ্ধারং ব্রূয়াৎ! ন চ ব্রূতে। অতঃ কথং যৌপাবিতি নৈষ দোষঃ। যূপাধিষ্ঠানস্যাগ্নেঃ স্তূয়মানত্বাদনয়োরপ্যগ্নির্দ্দেবতে ত্যাগ্নেয়ে ক্রতাবুদ্ধারোনকৃতঃ। অধিষ্ঠানপ্রাধান্যবিবক্ষয়া যৌপাধ্যেতো তদপি ন বিরুধ্যতে। প্রাতরনুবাক আগ্নেয়ে ক্রতৌ বার্হতে ছন্দসি প্র বো যহ্বমিতি সূক্তং। অথৈতস্যা রাত্রেবিবাসকাল ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। এণা বো আগ্নিং প্র বো যহ্বমিতি॥

তত্র প্রথমামৃচমাহ॥

ষট্ত্রিংশৎসূক্তানুক্রমণিকার মর্ম্ম।

অষ্টম অনুবাকে আটটী সূক্ত। তন্মধ্যে 'প্র বো যহ্বং' ইত্যাদি বিংশতিটী ঋক্ প্রথম সূক্তে। সূক্তের ঋষি—ঘোরপুত্র কণ্ব। তৃতীয়পাদের দ্বাদশাক্ষরত্ব-হেতু উহার ছন্দঃ 'অযুজো-বৃহতী'। প্রথম এবং তৃতীয় দুই পাদে যেখানে দ্বাদশ অক্ষর ঘটিয়াছে, তাহা—'যুজো-বৃহতী' ছন্দঃ। সূক্তের দেবতা—অগ্নি। 'ঊর্দ্ধ উষিত্যাদি' মন্ত্রের দেবতা—যূপ। এ বিষয়ে এইরূপ অনুক্রম আছে;—"প্র বো বিংশতি কণ্বো ঘোর" ইত্যাদি। "এণা বো অগ্নিং প্র বো যহ্বং" সূত্রে আয়ণাকে (আ০ ৪।১৩) সূত্রিত হইয়াছে যে, প্রতীকমাত্র উপাদানহেতু সমগ্র সূক্তটিই আগ্নেয়-সূক্ত নামে অভিহিত হইবে। যদিও অন্যদেবতার প্রসঙ্গ থাকে, কিন্তু বসিষ্ঠের উক্তি অনুসারে, উত্তমেরই বিষয় গৃহীত হয় (আ০ ৪।১৩)। অতএব যূপের বিষয় থাকিলেও আগ্নেয় সূক্ত অভিধায়ে দোষ আসিতেছে না। কেন-না, যূপাধিষ্ঠান অগ্নিই লক্ষ্যস্থল। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদ নাই। প্রাতরনু বাকে আগ্নেয়-যজ্ঞেই বৃহতী ছন্দে 'প্র বো যহ্বমিতি' সূক্ত প্রযুক্ত হয়। 'রাত্রেবিবাস কাল' ইতি খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত আছে;—'এণা বো অগ্নিং প্র বো যহ্বমিতি।' তাহারই প্রথম ঋক্ কথিত হইতেছে।

প্রথমমণ্ডলস্য অষ্টমেঽনুবাকে ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং। ঘোরপুত্রঃ কণ্বঋষিঃ।
অগ্নির্দেবতা। প্রাতরনুবাকে আগ্নেয় ক্রতৌ বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎ সূক্তং। প্রথমা ঋক্)।

প্র বো যহ্বং পুরূণাং বিশাং দেবযতীনাং।

অগ্নিং সূক্তেভির্ব্বচোভিরীমহে যং

সীমিদন্য ঈলতে ॥ ১ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

প্র। বঃ। যহ্বং। পুরূণাং। বিশাং। দেবঽযতীনাং।

অগ্নিং। সুঽউক্তেভিঃ। বচঃঽভিঃ। ঈমহে। যং।

সীং। ইৎ। অন্যে। ঈলতে ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে অন্তরস্থা দেবভাবনিবহাঃ! 'অন্যে' (মন্ত্রদ্রষ্টার ঋষয়ঃ) 'ইৎ' (সদা) 'যং' (অগ্নিং, জ্ঞানং) 'সীং' (সর্ব্বতঃ) 'ঈলতে' (স্তুবন্তি), 'বঃ' (যুষ্মাকং সাধকেষু ইতি যাবৎ) 'দেবযতীনাং' (দেবান্ কাময়মানানাং) 'পুরূণাং' (বহুনাং) 'বিশাং' (প্রজানাং, লোকানাং মঙ্গলার্থং) বয়ং 'যহ্বং' (মহান্তং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং তং অগ্নিদেবং) 'সূক্তেভিঃ বচোভিঃ' (সূক্তনিবদ্ধৈঃ স্তোত্রৈঃ, বেদমন্ত্রৈঃ) 'প্র-ঈমহে' (প্রকর্ষেণ যাচামহে)। ন কেবলং আত্মতৃপ্তি-কামনয়া পরন্তু লোকহিতসাধনার্থং ভগবন্তং আরাধয়, জ্ঞান-সঞ্চয়ং কুরু। অর্থং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—২৬সূ—১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার অন্তরস্থ দেবভাবনিবহ! মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ সর্ব্বদা যে অগ্নিদেবকে সর্ব্বতোভাবে পূজা করেন (যে জ্ঞানসঞ্চয়ে সর্ব্বতঃ প্রযত্নপর আছেন); দেবগণকে (দেবভাবসমূহকে) প্রাপ্তেচ্ছু বহুসংখ্যক মনুষ্যের মঙ্গলার্থ (এস আমরা) মহান্ জ্ঞান-স্বরূপ সেই অগ্নিদেবকে সূক্তনিবদ্ধ স্তোত্রে (বেদমন্ত্রে) প্রকৃষ্টরূপে প্রার্থনা করি। (১ম—৩৬সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিগ্‌যজমানাঃ। দেবয়তীনাং দেবান্ কাময়মানানাং পুরূণাং বহূনাং বিশাং প্রজারূপাণাং বো যুষ্মাকমনুগ্রহায় মহবং মহান্তং। মহো বর্পক্ষিথ ইতি মহন্নামসু পাঠাৎ। অগ্নিং সূক্তেভির্ব্বচোভিঃ সূক্তরূপৈর্ব্বাক্যৈঃ প্রেমহে। প্রকর্ষেণ যাচামহে। ঈমহে যামীতি যাচ্ঞাকর্ম্মসু পাঠাৎ। অন্য ইদন্যেহপ্যৃষয়ো যমগ্নিং সীং সর্ব্বতঃ ঈলতে। স্তুবন্তি। তমগ্নিমিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥

পুরূণাং। নামন্যতরস্যামিতি নাম উদাত্তত্বং। বিশাং সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। দেবয়তীনাং দেবানাত্মন ইচ্ছন্ত্যো দেবয়ন্ত্যঃ। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। ন ছন্দস্য পুত্রস্যেতী-ত্বস্যেব দীর্ঘস্যাপি প্রতিষেধঃ। অশ্বাঘস্যাদিতি পুনরাত্ববিধানাজ্‌জ্ঞাপকাৎ। ক্যজন্তাল্লটঃ শতৃ। কর্ত্তরি শপ্। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ক্যচা সহৈকাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইতি শতুরুদাত্তত্বং। উগিতশ্চেতি ঙীপ্। অনিত্যমাগমশাসনমিতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে যজমানগণ! দেবগণকে কামনাকারী বহু প্রজাগণের সম্বন্ধে অনুগ্রহ করিবার জন্য মহৎ (মহৎ নাম সকলের মধ্যে 'মহো' বর্পক্ষিথ' এইরূপ পাঠ আছে) অগ্নিকে সূক্তরূপ বাক্যের দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি (যাচ্ঞা কর্ম্ম সকলের মধ্যে 'ঈমহে, যামি' এইরূপ পাঠ আছে)। অন্য ঋষিগণ যে অগ্নিকে সর্ব্বদা স্তব করিয়া থাকেন (আমরা সেই অগ্নিকে স্তব করি)।

'পুরূণাং' পদটীর 'নামন্যতরস্যাং' এই সূত্রে নামের উদাত্ত হইয়াছে। 'সাবেকাচঃ' এই সূত্রে 'বিশাং' এই পদের বিভক্তির উদাত্ত হইয়াছে। 'দেবয়তীনাং' পদটী 'আত্মনঃ (সম্বন্ধে) দেবানাং ইচ্ছন্ত্যো' এই বাক্যে 'দেবয়ন্তঃ,' 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' এই সূত্রে ক্যচ্ প্রত্যয়। 'ন ছন্দস্য পুত্রস্যেতীত্বস্যেব' এই সূত্রে দীর্ঘেরও প্রতিষেধ হইয়াছে। 'অশ্বাঘস্যাৎ' এই সূত্র দ্বারা পুনরায় 'আত্ব' হইয়াছে। 'ক্যচ্' অন্তের পর লটের স্থানে শতৃ। কর্ত্তৃবাচ্যে 'শপ্'। 'শপের' পকার ইৎ—লোপ-হেতু অনুদাত্ত। 'লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ' এই সূত্রে ক্যচ্ প্রত্যয়ের সহিত শতৃ-প্রত্যয়ের একাদেশ হওয়ায় 'উদাত্তেনোদাত্তঃ' সূত্রানুসারে শতৃর স্বর উদাত্ত হইল। 'উগিতশ্চ' এই সূত্রানুসারে ঙীপ হইয়াছে। 'অনিত্যমাগমশাসনমিতি'

বচনান্ন ভাবঃ। একাদেশস্বরস্য পূর্ব্বত্রাসিদ্ধত্বং নেষ্যত ইতি বচনাৎ। পা০ ৮।২।৬।১। শতুরনুমত্বং সিদ্ধমেবেতি শতুরনুম ইতি নদ্যা উদাত্তত্বং। সূক্তৈঃ। বচেঃ কিচক্তৌ চ সংজ্ঞায়ামিতি ক্তঃ। থাথাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। ঈলতে ঈড়স্তুতৌ অদাদিত্বাচ্ছপো লুক। অনুদাত্তত্বাদনপ্রধাতুকানুদাত্তত্বেন ধাতুস্বর যদ্বৃত্তযোগান্নিঘাতঃ॥ ১॥ (১ম—৩৬সূ—১ঋ)॥

প্রথম (৪২০) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'বঃ' পদ কাহাদিগের উদ্দেশ্য প্রযুক্ত, স্বতঃই এই এক সংশয় উপস্থিত হয়। ভাষ্যকার এই উপলক্ষে 'ঋত্বিগ্‌যজমানাঃ' সম্বোধন-পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। সে পক্ষে, 'ঋত্বিগ্‌যজমানদিগকে যেন সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—'এস আমরা, দেবযতীদিগের মঙ্গলের জন্য সূক্তের স্তোত্রে অগ্নিদেবের নিকট প্রার্থনা করি,—ঋষিগণ যে অগ্নিকে উপাসনা করেন।' আমরা এখানে 'দেবভাবনিবহাঃ' পদ অধ্যাহার করিয়াছি। আমরা মনে করি, মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধনমূলক। সাধক যেন আপনার দেবভাবসমূহকে (হৃদয়ের সদ্বৃত্তিনিবহকে) সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে আমার অন্তরস্থ দেবভাবসমূহ! এস, আমরা একবার ভগবৎপ্রাপ্তিকাম-জনের মঙ্গলের জন্য ভগবানকে আহ্বান করি।'

নিজের মঙ্গল কিসে হয়, এই আকাঙ্ক্ষাই মানুষ সর্ব্বদা করে। অপরের মঙ্গলের প্রতি তাহার দৃষ্টি কচিৎ সঞ্চালিত হয়। কিন্তু সাধু যাঁহারা, প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত যাঁহারা, তাঁহারা কদাচ আত্মসুখ-কামনায় তৃপ্ত থাকেন না। তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা—কিসে সংসারের সকলেই সুখী হয়, সকলেই তৃপ্তি পায়। এ ঋক্ সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। পরন্তু অতি সতর্কতার সহিত কহিতেছে,—'জানি, সকলে সে কৃপালাভের

একাদেশ স্বরের অসিদ্ধত্ব প্রতিপন্ন হয় না—এই বিধি অনুসারে শতৃ-প্রত্যয়ের উদাত্তত্ব প্রতিপন্ন হওয়ায় 'শতুরনুম' ইত্যাদি নিয়ম অনুসারে নদীবাচক শব্দের ধাতুস্বর উদাত্তত্ব প্রাপ্ত হয়। "সূক্তৈঃ"—এই পদে 'বচঃ কিচক্তৌ চ সংজ্ঞায়াং' এই সূত্রানুসারে ক্ত প্রত্যয়। 'থাথাদি' এই নিয়মে উহার উত্তর পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ঈলতে" পদের ঈড় ধাতু স্তুতি অর্থে আসক্। অদাদিত্ব হেতু শপ প্রত্যয়ের লোপ। "অনুদাত্তত্বাদনপ্রধাতুকানুদাত্তত্বেন' এই নিয়মে ধাতুস্বর ও 'যদ্বৃত্তযোগাৎ' নিয়মানুসারে নিঘাত হয় নাই॥ ১॥

অধিকারী নহে; জানি, ভগবদ্বিদ্বেষী পাপী সে কামনা করেও না এবং সে অনুগ্রহ প্রাপ্তও হয় না। কিন্তু সংসারে এমন বহু লোক আছেন— যাঁহারা ভগবানকে পাইবার কামনা করেন। অথচ, অনেক সময় হয় তো তাঁহারা পথ দেখিতে পান না, অথবা সংসারের বিষম প্রতিবন্ধকতা-বশতঃ সে পথের সন্ধানে তাঁহাদের অবসরও মিলে না। তাঁহারা অবশ্যই ভগবানের অনুগ্রহের পাত্র।' এই অনুভাবনার ফলেই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনি তাঁহাদের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করুন।' এই মন্ত্রে, সাধক অপরের জন্য ভগবানের দ্বারে কৃপা-প্রার্থী হইয়াছেন। অনেক ভগবদ্ভক্ত অনেক সময় অনেক কষ্ট পান; পরীক্ষার তুষানলে পড়িয়া অনেক সময় তাঁহাদিগকে দগ্ধীভূত হইতে হয়। সে যন্ত্রণা তাঁহারা যেন আর ভোগ না করেন, তাঁহারা যেন সহজেই জ্ঞানদেবতার অনুকম্পা প্রাপ্ত হন,—ইহাই প্রার্থনার অভিপ্রায়।

'ঋত্বিগ্‌যজমানগণ! এস, আমরা দেবতাপ্রাপ্তিকামী জনের জন্য প্রার্থনা করি।'—এ ভাবও যে অসমীচীন, তাহা নহে। মানুষ সকলে মিলিয়া যখন এমন প্রার্থনা করিতে পারিবে, যখন এমনই ভাবে তাহারা পরহিতকামনায় উদ্বুদ্ধ হইতে পারিবে, তখন সাংসারের অবস্থা অনেক উচ্চ হইয়া আসিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে দিন সে ভাব এখন আর নাই। এখন কচিৎ কোনও সাধক ঐ যদি ভাবে বিভোর হইয়া, আপনার অন্তরস্থ দেবভাবসমূহকে জনহিতসাধক কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারেন;—তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। কতকটা সেই ভাবের সম্বন্ধ আছে মনে করিয়াই আমরা সম্বোধ্য 'দেবভাবনিবহাঃ' পদ অধ্যাহার করিয়াছি। কেহ আবার দেবতাদিগের কামনাকারী জনগণকে সম্বোধন করিয়াছেন। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—"তোমরা বহুসংখ্যক প্রজা, তোমরা দেবতা কামনা করিতেছ, তোমাদের জন্য মহৎ অগ্নিকে সুক্তবাক্য দ্বারা প্রার্থনা করি, অন্য (ঋষিগণ) সেই অগ্নির স্তব করিয়া থাকেন।" যাহা হউক, সকল দিক হইতেই প্রায় এক ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্রটী পরহিত-কামনা-প্রকাশক; মন্ত্রের শিক্ষা— 'সংসারের মঙ্গলের জন্য অনুপ্রাণিত হও।' (১ম—৩৬সূ—১ঋ)।

—— ৫ ——

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎসূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

জনাসো অগ্নিং দধিরে সহোবৃধং

হবিষ্মন্তো বিধেম তে।

স ত্বং নো অদ্য সুমনা ইহাবিতা

ভবা বাজেষু সন্ত্য ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

জনাসঃ। অগ্নিং। দধিরে। সহঃ-বৃধং।

হবিষ্মন্তঃ। বিধেম। তে।

সঃ। ত্বং। নঃ। অদ্য। সু-মনাঃ। ইহ। অবিতা।

ভব। বাজেষু। সন্ত্য ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'জনাসঃ' (কর্মানুষ্ঠাতারো জনাঃ) 'সহোবৃধং' (শক্তিবর্দ্ধকং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'দধিরে' (ধৃতবন্তঃ); 'হবিষ্মন্তঃ' (হবির্যুক্তাঃ, অর্চ্চনাপরায়ণাঃ, বয়ং) 'তে' (হে অগ্নে, ত্বাং) 'বিধেম' (পরিচরেম, বিধিপূর্ব্বকং অর্চ্চয়ামঃ); 'বাজেষু' (সৎকর্মসু) 'সন্ত্য' (দানশীলো হে অগ্নিদেব) 'সঃ ত্বং' (পরমহিতসাধকঃ ত্বং) 'অদ্য' (অস্মিন্নহনি, সর্ব্বদা) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ইহ' (কর্মাদি, হৃদয়ে) 'সুমনাঃ' (সুবুদ্ধিসম্পন্নঃ সন্) 'অবিতা' (রক্ষিতা) 'ভবা' (ভব)। সৎকর্মপ্রভাবেন বয়ং আত্মশক্তিং সঞ্চয়সমর্থা ভবামঃ। জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ সৎকর্মপরায়ণ জনস্য প্রতি সদা করুণাপরায়ণো ভবতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৬স্—২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

কর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ জনগণ, শক্তিবর্দ্ধনকারী জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে ধারণ করিয়া থাকেন (কর্ম্মপ্রভাবেই শক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়); অর্চ্চনাপরায়ণ আমরা, হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, আপনাকে উপাসনা করিতেছি (আপনার পরিচর্য্যায়—আপনার শক্তি প্রাপ্তিকামনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছি); জয়কর্ম্মে দানশীল (জয়দানপর) হে অগ্নিদেব!—পরমহিতসাধক সেই যে আপনি, সত্বর আমাদিগের এই কর্ম্মে সুদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া, আমাদিগের রক্ষক হউন। (১ম—৩৬সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

জনাসোঽনুষ্ঠাতারো জনাঃ সত্যোবৃধং বলস্য বৰ্দ্ধয়িতারমগ্নিং দধিরে। ধৃতবন্তঃ। হবিষ্মন্তো হবির্যুক্তা বয়ং হে অগ্নে তে ত্বাং বিধেম। পরিচরেম॥ বিধতিঃ পরিচরণকর্ম্মা। বিধেম-সপর্য্যতীতি পরিচরণকর্ম্মসু পঠিতত্বাৎ। বাজেষ্বন্নেষু সন্ত্য দানশীল হে অগ্নে স ত্বমস্মিন্দিন ইহ কর্ম্মণি নোঽস্মান্ প্রতি সুমনাঃ শোভনমনস্কোঽবিতা রক্ষিতা ভব॥

সত্যোবৃধং। বৃধু বৃদ্ধৌ। অস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ ক্বিপ্। কৃদুত্তর পদপ্রকৃতিস্বরঃ। হবিষ্মন্তঃ। তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্। হ্রস্বনুড্ভ্যাং মতুবিতি মতুপ উদাত্তত্বং। ভবেন পদত্বাভাবাৎ ক্রুত্বাদ্যভাবঃ। বিধেম। বিধ বিধানে। তুদাদিত্বাৎ শঃ। সুমনাঃ। শোভনং মনো যস্যাসৌ সুমনাঃ। সোমনসী অলোমোষসী। পা০ ৬।২।১১৭। ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। ভব। পাদাদিত্বা তিঙ্ঙতিঙঃ ইতি নিঘাতাভাবঃ। দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। সন্ত্য। ষণু দানে। ক্তিচ ক্তৌ চ সংজ্ঞায়ামিত্যাদিনা ইট্

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অনুষ্ঠাতৃগণসমূহ বলবর্দ্ধনকারী অগ্নিকে ধারণ করিয়াছিলেন। হে অগ্নে! হবির্যুক্ত (অর্থাৎ হবনীয়দ্রব্যবিশিষ্ট) আমরা তোমার পরিচরণা (অর্থাৎ সেবা) করি। পরিচরণকর্ম্ম মধ্যে 'বিধেম স পর্য্যতি' এইরূপ পাঠ আছে। অন্ন-বিষয়ে দানশীল হে অগ্নে! আপনি অদ্য এই কর্ম্মে আমাদিগের প্রতি সুমনা হইয়া (অর্থাৎ সুপ্রসন্ন হইয়া) আমাদিগের রক্ষক হউন।

'বৃদ্ধ্যর্থ 'বৃধু' ধাতু হইতে 'অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ' এই বাক্যে ক্বিপ্ প্রত্যয় এবং কৃদুত্তর পদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'হবিষ্মন্তঃ' পদটী 'তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্' এই বাক্যে 'মতু' প্রত্যয় হইয়া 'ভবেন পদত্বাভাবাৎ ক্রুত্বাদ্যভাবঃ' এই বাক্যে রুত্বের অভাব হইয়াছে। 'বিধেম' পদটি বিধানার্থ 'বিধ্' ধাতু নিষ্পন্ন, তুদাদি হেতু 'শ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'শোভনং মনঃ যস্যাসৌ' এই বাক্যে 'সুমনাঃ' পদটী সিদ্ধ হয়। 'সোমনসী অলোমোষসী' (পা০ ৬।২।১১৭) এই সূত্র দ্বারা উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ভব' পদটী 'পাদাদিত্বাৎ তিঙ্ঙতিঙঃ' এই সূত্রে নিঘাতাভাব, 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' সূত্রে সংহিতার্থে দীর্ঘ। 'সন্ত্য' পদটী দানার্থ 'ষণু' ধাতু নিষ্পন্ন,

প্রতিষেধঃ। নক্কিচিদ্দীর্ঘশ্চ। পা০ ৬৷৪৷৩৯। ইত্যনুনাসিকলোপ দীর্ঘয়োর্নিষেধঃ। সক্তি দাতা। তত্র তবঃ সক্ত্যঃ। তবে ছন্দসীতি যৎ ॥ ২ ॥ (১ম—৩৬সূ—২ঋ)।

দ্বিতীয় (৪২১) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

সৎকর্ম্মের দ্বারাই শক্তিসঞ্চয় হয়,—সৎকর্ম্মই জ্ঞানার্জ্জনের নিদান-স্থানীয়। সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তিরাই শক্তিস্বরূপ অগ্নিদেবকে (সকল শক্তির মূলীভূত জ্ঞানকে) আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞানস্বরূপ সেই দেবতা সৎকর্ম্মকারীর প্রতি সদা অনুগ্রহপরায়ণ আছেন। মন্ত্রের প্রথমাংশের ("জনাসঃ" হইতে "দধিরে" অংশের) ইহাই মর্ম্ম।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—"হবিষ্মন্তঃ তে বিধেম"। এতদ্বাক্যের ভাব এই যে, উপাসক এখানে ভগবদর্চ্চনায় আত্মনিয়োগ করিতেছেন। এখানে যেন প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি জ্ঞানস্বরূপ দেবতার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশে—উপসংহারে প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'সর্ব্বকর্ম্মে বিজয়-শ্রী-প্রদাতা হে দেব! আর বিলম্ব করিবেন না,—অবিলম্বে আসিয়া আপনি আমাদের কর্ম্মের প্রতি সুদৃষ্টিসম্পন্ন হউন এবং আমাদিগকে রক্ষা করুন।' জ্ঞানদেবতাকে কর্ম্মে সুদৃষ্টিসম্পন্ন হইতে বলার তাৎপর্য্য এই যে,—'আমার কর্ম্ম যেন জ্ঞানসহযুত হয়; অর্থাৎ, অজ্ঞানতার মোহে পড়িয়া আমি যেন কোনও অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত না হই।' বলা হইয়াছে,—আমাদের কর্ম্মের প্রতি আপনি 'সুমনাঃ' ও 'অবিতা' হউন। ভাব এই যে,—'আমাদের কর্ম্মে আপনার সুদৃষ্টি পতিত হউক, আর আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন, অর্থাৎ এই সংসার-পারাবার হইতে পরিত্রাণ করুন। চাই—আপনার সুদৃষ্টি। চাই—আপনার রক্ষা।' প্রার্থনার ইহাই ভাব। (১ম—৩৭সূ—২ঋ)।

'তিতুত্রেতাদিনা' এই বাক্যে 'ইটের' প্রতিষেধ। 'নক্কিচিদ্দীর্ঘশ্চ' (পা০ ৬.৪.৩৯) এই সূত্রে অনুনাসিক লোপ ও দীর্ঘের নিষেধ। 'সক্তি' অর্থে দাতা। তাহাতে উৎপন্ন 'সক্ত্য'। 'তবে ছন্দসি' সূত্রানুসারে ইহাতে 'যৎ' প্রত্যয় হইয়াছে ॥ ২ ॥

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

প্র ত্বা দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং।

মহস্তে সতো বি চরন্ত্যর্চয়ো দিবি

স্পৃশন্তি ভানবঃ ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

প্র। ত্বা। দূতং। বৃণীমহে। হোতারং। বিশ্বঽবেদসং।

মহঃঽতে। সতঃ। বি। চরন্তি। অর্চ্চয়ঃ।

দিবি। স্পৃশন্তি। ভানবঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

"জ্ঞানস্বরূপো হে দেব! ত্বং 'হোতারং' (দেবভাবানাং আহ্বাতারং) 'বিশ্ববেদসং' (সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞং) দূতং' (সদ্ভাব-সমীপে গমনশীলং, সদ্ভাবপ্রাপকং) অসি; 'ত্বা' (ত্বাং) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ, সর্ব্বতোভাবেন) 'বৃণীমহে' (পূজয়ামহে); 'মহঃ' (মহতঃ) 'সতঃ' (নিত্যবিদ্যমানস্য) 'তে' (তব) 'অর্চ্চয়ঃ' (রশ্ময়ঃ) 'বিচরন্তি' (বিভিন্নমার্গেণ বিকাশং প্রাপ্নুবন্তি); 'ভানবঃ' (তব জ্যোতীংষি) 'দিবিঃ' (দ্যুলোকং, স্বর্গস্থানং) 'স্পৃশন্তি' (স্পর্শং কুর্ব্বন্তি)। জ্ঞানং হি দেবভাবজনকং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞং সদ্ভাবপ্রাপকঞ্চ। জ্ঞানসাহায্যেন সাধকঃ স্বর্গস্থানং মোক্ষঞ্চ প্রাপ্নোতি। হে দেব! তত্ জ্ঞানং দেহি। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ ॥" (১ম—৩৬সূ—৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানস্বরূপ হে দেব! আপনি দেবগণের (দেবভাবসমূহের) আহ্বান-কারী, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, সত্ত্বভাবপ্রাপক; আপনাকে আমরা সর্ব্বতোভাবে পূজা করি; মহৎ সৎস্বরূপ যে আপনি, আপনার রশ্মিসমূহ বিভিন্ন পথে বিকাশ-প্রাপ্ত হয়, আপনার জ্যোতিঃসমূহ দ্যুলোক (স্বর্গ) স্পর্শ করে। (প্রার্থনা—আমাদিগকেও স্পর্শ করুক)। (১ম—৩৬সূ—৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে হোতারং হোমনিষ্পাদকমাহ্বাতারং বা বিশ্ববেদসং সর্ব্বজ্ঞং দূতং দেবানাং দূত্যে প্রবৃত্তং। অগ্নির্বৈ দেবানাং দূত আসীদিতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তাদৃশং ত্বাং প্রবৃণীমহে। প্রকর্ষেণ বরণং কুর্ম্মঃ। মহো মহতঃ সতো নিত্যং বর্ত্তমানস্য তে তবার্চ্চয়ো দীপ্তয়ো বিচরন্তি বিবিধং প্রচরন্তি। ভানবস্তদীয়া রশ্ময়ো দিবি দ্যুলোকে স্পৃশন্তি। তত্রত্যান্ প্রাণিনঃ প্রকাশয়ন্তীত্যর্থঃ॥

বিশ্ববেদসং। বিশ্বানি বেত্তীতি বিশ্ববেদাঃ। অসুন্। মঙ্কৃদাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। যদ্বা বেদ ইতি ধননাম। বিশ্বং বেদো ধনং যস্য। বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়ামিতি পূর্ব্ব-পদান্তোদাত্তত্বং। মহঃ। মহ পূজায়াং। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। সাবেকাচ ইতি ঙস্ উদাত্তত্বং। যদ্বা মহচ্ছব্দেহচ্ছব্দ লোপশ্ছান্দসঃ। সতঃ। অস্তে শতরি শ্নসোরল্লোপঃ। ইত্যকারলোপঃ। শতুরনুম ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। দিবি উড়িদমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ ৩॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! তুমি হোম-নিষ্পাদক, সর্ব্বজ্ঞ, দেবতাগণের দৌত্যকার্য্যে প্রবৃত্ত (অগ্নি দেবতাদিগের দূত বলিয়া শ্রুতি আছে), আমরা তোমাকে প্রকৃষ্টরূপে বরণ করি। মহৎ এবং নিত্যবিদ্যমান তোমার দীপ্তিসকল (তেজসমূহ) বিবিধরূপে প্রচারিত হইতেছে। তাহগণ স্বর্গলোকে তোমার রশ্মিসকলকে স্পর্শ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ, তত্রত্য প্রাণি-সমূহকে প্রকাশ করেন (ইহাই তাৎপর্য্য)।

'বিশ্ববেদসং' পদটী, 'বিশ্বসমূহকে জানেন'—এই অর্থে যে 'বিশ্ববেদাঃ' পদ, তাহাতে 'অসুন' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'মঙ্কৃদাদিত্ব' হেতু পূর্ব্বপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অথবা, 'বেদ'—ইহা ধনের নাম। 'বিশ্বং বেদো ধনং যস্য' এই ব্যাস-বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে উহা সিদ্ধ হয়। 'বিশ্বং সংজ্ঞায়ামিতি' এই বাক্যে উহার পূর্ব্বপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'মহঃ' পদটী পূজার্থ 'মহ' ধাতু নিষ্পন্ন। 'ক্বিপ্ চেতি' সূত্রে উহাতে ক্বিপ্ প্রত্যয় হয়। 'সাবেকাচ' এই সূত্রে উহার 'ঙসের' উদাত্তত্ব। অথবা 'মহৎ' শব্দের 'অৎ' ছান্দসে লোপ পাইয়াছে। 'সতঃ' পদটী 'অস' ধাতুর উত্তর শতৃ-প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'শ্নসোরল্লোপঃ' এই সূত্রে উহার অকার লোপ এবং 'শতুরনুম্' এই সূত্রে উহার বিভক্তির উদাত্তত্ব। 'দিবি' পদটীতে 'উড়িদমীতি' এই সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব॥ ৩॥ (১ম—৩৬সূ—৩ঋ)।

তৃতীয় (৪২২) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ,—অগ্নি যেন ঋষিবিশেষ, তিনি যেন হোমকার্য্য সম্পাদন করেন, তিনি যেন দেবগণের নিকট দূতস্বরূপে গতাগতি করিয়া থাকেন, আর তিনি—বিশ্বতত্ত্বজ্ঞ, তাঁহার দীপ্তি বিস্তৃত হইতেছে, তাঁহার রশ্মি আকাশ স্পর্শ করিতেছে। বলা বাহুল্য, এ প্রকার অর্থে, মন্ত্রের প্রথমাংশের সহিত শেষাংশের ভাবসঙ্গতি প্রতিপন্ন হয় না। শেষাংশে, রশ্মির বা দীপ্তির প্রসঙ্গে, জ্বলন্ত অগ্নিকে বুঝায়; প্রথমাংশে, ঋষি-বিশেষকে লক্ষ্য করে। কিন্তু এই সকল ঋকে অগ্নি-নামে জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে লক্ষ্য আছে মনে করিলে, ভাবসঙ্গতি রক্ষায় কোথাও কোনরূপ অন্তরায় উপস্থিত হয় না।

অগ্নি বলিতে—এখানে জ্ঞানকেই বুঝাইতেছে। জ্ঞানের সাহায্যেই দেবভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাই অগ্নিকে 'হোতা'—দেবগণের বা দেব-ভাবের আহ্বাতা—বলা যাইতে পারে। জ্ঞানই সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ; তাই অগ্নির বিশেষণ—'বিশ্ববেদসং'। জ্ঞানই সদ্ভাব-সমীপে গমন করে,—সত্ত্বভাবকে পাওয়াইয়া দেয়; তাই অগ্নিকে 'দূত' বলা হইয়া থাকে। জ্ঞানের পূজা করায়, জ্ঞান-সঞ্চয়ে যত্নবান হওয়ার ভাব আসে। জ্ঞান—নিত্য ও মহৎ; জ্ঞানের প্রভাব বিভিন্ন পথে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জ্ঞান-সাহায্যে সকল দিকেই শ্রেয়োলাভ হয়। জ্ঞানের জ্যোতিঃ দ্যুলোক স্পর্শ করে, অর্থাৎ জ্ঞানপ্রভাবে স্বর্গাদি-প্রাপ্তি ও মোক্ষলাভ ঘটে। মূলে 'বৃণীমহে' পদ আছে। তাহাতে 'বরণ করা' অর্থই সাধারণতঃ আসিতে পারে। [illegible] অগ্নিকে দৌত্যেবরণ করা হইয়াছিল—অর্থ গ্রহণ করা হয়। আমরা [illegible] করার' ভাব গ্রহণ করিয়াছি। 'বরণ করা' অর্থ গ্রহণ করিলেও সে ভাব-পক্ষে অসঙ্গতি হয়, তাহা নহে। জ্ঞানদেবতাকে (জ্ঞানকে) [illegible] বরণ করিতে পারিলে যে ইষ্টসিদ্ধি হয়, তাহা সহজেই [illegible]। অন্য দিক দিয়া অনুরূপ অর্থও সিদ্ধ হয় বটে; কিন্তু আধ্যাত্মিক-[illegible] এই অর্থই আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। (১ম—৬৩সূ—৩ঋ)।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎসূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

দেবাসস্ত্বা বরুণো মিত্রো অর্য্যমা সং

দূতং প্রত্নমিন্ধতে।

বিশ্বং সো অগ্নে জয়তি ত্বয়া ধনং

যস্তে দদাশ মর্ত্ত্যঃ ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

দেবাসঃ। ত্বা। বরুণঃ। মিত্রঃ। অর্য্যমা। সং।

দূতং। প্রত্নং। ইন্ধতে।

বিশ্বং। সঃ। অগ্নে। জয়তি। ত্বয়া। ধনং।

যং। তে। দদাশ। মর্ত্ত্যঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব!) 'প্রত্নং' (পুরাতনং, আদিভূতং) 'দূতং' (সদ্ভাব-প্রাপকং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষণকারী) 'মিত্রঃ' (সুহৃৎস্থানীয়ঃ) 'অর্য্যমা' (গতিবিশিষ্টঃ, করুণাবিতরণশীলঃ) 'দেবাসঃ' (দেবাঃ, দেবভাবাদয়ঃ) 'সম্-ইন্ধতে' (সম্যক্ দীপয়ন্তি); 'যঃ মর্ত্ত্যঃ' (যো মনুষ্যঃ) 'তে' (তুভ্যং) 'দদাশ' (হবিঃ দত্তবান্, আত্মসমর্পণ-সমর্থ ইতি যাবৎ) 'সঃ' (জনঃ) 'ত্বয়া' (ত্বদীয়ানুগ্রহেণ) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং, পরমং) 'ধনং'

(বিত্তং, মোক্ষাদিকং) 'জয়তি' (লভতে)। অভীষ্টপূরণেন সৌহার্দ্দ্যকার্য্যেণ করুণাবিতরণেন বিবিধদেবভাবেন সহ বা জ্ঞানক্রিয়া প্রকাশতে। জ্ঞানানুসারী জনঃ জ্ঞানসাহায্যেন সদাকাল সকলমঙ্গলং প্রাপ্নোতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৬সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আদিভূত সত্ত্বভাবপ্রাপক আপনাকে, অভীষ্টবর্ষণকারী বরুণ, সুহৃৎস্থানীয় মিত্র এবং করুণা-বিতরণশীল অর্য্যমা দেবগণ, সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে মনুষ্য আপনাকে হবির্দ্দান করে (জ্ঞানানুসরণে জ্ঞানস্বরূপ আপনাতে আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হয়), সে জন আপনার অনুগ্রহে পরমধন (মোক্ষাদি) অধিকার করিতে সমর্থ হয়। (১ম—৩৬সূ—৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে বরুণাদয়স্ত্রয়ো দেবাসো দেবাঃ প্রত্নং পুরাতনং দূতং ত্বাং সমিন্ধতে। সম্যক্‌-দীপয়ন্তি। যো মর্ত্ত্যো মনুষ্যো যজমানস্তে তুভ্যং দদাশ। হবির্দত্তবান্। স যজমানস্ত্বয়া সহায়ভূতেন বিশ্বং সর্ব্বং ধনং জয়তি॥

অর্য্যমা। অর্য্যান্‌শ্বমীতি ইত্যর্য্যমা। শ্বন্নুক্ষন্নিত্যাদিনা কনিন্ প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। ইন্ধতে। ঞিইন্ধী দীপ্তৌ। অনুদাত্তেত্তাদাত্মনেপদে শ্নম্। শ্নান্নলোপঃ। শ্নসোরল্লোপ ইত্যকারলোপঃ। দদাশ। দাশৃ দানে। লিটিণলিলিৎস্বরেণ প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যাকারস্যোদাত্তত্বং। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ॥ ৪॥ (১ম—৩৬সূ—৪ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! বরুণাদি দেবতাত্রয়, পুরাতন দূত তোমাকে সম্যক্‌রূপে দীপ্ত করিতেছে। যে মনুষ্য যজমান তোমাকে হবিঃ দান করিয়া থাকেন, সেই যজমান সহায়-রূপে প্রাপ্ত তোমার দ্বারা সকল প্রকার ধনকে জয় করেন।

'অর্য্যান্‌শ্বমীতে' এই বাক্যে 'অর্য্যমা' পদটী 'শ্বন্নুক্ষন্' এই নিয়মে 'কনিন্' প্রত্যয় করিয়া নিপাতন সিদ্ধ হইয়াছে। 'ইন্ধতে' পদটি, দীপ্ত্যর্থ 'ইন্ধ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। ঐ ধাতুর উত্তর 'অনুদাত্তেত্তাদাত্মনেপদে শ্নম্' নিয়মে 'শ্নম্' প্রত্যয় ও 'শ্নসোরল্লোপঃ' সূত্রে 'শ্নমের' অকার লোপ। এইরূপে 'ইন্ধতে' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'দদাশ' পদ, দানার্থ 'দা' ধাতুর নিষ্পন্ন 'লিটিণলিলিৎস্বরেণ' এই নিয়মে প্রত্যয়ের পূর্ব্ব আকার লোপ। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত-নিষেধ হইয়াছে॥ ৪॥ (১ম—৩৬সূ—৪ঋ)।

চতুর্থ (৪২৩) ঋকের বিশদার্থ।

———:•:———

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—'হে অগ্নিদেব! আপনি পুরাতন দূত; সেই জন্য বরুণ মিত্র ও অর্য্যমা দেবত্রয় আপনাকে দীপ্তিশালী করিতেছেন। যে জন আপনাকে হবিঃ দান করে, আপনার সহায়তায় সে জন জয়যুক্ত হয়।' এ অর্থে, একবার মনে হয়—অগ্নি ঋষিরূপে কল্পিত হইয়াছেন, একবার মনে হয়—তিনি জ্বলন্ত অগ্নি মূর্ত্তিতে পূজিত হইতেছেন। প্রথম প্রকার অর্থে, মনে আসে—তিনি পুরাতন দূত ছিলেন, এখন তাঁহার প্রভাব যেন কিছু কমিয়াছে, এবং বরুণ মিত্র ও অর্য্যমা দেবতাত্রয় তাঁহার প্রতিষ্ঠার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছেন। অথবা, অগ্নি নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিয়াছিল; বরুণাদি দেবতা তাঁহাকে প্রজ্বালিত করিতেছেন। হবির্দ্দান-প্রসঙ্গে মনে হয়, যে জন অগ্নিতে আহুতি দেয়, সেই জয়যুক্ত হয়; অথবা, অগ্নি ঋষির প্রতি যে নির্ভর করিতে পারে, সেই জয়লাভ করিতে পারে। ফলতঃ, অগ্নিকে মানুষ-ভাবেও দেখা যায়; আবার, অগ্নিমূর্ত্তিতেও গ্রহণ করা যায়;—এই দুই ভাবের অর্থই প্রকাশিত দেখি। বলা বাহুল্য, আমাদের অর্থ একটু স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন। আধ্যাত্মিক-পক্ষে, এখানে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবেরই উপাসনা হইয়াছে; ইহাই আমরা মনে করি।

সে পক্ষে অর্থ হয়,—জ্ঞানই সত্ত্বভাব-প্রাপ্তির মূলীভূত। মূলাধার জ্ঞান, জ্ঞানই আমাদের দূতরূপে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়, এবং ভগবানের সহিত আমাদের সৌহার্দ্দ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেয়। "প্রত্নং দূতং" পদদ্বয় এই ভাব জ্ঞাপন করে। এইবার বুঝিয়া দেখুন—'বরুণ মিত্র ও অর্য্যমা দেবগণ তাঁহাকে দীপ্যমান্ করেন'—এতদ্বাক্যের মর্ম্মার্থ কি? বরুণ—বৃষ্টির দেবতা, বর্ষণ তাঁহার কার্য্য, বারিবর্ষণে শান্তিশীতলতা-দানে তিনি কাহারও প্রতি কদাচ কার্পণ্য করেন না। 'বরুণ তাঁহাকে দীপ্তিমান্ করেন'—এতদ্বাক্যের মর্ম্ম কি? যিনি জ্ঞানদেবতার কৃপালাভ করেন, যিনি জ্ঞানী, তিনি কাহারও প্রতি বিরূপ নহেন; তাঁহার স্নেহধারা সকলের প্রতি সমভাবে বিতরিত হয়। জ্ঞানী সমদৃষ্টিসম্পন্ন। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে,

পাপী বা পুণ্যবান্, সৎ বা অসৎ—সকলেই সমান। বরুণ তাঁহাকে দীপ্তিশালী করেন অর্থাৎ তিনি বরুণভাবের দ্বারা উদ্ভাসিত হন। ইহাতে অগ্নিতেই বর্ষণের ভাব আসে; জ্ঞানের ক্রিয়া যে বরুণধর্ম্মী, সেই ভাব প্রকাশ পায়। মিত্র ও অর্য্যমা সম্বন্ধে, যথাক্রমে ভগবানের সুহৃদোচিত কার্য্যের ও করুণার বিষয় মনে করিতে হইবে। জ্ঞানীর শত্রু কেহ নাই। ভগবান্ তাঁহাকে মিত্রভাবে গ্রহণ করেন; তিনিও মিত্রভাবেই সকলকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। তিনি 'অর্য্যমা' * কর্তৃক প্রকাশিত হন্—বলিতে, ভগবান্ তাঁহাতে আসিয়া মিলিত হন, তাঁহারও সর্ব্বত্র গতিশীলতার ভাব আসে; অর্থাৎ, তাঁহার করুণা কোথাও প্রতিহত নহে। ইহাতে তাঁহার দ্বারা দীপ্তিমন্ত হওয়ার ভাবও প্রকাশ পায়। জ্ঞান যে ঐ সকল গুণবিশিষ্ট, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। ফলতঃ ঐ তিন দেবতার প্রসঙ্গ প্রখ্যাপিত হওয়ায়, জ্ঞানের দ্বারা ঐ সকল ভাব বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে,—ইহাই বুঝিতে পারি।

মন্ত্রের শেষাংশ সরল ও সহজ-বোধ্য। যে জন জ্ঞানের অনুসরণকারী হয়, যে জন জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়, তাহার জয় সর্ব্বত্র,—সে বিশ্বজয়ী হইয়া থাকে। ইহাই মর্ম্ম। (১ম—৩৬সূ—৪ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

মন্দ্রো হোতা গৃহপতিরগ্নে দূতো বিশামসি।

ত্বে বিশ্বা সঙ্গতানি ব্রতা ধ্রুবা যানি

দেবা অকৃণ্বত ॥ ৫ ॥

---

* 'অর্য্যমা'—আদিত্যগণের একতম। 'অর্য্যমা' পদে কেহ বা মধ্যাহ্ন-কালীন সূর্য্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে দীপ্তিমন্ত অবস্থা প্রকাশ পায়। গত্যর্থক 'ঋ' ধাতু-হইতে ঐ পদ ব্যুৎপন্ন বলিয়া উহাতে সর্ব্বত্র গতির ভাব আসে।

পদ-বিশ্লেষণং ।৹

মন্দ্রঃ। হোতা। গৃহঽপতিঃ। অগ্নে। দূতঃ। বিশাং। অসি।

ত্বে ইতি। বিশ্বা। সংঽগতানি। ব্রতা। ধ্রুবা।

যানি। দেবাঃ। অকৃণ্বত ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ, দেব!) ত্বং 'মন্দ্রঃ' (হর্ষহেতুভূতঃ, আনন্দপ্রদঃ) 'হোতা' (দেবভাবানাং আহ্বাতা) 'বিশাং' (প্রজানাং, লোকানাং) 'গৃহপতিঃ' (গৃহস্য পালকঃ, ইহসংসারে রক্ষকস্থানীয়ঃ) 'দূতঃ' (সত্ত্বভাবসমীপে গমনশীলঃ, সত্ত্বভাবপ্রাপকঃ) 'অসি' (ভবসি); 'ত্বে' (তব, তৎসঙ্গসম্বন্ধযুক্তানি) 'বিশ্বা' (সর্ব্বাণি) 'ব্রতা' (কর্ম্মাণি) 'সঙ্গতানি' (শ্রেয়ঃসাধকানি) ভবন্তি; 'ধ্রুবাণি' (স্থিরাণি, যথাবিহিতানি, নিশ্চিতফলপ্রদানি) 'যানি' (কর্ম্মাণি) 'দেবাঃ' (ভগবদ্বিভূতয়ঃ) 'অকৃণ্বত' (কৃতবন্তঃ)। জ্ঞানদেবঃ পরমানন্দদায়কঃ সকলহিতসাধকঃ; তৎসম্বন্ধযুক্তানি কর্ম্মাণি শ্রেয়ঃ-সাধকানি ভবন্তি; তেন কর্ম্মণা সহ দেবাঃ স্থিরা বিচরন্তি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৬সূ—৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি (আমাদিগের) হর্ষহেতুভূত, (আমাদিগের মধ্যে) দেবভাবের আহ্বানকারী, ইহসংসারে লোকসমূহের রক্ষক-স্থানীয়, এবং সত্ত্বভাবের প্রাপক হয়েন; আপনার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট কর্ম্মসমূহ, শ্রেয়ঃ-সাধক হয়; এবং নিশ্চিতফলপ্রদ সেই কর্ম্ম-সমূহ দেবগণই করিয়া থাকেন (অর্থাৎ, দেবভাবসমূহ হইতেই ভগবৎ-সম্বন্ধবিশিষ্ট কর্ম্মসমূহ উৎপন্ন হয়)। (১ম—৩৬সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বং মন্দ্রো হর্ষহেতুর্হোতা দেবানামাহ্বাতা বিশাং যজমানরূপাণাং প্রজানাং গৃহপতি গৃহস্য পালকো দূতো দেবদূতোঽসি। তে ত্বয়ি বিশ্বাব্রতা সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সঙ্গতানি।

সায়ণভাষ্যের-বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! তুমি হর্ষবশতঃ দেবতাদিগের আহ্বানকারী যজমানরূপ প্রজাগণের গৃহপালক দূত হইয়াছে। তোমাতেই সমস্ত কর্ম্ম লিপ্ত রহিয়াছে। (কর্ম্মনামসমূহ-মধ্যে ব্রত শব্দের

প্রত্নং পূর্ব্বমিতি কর্ম্মনামসু প্রত্নশব্দঃ পঠিতঃ। পৃথিব্যাদয়ো দেবা এবা ক্রিয়াণি যানি কর্ম্মাণ্য-কুর্ব্বত। কুতেন্নত্রঃ। পৃথিবী ধারয়তি পর্জন্যো বর্ষতি সূর্য্যঃ প্রকাশয়তি। তান্যেতানি ত্বয়ি সক্তানীতি পূর্ব্বাভ্যাবয়ঃ॥

গৃহপতিঃ। পত্যাবৈশ্বর্য্যে ইতি পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বরত্বং। ত্বে। সুপাংসুলুগিতি সপ্তমোক-বচনস্য শে আদেশঃ। ত্বমাবেকবচনে ইতি ম পর্য্যন্তস্য ত্বাদেশঃ। শেষে লোপ ইতি টিলোপ শস্য উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ বিভক্তেরুদাত্তত্বং। অন্ত্যলোপপক্ষে ত্বেকাদেশ স্বরেণ। সক্তানি। গমেঃ কর্ম্মণি নিষ্ঠায়ামেকাচ। পা০ ৭।২।১০। ইত্যিট্ প্রতিষেধঃ। অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনা-নুনাসিক লোপঃ। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। ত্রতাম্রেত্যুভয়ত্র শেলোপঃ। অকৃণ্বত। কৃবি হিংসাকরণয়োশ্চ। যাতায়েনাম্নে পদং। ইদিত্বান্নুম্। ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ্চেত্যু-প্রত্যয়॥৫॥ (১ম—৩৬সূ—৫ঋ)।

ইতি প্রথমাষ্টকে তৃতীয়ে অধ্যায়ে অষ্টমো বর্গঃ॥৮॥

পঞ্চম (৪২৪) ঋকের বিশদার্থ।

সায়ণের ভাষ্যে এবং অন্যান্য ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—'এখানে অগ্নিদেবকে হর্ষের কারণ, হোমনিষ্পাদক, গৃহপতি এবং দেবগণের দূতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।' আর বলা হইয়াছে,—'পৃথিবী যে লোকসমূহকে ধারণ করিয়া আছেন, পর্জন্যদেব যে বর্ষণ করিতেছেন, সূর্য্যদেব যে প্রকাশ

পাঠ আছে)। পৃথিব্যাদি দেবগণ নিশ্চিত যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, 'পৃথিবী' ধারণ করেন, 'পর্জন্য' বর্ষণ করেন, 'সূর্য্য' প্রকাশ করেন। তাঁহাদের এই সকল কর্ম্ম তোমাতেই সক্ত অর্থাৎ লিপ্ত।

'পত্যাবৈশ্বর্য্যে' এই নিয়মে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়া 'গৃহপতি' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ত্বে' পদটীতে 'সুপাংসুলুক' এই সূত্রে সপ্তমীর এক বচনে 'শে' আদেশ। 'ত্বমাবেকবচনে' এই নিয়মে 'ম' পর্য্যন্তের 'ত্ব' আদেশ। 'শেষে লোপ' এই নিয়মে 'টি' লোপ, 'উদাত্ত-নিবৃত্তি স্বরেণ' এই নিয়মে বিভক্তির উদাত্তত্ব। অন্ত্য লোপপক্ষে 'একাদশস্বরেণ' নিয়মে আদ্য লোপ। 'সক্তানি' পদটী 'গমেঃ কর্ম্মণি নিষ্ঠায়ামেকাচ' (পা০ ৭।২।১০) এই নিয়মে 'ইট্' প্রতিষেধ। 'অনুদাত্তোপদেশ' ইত্যাদি নিয়মে অনুনাসিক লোপ। 'গতেরনন্তর' নিয়মে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব। 'ত্রতাম্রে উভয়ত্র' ইত্যাদি নিয়মে উভয়স্থানে 'শি' লোপ। 'অকৃণ্বত' পদটী হিংসা ও অকরণার্থ 'কৃবি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। যাতায়-হেতু আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। 'ই' লোপ হেতু 'নুম্' এবং 'ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ্চ' এই নিয়মে 'উ' প্রত্যয়॥৫॥ (১ম—৩৬সূ—৫ঋ)।

ইতি প্রথম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে অষ্টম বর্গ সমাপ্ত॥৮॥

পাইতেছেন, এ সকল কার্য্যই আপনার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া আছে।' এইরূপ অর্থই সাধারণতঃ প্রচলিত। *

আমরা জ্ঞানময়কে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রটী প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। জ্ঞানময়ের কৃপা হইলে, হৃদয় জ্ঞানালোকে আলোকিত হইলে, আনন্দের অবধি থাকে না; দেবতাকে তাই 'মন্দ্রঃ' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। জ্ঞানের উদয়ে, হৃদয় দেবভাবে পূর্ণ হয়; তাই তাঁহাকে 'হোতা' (দেবভাবের আহ্বানকারী) বলা হইয়াছে। জ্ঞান সাহায্যেই মানুষ ইহসংসারে রক্ষা-প্রাপ্ত হয়; তাই তিনি 'গৃহপতি'। মানুষ সত্ত্বভাবের সাক্ষাৎ পায়—কি প্রকারে? জ্ঞান-সাহায্যে। তাই তিনি 'দূত' (জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠাতা) অভিধায়ে অভিহিত হন। জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত সকল কর্ম্মই শ্রেয়ঃ-সাধক হয়; তাই "তে বিশ্বা ব্রতা সঙ্গতানি" বাক্য দেখি। জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট যে কর্ম্ম, সকল ভগবদ্বিভূতিই সে কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট—ইহাই অভিপ্রায়। ভগবান্—জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহার জ্ঞানমূর্তির যে কর্ম্ম, তাহা সর্ব্বদেবতার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম—ইহাই ভাবার্থ। প্রার্থনা-পক্ষে এ ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'হে জ্ঞানময়! আপনি আমার আনন্দের কারণ হউন; আমাতে দেবভাব আনয়ন করুন; সংসারের পাপের প্রলোভন আমায় নিয়ত আক্রমণ করিতে আসিতেছে; আপনি আমার রক্ষক হউন। আপনার সম্বন্ধযুত কর্ম্মসমূহ দেবতার কর্ম্মের ন্যায় সাফল্য মণ্ডিত হয়। আপনার সংশ্রবে আমার কর্ম্ম জয়যুক্ত হউক।'

উপসংহারে "তে বিশ্বা ব্রতা সঙ্গতানি" বাক্য-সম্বন্ধে আরও দুই এক কথার আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। পৃথিবীর, পর্জ্জন্যের, সূর্য্যের এবং অন্যান্য দেবগণের কার্য্য যে অগ্নিদেবতার সহিত সঙ্গত অর্থাৎ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়া আছে; সায়ণভাষ্যে এইরূপ ভাব পরিব্যক্ত দেখি। তাহাতে একটা কথা মনে আসে। মনে হয়—এতদুক্তির মর্ম্ম সাম্য-সাধন। এ বিষয় গুণসাম্য ও ধাতুসাম্য প্রসঙ্গে (পূর্ব্ব সূক্তে—পঞ্চত্রিংশৎসূক্তে)

* ব্যাখ্যায় কেহ কহিয়াছেন,—'আপনি একাই এ সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ আছেন;" কেহ কহিয়াছেন,—'দেবগণ যে সকল অমোঘ ব্রত সম্পাদন করেন, তোমাতে মিলিত হয়।"

পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখানে সেই গুণসাম্যের ও ধাতুসাম্যের ভাবই প্রকাশমান্। জ্ঞান-সাহায্যেই গুণসাম্য ও ধাতুসাম্য সংসাধিত হয়। তাহা দ্বারাই সকলে নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রাম্যমান্ থাকিয়া আপন-আপন কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যায়। জ্ঞানরূপ অগ্নিই সেই সাম্যবিধানের মূলাধার। "তে বিশ্বা ব্রতা সঙ্গতানি" বাক্যের এ পক্ষেও সার্থকতা আছে মনে করা যায়। (১ম—৩৬সূ—৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্)।

ত্বে ইদগ্নে সুভগে যবিষ্ঠ্য বিশ্বমাহুয়তে হবিঃ।
স ত্বং নো অদ্য সুমনা উতাপরং যক্ষি
দেবান্ সুবীর্য্যা ॥ ৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বে ইতি। ইৎ। অগ্নে। সুঽভগে। যবিষ্ঠ্য। বিশ্বং। আ। হূয়তে। হবিঃ।
সঃ। ত্বং। নঃ। অদ্য। সুঽমনাঃ। উত। অপরং। যক্ষি।
দেবান্। সুঽবীর্য্যা ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'যবিষ্ঠ্য' (যুবতম, প্রবলসামর্থ্যসম্পন্ন) 'অগ্নে' (জ্ঞানস্বরূপ, হে দেব) 'সুভগে' (সৌভাগ্যযুক্তে, কল্যাণপ্রদে) 'ত্বে' (ত্বয়ি) 'ইৎ' (এব) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং) 'হবিঃ' (হবনীয়ং, আহ্বানং) 'আহুয়তে' (প্রক্ষিপ্যতে, সমর্প্যতে); 'সঃ' (সকলহবনীয়প্রাপ্তঃ) 'ত্বং' (দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্ প্রতি) 'সুমনাঃ' (অনুগ্রহপরায়ণঃ ভূত্বা) 'অদ্য' (অস্মিন্ দিনে) 'উত' (অপিচ) 'অপরং' (অন্যদিনে, সর্ব্বকালে, নিরন্তরং) 'সুবীর্য্যা' (শোভনবীর্য্যোপেতান্, সৎকার্য্যসম্পাদনে সামর্থ্যপ্রদান্) 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'যক্ষি' (যজ, অস্মৎসকাশে আনয়)। অগ্নিমুখে দেবাঃ খাদন্তি ; দেবতৃপ্তিসাধনে জ্ঞানদেবস্য সম্বন্ধোঽপরিহার্য্যঃ ; সর্ব্বেষাং সকলাঃ পূজাঃ জ্ঞানদেবং প্রাপ্নুবন্তি ; স জ্ঞানদেবঃ সর্ব্বদেবভাবং অস্মভ্যং প্রযচ্ছতু। (১ম—৩৬সূ—৬ঋ)।

পরম সামর্থ্যসম্পন্ন জ্ঞানস্বরূপ হে অগ্নিদেব! কল্যাণপ্রদ আপনাতেই বিশ্বের সকল আহবনীয় প্রক্ষিপ্ত হয় (সকল দেবতার সকল পূজাই আপনার মধ্য দিয়াই প্রেরিত হইয়া থাকে) ; সকল হবনীয়প্রাপ্ত সেই যে আপনি, আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হইয়া, অদ্য এবং অন্যান্য দিনে (নিরন্তর), সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে সামর্থ্যপ্রদ দেবভাবসমূহকে, আমাদের নিকটে আহ্বান করিয়া আনিয়া দেন। (১ম—৩৬সূ—৬ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে যবিষ্ঠ্য যুবতমাগ্নে সুভগে সৌভাগ্যযুক্তে ত্বে ইৎ ত্বয্যেব বিশ্বং সর্ব্বং হবিরাহুয়তে। সর্ব্বতঃ প্রক্ষিপ্যতে। স ত্বং নোঽস্মান প্রতি সুমনাঃ শোভনমনস্কো ভূত্বাদ্যাস্মিন্দিন উত অপি চাপরং শ্বঃ। অপরং শ্ব ইত্যাদিকমুত্তরং কালং সর্ব্বস্মিন্নপি কালে নৈরন্তর্য্যেণ। সুবীর্য্যা শোভনবীর্য্যোপেতান্ দেবান্ যক্ষি। যজ ॥

সুভগে। শোভনো ভগো যস্যেতি বহুব্রীহাবাদ্যুদাত্তত্বং। দ্ব্যচ্ছন্দসীত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। যবিষ্ঠ্য। যুবশব্দাদিষ্ঠন্। স্থূলদূরেত্যাদিনা যণাদেঃ পরস্য লোপঃ পূর্ব্বস্য চ গুণঃ। ছান্দসো

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে যবিষ্ঠ সৌভাগ্যযুক্ত অগ্নে! আপনাতেই সমস্ত হবি সম্যকরূপে হুত হয় অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত হয়। আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্নমনা হইয়া অদ্য এবং অপরাদিনও অর্থাৎ সকলকালেই সুবীর্য্য দেবগণকে যজন করুন।

'সুভগে' পদটী 'শোভনো ভগো যস্যেতি' ব্যাসবাক্যে বহুব্রীহি সমাসে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'দ্ব্যচ্ছন্দসী' নিয়মে উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত। যবিষ্ঠ পদটী 'যুব' শব্দের উত্তর 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। 'স্থূলদূরেত্যাদিনা যণাদেঃ পরস্য লোপঃ পূর্ব্বস্য চ গুণঃ'

যকারোপজনঃ। যক্ষি। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক। সুবীর্য্যা। শোভনং বীর্যাং যেষাং। বীরবীর্য্যৌচেত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ॥ ৬॥ (১ম—৩৬সূ—৬ঋ)

ষষ্ঠ (৪২৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের সাধারণ ভাব এই যে,—প্রজ্বলিত অগ্নি যুবতম অর্থাৎ অতিরিক্ত-বলসম্পন্ন এবং সৌভাগ্যযুক্ত; কেন-না, সকল দেবতার উদ্দেশ্যে সমর্পিত হবিঃ অগ্নিতেই সমর্পিত হয়। সেই যে অগ্নি, তিনি অদ্য (অর্থাৎ যজ্ঞের দিনে) এবং অন্যান্য দিনে (পরবর্ত্তিকালে) আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবগণকে যজন করুন; অর্থাৎ, আমাদের হইয়া তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধনে প্রবৃত্ত হউন।

আমাদের অর্থের মধ্যেও ঐ ভাবই আছে বটে; তবে আমরা বিষয়টী একটু অন্যভাবে বুঝিবার চেষ্টা পাইয়াছি। যজ্ঞপক্ষে অগ্নিই বটে; অগ্নিদ্বারাই দেবগণ হবিঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সত্য; অগ্নিই দেবযজন-কার্য্যে সহায়ভূত আছেন নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাৎপর্য্য-পক্ষে কি ভাব অধ্যাহৃত হয়? যজ্ঞের দ্বারা—ক্রিয়ার দ্বারা—যে অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, তাহার আভাষ এখানে কিছু প্রদত্ত হয় নাই কি? আমরা মনে করি, সে ভাবও এ মন্ত্রে প্রকাশমান্।

অগ্নিকে যখন জ্বলন্ত অগ্নি-রূপে মূর্ত্তিমান্ দেখিবে, যখন তাঁহাতে রাশি রাশি হবিঃ নিক্ষিপ্ত হইবে; তখন অগ্নিকে যুবতম শক্তিসম্পন্ন দেখিতে পাইবে,—তাঁহার তেজের পরাকাষ্ঠা লক্ষ্য করিবে, এবং তখন অগ্নিকেই সকল হবিঃ প্রাপ্তি-হেতু সৌভাগ্যযুক্ত বলিয়া মনে হইবে। প্রথম স্তরের উপাসক এই ভাবেই, এই লক্ষ্য রাখিয়াই, অগ্নিতে হবিঃ সমর্পণ করেন।

কিন্তু যাঁহারা অন্য পথের পথিক, যাঁহারা অগ্নিনামে সেই জ্ঞানময় দেবতাকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এ মন্ত্র অন্য অর্থ ও

এই নিয়মে পরভাগের লোপ এবং পূর্ব্বভাগের গুণ। 'যক্ষি' পদটীতে 'বহুলং ছন্দসীতি শপো-লুক' এই নিয়মে শপের লুক অর্থাৎ লোপ। 'শোভনং বীর্য্য যেষাং' এই ব্যাস-বাক্যে 'সুবীর্য্যা' পদটীতে 'বীরবর্য্যৌচেতি' নিয়মানুসারে উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত এবং 'সুপাং সুলুক' সূত্রের দ্বারা বিভক্তির আকার হইয়াছে॥ ৬॥ (১ম—৩৬সূ—৬ঋ)।

অন্যভাব প্রকাশ করিবে। জ্ঞানের শক্তিকে 'যুবতম' শ্রেষ্ঠ শক্তি বলা যায়। ভগবানের পূজার যে-কিছু সামগ্রী, সকলই জ্ঞানের মধ্য দিয়াই তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া থাকে। ভগবৎপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট পথ—জ্ঞান। সেই পথেই পূজা তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। এই ভাবই এখানে পরিব্যক্ত। জ্ঞান-সাহায্যে যে পরম কল্যাণ লাভ হয়, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক হয় না। এ পক্ষে মন্ত্রের প্রথম পংক্তির অর্থ এই যে,—'হে জ্ঞানস্বরূপ! আপনিই শ্রেষ্ঠ সামর্থ্যযুক্ত ও কল্যাণপ্রদ; আপনার মধ্য দিয়াই সকল দেবতার পূজা হইয়া থাকে।' জ্ঞানই যে দেবতুষ্টির সাধক, জ্ঞানই যে দেবভাবের জনক, এই উক্তি তাহাই প্রকাশ করিতেছে। মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তির প্রার্থনায়, সেই জ্ঞান-দেবতাকে জানান হইতেছে,—'হে দেবতা! আপনি আসিয়া আমার হৃদয়ে উদয় হউন; আপনার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে সকল দেবগণ (দেবভাব) আসিয়া আসন গ্রহণ করুন।'

জ্ঞানের সঙ্গে সকল দেবভাবের—সকল ভগবদ্বিভূতির—যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, এখানে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। এ পক্ষে সমগ্র মন্ত্রটীর মর্ম্ম এই যে,—'অগ্নিমুখে দেবগণ আহার করেন; দেবতৃপ্তিসাধনে জ্ঞান-দেবের সম্বন্ধ অপরিহার্য্য; সকলের সকল পূজাই জ্ঞানদেবতাকে প্রাপ্ত হয়; সেই জ্ঞানদেবই আমাদিগকে সকল দেবভাব দান করেন। তিনি আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন।' (১ম—৩৬সূ—৬ঋ)।

— • —

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

অভিষ্টবে সায়ংকালীন উত্তরস্মিন্ পটলে 'ত্বং বেধিষ্ঠা নরস্বিন' ইত্যেষা বিনিযুক্তা। অথোত্তরমিতি খণ্ডে সূত্রিতং। প্রাগাগ্নীং পূর্বাহ্নে কাবয়ণরাহ্নে। আ০ ৪।৭। ইতি তামেতাং সপ্তমীমৃচমাহ॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টসিদ্ধার্থ সায়ংকালে উত্তর দিকে 'ত্বং বেধিষ্ঠা নরস্বিন্' ইত্যাদি মন্ত্রের বিনিয়োগ হইয়া থাকে। উত্তর খণ্ডে সূত্রিত আছে,—'প্রাগাগ্নীং পূর্বাহ্নে কাবয়ণরাহ্নে' (আং ৪।৭)। তাহার সপ্তম সূক্ত কথিত হইতেছে।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎ সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

তং ঘেমিত্থা নমস্বিন উপ স্বরাজমাসতে।
হোত্রাভিরগ্নিং মনুষঃ সমিন্ধতে তিতির্বাংসো
অতি স্রিধঃ ॥ ৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

তং। ঘ। ঈং। ইত্থা। নমস্বিনঃ। উপ। স্বঽরাজং। আসতে।
হোত্রাভিঃ। অগ্নিং। মনুষঃ। সং। ইন্ধতে। তিতির্বাংসঃ।
অতি। স্রিধঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানময় দেব! 'নমস্বিনঃ' (নমস্কারযুক্তাঃ, অর্চ্চনাপরায়ণাঃ জনাঃ) 'ইত্থা' (অনেন প্রকারেণ, হবির্দ্দানাদিরূপেণ) 'স্বরাজং' (স্বতো দীপ্যমানং) 'ঘেং' (পূর্ব্বকথিতং সর্ব্বগুণযুক্তং ভগবন্তং) 'উপ-আসতে' (উপাসতে, পূজয়ন্তি, সামীপ্যং লভন্তে) ; 'স্রিধঃ' (শত্রূণ, শত্রূণাং) 'অতি' (অতিশয়েন, সর্ব্বতোভাবেন) 'তিতির্বাংসঃ' (তরন্তঃ, উত্তীর্ণা ভবন্তঃ) 'মনুষঃ' (মনুষ্যাঃ, জনাঃ) 'হোত্রাভিঃ' (হোতৃকর্ম্মভিঃ, আহবনীয় প্রদানৈঃ, আত্মসমর্পণৈঃ) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'সমিন্ধতে' (সম্যক্ দীপয়ন্তি, হৃদেশে প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি)। তৎপূজাকর্ম-প্রভাবেন মনুষ্যাঃ জ্ঞানলাভসমর্থা ভবন্তি ; তেন তেষাং শত্রবঃ নাশং প্রাপ্নুবন্তি ; আত্মসমর্পণফলেন হৃদয়ে জ্ঞানস্ফূর্ত্তিঃ সঞ্জায়তে। (১ম—৩৬সূ—৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানময়! আপনার অর্চ্চনাপরায়ণ জনগণ, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হবির্দ্দানাদির দ্বারা, স্বতঃদীপ্তিমান্ সর্ব্বগুণোপেত তাঁহাকে (তাঁহার সামীপ্য) লাভ করে; সর্ব্বতোভাবে শত্রুর কবল হইতে উত্তীর্ণ জনগণ হোতৃকর্ম্মের দ্বারা (আহবনীয় প্রদানের—আত্মসমর্পণের জন্য) জ্ঞানময় দেবকে হৃদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত প্রদীপ্ত করেন। (১ম—৩৬সূ—৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে নমস্বিনোঽন্নযুক্তা নমস্কারযুক্তা বা। নম আয়ুঃ সূনৃতেত্যন্ননামসু পাঠান্নমঃ শব্দস্যান্নবাচিত্বং। তাদৃশা যজমানাঃ স্বরাজং স্বতো দীপ্যমানং ত্বং যেং ত্বমেব পূর্ব্বোক্তসর্ব্বগুণবিশিষ্টং ত্বামিত্যনেন প্রকারেণ হবিঃপ্রদানাদিরূপেণোপাসতে। মনুষ্যো মনুষ্যা যজমানা হোত্রাভিঃ সপ্তাভিৰ্ব্বষট্‌কর্ত্তৃভিঃ। সপ্তহোত্রাঃ প্রাচীর্ব্বষট্ কুর্ব্বন্তীতি শ্রুত্যন্তরাৎ। অগ্নিং ত্বা সমিন্ধতে। সম্যক্ দীপয়ন্তি। কীদৃশা মনুষ্যাঃ। ত্রিধঃ শত্রূন্ তিতির্ব্বাংসঃ। অতিশয়েন তরন্তঃ॥ নমস্বিনঃ। অস্মায়ামেধেতি মত্বর্থীয়ো বিনিঃ। স্বরাজং। স্বতাসা রাজত ইতি স্বরাট্। সৎসূদ্বিষেতি ক্বিপ্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। আসতে। আস উপবেশনে। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। তিতির্ব্বাংসঃ। তৃ প্লবনতরণয়োঃ ছন্দসি লিডিতি বর্ত্তমানে লিট্। তস্য ক্বসুশ্চেতি ক্বসুঃ। বস্বেকাজাদ্ঘসামিতি নিয়মাদি ড ভাবঃ। ঋত ইদ্ধাতোরিতীত্বং বহুলং ছন্দসীত্যুত্বং। পা০ ৭।৪।১১। ইতি। গুণো হলি চ। পা০ ৮।২।৭৭। ইতি দীর্ঘত্বং চ ন ভবতি। সংজ্ঞা-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! অন্নযুক্ত বা নমস্কার-যুক্ত (অন্ন নাম সকলের মধ্যে নম, আয়ু, সূনৃতা, প্রভৃতি পাঠ আছে, বলিয়া 'নমঃ' শব্দের অন্নবাচিত্ব) যজমানগণ পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্ট তোমাকে এই প্রকার হবিঃ প্রদান দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন। মনুষ্য যজমানগণ সপ্ত বষট্‌কাররূপ হোত্রা দ্বারা তোমাকে সম্যক্ দীপ্ত করেন। যজমানগণ কিরূপ? শত্রুগণকে অতিশয়রূপে তরণশীল (অর্থাৎ শত্রুগণের দৃঢ়পরাভবকারী)।

'নমস্বিনঃ' পদটিতে 'অস্মায়ামেধেতি' সূত্রে মত্বর্থীয় 'বিণ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'স্বরাজং' পদটী 'সৎসূদ্বিষেতি' সূত্রে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় হইয়া কৃদুত্তর পদের প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্ত। উপবেশনার্থক 'আস' ধাতু হইতে আসতে পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'অদাদিত্বাৎ শপোলুক্' সূত্রে 'শপের' লুক্ অর্থাৎ লোপ। 'তিতির্ব্বাংসঃ' পদ, প্লবন এবং তরণার্থ 'তৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ছন্দসি লিট্' সূত্রে বর্ত্তমান লিট্, 'ক্বসুশ্চেতি' সূত্রে 'ক্বসু' প্রত্যয়। 'বস্বেকাজাদ্ঘসামিতি' নিয়মে 'ড' ভাব। 'ঋত ইদ্ধাতো রিতীত্বং বহুলং ছন্দসীত্যুত্বং' (৭।৪।১১) সূত্রে 'ইত্ব' প্রাপ্ত। 'গুণো হলিচ' (৮।২।৭৭) এই সূত্রে দীর্ঘ হইল না। 'সংজ্ঞাপূর্ব্বকোবিধিরনিত্য' এই নিয়মে

পূর্ব্বকৌৎস্থিবিরনিত্যা ইতি তয়োরনিত্যত্বাৎ। যথা স্তিরতিঃ প্রকৃত্যন্তরং দ্রষ্টব্যং। স্রিধঃ। স্রিধু শোষণে। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্॥ ৭॥ (১ম—৩৬সূ—৭ঋ)।

সপ্তম (৪২৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী পদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অর্থের বিষয় প্রথমে আলোচনা করিতেছি। তাহা হইতে, কি ভাবে কোন্ দিক্ হইতে মন্ত্র কি অর্থ প্রকাশ করিতেছে, তাহা বোধগম্য হইবে।

প্রথমে মন্ত্রের প্রথম পংক্তির বিষয় আলোচনা করিতেছি। তাহার প্রথম আলোচ্য পদ—'নমস্বিনঃ'। ভাষ্যে 'অন্নযুক্তাঃ' অথবা 'নমস্কার-যুক্তাঃ' প্রতিবাক্য আছে। তাহাতে, যাঁহাদের অন্ন আছে অর্থাৎ যাঁহারা বড়লোক, অথবা যাঁহারা দেবতার প্রতি নমস্কারযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইতেছে। আমরা ঐ শব্দে 'অর্চ্চনাপরায়ণাঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রের প্রথমাংশের একটী কর্ত্তৃপদ—'নমস্বিনঃ'। ক্রিয়াপদ—'উপ আসতে ;' উহার সাধারণ অর্থ—'উপাসনা করে।' আমরা অর্থ করিয়াছি—(উপ) সামীপ্য লাভ করে। 'স্বরাজং' পদে 'দীপ্যমানং' এবং 'ষেং' পদে 'পূর্ব্বোক্তং গুণোপেতং' অর্থ ই গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে যাঁহারা 'নমস্বিনঃ' পদে 'অন্নযুক্তাঃ' অর্থ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'অন্নসম্পন্ন ধনবানগণ হবির্দ্দানাদির দ্বারা আপনার উপাসনা করেন।' আমাদের অর্থ হইতেছে,—'অর্চ্চনাকারিগণ হবির্দ্দানাদি দ্বারা আপনার সামীপ্যলাভ করিতেছেন।' এখানে, হবির্দ্দান বলিতে, ভক্তিভাব বুঝায়, শুদ্ধসত্ত্বভাব বুঝায়,—ভগবানকে যাহা অর্পণ করা যায়, তাহাই বুঝাইয়া থাকে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম সমস্তাপূর্ণ পদ—'হোত্রাভিঃ।' ভাষ্যে সপ্তভির্ব্বষট্‌কর্ত্তৃভিঃ' এইরূপ প্রতিবাক্য দেখি। সাত জন ঋত্বিক্ বা পুরোহিত দ্বারা হোমাগ্নি প্রজ্বালনের ভাব—এই হইতে আসিয়া থাকে। এ মতে মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য দাঁড়ায় এই যে,—শত্রুর কবল হইতে উত্তীর্ণ

অনিত্যাত্ব। অথবা স্তিরতির প্রকৃত্যন্তর দ্রষ্টব্য। 'স্রিধঃ'—পদটী, শোষণার্থ "স্রিধ্" ধাতুর উত্তর ক্বিপ করিয়া নিষ্পন্ন॥ ৭॥ (১ম—৩৬সূ—৭ঋ)॥

হওয়ার জন্য সাত জন ঋত্বিক কর্তৃক হোমাগ্নি প্রদীপ্ত করা হয়। ইহাতে রাক্ষসগণ কর্তৃক যজ্ঞ নষ্ট করার কিম্বদন্তীও আনা যায়। ইহাতে আর্য্যানার্য্যের প্রসঙ্গও উত্থাপিত হইতে পারে।

আমরা কিন্তু 'হোত্রাভিঃ' পদের হোতৃকর্ম্মভিঃ' অর্থ ধরিয়া ভাবে 'আত্ম-সমর্পণৈঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ভাবার্থ সম্পূর্ণরূপ পরিবর্তিত হইয়াছে। 'তরন্তঃ' পদে পরিত্রাণেচ্ছু অথবা পরিত্রাণ-প্রাপ্ত অর্থও গ্রহণ করিতে পারি। শেষের অর্থে ভাব দাঁড়ায়,—'যাঁহারা শত্রুর কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন, ভগবানে আত্মসমর্পণ-রূপ তাঁহাদের হবির্দ্দানের দ্বারা হৃদয় জ্ঞানালোকে আলোকিত হয়।' পক্ষান্তরে, শত্রুর কবল হইতে পরিত্রাণকামী জনও যে, হোতৃকর্ম্মের দ্বারা, ভগবানের উপাসনার প্রভাবে, হৃদয়কে জ্ঞানালোকে আলোকিত করিতে সমর্থ হয় —এই ভাব প্রকাশ পায়।

শত্রু বলিতে প্রধানতঃ অজ্ঞানতা ও তৎসহচর রিপুশত্রুগণকেই বুঝাইয়া থাকে। ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্মপ্রভাবে, জ্ঞানোদয়ে, শত্রুনাশপ্রাপ্ত হয়। ইহাই এই মন্ত্রের ভাবার্থ। (১ম—৩৬সূ—৭ঋ)।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং

যন্তো বৃত্রমতরন্‌ রোদসী অপ উরু ক্ষয়ায় চক্রিরে।

ভুবৎ কণ্বে বৃষা দ্যুম্ন্যাহুতঃ

ক্রন্দদশ্বো গবিষ্টিষু ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ঘ্নন্তঃ। বৃত্রং। অতরন্। রোদসী ইতি। অপঃ। উরু। ক্ষয়ায়। চক্রিরে।

ভুবৎ। কণ্বে। বৃষা। দ্যুম্নী। আহুতঃ।

ক্রন্দৎ। অশ্বঃ। গোইষ্টিষু॥ ৮॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! ত্বৎসাহায্যেন দেবাঃ 'ঘ্নন্তঃ' (প্রহরন্তঃ) 'বৃত্রং' (অজ্ঞানতারূপশত্রুং) 'অতরণ' (তীর্ণবন্তঃ); তেন তে 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) 'অপঃ' (অন্তরিক্ষং চ) 'ক্ষয়ায়' (পাপক্ষয়কামিনাং নিবাসার্থং) 'উরু' (বিস্তারো যথা ভবতি তথা, বিস্তীর্ণং) 'চক্রিরে' (চক্রুঃ, কৃতবন্তঃ); হে দেব! স ত্বং 'কণ্বে' (ক্ষুদ্রজনে, পাপিনি) 'বৃষা' (কামানাং বর্ষিতা, অভীষ্টসাধকঃ) 'দ্যুম্নী' (ধনবান্, ধনদাতা) 'আহুতঃ' (হোমযুক্তঃ, পূজাপ্রাপ্তঃ) 'ভুবৎ' (ভবতু); যথা 'গোবিষ্টিষু' (জ্ঞানপ্রসারবিষয়েষু) 'অশ্বঃ' (ব্যাপকবুদ্ধিবিশিষ্টো জনঃ, আত্মজ্ঞানসম্পন্নো জনঃ) 'ক্রন্দৎ' (আকুলাহ্বানপরো ব্যাকুলো ভবতি তদ্বৎ)। হে জ্ঞানময়! তব শক্তিপ্রভাবেণ দেবভাবাদয়া অজ্ঞাননাশসমর্থা ভবন্তি; তস্মাৎ অদ্যাপি সংসারে ভগবদ্দ্বিষা বিদ্যন্তে; আত্মজ্ঞানসম্পন্নো জনো যথা ভগবৎসম্বন্ধবিষয়ে ব্যাকুলো ভবতি, তদ্বৎ হে দেব! পাপাত্মনঃ প্রতি ত্বং স্বতঃ করুণাপরো ভব। (১ম—৩৬সূ—৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনার সাহায্যেই দেবগণ (দেবভাবসমূহ) প্রহার করিয়া (তাড়না করিয়া) অজ্ঞানতারূপ শত্রুকে (বৃত্রকে) অতিক্রম করিয়াছেন; তাহাতেই তাঁহারা দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরিক্ষ ব্যাপিয়া পাপক্ষয়কামী প্রাণিগণের নিবাসস্থান করিতে পারিয়াছেন। হে দেব! সেই আপনি ক্ষুদ্রজনের সম্বন্ধে (পাপীর বিষয়ে) অভীষ্টসাধক ধনদাতা ও পূজাগ্রহীতা হয়েন;—ব্যাপকবুদ্ধিবিশিষ্ট আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জন যেমন জ্ঞানবিতরণবিষয়ে (ভগবৎ-সম্বন্ধে) আকুল আহ্বানপর (ব্যাকুল) হইয়া থাকেন। (১ম—৩৬সূ—৮ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বৎসহায়েনৈতে দেবাঃ ঘ্নন্তো বৃত্রমতরন্। তীর্ণবন্তঃ। তদনন্তরং রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যাবপোঽন্তরিক্ষং চ ক্ষয়ায় প্রাণিনাং নিবাসার্থমুরু বিস্তীর্ণং যথা ভবতি তথা চক্রিরে। অপশব্দোঽন্তরিক্ষবাচী। আপঃ পৃথিবীতি তন্নামসু পঠিতত্বাৎ। তথাবিধস্ত্বং কণ্বে কণ্বনামকে মহর্ষৌ বৃষা কামানাং বর্ষিতা। দ্যুম্নী ধনবান্। আহুতঃ সর্ব্বতো হোমযুক্তশ্চ ভুবৎ। ভবতু। তত্র দৃষ্টান্তঃ। গবিষ্টিষু গোবিষয়েচ্ছাযুক্তেষু সংগ্রামেষ্বশ্বঃ ক্রন্দৎ শব্দং কুর্ব্বন্ যথাভীষ্টপ্রাপকস্তথেতি শেষঃ॥

ঘ্নন্তঃ। হন্তেঃ শতরি গমহনেত্যাদিনোপধালোপঃ। হো হন্তের্ঞ্ণিন্নেষু। পা০ ৭।৩।৫৪। ইতি ঘত্বং। অপঃ। ঊডিদমিতি শস উদাত্তত্বং। ক্ষয়ায়। ক্ষি নিবাসগত্যোঃ। ক্ষিয়ন্তি নিবসন্ত্যস্মিন্নিতি ক্ষয়ো নিবাসস্থানং। পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণেতি ঘঃ। ক্ষয়ো নিবাসে। পা০ ৬।১।২০১। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। ভুবৎ। ভবতের্লেটাডাগমঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকারলোপঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। ভূসুবোস্তিঙি। পা০ ৭।৩।৮৮। ইতি গুণপ্রতিষেধঃ। অডাগমস্যানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। গবিষ্টিষু। ইষু ইচ্ছায়াং। এষণমিষ্টিঃ গবামিষ্টির্যেষু সংগ্রামেষু বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বরত্বং। আহুতঃ। আহূয়ত ইত্যাহুতঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! তোমার সহায় হেতু ঐ সব দেবগণ প্রহার করিয়া বৃত্রকে অভিভূত করিয়াছিলেন। তদনন্তর প্রাণিদিগের নিবাসার্থ স্বর্গ পৃথিবী ও অন্তরিক্ষকে বিস্তার করিয়াছিলেন। 'অপ' শব্দটী অন্তরিক্ষবাচী (তাহার নাম সমূহ মধ্যে আপঃ পৃথিবী এইরূপ পাঠ আছে)। আপনিও 'কণ্ব' নামক মহর্ষির প্রতি কামবর্ষী অর্থাৎ অভীষ্টসম্পাদনকারী, ধনযুক্ত, এবং সর্ব্বপ্রকার হোমযুক্ত হউন। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত;—গোপ্রাপ্তি-বিষয়ক ইচ্ছাযুক্ত সংগ্রামে অশ্বের শব্দ যেমন অভীষ্টপ্রদানকারী, সেইরূপ।

'ঘ্নন্ত' পদটী 'হন' ধাতুর উত্তর 'শতৃ' প্রত্যয় করিয়া 'গমহনেত্যাদি' সূত্রে উপধার লোপ হইয়াছে। 'হো হন্তের্ঞ্ণিন্নেষু' (পাং ৭।৩।৫৪) সূত্রে 'ঘত্ব' প্রাপ্ত হইয়াছে। 'অপঃ এই পদটী 'ঊড়িদমিতি' সূত্রে শস ও উদাত্ত হইয়াছে। নিবাস এবং গত্যর্থ 'ক্ষি' ধাতু হইতে 'ক্ষয়ায়' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ক্ষিয়ন্তি নিবসন্তি অর্থাৎ বাস করে এই স্থানে এই বাক্যে নিবাস-' স্থানকে বুঝায়। 'পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ' এই সূত্রে 'ঘঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ক্ষয়ো নিবাসে' ('পাং ৬।১।২০১) সূত্রে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ভুবৎ' পদটী 'ভূ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'ভবতের্লেট্যডাগম' সূত্রানুসারে অড়াগম, 'ইতশ্চ লোপ' সূত্রে ইকারের লোপ, 'বহুলং ছন্দসি' সূত্রে 'শপো'র 'লুক' অর্থাৎ লোপ এবং 'ভূসুবোস্তিঙি' (পাং ৭।৩।৮৮) সূত্রে গুণের নিষেধ। 'অট্' আগমের অনুদাত্তত্ব-হেতু 'ধাতুস্বর' প্রাপ্ত। 'গবিষ্টিষু'—এই পদটী, ইচ্ছার্থ 'ইষ' ধাতু নিষ্পন্ন। 'এষণং ইষ্টিঃ' গো-সম্বন্ধি "ইষ্টি" আছে যে সংগ্রামে—এই ব্যাস-বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর প্রাপ্তি। 'আ' সম্যক্‌রূপে 'হূয়তে' এই বাক্যে 'আহুত' পদটী

হু দানাদনয়োঃ। কর্ম্মণি ক্তঃ। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ। প্রকৃতিস্বরত্বং। ক্রন্দৎ। কদি ক্রদি কদি আহ্বানে। শতরিন্নুমভাবশ্ছান্দসঃ। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ॥ ৮॥ (১ম—৩৬সূ—৮ঋ)॥

অষ্টম (৪২৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টীতে কতকগুলি সমস্যার বিষয় আছে। সে সকল বিষয় বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, ঋকের সাধারণ প্রচলিত অর্থ কি প্রকার আছে, প্রথমে তাহা অনুধাবন করা প্রয়োজন। *

ঋকে আছে—"ঘ্নন্তঃ বৃত্রমতরণ"। এখানে অর্থোদ্ধার-পক্ষে কয়েকটী পদ অধ্যাহার করিয়া আনিতে হইল। কর্তৃপদ অধ্যাহার করিতে হইল —'দেবাঃ'। আগ্নেয়-সূক্তের সম্বোধ্য দেবতা—অগ্নিদেব; সুতরাং অধ্যাহার করার প্রয়োজন হইল—'হে অগ্নে! ত্বৎসাহায্যেন'। এ বিষয়ে আমরাও ভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছি। তবে 'বৃত্রং' পদে বৃত্র-নামক অসুরকে যে বুঝাইতেছে, তাহা আমরা মনে করি না। পূর্ব্বাপর আমরা অজ্ঞানতাকেই বৃত্র-অভিধায়ে অভিহিত করিয়া আসিয়াছি। এখানেও সেই অর্থই অব্যাহত দেখি। জ্ঞানের সাহায্যে দেবভাবসমূহ—সত্ত্বভাব-সাধক কর্ম্মসমূহ—প্রবল হইয়া অজ্ঞানতাকে দমন করে। তাহাতেই অজ্ঞানতা নির্য্যাতিত ও দূরীকৃত হয়। "ঘ্নন্তঃ" পদের তাহাই সার্থকতা। অজ্ঞান-রূপ শত্রুর কবল হইতে দেবভাবসমূহ যে উত্তীর্ণ হয়, জ্ঞানই তাহার প্রধান কারণ। ঐ মন্ত্রাংশে এই ভাব পরিব্যক্ত।

হইয়াছে। দান ও অদনার্থ 'হু' ধাতু হইতে উক্ত নিষ্পন্ন। কর্ম্মণিবাচ্যে 'ক্তঃ'; 'গতিরনন্তর' এই সূত্রে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। 'ক্রন্দৎ' পদটী 'কদি ক্রদি কদি আহ্বানে';—আহ্বানার্থ ক্রন্দ ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয়, 'ছান্দস' হেতু 'নুম্' ভাব প্রাপ্ত। 'অদুপদেশাল্লসার্ব্ব-ধাতুক' এই নিয়মে 'অনুদাত্ত বিষয়ে 'ধাতুস্বর' হইয়াছে ॥ ৮ ॥ (১ম—৩৬সূ—৮ঋ)।

---

* সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ যথাস্থানেই দেখুন। অন্য একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ; যথা, —"হে অগ্নিদেব! অন্য দেবতারা আপনার সাহায্যে বৃত্রাসুরকে অতিক্রম করিয়াছেন; তদনন্তর দ্যুলোক, ভূলোক এবং অন্তরিক্ষ-লোককে প্রাণিসমূহের নিবাসের নিমিত্ত বিস্তৃত করিয়াছেন। আপনি কণ্ব মুনির বিষয়ে কামপ্রদাতা, ধনবান্ ও হোমযুক্ত হউন। যেমন গোলাভের নিমিত্ত সংগ্রামে অশ্ব হ্রেষা শব্দ করিয়া জয়লাভ করাইয়া বাঞ্ছা পূর্ণ করে।"

অতঃপর, মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশ—"রোদসী স্বপ উরু ক্ষয়ায় চক্রিরে"—কি ভাব প্রকাশ করে, দেখা যাউক। এই অংশে 'ক্ষয়ায়' পদটি বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। ভাষ্যের অর্থ—'প্রাণিনাং নিবাসার্থং'। আমরা অর্থ করিয়াছি—'পাপক্ষয়কামিনাং নিবাসার্থং'। 'ক্ষি' ধাতুর প্রধান অর্থ—ক্ষয়মূলক। আমরা মনে করি, নিবাসার্থ তাহা হইতেই আসিয়াছে। পাপের ক্ষয় না করিতে পারিলে, 'নিবাস' (যেখানেই হউক) হয় না। নিবাসের যে চরম লক্ষ্য—ভগবৎপাদপদ্ম, পাপক্ষয় ভিন্ন তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। এই সূক্ষ্মতত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম হইলে, মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের মর্ম্ম হৃদয়দর্পণে স্বতঃপ্রতিফলিত হইয়া থাকে। দ্যুলোকে ভূলোকে ও অন্তরিক্ষ-লোকে—তিন লোকে তিন শ্রেণীর প্রাণী আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলা যায়, ঐ তিন শ্রেণীর মধ্যে পুণ্যাত্মা, পাপপুণ্যের মধ্যবর্ত্তী প্রাণী এবং পাপী বাস করিয়া থাকে। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, পাপ পুণ্যের তারতম্যানুসারে, তাহাদের অবস্থার যে বিভিন্ন প্রকার স্তর আছে, তাহা মনে করা যাইতে পারে। এখানে, সেই স্তরগত পার্থক্য-নাশে, শনৈঃ শনৈঃ তাহাদিগকে উন্নত পরম পদ প্রাপ্ত করায়—এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, মনে আসে। জ্ঞান-সাহায্যে প্রাপ্ত দেবভাবসমূহ, অজ্ঞানতাকে পর্য্যুদস্ত করিয়া, যখন জীবের সহিত মিলিত হয়; তখন, সে সংশ্রবে আসিলে, পাপীর মনে পাপক্ষালন-স্পৃহা জাগরূক হইতে পারে। পাপ-পুণ্যের মধ্যপথে যে জন দণ্ডায়মান, সে সংশ্রব লাভে, সে তখন পুণ্যপথে প্রধাবিত হয়।' যিনি সামান্যমাত্র পাপসংশ্রবযুক্ত ছিলেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে পরিত্রাণ লাভ করেন। তিন শ্রেণীর প্রাণীর জন্যই নিবাস-স্থান বিস্তৃত হয়—ইহাই এ স্থলের মর্ম্মার্থ। এখানে একটা আশা-আশ্বাসের অভয়বাণী বিঘোষিত হইয়াছে বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে একটী ঋকে ('পঞ্চত্রিংশৎ-সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে) তিন লোকের একটু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে, 'অমৃত,' 'জীবিত' ও 'মৃত' এই তিন শ্রেণীর প্রাণীর জন্য যথাক্রমে 'দ্যুলোক,' 'ভূলোক' ও 'অন্তরিক্ষ-লোক' নির্দ্দিষ্ট আছে—বলা হইয়াছে। সেখানে সাধারণ-ভাবে সেইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—মনে করা যায়। এখানে তাহার সূক্ষ্মভাব অর্থাৎ পর্য্যায় প্রকাশ পাইয়াছে। যে পাপী, সে

মৃত'; তাহার পক্ষে কোনই আশার কথা নাই—সত্য; কিন্তু তাহার সূক্ষ্ম-দেহ যদি ভগবৎকৃপালাভে সমর্থ হয়, তাহারও পরিত্রাণের সম্ভাবনা আছে যদি পূর্ব্বার্জ্জিত কণামাত্র সৎকর্ম্মের সূক্ষ্ম-সূত্রেরও সংশ্রব থাকে, তাহার দ্বারাও পাপী উপকার প্রাপ্ত হইতে পারে। যদি মৃত্যুযন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গেও, জীব পূর্ব্বকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা-প্রকাশে ভবিষ্য সদিচ্ছায় অনুপ্রাণিত হয়, মৃত-অবস্থায় তাহার সে ইচ্ছাও সুফলপ্রসূ হয়। ফলতঃ, সময় নাই বলিয়া, আর দিন পাইব না—ভাবিয়া, মৃত্যুকালেও কাহারও হতাশ হইবার কারণ নাই,—এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব যেন এখানে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যে পাপী, জীবনে জ্ঞানে কখনও কোনও পুণ্যকর্ম্ম করিতে পারে নাই, সে হয় তো হতাশে মনে করিতে পারে,—'আমার আর কিসের আশা। আমি তো ডুবিয়াই আছি! ডুবিয়াই যাইব। পাপপুণ্যের বিচারে আমার আর কি প্রয়োজন?' এখানে সেই হতাশ জনকে আশ্বাসিত করা হইয়াছে; বলা হইতেছে,—'কেন হতাশ হও? এখনও পুণ্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। তাহাতেও দেবভাবসমূহ আসিয়া তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন।' ইহাতে যদি পাপীর হৃদয়ে সংজ্ঞার সঞ্চার হয়, শনৈঃ শনৈঃ সেও ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহাই মন্ত্রের এই অংশের তাৎপর্য্য।

অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশের (দ্বিতীয় পংক্তির) বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। এই অংশের তিন-চারিটী পদে নানা সংশয় ঘনীভূত করিয়া রাখিয়াছে। প্রথম পদ—'কণ্বে'। উহাতে ভাষ্যকার এবং প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই কণ্ব নামক মহর্ষির সম্বন্ধ সূচনা করিয়াছেন। তাহাতে বেদের নিত্যত্বে ও অপৌরুষত্বে বিঘ্ন ঘটিয়াছে; এবং মন্ত্রার্থও পূর্ব্বাপর সঙ্গতিহীন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা এখানে ধাত্বর্থানুসারে কণ্ব-পদে 'নীচ জন' 'পাপী' অর্থ গ্রহণ করিলাম। পূর্ব্বেও দুই এক ক্ষেত্রে কণ্ব-পদে আমরা ঐরূপ ভাবই পরিগ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। এখানেও সেই অর্থ-সঙ্গতিই লক্ষ্য করা যায়। 'কণ্বে বৃধা দ্যুম্নী আহুতো ভবেৎ'—এই মন্ত্রাংশের তাহাতে সঙ্গত ও সুষ্ঠু ভাবই প্রাপ্ত হই। তদনুসারে বুঝি, ঐ অংশে বলা হইয়াছে,—'(দেবভাবের সহায়তা পাইলে) অতিবড় পাপীর প্রতিও আপনি করুণাপরায়ণ হন, তাহাকে অভীষ্টফল দান

করেন, সে পরম ধন প্রাপ্ত হয়, এবং আপনি তাহার পূজা গ্রহণ করেন।' ঐ অংশের ইহাই সমীচীন অর্থ নহে কি? মন্ত্রের সমস্থামূলক অপর পদত্রয়—'ক্রন্দদশ্বো গবিষ্টিষু'। এখানে, 'গবিষ্টিষু' পদে 'গাভী উদ্ধার সংক্রান্ত সংগ্রামে' অর্থ আমনন করা হয়। তাহাতে অসুরগণ কর্তৃক গোরু-চুরির উপাখ্যান আসিয়া যোগ দান করে; এবং বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রসৈন্যগণের যুদ্ধের প্রসঙ্গ প্রখ্যাপিত হইয়া থাকে। সে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া "অশ্বঃ ক্রন্দৎ" অর্থাৎ 'অশ্বগণ হ্রেষা রব করে' এই ভাব তাহার সঙ্গে যোগ হইয়া যায়। 'সোণায় সোহাগা' সমাবেশ ঘটে। কিন্তু গরু-চুরির উপাখ্যান যে আদৌ ভিত্তিহীন, উহা যে একটী রূপক অলঙ্কার মাত্র, তাহা পূর্ব্বাপর নানাস্থানে আমরা প্রতিপন্ন করিয়া আসিতেছি। গো-শব্দে সর্ব্বত্রই প্রায় জ্ঞান-কিরণ অর্থের সঙ্গতি দেখি। এখানেও সেই ভাব গ্রহণ করুন। 'অশ্ব' বলিতেও, এখানে ঘোটককে বুঝাইতেছে না। 'ক্রন্দৎ' পদও—উহার ধাতুগত অর্থ—ক্রন্দনের বা আকুল আহ্বানের ভাব পরিত্যাগ করিয়া, 'আনন্দের ধ্বনি—হ্রেষাধ্বনি' অর্থ কেন খ্যাপন করিবে? 'অশ্ব' পদের ব্যাপক অর্থ, পূর্ব্বেও দুই এক স্থলে আমরা খ্যাপন করিয়াছি। ব্যপ্ত্যর্থক 'অশ্‌'-ধাতু-নিষ্পন্ন ঐ পদে, আমরা মনে করি, 'ব্যাপকবুদ্ধি-বিশিষ্ট জন—আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জন' অর্থই এখানে সমীচীন ও সুসঙ্গত। 'ক্রন্দৎ' পদ আকুল আহ্বানের ভাব-দ্যোতক। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জন—সদা পরহিতব্রতে রত। কি-সে জীবের উদ্ধার হয়,—এই অনুপ্রেরণায় তাঁহাদের প্রাণ নিয়ত উদ্বুদ্ধ। জগতের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা নিয়ত ব্যাকুল হইয়া আছেন, ভগবানের দ্বারে আকুল প্রার্থনা জানাইতেছেন;—এখানে এই ভাব প্রকাশমান্।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রে একটী সুন্দর প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে—মনে করিতে পারি। সে প্রার্থনা;—'হে জ্ঞানময়! আপনার শক্তি-সাহায্যেই দেবভাবসমূহ কর্তৃক অজ্ঞানতা বিধ্বস্ত হয়; আর তাহারই ফলে সংসারে ভগবন্মহিমা প্রকাশ পাইয়া থাকে। আত্ম-জ্ঞানসম্পন্ন জন যেমন ভগবানের সম্বন্ধ-বিষয়ে ব্যাকুল হন, সংসারে এবং আপনাতে সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্বিভূতি-বিস্তারে যেমন তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়, সেইরূপ ভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগের প্রতি আপনি

করুণা প্রকাশ করুন। আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন; আমাদিগকে ধনদানে তৃপ্ত করুন; আমাদিগের কামনা পরিপূর্ণ হউক।' আমরা মনে করি, এই ভাব বক্ষে লইয়াই ঋক্ প্রকটিত রহিয়াছে। (১ম—৩৬সূ—৮ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

প্রবর্গ্যে মহাবীরে স্বরে সংসাদ্যমানে সংসীদস্বং মহাং অসীত্যেষা স্পৃষ্টোদকমিতি খণ্ডে সূত্রিতং। সংসীদস্ব মহাং অসীতি সংসাদ্যমানে। আ০ ৪।৬। ইতি॥

তামেতাং সূক্তে নবমীমৃচমাহ॥

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

সং সীদস্ব মহাঁ অসি শোচস্ব দেববীতমঃ।

বি ধূমমগ্নে অরুষং মিয়েধ্য সৃজ

প্রশস্ত দর্শতং॥ ৯॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সং। সীদস্ব। মহান্। অসি। শোচস্ব। দেবহবীতমঃ।

বি। ধূমং। অগ্নে। অরুষং। মিয়েধ্য। সৃজ।

প্রহশস্ত। দর্শতং॥ ৯॥

সায়ণ-ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'সংসীদস্ব মহাং অসীতি সংসাদ্যমানে' (আং ৪।৬) এই মন্ত্র 'প্রবর্গ্যে মহাবীরে............ স্পৃষ্টোদকমিতি খণ্ডে' সূত্রিত আছে।

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব)! ত্বং 'সংসীদস্ব' (সর্ব্বতোভাবেন মম হৃদ্দেশে উপবিশ); ত্বং 'মহান্' (শ্রেষ্ঠঃ) 'অসি' (ভবসি); * 'দেববীতমঃ' (অতিশয়েন দেবান্ কাময়মানঃ, দেবপ্রাপকঃ) ত্বং 'শোচস্ব' (দীপ্যস্ব, দেবভাবপ্রদায়কো ভব); 'মিয়েধ্য' (হে মেধাবী, হে জ্ঞানদ) 'অরুষং' (গমনশীলং, ব্যাপ্তিবিশিষ্টং) 'দর্শতং' (দর্শনীয়ং, লোকপ্রাপনীয়ং) 'ধূমং' (অগ্নেরস্তিত্বজ্ঞাপকং পরিচয়ং, জ্ঞানস্য বিদ্যমানচিহ্নং) 'বিসৃজ' (বিশেষেণ প্রকাশয়)। হে জ্ঞানময়! মম হৃদয়ে অধিতিষ্ঠ; তব স্বরূপং প্রকাশয়; কিং জ্ঞানং কিং বা অজ্ঞানং তত্ত্বং বিজ্ঞাপয়; তেন তব পরিচয়চিহ্নং দৃষ্ট্বা বয়ং সর্ব্বে তবানুসারিণঃ ভবামঃ। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৬সূ—৯ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানস্বরূপ হে দেব!—আপনি সর্ব্বতোভাবে আমার হৃদয়ে উপবেশন করুন; আপনি শ্রেষ্ঠ হন; দেবপ্রাপক আপনি দ্যোতমান্ অর্থাৎ দেবভাব-প্রদায়ক হউন; হে মেধাবী (জ্ঞানপ্রদ) দেব!—ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, লোকপ্রাপণীয়, আপনার পরিচয়-চিহ্ন আপনি বিশেষভাবে প্রকাশ করুন (ধূম দেখিয়া যেমন অগ্নির অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়, আপনার অস্তিত্বজ্ঞাপক তেমন কোনও চিহ্ন আমাদিগকে প্রদর্শন করুন)। (১ম—৩৬সূ—৯ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে সসীংদস্ব বর্হিষ্যুপবিশ। মহানসি। গুণাধিকো ভবসি। দেববীতমঃ। অতিশয়েন দেবান কাময়মানঃ। শোচস্ব। দীপ্যস্ব। হে মিয়েধ্য মেধার্হ প্রশস্ত উৎকৃষ্টাগ্নে। অরুষং গমনশীলং দর্শতং দর্শনীয়ং ধূমং বিসৃজ। বিশেষেণ সম্পাদয়॥

সীদস্ব। ষদ্লৃ বিশরণগত্যবসাদনেষু। ব্যত্যয়েনাত্মনে পদং। প্রার্থনায়াং লোটি শপি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! তুমি কুশোপরি উপবেশন কর, গুণাধিক হও, দেবগণ কর্তৃক প্রার্থ্যমান হইয়া অতিশয় দীপ্ত হও (অর্থাৎ উজ্জ্বলভাব ধারণ কর)। হে মিয়েধ্য উৎকৃষ্টাগ্নে! গমনশীল দর্শনীয় ধূম সৃজন কর (বিশেষরূপে সম্পাদন কর)।

'সীদস্ব' পদটী, 'ষদ্লৃ বিশরণগত্যবসাদনেষু' গত্যর্থ 'ষদ' ধাতু হইতে ব্যত্যয়-হেতু আত্মনে পদ

---

* এই মন্ত্রটির প্রথম পংক্তির একটী পাঠান্তর আছে। যথা,—

"সংসীদস্ব মহাঁ অসি শোচস্ব দেববীতমঃ।" তাহাতে অন্বয়মুখে অর্থ হয়,—'মহান্' (শ্রেষ্ঠঃ) 'দেববীতমঃ' (দেবপ্রাপকঃ) ত্বং 'অভিশোচস্ব' (দীপ্যস্ব, দেবভাবপ্রদায়কো ভব)।

ভাব প্রায় একই রহিল। এ পাঠান্তরে ভাবপক্ষে কোনই পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

পাত্রাত্যাদিনা সোদাদেশঃ। মহান্। সংহিতায়াং নকারাকারয়োঃ রুত্বানুনাসিকাবুক্তৌ। শোচষ। শুচদীপ্তৌ। অদপদেশাদ্রসার্ব্বধাতুকামুদাত্তত্বেঃধাতুস্বরঃ। তিঙঃ পরত্বান্নিঘাতাভাবঃ। দেববীতমঃ। বীগতিব্যাপ্তিপ্রজননকান্ত্যশনখাদনেষু। দেবান্বেতি গচ্ছতীতি দেব বীঃ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। অতিশয়েন দেববীর্দ্দেববীতমঃ। তমপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে কৃত্তুত্তরপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং। অরুষং। অরোষণং। রিষরুষহিংসায়াং ঘঞর্থে ক বিধানমিতি ভাবে ক প্রত্যয়ঃ। নাস্তি রুষোঽস্যেতি বহুব্রীহৌ নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। মিয়েধ্য। ছন্দসি চেত্তার্থইর্থে য প্রত্যয়ঃ। মকারাৎ পর ইয়াগমশ্ছান্দসঃ। সৃজ। সৃজবিসর্গে। তুদাদিত্বাচ্ছঃ। বিকরণস্বর। পাদাদিত্বাদনিঘাতঃ। দর্শতং। ভৃমৃদৃশীত্যাদিনা দৃশেঃ কর্ম্মণ্যতচ্ প্রত্যয় ॥ ৯ ॥ (১ম—৩৬সূ—৯ঋ) ॥

নবম (৪২৮) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যানুসারে এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যায় এ ঋকের যে অর্থ প্রকাশ আছে, তাহাতে বুঝা যায়,—যেন বর্হিতে (কুশের উপর) উপবেশন জন্য অগ্নিকে আহ্বান করা হইতেছে; এবং তিনি যেন ইতস্ততঃ-বিচরণশীল ও দর্শনীয় ধূমকে বিশেষরূপে নির্গত করেন।

প্রাপ্ত, প্রার্থনা অর্থে লোট্ 'শপ্' এবং 'পাত্রা' ইত্যাদি সূত্রে 'সো' আদেশ হইয়াছে। 'মহান্' পদটীর সংহিতা অর্থে 'ন' কার ও 'অ' কারের গুরুত্ব-হেতু অনুনাসিক হইয়াছে। দীপ্তার্থ 'শুচ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'শোচষ' পদটীর 'অদপদেশাদ্রসার্ব্বধাতুকামুদাত্তত্বে' এই নিয়মে 'অনু-দাত্তত্ব' হেতু ধাতুস্বর হইয়াছে। তিঙের পর নিঘাত হয় নাই। 'দেববীতমঃ' পদটী এইরূপে সিদ্ধ হইবে; যথা,—'বীগতিব্যাপ্তিপ্রজননকান্ত্যশনখাদনেষু'; এখানে 'বী' ধাতুর গত্যর্থ গ্রহণ হইয়াছে। 'দেবানি' দেবসমূহ 'এতি গচ্ছতি' গমন করেন—এই ব্যাস-বাক্যে 'ক্বিপ্ চেতি' সূত্রে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া, 'দেববী' পদ সিদ্ধ হয়। 'অতিশয় হেতু দেববী' এই নিয়মে দেববী শব্দের উত্তর 'তমপঃ' প্রত্যয় করিয়া দেববীতম পদ হইয়াছে। 'তমপঃ' প্রত্যয়ের 'প' থাকে না বলিয়া বলিয়া অনুদাত্তত্ব-হেতু 'কৃত্তের' উত্তর পদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'অরুষং' শব্দের অর্থ অরোষণ। 'রিষরুষ হিংসায়াং' হিংসার্থ 'রুষ' ধাতুর উত্তর 'ঘঞর্থে কবিধানং' নিয়মে 'ক' প্রত্যয়। রুষ—রাগ নাই ইহার, এই বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে 'নঞ্সুভ্যামিতি' এই সূত্রে উত্তর পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'মিয়েধ্য' পদটী 'ছন্দসি চেত্তার্থইর্থে' সূত্রে 'য' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ছান্দসত্ব'—হেতু 'ম'কারের পর 'ইয়' আগম হইয়াছে। বিসর্গার্থ 'সৃজ' ধাতু হইতে 'সৃজ' এই পদটী 'তুদাদি-হেতু 'শ' প্রত্যয়। 'বিকরণস্বর' হেতু স্বরত্ব-প্রাপ্ত। পাদা-দিত্ব হেতু নিঘাত হয় নাই। 'দর্শতং' পদটীর 'ভৃমৃদৃশি' ইত্যাদি সূত্রে দৃশ ধাতুর উত্তর কর্ম্মণি-বাচ্যে 'তচ্' প্রত্যয় হইয়াছে ॥ ৯ ॥ (১ম—৩৬সূ—৯ঋ)।

এ প্রকার অর্থে, মন্ত্রের প্রথম অংশের বর্ণনীয় অগ্নিকে মানুষবিশেষ বা ঋষিবিশেষ বলিয়া মনে হয়; কেন-না, কুশে উপবেশন—জ্বলন্ত অগ্নির কার্য্য নহে—মানুষেরই কার্য্য। কিন্তু মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের বর্ণনায়, অগ্নিকে জ্বলন্ত অনল ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হয় না; কেন-না, অগ্নিরই ধূম নির্গত হয়। মন্ত্রের দুই অংশে এইরূপ দুই বিপরীত ভাব পরিব্যক্ত হইয়া পড়ে। "সীদস্ব" এবং "ধূমং বিসৃজ"—এই দুই বাক্যাংশ, সেই দুই বিপরীত ভাবের প্রধান জনক।

কিন্তু আমরা যেদিক দিয়া অর্থ করিতেছি, তাহাতে সকল পক্ষেই সমান ভাব-সঙ্গতি লক্ষিত হইবে। "সীদস্ব" এবং "ধূমং বিসৃজ" পদত্রয় সে পক্ষে কোনই গণ্ডগোল উপস্থিত করিবে না। আমরা বলি, যজ্ঞপক্ষে জ্বলন্ত অগ্নিকে আহ্বান করিয়া মন্ত্র যেরূপ উচ্চারিত হয়, তাহাই হউক। কিন্তু ভাবপক্ষে বুঝা যায় না কি—মন্ত্রের সম্বোধ্য সেই জ্ঞানময় দেবতা! প্রথমে শব্দার্থেরই অনুসরণ করি। ক্রিয়াপদ আছে—'সীদস্ব।' উহাতে কুশাসনের উপরে উপবেশন করিতে বলা হইয়াছে—এরূপ অর্থ কেন আসে? যে ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন, তাহার অর্থ—'বিশরণ গতি অবসাদন' (ষদ্‌ বিশরণগত্যবসাদনেষু)। সায়ণের ভাষ্যেই ঐ অর্থ প্রাপ্ত হই। এ পক্ষে, "অগ্নে সংসীদস্ব" বলিতে, 'হে জ্ঞানময়! হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন'—এই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইতেছে না কি? জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ; তাই "মহান্ অসি" পদদ্বয়ের প্রয়োগ। জ্ঞানই যে দেবপ্রাপক ও দেবভাব-প্রদায়ক, তাহাতে সংশয় আসিতেই পারে না; "দেববীতমঃ শোচস্ব" পদদ্বয় সেই ভাবই প্রকাশ করে।

এখন অবশিষ্ট রহিল—"ধূমং বিসৃজ"। ঐ বাক্যের যদি অর্থ করি,—'হে অগ্নিদেব! আপনি ধূম সৃষ্টি করুন'; তাহা করিতে পারি। কিন্তু এরূপ প্রার্থনা কেহ কখনও করিতে পারেন কি না বা করেন কি না, তাহা গভীর সন্দেহের বিষয়। 'আগুন! তুমি উত্তাপ দেও'—এরূপ প্রার্থনা লোকে করিতে পারে; কিন্তু 'হে আগুন! তুমি ধূম দেও'—এরূপ প্রার্থনা কল্পনাতেও আসে না। তবে কি? তাহাই ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ধূম—অগ্নির পরিচয়-চিহ্ন। নৈয়ায়িকগণের বিতর্কে, "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ"—ধূম দেখিয়া অগ্নির অস্তিত্ব প্রমাণ-

বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ পরিখ্যাপিত হয়। ফলতঃ এখানে জ্ঞানময়ের অস্তিত্ব-জ্ঞাপনের ভাবই আসিতেছে। সেই জ্ঞানময়ের নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে জ্ঞানময়! আপনার বিদ্যমানতা কিরূপে কোথায় বুঝিতে পারিব, আমায় তাহার ইঙ্গিত করুন। সে ইঙ্গিত—সে পরিচয়—যেন ব্যাপ্তিগুণবিশিষ্ট হয়; অর্থাৎ, সর্ব্বকালে সকল স্থলে তাহা যেন ব্যাপ্ত হইয়া থাকে; আর, যেন তাহা দর্শনীয় অর্থাৎ লোকের দৃষ্টির গোচরীভূত হয়। এমন ভাবে আপনার (জ্ঞানের) পরিচয়-চিহ্ন প্রকাশ পাউক,—যেন তাহা সকল কালে সর্ব্বলোকে পরিদৃশ্যমান্ হইয়া পড়ে। ভ্রম যেন না হয়। প্রমাদে যেন না পড়ি। অজ্ঞানতার কুহকে পড়িয়া বিভ্রান্ত যেন না হই।'

মন্ত্রের মর্ম্মে তাই আমরা প্রকাশ করিয়াছি,—'হে জ্ঞানময়! আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠান করুন। আপনার স্বরূপ প্রকাশ পাউক। কি জ্ঞান, আর কি অজ্ঞান, সে তত্ত্ব আমায় জানাইয়া দেন। তদ্দ্বারা আপনার পরিচয়-চিহ্ন পাইয়া আমরা সকলে যেন আপনার অনুসারী হইতে পারি। ধূম-দৃষ্টে মানুষ যেমন আগুনের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, তেমনই একটা পরিচয়-চিহ্ন প্রদর্শন করুন—যাহার অনুসরণে অগ্রসর হইয়া আপনাকে প্রাপ্ত হইতে পারি। পথ দেন; সেই পথে অগ্রসর হই।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—৩৬সূ—৯ঋ)।

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎ সূক্তং। দশমী ঋক্)।

যং ত্বা দেবাসো মনবে দধুরিহ যজিষ্ঠং হব্যবাহন।

যং কণ্বো মেধ্যাতিথির্ধনস্পৃতং যং

বৃষা যমুপস্তুতঃ ॥ ১০ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যং। ত্বা। দেবাসঃ। মনবে। দধুঃ। ইহ। যজিষ্ঠং। হব্যঽবাহন।

যং। কণ্বঃ। মেধ্যঽঅতিথিঃ। ধনঽস্পৃতং। যং।

বৃষা। যং। উপঽস্তুতঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'হব্যবাহন' (হে আহবনীয়বাহক, সৎভাবপ্রাপক, জ্ঞানময় দেব)! 'মনবে' (লোকানুগ্রহায়) 'দেবাসঃ' (সর্ব্বে দেবাঃ, দেবভাবাদয়াঃ) 'যজিষ্ঠং' (যষ্টৃতমং, পরমার্চ্চনীয়ং) 'যং' (দেবং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ইহ' (অস্মিন্ লোকে) 'দধুঃ' (ধৃতবন্তঃ); 'মেধ্যাতিথিঃ' (জ্ঞানসেবাপরঃ, মেধানুশীলনতৎপরঃ, জ্ঞানানুসন্ধিৎসুঃ) 'কণ্বঃ' (অকিঞ্চনো জনঃ, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রঃ) 'ধনস্পৃতং' (পরমার্থদানেন প্রীতিসাধকং, পরমার্থ-প্রাপ্তিমূলীভূতং) 'যং' (যং ত্বাং) দধে; 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষণকারী দেবঃ, পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ পুরুষঃ) 'যং' (যং ত্বাং) দধে; 'উপস্তুতঃ' (উপাসনাপরায়ণো জনঃ, সামীপ্যপ্রাপ্তঃ সাধকঃ) 'যং' (যং ত্বাং) দধে; স ত্বং সংসীদস্ব ইতি শেষঃ। সর্ব্বৈর্দেবভাবৈঃ সহ জ্ঞানস্য অভিন্নসম্বন্ধোঽস্তি; জ্ঞানসম্বন্ধযুক্তস্য জনস্য শ্রেয়ঃ সর্ব্বতোভাবেন ভবতি; সকলমঙ্গলসাধকং তৎ জ্ঞানং মম হৃদয়ং অধিকারং করোতু ইতি প্রার্থনা। (১ম—৩৬সূ—১০ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

(ভগবৎসমীপে) আহবনীয়বাহক হে (জ্ঞানময়) অগ্নিদেব!—লোকানুগ্রহের নিমিত্ত সর্ব্বদেবগণ (সকল দেবভাবসমূহ) পরমার্চ্চনীয় যে তুমি সেই তোমাকে ইহসংসারে ধারণ করিয়া আছেন (অর্থাৎ, সকল দেবভাবের সহিত জ্ঞানের বিদ্যমানতা অবিচ্ছিন্ন হইয়া আছে); জ্ঞানসেবাপর (মেধানুশীলনতৎপর) অকিঞ্চন জন, পরমার্থপ্রাপ্তির মূলীভূত যে তুমি, সেই তোমাকে ধারণ করে; যিনি অভীষ্টবর্ষণকারী (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন), তিনিও যে তোমাকে ধারণ করেন; উপাসনাপরায়ণ জন (ভগবৎ-সামীপ্য-প্রাপ্ত সাধক) যে তোমাকে ধারণ করেন; সেই তুমি আমার হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠান কর। (১ম—৩৬সূ—১০ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে হব্যবাহন হবিষো বাহকাগ্নে মনবে মনোরনুগ্রহায় দেবাসঃ সর্ব্বে দেবা যজিষ্ঠ-মতিশয়েন পূজ্যং যষ্টৃতমং বা যং ত্বামিহ যজনদেশে দধুঃ। ধৃতবন্তঃ। মেধ্যাতিথির্মেধ্যৈ-রতিথিভির্যুক্তৈঃ কণ্ব এতন্নামকো মহর্ষি যং ত্বাং ধনস্পৃতং ধনেন প্রীণয়িতারং কৃত্বা দধ ইতি শেষঃ। তথা বৃষেন্দ্রো যং ত্বাং দধে। তথোপস্তুতোঽন্যোঽপি স্তোতা যজমানো যং ত্বাং দধে স ত্বং সংসীদস্বেতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥

দধুঃ। লিট্যসি কিত্ব আতো লোপ ইটিচেত্যাকার লোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। যজিষ্ঠং। যষ্টৃশব্দাত্তু ছন্দসি। পা০ ৫।৩।৫৯। ইত্যগুণবচনাদপ্যাতিশায়নিক ইষ্ঠন্। তুরিষ্ঠেমেয়ঃসু। পা০ ৬।৪।১৫৪। ইতি তৃলোপ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। হব্যবাহন। হব্যং বহতীতি হব্যবাহনঃ। হব্যেঽনন্তঃপাদং। পা০ ৩.২।৬৬। ইতি বহতেঞ্যুর্দ্। মেধ্যাতিথিঃ। মেধ্যা অতিথয়ো যস্যেতি বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ধনস্পৃতং। ধনৈরস্মাণপৃণোতি প্রীণয়তীতি ধনস্পৃৎ। স্পৃ প্রীতি বলয়োঃ। কিপচেতি কিপ। ততস্তুক্। কৃদুত্তরপদ প্রকৃতিস্বরত্বং। উপস্তুতঃ। ক্তিচক্তৌ চ সংজ্ঞায়ামিতি কর্ত্তরি ক্তঃ। থাথাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং॥ ১০॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে নবমো বর্গঃ॥ ৯॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে হবির্ব্বাহক অগ্নে! দেবগণ মানবের অনুগ্রহ জন্য (অর্থাৎ মঙ্গলের জন্য) অতিশয় পূজ্য যে তোমাকে যজন-দেশে ধারণ করিয়াছেন; পূজার্হ অতিথিগণযুক্ত কণ্ব মহর্ষি যে তোমাকে ধনের দ্বারা তৃপ্ত করিয়া ধারণ করিয়াছিলেন; সেইরূপ ইন্দ্র এবং অন্য স্তোতা যজমানগণ যে তোমাকে ধারণ করিয়াছিলেন; (সেই তুমি এই স্থানে উপবেশন কর)। পূর্ব্বের সহিত অন্বয়।

'দধুঃ' পদটীতে 'লিট্যসি কিত্ব আতো লোপ ইটি চ' এই সূত্রে 'আ'-কারের লোপ; প্রত্যয়ের স্বরত্ব। 'যজিষ্ঠং' পদটী 'যষ্টৃ শব্দাত্তু ছন্দসি' (পাং ৫।৩।৫৯) এই সূত্র দ্বারা 'অগুণ বচনাদপ্যাতিশায়নিক ইষ্ঠন্'—অগুণঃ বচনের উত্তর ও অতিশয়ার্থে ইষ্ঠন্ প্রত্যয়। 'তুরিষ্ঠে-মেয়ঃসু' (পা০ ৬।৪।১৫৪) এই সূত্রে 'তৃ' লোপ, 'ন'কারের 'ইৎ' অর্থাৎ লোপ-হেতু আদ্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'হব্যকে বহন করেন' এই ব্যাস-বাক্যে 'হব্যবাহন' পদটী হইয়াছে। 'হব্যেঽনন্তঃপাদং' (পাং ৩।২।৬৬) সূত্রে 'বহতেঞ্যুর্দ্' নিয়মে 'যুং' অর্থাৎ 'ব' হইয়াছে। 'মেধ্যাতিথিঃ'—'মেধ্য' অর্থাৎ পূজ্য অতিথি যাহার—এই ব্যাস-বাক্যে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। 'ধনস্পৃতং'—ধন দ্বারা প্রীতি উৎপাদন করেন—এই ব্যাস-বাক্যে ধনস্পৃৎ পদ হয়। 'স্পৃ' ধাতু প্রীতি ও বলার্থ বুঝায়। 'কিপ্‌চেতি' সূত্রে কিপ্ প্রত্যয়, তদুত্তর 'ততস্তুক' সূত্রে 'তুক' প্রত্যয়। কৃতের উত্তর-পদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'উপস্তুতঃ' পদে, 'ক্তিচক্তৌচ সংজ্ঞায়াম' সূত্রে কর্ত্তৃবাচ্যে ক্তঃ প্রত্যয়। 'থাথাদিনা' এই নিয়মানুসারে উত্তর পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ ১০॥ (১ম—৩৬সূ—১০ঋ)॥

ইতি প্রথমাষ্টকের তৃতীয়াধ্যায়ের নবম বর্গ সমাপ্ত॥ ৯॥

দশম (৪২৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের সহিত পুরাবৃত্তের নানা সম্বন্ধ কল্পনা করা যায়; তৎসূত্রে ঋকের অর্থও নানাপ্রকারে পরিকল্পিত হইতে পারে। ঋকের অন্তর্গত এক একটী পদের আলোচনা করিতেছি; তাহাতে সে সকল ভাব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

প্রথম পদ—'হব্যবাহন'। এই পদে অগ্নিকে লক্ষ্য করিতে পারে, অগ্নি-নামক ঋষির বিষয় মনে আসিতে পারে, আবার জ্ঞানের প্রতিও দৃষ্টি পড়ে। অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইলে, তাহা দেবগণ-সমীপে সংবাহিত হয়; সে পক্ষে তাঁহাকে 'হব্যবাহন' বলা হয়। অগ্নি-ঋষি দেবগণের নিকট গমন করিয়া উপাসকের প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন, পুরাণে এরূপ উপাখ্যান আছে। সুতরাং সেই ঋষির সম্বন্ধেও 'হব্যবাহন' পদ প্রযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়। আবার অন্যপক্ষে আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করিয়া দেখুন,—জ্ঞানই প্রকৃত 'হব্যবাহন'। কেন-না, জ্ঞানের সাহায্যেই ভগবান্ আমাদের ভক্তিসুধা (শুদ্ধসত্ত্বভাব) প্রাপ্ত হন। জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারি; জ্ঞানের দ্বারাই তাঁহাতে সত্ত্বভাব লীন হয়। অতএব, জ্ঞানই হব্যবাহন।

দ্বিতীয় পদ—'মনবে'। সাধারণ প্রচলিত অর্থ—মনুকে অনুগ্রহ করিবার জন্য। মনু বলিতে, ব্রহ্মার পুত্র, মনুষ্যের আদি-পুরুষ বুঝায়। চতুর্দ্দশ-কল্পে স্বায়ম্ভুবাদি-ভেদে চতুর্দ্দশ মনুর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পৃথিবীর আদি-রাজা মনু-নামে প্রখ্যাত হন। এ পক্ষে 'মনবে' পদে ইঁহাদের একতম মনুর প্রতি লক্ষ্য পড়ে। কিন্তু আমরা অর্থ করিয়াছি—'লোকের (মনুষ্যের) অনুগ্রহের জন্য।' মনুর যজ্ঞে কোন্ কালে কি হইয়াছিল, সে প্রসঙ্গের অবতারণা না করিয়া, 'সকল কালে সকল অবস্থায় মনুষ্যমাত্রকে অনুগ্রহ করিবার জন্য'—এই ভাবই এখানে গ্রহণীয়। 'মনু' শব্দের 'মনুষ্য' অর্থই এখানে সমীচীন বলিয়া মনে করি।

তৃতীয় পদ—'দেবাসঃ'। ইহার অর্থ 'দেবগণ'। কিন্তু তাহা হইতে

ক্রমশঃ ঋত্বিগ্-গণে পরিণত করা হইয়াছে। আমরা মনে করি, এখানে দেবগণ অর্থই সঙ্গত—দেবভাব-রূপ অর্থই সমীচীন। 'মনুর অনুগ্রহের জন্য ঋত্বিকেরা অগ্নিকে ধারণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ যজ্ঞস্থলে অগ্নি প্রজ্বালিত রাখিয়াছিলেন'—এ অর্থ যে মূল হইতে অধ্যাহৃত হইতে পারে না, তাহা আমরা বলিতেছি না। তবে সকল দিকের সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অর্থ করিলে, বুঝা যায়, এখানে বলা হইয়াছে, 'মনুষ্যের উপকারের জন্য সকল দেবভাবের সহিত জ্ঞানের সমাবেশ আছে।' 'দেবভাব—সত্ত্বভাব—জ্ঞানের' সহিত অবিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। এই নিত্যসত্য-তত্ত্বই এখানে প্রকটিত।

'ইহ' পদে 'যজ্ঞক্ষেত্র' না বুঝাইয়া, 'এই সংসার' অর্থ বুঝানই সঙ্গত। 'যজিষ্ঠং' পদে, জ্ঞান যে অর্চ্চনার সামগ্রী, জ্ঞানার্জ্জন যে অত্যাবশ্যক, সেই সেই ভাব দ্যোতনা করিতেছে। 'মেধ্যাতিথিঃ' পদে 'যাগকুশল অতিথিবিশিষ্ট' অর্থ লিখিত হয়। অথবা, ঐ পদে কেহ বা মেধাতিথি নামক ঋষির সহিত সম্বন্ধও সূচনা করেন। কিন্তু আমরা বলি, মেধার (জ্ঞানের) দ্বারে যিনি অতিথি, তিনি মেধাতিথি (মেধ্যাতিথিঃ)। তাহা হইলেই 'মেধানুশীলনতৎপর' 'জ্ঞানানুসন্ধিৎসু' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'কণ্বঃ' পদে 'অকিঞ্চনের' ভাব আসে। এ পদের আলোচনা পূর্ব্বেও করা হইয়াছে। এ পক্ষে "মেধ্যাতিথিঃ কণ্বঃ" পদদ্বয়ের মর্ম্ম হয় এই যে—অকিঞ্চন (অতি ক্ষুদ্র জনও) জ্ঞানের সেবাপরায়ণ (মেধানুশীলন-তৎপর) হইলে, জ্ঞানের অধিকারী হয় (জ্ঞানের ধারণা করিতে পারে)। 'ধনস্পৃতং' পদ জ্ঞানেরই বিশেষণ। ইহার প্রচলিত অর্থ—'ধনের দ্বারা তৃপ্তিকারক'। কিন্তু সে ধন কি প্রকার? সে ধন—পরমার্থ। 'পরমার্থের দ্বারা তৃপ্তিসাধন করে' বলিতে, 'পরমার্থ প্রাপ্তির মূলীভূত' অর্থই আসিয়া থাকে। ইহাতে "মেধ্যাতিথিঃ কণ্বঃ ধনস্পৃতং যং" বাক্যের তাৎপর্য্য হয়,—'অতি-ক্ষুদ্র অকিঞ্চন জনও জ্ঞানানুশীলনতৎপরতার ফলে পরমার্থপ্রদ যে আপনাকে প্রাপ্ত হয়।' 'বৃষা' পদের অর্থ—অভীষ্ট-বর্ষণকারী। ঐ পদে ইন্দ্রকে বুঝায়। ভাব এই যে,—'পরমৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন জন যে আপনাকে ধারণ করে।' ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় 'উপস্তুতঃ' পদের অর্থ যজমান করা হইয়াছে। কেহ বা, 'উপস্তুতঃ' পদে ঐ নামধেয়

ঋষিকে বুঝাইতেছে—বলিতেছেন। আমরা বলি, ঐ শব্দে ভগবৎ-সামীপ্য-প্রাপ্ত জনকে বুঝাইতেছে। ভাব এই যে,—'উপাসনাপরায়ণ জন যে আপনাকে ধারণ করিতে সমর্থ হয়।' সেই যে আপনি, আসিয়া আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন, এই প্রার্থনা।

এই সকল বিষয় অনুধাবন করিলে, মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ দাঁড়ায়; যথা,—'সকল দেবভাবের সহিত জ্ঞানের অভিন্ন সম্বন্ধ আছে; কি মহৎ, কি ক্ষুদ্র, জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলে, যে কেহ, সকলেই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়োলাভ করে। সকল-মঙ্গলসাধক সেই জ্ঞান আমার হৃদয় অধিকার করুন—এই প্রার্থনা।' (১ম—৩৬সূ—১০ঋ)।

—— • ——

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্ত্রিংশৎসূক্তং। একাদশী ঋক্।)

যমগ্নিং মেধ্যাতিথিঃ কণ্বঃ ঈধে ঋতাদধি।

তস্য প্রেষো দীদিয়ুস্তমিমা ঋচস্তমগ্নিং

বর্দ্ধয়ামসি ॥ ১১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

যং। অগ্নিং। মেধ্যাঽঅতিথিঃ। কণ্বঃ। ঈধে। ঋতাৎ। অধি।

তস্য। প্র। ইষঃ। দীদিয়ুঃ। তং। ইমাঃ। ঋচঃ। তং। অগ্নিং।

বর্দ্ধয়ামসি ॥ ১১ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মেধ্যাতিথিঃ' (জ্ঞানানুসন্ধিৎসুঃ) 'কণ্বঃ' (দীনজনঃ, অকিঞ্চনঃ) 'ঋতাৎ' (সত্যাৎ, সৎ-সম্বন্ধবশাৎ) 'যং' (পরমশ্রেয়ঃসাধকং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানং) 'অধি' (অধ্যাহৃত্য, সর্ব্বতঃ) 'ঈধে' (আত্মনি দীপ্তবান্), 'তস্য' (জ্ঞানাগ্নেঃ) 'ইষঃ' (রশ্ময়ঃ) 'প্র-দীদিয়ুঃ' (প্রকর্ষেণ দীপ্যন্তে, সর্ব্বত উদ্ভাসন্তে); 'তং' (শ্রেয়ঃসাধকং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানং) 'ঋচঃ' (স্তোত্রৈঃ, মন্ত্রাত্মকং উপাসনাপ্রভাবেন) বয়ং 'বর্দ্ধয়ামসি' (বর্দ্ধয়ামঃ, হৃদ্দেশে দৃঢ়ভাবেন প্রতিষ্ঠাপয়ামঃ)। জ্ঞানানুসন্ধিৎসুঃ দীনোঽপি সৎকর্ম্মণা সহ নিত্যসম্বন্ধত্বাৎ পরমং জ্ঞানং লভতে ; তেন জ্ঞান-মহিমা সর্ব্বত্র প্রকাশতে ; ভগবদর্চ্চনাপ্রভাবেন সৎকর্ম্মণা চ বয়ং আত্মনি তৎ জ্ঞান বর্দ্ধয়ামঃ। হে দেব! তৎপক্ষে সহায়ো ভব। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৬সূ—১১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানানুসন্ধিৎসু দীনজন, সৎকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধবশতঃ (সৎকর্ম্ম হইতে) যে পরম শ্রেয়ঃসাধক জ্ঞানাগ্নিকে সর্ব্বতঃ আপনার মধ্যে দীপ্যমান্ করিয়া থাকেন, সেই জ্ঞানাগ্নির রশ্মি সর্ব্বতঃ উদ্ভাসিত হয় ; শ্রেয়ঃসাধক সেই জ্ঞানাগ্নিকে, ঋঙ্মন্ত্রোচ্চারণে—ভগবদুপাসনা-প্রভাবে, আমরা যেন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করি। (১ম—৩৬সূ—১১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

মেধ্যাতিথিযাগযোগ্যা অতিথয়ঃ ঋত্বিগ্রূপা যস্য তাদৃশঃ কণ্ব ঋষির্ঋতাদধি। আদিত্যা-দধ্যাহৃত্য যমগ্নিমীধে। দীপ্তবান্। তস্যাগ্নেরিষো গমনস্বভাবা রশ্ময়ঃ প্রদীদিয়ুঃ। প্রকর্ষেণ দীপ্যন্তে। তথা তমগ্নিমিমা অস্মাভিঃ প্রযুজ্যমানা ঋচো বর্দ্ধয়ন্তীতি শেষঃ। বয়মপি তমগ্নিং বর্দ্ধয়ামসি। স্তোত্রৈর্বর্দ্ধয়ামঃ।

ঈধে। ইন্ধি ভবতিভ্যাঞ্চ। পা০ ১।২।৬। ইতি লিটঃ। কিত্বাদনিদিতামিতি নকার-লোপঃ। দ্বিৰ্ভাবহলাদিশেষয়োঃ কৃতয়োঃ সবর্ণদীর্ঘঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। যদ্বৃত্তয়োপাদ-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যাঁহার অতিথিসকল যাগযোগ্য ঋত্বিক্‌রূপ, তাদৃশ কণ্বঋষি আদিত্য হইতে আহরণ করিয়া যে অগ্নিকে প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন ; সেই অগ্নির গমনশীল রশ্মিসমূহ প্রকৃষ্টরূপে দীপ্যমান রহিয়াছে ; সেই অগ্নিকে আমাদের কর্তৃক প্রযুজ্যমান ঋক্ সকল বর্দ্ধিত করিতেছে। আমরাও স্তোত্র দ্বারা সেই অগ্নি বর্দ্ধিত করি।

'ঈধে' এই পদে, 'ইন্ধিভবতিভ্যাঞ্চ' (পা০ ১।২।৬) সূত্রে লিট্, 'কিত্বাদনিদিতাম্' এই নিয়মানুসারে 'ন'-কারের লোপ, 'দ্বির্ভাব হলাদিশেষয়োঃ কৃতয়োঃ' এই নিয়মে সবর্ণের দীর্ঘ হইয়াছে। প্রত্যয়ের স্বরং। 'যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাত' এই সূত্রে নিঘাতের নিষেধ

নিষাত্তঃ। ইষঃ। ইষগতৌ। ইষ্যন্তি গচ্ছন্তীতীষো রশ্ময়ঃ। দীদিয়ুঃ। দীদাতিশ্ছান্দসো ধাতুর্দীপ্তিকর্ম্মা। লিটুসীয়ভাদেশঃ। এরনেকাচ ইতি যণাদেশাভাবশ্ছান্দসঃ। বর্দ্ধয়ামসি। ইদন্তোমসিরিতিমস ইকারাগমঃ॥ ১১॥ (১ম—৩৬সূ—১১ঋ)॥

• • •

একাদশ (৪৩০) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এই ঋকের অর্থ-বিষয়ে নানা গবেষণা ও মতান্তর আছে। প্রথমে তাহার একটু আভাষ দিতেছি। পরিশেষে এই মন্ত্রে আমরা যে ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি, তাহা প্রস্ফুট করা যাইবে। এ ঋকের প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম এই যে,—'যাগশীল কতকগুলি (অথবা সাত জন) ঋত্বিক্‌কে লইয়া কণ্ব ঋষি এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞের প্রভাবে সূর্য্য হইতে অগ্নি আহরিত হয়। তার পর ক্রমশঃ সেই অগ্নি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সেই অগ্নিকে এই ঋকের দ্বারা আমরা বর্দ্ধন করিতেছি; অর্থাৎ, সেই অগ্নির মহিমাবর্দ্ধনার্থ আমরা এই স্তোত্র উচ্চারণ বা রচনা করিতেছি।'

মূলের কোন্ পদ হইতে কি সূত্রে ঐরূপ অর্থ আমনন করা যায় এবং সে সকল পদে আমরাই বা কেন অন্যরূপ অর্থ গ্রহণ করি; প্রথমে তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। তাহাতে মর্ম্মার্থ সম্যক্ বোধগম্য হইবে। 'মেধ্যাতিথিঃ' ও 'কণ্বঃ' পদদ্বয় সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য পূর্ব্ব ঋকেই প্রকাশিত হইয়াছে। 'মেধ্যাতিথিঃ' বা 'কণ্বঃ' এখানে যে কোনও ঋষির নাম নহে—ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। 'মেধ্যাতিথি' পদে 'জ্ঞানসেবাপর' বা 'জ্ঞানানুসন্ধিৎসু' এবং 'কণ্বঃ' পদে 'দীন জন' অর্থই সঙ্গত হয়। ঋকের তৃতীয় আলোচ্য-পদ—'ঋতাদধি'। উহার অর্থ করা হয়—'আদিত্য হইতে আহরণ করিয়া' (আদিত্যাৎ অধ্যাহৃত্য), সঙ্গে সঙ্গে উপাখ্যানের অবতারণা হইয়া থাকে,—'কণ্ব ঋষি আদিত্যমণ্ডল হইতে অগ্নিকে আনয়ন

করিয়াছে। 'ইষঃ'—গত্যর্থ ইষধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ইষ্যন্তি' অর্থাৎ গমন করে এই বাক্যে 'ইষঃ' শব্দের অর্থ রশ্মি। 'দীদিয়ুঃ'—দীপ্তিকর্ম্মা অর্থমূলক ছান্দস 'দীদতি' ধাতু হইতে লিট্ বিভক্তির 'উস্' প্রত্যয় করিয়া 'ইয়ঙ্' আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'এরনেকাচঃ' সূত্রে ছান্দস-হেতু 'যণ' আদেশ হয় নাই। বর্দ্ধয়ামসি পদটিতে 'ইদন্তোমসি' সূত্রে 'মস' বিভক্তির উত্তর 'ই' কার আগম হইয়াছে॥ ১১॥ (১ম—৩৬সূ—১১ঋ)॥

করেন'। এ বিষয়ে ঋষিদিগের ও শ্রুতির অনেক মত উদ্ধৃত করা হয়; এবং গ্রীস দেশের পুরাতত্ত্বের সহিত এই মতের সাদৃশ্য আছে, সুতরাং এ মত সঙ্গত ও সমীচীন, ইহা প্রতিপন্ন হইয়া যায়। * এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে,—হয় তো মহর্ষি কণ্ব কর্ত্তৃক কোনও সময় অগ্নির ও সূর্য্যের সম্বন্ধ-বিষয়ক বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল; এবং সেই সূত্রে পরবর্ত্তি-কালে ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করা হইয়া থাকিবে। কিন্তু নিত্য সত্য বেদবাক্যের সহিত ঐরূপ উক্তির সম্বন্ধ-স্থাপন আমরা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি না। 'ঋতাদধি' পদের অর্থ, আমাদের মতে, সত্য-সম্বন্ধহেতু—সৎকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধবশতঃ।' ইহাতে ভাবার্থ কত সুন্দর ও সমীচীন হয়, একটু অনুধাবন করিলেই বোধগম্য হইতে পারে।

'মেধ্যাতিথিঃ কণ্বঃ যং অগ্নিং ঋতাৎ অধি ঈধে'—এতদংশের মর্ম্ম, আমরা মনে করি, 'জ্ঞানানুসন্ধিৎসু হইয়া, সৎকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুত থাকিয়া, অতি নীচব্যক্তিও (দীনাতিদীনও) আপনার মধ্যে জ্ঞানকে প্রদীপ্ত রাখিতে সমর্থ হন।' ভাব এই যে,—'তুমি যতই ক্ষুদ্র বা যতই অজ্ঞ হও না কেন, জ্ঞানের পিপাসু হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যাও;—জ্ঞান-প্রভা আপনিই তোমাতে দীপ্তিমান্ হইবে, জ্ঞানলাভে ভগবৎ-সম্বন্ধ-স্থাপনে স্বতঃই তুমি সমর্থ হইতে পারিবে।'

'তস্য প্রদীদিপুঃ'—বাক্যাংশের ভাব, ঐ পূর্ব্ব-ব্যাখ্যাতেই সম্যক্ পরিস্ফুট হয়। অজ্ঞজন, ক্ষুদ্রজন, যখন জ্ঞান-ধনের অধিকারী হইয়া যায়; তখন জ্ঞানের মাহাত্ম্যে—তাহার কর্ম্ম-মহিমা স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। দীনের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়াই ভগবান 'করুণাময়' নামে প্রখ্যাত হন। এই সত্যতত্ত্বই এখানে পরিব্যক্ত রহিয়াছে।

উপসংহারে মন্ত্রের শেষাংশে—"তং অগ্নিং ঋচঃ বর্দ্ধয়ামসি" অংশে—

---

* শ্রুতি আছে,—"আদিত্যো বা অস্তং যন্ অগ্নিমনুপ্রবিশতি। অগ্নিং বা আদিত্যং সায়ং প্রবিশতি।" অন্যত্র,—"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যক্ আদিত্যমুপতিষ্ঠতে।" এই সকল উদ্ধৃত করিয়া, পণ্ডিতগণ আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। তাঁহারা (রমানাথ সরস্বতীর টিপ্পনি দ্রষ্টব্য) আরও বলেন,—"গ্রীকদেশীয় পুরাতত্ত্বের মতেও—প্রমিথিয়স (Prometheus) সূর্য্যের রথচক্র হইতে অগ্নি আহরণ করিয়া পৃথিবীতে আনয়ন করেন এবং তজ্জন্য তাহার ইন্দ্রের (Jupiter) সহিত শত্রুতা জন্মে।"

প্রার্থনা পরিস্ফুট দেখুন। এখানকার ভাব এই যে,—'মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা, উপাসনার দ্বারা, ভগবানের প্রীতিসাধক কর্ম্মের দ্বারা, আমরা যেন আমাদের জ্ঞানকে বর্দ্ধন করিতে পারি। আমরা যেন ভগবদ্ভক্ত হই, আমরা যেন সৎকর্ম্মশীল হই, আমরা যেন জ্ঞানানুসন্ধিৎসু হই; তাহা হইলে, যদিও ক্ষুদ্র আমরা, তথাপি ভগবানের করুণা অবশ্যই লাভ করিতে সমর্থ হইব।' আত্মোৎকর্ষ-সাধন উদ্দেশ্যেই আত্মোদ্বোধনমূলক এই মন্ত্র,—ইহাই আমাদের অভিমত। (১ম—৩৬সূ—১১ঋ)।

—•—

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্ত্রিংশৎ-সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

রায়স্পূর্দ্ধি স্বধাবোঽস্তি হি তেঽগ্নে দেবেষ্বাপ্যং।

ত্বং বাজস্য শ্রুত্যস্য রাজসি স নো মৃল

মহাঁ অসি ॥ ১২ ॥

• . •

পদ-বিশ্লেষণং।

রায়ঃ। পূর্দ্ধি। স্বধাঽবঃ। অস্তি। হি। তে। অগ্নে। দেবেষু। আপ্যং।

ত্বং। বাজস্য। শ্রুত্যস্য। রাজসি। সঃ। নঃ। মৃল।

মহান্। অসি ॥ ১২ ॥

• . •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'স্বধাবঃ' (শ্রেয়ঃসাধক) 'অগ্নে' (জ্ঞানস্বরূপ দেব) অস্মাকং ত্বং 'রায়ঃ' (পরমার্থরূপাণি ধনানি) 'পূর্দ্ধি' (দেহি); 'দেবেষু' (ইন্দ্রাদিষু, সর্ব্বদেবতাবেষু) 'তে' (তব) 'আপ্যং' (প্রাপণীয়ং সখ্যং, সখ্য-সম্বন্ধং) 'হি' (খলু অবিচলিতং) 'অস্তি' (বিদ্যতে); হে দেব!

'ত্বং' 'শ্রুত্যস্য' (শ্রবণীয়স্য, প্রসিদ্ধস্য) 'বাজস্য' (ধনস্য, জয়লাভস্য) 'রাজসি' (ঈশ্বরঃ, কর্ত্তা) ভবসি; 'সঃ' (স ত্বং) 'নঃ' ((অস্মান্) 'মৃল' (সুখয়); ত্বং 'মহান্' (শ্রেষ্ঠঃ) 'অসি' (ভবসি)। জ্ঞানদেবস্য কৃপয়া নরঃ সর্ব্বদেবত্বাবং প্রাপ্নোতি, সকলমঙ্গলঞ্চ লভতে। অত্র তৎপ্রার্থনা বিদ্যতে। (১ম—৩৬সূ—১২ঋ)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

মঙ্গলসাধক জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি আমাদিগকে পরমার্থরূপ ধনসমূহ দান করুন; সকল দেবভাবের সহিত (সকল দেবতার সহিত) আপনার অবিচলিত সখ্যসম্বন্ধ বিদ্যমান্ আছে; হে দেব! আপনিই প্রসিদ্ধ ধনের (জয়লাভের) কর্ত্তা হয়েন; সেই আপনি আমাদিগকে সুখদান করুন; আপনিই শ্রেষ্ঠ হন। (১ম—৩৬সূ—১২ঋ)।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে স্বধাবঃ। অন্নবন্নগ্নে। স্বধা অর্ক ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। অস্মাকং রায়ো ধনানি পূর্দ্ধি। পূরয় দেহি বা। পূর্দ্ধি পূরয় দেহীতি যাস্কঃ। হে অগ্নে তে তব দেবেষ্বাপ্যং প্রাপণীয়ং সখ্যমস্তি হি। বিদ্যতে খলু। ত্বং শ্রুত্যস্য শ্রবণীয়স্য বাজস্যান্নস্য রাজসি। ঈশ্বরো ভবসি। স ত্বং নোঽস্মান্মৃল। সুখয়। মহান্ গুণৈরধিকোঽসি॥

রায়ঃ। ঊডিদমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। পূর্দ্ধি। পৃ পালনপূরণয়োঃ। শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসীতি হের্দ্ধিরাদেশঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। হেরপিত্ত্বেন ঙিত্বাদ্‌গুণাভাবঃ। উদোষ্ঠ্যপূর্ব্বস্যেত্যুত্বং। হলিচেতি দীর্ঘঃ। স্বধাবঃ। মতুবসোরুরিতি রুত্বং। আপ্যং অদুপধত্বা-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অন্নবিশিষ্ট অগ্নে! (অন্ননামসমূহ মধ্যে স্বধা অর্ক প্রভৃতি পাঠ আছে) আমাদিগের ধনসকল পূরণ কর, অথবা দান কর (যাস্ক—'পূর্দ্ধি পূরয় দেহি' এই প্রকার পাঠ করিয়াছেন)। হে অগ্নে! তোমার দেবতাদিগের মধ্যে প্রাপণীয় (প্রাপ্তি যোগ্য) সখ্য আছে। তুমি প্রসিদ্ধ অন্নের ঈশ্বর হও; সেই তুমি আমাদিগকে সুখ প্রদান কর, এবং মহান গুণে বর্দ্ধিত হও।

'রায়ঃ' পদটীতে 'ঊডিদং' সূত্রে বিভক্তির উদাত্ত হইয়াছে। 'পূর্দ্ধি' পদটী পালন ও পূরণার্থ 'পৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসি' এই সূত্রে 'হি' স্থানে 'ধি' আদেশ হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' সূত্রে 'শপের' লুক অর্থাৎ লোপ হইয়াছে। 'হি'র অপিত্ব অর্থাৎ 'প' ইৎ, লুক নহে বলিয়া ঙিত হেতু গুণ হয় নাই। 'উদোষ্ঠ্যপূর্ব্বস্য' সূত্রে, পূর্ব্বভাগের 'উত্ব' হইয়াছে। 'হলিচ' সূত্রে দীর্ঘ হইয়াছে। স্বধাবঃ—পদটীতে 'মতুবসো' এই সূত্রে 'রুত্ব' হইয়াছে। 'আপ্যং' পদটীতে 'অৎ'এর উপধাভাব হইলেও,

তাবেঽপি ব্যত্যয়েন পোরদুপধাৎ। পা০ ৩।১।৯৮। ইতি কর্মণি যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বা পাতি ছান্দসমাদ্যুদাত্তত্বং। শ্রুত্যস্ত। শ্রু শ্রবণে। ঔণাদিকক্যপ্। তুগাগমঃ। যদ্বা শ্রুতিশব্দাত্তবে ছন্দসীতি যৎ। মৃল। মৃড় সুখনে। শস্ত ভিন্নাদম্পদত্তণাভাবঃ ॥ ১২ ॥

দ্বাদশ (৪৩১) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রার্থনার ভাব সরল ও স্বাভাবিক। কেবল দুই একটী শব্দের অর্থান্তর থাকায় মর্মানুসারিগণের মনে সামান্য একটু ভাবান্তর ঘটিতে পারে। মন্ত্রে 'স্বধাবঃ' পদ আছে; তাহাতে সাধারণতঃ 'অন্নবন্' (অন্নবিশিষ্ট) অর্থ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু 'স্বধা' পদ মঙ্গলবাচক। শ্রেয়ঃ মঙ্গল প্রার্থনা উদ্দেশ্যেই সাধারণতঃ ঐ বাক্যের প্রয়োগ হইয়া থাকে। আমরা সেই অর্থই গ্রহণ করিলাম। জ্ঞান যে মঙ্গল-প্রদ, জ্ঞান যে শ্রেয়ঃ-সাধক, 'স্বধাবঃ' পদ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। 'রায়ঃ' পদে যে পরমার্থরূপ ধন বুঝাইয়া থাকে, তাহা আমরা অনেক স্থলেই প্রকাশ করিয়াছি। অতএব, শ্রেয়ঃ-সাধক জ্ঞানময় দেবতাকে সম্বোধন করিয়া যে পরমার্থরূপ ধনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে, মন্ত্রের প্রথমাংশে ("স্বধাবঃ অগ্নে রায়ঃ পূর্দ্ধি" অংশে) তাহাই বোধগম্য হয়। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ ("দেবেষু তে আপ্যং হি অস্তি" অংশ) জ্ঞানদেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে। জ্ঞানের সহিত যে সকল দেবভাবের অবিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধ, ঐ বাক্যে তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। জ্ঞানই যে 'বাজস্য' (ধনের বা জয়লাভের) রাজা ঈশ্বর বা কর্ত্তা, মন্ত্রের তৃতীয় অংশ ("শ্রুত্যস্য বাজস্য রাজসি" বাক্যে) তাহাই প্রকাশ করিতেছে। মন্ত্রের শেষ দুই অংশ "স নঃ মৃল" এবং "মহান্ অসি" বাক্যদ্বয় তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব-খ্যাপক এবং তাঁহার নিকট সুখের প্রার্থনা-মূলক।

'পোরদুপধাৎ' (পা০ ৩।১।৯৮) সূত্রে কর্মণি বাচ্যে 'যৎ'প্রত্যয় হইয়াছে। 'যতোঽনাবঃ' সূত্রে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অথবা 'পাতিছান্দসং' সূত্রে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'শ্রুত্যস্য' পদটী শ্রবণার্থ 'শ্রু' ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'ক্যপ্'প্রত্যয় ও তুক্ আগম করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। অথবা 'শ্রুতিশব্দের উত্তর 'তবে ছন্দসি' এই নিয়মে 'যৎ'প্রত্যয় হইয়াছে। 'মৃল' পদটী 'সুখনার্থ মৃড়' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। এস্থলে 'শ'প্রত্যয়ের ঙিত্ত্ববশতঃ লঘূপধগুণ হয় নাই। ১২।

হে দেব! আপনি শ্রেষ্ঠ; আপনি আমাদিগকে পরম ধন প্রদান করুন; আপনি আমাদিগকে সুখী করুন; আপনার অনুগ্রহে দেবভাব-সমূহ আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। আমরা বলি, এ মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই লক্ষ্য। (১ম—৩৬সূ—১২ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

যূপোচ্ছ্রয়ণ ঊর্ধ্বমূষুণ উতয় ইতি দ্বে যথাবিষ্টিরিতি খণ্ডে সূত্রিতং। ঊর্ধ্ব ঊষুণ উতয় ইতি দ্বে। আ০ ৩।১। ইতি এতে এবাভিষ্টবেঽপি বিনিযুক্তে। অথোত্তরমিতি খণ্ডে সূত্রিতং সখে সখায়মভ্যাবৃৎস্বোর্ধ্বং ঊষুণ উতয় ইতি দ্বে। আ০ ৪।৭। ইতি তয়োরাদ্যাং সূক্তে ত্রয়োদশীমৃচমাহ।

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্)।

ঊর্ধ্বং ঊষুণ ঊতয়ে তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা।

ঊর্ধ্বো বাজস্য সনিতা যদঞ্জিভির্ব্বাঘদ্ভি-

র্ব্বিহ্বয়ামহে ॥ ১৩ ॥

সায়ণ-ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'ঊর্ধ্বং ঊষুণ ঊতয়ে' ইত্যাদি দুইটী মন্ত্র যূপস্থাপন উপলক্ষে 'যথাবিষ্টিঃ' এই খণ্ডে সূত্রিত আছে। 'ঊর্ধ্বং ঊষুণ ঊতয় ইতি দ্বে' (আ০ ৩.১) ইত্যাদি আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে। অভীষ্টসিদ্ধির জন্য এই দুইটী ঋকের প্রয়োগ হয়। উত্তরাদি খণ্ডে ইহা সূত্রিত আছে। 'সখে সখায়মভ্যাবৃৎস্বোর্ধ্ব 'ঊষুণ ঊতয় ইতি দ্বে' (আ০ ৪.৭) আরণ্যকে উক্ত আছে। সেই মন্ত্রদ্বয়ের প্রথম ও এই সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্ কথিত হইয়াছে।

পদ-বিশ্লেষণং।

ঊর্দ্ধং। ঊং ইতি। সু। নঃ। ঊতয়ে। তিষ্ঠ। দেবঃ। নঃ। সবিতা।

ঊর্দ্ধঃ। বাজস্য। সনিতা। যৎ। অঞ্জিঽভিঃ। বাঘৎঽভিঃ।

বিঽহ্বয়ামহে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে অগ্নিদেব! 'নঃ' (অস্মাকং) 'ঊতয়ে' (রক্ষণায়, উদ্ধারার্থং) 'সবিতা দেবঃ ন' (যথা জ্ঞানস্বরূপঃ সবিতাদেবঃ তিষ্ঠতি তদ্বৎ, প্রজ্ঞাবৎ) 'ঊর্দ্ধং' (উন্নতঃ সন্, মূর্দ্ধ্নিদেশে অবস্থিতঃ সন্) 'ঊষু' (এব) 'তিষ্ঠ' (অবস্থানং কুরু); 'যৎ' (যস্মাৎ) 'অঞ্জিভিঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবসমন্বিতৈঃ) 'বাঘদ্ভিঃ' (আহবনীয়ৈঃ সহ) ত্বাং 'বিহ্বয়ামহে' (বিশেষেণ আহ্বয়ামঃ), তস্মাৎ 'ঊর্দ্ধঃ' (উন্নতঃ সন্, মূর্দ্ধ্নিদেশে অবস্থিতঃ সন্) 'বাজস্য' (অন্নস্য, জ্ঞানস্য, বলস্য) 'সনিতা' (দাতা) ভব ইতি শেষঃ। হে দেব! ত্বং জ্ঞানরূপেণ অস্মাকং মূর্দ্ধ্নি তিষ্ঠ, হিতং সাধয় চ। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৩৬সূ—১৩ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আমাদিগের উদ্ধারের জন্য প্রজ্ঞাবৎ আপনি মূর্দ্ধ্নি-দেশে অবস্থান করুন (জ্ঞানস্বরূপ সবিতাদেব যেমন মস্তিকে অবস্থান করেন, আপনিও সেইরূপ আমাদের রক্ষার জন্য মস্তকে প্রতিষ্ঠিত হউন); যেহেতু আমরা শুদ্ধসত্ত্বভাবসমন্বিত আহবনীয়ের সহিত আপনাকে বিশেষ-ভাবে আহ্বান করিতেছি, তজ্জন্য আপনি আমাদের মস্তিকে অবস্থান-পূর্ব্বক আমাদিগের অন্ন-দাতা হউন। (১ম—৩৬সূ—১৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে যূপ যথা যূপাঞ্জনাকর্মিষ্ঠায়ে সোহস্মাকমূতয়ে রক্ষণায়োর্দ্ধং উত্তিষ্ঠ। অত্র দৃষ্টান্তঃ। সবিতা দেবো ন। যথা সবিতাদেব উত্তিষ্ঠতি তদ্বৎ। ঊর্দ্ধ উন্নতঃ সন্

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে যূপ অথবা হে যূপনিষ্ঠ অগ্নে! তুমি আমাদিগের রক্ষার্থে উন্নত অর্থাৎ ঊর্দ্ধ হইয়া স্থিত হও। যেমন, সূর্য্যদেব আমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ঊর্দ্ধস্থিত রহিয়াছেন, সেইরূপ।

স্বাজিভ্যস্য সনিতা দাতা ভবিষ্যসি। যদ্যস্মাৎ কারণাদঞ্জিভিরাজোন যুপমঞ্জিভির্বাঘদ্ভির্ধজং বহভির্ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহ বিহ্বয়ামহে। অন্নদানায় ত্বাং বিশেষেণাহ্বয়ামঃ। তস্মাদন্নস্যদাতা ভবেতি পূর্বত্রান্বয়ঃ ॥

উর্ধ্বঃ। ইকঃ সুঞি। পা০ ৬।৩।১৩৪। ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। সুঞঃ। পা০ ৮।৩।১০৭। ইতি ষত্বং। নশ্চ ধাতুস্থোরুষুভ্যঃ। পা০ ৮।৪।২৭। ইতি ণত্বং। উতয়ে। অবতেঃ ক্তিনি জ্বরত্বরেত্যাদিনা উট্‌। উতিযূতীত্যাদিনাক্তিন উদাত্তত্বং। তিষ্ঠ। শপি পাঘ্রেত্যাদিনা তিষ্ঠাদেশঃ। ঋচোঽতস্তিঙ্ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। বাজস্য। ক্রিয়াগ্রহণং কর্তব্যমিতি কর্মণঃ সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী। সনিতা। ষণুদানে লুটি তাসি। বলাদি লক্ষণ ইট্। পা০ ৭।২।৩৫।০ তিপো ডাদেশঃ। পা০ ২।৪।৮৫। টিলোপঃ। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ তিবাদেশস্যোদাত্তত্বে প্রাপ্তে তস্যাঽনুদাত্তেদিতি তস্যানুদাত্তত্বং। ধাতুস্বরঃ। ন লুট্। পা০ ৮।১।২৯। ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। অঞ্জিভিঃ। অঞ্জূ ব্যক্তিম্রক্ষণ গতিষু। খনিকষ্য-জীত্যাদিনা। উ০ ৪।১৪০। ই প্রত্যয়ঃ। বিহ্বয়ামহে। নিসমুপবিভ্যো হ্বঃ। পা০ ১।৩।৩০। ইত্যাকর্ত্রভিপ্রায়েঽপ্যাত্মনেপদং। অতুপদেশাল্লসার্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। তিঙি চোদাত্তবতীতি গতেরনুদাত্তত্বং। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ ॥ ১৩ ॥ (১ম—৩৬সূ—১৩ঋ) ॥

উন্নত হইয়া তুমি অন্নদাতা হও। যেহেতু এই কারণেই আজ্য অর্থাৎ ঘৃতের দ্বারা যুপ-অঞ্জনকারী এবং যজ্ঞবহনকারী ঋত্বিকগণের সহিত আমরা অন্নদানের জন্য তোমাকে বিশেষরূপে আহ্বান করিতেছি, সেই হেতু তুমি অন্নদাতা হও। (পূর্বের সহিত অন্বিত)।

'উর্ধ্বঃ' পদটী 'ইকঃ সুঞি' (পাং ৬।৩।১৩৪) এই সূত্রে সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘ হইয়াছে। 'সুঞঃ' (পাং ১।৩।১০৭) এই সূত্রে ষত্ব হইয়াছে। 'নশ্চ ধাতুস্থোরুষুভ্যঃ' (পা০ ৮।৪।২৭) এই সূত্রে 'ণত্ব' হইয়াছে। 'উতয়ে' পদটী 'অবতেঃ ক্তিনি জ্বরত্বরেত্যাদিনা উট্' এই নিয়মে 'উট্' প্রত্যয় হইয়া 'উতিযূত' ইত্যাদি সূত্রে 'ক্তি'র উদাত্ত হইয়াছে। 'তিষ্ঠ' পদটী 'স্থা' ধাতু 'শপ' পরে 'পাঘ্রাত্যাদি' সূত্রে 'তিষ্ঠ' আদেশ হইয়াছে। 'ঋচোঽতস্তিঙ্' সূত্রে সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘ হইয়াছে। 'ক্রিয়া গ্রহণং কর্তব্যমিতি কর্মণঃ সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী' এই নিয়মে 'বাজস্য' পদে ষষ্ঠী হইয়াছে। 'সনিতা' পদটী দানার্থ 'ষণ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; 'লুটিতাসি' সূত্রে 'তা' আদেশ, 'বলাদিলক্ষণ ইট্' (পাং ৭।২।৩৫) এই সূত্রে 'ইট্' প্রাপ্তি, 'তিপোডাদেশ' (পাং ২।৪।৮৫) সূত্রে 'ডা' আদেশ ও 'টি'র লোপ হইয়াছে। 'উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ' এই নিয়মে 'তিপে'র উদাত্তত্ব-প্রাপ্তি থাকিলেও 'তস্যানুদাত্তাদিতি' এই নিয়মে উদাত্ত হয় নাই; ধাতুস্বর প্রাপ্তি হইয়াছে। 'ন লুট্' (পাং ৮।১।২৯) সূত্রে নিঘাতের প্রতিষেধ হইয়াছে। 'অঞ্জিভিঃ' পদটী 'ব্যক্তিম্রক্ষণ' এবং গত্যর্থ 'অঞ্জূ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; 'খনিকষ্য জীত্যাদিনা' (উং ৪।১৪০) সূত্রে 'ই' প্রত্যয় হইয়াছে। 'বিহ্বয়ামহে' পদটী 'নিসমুপবিভ্যো হ্বঃ' (পাং ১।৩।৩০) সূত্রে কর্ত্রভিপ্রায়েও আত্মনেপদ হইয়াছে। 'অৎ' উপদেশ-হেতু 'লসার্বধাতু-কানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ' এই নিয়মে ধাতুস্বর প্রাপ্ত, 'তিঙিচোদাত্তবতীতি' নিয়মে গতির অনুদাত্তত্ব ও 'যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাত' সূত্রে নিঘাতের নিষেধ হইয়াছে। (১ম—৩৬সূ—১৩ঋ)।

ত্রয়োদশ (৪৩২) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যে প্রকাশ, ঋক্‌টি যূপকাষ্ঠকে অথবা তদন্তর্ভূত অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে যূপ বা যূপস্থিত অগ্নি! তুমি উন্নত হও, এবং উন্নত হইয়া আমাদিগকে অন্ন প্রদান কর। যেহেতু আমরা ঘৃতের দ্বারা ও ঋত্বিকের দ্বারা তোমার পূজা করিতেছি, তজ্জন্য তুমি আমাদিগকে অন্ন প্রদান কর।'

মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি-বিষয়ে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই। তবে অর্থ-সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহাই বিবৃত করিতেছি। এখানে সম্বোধন—অগ্নিদেবকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অগ্নিদেব বলিতে, জ্ঞানস্বরূপকে বুঝাইয়া থাকে। আবার, 'সবিতা দেব' বলিতেও জ্ঞানময়কে বুঝায়—বলা হইয়াছে। এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে,—জ্ঞানস্বরূপকে আবার জ্ঞানময়ের বা জ্ঞানস্বরূপের ন্যায় (সবিতা দেবো ন) ঊর্দ্ধে অবস্থান করিতে বলা হইল কেন? এবংবিধ প্রশ্নের উত্তরে এখানে প্রথমে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। এ প্রসঙ্গে এখানে একবার ভগবান ও ভগবানের বিভূতি-সমূহের বিষয় অনুধ্যান করার প্রয়োজন হয়। অসংখ্য অগণ্য বিভূতির সমবায়ে ভগবানের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়। সংসারে যত প্রকার ভাব, যত প্রকার চিন্তা, যত প্রকার মঙ্গলাস্পদ বিষয় আছে বা থাকিতে পারে, তৎসমুদায় সেই ভগবানের বিভূতি মধ্যে পরিগণিত। গুণের যেমন তর-তম ভাব আছে, জ্ঞানের যেমন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বা স্তর আছে, ভগবদ্বিভূতিসমূহও সেইরূপভাবে নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। এখানে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিতে এবং জ্ঞানময় সবিতা-দেবতায় সেইরূপ একটু সূক্ষ্ম পার্থক্যের বিষয় মনে আসে। মনে আসে—সবিতা-রূপ জ্ঞান—পরম জ্ঞান; আর, অগ্নি-রূপ জ্ঞান—সাধারণ জ্ঞান। দুই জ্ঞানই এক ও অভিন্ন বটে; তবে এক জ্ঞান—সোপান স্বরূপ, অন্য জ্ঞান—ঊর্দ্ধস্থানভূত; এই পার্থক্যটুকু এখানে মনে করা যাইতে পারে। ইহাতে যে আমরা কোনও দেবতার মাহাত্ম্য-খর্ব্বর এবং কোনও

দেবতার গৌরব খর্ব্ব করিবার চেষ্টা পাইয়াছি, কেহ যেন তদ্রূপ মনে না করেন। দেবতা সকলই এক ও অভিন্ন। তবে বিষয় বিশেষ বুঝাইবার জন্য একটা স্তর পর্য্যায়-নির্দ্দেশ সময় সময় আবশ্যক হয় মাত্র। এরূপ বিবেচনায় মন্ত্রের প্রথমাংশের প্রার্থনার মর্ম্ম হয় এই যে,—'হে আমার সাধারণ জ্ঞান! হে আমার পার্থিব সৎকর্ম্মজনিত জ্ঞান'! হে আমার নিত্যসঞ্চিত জ্ঞান! তুমি একবার ঊর্দ্ধগতি লাভ কর। তাহা হইলেই আমার রক্ষা হইবে;—তাহা হইলেই আমি উদ্ধার পাইব;—তাহা হইলেই মুক্তি আমার অধিগত হইবে। জ্ঞানদেব কেন্দ্রীভূত হইয়া আমার সহস্রারে অবস্থিত হইলেই,—আমার রক্ষা—আমার উদ্ধার—আমার মুক্তি। তাই প্রার্থনা করি, তুমি আমার মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত হও।'

মন্ত্রের শেষাংশেও ঐ প্রার্থনাই একটু বিশদীকৃত আছে বলিয়া মনে হয়। এখানে বলা হইতেছে,—'হে দেব! আমরা যে তোমার অর্চ্চনা করিতেছি, আমার যে তোমার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্যই এই যে, তুমি আমাদিগের মস্তিষ্কে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে অন্ন, জয় বা মঙ্গল দান কর।' অন্নে রক্ষা, জয়ে রক্ষা—উভয়ার্থেই রক্ষার ভাব আসে। তাই 'বাজস্য' পদ প্রযুক্ত দেখি। ফলতঃ, আমাদের যজ্ঞের ফলে, আমাদের পূজার ফলে, আমাদের সৎ-কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে, জ্ঞান আমাদের মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত হউক,—আমরা রক্ষা পাইয়া যাই। ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য।

উপসংহারে মন্ত্রান্তর্গত দুইটি শব্দের বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। কেন-না, ঐ দুই শব্দের অর্থ ভাষ্যের অর্থ হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে। প্রথম—'অক্তুভিঃ' পদ। ভাষ্যের অর্থ—'আজ্যেন' অর্থাৎ ঘৃতের দ্বারা! আমাদের প্রতিবাক্য—'শুদ্ধসত্ত্বভাবসমন্বিতৈঃ'। এখানে ধাতুগত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করুন। 'অঞ্জ্' (অঞ্জ) ধাতুর অর্থ—গতি, ম্রক্ষণ, সজ্জিত-করণ। স্নেহভাবসমন্বিত দীপ্তি ও শোভার ভাবই উহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাই—শুদ্ধসত্ত্বভাব। শুদ্ধসত্ত্বভাবই ম্রক্ষণ করিয়া পাওয়া যায়, সত্ত্বভাবেই মানুষ সজ্জিত হয়। সত্ত্বভাবই গতি (ভগবৎ-সমীপে উপস্থিতি) করিয়া দেয়। যজ্ঞপক্ষে ঘৃত অর্থ হউক, কিন্তু আধ্যাত্মিক পক্ষে সত্ত্বভাব অর্থই সঙ্গত হয়। 'বাবৃধুঃ' পদে বহন

করার ভাব আসে। ঋত্বিকগণ ভগবৎসমীপে হবিঃ বহন করান বলিয়া, ঐ পদে 'ঋত্বিকগণের দ্বারা' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু 'বাহিত হয় হবিঃ' এই অর্থে আমরা আহবনীয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। শুদ্ধসত্ত্বভাব আপনিই ভগবৎসমীপে সংবাহিত হয়। সেই ভাবই এখানে প্রকাশমান। (১ম—৩৬সূ—১৩)।

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশং-সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্।)

ঊর্দ্ধো নঃ পাহ্যংহসো নি কেতুনা বিশ্বং
সমত্রিণং দহ।
কৃধী ন ঊর্দ্ধান্ চরথায় জীবসে বিদা
দেবেষু নো দুবঃ ॥ ১৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ঊর্দ্ধঃ। নঃ। পাহি। অংহসঃ। নি। কেতুনা। বিশ্বং।
সং। অত্রিণং। দহ।
কৃধি। নঃ। ঊর্দ্ধান্। চরথায়। জীবসে। বিদাঃ।
দেবেষু। নঃ। দুবঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে অগ্নিদেব! ত্বং 'ঊর্দ্ধঃ' (উন্নতঃ সন, প্রজ্ঞারূপেণ অস্মাকং মূর্দ্ধিদেশে অবস্থিতঃ সন্) 'ন' (অস্মান্) 'কেতুনা' (জ্ঞানেন) 'অংহসঃ' (পাপাৎ) 'নি' (নিতরাং) 'পাহি' (পরিত্রাণং কুরু); 'বিশ্বং' (সর্ব্বং) 'অত্রিণং' (ভক্ষকং, সত্ত্বনাশকং, শত্রুং) 'সং দহ' (সর্ব্বতোভাবেন ভস্মীকুরু); 'চরথায়' (লোকে চরণায়, জনহিতসাধনায়) 'নঃ' (অস্মান্) 'ঊর্দ্ধান্' (উন্নতান্, প্রজ্ঞাসম্পন্নান্) 'কৃধি' (কুরু); 'জীবসে' (জীবনায়, মনুষ্যজন্মসাফল্যহেতবে), 'নঃ (অস্মাকং) 'দুবঃ' (পূজাং, পরিচর্য্যাং) 'দেবেষু' (দেবভাবেষু) 'বিদাঃ' (লম্ভয়, প্রাপয়, বিস্তারয়)। হে দেব! যেন অহং জ্ঞানসাহায্যেন পাপবিদূরণক্ষমো ভবামি, শত্রুনাশসামর্থ্যঞ্চ প্রাপ্নোমি, তৎ বিধেহি; অপিচ, জনহিতসাধনায় দেবভাবলাভায় চ মাং প্রজ্ঞাসম্পন্নং কুরু। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৬সূ—১৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি প্রজ্ঞারূপে আমাদিগের মস্তিকে অবস্থিতি করিয়া জ্ঞান-সাহায্যে পাপ হইতে আমাদিগকে সর্ব্বদা পরিত্রাণ করুন; সত্ত্বভাবনাশক শত্রুদিগকে সর্ব্বতোভাবে ভস্মীভূত করুন; লোকহিত-সাধনার্থ আমাদিগকে উন্নত প্রজ্ঞাসম্পন্ন করুন; এবং আমাদিগের এই মনুষ্য-জন্মের সাফল্য-হেতু আমাদিগের পূজা (পরিচর্য্যা) দেবভাবের মধ্যে বিস্তারিত করুন (অর্থাৎ, আমরা যেন দেবভাবের সেবা করিয়া দেবত্বের অধিকারী হইতে পারি)। (১ম—৩৬সূ—১৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে যূপ যদ্বা তন্নিষ্ঠাগ্নে ঊর্দ্ধ উন্নতঃ সন্ নোঽস্মান্ কেতুনা জ্ঞানেনাংহসঃ পাপান্নিপাহি। নিতরাং পালয়। বিশ্বমত্রিণং সর্ব্বমত্তারং ভক্ষকং রাক্ষসং সন্দহ। সম্যগ্ভস্মীকুরু। নোঽস্মানূর্দ্ধানুন্নতান্ কৃধি। কুরু। কিমর্থং। চরথায়। লোকে চরণায়। জীবসে জীবনায় চ নোঽস্মাকং দুবো ধনং হবির্বরূপং দেবেষু বিদাঃ। লম্ভয় ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে যূপ অথবা যূপনিষ্ঠ অগ্নে! তুমি উন্নত হইয়া জ্ঞানের দ্বারা আমাদিগকে পাপ হইতে সম্যক্ পালন কর। সর্ব্বভক্ষক রাক্ষসগণকে দহন কর। আমাদিগকে উন্নত কর। কি জন্য? —লোকে প্রশংসা-লাভের জন্য। জীবন-ধারণের জন্য আমাদের হবিরূপ ধন দেবতাদিগের সমীপে প্রদান কর।

অত্রিণং। অদনশীলং। অদেস্ত্রিনিশ্চ। উ০ ৪১৬৯। ইত্যৌণাদিকস্ত্রিনি প্রত্যয়ঃ। যদ্বা। আদনত্রায়ন্ত ইত্যত্রাঃ। আতোহনুপসর্গে ক ইতি কঃ। আতো মনর্থ্যিন ইনিঃ। কৃধি। শ্রু শৃণু পৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসীতি হের্ধিরাদেশঃ। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। উরুষ্যান্। উত্তরপদং। পা০ ৮।৩।৮। ইতি বিকল্প বিধানাদ্ৰুত্বপ্রশান্। পা০ ৮।৩।৭। ইতি নকারস্য রুত্বাভাবঃ। চরথায়। চরেরৌণাদিকো ভাবেহথপ্রত্যয়ঃ। জীবসে। জীব প্রাণধারণে। তুমর্থে সেসেনিত্যস্য সে প্রত্যয়ঃ। বিদাঃ। বিদ্ল লাভে। অস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাল্লেটি সিপি লেটোহডাটৌ-বিত্যাডাগমঃ। তুদাদিত্বাচ্ছঃ। শে মুচাদীনামিতি নুম্ন ভবতি। অনিত্যমাগমশাসন বচনেন তস্যানিত্যত্বাৎ। ইতশ্চলোপঃ। আগমানুদাত্তত্বে বিকরণস্বর॥ ১৪॥

চতুর্দ্দশ (৪৩৩) ঋকের বিশদার্থ।

জ্ঞান ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইলে, মস্তিষ্ক জ্ঞানে পূর্ণ হইলে, পাপের কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। জ্ঞানের সাহায্যেই সদ্ভাবনাশক শত্রুকে সর্ব্বতোভাবে ধ্বংস করিতে পারি। জ্ঞানের উন্মেষে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইলেই জনহিতসাধনায় প্রবৃত্তি আসে। জ্ঞানের দ্বারাই মনুষ্যজন্ম-সাফল্যহেতুভূত দেবভাবসমূহের অধিকারী হওয়া যায়।

ঋক্ সেই চতুর্ব্বিধ প্রার্থনা বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। তাহার প্রথম প্রার্থনা,—জ্ঞান আসিয়া মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত হউক। 'হে জ্ঞান-

'অত্রিণং' পদটী 'অদেস্ত্রিনিশ্চ' (উ০ ৪১৬৯) সূত্রে 'ত্রিন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। অথবা 'অদনত্রায়ন্তে' এই বাক্যে 'অত্রাঃ' পদটী হইয়াছে। 'আতোহনুপসর্গে কঃ' এই সূত্রে 'কঃ', 'আতো মনর্থ্যিন ইনিঃ' এই সূত্রে 'ইনি' প্রত্যয় হইয়াছে। 'কৃধি' পদটী 'শ্রু শৃণু পৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে 'হি' স্থানে 'ধি' আদেশ হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' সূত্রে 'বিকরণে'র 'লুক্' হইয়াছে। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই নিয়মে সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘ হইয়াছে। 'উরুষ্যান' পদটী 'উত্তরপদং' (পাং ৮।৩।৮) সূত্রে রুত্বের বিকল্প-বিধান-হেতু 'নশ্ছব্যপ্রশান্' (পাং ৮।৩।৭) সূত্রে 'ন'-কারের রুত্বভাব হইয়াছে। 'চরথায়' পদটী চর ধাতুর উত্তর ভাবে ঔণাদিক 'অথ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'জীবসে' পদটী প্রাণধারণার্থ জীব ধাতুর উত্তর 'তুমর্থে সেসেনিত্যস্য' নিয়মানুসারে 'সে' প্রত্যয় হইয়াছে। লাভার্থ 'বিদ্' ধাতুর উত্তর অন্তর্ভূতণ্যর্থ হেতু লেটে 'সিপ' প্রত্যয় ও 'লেটোহডাটৌ' এই সূত্রে 'অড্' আগম, তুদাদি হেতু 'শ' প্রত্যয়, 'শেমুচাদীনাং' সূত্রে নুমের নিষেধ। 'অনিত্যমাগমশাসনং' এই বচনের দ্বারা নুমের অনিত্যত্ব, 'ইতশ্চ লোপ' সূত্রে 'ই' লোপ। আগমের অনুদাত্ত-হেতু বিকরণস্বর প্রাপ্ত হইয়া 'বিদাঃ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে॥ ১৪॥

স্বরূপ দেব! আপনি আমার মধ্যে উন্নত স্থানে অবস্থান করুন।' তাহারই ফল—সাধারণভাবে সকল প্রকার পাপ হইতে পরিত্রাণ-লাভ। দ্বিতীয় প্রার্থনা—'অত্রিদিগকে ভস্মীভূত করুন।' 'অত্রি' শব্দের অর্থ—'ভক্ষক'; ভাষ্যে তাহা হইতে 'রাক্ষস' অর্থ আমনন করা হইয়াছে। আমরা 'ভক্ষক' বলিতে 'সত্ত্বভাব-ভক্ষক' 'সত্ত্বভাব-নাশক' অর্থ গ্রহণ করিলাম। নরভুক্ বা রাক্ষস যাহারা, প্রকৃত শত্রু তো তাহারা নহে। শত্রু—ভীষণ শত্রু—তাহারাই, যাহারা সত্ত্বভাবকে গ্রাস করে। সে পক্ষে কামক্রোধাদি আমাদের রিপুগণই সত্ত্বভাব গ্রাসকারী। মিথ্যা, হিংসা, অপকর্ম্ম প্রভৃতি আমাদের কর্ম্মগুলিই সত্ত্বভাবভক্ষক-স্থানীয়। আমরা তাই মনে করি, 'অত্রিণঃ' পদে তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছে। তৃতীয় প্রার্থনা—"চরথায় নঃ ঊর্দ্ধান্ কৃধি।" এখানকার ভাব এই যে, জনহিতসাধন-সম্বন্ধে আমায় প্রজ্ঞাসম্পন্ন করুন। 'চরথায়' পদের প্রতিবাক্য ভাষ্যে 'লোকে চরণায়' পদ আছে। আমাদের প্রতিবাক্য—'জনহিতসাধনায়।' ব্যাখ্যায় প্রথম ভাবও যে না আসে, তাহা নহে। নিম্নস্তরের মানুষ এই প্রার্থনাই করে বটে,—'হে ভগবন্! আমায় বড় (ঊর্দ্ধান্) করিয়া দেও, আমি যেন লোকসমাজে বুক ফুলাইয়া চলিতে (চরথায়) পারি।' কিন্তু যিনি বেদমন্ত্রজ্ঞ, তিনি কি কখনও ঐ হেয়-প্রার্থনায় অনুপ্রাণিত হন? তাঁহার প্রার্থনা স্বতঃই এই হয়,—'হে ভগবন্! আমায় এমন প্রজ্ঞাসম্পন্ন (ঊর্দ্ধান্) করুন,' আমি যেন লোকহিতসাধনায় (চরথায়) সমর্থ হই।' ইহাই মনুষ্যোচিত কামনা। মন্ত্রের চতুর্থ প্রার্থনা,—'দেবভাবের সেবা করিতে করিতে, আমি যেন দেবভাবাপন্ন হই,—দেবভাবের সেবাই যেন আমার মনুষ্যজন্ম-সাফল্যের হেতুভূত হয়।' মন্ত্রের এই চতুর্থাংশের—"জীবসে নঃ দুবঃ দেবেষু বিদাঃ" এই অংশের—ভাষ্যানুগত অর্থ এই যে;—'আমার জীবনরক্ষার জন্য আমার দুবঃ (অর্থাৎ হবিঃস্বরূপ ধন), দেবগণকে পাওয়াইয়া দেন।' একভাবের কর্ম্মকারী ঐ অর্থই গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু অধ্যাত্মমার্গের অনুসারী জন, মনুষ্যজন্মের সার্থকতা যে দেবভাবের সেবায় এবং দেবভাবের অধিকারী হওয়ায়, তাহাই মনে করিয়া থাকেন। সে পক্ষে, সেই উদার উচ্চ-ভাবই এখানে পরিবর্ণিত আছে—বুঝিতে পারি।

এইরূপে ঋকের মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবতা, আপনাকে জ্ঞানরূপে মস্তিষ্কে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, জ্ঞানের সাহায্যে যেন আমাদিগের পাপরাশিকে বিদূরিত করিতে পারি,—যেন রিপুশত্রুগণকে বিমর্দ্দিত করিতে সমর্থ হই,—যেন লোকহিতসাধক প্রজ্ঞা লাভ করি,—আর যেন দেবত্বের পরিচর্য্যায় দেবত্ব প্রাপ্ত হই,—সত্ত্বভাবের সেবায় আপনিই সত্ত্বগুণান্বিত হইতে পারি।' *

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'উর্দ্ধ্বঃ', 'উর্দ্ধ্বান্', 'অত্রিণং', 'চরথায়' ও 'জীবসে' পদ-কয়টীতে কি ভাব কি মর্ম্ম প্রকাশ করে, ঋকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রথমেই তাহা অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। 'অত্রিণং' পদে এখানে ঋষির সম্বন্ধ কেহ খ্যাপন করেন নাই; পরন্তু আমরা বরাবর যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, তাহারই পোষকতা প্রাপ্ত হই। অপর পদ-কয়টীর ভাব পরিগ্রহে কোন্ পথে আমরা কি ভাবে অগ্রসর হইয়াছি, আমাদের অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যাতেই তাহা প্রতীত হইবে। (১ম—৩৬সূ—১৪ঋ)।

—·—

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্)।

পাহি নো অগ্নে রক্ষসঃ পাহি ধূর্ত্তেররাব্ণঃ।

পাহি রীষত উত বা জিঘাংসতো

বৃহদ্ভানো যবিষ্ঠ্য ॥ ১৫ ॥

---

* এই ঋকের একটী ইংরাজী অনুবাদ- কতটা নিকটে গিয়াছে, দেখুন;—

"Standing straight, protect us by thy splendour from evil; burn down every ghoul. Let us stand straight that we may walk and live. Find out our worship among the gods."—*H. Oldenburg.*

পদ-বিশ্লেষণং।

পাহি। নঃ। অগ্নে। রক্ষসঃ। পাহি। ধূর্তেঃ। অরাব্ণঃ।

পাহি। রিষতঃ। উত। বা। জিঘাংসতঃ।

বৃহদ্ভানো ইতি বৃহৎভানো। যবিষ্ঠ্য ॥ ১৫ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'বৃহদ্ভানো' (প্রচণ্ডদীপ্তিশালিন্) 'যবিষ্ঠ্য' (যুবতম, তীব্রতেজঃসম্পন্ন) 'অগ্নে' (হে জ্ঞান-স্বরূপ অগ্নিদেব) 'নঃ' (অস্মান্) 'রক্ষসঃ' (সৎকর্ম্মবাধকাৎ) 'পাহি' (পরিত্রাণং কুরু); তথা 'অরাব্ণঃ' (পরমার্থরূপাণাং ধনাদীনাং অপ্রাপ্তিসাধকং) 'ধূর্তেঃ' (কুটিলস্য কবলাৎ) 'পাহি' (পরিত্রাণং কুরু); 'উত' (অপিচ) 'রিষতঃ' (হিংসকাৎ) 'বা' (অথবা) 'জিঘাংসতঃ' (হন্তুমিচ্ছতঃ শত্রোঃ সকাশাৎ) 'পাহি' (পরিত্রাণং কুরু)। হে জ্ঞানস্বরূপ! ত্বং প্রচণ্ডশক্তিশালী; তব শক্তিপ্রভাবেন মম সর্ব্বে শত্রবঃ প্রতিহতা ভবন্তু। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৬সূ—১৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

প্রচণ্ডদীপ্তিশালী, যুবতম তীব্র-তেজঃসম্পন্ন হে অগ্নিদেব! সৎকর্ম্মে বাধাপ্রদানকারী রাক্ষস হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন; পরমার্থ-রূপ ধনের অপ্রাপ্তিসাধক কুটিলের কবল হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন; অপিচ, হিংসাকারী শত্রু হইতে অথবা আমাদের হননাভিলাষী শত্রু হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। (১ম—৩৬সূ—১৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে হে বৃহদ্ভানো বৃহন্তো ভানবো যস্য তাদৃশ হে যবিষ্ঠ্য যুবতম হে অগ্নে নোঽস্মান্ রক্ষসো বাধকাদ্রাক্ষসাদেঃ পাহি। পালয়। তথা অরাব্ণো ধনাদীনামদাতুরূপাদ্ধূর্তেঃ

সায়ণভাষ্যের-বঙ্গানুবাদ।

হে বৃহদ্ভানো! (বৃহৎ ভানু অর্থাৎ কিরণ-সকল যাহার) হে যবিষ্ঠ যুবতমাগ্নে! তুমি আমাদিগকে রাক্ষসাদি হিংসক হইতে রক্ষা কর; এবং ধনাদির অদাতৃরূপ হিংসক হইতে

হিংসকাৎ পাহি। তথা রিষতো হিংসকাদ্ ব্যাঘ্রাদেঃ সকাশাৎ পাহি। উত বা অথবা জিঘাংসতো হন্তুমিচ্ছতঃ শত্রোঃ সকাশাৎ পাহি॥

ধূর্ত্তেঃ। ধুর্ব্বী হিংসার্থঃ। ক্তিচ্‌ক্তৌ চ সংজ্ঞায়ামিতি কর্ত্তরি ক্তিচ্। তিতুত্রেত্যাদি নেট্‌প্রতিষেধঃ। রাল্লোপ ইতি বকারলোপঃ। হলিচেতি দীর্ঘত্বং। অরাব্ণঃ। রা দানে। আতোমনিন্নিত্যাদিনা বনিপ্। নঞ্‌সমাসেঽব্যয় পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। পঞ্চম্যেক-বচনেঽল্লোপোঽন ইতিনোঽকারস্য লোপঃ। রিষতঃ। রিষ হিংসায়াং। লটঃ শতৃ। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। প্রত্যয়স্বরে প্রাপ্তে ধাত্বাদে নাদ্যুদাত্তত্বং। জিঘাংসতঃ। হন্তেরিচ্ছার্থে সন্। অজ্ঝনগমাং সনি। পা০ ৬।৪।১৬। ইত্যুপধাদীর্ঘত্বং। অভ্যাসাচ্চ। পা০ ৭।৩।৫৫। ইত্যভ্যাসাদুত্তরস্য হকারস্য ঘত্বং। সন্যত ইতীত্বং। অত্রোপদেশেঽজনার্দ্ধ-ধাতুকানুদাত্তত্বে সনো নিত্বান্নিৎস্বরেণ পদস্যাদ্যুদাত্তত্বং। বৃহদ্ভানো। আমন্ত্রিতস্য চেতি ষাষ্ঠিকমাদ্যুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বাদাষ্টমিকনিঘাতাভাবঃ। যবিষ্ঠ্য। স্থূলদূরেত্যাদিনা যণাদি-পরস্য লোপঃ। পূর্ব্বস্য চ গুণঃ। যকারোপজনশ্ছান্দসঃ॥ ১৫॥ (১ম—৩৬সূ—১৫ঋ)॥

ইতি প্রথমাষ্টকে তৃতীয়াধ্যায়ে দশমো বর্গঃ॥ ১০॥

পালন কর। হিংসক ব্যাঘ্রাদির সমীপ হইতে রক্ষা কর। অথবা, হননেচ্ছু শত্রু হইতে রক্ষা কর।

'ধূর্ত্তেঃ' পদটী হিংসার্থ 'ধুর্ব্বী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ক্তিচ্‌ক্তৌ চ সংজ্ঞায়াং' এই সূত্র দ্বারা সংজ্ঞার্থে ক্তিচ্ প্রত্যয়, 'তিতুত্রেত্যাদি' সূত্রে 'ইটের' প্রতিষেধ; 'রাল্লোপ' সূত্রে 'বকার লোপ, 'হলিচেতি' সূত্রে দীর্ঘ হইয়াছে। দানার্থ 'রা' ধাতু হইতে 'অরাব্ণঃ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'আতো মনিন্' ইত্যাদি সূত্রে 'বনিপ্' প্রত্যয়, নঞ্ সমাসে অব্যয়ের পূর্ব্বভাগের প্রকৃতি-স্বরত্ব। 'রিষতঃ' পদটী হিংসার্থ রিষ্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লটঃ শতৃ' সূত্রে 'শতৃ' প্রত্যয়। 'বহুলং ছন্দসি' সূত্রে 'শপের' লুক্ অর্থাৎ লোপ। প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হেতু ধাতুর আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'জিঘাংসতঃ' ইচ্ছার্থে হন ধাতুর উত্তর 'সন্‌বজ্‌হনগমাংসনি' (পা০ ৬।৪।১৬) এই সূত্রে উপধা দীর্ঘ হইয়াছে। 'অভ্যাসাচ্চ' (পা০ ৭।৩।৫৫) সূত্রে অভ্যাসের উত্তর 'হকার' স্থানে 'ঘ' হইয়াছে। 'সন্যতঃ' এই সূত্রে "ই" হইয়াছে। অৎ' উপদেশ হেতু 'অনার্দ্ধধাতুকানুদাত্তত্বে' এই নিয়মে 'ন' কার ইৎ অর্থাৎ ন থাকে না বলিয়া 'নিৎস্বরেণ' এই নিয়মে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'বৃহদ্ভানো' পদটী 'আমন্ত্রিতস্য চেতি ষাষ্ঠিকং' এই নিয়মে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পাদাদিত্বহেতু আষ্টমিক নিঘাত হয় নাই। 'যবিষ্ঠ্য' পদটী 'স্থূলদূরেত্যাদিনা' সূত্র দ্বারা যণাদি-পরভাগের লোপ, পূর্ব্বভাগের গুণ। ছান্দস-হেতু 'যকার' হইয়াছে। (১ম—৩৬সূ—১৫ঋ)।

প্রথমাষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের দশম বর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ (৪৩৪) ঋকের বিশদার্থ।

—:০:০:—

এ ঋকে অগ্নিদেবের সম্বোধনে 'বৃহদ্ভানো' ও 'যবিষ্ঠ্য' পদদ্বয় দৃষ্ট হয়। তাহাতে তিনি যে সূর্য্যের অধিক দীপ্তিশালী এবং প্রচণ্ডতেজঃসম্পন্ন, তাহাই বুঝা যায়। সেই যে অগ্নিদেব, তাঁহার নিকট চতুর্ব্বিধ বিপদ হইতে পরিত্রাণের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

প্রথম প্রার্থনা—'রক্ষসঃ পাহি।' ইহার 'রক্ষসঃ' পদের প্রতিবাক্যে ভাষ্যেই 'বাধকাৎ' পদ প্রযুক্ত দেখি। এখানে সাধারণভাবে 'সৎকর্ম্মে বাধাপ্রদানকারী হইতে এইরূপ অর্থই আমনন করা যায়। রাক্ষসেরা বা অনার্য্যেরা যজ্ঞ নষ্ট করিত; ইহাতে তাহাদেরই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে,—কেহ কেহ এমন কথাও কহিয়া থাকেন। কিন্তু এখানে কাল-বিশেষের বা লোক-বিশেষের কোনও সংশ্রব আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। এখানকার প্রার্থনার ভাব এই যে,—'আমাদের যে কোনও কার্য্যে বা যে কোনও ভাবে, সৎকর্ম্মে বাধা উৎপাদন করে, তাহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।'

দ্বিতীয় প্রার্থনা—'অরাব্ণঃ ধূর্ত্তে পাহি।' প্রচলিত অর্থ এই যে,—'ধনের অদাতৃরূপ হিংসক হইতে পরিত্রাণ করুন।' আমরা এখানে ধন বলিতে 'পরমার্থরূপ ধন' ভাব গ্রহণ করি। সে ধন যাহার-তাহার নাই; সুতরাং তাহার 'অদাতাই' যে শত্রু, তাহা বলা যায় না। আমরা বলি, এস্থলে 'অদাতার' পরিবর্ত্তে 'অপ্রাপ্তিসাধক' প্রতিবাক্যই সঙ্গত হয়। কুটিল বা অসৎকর্ম্ম মাত্রই পরমার্থ-রূপ ধনের অপ্রাপ্তিসাধক। এখানে "অরাব্ণঃ ধূর্ত্তে" পদদ্বয়ে, পরমার্থ-রূপ ধনের অপ্রাপ্তিসাধক কুটিল কর্ম্ম-মাত্রকে বুঝাইতেছে। তেমন কর্ম্মের সংশ্রবে যেন আমরা না থাকি, সেরূপ কর্ম্মের কবল হইতে আমায় পরিত্রাণ করুন,—ইহাই এখানকার প্রার্থনা।

তৃতীয় ও চতুর্থ প্রার্থনা—"রিষতঃ বা জিঘাংসতঃ পাহি।" ভাব এই যে,—'যাহারা আমাদিগের প্রতি হিংসা করে, অথবা যাহারা আমাদিগের হনন ইচ্ছা করে, তাহাদিগ হইতে আমায় পরিত্রাণ করুন।' ভাষ্যের

মতে,—'ব্যাঘ্রাদিই আমাদের হিংসাকারী এবং মানুষ শত্রুই (দুর্জ্জনগণই) আমাদের হননাভিলাষী। সুতরাং ব্যাঘ্রাদি হইতে বা অন্য হিংসক মানুষ-শত্রু হইতে রক্ষার প্রার্থনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে।' আমরা কিন্তু বলি,—ব্যাঘ্রাদিই মানুষের চরম-শত্রু নহে, মানুষ-শত্রুও মানুষের হননকারী পরমশত্রু নহে। হননকারী বা হিংসাভিলাষী সে শত্রু—মানুষের দেহের মধ্যেই আছে। কে কাহাকে হিংসা করে? কে কাহাকে হনন করে? নিজের কর্ম্মই নিজেকে হনন করে না কি? অন্তরস্থিত আপনার রিপুশত্রুগণই আপনাকে হিংসা করে না কি? ফলতঃ, এখানকার প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমি যেন আমার আত্মনাশক কোনও কর্ম্ম না করি,—আমার হৃদয়ের বৃত্তিগুলি যেন আমায় বিভ্রান্ত করিয়া আমায় ধ্বংসের পথে লইয়া না যায়।' ইহাই এ মন্ত্রের তাৎপর্য্য। (১ম—৩৬সূ—১৫শ।)

—— • ——

ষোড়শী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং ষট্‌ত্রিংশং সূক্তং। ষোড়শী ঋক্।)

ঘনেব বিষ্বগ্বি জহ্যরাব্ণস্তপুর্জম্ভ যো অস্মধ্রুক্।

যো মর্ত্ত্যঃ শিশীতে অত্যক্তুভির্মা নঃ

স রিপুরীশত ॥ ১৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ঘনাঃইব। বিষ্বক্। বি। জহি। অরাব্ণঃ। তপুঃজম্ভ। যঃ। অস্মৎধ্রুক্।

যঃ। মর্ত্ত্যঃ। শিশীতে। অতি। অক্তুভিঃ। মা। নঃ।

সঃ। রিপুঃ। ঈশত ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'তপুর্জম্ভ' (তপ্যমানরশ্মিযুক্ত, শত্রুসন্তাপকারিন্, হে অগ্নিদেব) 'অরাব্ণঃ' (পরমার্থরূপাণাং ধনানাং অপ্রাপ্তিসাধকান্ শত্রূন্) 'ঘনা ইব' (কঠিনেন আয়ুধেন ইব, যথা—দণ্ডপাষাণাদিনা যথা ভাণ্ডাদিভঙ্গং করোতি তদ্বৎ) 'বিষক্' (সর্বতঃ) 'বি জহি' (বিশেষেণ মারয়); 'যঃ' (অন্যোঽপি রিপুঃ) 'অস্মধ্রুক্' (অস্মদ্বিষয়ে দ্রোহকারী, হিংসাপরায়ণঃ) অথবা 'যঃ মর্ত্যঃ' (যঃ চ অন্যো মরণধর্মী শত্রুঃ) 'অক্তুভিঃ' (আয়ুধৈঃ) 'অতি শিশীতে' (অতিশয়েন অস্মান্ প্রহরতি, ক্লেশপ্রদানং করোতি) 'সঃ রিপুঃ' (তদ্বিধঃ শত্রুঃ) 'নঃ' (অস্মান্ প্রতি) 'মা ঈশত' (হিংসাসমর্থো মা ভূৎ)। ভাবার্থঃ—হে প্রচণ্ডশক্তিশালিন্ দেব! সৎকর্মণি বাধাপ্রদানকারিণঃ শত্রূন্ সর্বথা নাশয়। যো রিপুর্বা যো মনুষ্যঃ হিংসাপরায়ণঃ, স নিধনং প্রাপ্নোতু। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৩৬সূ—১৬ঋ)*।

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! পরমার্থ-রূপ ধনের অপ্রাপ্তিসাধক শত্রুদিগকে কঠিন অস্ত্রের দ্বারা (পাষাণাদির আঘাতে ভাণ্ডাদি যেরূপ ভঙ্গ হয় তদ্বৎ) সর্বতোভাবে বিশেষপ্রকারে বিনাশ করুন; অন্য যে রিপুশত্রু অস্মদ্বিষয়ে হিংসাপরায়ণ আছে, অথবা মরণধর্মী যে শত্রু নানারূপ অস্ত্রের দ্বারা আমাদিগকে অতিশয় ক্লেশ প্রদান করে, সেই দ্বিবিধ শত্রু আমাদের প্রতি যেন হিংসা-প্রকাশে সমর্থ না হয়। (১ম—৩৬সূ—১৬ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে তপুর্জম্ভ তপ্যমান রশ্মিযুক্তাগ্নে। অরাব্ণোঽস্মভ্যং দেয়স্য ধনস্যাদাতৄন্ বৈরিণো বিষক্ সর্বতো বিজহি। বিশেষেণ মারয়। তত্র দৃষ্টান্তঃ। ঘনেন যথা কঠিনেন দণ্ড-পাষাণাদিনা ভাণ্ডাদি ভঙ্গং করোতি তদ্বৎ। যোঽন্যোঽপি রিপুরস্মধ্রুক্। অস্মদ্বিষয়ে দ্রোহ-কারী তং সমাদিনা বাধতে। যশ্চান্যো মর্ত্যো মনুষ্যঃ শত্রুরক্তুভিরায়ুধৈরপি শিশীতে। তনূকরোতি। অস্মান্ প্রহরতীত্যর্থঃ। স রিপুর্দ্বংসন্ প্রহারকারী দ্বিবিধোঽপি শত্রুর্নোঽস্মান্ প্রতি মেশত। ঈশত শক্তো মা ভূৎ॥

সায়ণভাষ্যের-বঙ্গানুবাদ।

হে তপনশীল রশ্মিযুক্ত অগ্নে! তুমি আমাদিগকে দেয় ধনের অদাতারূপ বৈরিসমূহকে (অর্থাৎ দান-প্রতিরোধক শত্রুসকলকে) সমূলে বিনাশ কর। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত;—কঠিন দণ্ডপাষাণাদি দ্বারা যেরূপ ভাণ্ড প্রভৃতি ভগ্ন হইয়া থাকে, সেই প্রকার। আমাদিগের দ্রোহকারী ও হিংসাকারী শত্রু যে রিপুগণ এবং যে সকল মনুষ্য-শত্রু অস্ত্রাদি দ্বারা আমাদিগকে প্রহার করিতে চেষ্টা করে, সেই দ্বিবিধ শত্রু যেন আমাদের প্রতি হিংসা করিতে সমর্থ না হয়।

ঘনাইব। সুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ায়া ডাদেশঃ। জহি হন্তেলোটি হন্তের্জঃ। পা০ ৬।৪।৩৬। ইতি আদেশঃ। তস্যাসিদ্ধত্বাদ্ধের্লুগভাবঃ। তপুর্জম্ভঃ। তপ সন্তাপে। ঔণাদিকঃ করণে উসিন্‌প্রত্যয়ান্তস্তপুস্‌শব্দো নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। জভি নাশনে। জম্ভন্তে নশ্যন্তি এভিরিতি জম্ভাস্ত্রায়ুধানি। করণে ঘঞ্। তপূংষ্যেব জম্ভানি যস্যাসৌ তপুর্জম্ভঃ। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। অস্মদ্রুক্। দ্রুহ জিঘাংসায়াং। সৎসূদ্বিষেত্যাদিনা ক্বিপ্। বা দ্রুহমুহষ্ণুহষ্ণিহাং। পা০ ৮।২।৩৩। ইতি হকারস্য ঘত্বং। জশ্ত্বাবঃ। শিশীতে। শী তনূকরণে। ব্যত্যয়েনাত্মনে পদং। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য শ্লুঃ। আদেচ ইত্যাত্বং। ততো নির্ব্বচনে বহুলং ছন্দসি। পা০ ৭।৪।৭৮। ইত্যভ্যাসস্যেত্বং। ঈ হল্যঘোরিতীত্বং ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্‌বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। উশত। নডি বহুলং ছন্দসীতি শপো লুগভাবঃ। ন মাঙ্‌যোগ ইত্যডাগমাভাবঃ॥ (১ম—৩৬সূ—১৬ঋ)।

ষোড়শ (৪৩৫) ঋকের বিশদার্থ।

এখানে অগ্নিদেবকে 'তপুর্জম্ভ' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। উহার ভাব এই যে, তিনি শত্রুগণকে সন্তপ্ত করিতে—বিনাশ করিতে সমর্থ হন। 'অরাব্ণঃ' (অরাব্ণঃ) পদের মর্ম্ম পূর্ব্ব ঋকেই পরিব্যক্ত হইয়াছে। যে শত্রু পরম ধন প্রাপ্তির অন্তরায় হয়, তাহাকেই

'ঘনাইব' পদটী 'সুপাং সুলুক' সূত্রে তৃতীয়া স্থানে 'ডা' আদেশ। 'জহি'—নাশার্থ হন ধাতুর লোটে 'হন্তের্জঃ' (পা০ ৬।৪।৩৬) সূত্রে 'জ' আদেশ, 'তস্যাসিদ্ধত্বাদ্ধের্লুগভাব' এই বাক্যে 'হি' লুক অর্থাৎ লোপ হইতে পারে নাই। 'তপুর্জম্ভ' পদটী সন্তাপার্থ 'তপ' ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'উসিন্' প্রত্যয়, 'তপুস্' শব্দের 'ন' ইৎ অর্থাৎ থাকে না বলিয়া আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। নাশনার্থ 'জভি' ধাতুর উত্তর 'নাশ হয় শত্রু সকল ইহাদের দ্বারা' এই অর্থে 'জম্ভানি'; তাহার অর্থ—অস্ত্রসকল। করণে 'ঘঞ্' প্রত্যয়। 'তাপই আয়ুধ হইয়াছে যাহার' —এই ব্যাসবাক্যে 'তপুর্জম্ভ' পদটী নিষ্পন্ন। আমন্ত্রিত-হেতু তাঁহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অস্মদ্রুক্' পদটী জিঘাংসার্থ 'দ্রুহ' ধাতুর উত্তর 'সৎসূদ্বিষেত্যাদি' সূত্র দ্বারা 'ক্বিপ্' প্রত্যয়, 'দ্রুহ মুহ ষ্ণুহ ষ্ণিহাং (পা০ ৮।২।৩৩) সূত্রে 'হ' কারের স্থানে 'ঘ' এবং 'জস্ত্বাব' হইয়াছে। 'শিশীতে' পদটী তনূ অর্থাৎ অল্পকরণার্থ 'শী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; ব্যত্যয়হেতু আত্মনে পদ হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' সূত্রে বিকরণ স্থানে 'শ্লু' প্রত্যয়, 'আদেচ' ইত্যাদি সূত্রে 'আ', 'ঈ হল্যঘোঃ' ইত্যাদি সূত্রে 'ই' হইয়া ব্যত্যয়-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'যদ্‌বৃত্ত যোগাৎ' এই নিয়মে নিঘাত হয় নাই। 'উশতঃ' পদটীতে 'নডিবহুলং ছন্দসি' সূত্রে 'শপের' লুক অর্থাৎ লোপ হইতে পারে নাই। 'নমাঙ্‌যোগে' এই সূত্রে অডাগম হইতে পারে নাই। ১৬।

'অরাবঃ' বলা যায়। 'ঘনা' (ঘনেন) পদে 'কঠিন অস্ত্রের আঘাতে' ভাব আসে। উহার সহিত 'ইব' অব্যয় পদের সমাবেশ থাকায় ভাষ্যকার একটা উপমার অধ্যাহার করিয়াছেন। তাহাতে 'ঘনা ইব' পদের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'কঠিন প্রস্তরাদির আঘাতে ভাণ্ডাদি যেমন বিভঙ্গ হয় তদ্বৎ।' যাহা হউক, মন্ত্রের প্রথমাংশের ("অরাব্ ঘনা ইব বিধ্বক বি জহি" অংশের) মর্ম্ম এই যে,—'হে শত্রুত্রাসকারী দেব! সৎকর্ম্মের প্রতিবন্ধক শত্রুদিগকে আপনি চূর্ণ বিচূর্ণ করুন,—সর্ব্বতোভাবে তাহারা বিনষ্ট হউক।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ("যঃ অস্মধ্রুক্" হইতে "মা ঈশত" পর্য্যন্তে) দ্বিবিধ শত্রুর বিষয় উক্ত হইয়াছে। এক প্রকার শত্রুকে "মর্ত্ত্য" নামে অভিহিত; এবং অন্য প্রকার শত্রুর পরিচয়ে "যঃ অস্মধ্রুক্" বাক্য দৃষ্ট হয়। এখানে 'মর্ত্ত্যঃ' শব্দে ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ 'মনুষ্যঃ' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ঐ পদে মরণধর্ম্মী জীব মাত্রকেই লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া মনে করি। তাহাতে ভাব আসে এই যে, এক প্রকার শত্রু—এই সংসারের মনুষ্যাদি প্রাণি-সমূহ, অন্যপ্রকার শত্রু—হৃদয়ের অসদ্ভাবনিবহ। মনুষ্যাদি প্রাণিরূপ শত্রু মরণধর্ম্মী, তাই তাহাদিগকে 'মর্ত্ত্য' বলিয়া পরিচিত করা হইল; অন্য যে শত্রু, তাহারা মৃত্যুর অধীন নহে, তাহারা সহসা মরে না, অনেক কষ্টে তাহাদিগকে হৃদয় হইতে দূর করিতে হয়, তাই তাহাদিগের পরিচয়ে "অস্মধ্রুক্" মন্ত্র বলা হইল। তাহারা আমাদিগের শত্রু—চিরশত্রু, তাহারা মরে না; তাহারা হিংসাপরায়ণ—চিরহিংসা-পরায়ণ হইয়াই থাকে। 'অস্মধ্রুক্' পদে এই ভাবই প্রকাশ পাইল। এ পক্ষে "অক্তুভিঃ" পদেরও বেশ একটু সার্থকতা দেখা যায়। মরণধর্ম্মী যে শত্রু, বলা হইয়াছে—তাহারা অস্ত্রের দ্বারা আমাদিগকে আহত করে। অস্ত্র নানা প্রকার হইতে পারে। নখ, দন্ত প্রভৃতিকেও অস্ত্রপর্য্যায়ভুক্ত করা যায়। আবার বাক্যাদিও (মিথ্যাকথনাদিও) এ পক্ষে অস্ত্রের পর্য্যায়ে আসিয়া থাকে। মর্ত্ত্যগণ যে আমাদের সৎকর্ম্ম-সাধনে বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহা তাহাদিগের ব্যবহৃত নানারূপ অস্ত্রের দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। অনিষ্টকরণে তাহাদের নিজের-শক্তি-

সামর্থ্য অল্প; তাই তাহারা যেন অন্যের—অস্ত্রের সাহায্য লইয়াই সে কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু অন্য যে শত্রু, তাহারা স্বয়ং শক্তিমান্; অনিষ্টসাধনে তাহারা স্বতঃক্ষমতাপন্ন। হৃদয়ের অসদ্ভাবসমূহ বা রিপু-শত্রুগণ আমাদের যে অহিতসাধন করে, তাহার জন্য তাহাদের কখনও অপর আয়ুধের সাহায্য লইতে হয় না; তাহারা আপনারাই আপনাদের দ্বারাই অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে। ভাবটা একটু প্রস্ফুট করিতেছি। মনে করুন, হিংসা-বৃত্তি। সে যখন আমার অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইবে, কোনও আয়ুধের সাহায্য তাহার আবশ্যক হইবে না। সে আপনা-আপনিই জাগিয়া উঠিয়া আপনার কার্য্য করিয়া যাইবে। হৃদিস্থিত বিভিন্ন অসদ্বৃত্তি সম্বন্ধেই এই ভাব বুঝিতে হইবে। উহারা কেহই মরণধর্ম্মী নহে; পরন্তু অনন্যসাহায্যে আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া যাইতে পারে। এ পর্য্যায়ের মধ্যে আধ্যাত্মিক ক্লেশপ্রদায়ক সর্ব্ববিধ শত্রুকেই গণ্য করিতে পারি, অন্য পর্যায়ে আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ক্লেশ-প্রদায়ক শত্রুদিগকে নির্দ্দেশ করা যায়। ফলতঃ, ঐ দুই পর্যায়ের দ্বিবিধ শত্রুর প্রভাবের ও আক্রমণের বিষয়ই এখানে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'হে ভগবন্! সংসারের দ্বিবিধ শত্রুর কবল হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। যেন অন্তঃশত্রু আমাদিগকে ক্লেশ দিতে না পারে। যেন বহিঃশত্রু আমাদিগের ক্লেশদায়ক না হয়। যেন সকল প্রকার শত্রুর গ্রাস হইতে মুক্তি পাইয়া আমরা পরমধন-লাভে সমর্থ হই।' (১ম—৩৬সূ—১৬ঋ)।

সপ্তদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং। সপ্তদশী ঋক্।)

অগ্নির্ব্বব্রে সুবীর্য্যমগ্নিঃ কণ্বায় সৌভগং।

অগ্নিঃ প্রাবন্মিত্রোত মেধ্যাতিথিমগ্নিঃ

সাতো উপস্তুতং ॥ ১৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অগ্নিঃ। বব্রে। সুঽবীর্য্যং। অগ্নিঃ। কণ্বায়। সৌভগং।

অগ্নিঃ। প্র। আবৎ। মিত্রা। উত। মেধ্যঽঅতিথিং। অগ্নিঃ।

সাতৌ। উপঽস্তুতং ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং ধনং উদ্দিশ্য, পরমধন-প্রাপ্তিকামনায়াঃ) 'বব্রে' (যাচিতঃ, প্রার্থিতঃ); 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপঃ স দেবঃ) 'কণ্বায়' (অতিক্ষুদ্রায়, অকিঞ্চনায়) 'সৌভগং' (পরমধনদানরূপং ভাগ্যং) প্রযচ্ছত ইতি শেষঃ; 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপঃ স দেবঃ) 'মিত্রা' (মিত্রাণি, মিত্রভাবাপন্নান্ জনান্, জ্ঞানাধিকারিণঃ) 'প্র আবৎ' (প্রকর্ষেণ রক্ষিতবান্); 'উত' (অপিচ) 'মেধ্যাতিথিং' (জ্ঞানানুশীলনপরং, জ্ঞানানুসন্ধিৎসুং) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপ স দেবঃ) প্রাবৎ তথা 'উপস্তুতং' (উপাসনাপরায়ণং জনং) 'সাতা' (সাতৌ, ধনাদিদানেন) প্রাবৎ ইতি শেষঃ। জ্ঞানানুসারিণঃ সর্ব্বে সর্ব্বপ্রকারেণ সফলকামা ভবন্তীতি ভাবঃ। (১ম—৩৬সূ—১৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব পরমধন প্রাপ্তির জন্য উপাসিত হইয়া থাকেন; জ্ঞানস্বরূপ সেই অগ্নিদেব অতিক্ষুদ্র অকিঞ্চনকে পরমধনদানরূপ সৌভাগ্য প্রদান করেন; মিত্রভাবাপন্ন জ্ঞানাধিকারী জনকে তিনি রক্ষা করিয়া থাকেন; জ্ঞানানুসন্ধিৎসু জনকে তিনি রক্ষা করিয়া থাকেন; এবং উপাসনা-পরায়ণ জনকে তিনি রক্ষা করিয়া থাকেন। (২ম—৩৬সূ—১৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অগ্নির্দেবঃ সুবীর্যং শোভনবীর্যোপেতং ধনমুদ্দিশ্য বব্রে। যাচিতঃ। সোঽগ্নিঃ কণ্বায় মহর্ষয়ে সৌভগং শোভনধনাদিরূপং ভাগ্যং প্রযচ্ছদিতি শেষঃ। তথাগ্নির্মিত্রাস্মিত্রাণি

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অগ্নিদেব উত্তমবীর্য্য ধনোদ্দেশে প্রার্থিত হইয়াছিলেন। সেই অগ্নি কণ্ব নামক মহর্ষিকে শোভনধনাদিরূপ ভাগ্য (ঐশ্বর্য্য) প্রদান করিয়াছিলেন। অগ্নি আমাদের মিত্রগণকে,

প্রাবৎ। প্রকর্ষেণ। রক্ষিতবান্। উত অপিচ। মেধ্যাতিথিং মেধয়োগ্যৈরতিথিভিরুপেত-মৃষিং প্রাবৎ। তথোপস্তুতমপি স্তোতারং যজমানং সাতৌ ধনাদি দাননিমিত্তং প্রাবদিতি শেষঃ॥

বব্রে। বব্রু যাচনে। কর্ম্মণি। লিট্। ন শসদদবাদিগুণানাং। পা০ ৬।৪।১২৬। ইত্যেত্ত্বাভ্যাস লোপয়োঃ প্রতিষেধঃ। উপধা লোপশ্ছান্দসঃ। সৌভগং। সুভগান্মন্ত্র ইত্যুদ্গাত্রাদিষু পাঠাত্তস্য ভাবঃ ইত্যেতস্মিন্নর্থেঽঞ্। পা০ ৫।১।১২৯। ক্রিয়াদ্যাদ্যত্তং। মিত্রা। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শেলোপঃ। উপস্তুতং। ক্তিচক্তৌচ সংজ্ঞায়ামিতি স্তৌতেঃ কর্তরি ক্তঃ। থাথাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং॥ (১ম—৩৬সূ—১৭ঋ)।

সপ্তদশ (৪৩৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'কণ্বায়' 'মেধ্যাতিথিং' এবং 'উপস্তুতং' পদত্রয় সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই কহেন—এখানে কণ্বাদি নামধেয় ঋষিত্রয়ের বিষয় কথিত হইয়াছে। * ভাষ্যের মত এই যে, 'কণ্বায়' পদে কণ্ব-নামক মহর্ষিকে, 'মেধ্যাতিথিং' পদে 'পূজনীয় অতিথিদিগের সহিত ঋষিকে' এবং 'উপস্তুতং' পদে উপাসনাকারী যজমানকে বুঝাইতেছে।

প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন। পূজনীয় অতিথিযুক্ত ঋষিকেও রক্ষা করিয়াছিলেন। অত্র স্তোতৃ যজমানকেও ধনদান করিবার জন্য রক্ষা করিয়াছিলেন।

'বব্রে' পদটী যাচনার্থ 'বব্রু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। কর্ম্মবাচ্যে 'লিট্,' 'নশসদদবাদিগুণানাং' (পা০ ৬।৪।১২৬) সূত্রে 'এ' এবং 'অভ্যাস' লোপের প্রতিষেধ। 'ছান্দস' হেতু উপধার লোপ। 'সৌভগং' পদটী 'সুভগান্মন্ত্র ইত্যুদ্গাত্রাদিষু পাঠাৎ তস্য ভাবঃ' এই অর্থে অঞ্ (পা০ ৫।১।১২৯)। 'উপস্তুতং' পদটী 'ক্তিচক্তৌচ সংজ্ঞায়াম্' এই সূত্রে 'স্তৌতি' স্তবার্থ 'স্তু' ধাতুর উত্তর কর্তরি ক্তঃ। 'থাথাদিনা' এই সূত্রে উত্তর পদের অন্তভাগের উদাত্ত হইয়াছে॥ ১৭॥

---

* ঋকের একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। দেখুন—সেখানেও এই ভাব প্রকটিত। যথা,—"Agni has won abundance in heroes, Agni prosperity (for Kanva). Agni and the two Mitras (i. e. Mitra and Varuna) have blessed Medhyatithi, Agni (has blessed) Upastuta in the acquirement (of wealth"). অনুবাদক 'মিত্রা' পদে মিত্র ও বরুণ দুই দেবতাকে অভিনিবেশভাবে আনিয়াছেন; এবং তাঁহারা তিন দেবতার মেধ্যাতিথিকে অনুগৃহীত করিতেছেন—প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা কিন্তু ঐ তিন পদে অন্যরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'কণ্ব' ও 'মেধ্যাতিথি' সম্বন্ধে আমাদের মতের আলোচনা পূর্ব্ববর্ত্তী ঋক্‌সমূহে (এই সূক্তের দশম ও একাদশ ঋকে) দেখিতে পাইবেন। এখানেও সেই সিদ্ধান্তই অব্যাহত রহিল। অর্থ-সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন নাই। 'উপস্তুতং' পদও সেই যুক্তি-অনুসারেই 'উপাসনাপরায়ণং জনং' প্রভৃতিবাক্য প্রাপ্ত হইল। ব্যক্তিবিশেষের নামের সহিত মন্ত্রের সম্বন্ধ-কল্পনা— পরবর্ত্তিকালের নির্দ্দেশ, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

ঋক্‌টি অগ্নিদেবের মাহাত্ম্যমূলক। ধনাকাঙ্ক্ষাতেই মানুষ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে। তিনিও যথাপর্য্যায় সকলকে সকল প্রকার ধন দান করেন। এখানে 'কণ্বায়' 'মিত্রা' 'মেধ্যাতিথিং' 'উপস্তুতং'—এই চারিটী পদে চারি শ্রেণীর উপাসকের বা প্রার্থীর বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তিনি জ্ঞানস্বরূপ; তাঁহাকে পাইতে হইলে বা তাঁহাতে মিশিতে হইলে, জ্ঞানের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। 'কণ্ব' বলিতে অল্পজ্ঞানীকে বুঝাইতেছে। 'মিত্রা' পদে মিত্রের ন্যায় জ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ যে জ্ঞানে জ্ঞানী হইলে তাঁহার সহিত মিত্রত্ব সম্ভবপর, তদ্রূপ জ্ঞানিগণকে লক্ষ্য করিতেছে। 'মেধ্যাতিথিং' অর্থাৎ যিনি জ্ঞানের দ্বারে অতিথি—জ্ঞানানুসন্ধিৎসু। 'উপস্তুতং' অর্থাৎ যিনি জ্ঞানের উপাসনায় ব্রতী হইয়াছে। চারি পদে চারি পর্য্যায়ের অর্চ্চনাকারীকে বুঝাইয়া থাকে। উচ্চাবচ স্তরগত সকল প্রকার প্রার্থনাকারীকেই জ্ঞানময় দেবতা জ্ঞান-বিতরণে পরিতৃপ্ত করেন—ইহাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ। প্রার্থনা পক্ষে ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্! সকলেই আপনার অনুকম্পা লাভ করে। অল্প-জ্ঞানীকে জ্ঞানধন-দানে আপনি জ্ঞানসম্পন্ন করেন; যিনি জ্ঞানবান্, তিনি মুক্তি পাইয়া যান; যিনি জ্ঞানের দ্বারে অনুসন্ধিৎসু, তিনি জ্ঞানের সন্ধান প্রাপ্ত হন; যিনি আপনার উপাসনা-পরায়ণ—একটু নিকটস্থ হইয়াছেন, আপনাকে প্রাপ্তিরূপ ধন তাঁহার অধিগত হয়। চারিদিকেই আপনার অনুকম্পা। এ অভাজন সে অনুকম্পা প্রাপ্ত হউক,—জ্ঞানালোকের শুভ্রকিরণচ্ছটা আমার এই তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে প্রবেশ করুক।' (১ম—৩৬সূ—১৭ঋ)।

—•—

অষ্টাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশং সূক্তং। অষ্টাদশী ঋক্।)

অগ্নিনা তুর্ব্বশং যদুং পরাবত উগ্রাদেবং হবামহে।

অগ্নির্নয়ন্নববাস্ত্বং বৃহদ্রথং তুর্ব্বীতিং

দস্যবে সহঃ ॥ ১৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অগ্নিনা। তুর্ব্বশং। যদুং। পরাঽবতঃ। উগ্রাঽদেবং। হবামহে।

অগ্নিঃ। নয়ৎ। নবঽবাস্ত্বং। বৃহৎঽরথং। তুর্ব্বীতিং।

দস্যবে। সহঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অগ্নিনা' (অগ্নিদেবেন, জ্ঞানসাহায্যেন) 'পরাবতঃ' (দূরদেশাৎ) 'তুর্ব্বশং' (সংসার-চক্রে আত্মারূপেণ চিরবিদ্যমানস্য তুর্ব্বশস্য আদর্শং, যথা—কর্ম্মপ্রভাবেণ ক্ষিপ্রং ভগবদা-শ্রয়প্রার্থিনং) 'যদুং' (আত্মারূপেণ চিরবর্ত্তমানস্য যদোঃ আদর্শং, যথা—অবিচলসাধনসাপেক্ষং) 'উগ্রাদেবং' (তন্নামঃ রাজর্ষেঃ আদর্শং, যথা—কঠোরদেবভাবং) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ) বয়মিতি শেষঃ; 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপঃ স দেবঃ) 'নববাস্ত্বং' (তন্নামঃ রাজর্ষেঃ আদর্শং, তথা—নববাসস্থানপ্রদং দেবং) 'বৃহদ্রথং' (তন্নামঃ রাজর্ষেঃ আদর্শং, যথা—অস্মাকং সংবাহনযোগ্যং বৃহদ্রথবিশিষ্টং দেবং) 'তুর্ব্বীতিং' (তন্নামঃ রাজর্ষেঃ আদর্শং, যথা—ক্ষিপ্রত্রাণ-কারকং দেবং) 'নয়ৎ' (আনয়তু, অস্মৎ সকাশে প্রাপয়তু বা); স দেবঃ 'দস্যবে' (সত্ত্বাপহারকায়) 'সহঃ' (অভিভাবকঃ, বিঘ্নরিক্তঃ) ভবতীতি শেষঃ। অস্যাঃ ঋচঃ অভিন্ন ব্যাখ্যা বিবিধপ্রকারেণ সঙ্গতা ভবতি। একার্থে—যেন বয়ং তুর্ব্বশাদীনাং আদর্শং প্রাপ্নুমঃ, হে দেব, তৎ বিধেহি। অপরার্থে—বয়ং কার্য্যে [illegible] তুভ্যম্। হে দেব! ত্বং অস্মাকং পরিত্রাণোপায়ং কুরু। (১ম—৩৬সূ ১৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

অগ্নিদেবের দ্বারা (জ্ঞানের সাহায্যে) এই দূর দেশ হইতে আমরা তুর্ব্বণ যদু ও উগ্রদেবকে অর্থাৎ তাঁহাদের আদর্শকে আহ্বান করিতেছি; অথবা, মোক্ষপথ হইতে অতি দূরে থাকিয়াও, ক্ষিপ্রভগবদাশ্রয়প্রাপ্ত, অমিতসাধনসাপেক্ষ, কঠোর দেবভাবকে আমরা আহ্বান করিতেছি (অর্থাৎ, যে কঠোর দেবভাবের অধিকারী হইতে হইলে ক্ষিপ্রভগবদাশ্রয়-প্রাপ্তিমূলক কর্ম্ম ও অমিত সাধনার প্রয়োজন হয়, তাঁহাদের হইতে এত দূরে থাকিয়াও আমরা সেই দেবভাবেরই প্রাপ্তি-কামনা করিতেছি,—সেইরূপ কর্ম্ম সেইরূপ সাধনাতেই উদ্বুদ্ধ হইয়াছি); জ্ঞানস্বরূপ সেই অগ্নিদেব, নববাস্ত্বকে (তাঁহার আদর্শকে) বৃহদ্রথকে (তাঁহার আদর্শকে) এবং তুর্ব্বীতিকে (তাঁহার আদর্শকে) আমাদের নিকট আনয়ন করেন; অথবা, নববাসস্থানপ্রদ, আমাদের সংবাহনযোগ্য বৃহৎ রথ-বিশিষ্ট ক্ষিপ্র-ত্রাণকারী দেবতাকে আমাদের জন্য আনয়ন করেন (অর্থাৎ, এই দূর পৃথিবী হইতে যে পরিত্রাণকারী দেবতা সেই চির-নূতন স্বর্গধামে মোক্ষ-প্রাপ্তিমূলক আবাসে আমাদিগকে সংবাহন করিয়া লইয়া যান, জ্ঞানের দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়); সেই দেবতা (জ্ঞানদেবতাই) সদ্ভাবাপহারক দস্যুর বিমর্দ্দনকারী হয়েন। (১ম—৩৬সূ—১৮ঋ।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অগ্নিনা সহাবস্থিতাস্তুর্ব্বশনামকং যদুনামকমুগ্রাদেবনামকং চ রাজর্ষীন্ পরাবতো দূরদেশাদ্ধ-বামহে। আহ্বয়ামঃ। স চাগ্নির্নববাস্ত্বনামকং বৃহদ্রথনামকং তুর্ব্বীতি নামকং চ রাজর্ষীন্নয়ৎ। ইহানয়তু। কীদৃশোহগ্নিঃ। দস্যবে সহঃ। অস্মদুপদ্রবহেতোশ্চৌরস্যাভিভবিতা॥

নয়ৎ। নীঞ্ প্রাপণে লেট্যাডাগমঃ। ইতশ্চলোপঃ ইতীকারলোপঃ। নববাস্ত্বং। নবং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অগ্নির সহিত অবস্থিত তুর্ব্বশ-নামক যদু-নামক ও উগ্রাদেব-নামক রাজর্ষিগণকে আমরা দূরদেশ হইতে আহ্বান করিতেছি। সেই অগ্নি নববাস্ত্ব-নামক বৃহদ্রথ-নামক ও তুর্ব্বীতি-নামক রাজর্ষিগণকে এই স্থানে আনয়ন করুন। কি প্রকার অগ্নি? আমাদিগের উপদ্রবকারী চৌরগণের অভিভবকারী।

প্রাপণার্থ 'নীঞ্' ধাতু হইতে 'নয়ৎ' পদটী নিষ্পন্ন: 'লেটোহডাগমৌ' সূত্রে অডাগম অর্থাৎ অট্ আগম, 'ইতশ্চ লোপঃ' সূত্রে ইকারের লোপ হইয়াছে। 'নববাস্ত্ব' পদটী, নব বাস্তু

যাস্ত যত্তাসৌ নববাস্তঃ। বা ছন্দসীতাহবৃত্তেরবি পূর্ব্বস্য বণাদেশঃ। বৃহদ্রথং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৩৬সূ—১৮ঋ)॥

অষ্টাদশ (৪৩৭) ঋকের বিশদার্থ।

এক দৃষ্টিতে এই ঋকের অর্থ সরল ও সহজবোধ্য এবং ইহার বিশেষ ব্যাখ্যার কোনই প্রয়োজন নাই। অন্য দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায়, ঋকৃটি বড়ই জটিল এবং ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আবশ্যক আছে।

ঋকের অন্তর্গত 'তুর্ব্বশং' 'যদুং' 'উগ্রাদেবং' 'নববাস্ত্বং' 'বৃহদ্রথং' প্রভৃতি পদ বিশেষ সমস্যা-মূলক। সায়ণের ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে, ঐ সকল পদে বিভিন্ন রাজর্ষিগণকে বুঝাইতেছে—এইরূপ প্রখ্যাপিত হয়। সে অর্থ যে হয় না, তাহা আমরা বলিতেছি না। তবে তাহাতে ভাব যে বিশেষ পরিস্ফুট হয় না এবং বেদবাক্যে অনিত্য-বস্তুর সংশ্রবজনিত যে দোষ ঘটে, তাহা বলাই বাহুল্য। বেদ-বাক্যের নিত্যানিত্য যাঁহারা মানেন না, তাঁহাদের পক্ষে শেষোক্ত কারণটী কারণ মধ্যেই গণ্য নহে। তবে প্রথম কারণটি কেহই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। অগ্নি—দেবতা ; তাঁহার অর্চ্চনা বা পূজা মানুষ করিতে পারে। কিন্তু তাঁহার সহিত যদু তুর্ব্বশ প্রভৃতিকে আহ্বান করিবে কেন? নববাস্ত্ব এবং বৃহদ্রথকেই বা আসিতে বলিবে কেন? তার পর পুরাণেও যে যদু তুর্ব্বশ (সে কিন্তু তুর্ব্বশ নহে—তুর্ব্বসু) নববাস্ত্ব বৃহদ্রথ প্রভৃতির নাম আছে, তাহাতে তাঁহাদিগকে সমসাময়িক বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। সুতরাং, মনুষ্য-হিসাবে তাঁহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে বলিলেও ভাবের ও কালের সঙ্গতি থাকে না। উগ্রাদেব-নামক রাজর্ষির নাম আমরা তো এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ঐ সকল পদে ব্যক্তি-বিশেষকে (রাজর্ষি-

---

হইয়াছে যাহার—এই ব্যাসবাক্যে সিদ্ধ হইয়াছে। 'বাহন্দসীতাহবৃত্তে বাবি পূর্ব্বস্য বণাদেশঃ' এই সূত্রে 'বণ্' আদেশ হইয়াছে। 'বৃহদ্রথং' পদটীতে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। ১৮। (১ম—৩৬সূ—১৮ঋ)।

বিশেষকে) যে বুঝায় নাই, তাহাই প্রতীত হয়। প্রতীতি জন্মে—ঐ সকল পদের অন্য কোনও নিগূঢ় অর্থ আছে।

আমরা দুই দিক দিয়া দুই ভাবে ঐ সকল পদের একই অভিন্ন অর্থ কল্পনা করিতে পারি। প্রথম, ঐ শব্দগুলিকে যদি রাজর্ষিগণের নাম বলিয়াই গ্রহণ করা যায়, সে পক্ষে তাঁহাদের চিরবিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হয়; অর্থাৎ, তাঁহাদের পবিত্র আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে—বলিতে পারি।

কথাটা একটু বিশদ করার আবশ্যক বোধ হয়। সংসার-চক্রনেমীর আবর্ত্তন চলিয়াছে। সে আবর্ত্তনে চক্রের একই অংশ কখনও ঊর্দ্ধে উত্থিত অর্থাৎ প্রকাশিত হইতেছে এবং কখনও বা নিম্নে নিপতিত অর্থাৎ আবরিত থাকিতেছে। এ পক্ষে ইন্দ্রাদি দেবগণ বা তুর্ব্বশ যদু নববাস্ত্ব বৃহদ্রথ প্রভৃতি রাজর্ষিগণ সেই সংসার-চক্রের অন্তর্গত এক একটী বিন্দুস্থানীয়। চক্রের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহারা পুনঃপুনঃ লুপ্ত ও পুনঃপুনঃ বিকাশ-প্রাপ্ত হইতেছেন। অনন্ত কাল ব্যাপিয়া তাঁহারা সংসারে ক্রীড়া করিয়া চলিয়াছেন। এ পক্ষে, কেবল তাঁহারাই বা কেন, তুমি-আমি এই যে ক্ষুদ্র জীব, আমাদেরও অনন্তত্ব আছে; অনন্ত কালের ক্রোড়ে পড়িয়া, আমরাও একবার এদিকে এবং একবার অন্যদিকে গতাগতি করিতে বাধ্য হইতেছি। দেহ লইয়া কথা নহে; আত্মা লইয়াই কথা। দেহ ধ্বংসশীল; আত্মা অবিনশ্বর। দেহ নাশপ্রাপ্ত হইলেও আত্মা বিদ্যমান্ থাকিবে। ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। এবংবিধ ভাব পরিগ্রহ করিলে, তুর্ব্বশকে বা যদুকে আহ্বান করায়, বেদের নিত্যত্বে বিঘ্ন আসিতে পারে না। কেন-না, তাঁহারা চিরকালই বিদ্যমান্ আছেন; কখনও প্রকটভাবে, কখনও বা অপ্রকটভাবে। পুরাণেও দেখি, ইন্দ্রাদি দেবগণ যুগে যুগে আবির্ভূত হন। তাহাতে তাঁহাদের প্রকট ও অপ্রকট, জাগ্রৎ ও সুপ্ত, দুই অবস্থার বিষয় মনে আসে। সুতরাং, তুর্ব্বশাদিকে আহ্বান করায়, তাঁহাদের পবিত্র আত্মাকে—তাঁহাদের পুণ্য-পূত আদর্শকে, আহ্বান করা হইয়াছে মনে করিতে পারি। আর সেই জন্যই 'তুর্ব্বশং' প্রভৃতি পদে 'সংসারচক্রে আত্মারূপেণ চিরবিদ্যমানস্য তুর্ব্বশাদেঃস্য আদর্শং' এইরূপ অর্থই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। মানুষ

মরিয়া যায়; কিন্তু থাকে—আদর্শ। এখানে তাঁহাদের আদর্শই লক্ষ্য-স্থল। তদনুসারে মন্ত্রের মর্ম্মার্থ হয়,—'আমরা যেন আমাদের জ্ঞানের সাহায্যে সেই সকল মহাত্মার আদর্শ অনুসরণ করিতে পারি,—তাঁহাদের ধ্যানে তাঁহাদের জ্ঞানে যেন তাঁহাদের ন্যায় গুণসম্পন্ন পবিত্র হই। আমরা যেন তেমন সাধনাপর হইতে পারি।' আমরা যেন তাঁহাদের ন্যায় সৎকর্ম্ম সাধনে সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হই।

তবে এ প্রসঙ্গে নানা কূটপ্রশ্ন উঠিতে পারে। অনাদিত্ব স্বীকার করিলেও, একটা আদির ভাব আসিয়া পড়ে—চিন্তার পথে বিঘ্ন ঘটে। আর তাহাতে, যে কোনও লোক, যে কোনও নাম, যে কোনও সময়ের ব্যাপার, অনন্তের মধ্যে পর্য্যবসিত করিতে গিয়া, একটা বিষম বিভ্রম সৃষ্টি করিয়া বসিতে প্রবৃত্তি আসে। সুতরাং, সে পথ পরিত্যাগ করিয়া, লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, অন্য সরল সহজগম্য পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ ও সমীচীন বলিয়া মনে করি।

সে পথ—সার্ব্বকালিক ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মন্ত্রের অর্থ-পরিগ্রহণ। 'যদ্বা' অভিপ্রায়ে—'অথবা' বলিয়া, অপর দিক হইতে মন্ত্রের সেই অর্থই আমরা গ্রহণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। সেই দিক হইতে মন্ত্রের যে অর্থ অধ্যাহার করিতে পারি, মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটি পদের আলোচনায় এক্ষণে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেছি। মন্ত্রের একটী পদ—'পরাবত।' উহার অর্থ—'দূরদেশ হইতে।' ভাব এই যে, ভগবানের চরণপ্রান্ত হইতে আমরা অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছি। এই 'দূরদেশ হইতে' তাঁহার নিকটে গমন-পক্ষে এক উপায়—মহাজনগণের আদর্শ পরিগ্রহণ। সে আদর্শ চিরকাল অক্ষুণ্ণ আছে। এক পক্ষে (পূর্ব্বের মতানুসারে) বলিতে পারি,—'তুর্ব্বশাদি রাজর্ষিগণ যে সকল সৎকর্ম্মের প্রভাবে ভগবচ্চরণে আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল কর্ম্ম আমরা কি প্রকারে সম্পন্ন করিতে পারি, তাহাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য ও লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক; তাহাই আমাদের আদর্শ।' কিন্তু ইহাতেও অনিত্য বস্তুর সহিত সংশ্রবহেতু নিত্যত্বে বিঘ্ন ঘটে। কোনও কালে না কোনও কালে তুর্ব্বশ নামে কেহ জন্মিয়াছিলেন—এই ভাব আপনা-আপনিই মানসপটে উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে। সুতরাং, সে পথ পরিত্যাগ করিয়া,

যাহা চিরন্তন, যাহা অনাদি, তাহার সংশ্রব কিসে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা অনুসন্ধান করাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

সে পক্ষে, আদর্শ কি, কর্ম্ম কি, তাহারই বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তজ্জন্য অধিক আয়াস-স্বীকারেরও আবশ্যক হয় না। সেই আদর্শ, সেই কর্ম্ম যে কি, তুর্ব্বশাদি-পদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেই (শেষোক্ত যুক্তি অনুসারে) তাহার আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে জন সত্বর আশ্রয় প্রাপ্ত হন, (তূর্ণং ক্ষিপ্রং বশতে আশ্রয়ং লভতে) তাঁহাকেই তুর্ব্বশ বলা যায়। কঠোর কর্ম্মপ্রভাবে, অশেষ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে, যিনি শীঘ্র ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করেন, তিনিই তুর্ব্বশ। 'তুর্ব্বন্' পদের অর্থ সায়ণ এক স্থলে (ঋক্ ৮৷৯৷১৩) লিখিয়াছেন—"তুর্ব্বণে শত্রুণাং হিংসনে।" নিঘণ্টুতে "তুর্ব্বশে" পদের অর্থ "অন্তিক নিকট" লিখিত আছে। ঐ সকল পদই এক-ধাতু-মুলক প্রতিপন্ন হয়। এই মন্ত্রেরই অন্তর্গত "তুর্ব্বীতিং" পদও ঐ একই মুল হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করা যায়। তাহা হইলে, 'তুর্ব্বশং' পদে, আমাদিগের শত্রুর হিংসাকারী, আমাদিগের অসদ্ভাবের দমনকারী, এবং আমাদিগকে ভগবৎসমীপে পৌঁছাইয়া দিবার কাণ্ডারী প্রভৃতি ভাবই প্রাপ্ত হইতে পারি। 'তুর্ব্বীতিং' পদের অর্থে 'ক্ষিপ্রত্রাণ-কারীং' প্রতিবাক্য পুর্ব্বেই ব্যবহার করিয়াছি। এইরূপ 'যদু' পদের মুল 'যজ্' ধাতু। তাহাতে অমিত-সাধনার ভাব জ্ঞাপন করে। 'উগ্রাদেব' পদে কঠোর কৃচ্ছ্রকর্ম্মসাধ্য দেবভাবকে বুঝাইয়া থাকে। এ পক্ষে অর্চ্চনা-কারী আত্মোদ্বোধনপূর্ব্বক কহিতেছেন,—'সেই কঠোর দেবভাবকেও আমরা আহ্বান করিতেছি; অর্থাৎ, চরম সাধনার দ্বারা, কঠোর কর্ম্মের দ্বারা, সেই দেবভাব-সঞ্চয়ের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি। এ অবস্থায়, হে জ্ঞানদেব, আপনি একবার সহায় হউন; কেন-না, আপনার সহায়তা ভিন্ন আমাদের উদ্যম সকলই যে বৃথাই হইবে।'

এই সকল বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনা দাঁড়ায়—'হে দেব! আপনি আমাদের হৃদয়ের সদ্ভাবাপহারক চোর-বৃত্তিগুলিকে বিমর্দ্দন করুন; এবং আমরা যাহাতে সেই চির-নূতন আনন্দময় আবাসে আশ্রয় লাভ করিতে পারি, তাহার উপযোগী পবিত্রাণকারী যান আমাদিগের জন্য আনয়ন করুন। আমরা যেন ত্বরায় মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হই,

হে জ্ঞানদেব, আমাদের জন্য সেই ব্যবস্থা করিয়া দেন। আমরা যেন কর্ম্মী হই, আমরা যেন জ্ঞানী হই, আমরা যেন ভগবৎ-পাদ-পদ্মে আশ্রয় পাই।' এ ঋকের প্রার্থনার ইহাই সার-মর্ম্ম। (১ম—৩৬সূ—১৮ঋ)।

—— • ——

একোনবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং। একোনবিংশী ঋক্।)

নি ত্বামগ্নে মনুর্দ্দধে জ্যোতির্জনায় শশ্বতে।

দীদেথ কণ্ব ঋতজাত উক্ষিতো যং

নমস্যন্তি কৃষ্টয়ঃ ॥ ১৯ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

নি। ত্বাং। অগ্নে। মনুঃ। দধে। জ্যোতিঃ। জনায়। শশ্বতে।

দীদেথ। কণ্বে। ঋতঽজাতঃ। উক্ষিতঃ। যং।

নমস্যন্তি। কৃষ্টয়ঃ ॥ ১৯ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব) ত্বং 'জ্যোতিঃ' (প্রকাশস্বরূপঃ) 'ঋতজাতঃ' চ (সত্য-সম্ভূতশ্চ); 'শশ্বতে' (সর্ব্বায়) 'জনায়' (লোকায়, লোকহিতসাধনার্থং) 'মনুঃ' (মনুষ্যঃ, জ্ঞানিজনঃ) 'নি' (নিরন্তরং) 'ত্বাং দধে' (ত্বাং দধৌ, হৃদি প্রতিষ্ঠিতবান্); 'যং' (অগ্নিং, জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'কৃষ্টয়ঃ' (আত্মোৎকর্ষসাধনসম্পন্না মনুষ্যাঃ) 'নমস্যন্তি' (পূজয়ন্তি), স অগ্নিদেবঃ 'উক্ষিতঃ' (অর্চ্চিতঃ সন্) 'কণ্বে' (মতিমতে জনে) 'দীদেথ' (দীপ্তবানসি)। লোকহিতকামনয়া বিজ্ঞজনো নিরন্তরং জ্ঞানোপাসকো ভবতি। তদাদর্শেন জ্ঞানামৃতলিপ্সবঃ সর্ব্বে অতিকণ্বাদপি শোভা লভন্তে। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৬সূ—১৯ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি প্রকাশ-রূপ (স্বতঃপ্রকাশশীল) এবং সত্যসমুদ্ভূত। সকল লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত জ্ঞানিজন নিরন্তর আপনাকে ধারণ করেন (হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখেন); আত্মোৎকর্ষসাধনসম্পন্ন মনুষ্যগণ যে জ্ঞানদেবতাকে পূজা করেন (যে জ্ঞানের অনুসরণকারী হয়েন), সেই জ্ঞানদেবতা (জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব) পূজিত হইলে, অতি-অকিঞ্চন জনকেও তিনি দীপ্তিমান্ (জ্ঞানে বিভূষিত) করিয়া থাকেন। (১ম—৩৬সূ—১৯ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে জ্যোতিঃপ্রকাশরূপং ত্বাং শশ্বত্তে বহুবিধায় জনায় মনুঃ প্রজাপতির্নিদধে। দেবযজনদেশে স্থাপিতবান্। হে অগ্নে ঋতজাত ঋতেন যজ্ঞেন নিমিত্তভূতেনোৎপন্ন উক্ষিতো হবির্ভিস্তর্পিতঃ সন্ কণ্ব এতন্নামকো মহর্ষৌ দীদেথ। দীপ্তবানসি। যমগ্নিং কৃষ্টয়ো মনুষ্যাঃ কৃষ্টয়শ্চর্ষণী। ইতি মনুষ্যনামসু পঠিতত্বাৎ। নমস্যন্তি। নমস্কুর্বন্তি স ত্বামিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥ দীদেথ। দোদতিশ্ছান্দসো দীপ্তিকর্ম্মা। তলি দ্বির্ব্বচনপ্রকরণে ছন্দসি বেতি বক্তব্য-মিতি দ্বির্ব্বচনাভাবঃ। অনিত্যমাগমশাসনমিতি বচনাদিডভাবঃ। লিৎস্বরেণ প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। ঋতজাতঃ। ঋতেন জাত ইত্যৃতজাতঃ। যোদিতো নিষ্ঠায়ামিতীট্ প্রতিষেধঃ। জনসনেত্যাদিনাত্বং। তৃতীয়া পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। নমস্যন্তি। নমোবরিব

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! জ্যোতিঃ-প্রকাশরূপ তোমাকে বহুপ্রকার লোকের জন্য প্রজাপতি দেবযজন-স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। হে অগ্নে! তুমি ঋতজাত অর্থাৎ নিমিত্তভূত যজ্ঞ-উৎপন্ন হবিসমূহ দ্বারা তর্পিত হইয়া কণ্ব-নামক মহর্ষির প্রতি দীপ্তিবান্ হও। মনুষ্যগণ যে অগ্নিকে প্রণাম করিয়া থাকেন (মনুষ্যগণ সকলের মধ্যে কৃষ্টয়শ্চর্ষণাঃ এই প্রকার পাঠ আছে); সেই তুমি। পূর্ব্বের সহিত অন্বিত।

'দীদেথ' পদটী 'দোদতিশ্ছান্দসো দীপ্তিকর্ম্মা' এই নিয়মে, দীপ্তি অর্থক 'দোদতি' এই ছান্দস ধাতু নিষ্পন্ন। 'তলিদ্বি দ্বির্বচনপ্রকরণে ছন্দসি বেতি বক্তব্যম্' এই বক্তব্য সূত্রে দ্বির্বচন হয় নাই। 'অনিত্যমাগমশাসনং' এই বচন-হেতু 'ইট্' অভাব হইয়াছে। 'লিৎস্বরেণ' এই বাক্যে প্রত্যয়ের পূর্ব্ব-স্বরের উদাত্তত্ব হইয়াছে। 'ঋতজাত' পদটী, 'ঋতেন' যজ্ঞদ্বারা 'জাতঃ' উৎপন্ন হয়—এই বাক্যে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'যোদিতো নিষ্ঠায়ামিতি' এই সূত্রে 'ইট্‌ত্ব' নিষেধ হইয়াছে। 'জনসন' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'আ' হইয়াছে। তৃতীয়ায় পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। 'নমস্যন্তি' পদটী 'নমোবরিব' এই সূত্রে পূজার্থে 'ক্যচ্' প্রত্যয় হইয়াছে।

ইতি পূজার্থে ক্যচ্। অচ্ছপদেশাচ্চনার্দ্ধধাতুকান্তদাত্তত্বে কাষত্ত ধাতুস্বর। কৃষ্টয়ঃ। কৃষ বিলেখনে। ক্তিচক্তৌ চ সংজ্ঞায়ামিতি ক্তিচ্ ॥ ১৯ ॥ (১ম—৩৬সূ—১৯ঋ)।

ঊনবিংশ (৪৩৮) ঋকের বিশদার্থ।

—:০:০:—

এই ঋকের অন্তর্গত 'মনুঃ' এবং 'কণ্বে' পদদ্বয় লইয়া মতান্তর উপস্থিত হয়। 'কৃষ্টয়ঃ' পদও আলোচনার বিষয়ীভূত। ভাষ্যের মত এই যে, 'মনুঃ' পদে প্রজাপতি মনুকে এবং 'কণ্বে' পদে কণ্ব-নামক মহর্ষিকে বুঝাইতেছে; আর, 'কৃষ্টয়ঃ' পদে সাধারণ মনুষ্যগণের প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে। *

এ পক্ষে আমাদের অভিমত নানা ক্ষেত্রেই ব্যক্ত করিয়াছি। আমরা বলি, 'মনুঃ' পদে এখানে জ্ঞানিজনকে ('মন্—জ্ঞানে' এই অর্থে) বুঝাইতেছে। 'কণ্ব' বলিতে 'অতিক্ষুদ্র অকিঞ্চন-জন' বুঝায়। 'কৃষ্টয়ঃ' পদে 'যাঁহাদের আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে', তাঁহাদিগের প্রতি লক্ষ্য আছে। 'কৃষ্টয়ঃ' ও 'কণ্বে' পদ যথাপর্য্যায় প্রযুক্ত হওয়ায়, বেশ বুঝা যাইতেছে, এখানে উন্নত-স্তরের সাধকের প্রসঙ্গে নিম্নস্তরের উপাসকের বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

তার পর, বিবেচনা করিয়া দেখুন,—অগ্নি-সম্বোধনে এখানে কাহাকে সম্বোধন করা হইয়াছে! বলা হইয়াছে—তিনি 'জ্যোতিঃ'।' বলা হইয়াছে—তিনি 'ঋতজাতঃ।' এ পক্ষে অগ্নিরূপে জ্ঞানদেবতারই অর্চ্চনা করা হইয়াছে—বুঝা যায়। জ্ঞান যে জ্যোতিঃ, জ্ঞান যে স্বপ্রকাশ, জ্ঞান যে সত্যসঞ্জাত, সত্য হইতেই যে জ্ঞানের উদ্ভব, তাহা বোধ হয়,

---

'অৎ' উপদেশ-হেতু 'লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে' 'ক্যচ্' অন্ত হইয়া ধাতুস্বর হইয়াছে। 'কৃষ্টয়ঃ' পদটী বিলেখনার্থ 'কৃষ' ধাতুর উত্তর 'ক্তিচ্-ক্তৌ চ' এই সূত্রে ক্তিচ্ প্রত্যয় হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

---

* কি এ দেশে, কি অন্য দেশে, এ ঋকের যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, সর্ব্বত্রই ঐ ভাব পরিব্যক্ত। এ পক্ষে, এই ঋকের, একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"Manu has established thee, O Agni, as a light for the people. Thou hast shone forth with Kanva, born from Rita, grown strong, thou whom the human races worship."—H. OLDENBERG, in the VEDIC HYMNS.

বুঝাইবার আবশ্যক করে না। জ্ঞানের সেবার দ্বারা প্রাজ্ঞজন লোক-হিতসাধনে ব্রতী আছেন। এ কথা নিত্যসত্যস্বরূপ। দীপশিখা হইতে যেমন নানা আকারে নানা দিকে অগ্নি প্রজ্বালিত হইতে পারে; এক জন জ্ঞানীর দ্বারা সংসারে সেইরূপে জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞজন, লোক-হিতসাধনের জন্যই সংসারে অবস্থিতি করেন। যাঁহাদের আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাঁহারা সর্ব্বদাই জ্ঞানদেবতার নিকট প্রণত আছেন। তাঁহাদের আদর্শে যদি 'কণ্ব' (ক্ষুদ্রজন) কচিৎ জ্ঞানসেবাপর হয়, সেও তরিয়া যায়। ইহাই ভাবার্থ। (১ম—৩৬সূ—১৯ঋ)।

বিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং। বিংশী ঋক্।)

ত্বেষাসো অগ্নেরমবন্তো অর্চ্চয়ো ভীমাসো

ন প্রতীতয়ে।

রক্ষস্বিনঃ সদমিদ্‌যাতুমাবতো বিশ্বং

সমত্রিণং দহ ॥ ২০ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বেষাসঃ। অগ্নেঃ। অমহবন্তঃ। অর্চ্চয়ঃ। ভীমাসঃ।

ন। প্রতিহইতয়ে।

রক্ষস্বিনঃ। সদং। ইৎ। যাতুহমাবতঃ। বিশ্বং।

সং। অত্রিণং। দহ ॥ ২০ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অগ্নেঃ' (অগ্নিদেবস্য, জ্ঞানস্য) 'ত্বেষাসঃ' (দীপ্তাঃ, তীব্রাঃ) 'অমবন্তঃ' (বলবন্তঃ, প্রচণ্ডাঃ) 'ভীমাসঃ' (ভয়ঙ্করাঃ) 'অর্চ্চয়ঃ' (জ্বালাঃ) 'ন প্রতীতয়ে' (প্রত্যেতুং ন শক্যাঃ, জ্ঞানিভিঃ কদাচিদপি প্রত্যক্ষীভূতা ন ভবন্তি); হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! 'রক্ষস্বিনঃ' (বলবতঃ, স্পর্দ্ধান্বিতান্, রাক্ষসসদৃশান্) 'যাতুমাবতঃ' (যাতুধানান্, শত্রূন্) 'সদং' (সর্ব্বদা) 'ইৎ' (এব) 'সংদহ' (সম্যগ্ ভস্মীকুরু); তথা 'বিশ্বং' (সর্ব্বং) 'অত্রিণং' (সদ্ভাবনাশকং শত্রুং) সংদহ ইতি শেষঃ। জ্ঞানস্যোগ্রজ্বালাঃ জ্ঞানিনং ন স্পৃশন্তি; পরন্তু তেষামভ্যন্তরে জ্ঞানিনঃ স্নিগ্ধভাবং উপলভন্তে। সদ্ভাবো হি জ্ঞানমূলকঃ। তস্মাৎ, 'হে দেব, সদ্বনাশকং শত্রুং জহি।' ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৬সূ—২০ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

অগ্নিদেবের (জ্ঞানের) তীব্র প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর জ্বালাসমূহ জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষীভূত হয় না (অজ্ঞানীরাই জ্ঞানের পথে বিঘ্ন-বিপত্তির সমাবেশ দেখে)। হে জ্ঞানস্বরূপ দেবতা! বলবান্ স্পর্দ্ধান্বিত শত্রুগণকে সর্ব্বদা আপনি ভস্মীভূত করুন; আমাদের সদ্ভাবনাশক সকল শত্রু নাশপ্রাপ্ত হউক। (তাহা হইলেই আপনার স্নিগ্ধতা অনুভব করিতে সমর্থ হইব—ইহাই ভাব)। (১ম—৩৬সূ—২০ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অগ্নেরর্চ্চয়ো জ্বালাস্ত্বেষাসো দীপ্তা অমবন্তো বলবন্তো ভীমাসো ভয়ঙ্করাঃ। অতঃ প্রতীতয়ে অস্মাভিঃ প্রত্যেতুং ন শক্যা ;ইতি শেষঃ। হে অগ্নে, রক্ষস্বিনঃ বলবতো যাতুমাবতো যাতুধানানসুরান্ সদমিৎ সর্ব্বদৈব সংদহ। সম্যগ্ ভস্মীকুরু। তথা বিশ্বং সর্ব্বমত্রিণং ভক্ষকমস্মবাধকং শত্রুং সংদহ ॥

ত্বেষাসঃ। ত্বিষ দীপ্তৌ। পচাদ্যচ্। চিত্ত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। অমবন্তঃ। অম রোগে অমতি শত্রূন্ রুজতীত্যমো বলং। পচাদ্যচ্। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। তদেষামস্তী-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অগ্নির জ্বালাসকল, দীপ্তিসকল, বলবান এবং ভয়ঙ্কর; এই হেতু আমাদের প্রতীতি অর্থাৎ ধারণাশক্তির অতীত। হে অগ্নে! তুমি বলবান অসুরসমূহকে সর্ব্বদা সম্যক্‌রূপে ভস্মীভূত কর। সেই প্রকার সর্ব্বভক্ষক (আমাদের যজ্ঞবিঘ্নকারী) শত্রুগণকে সম্যক্ দহন কর।

'ত্বেষাসঃ' পদটী দীপ্ত্যর্থ 'ত্বিষ' ধাতুর উত্তর 'পচাদিত্ব' হেতু 'অচ্' প্রত্যয়। 'চিত' এই সূত্রে অন্তস্বরের উদাত্ত হইয়াছে। 'অমবন্ত' পদটী,—'অম' ধাতু রোগ বুঝায়, শত্রুগণকে রোগ অর্থাৎ পীড়াদান করেন—এই অর্থে 'অম' অর্থাৎ বল। 'পচাদি' হেতু 'অচ্' প্রত্যয়। 'বৃষাদিত্ব' হেতু

অমবন্তঃ। প্রতীতয়ে তাদৌচ নিতীতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। রক্ষস্বিনঃ। রক্ষন্ত্যনেনেতি রক্ষো বলং। করণেঽসুন্। অস্মায়ামেধেতিমত্বর্থীয়ো বিনিঃ। যাতুমাবতঃ। যাতবো যাতনাঃ। তান্মিমতে নির্ম্মমতে-ইতি রাক্ষসব্যাপারা যাতুমাঃ। আতোঽনুপসর্গে ক ইতি কঃ। তদেষামস্তীতি মতুপ্। মতৌবহ্বচোঽনজিরাদীনাং। পা৹ ৬।৩।১১৯। ইতি দীর্ঘত্বং। সংজ্ঞায়াং। পা৹ ৮।২।১১। ইতি বত্বং। মতুপঃ পিত্বাদনুদাত্বত্বে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতি-স্বরত্বং। অত্রিণং। অদেস্ত্রিনিশ্চেতি কর্ত্তরি ত্রিণ্ প্রত্যয়ঃ॥ ২০॥ (১ম—৩৬সূ—২০ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে একাদশো বর্গঃ॥ ১১॥

বিংশ (৪৩৯) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এ ঋকের প্রচলিত অর্থে, প্রথমাংশের মর্ম্ম এই যে,—'অগ্নির ভয়ঙ্কর জ্বালা আমাদিগের অসহনীয়।' তার পরের অংশের ভাব এই যে,— 'হে অগ্নিদেব! তুমি মনুষ্যখাদক মায়াবী রাক্ষসদিগকে ভস্মীভূত কর।'*

আদিস্বর উদাত্ত। 'অম' ইহাদের আছে, এই বাক্যে 'অমবন্ত' হইয়াছে। 'প্রতীতয়ে' পদটী 'তাদৌচ নিতি' এই সূত্রে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'রক্ষস্বিনঃ' পদটী,—ইহার দ্বারা রক্ষা হয়—এই বাক্যে 'রক্ষ' শব্দে বল বুঝায়। করণে 'অসুন' প্রত্যয়, 'অস্মায়ামেধেতি' সূত্রে মত্বর্থে 'বিনিঃ' প্রত্যয়। 'যাতুমাবতঃ'—'যাতবঃ' শব্দে যাতনা বুঝায়। 'তান্ মিমতে নির্ম্মমতে' এই অর্থে 'যাতুমাঃ' শব্দে রাক্ষসব্যাপার, 'আতোঽনুপসর্গে কঃ' এই সূত্রে 'কঃ' প্রত্যয়। 'তদেষা-মস্তীতি' বাক্যে অস্ত্যর্থে 'মতুপ' প্রত্যয়, 'মতৌ বহ্বচোঽনজিরাদীনাং' (পা৹ ৬।৩।১১৯) সূত্রে দীর্ঘ, 'সংজ্ঞায়াং' (পা৹ ৮।২।১১) সূত্রে 'বত্ব' অর্থাৎ 'ব' হইয়াছে। মতুপের পকার ইৎ অর্থাৎ প থাকে না বলিয়া, অনুদাত্ত-বিষয়ে কৃদুত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। 'অত্রিণং'—'অদেস্ত্রীনিশ্চ' সূত্রে কর্ত্তৃবাচ্যে ত্রিণ প্রত্যয় হইয়াছে॥ ২০॥ (১ম—৩৬সূ—২০ঋ)।

ইতি প্রথমাষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে একাদশ বর্গ সমাপ্ত।

---

* এই ঋকের অনুবাদ নানা জনে নানারূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কেহ বা "ন প্রতীয়তে" শব্দের অর্থে "অগ্নিকে প্রত্যয় করা যায় না" এইরূপ লিখিয়াছেন। বঙ্গদেশ-প্রচলিত দুইটী অনুবাদ এবং একটী ইংরাজী অনুবাদ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে এক অনুবাদের সহিত অন্য অনুবাদের পার্থক্য উপলব্ধ হইবে।

(১) "অগ্নির অর্চিঃ প্রদীপ্ত, বলবান ও ভয়ঙ্কর, এবং তাহাকে প্রত্যয় করা যায় না; হে অগ্নি! রাক্ষসদিগকে, যাতুধানদিগকে এবং বিশ্বভক্ষক (শত্রুকে) দমন কর।"

(২) "অগ্নির শিখাসকল প্রদীপ্ত, বলবিশিষ্ট ও ভয়ঙ্কর; এই কারণে আমাদের বুদ্ধিগম্য হইবার বিষয় নহে। হে অগ্নিদেব, আপনি বলবান্ অসুরদিগকে সর্ব্বদা সম্যক্‌রূপে ভস্ম করুন এবং আমাদিগের ক্লেশদায়ক সমুদয় শত্রুকে ভস্ম করুন।"

আমাদের অর্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবপ্রকাশক হইল। অগ্নির জ্বালা—অগ্নির তেজ—অসহনীয় ও তীব্র; সে তেজের নিকট সহসা কেহই তিষ্ঠিতে পারে না। কিন্তু পারে কে? যে জন অগ্নির ব্যবহার জানে,—যে জন অগ্নির স্বরূপ অবগত হইয়া অগ্নিকে আয়ত্তাধীন রাখিতে সমর্থ হয়।(৩) বৈজ্ঞানিকের নিকট অগ্নির ব্যবহার এবং অজ্ঞের নিকট অগ্নির অপব্যবহার—এ পক্ষের দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করা যায়।

সাধারণ অগ্নি-সম্পর্কে যে ভাব, অসাধারণ জ্ঞান-সম্বন্ধেও সেই ভাব প্রত্যক্ষীভূত হয়। যে অজ্ঞানী, সে জ্ঞানীর নিকট অগ্রসর হইতে ভয় পায়। অজ্ঞানের নিকট জ্ঞান বা জ্ঞানের কার্য্য আতঙ্কোৎপাদক। অজ্ঞ শিশু বিদ্যার্জ্জনে কত বিভীষিকা দেখে। কিন্তু যিনি একটু অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি বিদ্যায় পরমানন্দ প্রাপ্ত হন। একের পক্ষে যাহা ভয়ের সামগ্রী, অন্যের পক্ষে তাহাই আবার আনন্দের বস্তু। মন্ত্রের প্রথমাংশে ("অগ্নে" হইতে "ন প্রতীতয়ে" অংশে), আমরা মনে করি, সেই ভাব পরিব্যক্ত। যাঁহারা জ্ঞান-মার্গে একটু অগ্রসর হইয়াছেন, অগ্নির জ্বালা—জ্ঞানের বিভীষিকা, তাঁহারা আদৌ দেখিতে পান না। তাঁহাদের জ্ঞান—জ্বালাময় নহে, পরন্তু শান্তিপ্রদ।

অতঃপর মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয় অনুধাবন করুন। শত্রুরা—আমাদের অজ্ঞানতা ও তৎসহচর রিপুগণ, দুষ্প্রবৃত্তিগণ—বড়ই বলদর্পী, বড়ই স্পর্দ্ধান্বিত, বড়ই দুর্দ্দান্ত। জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে তাহারা কেবলই বাধাপ্রদান করিতেছে,—কেবলই বিভীষিকা দেখাইতেছে। অর্চ্চনাকারী তাই প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে অগ্নিদেব! আপনি সেই দুর্দ্দান্ত শত্রুকে ভস্মীভূত করুন।' এখানে জ্ঞানের প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। প্রার্থনা,—'হে জ্ঞানরূপী ভগবন্! আপনি আমার হৃদয়ে উদয় হউন; অজ্ঞানতা-রূপ শত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হউক।'

'অত্রিণং' পদে ভক্ষক বা সম্ভাবনাশক অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অজ্ঞানতার

---

(৩) "Agni's flames are impetuous and violent; they are terrible and not to be withstood. Always burn down the sorcerers, and the allies of the Yatus, every ghoul."

প্রাদুর্ভাবেই সত্ত্বভাব নাশপ্রাপ্ত হয়। জ্ঞানোন্মেষে সত্ত্বভাব পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাই বলা হইয়াছে,—'আমাতে জ্ঞানের সঞ্চার হউক, আমার জ্ঞাননাশকারী শত্রু ধ্বংস পাউক ; আর, তাহার ফলে, জ্ঞান-স্বরূপ সেই অগ্নিদেব আমার নিকট জ্বালামালার হেতুভূত না হইয়া শান্তিপ্রদ হউন।' আমরা মনে করি, ইহাই ঋকের প্রার্থনার মর্ম্মার্থ। (১ম—৩৬সূ—২০ঋ)।

সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

ক্রীলং বঃ ইতি দ্বিতীয়ং সূক্তং পঞ্চদশর্চ্চং। অত্রেয়মনুক্রমণিকা। ক্রীলং পঞ্চোনা মারুতং হি গায়ত্রং ত্বিতি। ঋষিশ্চান্যস্মাদৃষেরবিশিষ্ট ইতি পরিভাষয়া ঘোরপুত্রঃ কণ্ব ঋষিঃ। ইদমুত্তরং চ গায়ত্রীচ্ছন্দস্কে। ইদমাদি সূক্তত্রয়ং মরুদ্দেবতাকং। তুহি হবেতি পরিভাষিতত্বাৎ॥ ব্যূলহে দ্বিতীয়ে ছন্দোমে আগ্নিমারুতশস্ত্রে এতৎ সূক্তং নিবন্ধনীয়ং। দ্বিতীয়স্যাগ্নিং বো দেব ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। ক্রীলং বঃ শর্দ্ধোহগ্নে মৃলতাগ্নি মারুতং। আ০ ৮।১০। ইতি॥ ব্রাহ্মণং চ ক্রীলং বঃ শর্দ্ধো মারুতমিতি মরুত্বা ক্রীড়ন্তঃ পুরোডাশং সপ্তকপালমিত্যস্যামিষ্টৌ ক্রীলং ব ইত্যেষা প্রধানস্যানুবাক্যা। তথা তত ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। ক্রীলং বঃ শর্দ্ধো মারুতমত্যাসো ন যে মরুতঃ স্বং চঃ। আ০ ২।১৮। ইতি॥ তামেতাং সূক্তে প্রথমামৃচমাহ।

সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'ক্রীলং বঃ' প্রভৃতি ঋকাত্মক দ্বিতীয় সূক্তে পনেরটী ঋক আছে। এস্থলে এইরূপ অনুক্রান্ত হইয়াছে ; যথা,—'ক্রীলং পঞ্চোনা' ইত্যাদি। 'ঋষিশ্চান্যস্মাদৃষেরবিশিষ্ট' ইত্যাদি পরিভাষা হেতু এই সূক্তের ঋষি—ঘোরপুত্র কণ্ব। এই সূক্তের এবং ইহার পরবর্ত্তী সূক্তের ছন্দ— গায়ত্রী। 'তুহি হবেতি' এইরূপ পরিভাষা আছে বলিয়া, ইহার আদিসূক্ত তিনটীর দেবতা— মরুৎ। 'ব্যূলহে দ্বিতীয়ে ছান্দোম' যাগে অগ্নি-মারুতশস্ত্রে এই সূক্তের বিনিয়োগ উক্ত আছে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে 'দ্বিতীয়স্যাগ্নি বো' ইত্যাদি খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে ; যথা,— "ক্রীলং বঃ শর্দ্ধোহগ্নে" ইত্যাদি (আ০ ৮।১০)। "ব্রাহ্মণং চ ক্রীলং ব শর্দ্ধো" ইত্যাদি ইহার প্রধান অনুবাক্যারূপে পঠিত হয়। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের সেই খণ্ডে সূত্রিত আছে,— "ক্রীলং বঃ শর্দ্ধো মারুতমত্যাসো" ইত্যাদি (আ০ ২।১৮)। সেই খণ্ডে এই সূক্তের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা ।

———‡•‡———

প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। অষ্টমোঽনুবাকঃ। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং।
দ্বাদশারভ্য চতুর্দ্দশপর্য্যন্তং ত্রয়ো বর্গাঃ।

• • •

সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং।

———•———

এই সূক্তের ও ইহার পরবর্ত্তী সূক্তের দেবতা—মরুদ্দেবগণ। পূর্ব্বে দুইটী সূক্তে (ষষ্ঠ সূক্তে ও ঊনবিংশ সূক্তে) মরুদ্দেবগণের উল্লেখের বিষয় অবগত আছি। তাহার মধ্যে ষষ্ঠ সূক্তে মরুদ্দেবগণের নাম নাই। ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ 'বহ্নিভিঃ' প্রভৃতি পদে তাঁহাদের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। যাহা হউক, ঐ দুই ক্ষেত্রেই তাঁহারা অন্যান্য দেবগণের সহিত (ষষ্ঠ সূক্তে ইন্দ্রদেবের সহিত এবং ঊনবিংশ সূক্তে অগ্নিদেবের সহিত) সম্পূজিত হইয়াছেন। কিন্তু এখানে তাঁহাদের উপাসনাতেই পর পর দুইটী সূক্ত প্রযুক্ত হইয়াছে—দেখিতেছি।

মরুদ্দেবগণের উৎপত্তি ও কর্ম্ম সম্বন্ধে পুরাণে নানা উপাখ্যান আছে। তাঁহারা আপন জননীর উদর বিদারণ-পূর্ব্বক বিনির্গত হইয়াছিলেন। 'তাঁহারা ইন্দ্রের বাহক ছিলেন। তাঁহাদের সাহায্যে ইন্দ্রদেব কর্ত্তৃক অসুরদিগের নিকট হইতে অপহৃত গাভীসকল উদ্ধার-প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইন্দ্র তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।' এবম্বিধ সে সকল উপাখ্যান। সে সকল উপাখ্যানের অভ্যন্তর হইতে সত্যতত্ত্ব উদ্ধার করা বড়ই কঠিন। এই যে সূক্তটী এক্ষণে ব্যাখ্যাত ও আলোচিত হইবে, ইহার মধ্যেও সে জটিলতা ঘনীভূত হইয়া আছে। সূক্তান্তর্গত ঋক্-কয়েকটীর যে অর্থ অধুনা প্রচলিত, তাহাতে দেখি, গাভীর উদরে তাঁহারা থাকেন *, মৃগ তাঁহাদের বাহন †, কণ্ববংশীয় ঋষিগণ তাঁহাদের পরিচর্য্যা করেন ‡। অন্যত্র আবার (এই সূক্তের অন্য আর এক ঋকের ব্যাখ্যায়) ঐ সকল বিশেষণের ব্যত্যয় দেখি। প্রথমে গাভীকে

---

* ৬ষ্ঠ ঋক্ দেখুন। মূলে আছে—"গোষু"; সায়ণভাষ্যে প্রকাশ—"গোষু' মরুন্মাতৃভূতপৃশ্নিপ্রভৃতিষু ধেনুষবস্থিতং।" তিনি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছিল,—"পৃশ্নিয়ৈ বৈ পয়সো মরুতো জাতা ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ।" প্রচলিত অনুবাদেও (রমেশ বাবুর অনুবাদে) দেখি,—"যে মরুৎগণ (পৃশ্নিরূপ) ধেনুর মধ্যে অবস্থিত।" ইত্যাদি।

† মূলে "পৃষতীভিঃ" আছে। ব্যাখ্যায়—"বিন্দুযুক্তাভিঃ মৃগীভিঃ" প্রতিবাক্য দেখি। (৫ম ঋক)।

‡ মূলে "কণ্বেভ্যো মুদ্ধ" (১৪ ঋক) আছে। তাহা হইতে ঐ অর্থ গ্রহণ করা হয়। সায়ণের অর্থ কিন্তু তথায় একটু জমকাইয়াছে।

মরুদ্গণের জননী বলিয়া খ্যাপন করা হইয়াছে। শেষে আবার (নবম ঋকে) 'আকাশ তাঁহাদের মাতা' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ফলতঃ, এ সকল ব্যাখ্যায় মরুদ্গণ অভিধানে যে ভগবানের কোন্ বিভূতি-সমূহের প্রতি লক্ষ্য আছে, তাহা বোধগম্য হওয়া বড়ই কঠিন।

যাহা হউক, মরুদ্দেবগণ বলিতে, মূলতঃ আমরা যে ভাব গ্রহণ করিতে পারি, তাহারই একটু আভাষ দিতেছি। সেই যে ভগবান্, সেই যে পরমেশ্বর, সেই যে ব্রহ্ম, যে নামেই তাঁহাকে অভিহিত কর, এক হইয়াই তিনি বহু, আবার বহু হইয়াও তিনি এক। অসংখ্য অনন্ত বিভূতির দ্বারা তিনি অভিব্যক্ত। বায়ু তাঁহার এক অভিব্যক্তি। তেজঃ তাঁহার এক অভিব্যক্তি। রস তাঁহার এক অভিব্যক্তি। ইত্যাদি। এই সকল অভিব্যক্তির আবার বিভিন্ন স্তর-পর্য্যায় আছে। 'তেজঃ' বলিলে, কত আধারে কত প্রকারে তেজের সমাবেশ সম্ভবপর হয়, তৎসমুদায়ের বিষয় মনে আসে। তখন, সূর্য্যের তেজঃ, অগ্নির তেজঃ, সদ্ভাবের তেজঃ প্রভৃতির নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে। অতএব, সাধারণভাবে 'তেজঃ' শব্দ উচ্চারিত হইলে, ঐ সকল প্রকার তেজই তাহার অন্তর্নিবিষ্ট থাকে। কিন্তু, বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যার সময়, যাঁহারা তেজোমাত্র বলিলে তেজঃপদার্থের স্বরূপ ধারণা করিতে পারিবেন না—তাঁহাদিগকে বুঝাইবার সময়, অগ্নির ও সূর্য্যের এবং অন্যান্য যেখানে যে ভাবে তেজঃ সন্নিবিষ্ট আছে—তাহার, নানা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার আবশ্যক হয়। অধিকারিবিশেষের অধিগত হওয়ার উদ্দেশ্যেই ঐরূপ বিশ্লেষণ-বিবৃতি। এক ঈশ্বর যে তিন হন, তিন হইতে তাঁহাকে যে তেত্রিশে এবং পরিশেষে তেত্রিশ কোটীতে—অগণ্য অসংখ্য পর্য্যায়ে পর্য্যবসিত করা হয়, তাহার কারণ আর কিছুই নহে; কারণ—তাঁহার স্বরূপ-অনুভূতি-পক্ষে সহায়তা। মরুদ্দেবগণ-সম্বন্ধেও সেই ভাব মনে করিতে হইবে। প্রথমে অগ্নিদেবতার, পরে বায়ু-দেবতার উপাসনার বিষয় প্রখ্যাপিত হয়। তার পর, একে একে তাঁহারা কিরূপে কি ভাবে অভিব্যক্ত, তাহাই বুঝাইবার প্রয়াস দেখি। মনে করুন,—দেবতার পরিচয়ে প্রথমে বলা হইল—তিনি বায়ু। বায়ু বলিলে, কি ভাবে কত রূপে তিনি বিদ্যমান, তাহারই বিষয় মনে আসে। তখন বায়ুর পর্য্যায়-বিভাগ আবশ্যক হইয়া পড়ে। সেই অবস্থাতেই তিনি মরুদ্গণ আখ্যা প্রাপ্ত হন। বায়ু প্রধানতঃ কত ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকেন, উহা দ্বারা তাহারই একটা আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে অধিকারী বায়ুর ধারণায় অসমর্থ হইবে, সে জন মরুদ্দেবগণের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ বায়ুতত্ত্ব অধিগত করিতে সমর্থ হইবে,—ইহাই অভিপ্রায়। সে পক্ষে, মরুদ্গণে—বায়ুরই বিশ্লেষণ-বিবৃতি মনে করা যাইতে পারে। যিনি বায়ুরূপে বিদ্যমান্, তিনিই মরুদ্গণ-রূপে বিবৃত হইয়া আছেন। ইহাই মর্ম্মার্থ।

যদি বলা হয়—পৃশ্নি তাঁহাদের মাতা, আর যদি বলা হয়—আকাশ তাঁহাদের জননী; বেদ-বাক্যে যদি এই দুই ভাবই ব্যক্ত থাকে, তাহাতেও কিছু আসে-যায় না। অনন্ত আকাশই তো বায়ুর বা মরুদ্গণের জননী; আবার সকল শূন্য-প্রদেশেই—কেবল শূন্য প্রদেশেই বা বলি কেন—সর্ব্বত্রই তাঁহাদের অধিষ্ঠান। সুতরাং 'ইহার মধ্যে বা উহার মধ্যে তাঁহারা আছেন' বলিলেও, সে পক্ষে কোনও বিপরীত বিপর্য্যয় ভাবের আশঙ্কা

করা যায় না। তার পর, 'পৃশ্নি' শব্দের অর্থও অনুরূপ হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় অনুধাবন করিলে, স্পষ্টই প্রতীত হয়, মরুদ্দেবগণ নামে সেই জগৎপাতাকেই তাঁহার একবিধ বিভূতিসত্ত্বের মধ্য দিয়া আহ্বান করা হইয়াছে।

—— • ——

প্রথমমণ্ডলস্য অষ্টমেঽনুবাকে সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। কণ্বঋষিঃ।
গায়ত্রীছন্দঃ। মরুদ্দেবতা। ব্যূঢ়ে দ্বিতীয়ে ছন্দোমে
আগ্নিমারুতশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

ক্রীলং বঃ শর্দ্ধো মারুতমনর্ব্বাণং রথে শুভং।
কণ্বা অভি প্র গায়ত॥ ১॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ক্রীলং। বঃ। শর্দ্ধঃ। মারুতং। অনর্ব্বাণং। রথেঽশুভং।
কণ্বাঃ। অভি। প্র। গায়ত॥ ১॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'কণ্বাঃ' (অকিঞ্চনাঃ, হে অস্মৎসদৃশাঃ ক্ষুদ্রজনাঃ) 'বঃ' (যুষ্মদর্থং) 'মারুতং' (মরুৎসমূহরূপং) 'শর্দ্ধঃ' (বলং, শক্তিং) 'ক্রীলং' (বিহরণশীলং, সর্বত্র ক্রীড়মানং) 'অনর্ব্বাণং' (শত্রুসংস্রবরহিতং) 'রথে শুভং' (রথে শোভমানং, সর্বেষাং হৃদ্দেশে বিরাজমানং); তং দেবং 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'প্র গায়ত' (সর্বতোভাবেন স্তুত, পূজয়ত) যূয়মিতি শেষঃ। আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অস্য ভাবঃ—মরুদ্রূপেণ স ভগবান্ সর্বেষাং হৃদয়ে নিত্যাং বিহরতি। তং অভিলক্ষ্য আগচ্ছত, অজ্ঞানপিহিতাঃ বয়ং সর্বে পূজাপরায়ণা ভবাম। (১ম—৩৭সূ—১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে ক্ষুদ্র অকিঞ্চন জন (আমরা)! তোমাদেরই (আমাদেরই) জন্য, মরুদ্দেবগণের শক্তি, সর্ব্বত্র ক্রীড়মান, শত্রুসংস্রবরহিত এবং সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান; সেই সেই দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া তোমরা (আমরা) অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হও (হই)। (১ম—৩৭সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে কণ্বাঃ কণ্বগোত্রোৎপন্না মহর্ষয়ঃ। যদ্বা মেধাবিন ঋত্বিজঃ। বো যুষ্মদর্থং মারুতং মরুৎসমূহরূপং শর্দ্ধো বলমভিপ্রগায়ত। অভিতঃ প্রকর্ষেণ স্তুধ্বং। কীদৃশং শর্দ্ধঃ। ক্রীলং। বিহরণশীলং। অনর্ব্বাণং। ভ্রাতৃব্যরহিতং। অতএব শ্রুত্যন্তরব্রাহ্মণেন মন্ত্রান্তরমেব ব্যাখ্যাতং। অনর্ব্বা প্রেহীত্যাহ। ভ্রাতৃব্যো বা অর্ব্বেতি। রথে শুভং। স্বকীয়ে রথে অবস্থায় শোভমানং ॥

ক্রীলং ক্রী ড় বিহারে। পচাদ্যচ্। শর্দ্ধঃ। শৃধু প্রহরণে। শর্দ্ধয়ত্যনেন শত্রূণিতি শর্দ্ধো বলং। অসুন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। মারুতং। মরুতাং সম্বন্ধি। তস্যেদমিত্যণ্। ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বা সমূহার্থেঽনুদাত্তাদেরঞ্। পা০ ৪।২।৪৪। ইত্যনুদাত্তাদিলক্ষণোঽঞ্ প্রত্যয়ঃ। অনর্ব্বাণং। ব্যত্যয়েন পুংলিঙ্গতা। নঞ্ সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। রথে শুভং।

সায়ণভাষ্যের-বঙ্গানুবাদ।

হে কণ্বগোত্রোৎপন্ন মহর্ষিগণ! অথবা মেধাবী ঋত্বিকসমূহ! তোমাদের জন্য মরুৎসমূহরূপ বল চতুর্দ্দিকে প্রকৃষ্টরূপে স্তুত হইতেছে। কি প্রকার বল? বিহরণশীল। ভ্রাতৃব্যরহিত; এই হেতু, শ্রুত্যন্তরে ব্রাহ্মণ কর্তৃক মন্ত্রান্তরেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অনর্ব্বা-পদে প্রেহি অর্থ উপলব্ধ হয়। অর্ব্ব-পদে ভ্রাতৃব্য অর্থাৎ শত্রু বুঝায়। 'রথে শুভং' বাক্যে—সেই মরুদ্গণ স্বকীয় রথে অবস্থিত হইয়া শোভমান।

'ক্রীলং' পদটী বিহারার্থ 'ক্রী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। পচাদিগণীয় বলিয়া, 'পচাদ্যচ্' সূত্রে তদুত্তর 'অচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। "শর্দ্ধঃ" (শর্ধ) পদটী, প্রহরণার্থ 'শৃধ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। শত্রুগণকে প্রহার করে ইহার দ্বারা—এই ব্যাসবাক্যে 'শর্দ্ধ' অর্থে 'বল' বুঝায়। উক্ত 'শৃধ' ধাতুর উত্তর 'অসুন্' প্রত্যয়। নিৎ ('ন'কার 'ইৎ') হেতু উহার আদিস্বর উদাত্ত। 'মারুতং' পদটীতে 'তস্য ইদম্' এই বাক্যে 'ইদমর্থে' 'অণ' প্রত্যয় ও ব্যত্যয়-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অথবা, 'সমূহার্থেঽনুদাত্তাদেরঞ্' (পা০ ৪।২।৪৪) সূত্রে অনুদাত্তাদিলক্ষণ-হেতু 'অঞ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'অনর্ব্বাণং' পদটী ব্যত্যয়-হেতু পুংলিঙ্গ হইয়াছে। 'নঞ্ সুভ্যাং' এই সূত্রে উত্তর পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'রথে শুভং' পদটী দীপ্ত্যর্থক 'শুভ্' ধাতুর

স্তুত গীঃ। রথে শোভন্ত ইতি রথে শুপ্। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। তৎপুরুষে কৃতি বহুলমিত্যলুক্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। গায়ত। কৈ গৈ শব্দে। তিঙ্ঙতিঙঃ ইতি নিঘাতঃ ॥ ১ ॥

প্রথম (৪৪০) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের ব্যাখ্যায় একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়—'কণ্বাঃ' পদ। সায়ণ এ পর্য্যন্ত বরাবরই 'কণ্ব' শব্দে কণ্ব-নামক মহর্ষির সংশ্রব সূচনা করিয়া আসিয়াছেন। এখানে তিনি আরও একটী অর্থ করিলেন; লিখিলেন—"যদ্বা মেধাবিন ঋত্বিজঃ।" পরন্তু এই সূক্তেরই চতুর্দ্দশ ঋকের ব্যাখ্যায় তাঁহার প্রথম প্রকারের অর্থ একেবারে পরিবর্ত্তিত হইল; তিনি সেখানে "কণ্বেষু" পদের প্রতিবাক্যে লিখিলেন—"মেধাবিষনুষ্ঠাতৃষু।" সেখানে মহর্ষির নাম-গন্ধ পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিলেন। ইহাতে মনে হয়, মহর্ষির নামের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট করায়, অনিত্যবস্তুর সহিত সম্বন্ধহেতু বেদবাক্যের নিত্যত্বে যে বিঘ্ন ঘটিতেছিল, এক্ষণে তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল; এবং তদনুসারেই তিনি কণ্ব-পদের অর্থ-নিষ্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহা হউক, আমরা নানা কারণে সে 'মেধাবী' অর্থও এখানে গ্রহণ করিলাম না। কণ্ব-পদে পূর্ব্বাপর আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, আমাদের সেই অর্থই এখানেও অব্যাহত রাখিলাম। *

উত্তর 'রথে শোভা পায়'—এই বাক্যে, রথ শব্দে 'শুপ্' হইয়াছে। "'ক্বিপ চ' এই সূত্রানুসারে 'ক্বিপ' প্রত্যয়ঃ; 'তৎপুরুষে কৃতিবহুলং' এই বাক্যে 'লুক্' (লোপ) হয় নাই। কৃৎ-প্রত্যয়-হেতু উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "গায়ত"—কৈ গৈ শব্দে গৈ ধাতু হইতে 'গায়ত' পদটী সিদ্ধ হইয়াছিল। 'তিঙ্ঙতিঙঃ' সূত্রে নিঘাত হইয়াছে ॥ ১ ॥ (১ম—৩৭সূ—১ঋ)।

---

* এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ এবং দুইটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। বঙ্গানুবাদ;—"হে কণ্বগোত্রোদ্ভব ঋষিগণ, ক্রীড়াশীল ও শত্রুরহিত মরুৎসমূহের উদ্দেশে গাও; তাঁহারা রথে শোভা পাইতেছেন।" ইংরাজী অনুবাদ (ম্যাক্সমূলারের),—"Sing forth, O Kanvas, to the sportive host of your Maruts, brilliant on their chariots, and unscathed." (উইলসনের),—"Celebrate, Kanvas, aggregate strength of the Maruts, sportive, without horses, but but shining in their car." 'অনর্বাণং' পদের অর্থ-বিষয়ে বিশেষ মতান্তর লক্ষিত হয়। এক মতে ঐ পদের অর্থ—শত্রুরহিত, অন্যমতে—অশ্বরহিত। অভিধানে দেখি,—

আমরা মনে করি, এ মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক; পরন্তু ঐ মন্ত্রে পারিপার্শ্বিক আত্মীয়-স্বজনকেও সম্বোধন আছে। আমরা অতিক্ষুদ্র; আমাদের জন্য সেই ভগবান্ মরুদ্দেবগণ রূপে সর্ব্বত্র ক্রীড়া-পরায়ণ রহিয়াছেন। আমাদের দৃষ্টি তাঁহাদের প্রতি পতিত হউক; তাঁহাদের অনুকম্পা আমরা লাভ করি; তাঁহাদের শক্তিতে আমরা শক্তিমান্ হই। ইহাই এ মন্ত্রের প্রার্থনা বা সঙ্কল্প। এখানে বলা হইতেছে,—সেই দেবগণ আমাদের নিকটেই আছেন, আমাদের মধ্যেই বিচরণ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রাপ্তির পথে শত্রুর বাধা-প্রদানের আশঙ্কা পর্য্যন্ত নাই; অথচ, আমরা তাঁহাদিগের প্রতি উদাসীন রহিয়াছি। ইহাই আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতা। তাই যেন সঙ্কল্প করা হইতেছে, এস, অতঃপর আমরা তাঁহাদের চিনিবার চেষ্টা করি, তাঁহাদের পূজায় তাঁহাদের শক্তির অনুসরণে প্রবৃত্ত হই।'

মন্ত্রের অন্তর্গত শব্দ-কয়েকটীর বিষয় আলোচনা করিলে, ঐ ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম—'কণ্বাঃ'। এই পদে কণ্ব-বংশীয়গণকে বা মেধাবিগণকে যে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহা বোধগম্য হয় না। কেন-না, মন্ত্রের দ্রষ্টা বা প্রবর্ত্তকের নাম দেখি—কণ্ব-ঋষি। সে পক্ষে তাঁহার পূর্ব্বে ঐ মন্ত্রের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। সুতরাং ঐ মন্ত্রে 'কণ্বাঃ' পদে কণ্ব-বংশীয়গণকে যে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। মেধাবিগণকে সম্বোধন করিয়াই বা মরুদ্দেবগণের মহিমা-ঘোষণা (স্তুতিবাদ) করিতে বলা হইবে কেন? যাঁহারা মেধাবী, যাঁহারা প্রাজ্ঞ, তাঁহারা কি জানেন না—কোন্ দেবতা উপাস্য বা পূজ্য? অপিচ, এ পক্ষে কে কাহাকে সম্বোধন করিতেছে, তাহার আবার সন্ধান করার প্রয়োজন হয়। এই সকল বিষয় বিচার করিলে, আমরা 'কণ্বাঃ' পদে যে প্রতিবাক্য পূর্ব্বাপর গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, তাহারই সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। "ক্রীলং"

'অর্ব্বণ' (ঋ গমন করা + বন্ (বনিপ)—ক) শব্দে ঘোটক বুঝায়। কিন্তু সায়ণ শ্রুত্যন্তর হইতে 'অনর্ব্বাণং' পদের 'ভ্রাতৃব্যরহিতং' অর্থাৎ শত্রুরহিত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। ম্যাক্সমূলার এ সম্বন্ধে বলেন,—'অর্ব্বৎ-পদেই ঘোটক বুঝায়, অর্ব্বন্-পদে নহে; ঘোটক বুঝাইলে, 'অনর্ব্বন্তং' পদ হইত, 'অনর্ব্বাণং' হইত না। আমরা সায়ণের অনুসরণে 'শত্রুপ্রবন্ধরহিত' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সেই অর্থই এখানে সমীচীন।

পদে 'সর্ব্বত্র ক্রীড়াশীল' এই ভাব আসে। মরুদ্গণ-রূপ বায়ু সর্ব্বত্রই বিচরণ করিতেছে। এখানে 'ক্রীলং' পদে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। "অনর্ব্বাণং" পদে 'শত্রুর সংশ্রবরহিত' অর্থাৎ সেই দেবতাকে ঘেরিয়া শত্রু অবস্থান করিতে পারে না—এই ভাব ব্যক্ত হইতেছে। মরুদ্গণকে কোন্ শত্রু স্পর্শ করিবে? "রথে শুভং" বাক্যে আমাদের হৃদয়-রূপ রথে তিনি শোভা পাইতেছেন—এই ভাব আসে। তিনি হৃদয়ের সামগ্রী, হৃদয়ে অবস্থিত আছেন; তাহা জানিয়াও, কেন আমরা উদাসীন আছি? তাই হৃদ্বৃত্তিকে সম্বোধনে সঙ্কল্প বদ্ধ হইতেছি,—'এস, মরুদ্গণের দ্বারাই আমরা ভগবদনুসরণে অগ্রসর হই।' ইহাই তাৎপর্য্য। (১ম—৪৭সূ—১ঋ)।

——

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

যে পৃষতীভির্ঋষ্টিভিঃ সাকং বাশীভিরঞ্জিভিঃ।

অজায়ন্ত স্বভানবঃ ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যে। পৃষতীভিঃ। ঋষ্টিঽভিঃ। সাকং। বাশীভিঃ। অঞ্জিভিঃ।

অজায়ন্ত। স্বঽভানবঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'যে' (মরুতঃ) 'পৃষতীভিঃ' (মৃগৈঃ, অশ্বীভূতৈঃ) 'ঋষ্টিভিঃ' (শত্রুনাশকৈঃ আয়ুধৈঃ) 'বাশীভিঃ' (বাগ্ভিঃ, শত্রুত্রাসকৈঃ হুঙ্কারৈঃ, অথবা—উপাসকানাং প্রতি অভয়প্রদানবাক্যৈঃ) 'অঞ্জিভিঃ' (জ্যোতির্ভাবৈঃ, অলঙ্কারভূতৈঃ) 'সাকং' (সহ) 'স্বভানবঃ' (স্বয়ং দীপ্তিমন্তঃ) 'অজায়ন্ত' (অজায়ন্); হে মনঃ, ত্বং তান্ অর্চয় ইতি শেষঃ। মরুদ্দেবগণাঃ শত্রুনাশকাঃ স্বয়ং দীপ্তিমন্তঃ অভীষ্টপূরকাঃ; তান্ পূজয়। ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনমূলকোহয়ং মন্ত্রঃ। (১ম—৩৭সূ—২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্দেবগণ অভীষ্টবর্ষণশীল মেঘের সহিত, শত্রুনাশক অস্ত্রের সহিত, শত্রুত্রাসকর হুঙ্কারের অথবা উপাসকের প্রতি অভয়প্রদ বাক্যের সহিত, এবং স্নেহার্দ্র ভাবের (শুদ্ধসত্ত্ব ভাবের) সহিত স্বয়ং দীপ্তিমন্ত হয়েন; হে মন, তুমি তাঁহাদের অর্চ্চনা কর। (১ম—৩৭সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

যে মরুতঃ পৃষতাদিভিঃ সাকং স্বভানবঃ স্বকীয় দীপ্তিযুক্তা অজায়ন্ত ইতি সম্পন্নাঃ। পৃষত্যো বিন্দুযুক্তা মৃগ্যো মরুদ্বাহনভূতাঃ। পৃষত্যো মরুতামিতি নিঘণ্টাবুক্তত্বাৎ। ঋষ্টয় আয়ুধানি। বাশ্রাঃ শব্দবিশেষাঃ পরকীয়সেনাভীতিহেতবঃ বাশী বাণীতি বাঙ্নামসু পঠিতত্বাৎ। অঞ্জয়োঽলঙ্করণানি তান্ স্তুম ইতি শেষঃ॥

অজায়ন্ত। জনী প্রাদুর্ভাবে। জ্ঞাজনোর্জা। পা০ ৭।৩।৭৯। ইতি জাদেশঃ। অড়াগম উদাত্তঃ। স্বভানবঃ। স্বকীয় ভানবো যেষাং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ২॥

দ্বিতীয় (৪৪১) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ এই—'মরুদ্দেবগণ যখন একত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহারা আপনার দীপ্তিতে দীপ্তিমান্ ছিলেন, তখনই তাঁহাদের বাহক বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট মৃগগণ তাঁহাদের রথে সংযোজিত

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে বায়ুসকল পৃষত্যাদির সহিত স্বকীয় দীপ্তিবিশিষ্ট হইয়া থাকেন (পৃষতী শব্দে বিন্দুযুক্ত, মরুতের বাহনভূত মৃগীকে বুঝায়। নিঘণ্টুতে মরুতাং অর্থাৎ বায়ুর পৃষত্য বাহন এইরূপ পাঠ আছে)। ঋষ্টি শব্দে আয়ুধ অস্ত্র, এবং বাশ্রাঃ শব্দে পরকীয় সেনায় ভীতি উৎপাদক বুঝায়। বাঙ্ নামসমূহ মধ্যে বাশী বাণী এইরূপ পাঠ আছে। অঞ্জি শব্দে অলঙ্কার অর্থ দ্যোতনা করে। তাৎপর্য্য এই যে, যে মরুৎ পৃষতী, ঋষ্টি, বাশ্র ও অঞ্জি প্রভৃতির সহিত স্বকীয় দীপ্তিতে দীপ্তিযুক্ত আছেন, সেই বায়ুসকলকে আমরা স্তব করি।

"অজায়ন্ত"—প্রাদুর্ভাবার্থ 'জন্' ধাতু হইতে 'অজায়ন্ত' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'জ্ঞাজনোর্জা' (পাঃ ৭।৩।৭৯) এই সূত্রে 'জা' আদেশ হইয়াছে। অট্ আগম হেতু উহার স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "স্বভানব" পদে—'স্বকীয় ভানু অর্থাৎ দীপ্তি যাহাদের',—এই ব্যাস-বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ ২॥ (১ম—৩৭সূ—২ঋ)।

ছিল, তখনই তাঁহারা আয়ুধ ধারণ করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহাদের হুঙ্কারে দিক্ প্রকম্পিত হইয়াছিল, তখনই তাঁহাদের অলঙ্কারের জ্যোতিতে দিক্ উদ্ভাসিত করিয়াছিল। * অলঙ্কারাদি পরিয়াই, রথে চড়িয়াই, অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়াই, তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন—ইহাই প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহের সাধারণ মত।

এখন, আমরা যে পথে যে অর্থে উপনীত হইলাম, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। প্রথম—দেবগণ বলিতে কি ভাব মনে আসে, তাহা অনুধ্যান করা আবশ্যক। বুঝিতে হইবে, জড়-পদার্থ তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত হইলেও, তাঁহারা জড়পদার্থের অতীত। আর, বুঝিতে হইবে, অশরীরী সেই দেবগণকে অশরীরী ভাবের মধ্য দিয়াই গ্রহণ

---

* এই মন্ত্রের ইংরাজী ও বাঙ্গালা দুই একটী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

MAX-MULLER :—"They who were born together, self-luminous, with the spotted deer (clouds), the Spears, the daggers, the glittering ornaments."

WILSON :—"Who, borne by spotted deer, were born self-radiant, with weapons, war-cries, and decorations."

রমেশ বাবু :—"তাঁহারা স্বকীয় দীপ্তিযুক্ত হইয়া, এবং বিন্দুচিহ্নিত মৃগরূপ বাহনের সহিত ও যুদ্ধগর্জ্জন ও আয়ুধ ও নানারূপ অলঙ্কারের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

রমানাথ :—"যে মরুদ্গণ নিজের বাহক বিচিত্র মৃগদিগের সহিত, অস্ত্রের সহিত, বাক্যের সহিত, অলঙ্কারের সহিত দীপ্তিযুক্ত হইয়াছিলেন, আমরা তাঁহাদিগকে স্তব করি।"

এই সকল মতের প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে, বলা বাহুল্য, গবেষণার অন্ত নাই। ম্যাক্সমূলার বলেন,—মরুদ্গণ বলিতে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতকে বুঝায়। 'পৃষতীভিঃ' পদে 'বৃষ্টিপূর্ণ মেঘের সহিত' অর্থ সূচিত হয়। তাঁহাদের 'আয়ুধ' বলিতে, বজ্রকে বুঝায়। তাঁহাদের অলঙ্কার—বিদ্যুৎ। এ বিষয়ে তাঁহার উক্তি ও যুক্তি একটু উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—"The spotted deer (Prishati) are the recognised animals of the Maruts, and were originally, as it would seem, intended for rain-clouds. Sayana is perfectly aware of the original meaning of the "prishati," as clouds. The legendary school, he says, takes them for deer with white spots, the etymological school for many-coloured lines of clouds. (RV. B. H. I. 64.8): * * * The spears and daggers of the Maruts are meant for the thunder-bolts, and the glittering ornaments for the lightning." রোথ (Roth) 'পৃষতী' পদে চিত্রবিচিত্র-বিন্দুযুক্ত গাভী বা অশ্ব (spotted cow or horse) অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

করিতে হইবে। দেবতত্ত্ব-বিশ্লেষণ উপলক্ষে অনেক স্থলেই এ সকল বিষয় বিবৃত করিয়াছি। এখানে আর তত্তৎবিষয়ের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন মাত্র। ফলতঃ, জড়পদার্থের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া ভাব-পদার্থ গ্রহণ করিতে হইবে—ইহাই সিদ্ধান্তিত হয়। তাহা হইলে, দেবতার বাহন-রূপ অশ্বের বা মৃগের কোনও প্রয়োজন হয় না। বুঝা যায়,—সে কেবল রূপক,—তাঁহাদের তত্ত্ব প্রকাশ-পথে উপমেয় উপমান প্রভৃতির পরিকল্পনা মাত্র। এই দৃষ্টিতে, ঋকের এক একটী শব্দের প্রতি লক্ষ্য করুন;—সত্যতত্ত্ব আপনিই উপলব্ধ হইবে।

প্রথম—'পৃষতীভিঃ'। ঐ শব্দের মূল 'পৃষ্' ধাতু; তাহার অর্থ—'সেচন'। 'মেঘ জল সেচন করে'—এই ভাবে, ঐ শব্দে মেঘ অর্থ আমনন করা যায়। মেঘ বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট। তাহা হইতে চিত্র-বিচিত্র চিহ্নযুক্ত ভাব গ্রহণ করিয়া, মৃগের (হরিণের) সহিত উহার সম্বন্ধ-সূচনা করা হয়। আর, তাহার ফলে, মরুদ্দেবগণের বাহনাদি-রূপ নানা উপাখ্যানের অবতারণা হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি, অত দূরে ঘুরিবার কি আবশ্যক আছে? ধাতুর অর্থ—সেচন। তিনি সেচনের—বর্ষণের—অভীষ্টপূরণের সহিত বিদ্যমান্ আছেন, এই সহজ অর্থ গ্রহণ করিলেই চলে না কি? দেবগণের দ্বারা আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় এই ভাবই সমীচীন ও সঙ্গত নহে কি? আমরা তাই 'পৃষতীভিঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'অভীষ্টবর্ষদৈঃ' পদ ব্যবহার করিয়াছি। দ্বিতীয়—'ঋষ্টিভিঃ' পদ। গত্যর্থক 'ঋষ্' অথবা দর্শনার্থক 'দৃশ্' ধাতু এই পদের মূল। এই মূল হইতেই আত্মদর্শনশীল ঋষি-পদের উৎপত্তি। এখানে এই পদের 'আয়ুধ' অর্থের সার্থকতা আছে। তাহাতে মোক্ষপথের (আত্মদর্শনের) বাধানাশক ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। মরুদ্দেবগণের নিকট এমন অস্ত্র আছে যে, সৎকর্ম্মে বা সৎপথে অগ্রসর হইবার পক্ষে বাধাপ্রদানকারীরা তদ্দ্বারা নিহত হয়। তৃতীয়—'বাশীভিঃ' পদ। এই পদে কেহ অস্ত্র (কুড়ালি, খোন্তা প্রভৃতি) অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন *; কেহ বা বাক্যরূপ বজ্র অর্থ

* 'বাশী' শব্দে সায়ণ এখানে বাক্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন বটে; কিন্তু অন্যত্র (১ম—৮৮সূ—৩ঋ) তিনিও অস্ত্র অর্থ কল্পনা করেন। তাহা হইতে ব্যাখ্যাকারগণ জুতা প্রস্তুতকারীদের অস্ত্র (Shoemaker's awl) ভাব গ্রহণ করিয়াছেন; এবং লিখিয়াছেন,—

আমনন করেন। আমরা "বাগ্‌ভিঃ" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তবে সে বাক্য যুগপৎ শক্রর পক্ষে ত্রাসকর এবং উপাসকের পক্ষে অভয়প্রদ—এই ভাব আমনন করি। কেন-না, 'বাশী' পদে ধাতুগত অর্থে কঠোর ও কোমল দুই ভাই ব্যক্ত হয়। চতুর্থ পদ—'অঞ্জিভিঃ'। 'অঞ্জ' (অঞ্জ্) ধাতু স্নেহভাবসমন্বিত দীপ্তির ও শোভার ভাব প্রকাশ করে। তাহা হইতেই অলঙ্কার অর্থ গ্রহণ করা হয়। স্নেহার্দ্র ভাবই (শুদ্ধসত্ত্ব ভাবই) দেবতার প্রকৃষ্ট অলঙ্কার। এই অর্থই এখানে আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। দেবতা যে স্বয়ং দীপ্তিমন্ত, 'স্বভানবঃ' পদে তাহাই ব্যক্ত করে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের যে অর্থ হয়, আমাদের বঙ্গানুবাদে তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। ঋকে মরুদ্দেবগণের স্বরূপ ব্যক্ত আছে। সেই মরুদ্দেবগণ কেমন? তাঁহারা মেঘের ন্যায় অভীষ্ট-বর্ষণশীল। তাঁহারা আর কেমন? না—আমাদিগের শক্রনাশের জন্য সর্ব্বদা অস্ত্র ধারণ করিয়া আছেন। আর তাঁহারা কেমন? আমাদের প্রতি অভয়প্রদ, আর আমাদের শক্রদের প্রতি তীব্র কঠোর। আর তাঁহারা কেমন? না—অনুগত আশ্রিতের প্রতি সদা স্নেহপরায়ণ হইয়া আছেন। 'সেই যে শক্রনাশক, সেই যে উপাসকের হিতসাধক মরুদ্দেবগণ, হে আমার অন্তর, এস, তাঁহাদের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হও। শুভফল প্রাপ্ত হইবে।' ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—৩৭সূ—২ঋ)।

—•—

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

ইহেব শৃণ্ব এষাং কশা হস্তেষু যদ্বদান্।

নি যামঞ্চিত্রমৃঞ্জতে ॥ ৩ ॥

"Grassman (Kuhn's Zeitschrift, vol xvi, p. 193) translates 'Vasi' by axe." ইত্যাদি।

পদ-বিশ্লেষণং।

ইহ২ইব। শৃণ্বে। এষাং। কশাঃ। হস্তেষু। যৎ। বদান্।

নি। যামন্। চিত্রং। ঋঞ্জতে ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'এষাং' (মরুদ্দেবানাং) 'হস্তেষু' (করেষু, আয়ত্তাধীনেষু) অবস্থিতাঃ 'কশাঃ' (তাড়নদণ্ডাঃ, 'যৎ' (কঠোরোপদেশবাক্যং) 'বদান' (বদন্তি, প্রদদতি) 'ইহ' (ইহসংসারে) 'এব' (অপি) 'নি' (নিতরাং) 'শৃণ্বে' (তদ্বাক্যং শৃণোমি); বিবেকস্য তদুপদেশঃ 'যামন্' (সংগ্রামে, সংসারসমরাঙ্গণে) 'চিত্রং' (বিবিধং শৌর্য্যং) 'ঋঞ্জতে' (অলঙ্করোতি, জয়যুক্তো ভবতি)। তে মরুদ্দেবা বিবেকদণ্ডতাড়নেন নিতরাং অস্মান্ সতর্কং কুর্ব্বন্তি। যদি বয়ং তেষাং তাড়নং শৃণুমঃ, তর্হি ইহসংসারে জয়শ্রীং লভেমহি। (১ম—৩৭সূ—৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সেই মরুদ্দেবগণের হস্তে (আয়ত্তাধীনে) অবস্থিত বিবেক-রূপ তাড়নদণ্ড যে কঠোর উপদেশ-বাক্য প্রদান করে, ইহসংসারেও সে বাক্য শুনিতে পাই। বিবেকের সেই উপদেশ, সংসারসমরাঙ্গণে বিবিধ শৌর্য্যকে বিভূষিত (জয়যুক্ত) করে। (১ম—৩৭সূ—৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

এষাং মরুতাং হস্তেষু স্থিতাঃ কশাঃ স্ব স্ব বাহনতাড়নহেতবো যদ্বদান্। বদন্তি। যং ধ্বনিং কুর্ব্বন্তি তং ধ্বনিমিহৈবাত্রৈব স্থিত্বা শৃণ্বে। শৃণোমি। স ধ্বনিবিশেষো যামন্ সংগ্রামে চিত্রং বিবিধং শৌর্য্যং ন্যৃঞ্জতো নিতরামলঙ্করোতি। ঋঞ্জতিঃ প্রসাধনকর্ম্মেতি যাস্কঃ। নি০ ৬।২১ ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই মরুদ্গণের হস্তস্থিত স্ব স্ব বাহন-তাড়ন-হেতুভূত কশা (অশ্বতাড়নী) যে ধ্বনি করিয়া থাকে, সেই ধ্বনি আমরা এইস্থানে থাকিয়া শুনিতেছি। সেই ধ্বনিবিশেষ সংগ্রামে বিবিধ শৌর্য্যকে সম্যক্‌রূপে অলঙ্কৃত করে (অর্থাৎ সংগ্রামকালে সাহস উৎপাদন করে)। যাস্ক বলিয়াছেন,—ঋঞ্জতি শব্দে প্রসাধন-কর্ম্ম বুঝায়। (নি০ ৬।২২)।

শৃণ্বে। শ্রু শ্রবণে। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। শ্রুবঃ শৃ চেতি শৃ। হুশ্নুবোঃ সার্ব্বধাতুকঃ ইতি যণাদেশঃ। বদাৎ। বদ ব্যক্তায়াং বাচি। লেটোঽডাগমঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকারলোপে সংযোগান্তলোপঃ। আগমানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। যদ্বৃত্তযোগান্নিঘাতঃ। যামন্। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্। ন ঙিসম্বুদ্ধ্যোঃ। পা০ ৮।২।৮। ইতি ন লোপ প্রতিষেধঃ। ঋঞ্জতে। ঋজী ভৃজী ভর্জ্জনে। অত্র প্রসাধনার্থঃ॥ ৩॥

তৃতীয় (৪৪২) ঋকের বিশদার্থ।

প্রথমে এই ঋকের প্রচলিত অর্থের একটু আভাষ দিতেছি। তাহা হইলে, কি শব্দে কি ভাব গ্রহণে আমরা কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তাহা বোধগম্য হইবে। প্রচলিত অর্থ-সমূহের মর্ম্ম এই,—

'মরুদ্দেবগণের হস্তে বাহন-তাড়নের জন্য কশা (চাবুক) আছে; সেই কশার শব্দ (বাহন-তাড়নে যে শপাশপ্ শব্দ হয়) আমি এখানেও (যজ্ঞক্ষেত্রেও) শুনিতে পাই; আর সেই যে কশার শব্দ, তাহা বীরত্বকে অলঙ্কৃত করে।' *

"শৃণ্বে"—শ্রবণার্থ শ্রু ধাতু হইতে এই পদ নিষ্পন্ন। ব্যত্যয়-হেতু আত্মনে পদ হইয়াছে। 'শ্রুবঃ শৃচ' ইত্যাদি সূত্রে 'শৃ' আদেশ। 'হু শ্নুবোঃ সার্ব্বধাতুকঃ' এই নিয়মানুসারে যণ্ আদেশ হইয়াছে। "বদাৎ"—পদটী বক্তা ও বাচ্-অর্থক 'বদ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লেট বিভক্তি প্রযুক্ত অট্ আগম হইয়াছে। 'ইতশ্চ লোপ' সূত্রানুসারে উহাতে 'ই'কারের এবং সংযোগের অন্তভাগের লোপ হইয়াছে। আগমানুদাত্তত্ব-হেতু ধাতুস্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। "যামন" পদটীতে, 'সুপাং সুলুক' এই সূত্রানুসারে সপ্তমীর 'লুক্' অর্থাৎ লোপ হইয়াছে। 'নঙি সম্বুদ্ধ্যোঃ' (পা০ ৮।২৮) এই সূত্রে ন লোপের নিষেধ হইল। "ঋঞ্জতে"—ঋজ্ ও ভৃজ্ ধাতু ভর্জ্জনার্থে প্রযুক্ত হয়। ভর্জ্জনার্থক সেই ঋজ্ ধাতু হইতে 'ঋঞ্জতে' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ঐ পদ প্রসাধনার্থে প্রযুক্ত। (১—৩৭—৩ঋ)।

* কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালী, কি জর্ম্মণ, যিনিই ঋকের অনুবাদ করিয়াছেন, তিনিই এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ম্যাক্সমূলার দুই প্রকারে অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার এক অনুবাদ;—"I hear their whips, almost close by, when they crack them in their hands; they gain splendour on their way." অন্য অনুবাদ,—"Here, close by, I hear what the whips in their hands say; they drive forth the beautiful (chariot) on the road." প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদও দেখুন,—"এই মরুদ্গণের হস্তস্থিত কশা-সম্পর্ক যে ধ্বনি করে সেই ধ্বনি এই স্থানে থাকিয়াই আমি শুনি। সেই ধ্বনি সংগ্রামে বীরত্বকে অলঙ্কৃত করে।" সায়ণের ব্যাখ্যা, তাঁহার ভাষ্যে ও বঙ্গানুবাদেই দেখুন।

এই যে সকল ব্যাখ্যা, ইহা হইতে কি ভাব গ্রহণ করিতে পারা যায়—সুধিগণ তাহা বুঝিয়া দেখুন। আমাদের যাহা বক্তব্য, অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যাতেই তাহা প্রস্ফুট। তথাপি প্রসঙ্গতঃ কিছু বলিতেছি।

মন্ত্রে প্রথম লক্ষ্য করুন—"যৎ বদান"—যাহা বলে। কশার শপাশপ্ শব্দ—কিছু বলে কি? সহসা বোধগম্য হয় না। সেই বলা—সেই শপাশপ্ শব্দ—সংগ্রামে যে কি শৌর্য্য প্রকাশ করে, তাহাও বুঝিতে পারি না। পক্ষান্তরে, ঐ কশাকে যদি বিবেকের শাসনদণ্ড বলিয়া মনে করি, তাহাতে সঙ্গত ও সুষ্ঠু ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিবেকের শাসনদণ্ড, অস্ফুটস্বরে আমাদিগকে নিরন্তর কত কথাই কহিতেছে না কি? এ পক্ষে "ইহ এব" পদদ্বয়ের সার্থকতা কত সুন্দর অনুভূত হয়—বুঝিয়া দেখুন দেখি। এই সংসারে—এই পাপসঙ্কুল বিষম ক্ষেত্রে—এখানেও আমরা বিবেক-বাণী শুনিতে পাইতেছি। এ ভাব বিস্ময়জ্ঞাপক। অশরীরী দেবতার সম্বন্ধ দেবলোকে অশরীরী দেবতাতেই সম্ভবপর। কিন্তু এমনই তাঁহাদের করুণা যে, এসংসারেও তাঁহাদের বাণী আমরা শুনিতে পাই,—সে বাণী আমাদিগকে সাবধান করিয়া দেয়। কশার শব্দ শুনি বা না শুনি, তাহাতে কিছুই আসে-যায় না। সে পক্ষে "ইহ এব শৃণ্বে" বাক্যের কোনও সার্থকতাই থাকে না। কিন্তু বিবেক-বাণী—দেবতাদিগের নির্দ্দেশ—এখানে, এই মরলোকে থাকিয়াও, আমরা যে শুনিতে পাই, সে তাঁহাদের পরম অনুগ্রহ, সে আমাদের পরম সৌভাগ্য। "ইহ এব শৃণ্বে" বাক্যাংশ, সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে।

অতঃপর "হস্তেষু কশাঃ" পদদ্বয়ের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। "কশাঃ" বহুবচনান্ত পদ। অপকর্ম্মের প্রলোভনে চিন্তাস্রোত, অনন্তপথে অনন্তভাবে প্রধাবিত হয়। সুতরাং বিবেকের কশাঘাতসমূহও নানাভাবে নানারূপে আমাদের উপর কার্য্য করে। তাই একবার একটী কশাঘাত করিয়া দেবতারা নিশ্চিন্ত নহেন। তাঁহারা নিত্য নিত্য নূতন নূতন কশাঘাতের দ্বারা উচ্ছৃঙ্খল আমাদিগকে সুপথে আনয়নের জন্য চেষ্টা পাইতেছেন। আমরা মনে করি, সেই জন্যই এখানে 'কশাঃ' বহুবচনান্ত। "হস্তেষু" পদে, সে কশা তাঁহাদেরই মুষ্টির মধ্যে আবদ্ধ আছে—সে বিবেক-বাণী এক মাত্র দেবগণ হইতেই আগমন করে—এই ভাবই প্রকাশ

করিতেছে। মানুষের নিকট পাইবে না, অন্য কাহারও নিকট শুনিবে না, দেবতার নিকট হইতেই সে বাণী অস্ফুট-ভাবে তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে, ইহাই "হস্তেষু কশাঃ" বাক্যের তাৎপর্য্য।

উপসংহারে মন্ত্রের উপসংহার অংশের প্রতি লক্ষ্য করুন। বলা হইয়াছে—"যামন্ চিত্রং ঋঞ্জতে।" ভাব এই যে,—সংগ্রামে শৌর্য্য অলঙ্কৃত হয়। চাবুকের শপাশপ্ শব্দ, কদাচ সংগ্রামে শৌর্য্যকে অলঙ্কৃত বা মানুষকে জয়যুক্ত করে না। বিচার করিয়া দেখুন দেখি—"কশাঃ যৎ বদান" বাক্যের অর্থে যদি "বিবেক-বাণী যাহা বলে" এই ভাব গ্রহণ করি, তাহাতে এখানে কি সুন্দর অর্থসঙ্গতি হয়? অর্থ হয়,—'যদি বিবেকের বাণী শ্রবণ করি, বিবেক-বাণীর অনুসরণে যদি সংসার-সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হই, বিজয়-শ্রী অবশ্যই অধিগত হয়।' ইহাই সত্য নহে কি? বিবেকের অনুসরণেই মানুষ জয়যুক্ত হয় না কি? আমরা মনে করি, এই নিত্য-সত্য বিবেক-তত্ত্বই এখানে এ ঋকে প্রখ্যাপিত আছে। 'মানুষ! তুমি ভগবানের নিকট হইতে আগত বিবেক-বাণী স্মরণ কর; তদনুসরণে কর্ম্মপর হও; তাহাতে, সংসার-সমরে তোমার জয় অবশ্যম্ভাবী।' ইহাই এ মন্ত্রের মর্ম্ম। (১ম—৩৭সূ—৩ঋ)।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

প্র বঃ শর্দ্ধায় ঘৃষ্বয়ে ত্বেষদ্যুম্নায় শুষ্মিণে।
দেবত্তং ব্রহ্ম গায়ত ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

প্র। বঃ। শর্দ্ধায়। ঘৃষ্বয়ে। ত্বেষঽদ্যুম্নায়। শুষ্মিণে।
দেবঽত্তং। ব্রহ্ম। গায়ত ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে মম অন্তর্বৃত্তিনিবহা! 'দেবত্তং' (দেবানুগ্রহাৎ লব্ধং) 'ব্রহ্ম' (মন্ত্রং উদ্দিশ্য, সংস্বরূপং অভিলক্ষ্য) যূয়ং 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'শর্দ্ধায়' (অনুগ্রাহকায়) 'ঘৃষ্বয়ে' (শত্রুদমনশীলায়) 'ত্বেষদ্যুম্নায়' (দীপ্যমানধনপ্রদায়) 'শুষ্মিণে' (অমিতশক্তিশালিনে, শত্রুশোষকায়) মরুদ্গণায় 'প্র গায়ত' (বিশেষেণ স্তুধ্বং)। বেদমন্ত্রং অভিলক্ষ্য পরমশ্রেয়ঃসাধকায় মরুদ্গণায় আরাধয়ত ইত্যুপদেশঃ। (১ম—৩৭সূ—৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার অন্তরস্থ বৃত্তিসমূহ! দেবানুগ্রহে লব্ধ মন্ত্র লক্ষ্য করিয়া, তোমরা তোমাদের অনুগ্রহকারী, শত্রুদমনশীল, পরমধনপ্রদ, অমিতশক্তিশালী (শত্রুশোষকারী) মরুদ্দেবগণকে স্তব কর। (১ম—৩৭সূ—৪ঋ)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিজঃ। বো যুষ্মাকং সম্বন্ধিনে শর্দ্ধায় প্রহসনশীলায় ঘৃষ্বয়ে শত্রুঘর্ষণযুক্তায় ত্বেষদ্যুম্নায় দীপ্যমান যশসে। দ্যুম্নং দ্যোততের্যশো বান্নং বেতি যাস্কঃ। নি০ ৫।৫। শুষ্মিণে বলবতে। শুষ্মং। শুষ্কমিতি বলনামসু পাঠাৎ। এবম্ভূতায় মরুদ্গণায় ব্রহ্ম ব্রহ্ম হবির্লক্ষণমন্নমুদ্দিশ্য প্রগায়ত স্তুধ্বং। কীদৃশং ব্রহ্ম। দেবত্তং। দেবৈর্দত্তং। দেবতানুগ্রহাল্লব্ধং॥

শর্দ্ধায়। শৃধু প্রহসনে। শর্দ্ধয়ত্যভিভাবয়তি শর্দ্ধো বলং। পচাদ্যচ্। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। ঘৃষ্বয়ে। সংঘর্ষে। কৃবিঘৃষ্যাদিনা। উ০ ৪।৫৩। কিন্ প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। ত্বেষদ্যুম্নায়। ত্বিষ দীপ্তৌ। পচাদ্যচ্। ত্বেষং দীপ্তং দ্যুম্নং যস্য। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতি-

সায়ণভাষ্যের-বঙ্গানুবাদ।

হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমাদের সম্বন্ধি প্রহসনশীল, শত্রুঘর্ষণযুক্ত, দীপ্যমান যশোবিশিষ্ট, (যাস্ক বলিয়াছেন— দ্যুম্ন' শব্দে দ্যুতি, যশ বা অন্নকে বুঝায়। (নি০ ৫।৫), বলবিশিষ্ট (বল নামসমূহ মধ্যে শুষ্ম শুষ্ক এইরূপ পাঠ আছে) মরুদ্গণের নিমিত্ত (ব্রহ্মঃ) হবির্লক্ষণ অন্নকে উদ্দেশ করিয়া স্তব কর। ব্রহ্ম কি প্রকার? দেবত্ত, দেবদত্ত অথবা দেবানুগ্রহহেতু লব্ধ।

"শর্দ্ধায়" পদটী প্রহসনার্থ 'শৃধ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'শর্দ্ধয়তি অভিভাবয়তি' অর্থাৎ পরাভবকে প্রাপ্ত করায় অর্থাৎ অভিভূত করে—এই অর্থে 'শর্দ্ধ' পদে বল বুঝায়। পচাদি-গণীয় বলিয়া, 'পচাদ্যচ্' সূত্র দ্বারা 'অচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'বৃষাদিত্ব' হেতু উহার আদিস্বর উদাত্ত। 'ঘৃষ্বয়ে' পদটী সংঘর্ষার্থ 'ঘৃষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'কৃবি ঘৃষি' ইত্যাদি (উ০ ৪।৫৩) সূত্রে 'কিন্' প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। "ত্বেষদ্যুম্নায়" পদটী দীপ্ত্যর্থ 'ত্বিষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'পচাদ্যচ্' সূত্রে অচ্ প্রত্যয়। 'ত্বেষ' দীপ্ত হইয়াছে। 'দ্যুম্ন যশ যাহার—এই ব্যাস-বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর প্রাপ্তি হইয়াছে।

স্বরত্বং। দেবত্তং। দেবৈর্দত্তং। ছান্দসো বর্ণলোপঃ। উক্তঞ্চ। দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশাবিতি। তৃতীয়া কর্ম্মণীতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ৪॥ (১ম—৩৭সূ—৪ঋ)।

চতুর্থ (৪৪৩) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

প্রচলিত অর্থে এ ঋকে ঋত্বিক্‌গণকে সম্বোধন আছে। তাঁহাদিগকে বলা হইতেছে,—'তোমরা এই ব্রহ্ম (হবিঃ-স্বরূপ অন্নের দ্বারা) মরুদ্দেবগণকে স্তব কর।'

আমরা এখানে অন্তরস্থ বৃত্তিনিবহকে সম্বোধন করিলাম। এরূপ ক্ষেত্রে আত্মোদ্বোধনই মন্ত্রের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। এখানে, মরুদ্দেবগণের কয়েকটী বিশেষণ আছে, এবং আমার অন্তরস্থ বৃত্তিনিবহ কি প্রকারে তাঁহাদের স্তব করিবে—তাহার উপদেশ আছে।

তাঁহারা কি গুণে গুণান্বিত? তাহাতে বলা হইয়াছে—তাঁহারা আমাদিগের শত্রুগণকে সংহার করেন, তাঁহাদিগের নিকট আমরা পরম ধন প্রাপ্ত হই। দ্বিতীয়তঃ, এই মন্ত্রে দেবগণের উপাসনা-বিষয়ে একটু উপদেশ আছে। তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিব কি প্রকারে? বেদমন্ত্র লক্ষ্য করিয়া। দেবগণ অশরীরী। আমাদিগের এ স্থূল-দৃষ্টিতে আমরা তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইব না। তবে তাঁহাদের অর্চ্চনা তাঁহাদিগের নিকট পৌঁছিবে কি প্রকারে? তাহার উত্তর—'দেবত্তং ব্রহ্ম' অর্থাৎ দেবানুগ্রহে এই বেদমন্ত্রই আমাদিগের স্তুতি তাঁহাদিগের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। মন্ত্ররূপ ব্রহ্মের অনুধ্যান কর; তাঁহাদের অনুকম্পা প্রাপ্ত হইবে। ইহাই মর্ম্মার্থ—ইহাই উপদেশ।

এই ঋকে প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়—'দেবত্তং ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম বা বেদমন্ত্র যে দেবতা হইতে প্রাপ্ত হই, আমাদিগের অন্তরস্থ দেবভাবই যে আমাদিগকে মন্ত্রের সন্ধান প্রদান করে, এখানে এই এক তত্ত্ব আমরা অবগত হইতে পারি। সায়ণ এখানে 'ব্রহ্ম' পদের প্রতিবাক্যে 'হবি-

---

"দেবত্তং" পদটী 'দেবগণ কর্ত্তৃক দত্ত' এই বাক্যে সিদ্ধ। ছান্দস-হেতু বর্ণলোপ হইয়াছে। উক্ত আছে যে,—অপর দুটি বর্ণের বিকার বা নাশ হয়। 'তৃতীয়া কর্ম্মণি'—এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ (১ম—৩৭সূ—৪ঋ)।

লক্ষ্মণং অন্নং' লিখিয়াছেন। বলা বাহুল্য, উহার মূল লক্ষ্য—প্রার্থনা, হৃদয়ে সত্ত্বভাব-সমাবেশ। * ব্রহ্ম (মন্ত্র) হৃদয়ে সত্ত্বভাব আনয়ন করে। প্রার্থনায়—উপাসনায়, হৃদয় সত্ত্বভাবে পূর্ণ হয়। তাই মন্ত্রের মধ্য দিয়াই দেবগণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—এবংবিধ উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

মন্ত্রের শব্দার্থ-বিষয়ে আমাদের ব্যাখ্যায় যে সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার আলোচনা বাহুল্য মাত্র। "শর্দ্ধঃ" পদের অর্থ প্রথম মন্ত্রে সায়ণ 'বলং' লিখিয়াছিলেন; কিন্তু এখানে "শর্দ্ধায়" পদে "প্রহসনশীলায়" লিখিলেন। ধাতুর অর্থ বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে। 'প্রহসনশীলায়' হইতেই 'অনুগ্রহকায়' ভাব আসে। যিনি হাস্যদান করেন, আনন্দদান করেন, তাঁহাকে অনুগ্রহকারী বলা যায়। "ত্বেষদ্যুম্নায়" পদের "ত্বেষ" ও "দ্যুম্ন" দুইই দীপ্তির ভাব প্রকাশ করে। তাহা হইতেই 'দীপ্যমান ধন' 'পরমার্থ-রূপ ধন' অর্থ আসে। 'ঘৃষ্যয়ে' ও 'শুষ্মিণে' পদদ্বয়ে শত্রুকে ঘর্ষণ (বিমর্দ্দন) এবং শোষণ (নিঃশেষকরণ) ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়।" এই সকল বিষয় বিবেচনায়, ঋকের প্রার্থনার মর্ম্ম হয় এই যে,—'হে দেবগণ! আমরা যেন সত্ত্বভাবান্বিত হইয়া মন্ত্রব্রহ্মের দ্বারা আপনাদিগকে হৃদয়ে ধারণা করিতে সমর্থ হই। আমাদের শত্রুগণ যেন নিঃশেষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।' (১ম—৩৭সূ—৪ঋ)।

—•—

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

প্র শংসা গোষ্বঘ্ন্যং ক্রীলং যচ্ছর্দ্ধো মারুতং।

জম্ভে রসস্য বাবৃধে॥ ৫॥

•••

* মোক্ষমূলার "দেবত্তং ব্রহ্ম" পদের অনুবাদে "the god-given prayer" লিখিয়া গিয়াছেন। আলোচনাই তাহাদের অনভিপ্রেত।

পদ-পাঠঃ।

প্র। শংস। গোষু। অঘ্ন্যং। ক্রীলং। যৎ। শর্দ্ধঃ। মারুতং।

জম্ভে। রসস্য। বাবৃধে ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'গোষু' (জ্ঞানকিরণেষু) 'অঘ্ন্যং' (অহন্তব্যং, অজেয়ং) 'ক্রীলং' (সর্ব্বত্রবিহরণশীলং) 'মারুতং' (মরুদ্দেবসম্বন্ধি) 'শর্দ্ধঃ' (তেজঃ) 'যৎ' (যৎ সংসারে বিদ্যমানোঽস্তি), 'রসস্য' (রসরূপস্য, আনন্দস্বরূপস্য, তৎ তেজঃ) 'জম্ভে' (হৃদয়ে) 'বাবৃধে' (বৃদ্ধ্যর্থং, আত্মোৎকর্ষ-সাধনার্থং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'প্র শংস' (স্তুহি, সেবস্ব), হে মম মন ইতি সম্বোধনং। মরুদ্দেবানাং পূজয়া আত্মোৎকর্ষসাধনং কুরু। ইতি উপদেশঃ। (১ম—৩৭সূ—৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানকিরণে অজেয়, সর্ব্বত্র বিহরণশীল, মরুদ্দেব-সম্বন্ধি যে তেজঃ সংসারে বিদ্যমান আছে, রসস্বরূপ (আনন্দস্বরূপ) সেই তেজকে হৃদয়ে পরিবর্দ্ধনের জন্য (আত্মোৎকর্ষ-সাধন-নিমিত্ত) সর্ব্বতোভাবে বন্দনা (সেবা) কর। (১ম—৩৭সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

গোষু মরুন্মাতৃভূত পৃশ্নি প্রভৃতিষু ধেনুষ্ববস্থিতং। পৃশ্ন্যৈ বৈ পয়সো মরুতো জাতা ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। অঘ্ন্যমহন্তব্যং ক্রীলং বিহারোপেতং মারুতং মরুৎসম্বন্ধি শর্দ্ধঃ প্রহসনশীলং তেজো যদস্তি তৎপ্রশংস হে ঋত্বিকসমূহ স্তুহি। রসস্য গোক্ষীররূপস্য সম্বন্ধি তত্তেজো জম্ভে মুখ উদরে বা বাবৃধে। বৃদ্ধমভূৎ ॥

শংস। শংস স্তুতৌ। দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। গোষু। সাবেকাচ ইতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মরুন্মাতৃভূত পৃশ্নি প্রভৃতি গোসমূহে অবস্থিত (পৃশ্নির 'পয়সো' দুগ্ধ হইতে মরুৎসকল জাত এইরূপ শ্রুত্যন্তর আছে), অবধ্য ক্রীড়নশীল মরুৎসম্বন্ধি যে তেজ আছে, হে ঋত্বিকগণ, তাহাকে স্তব করুন। গোক্ষীররূপ রস-সম্বন্ধ সেই তেজ মুখ কিম্বা উদরে বৃদ্ধ হইয়াছিল।

'শংস' পদটী স্তুত্যর্থ 'শংস' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' এই নিয়মানুসারে সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘ হইয়াছে। 'গোষু' পদটীতে 'সাবেকাচ' এই নিয়মানুসারে প্রাপ্ত বিভক্তির

প্রাপ্তস্য বিভক্ত্যাদাবত্ব ন গোশ্বন্ সাববর্ণেতি প্রতিষেধঃ। অঘ্ন্যাং। ঘ্নো হননং। ঘঞর্থে কবিধানং। পা০ ৩।৩।৫৮।৪। ইতি কঃ। গমহনেত্যাদিনোপধালোপঃ। সো হন্তেঃ। পা০ পা০ ৭।৩।৫৪। ইতি ঘত্বং। তদর্হতীতি য্যাং। ছন্দসি চেতি যঃ। ন ঘ্নামঘ্ন্যাং। অব্যয়-পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ক্রীলাদয়ো গতাঃ। জম্ভে। জভি নাশনে। জম্ভ্যাতে ভক্ষ্যতেহ-নেনেতি জম্ভমাস্যং। করণে ঘঞ্। বাবৃধে। বৃধু বৃদ্ধৌ লিটঃ। ছান্দসং সংহিতায়া-মভ্যাসদীর্ঘত্বং॥ (১ম ৩৭সূ- ৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে দ্বাদশো বর্গঃ॥ ১২॥

• • •

পঞ্চম (৪৪৪) ঋকের বিশদার্থ।

—:০:০:—

এই ঋকের অর্থ বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন প্রকারে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সায়ণের ব্যাখ্যা—ভাষ্যে লক্ষ্য করিবেন। ইংরাজী ও বাঙ্গালা অপর চারিটি ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি;—

(1) "Praise the sportive and resistless might of the Maruts, who were born amongst kine, and whose strength has been nourished by (the enjoyment of) the milk."

(2) "Celebrate the bull among the cows (the storm among the clouds), for it is the sportive host of the Maruts, endowed with terrible vigour and strength."

(৩) "ধেনুলাভের নিমিত্ত হননাযোগ্য, অজেয়, ক্রীড়াবিশিষ্ট মরুৎসম্বন্ধি সহনশীল যে তেজ আছে, হে ঋত্বিকসকল, উদর পুরিয়া ক্ষীর পান করিবার জন্য সেই তেজের স্তব কর।"

'গোশ্বন্সাবর্ণেতি' এই নিয়মানুসারে প্রতিষেধ হইয়াছে। 'অঘ্ন্যাং'—'ঘ্নো' অর্থে হনন বুঝায়। 'ঘঞর্থে ক বিধানং' (পা০ ৩।৩।৫৮।৪) এই সূত্রে 'কঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'গমহনেত্যাদি' সূত্রে উপধার লোপ হইয়াছে। 'সো হন্তেঃ (পা০ ৭।৩।৫৪) এই সূত্রে 'ঘত্ব' হইয়াছে। 'তদর্হতী' এই বাক্যে 'য্যাং'। 'ছন্দসি চেতি' সূত্রে 'যঃ'। 'ন ঘ্নাং'—অঘ্নং পদ হইয়া অব্যয়পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। ক্রীলাদি পদের ব্যাকরণ-প্রক্রিয়া পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। 'জম্ভে' পদটী নাশনার্থ 'জভি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ভক্ষণ করা যায় ইহার দ্বারা—এই ব্যাস-বাক্যে 'জম্ভ'-অর্থে আস্য (মুখ) বুঝায়। উক্ত জভ্ ধাতুর উত্তর করণে 'ঘঞ্'। 'বাবৃধে' (বৃধু বৃদ্ধৌ) বৃদ্ধ্যর্থ 'বৃধ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লিট্। ছান্দস প্রযুক্ত সংহিতা-বিষয়ে অভ্যাসের দীর্ঘ হইয়াছে॥ ৫॥ (১ম—৩৭সূ—৫ঋ)।

ইতি প্রথম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বাদশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১২॥

(৪) "যে মরুৎগণ (পৃশ্নিরূপ) ধেনুর মধ্যে অবস্থিত, তাঁহাদের বিনাশ-রহিত ক্রীড়াশীল ও প্রহসনশীল তেজ প্রশংসা কর; দুগ্ধ আস্বাদনে সেই তেজ বৃদ্ধি পাইয়াছে।"

এক ব্যাখ্যার সহিত অন্য ব্যাখ্যার প্রায়ই মিল নাই। পরন্তু পূর্ব্বাপর অর্থসঙ্গতি-রক্ষা-পক্ষেও কাহারও প্রয়াস দেখি না।

যাহা হউক, আমরা কি সূত্রে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তাহারই আভাষ দেওয়া যাউক। 'গো' শব্দে পূর্ব্বাপরই আমরা জ্ঞানকিরণ অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। আমাদের সেই অর্থই এখানে অব্যাহত।* "গোষু অঘ্ন্যং" পদদ্বয়ে তাহা হইলে কি ভাব ব্যক্ত করে, বুঝিয়া দেখুন। 'জ্ঞানকিরণে অজেয়'—অর্থাৎ 'পূর্ণজ্ঞান সেখানে কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে', ঐ দুই পদে, এই ভাবই প্রকাশ করে না কি? 'ক্রীলং' পদে 'সর্ব্বত্র-বিহরণশীল সর্ব্বব্যাপী' ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'শর্দ্ধঃ' পদে 'বল শক্তি তেজঃ' বুঝায়। 'যৎ' পদে 'যাহা আছে' অর্থাৎ 'সংসারে যাহা বিদ্যমান' এই ভাব প্রকাশ করে। তাহা হইলে মন্ত্রের "গোষু অঘ্ন্যং ক্রীলং মারুতং যৎ" পর্য্যন্ত অংশের অর্থ হয় এই যে,—'মরুদ্দেবগণের যে শক্তি বা তেজঃ সংসারে বিদ্যমান আছে, তাহা জ্ঞানকিরণে অজেয় এবং সর্ব্বত্র সঞ্চরণশীল।'

অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশের সহিত উহার সম্বন্ধ-সঙ্গতি উপলব্ধি করুন। উহার একটী পদ—'রসস্য'। স্থায়ী আনন্দের ভাবকে রস কহে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—'রস বৈ আনন্দঃ।' আমরা "রসস্য" পদের প্রতিবাক্যে তাই "আনন্দস্বরূপস্য" পদ গ্রহণ করিয়াছি। 'জম্ভে' পদে সাধারণতঃ উদর অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা ঐ পদের প্রতিবাক্যে "হৃদয়ে" পদ ব্যবহার করিয়াছি। 'জম্ভ' ও 'হৃদয়' এই দুই পদের উৎপত্তিমূলীভূত ধাতু দুইটীর অর্থ প্রায় অভিন্ন ('হৃ'—হরণে, 'জভি'—নাশনে)। ঐ পদ ও উহার প্রতিবাক্য-সম্বন্ধে একটী নিগূঢ় ভাব মনে আসে। জম্ভে বা উদরে কোনও আহার্য্য-দ্রব্য প্রদত্ত হইলে, তাহা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ, হৃদয়ে কোনও সদ্ভাব উপস্থিত হইলে, প্রায়ই তাহা লোপ প্রাপ্ত হয়। মানুষের এমনই প্রকৃতি যে, তাহারা স্বতঃই হৃদয়ে অসদ্ভাবের পোষণ করে, সদ্ভাব প্রায়ই ধারণা করিতে চাহে

---

* সায়ণ তাঁহার পূর্ব্বের অর্থ এখানে কতটা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, লক্ষ্য করিবেন।

না। এখানে তাই যেন বলা হইয়াছে,—'সদ্ভাবের স্বতঃক্ষয়কারী তোমার যে হৃদয়, একটু চেষ্টা কর, সে যেন সত্ত্বভাব-বৃদ্ধি-পক্ষে—আত্মোৎকর্ষ-সাধনে একটু প্রযত্নপর হয়।' কিন্তু সে ভাব-বৃদ্ধির উপায় কি? 'প্র শংস' পদ তাহাই খ্যাপন করিতেছে। মরুদ্গণের সেই তেজের (শর্দ্ধঃ)—সত্ত্বভাবের সেবাপরায়ণ হও; তাহাই তোমার শ্রেয়োলাভের কারণ হইবে। যদি চাও—শ্রেয়ঃ, যদি চাও—মঙ্গল, জ্ঞান-কিরণের দ্বারা অজেয় যে শক্তি, তাহারই অনুসরণ কর। আমরা মনে করি, এ মন্ত্রের ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য। (১ম—৩৭সূ—৫ঋ)।

—— • ——

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

কো বো বর্ষিষ্ঠ আ নরো দিবশ্চ

গ্মশ্চ ধূতয়ঃ।

যৎসীমন্তং ন ধূনুথ॥ ৬॥

পদ-বিশ্লেষণং।

কঃ। বঃ। বর্ষিষ্ঠঃ। আ। নরঃ। দিবঃ। চ।

গ্মঃ। চ। ধূতয়ঃ।

যৎ। সীং। অন্তং। ন। ধূনুথ॥ ৬॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'গ্মঃ' (ভূলোকস্য) 'চ' (এবং) 'দিবশ্চ' (দ্যুলোকস্যাপি) 'ধূতয়ঃ' (পাপবিধৌতকারিণঃ, পাপনাশকাঃ) হে মরুতঃ, 'বঃ' (যুষ্মাকং মধ্যে) 'আ' (সমন্তাৎ) 'বর্ষিষ্ঠঃ' (পাপনাশায় শ্রেষ্ঠঃ) 'নরঃ' (নেতা, অস্মাকং পরিচালনযোগ্যঃ) 'কঃ' (কোঽস্তি); 'যৎ' (যস্মাৎ, যস্য দেবস্য সম্বন্ধবশাৎ) 'সীং' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অন্তং ন' (অন্তদশাপ্রাপ্তং, পরমপাপাচারিণং মাদৃশং জনং ইব) 'ধূনুথ' (চালয়থ, পাপাৎ পরিত্রায়ধ্বে)। অজ্ঞানতমসাচ্ছন্নোঽহং দেবতত্ত্বং ন জানামি। দেবাঃ সংখ্যাতীতাঃ। মম ধারণাশক্তিঃ সংকীর্ণা। তস্মাৎ প্রার্থনা—'হে দেবাঃ! মাং স্বরূপং বিজ্ঞাপয়ত।' ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৭সূ—৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

ভূলোকের এবং দ্যুলোকেরও পাপবিধৌতকারী হে মরুদ্দেবগণ, আপনাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার পাপনাশ-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নেতা (আমাদের পরিচালনযোগ্য) কে আছেন? যদ্দ্বারা (অর্থাৎ, যে দেবতার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে পারিলে) সর্ব্বতোভাবে অন্তদশাপ্রাপ্ত পাপাচারী আমার ন্যায় জনকেও আপনারা পরিত্রাণ করেন। (১ম—৩৭সূ—৬ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

দিবশ্চ দ্যুলোকস্যাপি গ্মশ্চ ভূলোকস্যাপি। গৌঃ গ্মেতি ভূনামসু পঠিতত্বাৎ। ধূতয়ঃ কম্পনকারিণো হে নরো নেতারো মরুতঃ। বো যুষ্মাকং মধ্যে আ সমন্তাৎ বর্ষিষ্ঠো বৃদ্ধতমঃ কঃ। যদ্যস্মাৎ কারণাৎ সীং সর্ব্বতোঽন্তং ন বৃক্ষাগ্রমিব ধূনুথ। চালয়থ। তস্মাৎ কারণাৎ কম্পয়িতৄণাং যুষ্মাকং মধ্যে কঃ প্রবল ইতি প্রশ্নঃ॥

বর্ষিষ্ঠঃ। বৃদ্ধশব্দাদিষ্ঠনি প্রিয়স্থিরেত্যাদিনা বর্ষাদেশঃ। নিত্যাদাদ্যুদাত্তঃ। গ্মঃ। গ্মাশব্দাৎ ষষ্ঠ্যেকবচন আতো ধাতোরিত্যাত্র। পা০ ৬।৪।১৪০। আত ইতি যোগবিভাগঃ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোক এবং ভূলোক (ভূনাম-সমূহের মধ্যে গৌঃ, গ্ম এইরূপ পাঠ আছে) উভয়ের কম্পনকারী হে নেতৃবায়ুসকল! তোমাদের মধ্যে বৃদ্ধতম কে? যেহেতু সমস্ত দিক বৃক্ষাগ্রের ন্যায় তুমি চালনা করিতেছ; সেই হেতু কম্পনকর্তৃগণের তোমাদের মধ্যে প্রবল কে? ইহাই প্রশ্ন।

'বর্ষিষ্ঠ' পদটী 'বৃদ্ধ' শব্দের উত্তর 'ইষ্ঠ' প্রত্যয়। প্রিয়স্থিরেত্যাদি সূত্রানুসারে 'বর্ষ' আদেশ হইয়াছে। 'ন' ইৎ অর্থাৎ 'ন' থাকে না বলিয়া আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'গ্মঃ' পদটি—'গ্মা' এই শব্দের উত্তর ষষ্ঠীর একবচন, 'আতো ধাতোরিত্যত্র' (পা০ ৬।৪।১৪০) সূত্রে, 'আতঃ' এই যোগবিভাগ কর্তব্য—এই উক্তি হেতু, 'আ'কার লোপ হইয়াছে। 'উদাত্ত-

কর্তব্য ইত্যুক্তত্বাদাকারলোপঃ। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ বিভক্তেরুদাত্তত্বং। ধূতয়ঃ। ধূঞ্ কম্পনে। ক্তিচ্ক্তৌ চ সংজ্ঞায়ামিতি ক্তিচ্। তিতুত্রেত্যাদিনেট্ প্রতিষেধঃ। আমন্ত্রিতস্য চেতি সর্ব্বানুদাত্তত্বং। ধূনুথ স্বাদিভ্যঃ শ্নুঃ। সতি শিষ্টস্বরবলীয়স্ত্বমন্যত্র বিকরণেভ্যঃ ইতি বচনাৎ সতি শিষ্টোঽপি বিকরণস্বরো লসার্ব্বধাতুকস্বরং ন বাধতি। অতিঙিত্ত পদ স্বরঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ॥ (১ম—৩৭সূ—৬ঋ)॥

ষষ্ঠ (৪৪৫) ঋকের বিশদার্থ।

বড়ই সঙ্কট-সমস্যায় পড়িতে হয়—ব্যাখ্যার উপর ব্যাখ্যা দেখিয়া। অথচ, ভাব-পরিগ্রহণ-পক্ষে সকলের সকল প্রকার ব্যাখ্যারই সার্থকতা দেখিতে পাই।

এ ঋকে প্রথম সংশয় আনয়ন করিল—'নরঃ' পদ। ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই ঐ পদকে সম্বোধন-পদ বলিয়া মানিয়া লইলেন; এবং প্রথমার এক বচনের ঐ পদটীকে, সম্বোধনের বহুবচনান্ত "হে নেতারঃ মরুতঃ" রূপে ব্যাখ্যা করিলেন। তার পর সমস্যা আনিল—'ধূতয়ঃ' পদ। মনে ধারণা ছিল—মরুদ্দেবগণ বলিতে ঝড়ঝঞ্ঝাবাত বুঝায়। সুতরাং 'ধূঞ্ কম্পনে'—এই ধাত্বর্থানুসারে "দ্যুলোক ভূলোক কম্পনকারী' অর্থই গ্রহণ করা হইল। তার পর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমস্যা আনিল—'অন্তং ন ধূনুথ।' অনেকের ধারণা,—বেদে যেখানেই 'ন' পদ আছে, তাহাই উপমাবাচক; সুতরাং একটা উপমার বস্তুকে সন্ধান করিয়া আনার প্রয়োজন হইল। সায়ণ লিখিলেন,—'অন্তং ন বৃক্ষাগ্রমিব ধূনুথ চালয়থ।' 'অন্ত' বলিলেই 'কিসের অন্ত' সন্ধান করিতে হয়। ঝড়-ঝঞ্ঝায় বৃক্ষের অন্তভাগই অগ্রে বিকম্পিত হইয়া থাকে। অপরাপর

নিবৃত্তিস্বরেণ' এই নিয়মে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। 'ধূতয়ঃ' পদটি কম্পনার্থ 'ধূঞ্' (ধূ) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ক্তিচ্ ক্তৌচ' সূত্রে 'ক্তিচ্' প্রত্যয়, 'তিতুত্রেত্যাদি' সূত্রে 'ইট্' নিষেধ হইয়াছে। 'আমন্ত্রিতস্য' সূত্রে সকলই অনুদাত্ত হইয়াছে। 'ধূনুথ' পদটি 'স্বাদিভ্যঃ শ্নুঃ' এই সূত্রে 'শ্নুঃ' প্রত্যয়। 'সতিশিষ্টস্বরবলীয়স্ত্বমন্যত্র বিকরণেভ্যঃ' এই বচন দ্বারা শিষ্ট হইলেও বিকরণস্বর লসার্ব্বধাতুকস্বরকে বাধ করিতে পারে না। "অতিঙিত্ত পদ স্বর" এই নিয়মে 'তিঙ্' হইয়াছে। এখানে যদ্বৃত্তযোগহেতু নিঘাত হইতে পারে নাই। ৬॥

ব্যাখ্যাকারগণ তাঁহারই অনুসরণ করিয়া গেলেন। * তাহাতে অর্থ দাঁড়াইল—"আপনারা সকল বস্তুকে বৃক্ষাগ্রের ন্যায় চালনা করেন।" কেহ বা লিখিলেন—"তোমরা বৃক্ষাগ্রের ন্যায় চারিদিক পরিচালিত কর।" ঋকের অন্তর্গত "বর্ষিষ্ঠঃ" পদের অর্থ অনেকেই জ্যেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তাহাতে প্রশ্ন দাঁড়াইয়া গেল,—'হে মরুদ্দেবগণ! তোমাদের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ, তাহা আমাদিগকে জানাইয়া দেও।'

এই সকল ব্যাখ্যার ও এই সকল ভাবের মধ্য হইতে কি প্রকারে মর্ম্মার্থ উদ্ধার করিব? সমস্যা সুকঠিন। তথাপি, যে ভাবে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, একণে আমাদের ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে তাহাই একটু আলোচনা করিতেছি। প্রথম—'ধূতয়ঃ' পদ। এই পদে আমরা 'পাপ-বিধৌতকারিণঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। কম্পনার্থক 'ধূ' ধাতু হইতে ধৌতের (পরিষ্কৃতের) ভাব আসে। বস্ত্রের ময়লা পরিষ্করণ অর্থেই 'বস্ত্র ধৌত' বাক্য প্রচলিত। পরন্তু 'ত্যক্ত' অর্থে পাপ-পক্ষে ধূত শব্দের সচরাচর প্রয়োগ দৃষ্ট হয় (ধূতপাপা ভবিষ্যসি)। মহাকবি কালিদাস 'ত্যক্ত' অর্থেই বিভিন্ন স্থানে 'ধূত' পদ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন (পাদানতঃ কোপনয়াবধূতঃ)। এই হিসাবে, ঝড়ের বা কম্পনের ভাব গ্রহণ না করিয়া, পাপ-বিধৌতের ভাবই সঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম। 'দিবশ্চ' এবং 'গ্মশ্চ' পদদ্বয়ে দুইটী 'চ' আছে। উহার একটী 'চ' এবমর্থক, এবং অপর 'চ' টি অপ্যর্থক। অপ্যর্থক 'চ'-কে 'দিবঃ' পদের সহিত আমরা সঙ্গত করিয়াছি। পরন্তু 'গ্মঃ' পদের সহিতও উহা সংযোজন করা যাইতে

---

* ম্যাক্সমূলার এখানে একটু অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মত এই যে, 'অন্ত' পদে বৃক্ষাগ্র বুঝায় না; বস্ত্রের বসনের অন্ত বুঝায়। এ বিষয়ে তাঁহার মতটী একটু কৌতুক-প্রদ। সুতরাং উদ্ধৃত করা গেল। যথা,—"ANTAM NA, literally, like an end, is explained by Sayana as the top of a tree. Wilson, Langlois, and Benfey accept the interpretation. Roth proposes, like the hem of a garment, which I prefer: for VASTRANTA, the end of a garment, is a common expression in later Sanskrit, while ANTA is never applied to a tree in the sense of the top of a tree. Here AGRA would be more appropriate." NOTE on the VEDIC HYMNS.

পারে। তাহাতে ভাব হয় এই যে, স্বর্গের এবং মর্ত্ত্যেরও পাপ তাঁহারা বিধৌত করেন। স্বর্গের পক্ষে 'অপি' (ও) যোগ করিলে, বলা যায়,—'স্বর্গ পাপশূন্য, তথাপি যে একটু পাপ সেখানে প্রবেশ করিবে, সে পাপটুকুও তাঁহারা দূরীভূত করেন; নিষ্পাপ করা—বিশুদ্ধতা-সম্পাদন, তাঁহাদের ব্রত।' আবার ঐ 'অপি' (ও) যদি 'গ্মঃ' পদে যুক্ত হয়, তাহাতে ভাব আসে,—'স্বর্গের বা পুণ্যস্থানের পাপ তো তাঁহারা দূর করেনই; অপিচ, এই যে পাপের ভরা ধরা, এখানকার পাপও তাঁহাদের দ্বারা দূরীভূত হয়।' যাহা হউক, যেদিক দিয়াই বিচার করুন, "দিবশ্চ গ্মশ্চ ধূর্তয়ঃ" বাক্যে "দ্যুলোকের ও ভূলোকের পাপ বিধৌতকারী" অর্থই সঙ্গত বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। 'বর্ষিষ্ঠঃ' পদে 'পাপনাশের জন্য শ্রেষ্ঠ' এই ভাব জ্ঞাপন করে। বহুর মধ্যে একের সন্ধানের ভাব এখানে ব্যক্ত আছে। 'কঃ' 'বর্ষিষ্ঠঃ' এবং 'নরঃ' এই তিনটী পদ পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট। পাপনাশ-পক্ষে শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী এবং আমাদিগের নেতৃত্বের যোগ্য (পরিচালন-পরায়ণ) কে আছেন,—তাঁহাকে চিনাইয়া দেন; এই প্রার্থনাই এখানে পরিস্ফুট দেখি। 'যৎ' পদ, সেই দেবতার স্বরূপ-জ্ঞান-বিষয়কে লক্ষ্য করিতেছে। উহার অর্থ—সেই জ্ঞান হেতু; সেই জ্ঞানের নিমিত্ত; দেবতাকে জানাইয়া দিয়া। 'সীং' পদ 'সর্ব্বতোভাবে' অর্থ প্রকাশ করে। এখন অবশিষ্ট—"অস্তং ন ধুনুথ।" এখানে "অস্তং" পদে আমরা 'চরম অবস্থায় উপনীত' এই ভাব গ্রহণ করি। পাপের পথে অগ্রসর হইতে হইতে মানুষ যখন পরমপাপাচারী হইয়া পড়ে, তাহার সেই অবস্থাকে 'অন্ত' অবস্থা বলা যায়। 'অন্তকালে হরি বোলে কি ফল হবে বল না।'—ইত্যাদি বাক্যে, ঐ ভাবই ব্যক্ত হয়। 'সারাজীবন পাপ করিয়া আসিলে; পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছে; এখন আর অন্ত-কালে হরি-নামে ফল কি?'—ইহাই ঐ সকল বাক্যের তাৎপর্য্য। এখানে 'অস্তং' পদ তদুদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত বলিয়া মনে করি। 'ন' উপমারও তাহাতে সম্পূর্ণ সার্থকতা বোধগম্য হয়। এখানে অর্চ্চনাকারীর আত্মগ্লানির ভাব প্রকাশ পায়। তিনি যেন আত্মগ্লানিতে জর্জ্জর হইয়া বলিতেছেন,—'দেবতার স্বরূপ-জ্ঞান বিতরণ করিয়া আমার ন্যায় পরম পাপাচারীকেও আপনারা

পরিত্রাণ করেন। আপনাদের এতই করুণা!' এখানে 'ধুনুথ' পদ পরিচলানার অর্থাৎ পাপ হইতে পরিত্রাণের ভাব আনয়ন করে। তাহাতে ধাত্বর্থও অটুট থাকে।

এ সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'হে দেবগণ! অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন আমি, দেবতত্ত্ব কিছুই জানি নাই। দেবতা অসংখ্য। সংসারে দেবভাবের ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আমি ক্ষুদ্র। আমার ধারণাশক্তি সঙ্কীর্ণা। সকল দেবভাব ধারণায় আসে না। অতএব প্রার্থনা, আমায় স্বরূপ-জ্ঞান প্রদান করুন। আমায় জানাইয়া দেন,—আমি কোন্ পথে কি ভাবে অগ্রসর হইব।' (১ম—৩৭সূ—৬ঋ)।

—•—

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশং-সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

নি বো যামায় মানুষো দধ্রে উগ্রায় মন্যবে।

জিহীত পর্ব্বতো গিরি ॥ ৭ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

নি। বঃ। যামায়। মানুষঃ। দধ্রে। উগ্রায়। মন্যবে।

জিহীত। পর্ব্বতঃ। গিরিঃ ॥ ৭ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে মরুতঃ! 'উগ্রায়' (তীব্রায়) 'মন্যবে' (ক্রোধায়, তেজসে) 'পর্ব্বতঃ' (দৃঢ়মূলঃ) 'গিরিঃ' (ভূধরঃ) 'জিহীতঃ' (বিচালিতঃ, বিকম্পিতঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; কিন্তু 'যামায়' (সামীপ্যলাভায়, পরিত্রাণকামনায়ৈ) 'মানুষঃ' (নরঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'নি' (নিরন্তরং, অক্লেশে ইতি যাবৎ) 'দধ্রে' (দধার, হৃদি ধারয়তি ইতি শেষঃ)। মরুদ্দেবানাং তেজঃ কোঽপি ধারণসমর্থো ন ভবতি; পরন্তু পরিত্রাণকামিনো নরাঃ হৃদয়ে তে দেবা নিরন্তরং তিষ্ঠন্তি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৭সূ—৭ঋ)

বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্দেবগণ! আপনাদের তীব্র তেজে (ক্রোধে) দৃঢ়মূল ভূধর বিকম্পিত বিচালিত হয়; কিন্তু পরিত্রাণকামনায় (অনুপ্রাণিত হইয়া) মানুষ নিরন্তর (অনায়াসে) আপনাদিগকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছে। (১ম—৩৭সূ—৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ! বো যুষ্মাকং যামায় গমনার্থং মানুষো গৃহস্বামী কশ্চিন্মনুষ্যো নিদধ্রে। গৃহদার্ঢ্যার্থং দৃঢ়ং স্তম্ভং নিক্ষিপ্তবান্। ভবদীয় গমনেন চালিতং গৃহং পতিষ্যতীতি ভীত্যা তন্নিরাকরণায় দৃঢ়স্তম্ভপ্রক্ষেপঃ। কীদৃশায় যামায়। উগ্রায়। তীব্রায়। মন্যবে। চালনার্থ-মভিমন্যমানায়। যুজ্যতে হি ভবদ্গমনাদ্ভীতিঃ। যতো ভবদ্গত্যা চালিতঃ পর্ব্বতো বহুবিধ পর্ব্বযুক্তো গিরিঃ শিখরী জিহীত। গচ্ছেত॥

মানুষঃ। মনোর্জাতাবঞ্যতৌ ষুক্ চ। পা০ ৪।১।১৬১। ইতি মনুশব্দাদপত্যার্থে-ঽঞ্। ষুগাগমশ্চ। ঞ্নিত্যাদির্নিত্যমিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। দধ্রে। ধৃঞ্ অবস্থানে ইত্যস্য লিটি কিত্ত্বাদ্গুণাভাবে সতি যণাদেশঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। পাদাদিত্বান্ননিঘাতঃ। জিহীত। ওহাঙ্ গতৌ। লিঙি জুহোত্যাদিত্বাচ্ছপঃ শ্লুঃ। ভৃঞামিৎ। পা০ ৭।৪।৭৬। ইত্যভ্যাস-স্যেত্বং। শ্নাভ্যস্তয়োরাত ইত্যাকারলোপে প্রাপ্তে ঈ হল্যঘোরিতীত্বং। পর্ব্বতান পর্ব্বতঃ। মত্বর্থীয়স্তপ্রত্যয়॥ ৭॥ (১ম—৩৭সূ—৭ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! তোমাদের গমনের জন্য গৃহস্বামী কোনও মানুষ গৃহ দৃঢ়ীকরণের উদ্দেশে দৃঢ় স্তম্ভ নিক্ষেপ করিয়াছিল। তোমার গমন-হেতু চালিত গৃহ পতিত হইবে—এই ভয়-প্রযুক্ত তন্নিবারণার্থই দৃঢ়স্তম্ভপ্রক্ষেপ। কিরূপ গমনের জন্য? উগ্রগমন জন্য। চালনার্থ অভিমন্যমান। তোমার গমন-হেতু ভীতিযুক্ত; যেহেতু তোমার গতি দ্বারা চালিত হইয়া বহুবিধ পর্ব্বযুক্ত গিরি পতিত হইয়া থাকে

'মানুষঃ' পদটী 'মনোর্জাতাবঞ্যতৌষুক্চ' (পা০ ৪।১।১৬১) এই সূত্রে মনু শব্দের উত্তর অপত্যার্থে 'অঞ্' প্রত্যয়, 'ষুক্' আগম; 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' এই সূত্রে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'দধ্রে' পদটী অবস্থানার্থ 'ধৃঞ্' (ধৃ) ধাতুর উত্তর লিট্ বিভক্তিতে 'ক' ইৎ অর্থাৎ থাকে না বলিয়া গুণাভাব বিষয়ে 'যণ্' আদেশ ও প্রত্যয়-স্বর প্রাপ্ত। 'পাদাদিত্ব' হেতু নিঘাতের নিষেধ হইয়াছে। 'জিহীত' পদটী গত্যর্থ 'ওহাঙ্' (হা) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। জুহোত্যাদিগণীয় হেতু লিঙ্-বিভক্তিতে 'শপের' স্থানে 'শ্লু' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ভৃঞামিৎ' (পা০ ৭।৪।৭৬) সূত্রে অভ্যাসের 'ই'কার হইয়াছে। 'শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ' এই সূত্রে 'আ'কার লোপ হইয়া প্রাপ্ত ঈ. হল্যঘোরিতীত্বং' এই নিয়মানুসারে 'ঈত' হইয়াছে। পর্ব্বযুক্ত্ এই অর্থে মত্বর্থীয় 'ত' প্রত্যয় করিয়া 'পর্ব্বতঃ' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। (১ম—৩৭সূ—৭ঋ)।

সপ্তম (৪৪৬) ঋকের বিশদার্থ।

দেবতা রুদ্রভাবাপন্ন; দেবতা স্নেহকারুণ্য-সম্পন্ন। তাঁহারা একদিকে যেমন কঠোর, অন্যদিকে তাঁহারা আবার তেমনই কোমল। একদিকে তাঁহাদের কঠোর তীব্র তেজে পাহাড়-পর্ব্বত বিমর্দ্দিত বিচূর্ণিত হয়; অন্যদিকে আবার তাঁহাদের করুণার অভিসিঞ্চনে বিদগ্ধ মরুভূমিতে শান্তি-শীতলতা আনয়ন করে। ঋক্ তাঁহাদের এই দুই মূর্ত্তির দুই ভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। বুঝাইতেছে,—'যাহারা দেবভাবের নিকট মস্তক নত করিতে জানে না, পরন্তু যাহারা মোহমদে আত্মগর্ব্বে বক্ষ স্ফীত করিয়া বিচরণ করে, তাহারা পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় ও উন্নত হইলেও, দেবকোপে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়; কিন্তু যাহারা দেবতার দ্বারে অতিথি হইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারে, তাহারা তৃণের ন্যায় তুচ্ছ হইলেও দেব-পূজার উপকরণ-সহযুত নির্ম্মাল্যের মত আশ্রয় পাইয়া যায়।'

মরুদ্গণকে যদি ভীষণ ঝঞ্ঝা-বায়ু বলিয়া মনে কর, সে পক্ষেও ঐ ভাব উপমায় কেমন সুন্দর অভিব্যক্ত আছে—দেখিতে পাই। সে ক্ষেত্রে যোগসিদ্ধ যোগীর উদাহরণ অন্তরে উদয় হয়। সেই যে ভীষণ ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত, যাহা পাহাড়কে কাঁপাইয়া দেয়, গিরিশিখর উন্মূলিত করে, যোগপরায়ণ যোগী অনায়াসে সেই ঝঞ্ঝাবাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন,—তাঁহার হৃদিস্থিত অবরুদ্ধ বায়ু বহিঃস্থিত বায়ুকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে পরমানন্দময় স্থানে লইয়া যায়। পঞ্চভূতের আক্রমণকে অবহেলায় উপেক্ষা করিয়া যোগিগণ যে আনন্দে বিচরণ করেন, এ সংসারে সে দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যোগযুক্ত ঋষি বল্মীকস্তূপে পরিণত থাকিয়া, কতকাল ধরিয়া কত ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া, শেষে নবযৌবন-লাভ করেন;—শাস্ত্রে এরূপ ঘটনা কতই বিবৃত আছে। অধুনা-পরিদৃশ্যমান অনেক ঘটনাতেও, ভগবদ্ধ্যানপর যোগীর, নৈসর্গিক বিপ্লবে ভ্রূকুটি-প্রদর্শনের শত দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষীভূত হয়। এখানে এ ঋকে এই ভাবই পরিব্যক্ত দেখি। মরুদ্গণের যে তীব্র তেজঃ পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় সামগ্রীও

ধারণ করিতে পারে না, ক্ষুদ্র মনুষ্যও, ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হইয়া, সে তেজঃ অনায়াসে হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকে। ইহাই মর্ম্মার্থ।

কিন্তু এ ঋকের এ অর্থ প্রচারিত নাই। সায়ণের ভাষ্যানুসারে এ ঋকের যে অর্থ অধুনা প্রচলিত, তাহাতে প্রকাশ,—'মরুদ্দেবগণের গতিবিধিতে অর্থাৎ ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতে গিরিপর্ব্বতও বিচলিত হয়; মানুষ তাই ভীষণ সেই মরুদ্দেবতার আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য আপনাদের গৃহে দৃঢ় স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন।' * এ অর্থে পূর্ব্বাপর কি সঙ্গতি-রক্ষা হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

আমরা কি শব্দের কি অর্থে মন্ত্রের ঐ আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করিলাম, উপসংহারে তাহার একটু আলোচনা করিতেছি। প্রথমতঃ, "যামায়" পদটীকে আমরা "মানুষঃ" পদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া মনে করি? "দধ্রে" ক্রিয়া পদের অর্থ—ধারণা করিয়াছিল। কে ধারণা করিয়াছিল?—"মানুষঃ"। কি জন্য ধারণা করিয়াছিল?—"যামায়" অর্থাৎ পরিত্রাণ-কামনায়। কাহাকে ধারণ করিয়াছিল? কোথাও কিছু সম্বন্ধ নাই, ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়া বলিলেন—"গৃহদার্ঢ্যার্থং দৃঢ়ং স্তম্ভং।" কোথায় গৃহ, কোথায় স্তম্ভ—কোনও সম্বন্ধ নাই। কেন ঐ বাক্য অধ্যাহার করিব? যাঁহাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত, যাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রবাক্য প্রযুক্ত, তাঁহাদিগকে ধারণার বিষয়ই এ ক্ষেত্রে স্বতঃই মনে আসে। তাহাতে মন্ত্রের "নিবঃ যামায় মানুষঃ দধ্রে" অংশের মর্ম্ম হয় এই যে,—'পরিত্রাণকারী

---

* এই ভাবের অর্থ প্রায় সকলেই গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। কেবল ম্যাক্সমূলার ইহার উপর একটু রঙ্ ফলাইয়া লিখিয়াছেন,—"At your approach the son of man hold himself down; the gnarled clould fled at your fierce anger." এখানে 'পর্ব্বত' শব্দে মেঘ অর্থ গ্রহণ করা হয়। ভাব এই যে, ঝড়ে মেঘ বিচালিত হইয়া থাকে। অপিচ, গৃহে স্তম্ভ স্থাপনের ভাব তিনি গ্রহণ করেন নাই। 'ঝড়ে মেঘ উড়ে যায়, মানুষ নত হয়';—এই তাঁহার অর্থের স্থূল তাৎপর্য্য। পাশ্চাত্য সকল অনুবাদক অবশ্য এ মতের পরিপোষক নহেন। উইলসনের অনুবাদ;—"The householder, in dread of your fieroe and violent approach, has planted a firm (buttress); for the many-ridged mountain is shattered (before you)."

মানুষ মরুদ্দেবগণকে নিরন্তর (নি) ধারণা করিতে পারে বা করিয়া থাকে।' এ অর্থ, কোনরূপ অসঙ্গতি-দোষ-দুষ্ট হইতে পারে না। পরন্তু "উগ্রায় মন্যবে জিহীত পর্ব্বতঃ গিরিঃ"—এই অংশও ঐ ভাবের সহিত সংলগ্ন থাকিয়া যায়। তাহাতে সমগ্র মন্ত্রের তাৎপর্য্য হয়,—'যে তেজে পর্ব্বত বিধ্বস্ত হয়, ভগবৎ-পরায়ণ ক্ষুদ্র মানুষ অনায়াসে সে তেজকে ধারণা করিতে সমর্থ হয়।' এখানে ও "পর্ব্বতঃ" ও "গিরিঃ" সমানার্থবাচক দুই পদের সমাবেশ হইয়াছে কেন—বলিয়া বিতর্ক উঠে। সুতরাং ব্যাখ্যাকারগণ নানা দিক হইতে ঐ দুই পদের অর্থ নিষ্কাশনে প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা ঐ দুই পদে একের দৃঢ়ত্ব-সম্পাদনের ভাব গ্রহণ করি। চাক্ষুষ বলিলেও চলে; প্রত্যক্ষ বলিলেও চলে। কিন্তু আমরা বলি—'চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ'। 'আমি শুনিয়াছি' না বলিয়া, যদি বলি—'আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি;' তাহাতে যে ভাব প্রকাশ পায়; আমরা মনে করি, এখানে "পর্ব্বতঃ গিরিঃ" পদদ্বয় সেই ভাব প্রকাশ করে। ভাব—'দৃঢ়মূল ভূধর।' কেহ কেহ "পর্ব্বতঃ গিরিঃ" পদদ্বয়ের 'গিরিঃ' পদে 'মেঘ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী একটী ঋকে আমরাও 'গিরি' পদের 'মেঘ' (ভাবে—অজ্ঞানতা-রূপ মেঘ) অর্থ স্বীকার করিয়াছি। সে ভাব এখানে যদি গ্রহণ করি, তাহাও চলিতে পারে। তাহাতেও একটা সুন্দর ভাব পাওয়া যায়। (পাপকর্ম্মে) পাষাণবৎ দৃঢ় যে আমরা, অজ্ঞানতা-রূপ মেঘকে অনেক সময় আমাদের অঙ্গীভূত মনে করিয়া স্পর্দ্ধান্বিত হই। কিন্তু জ্ঞানোদয়ে সে মেঘ কোথায় উড়িয়া যায়। এ ভাবও গ্রহণ করা যায়। তাহাতেও মূল লক্ষ্য অভিন্নই থাকে (১ম—৩৭সূ—৭ঋ)।

—•—

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশং-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

যেষামজ্মেষু পৃথিবী জুজুর্ব্বাঁ ইব বিশ্পতিঃ।

ভিয়া যামেষু রেজতে॥ ৮॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যেষাং। অজ্‌মেষু। পৃথিবী। জুজুর্ব্বান্‌ইব। বিশ্‌পতিঃ।

ভিয়া। যামেষু। রেজতে ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'যেষাং' (মরুতাং, বিবেকরূপানাং, সত্বভাবানাং) 'অজ্‌মেষু' (সম্বন্ধত্যাগজনিতেষু, বিক্ষেপেষু) 'ভিয়া' (বৈরিভয়াৎ) 'পৃথিবী' (ইহলোকঃ, মর্ত্ত্যবাসী) 'জুজুর্ব্বান্ ইব' (আসন্নমৃত্যুশয্যাশায়ী ইব প্রকম্পিতো ভবতি ইতি শেষঃ); 'বিশ্‌পতি' (লোকপালকঃ, সর্ব্বেষাং সেবাপরায়ণো জনঃ) 'যামেষু' (পরিত্রা মার্গগতেষু ভগবৎসামীপ্যলাভেষু) 'রেজতে' (দীপ্যতে)। সত্বভাবাৎ বিচ্ছিন্নত্বাৎ নরাঃ অশেষক্লেশং সহন্তে; সত্বসম্বন্ধযুতেষু জনেষু শ্রেয়ান্ অচঞ্চলো ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৭সূ—৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

মরুদ্দেবগণের (বিবেকরূপী দেবগণের অথবা সত্ত্বভাব-সমূহের) সম্বন্ধ-ত্যাগে মর্ত্ত্যবাসী শত্রুভয়ে আসন্নমৃত্যুশয্যাশায়ীর ন্যায় প্রকম্পিত হয়; কিন্তু সর্ব্বজীবের সেবাপরায়ণ জন (বিশ্‌পতি) ভগবৎসামীপ্য-লাভে দীপ্তিমান্ হয়েন। (১ম—৩৭সূ—৮ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ। যেষাং যুষ্মাকং যামেষু গমনেষজ্‌মেষু ক্ষেপকেষু সৎসু পৃথিবী ভূমিঃ রেজতে। কম্পতে। তত্র দৃষ্টান্তঃ। জুজুর্ব্বা ইব বিশ্‌পতিঃ। যথা বয়োহানিরোগাভ্যাং জীর্ণঃ প্রজাপালকো রাজা বৈরিভয়াৎ কম্পতে তদ্বৎ ॥

অজ্‌মেষু। অজ গতিক্ষেপণয়োঃ। বহুলগ্রহণাদৌণাদিকো মন্। অজের্ব্যঘঞপোঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! যে তোমাদের গমন-সময়ে ক্ষেপকসমূহ অবস্থিত হইলে পৃথিবী কম্পিতা হইয়া থাকেন। যেরূপ বয়োহানি অর্থাৎ বৃদ্ধত্ব-নিবন্ধন এবং রোগাদি-হেতু জীর্ণ প্রজাপালক রাজা শত্রুভয়ে কম্পিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ।

'অজ্‌মেষু' পদটী—গতি ও ক্ষেপণার্থ 'অজ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'বহুল গ্রহণাদৌণাদিকো মন্' এই নিয়মানুসারে ঔণাদিক 'মন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'বলাদ্যর্থ ধাতুকে বিকল্পিতকে'

পা০ ২।৪।৫৬। ইতি বীভাবো ন ভবতি। বলাদাবার্দ্ধধাতুকে বিকল্পয়িষ্যতে। পা০ ২।৪।৫৬।২। ইতি বচনাৎ। নিত্যাদাত্ত্বাদাত্তত্বং। জুজুর্বান্। জূষ্ বয়োহানৌ। লিটঃ কসুঃ। বহুলং ছন্দসি। পা০ ৭।১।১০৩। ইত্বুত্বং। অভ্যাসহলাদিশেষৌ। বস্বেকাজাদ্ঘসামিতি নিয়মাদিডাগমাভাবঃ। খঞ্চত্বাভাবং। পা০ ৭।৪।১১। ইতি গুণো হলি চেতি দীর্ঘত্বং চ সংজ্ঞাপূর্ব্বকো বিধিরনিত্য ইতি বচনান্ন ভবতি। বিশাং পতির্বিশ্পতিঃ। পত্যাবৈশ্বর্য্যে ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরে প্রাপ্তে পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। ভিয়া। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। যামেষু। যম উপরমে। ভাবে ঘঞ্। কর্ষাত্বতো ঘঞ্ ইত্যন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে বৃষাদিষু পাঠাৎ আদ্যুদাত্তত্বং। রেজতে। রেজৃ কম্পনে। অনুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। যদ্বৃত্তযোগান্নিঘাতঃ ॥ ৮ ॥

অষ্টম (৪৪৭) ঋকের বিশদার্থ।

প্রায় প্রতি মন্ত্রেই আমাদের ব্যাখ্যা, প্রচলিত প্রায় সকল ব্যাখ্যা হইতে স্বতন্ত্ররূপ হইতেছে। ইহাতে অনেকেই বিস্মিত হইতে পারেন। এতকাল সকলে ভুল করিয়া আসিলেন; আর এখন আমরাই প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে বসিয়াছি। ইহা মনে করিতে গেলেও হাস্য

(পা০ ৪।৫৬) এই সূত্রানুসারে বিকল্পের আদেশ হইলেও, 'অজের্ব্যঘঞপোঃ' (পা০ ২।৪।৫৬) এই সূত্রানুসারে ভাবের অর্থাৎ বিকল্পের নিষেধ হইয়াছে। 'নি' ইৎ অর্থাৎ থাকে না বলিয়া আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'জুজুর্বান' পদটী—বয়োহানি অর্থক 'জূষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লিটঃ কসু' সূত্রে কসু প্রত্যয়। 'বহুলং ছন্দসি' (পা০ ৭।১।১০৩) এই সূত্রে 'উ'কার হইয়াছে। 'অভ্যাসহলাদিশেষৌ, বস্বেকাজাদ্ঘসাং' এই নিয়মানুসারে 'ইট্' আগম হয় নাই। সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধি অনিত্য বলিয়া, 'খঞ্চত্বাভাবং' (পা০ ৭।৪।১১) এই সূত্রে গুণ ও 'হলিচেতি দীর্ঘত্বং' এই বাক্যে 'দীর্ঘ' হইতে পারে নাই। 'বিশাং পতি' এই বাক্যে 'বিশ্পতিঃ' পদ হইয়াছে। 'পত্যাবৈশ্বর্য্যে' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত হইয়া 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং' এই নিয়মে উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ভিয়া' পদটিতে 'সাবেকাচ' এই সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। 'যামেষু' পদটী উপরমার্থ 'যম' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ভাবে ঘঞ্ প্রত্যয় হইয়া 'কর্ষাত্বতো ঘঞ্' এই নিয়মানুসারে অন্তোদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইলেও বৃষাদিমধ্যে পঠিত হওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'রেজতে' পদটী 'রেজৃ কম্পনে' কম্পনার্থ 'রেজ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অৎ' উপদেশ হেতু 'লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ' এই নিয়মানুসারে ধাতুস্বর হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগহেতু নিঘাত হয় নাই। (১ম—২১সূ—৮ঋ)

সম্বরণ করিতে পারা যায় না। সুতরাং আমাদের ব্যাখ্যার অনুসরণ করিবার পূর্ব্বে সকলকেই আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন এ মত-ভেদের নিগূঢ় কারণটুকু প্রথমেই অনুসন্ধান করিয়া দেখেন।

বেদের ব্যাখ্যা নানা দিক হইতে নানা প্রকারে সম্পাদিত হইতে পারে। সেই সকল প্রকার ব্যাখ্যাকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ,—যজ্ঞপক্ষে ব্যাখ্যা। দ্বিতীয়তঃ,—লোক-মতের উপযোগী ব্যাখ্যা। তৃতীয়তঃ,—আধ্যাত্মিক ভাবের ব্যাখ্যা। প্রথম প্রকার ব্যাখ্যার লক্ষ্য—যেন যজ্ঞকার্য্যে কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে,—যেন উচ্চারণে ত্রুটি-বিচ্যুতি না আসে। সে পক্ষে, উচ্চারণ-বিশুদ্ধির এবং কর্ম্মবুদ্ধি-উন্মেষের উপযোগী যতটুকু অর্থজ্ঞান আবশ্যক—তাহারই মাত্র আভাষ দেওয়া হয়। অধুনা শ্রীমৎ সায়ণাচার্য্যকে এইরূপ ব্যাখ্যার প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাঁহার ব্যাখ্যা যে প্রমাদ-পূর্ণ—এ কথা কেহই বলিতে পারেন না; যে কারণে যে দিক হইতে যেরূপ ব্যাখ্যা আবশ্যক, তিনি সেইটুকু মাত্র ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তার পর—দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারগণ। প্রাচীনের মধ্যে শ্রীমৎ মহীধর প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আধুনিকগণের মধ্যে—পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের প্রায় সকলকেই, এবং আমাদের দেশের যাঁহারা তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলেন—তাঁহাদিগকেও, ঐ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিতে পারি। এ ক্ষেত্রে রুচি-প্রকৃতি-অনুসারে কাহারও-কাহারও অর্থের একটু আদটু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া আসিয়াছে—দেখা যায়। তৃতীয় শ্রেণীর ব্যাখ্যার আদর্শ—উপনিষৎ—জ্ঞানমার্গ। আমরা সেই ব্যাখ্যারই অনুসরণকারী মাত্র।

কোনও ব্যাখ্যাকেই আমরা ভুল বলিতে চাহি না। তবে আমরা যে পথে অগ্রসর হইয়াছি, সেই ব্যাখ্যারই সঙ্গতি প্রখ্যাপন-পক্ষে, অন্য মতের আলোচনা করিতেছি মাত্র। ইহাতে কেহ অন্য ভাব গ্রহণ করিবেন না, ইহাই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। অপিচ, আমাদের ব্যাখ্যার অনুসরণ পক্ষে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন—আমরা কোন্ আদর্শে কোন্ পথে অগ্রসর হইয়াছি।

এই যে অষ্টম ঋক্‌টি, যাহার ব্যাখ্যার সূচনায় এত অবান্তর কথার

অবতারণা হইল, তাহার প্রচলিত ব্যাখ্যা কি—প্রথমে একটু আভাষ দেওয়া আবশ্যক। এখানে সায়ণের মতই প্রায় অনুসৃত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে কেহ কিছু টিপ্পনী করিয়াছেন মাত্র। মোটামুটি সকলেরই অর্থের মর্ম্ম এই যে,—'রোগজীর্ণ রাজা যেমন শত্রুভয়ে প্রকম্পিত হন; (ঝড়ঝঞ্ঝাগণের প্রভাবে) পৃথিবী সেইরূপ কম্পিত হয়।' তবে এ ক্ষেত্রে, কেহ বা অন্ধের ন্যায় সায়ণের অনুসরণে, মরুদ্দেবগণকে সম্বোধন করিয়া, ঐ ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; কেহ বা, সাধারণ ভাবে, কাহারও সম্বোধনের অপেক্ষা না রাখিয়া, অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। *

ঐ সকল ব্যাখ্যার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার পার্থক্যের কারণ, মন্ত্রান্তর্গত পদ-কয়েকটীর বিশ্লেষণ দ্বারাই বোধগম্য হইতে পারে। প্রথম—'যেসাং' পদ। ঐ পদ মরুদ্দেবগণকেই বুঝাইতেছে। দেবগণ সত্ত্বভাবের আধার। সুতরাং ঐ পদের ব্যাখ্যায় 'মরুতাং' ও 'সত্ত্ব-ভাবানাং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয় পদ—'অজ্মেষু'। গতি ও ক্ষেপণার্থক 'অজ্' ধাতুই উহার মূল বলিয়া আমরাও স্বীকার করি। তবে, সে গমন সে ক্ষেপণ—মরুদ্দেবগণের সম্বন্ধ-ত্যাগ রূপ গমন ও ক্ষেপণ, তাহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। বৈরিভয় তাহাদেরই হয়—যাহারা সে সম্বন্ধ (সত্ত্বভাব-সম্বন্ধ) ত্যাগ করে। সে পক্ষেই "ভিয়া" পদের প্রয়োগে সার্থকতা। 'পৃথিবী' পদের অর্থ, আমাদের মতে, এখানে 'ইহলোক' বা 'মর্ত্ত্যবাসী' বুঝিতে হইবে। "জুজুর্ব্বান্ ইব" বাক্যে,

---

* অতঃপর ইংরাজী ও বাঙ্গালা দুই একটী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে কোন্ ব্যাখ্যাকার কোন্ পথে অগ্রসর হইয়াছেন, বোধগম্য হইবে। ইংরাজী অনুবাদ;—

Wilson :—"At whose impetuous approach earth trembles; like an enfeebled monarh, through dread (of his enemies)."

Max-Muller : "They at whose racings the earth, like a hoary king, trembles for fear on their ways."

রমানাথ,—"হে মরুদ্দেবগণ, আপনাদের গমনকালে পৃথিবী কম্পিত হয়, যেমন রোগাদি দ্বারা জীর্ণ রাজা শত্রুর ভয়ে কম্পিত হইয়া থাকে।"

রমেশ বাবু,—"তাঁহাদিগের গতিক্রমে পথার্থিজন বিকম্পিত হইতে লাগিল; পৃথিবীও বৃদ্ধ ও জীর্ণ নৃপতির ন্যায় কম্পিত হয়।"

'আসন্নমৃত্যুশয্যাশায়ীর ন্যায়' ('সায়ণের ভাব) বুঝায়। এই কয়টী শব্দের বিষয় অনুধাবন করিলেই প্রতীত হয়, মন্ত্রের অন্তর্গত "যেষাং অজ্মেষু ভিয়া পৃথিবী জুজুর্ব্বান্ ইব" অংশের মর্ম্ম এই যে,—'দেবসম্বন্ধ হইতে অর্থাৎ সত্ত্বভাব হইতে বিচ্যুত হইলে, মানুষকে সর্ব্বদা শত্রুর ভয়ে প্রকম্পিত থাকিতে হয়।' আমরা মনে করি, এই নিত্য-সত্য ভাবই ঐ মন্ত্রাংশে প্রকটিত আছে।

অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশের ("বিশ্‌পতি যামেষু রেজতে" অংশের) অর্থ-সঙ্গতির বিষয় অনুধাবন করুন। 'বিশ্‌পতি' পদে, বিশ্ববাসী প্রাণীর পোষক বা সেবক এই ভাব আসে। তাহা হইতে 'জনসেবা-পরায়ণ' অর্থ গ্রহণ করিতে পারা যায়। অর্থাৎ, আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া যিনি সকলকে আপনার জ্ঞান করিতে পারিয়াছেন, ঐ পদে সেই জনকেই বুঝাইতেছে। "যামেষু" পদে, 'উপরাম' (নিবৃত্তি) অর্থ-মূলক 'যম্' ধাতু হইতেই 'পরিত্রাণমার্গগতেষু' 'ভগবৎসামীপ্যলাভেষু' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'যাম' কোথায়? উপরাম বা নিবৃত্তি—সে কোথায়? সে কি ভগবৎসামীপ্য নহে? সেই ভাবই এখানে পরিব্যক্ত। অবশিষ্ট—'রেজতে' পদ। সায়ণ কম্পনার্থক 'রেজ্' ধাতু হইতে ঐ পদের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। আমরা দীপ্ত্যর্থক 'রাজ্' ধাতু ঐ পদের ব্যুৎপত্তি-মূল বলিয়া গ্রহণ করি। এ পক্ষে তাহাতেই সঙ্গত অর্থ হয়। তদনুসারে এই মন্ত্রাংশের ভাব হয়,—'জনহিতপরায়ণ সাধুগণ ভগবৎসামীপ্যলাভ করিয়া দীপ্তিযুক্ত হন।'

মন্ত্রে এক দিকে দেব-সম্বন্ধ-ত্যাগীর যন্ত্রণার বিষয় এবং অন্যদিকে দেবভাবাপন্ন জনের আনন্দের বিষয় প্রখ্যাত আছে।

কি প্রকারে দুষ্কৃতের দমন ও অসাধুর নির্য্যাতন সাধিত হয়; আর কি প্রকারেই বা সুকৃতের সৌভাগ্য-প্রাপ্তি ও সাধুজনের মোক্ষ লাভ ঘটে;—মন্ত্র এই ভাব বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রের ভাব হয় এই যে,—'হে দেবগণ! আমরা যেন তোমাদিগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সদা যন্ত্রণা-ভোগ না করি;—আমরা যেন সৎকর্ম্মের দ্বারা তোমাদিগের সামীপ্য লাভ পূর্ব্বক পরমানন্দ প্রাপ্ত হই।' (১ম—৩৭সূ—৮ঋ)।

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। নবমী ঋক্।)

স্থিরং হি জানমেষাং বয়ো মাতুর্নিরেতবে।

যৎসীমনু দ্বিতা শবঃ ॥ ৯ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

স্থিরং। হি। জানং। এষাং। বয়ঃ। মাতুঃ। নিঃ৽এতবে।

যৎ। সীং। অনু। দ্বিতা। শবঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'এষাং' (দেবানাং) 'জানং' জ্ঞানং) 'হি' (নিশ্চিতং) 'স্থিরং' (অচঞ্চলং, দৃঢ়ং), 'মাতুঃ' (মাতৃস্থানীয়াৎ জ্ঞানাৎ) 'বয়ঃ' (অবিতথং বলং) 'নিরেতবে' (নির্গন্তং শক্নোতি); 'যৎ' (বলং জ্ঞানং বা) 'অনু' (অনুসৃত্য) 'শবঃ' (শবোপমঃ অবসন্নো জনোঽপি) 'দ্বিতা' (দ্বিগুণিতেন) শক্তিসম্পন্নো ভবতীতি শেষঃ। জ্ঞানসম্বন্ধো হি শক্তিসাধকঃ। জ্ঞানসম্বন্ধাৎ মৃতেঽপি প্রাণসঞ্চারো ভবতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৭সূ—৯ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

এই দেবগণের জ্ঞান নিশ্চয়ই দৃঢ় অচঞ্চল। মাতৃস্থানীয় সেই জ্ঞান হইতেই প্রকৃত শক্তি নির্গত হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানের বা সেই শক্তির অনুসরণে শবোপম অবসন্ন জনও দ্বিগুণিত শক্তিসম্পন্ন হয়। (১ম—৩৭সূ—৯ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

এষাং মরুতাং জানং জন্মস্থানমাকাশং স্থিরং হি। চলনরহিতং খলু। মাতুর্মরুতাং জননীস্থানীয়াদাকাশাদ্বয়ঃ পক্ষিণো নিরেতবে নির্গন্তং সমর্থা ভবন্তীতি শেষঃ। তাদৃশাদাকাশা-

---

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই মরুদ্গণের (বায়ু-সমূহের) জন্মস্থান আকাশ নিশ্চল অর্থাৎ চলনরহিত। বায়ুর জননীস্থানীয় আকাশকে আশ্রয় করিয়া পক্ষিগণ নির্গমন করিতে সমর্থ হয়। তাদৃশ আকাশ

উৎপন্নমিতি মরুতাং স্তুতিঃ। যদ্ যস্মাৎ কারণাদ্ভবো ভবদীয়ং বলমনুক্রমেণ সীং সর্ব্বতো দিতা দ্বিধেন দ্যাবাপৃথিব্যোর্বিভজ্য বর্ত্ততে। অতো ভবদীয়ং জানং স্থিরং ইতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥

জানং। জায়তেঽস্মিন্নিতি জানমন্তরিক্ষং। অধিকরণে ঘঞ্। এষাং। ইদমোঽন্বাদেশঃ ইত্যাশাদেশোঽনুদাত্তঃ। বিভক্তিশ্চানুপস্বাদনুদাত্তঃ। নচোস্তিদমিত্যাদিনা বিভক্ত্যুদাত্তত্বং। অস্তোদাত্তাদিদং শব্দাত্তস্য বিধানাৎ। নিরেতবে। ইন্ গতৌ। তুমর্থে সেসেনিতি তবেন্ প্রত্যয়ঃ। তাদৌ চেতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং॥ ৯॥ (১ম—৩৭সূ—৯ঋ)।

নবম (৪৪৮) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এক দৃষ্টিতে এই ঋকের ভাব বড়ই সরল ও সুন্দর; অন্য দৃষ্টিতে আবার এই ঋকের ভাব বড়ই জটিল ও কঠিন। * আমাদের ব্যাখ্যায় সেই সরলভাব লক্ষ্য করুন; আর অন্যান্য ব্যাখ্যায় সেই জটিলতায় নিমজ্জমান্

হইতে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া মরুদগণের স্তুতি। তাঁহাদের বল যথাক্রমে সর্ব্বতোভাবে স্বর্গে ও পৃথিবীতে বিশেষরূপ ভজনীয় হইয়া আছে বলিয়া তাঁহাদের জন্মস্থান স্থির। পূর্ব্বের সহিত এইরূপ অন্বয় করিতে হইবে।

'জানং' পদটী 'জাত হয় ইহাতে' এই ব্যুৎপত্তিতে 'জান' শব্দে অন্তরিক্ষকে বুঝায়। অধিকরণে 'ঘঞ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'এষাং' পদটীতে 'ইদমোঽন্বাদেশে' এই সূত্র দ্বারা 'অশ্' আদেশ, এবং উহার স্বর অনুদাত্ত হইয়াছে। বিভক্তির 'সুপত্ব' হেতু স্বরের অনুদাত্ত। অন্তোদাত্ত 'ইদং' শব্দের উত্তর 'অ' বিধানহেতু 'নচোস্তিদমিতি' ইত্যাদি নিয়মানুসারে বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'নিরেতবে' পদটী গত্যর্থ ইন্ (ই) ধাতুর উত্তর 'তুমর্থে সেসেন' এই নিয়মানুসারে 'তবেন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'তাদৌ চ' ইত্যাদি নিয়মানুসারে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। (১ম—৩৭সূ—৯ঋ)॥

---

* ম্যাক্সমূলার এই ঋক্‌টির অনুবাদ করিতে গিয়া তাই লিখিয়াছেন,—"A very difficult verse." তার পর তিনি একরূপ অনুবাদ করিয়াছেন; উইলসন আর একরূপ অনুবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ম্যাক্সমূলারের অনুবাদ,—"Their birth is strong indeed: there is strength to come forth from their mother, nay, there is vigour twice enough for it." আর উইলসন্ লিখিয়াছেন—"Stable is their birth-place, (the sky), the birds (are able) to issue from (the sphere of) their parent: for your strength is everywhere divided between two (regions,—or, heaven and earth)." বলা বাহুল্য, উইলসন

থাকুন। সকল প্রকার অর্থেই প্রায় আকাশকে মরুদ্গণের জন্মস্থান বলা হইয়াছে; আর বলা হইয়াছে,—পক্ষিগণ তাঁহাদের মাতৃস্বরূপ সেই আকাশ হইতে নির্গত হইতে পারে, এবং মরুদ্গণের বল দ্যুলোক ও পৃথিবীকে বিভাগ করিয়া থাকে।

কোথায় উৎপত্তিস্থান আকাশ—কোথায় পক্ষিগণের নির্গমন—কোথায় দ্যুলোক ও ভূলোককে বিভাগীকরণ! আর কোথায়—আমাদের ব্যাখ্যায়—জ্ঞানের ও শক্তির সম্বন্ধ-খ্যাপন! মর্ম্মার্থ এতই পৃথক হইয়া পড়িয়াছে! কি করিব? উপায় নাই। যে পথে চলিয়াছি, সেই পথই যখন পরিষ্কার দৃষ্টি-গোচর হইতেছে, কেন পথান্তর গ্রহণ করিব?

আমাদের অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যাতেই আমাদের পরিগৃহীত পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। তথাপি, যে দুই একটী পদের অর্থ, সায়ণের অর্থ হইতে ভিন্নরূপ গ্রহণ করিয়াছি, তাহার কারণ একটু প্রদর্শন করা আবশ্যক মনে করি। প্রথম—'জ্মানং'। এই পদে 'আকাশ' অর্থ কেন গ্রহণ করিব? 'জ্ঞা' ধাতু হইতে 'প্রজ্ঞা' 'জ্ঞান' অর্থ সহজেই পাওয়া যায়। সেই অর্থই আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। দ্বিতীয় পদ—'বয়ঃ'। এই পদে 'পক্ষী' পরিকল্পনা না করিয়া 'বল' বা 'শক্তি' অর্থ গ্রহণ করিলাম। * 'মাতুঃ' পদে জননীস্থানীয় আকাশকে পাইতেছি কোথায়? 'জ্মানং' পদে যখন 'জ্ঞানং' অর্থ গৃহীত হইল, তখন ঐ পদে মাতৃস্থানীয় জ্ঞানকেই লক্ষ্য করিতেছে—বুঝিতে পারি। 'যৎ' পদে,-বলকে বা জ্ঞানকে, দুইয়ের একতে লক্ষ্য আসে—মনে করিলেই চলিতে পারে। 'শবঃ' পদে 'বলং' অর্থই বা কেন গ্রহণ করি? এখানে 'শবঃ' পদে 'শবোপম অবসন্ন জন' অর্থ আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'দ্বিতা' পদে ভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়াছি।

এই সকল শব্দগত অর্থের বিষয় অনুধাবন করিলে বুঝা যায়,—একটী

সায়ণেরই অনুসরণ করিয়াছেন; ম্যাক্সমূলার একটা স্বতন্ত্র পথে চলিয়াছেন। স্বদেশ-প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রায়ই সায়ণের অনুগত। একটীর নমুনা; যথা,—"মরুদ্দেবগণের জন্মস্থান অচল আকাশ, যেহেতু তাঁহাদিগের বল যথাক্রমে সর্ব্বতোভাবে স্বর্গলোক ও ভূলোক উভয়কে বিভাগ করিয়া রহিয়াছে। এই আকাশ হইতে পক্ষিসকল নির্গত হইতে সমর্থ হয়।"

* এখানে ম্যাক্সমূলারের মত, আমাদের মতের অনুরূপ। তিনি 'বয়ঃ' শব্দে strength (শক্তি) লিখিয়াছেন।—The Vedic Hymns, Vol. I, p. 63.

নিত্যসত্য তত্ত্বই এই ঋকে বিবৃত আছে। ঋক্ উপদেশ দিতেছেন,—'দেবতার জ্ঞান সঞ্চয় কর; দেবভাবে ভাবাপন্ন হও। সেই জ্ঞান দৃঢ় অচঞ্চল। সে জ্ঞান কখনও প্রমাদবিশিষ্ট হয় না। সেই জ্ঞান হইতেই প্রকৃত শক্তি-সামর্থ্য উৎপন্ন হয়। সেই জ্ঞানের অনুসরণের ফলে, এই যে মৃতকল্প হতাশ অবসন্ন তুমি, তুমিও দ্বিগুণ শক্তিশালী হইতে পারিবে,—তোমারও গতিমুক্তির পথ তুমি দেখিতে পাইবে।' আমরা মনে করি, এ ঋকের ইহাই শিক্ষা। এ মন্ত্র মানুষকে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে জ্ঞানানুবর্ত্তী হইতে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। (১ম—৩৭সূ—৯ঋ)।

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। দশমী ঋক্।)

উদু ত্যে সূনবো গিরঃ কাষ্ঠা অজ্মেষ্বত্নত।

বাশ্রা অভিজ্ঞু যাতবে॥ ১০॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উৎ। উং ইতি। ত্যে। সূনবঃ। গিরঃ। কাষ্ঠাঃ। অজ্মেষু। অত্নত।

বাশ্রাঃ। অভিহজ্ঞু। যাতবে॥ ১০॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ত্যে' (প্রসিদ্ধা মরুতঃ) 'উৎ' (শ্রেষ্ঠত্ব) 'গিরঃ' (বাচঃ, শব্দং) 'সূনবঃ' (উৎপাদকাঃ); 'অজ্মেষু' (তেষাং গতিমার্গেষু) 'কাষ্ঠাঃ' (দিশঃ) 'অত্নত' (অতনিষত, বিস্তৃতবন্তঃ); 'বাশ্রাঃ' (দিবসাঃ, কালেতি যাবৎ) 'অভিজ্ঞু' (তেষাং অভিমুখ্যে অনুসরণে) 'যাতবে' গন্তুং প্রেরিতবন্তঃ)। দিক্‌কালশব্দাঃ তেষাং মরুদেবানাং শাসনপরিচালিতাঃ সন্তি, ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৭সূ—১০ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সেই প্রসিদ্ধ মরুদ্দেবগণ শ্রেষ্ঠ বাক্যের উৎপাদক; তাঁহাদের গতি-রূপে (গতিপথে) দিক্‌-সমূহ বিস্তৃত রহিয়াছে; কাল তাঁহাদিগের অভিমুখেই প্রধাবিত হইয়াছে। (১ম—৩৭সূ—১০ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

ত্যে পূর্ব্বপ্রকৃতা গিরঃ সূনবো বাচ উৎপাদকা মরুতঃ। বায়বো হি তাল্বোষ্ঠাদিষু সংচরন্তো বাচমুৎপাদয়ন্তি। অজ্মেষু স্বকীয়েষু গমনেষু সৎসু কাষ্ঠা অপঃ। আপোহপি কাষ্ঠা উচ্যন্তে ক্রান্ত্বাস্থিতা ভবন্তি। নি০ ২।১৫। ইতি যাস্কঃ। উরু উৎকর্ষেণৈবাত্নত। অতনিষত। বিস্তারিতবন্তঃ। উদকং বিস্তার্য্য তৎপানার্থং বাশ্রা শব্দায়মানা গাঃ অভিজ্ঞু। আজান্বভিমুখ্যং যথা ভবতি তথা যাতবে গন্তুং প্রেরিতবন্ত ইতি শেষঃ॥

সূনবঃ। ষূ প্রেরণে। সুবঃ কিৎ। উ০ ৩।৩৫। ইতি নু প্রত্যয়ঃ। কিত্বাদ্‌গুণাভাবঃ। অত্নতঃ। তনু বিস্তারে। ছন্দস্যাদেশে বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্‌। তনিপত্যোশ্ছন্দসী। পা০ ৩,৪।৯৯। ইত্যুপধালোপঃ। অডাগমঃ। অভিজ্ঞু। অভিগতে জানুনী যস্য তদভিজ্ঞু। প্রসমুপোদঃ জানুনী জ্ঞুঃ। পা০ ৫।৪।১২৯ ইতি বাডাদেশোভিপূর্ব্ব-

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পূর্ব্বপ্রকৃত মরুদ্গণ বাক্য-সমূহের উৎপাদক। বায়ুসমূহ তালু ও ওষ্ঠাদিতে সঞ্চরণ করিয়া বাক্য উৎপাদন করে। আপনাদের গমন-সময়ে মরুদ্গণ, জল-সমূহকে (কাষ্ঠা) উৎকর্ষ দ্বারা বিশেষরূপ বিস্তার করিয়াছিল। অপও কাষ্ঠা নামে অভিহিত হইয়া থাকে; অপও ক্রান্তস্থিত থাকে, যাস্ক তাহা বলিয়াছেন (নি০ ২।১৫)। জল বিস্তার করিয়া, তাহা পান করিবার জন্য, হম্বারবযুক্ত গো-সমূহকে প্রেরণ করিয়াছিল। তাহাদের জানু পর্য্যন্ত সেই জলে নিমজ্জিত হইয়াছিল। *

'সূনবঃ' পদটী প্রেরণার্থ 'ষূ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'সুবঃ কিৎ' (উ০ ৩.৩৫) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে উক্ত 'ষূ' ধাতুর উত্তর 'নু' প্রত্যয়। কিত্ব (অর্থাৎ 'ক' ইৎ) হেতু গুণ হইতে পারে নাই। 'অত্নতঃ' পদটী বিস্তারার্থ তনু (তন্‌) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ছন্দস্যাদেশে বহুলং ছন্দসীতি' ইত্যাদি নিয়মানুসারে বিকরণের লুক্‌ অর্থাৎ লোপ হইয়াছে। 'তনিপত্যোশ্ছন্দসি' (পা০ ৩।৪।৯৯) এই সূত্রানুসারে উপধার লোপ এবং অট্‌ আগম হইয়াছে। 'অভিজ্ঞু' পদটী, 'অভিগত হইয়াছে জানুদ্বয় যাহার'—এই অর্থে সিদ্ধ হইয়াছে। 'প্রসমুপোদঃ জানুনী জ্ঞুঃ' (পা০ ৫ ৪.১২৯) এই সূত্রে বাডাদ হেতু 'অভি'-পূর্ব্ব হইলেও সমাসনিষ্পন্ন 'জ্ঞু'

* এখানে আমাদের ব্যাখ্যা বড়ই জটিল। ম্যাক্সমূলার তাই ভাবাটিকে অনুবাদ করিয়াছেন। উহার অনুবাদ,—'There, the producers of speech, have spread waters in their courses, they cause the cows to walk up to their knees in order to drink the water.'

স্যাপি জানুশব্দস্য জ্ঞুশব্দাদেশঃ সমাসান্তঃ। যাতবে। তুমর্থে সেসেনিতি তবেন্ প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং ॥ (১ম—৩৭সূ—১০ঋ) ॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে ত্রয়োদশো বর্গঃ ॥ ১৩ ॥

দশম (৪৪৯) ঋকের বিশদার্থ।

—— : • : ——

এই ঋকের অর্থ পরিগ্রহ বড়ই আয়াসসাধ্য। ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী পদ—বিভিন্ন বিপরীত ভাব-দ্যোতক। ভাষ্য এবং প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহ অন্য এক পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। বৈদেশিক ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে কাহারও বা পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলি এই মন্ত্রের ভাবের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইয়া আছে। দেশ-কাল-পাত্রের প্রভাব প্রতি মন্ত্রের ব্যাখ্যাতেই দেখা যায়। কাহারও কাহারও ব্যাখ্যায় সে প্রভাব বড়ই প্রকট হইয়া রহিয়াছে। দুইটী ইংরাজী এবং দুইটী বাঙ্গালা ব্যাখ্যা এস্থলে প্রথমে উদ্ধৃত করিতেছি। তার পর আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা কথিত হইতেছে। ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যা; যথা,—

(১) "বাক্যোৎপাদক মরুদ্দেবগণ স্বীয় গমনানন্তর জলকে বিলক্ষণরূপে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন, এবং বিস্তীর্ণ জল পান করিতে হম্বারববিশিষ্ট গোসকলকে সত্বর গমনের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন।'

(২) "তাঁহারা শব্দের উৎপাদক, তাঁহারা গমনকালে জল বিস্তার করেন, এবং (গাভীদিগকে) হম্বারবপূর্ব্বক জানু পর্য্যন্ত (সেই জলে) প্রেরণ করেন।"

(3) "They are the generators of speech : they spread out the waters in their courses : they urge the lowing (cattle) to enter (the water), up to their knees, (to drink)"

(4) "And these sons, the singers, stretched out the fences in their racings ; the cows had to walk knee-deep."

ব্যাখ্যাকারগণ প্রায়ই সায়ণের অনুসরণ করিয়াছেন। কাহারও

শব্দের স্থানে 'জ্ঞু' আদেশ হইয়াছে। 'যাতবে' পদটীতে 'তুমর্থে সেসেন' ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'তবেন্' প্রত্যয় হইয়াছে। নিত্-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৩৭সূ—১০ঋ)।

প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় অধ্যায়ে ত্রয়োদশ বর্গ সমাপ্ত। ১৩।

ব্যাখ্যায় বা কোনও কথা বাদ পড়িয়াছে; কাহারও ব্যাখ্যায় বা অতিরিক্ত এক-আধটা কথা আসিয়া পড়িয়াছে। তবে শেষোক্ত (ইংরাজী) ব্যাখ্যাটি দেখিয়াই, এই সকল ব্যাখ্যার মধ্যে যে দেশকালের পারিপার্শ্বিক প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারি। অনুবাদক ইংলণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। সেখানে ঘোড়দৌড়ের মাঠে কাঠ দিয়া ঘেরা বেড়া দেখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ব্যাখ্যায় তাহারই প্রতিচ্ছবি আসিয়া পড়িয়াছে। * এইরূপ মনে হয়,—গরুই যাঁহাদের প্রধান সম্পত্তি ছিল, বেদ তাঁহাদের সমাজে প্রচলিত ছিল বা তাঁহাদের জন্ম রচিত হইয়াছিল—এই ভাব যাঁহাদের মনে আসিবে, তাঁহারা মন্ত্রের মধ্যে স্বতঃই গাভীর উপমা-সমূহ প্রত্যক্ষ করিতে থাকিবেন। এ ক্ষেত্রে, এ কথা আমরাও অবশ্য অস্বীকার করি না যে, যে ভ্রান্তির মধ্যে আমরা নিমজ্জিত আছি, আমাদিগের ব্যাখ্যাও সে ভ্রান্তির কবল হইতে হয় তো সম্পূর্ণরূপ পরিত্রাণ পায় নাই। যাহা হউক, যে সূত্রে মন্ত্রের যে অর্থ আমরা গ্রহণ করিলাম, এক্ষণে তাহারই একটু পরিচয় প্রদান করিতেছি।

মন্ত্রটীকে (আমাদের অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা দেখুন) আমরা তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথমাংশের ("ত্যে উ নু গিরঃ সূনবঃ" বাক্যের) অর্থ-বিষয়ে প্রায়ই ঐকমত্য লক্ষিত হইবে। 'মরুদ্দেবগণই শব্দের উৎপাদক'—এ উক্তির সার্থকতা সর্ব্বপ্রকারেই প্রতিপন্ন হয়। এক পক্ষে বায়ুই শব্দের জনয়িতা। অন্যপক্ষে সত্ত্বভাবেই শব্দব্রহ্মের উদ্ভূতি,—দেবভাব হইতেই মন্ত্ররূপ শব্দব্রহ্মের সন্ধান পাওয়া যায়। এ পক্ষে, কোনই মতান্তরের কারণ নাই। অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—"অজ্মেষু কাষ্ঠা অত্নত।" এখানে 'কাষ্ঠাঃ' পদে 'কাঠের বেড়া' অর্থ গ্রহণ করিলাম না;—'অপঃ' (জল) অর্থও গ্রহণ করা সঙ্গত বলিয়া বুঝিলাম না। 'কাষ্ঠাঃ' পদে, 'দিক্‌সকল' অর্থই আমরা এখানে নির্দ্দেশ

---

* তিনি লিখিয়াছেন,—মরুদ্গণ তাঁহাদের ঘোড়দৌড়ক্ষেত্রে (race-course) বেড়া বাঁধাইয়াছিলেন—এবংবিধ বাক্যের ভাব এই যে, আকাশে বজ্রাঘাত বিদ্যুৎ দ্বারা মেঘদিগকে একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে বিতাড়িত করিয়াছিল। এই সূত্রে তিনি বলেন,—"KASTHA may mean the wooden enclosures (carceres) or the wooden poles that served as turning and winning-posts (metae)."

করি। তাহাতে অর্থ দাঁড়ায়,—'তাঁহাদের গতিরূপে (গতিপথে) দিক্-সকল বিস্তৃত।' ভাব এই যে,—তাঁহারাও অনন্ত অসীম, দিক্‌সকলও অনন্ত অসীম। ইহাতে দেবভাবসমূহের প্রভাবের বিষয় উপলব্ধ হয়। সে প্রভাব—দিক্-সকলের ন্যায় অসীম; অথবা, অনন্ত অসীম যে দিক্‌সমূহ, তাহারাও সে প্রভাবের আয়ত্তাধীন হইয়া আছে। ঐ অংশে এইরূপ ভাবই গ্রহণ করা যায়। শেষাংশ—"বাশ্রাঃ অভিজ্ঞু যাতবে।" কেন হাম্বারবকারী গাভীর সম্বন্ধ এখানে টানিয়া আনি? 'বাশ্' ধাতুর অর্থ 'শব্দ করা।' এই হইতে হাম্বারব ও সেই সঙ্গে সঙ্গে গাভীকে টানিয়া আনা হইয়াছে। অথচ, 'বাশ্র' শব্দের একটী অর্থ—'দিবস, দিন;' সে অর্থ ব্যাখ্যায় পরিত্যক্ত। আমরা এখানে সেই দিবস অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'বাশ্রাঃ' পদ এখানে বহুবচনান্ত। তাহাতে দিবস-সমূহকে—দিবস-সমূহের সমষ্টিভূত কালকে লক্ষ্য করে। ভাব পরিগ্রহ হয় এই যে,—'হে দেবগণ! কালও আপনাদের অভিমুখে ধাবমান্। অর্থাৎ, কালও আপনাদের আয়ত্তাধীন।'

এখন একবার পূর্ব্বাপর পদ-কয়েকটীর ভাব-সমাবেশ অনুধাবন করুন। দিক্, কাল, শব্দ—এই তিন লইয়াই সংসার বা সৃষ্টি-বিভাগ। কিন্তু এ তিনই ধ্যান-ধারণার অতীত—অনন্ত অসীম। অথচ, প্রকারান্তরে এখানে বলা হইয়াছে, এই তিনকেও মানুষ আয়ত্তীকৃত করিতে পারে। কি প্রকারে?—দেবভাবের প্রভাবে। মানুষ যখন দেবভাবসমূহের অধিকারী হয়, তখন দিক্-কাল-শব্দকে তাহারা আপনাদের আয়ত্তাধীনে আনিতে পারে। এখানে যোগের প্রসঙ্গ প্রখ্যাপিত আছে—মনে করিতে পারি। যোগ আর কি?—সে তো ভগবানে আত্মলীন হওয়া। সে আত্মলীন হওয়া—কি প্রকারে সম্ভবপর? দেবভাবের অধিকারী হওয়া—দেবত্ব লাভ করা। বায়ুবীর-সূক্তের আলোচনায়, বায়ু-দেবতার সহিত যোগের সম্বন্ধ-বিষয়ে আমরা একটু আভাষ দিয়াছি। এখানেও সেই ভাব ব্যক্ত দেখিতেছি। মরুদ্দেবগণ-রূপ দেবভাব-সমূহকে হৃদয়ে ধারণা করিতে সমর্থ হইলে, ভগবানের সহিত যুক্ত (যোগ-পরায়ণ) হইতে পারিলে, দিক্ কাল বা শব্দ সকলই তোমার আয়ত্তীকৃত হইয়া আসিবে। তখন, তোমার শ্রেয়ঃসাধনের পথে কেহই কোনরূপ অন্তরায় উপস্থিত করিতে

সমর্থ হইবে না। দিক্ কাল শব্দ আয়ত্ত হইলে, দিক্-কাল-শব্দরূপী অনন্ত ভগবানও তোমার আয়ত্ত হইবেন। এতদুভয় অলক্ষ্য পারস্পারিক সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ। এই মন্ত্র, এই তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছে।

প্রার্থনা-পক্ষে এই মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'হে মরুদ্দেবগণ-রূপ ভগবদ্বিভূতিনিবহ! দিক্-কাল-শব্দ আপনাদের আয়ত্তাধীন। আপনাদিগের অনুসরণকারী আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন; আপনাদের অঙ্গে অঙ্গীভূত করিয়া লউন; তাহাতে, আপনাদের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া, আপনাদের শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হইয়া, আমরাও যেন দিক্-কাল-শব্দের প্রভাব ধারণা করিতে সমর্থ হই।' (১ম—৩৭সূ—১০ঋ)।

—•—

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

ত্যং চিদ্ঘা দীর্ঘং পৃথুং মিহো নপাতমমৃধ্রং।

প্র চ্যাবয়ন্তি যামভিঃ ॥ ১১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্যং। চিৎ। ঘ। দীর্ঘং। পৃথুং। মিহঃ। নপাতং। অমৃধ্রং।

প্র। চ্যাবয়ন্তি। যামহভিঃ ॥ ১১ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে দেবাঃ 'ত্যং' (প্রসিদ্ধং) 'দীর্ঘং' (দীর্ঘকালব্যাপিনং) 'পৃথুং' (বহুলোকবিস্তৃতং) 'অমৃধ্রং' (অহিংস্রং) 'মিহঃ' (মেহস্য, সম্বন্ধস্য) 'নপাতং' (প্রতিবন্ধকং) 'যামভিঃ' (পরিত্রাণমার্গপ্রদর্শনৈঃ). 'চিৎ ঘ' (নিশ্চিতং) 'আ' (সর্বতোভাবেন) 'প্রচ্যাবয়ন্তি' (অপনয়ন্তি)। দেবরূপয়া সাধকমার্গস্য সর্বা বাধা দূরীভবতি। (১ম—৩৭সূ—১১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সেই দেবগণ, সেই প্রসিদ্ধ, দীর্ঘকালব্যাপী, বহুলোকবিস্তৃত, অধৃষ্য, সত্ত্বভাবের প্রতিবন্ধককে, পরিত্রাণোপায়-প্রদর্শনের দ্বারা, নিশ্চয়ই সর্ব্বতোভাবে অপসারণ করেন। (১ম—৩৭সূ—১১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

ত্যং চিদ্‌ঘ প্রসিদ্ধো যো মেঘস্তমপি মেঘং যামভিঃ স্বকীয়গমনৈঃ প্রচ্যাবয়ন্তি। মরুতঃ প্রকর্ষেণ গময়ন্তি। কীদৃশং। দীর্ঘং। আয়ামোপেতং। পৃথুং। তির্য্যগ্‌বিস্তৃতং। মিহো নপাতং। সেচনীয়স্য জলস্য ন পাতয়িতারং। বৃষ্টিমকুর্ব্বন্তমিত্যর্থঃ। অমৃধ্রং। কেনাপ্যহিংস্যং॥

ঘ। ঋচি তুনুঘেত্যাদিনা দীর্ঘঃ। মিহ সেচনে। মেহতি সিঞ্চতীতি মিট্‌ বৃষ্টি। ক্বিপ্‌ চেতি ক্বিপ্‌। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। নপাতং। ন পাতয়তীতি ন পাৎ। নভ্রাণ্‌নপাদিত্যাদিনা নঞঃ প্রকৃতি ভাবঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অমৃধ্রং। মৃধু মৃধু উন্দনে। মর্ত্ত্যুদকেনোনত্তীতি মৃধ্রঃ। বহুলবচনাদৌণাদিকো রক্‌-প্রত্যয়ঃ। নঞ্‌সমাসে অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যদ্বা সংগ্রামবাচিনা মৃধশব্দেন হিংসা লক্ষ্যতে। মত্বর্থীয়ো রঃ। পূর্ব্ববৎ স্বরসমাসৌ। চ্যাবয়ন্তি। চ্যুঙ্‌ গতৌ। ণিচি বৃদ্ধ্যাবাদেশৌ। পদকালে হ্রস্বশ্ছান্দসঃ॥ (১ম—৩৭সূ—১১ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ যে মেঘ, সেই মেঘকে স্বকীয় গমনের দ্বারা মরুদ্গণ প্রকৃষ্টরূপে গমন করাইয়া থাকেন (চালিত করেন)। মেঘ কি প্রকার? দীর্ঘ অর্থাৎ বিস্তৃতিসম্পন্ন। তির্য্যক্‌ভাবে বিস্তৃত। সেচনীয় জলের অবর্ষণকারী অর্থাৎ বৃষ্টিকারী নহে। কাহারও হিংসনীয় নহে।

'ঘ' পদটী 'ঋচি তুনুঘ' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা দীর্ঘ হইয়াছে। 'মিহঃ' পদটী সেচনার্থ 'মিহ্‌' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'মিহতি' অর্থাৎ 'সেচন করেন' এই বাক্যে 'মিট্‌' শব্দে বৃষ্টি বুঝায়। 'ক্বিপ চ' সূত্রে উক্ত মিহ্‌ ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্‌' প্রত্যয়। 'সাবেকা চ' সূত্রে বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'নপাতং' পদটী—'পতন করান না' এই বাক্যে 'নপাত্‌' হইয়াছে। 'নভ্রাণনপাৎ' ইত্যাদি সূত্রে 'নঞে'র প্রকৃতিভাব এবং অব্যয়-পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'অমৃধ্রং' পদটী, উন্দন অর্থাৎ ক্লেদন সিক্তকরণার্থক 'মৃধু' (মৃধ্‌) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'জলের দ্বারা ক্লেদন করেন'—এই অর্থে 'মৃধ্রঃ' পদ সিদ্ধ হয়। 'বহুলবচনাদৌণাদিকো রক্‌' এই সূত্রে উক্ত 'মৃধ্‌' ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'রক্‌' প্রত্যয় হইয়াছে। নঞ্‌ সমাসে অব্যয়ের পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। অথবা সংগ্রামবাচী মৃধ শব্দে হিংসা বুঝায়। মত্বর্থীয় 'রঃ' প্রত্যয়। স্বর ও সমাস পূর্ব্বের ন্যায়। 'চ্যাবয়ন্তি' পদটী গত্যর্থক 'চ্যুঙ্‌' (চ্যু) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। উহাতে ণিচ্‌ প্রত্যয় করিয়া উহার বৃদ্ধি ও 'আব্‌' আদেশ হইয়াছে। ছান্দস-হেতু পদকালে হ্রস্ব হইয়াছে। (১ম—৩৭সূ—১১ঋ)।

একাদশ (৪৫০) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে মরুদ্দেবগণের একটী প্রধান মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ভাষ্যকারের ও ব্যাখ্যাকারগণের সাধারণ মত এই যে, এ ঋকে বলা হইয়াছে—'দীর্ঘ বিস্তৃত বৃষ্টির-প্রতিবন্ধক অধৃষ্য মেঘকে মরুদ্দেবগণ বিচলিত করেন, আর তাহার ফলে বৃষ্টি হয়।' *

বলিতে পারি, উপমা-পক্ষে এ অর্থের অসঙ্গতি বোধ হয় না। বায়ু যেমন বিচ্ছিন্ন মেঘসমূহকে একত্রিত করিয়া বৃষ্টিপতনে সহায়তা করেন, মরুদ্দেব রূপ ভগবদ্বিভূতিসমূহ সেইরূপ মানুষের বিচ্ছিন্ন সদ্বৃত্তিসমূহকে একীভূত করিয়া ইষ্টদান করেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা হইতে এ ভাব জানা যাইতে পারে। তবে একটা কথা এই যে, ব্যাখ্যাকারগণ কেহই সে ভাবে অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা সাদাসিধা মেঘের ও বৃষ্টির ভাবই গ্রহণ করিয়াছেন। মরুদ্দেবগণ বলিতে, ঝড়ঝঞ্ঝাবাত বুঝায়। এই ধারণাই তাঁহাদের ঐরূপ অর্থ পরিগ্রহণের হেতুভূত বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এ পক্ষে একটী বিষয় বিশেষভাবে বিচার করিবার আছে। মূল ঋকে মেঘ-বাচক কোনও পদ নাই। অথচ, একটা সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কেন মেঘকে টানিয়া আনি? আছে—'মিহং নপাতং'। 'মিহঃ' পদের মূল—'মিহ্' ধাতু। উহার অর্থ—'সেচন' বটে; ঠিক জলসেচন নহে; কিরণ-সেচনই উহার প্রকৃত অর্থ। 'নপাতং' পদে প্রতিবন্ধকতার ভাব আসে। তাহা হইতে 'কিরণ-স্বরূপ জ্যোতিঃস্বরূপ সদ্ভাবের প্রতিবন্ধক' অর্থই গ্রহণ করা যাইতে পারে। সেই অর্থেই সকল দিকে সকল বিশেষণে সুসঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায়। 'দীর্ঘং' 'পৃথুং' 'অমৃধ্রং' 'মিহো নপাতং' প্রভৃতি পদগুলিকে কল্পিত মেঘের বিশেষণ-রূপে কল্পনা করিতে কত বেগ পাইতে হইয়াছে,—সায়ণের

---

* অধিক মত উদ্ধৃত করার আবশ্যক নাই। কেবল একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। তাহাতেই সকল ব্যাখ্যাকারগণের ভাব উপলব্ধ হইবে। যথা,—
"They drive before them, in their course, the long, vast, uninjurable, rain-retaining cloud."

ভাষ্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। "ত্যং চিদ্ঘ" হইতে "প্রসিদ্ধো যো মেঘস্তমপি মেঘং" এতটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে অর্থ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সে পক্ষেও বিশেষণ কয়টির (দীর্ঘং, পৃথুং প্রভৃতির) বিষয় ভাবিতে গেলে, অর্থ যুক্তিবিগর্হিত হইয়া পড়ে। যদি দীর্ঘ বিস্তৃত মেঘই হইল, তাহা জলের প্রতিবন্ধক হইবে কেন? আর, দীর্ঘ বিস্তৃত মেঘের সঞ্চারে যে বৃষ্টিপাত ঘটিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সুতরাং এ পক্ষে দেবগণের কৃতিত্ব অতি অল্পই অনুভূত হয়। 'যামভিঃ' পদে 'তাঁহাদের গতি দ্বারা' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বাপর ঐ পদে 'মুক্তির বা পরিত্রাণের পথ প্রদর্শনের দ্বারা' ভাব গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। এখানেও সেই ভাবেরই সঙ্গতি থাকে। দেবগণ (দেবভাবসমূহ) সর্ব্বতোভাবে আমাদের পরিত্রাণ-মার্গের বাধা অপসারণ করেন। তাঁহাদের নিকট হইতেই আমরা সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হই। সত্ত্বভাবই আমাদের মুক্তি-লাভের মূলীভূত।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রে উপদেশ পাওয়া যায় এই যে,—'দেবভাব-সমূহের সেবক হও, তোমাদের মুক্তিপথের সকল বাধা তাঁহারা দূর করিয়া দিবেন।' (১ম—৩৭সূ—১১ঋ)।

—·—

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

মরুতো যদ্ধ বো বলং জনাঁ অচুচ্যবীতন।

গিরীঁরচুচ্যবীতন ॥ ১২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

মরুতঃ। যৎ। হ। বঃ। বলং। জনান্। অচুচ্যবীতন।

গিরীন্। অচুচ্যবীতন ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মরুতঃ' (হে-দেবাঃ) 'যৎ' (যস্মাৎ) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'বলং' (অমিতসামর্থ্যং) অস্তি, তস্মাৎ 'হ' (এব) 'জনান্' (মাদৃশান্ অজ্ঞানান্) 'অচুচ্যবীতন' (নিয়োজয়ত, ভগবৎকর্ম্মেতি যাবৎ); গিরিং' (মেঘং, অজ্ঞানরূপং) 'অচুচ্যবীতন' (অপসারয়ত)। সৎকর্ম্মসাধনেন যেন বয়ং ভগবৎকৃপাং লভামহে, হে দেবাঃ তৎ কুরুত। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৩৭সূ—১২ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্দেবগণ! যেহেতু আপনারা অমিতসামর্থ্যসম্পন্ন, সেই জন্যই (প্রার্থনা করি) আমাদের ন্যায় অজ্ঞদিগকে ভগবৎকর্ম্মে নিয়োজিত করুন; আমাদিগের অজ্ঞানতা-রূপ মেঘ (সর্ব্বতোভাবে) অপসারিত করিয়া দেন। (১ম—৩৭সূ—১২ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ। যদ্ যস্মাদেব কারণাদ্বো যুষ্মাকং বলমস্তি। অস্মাদেব কারণাজ্জনান্ প্রাণিনোঽচুচ্যবীতন। স্ব স্ব ব্যাপারেষু প্রেরয়ত। তথা গিরীন্ মেঘান্ অচুচ্যবীতন। প্রেরয়ত॥

মরুতঃ। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। অচুচ্যবীতন। চ্যবতের্লুঙি ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি তস্য তনবাদেশঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। বহুলং ছন্দসি। পা০ ৭।৩।৯৭। ইতীডাগমঃ। গুণাবাদেশৌ। তিঙ্ঙতিঙঃ ইতি নিঘাতঃ। গিরীন্। দীর্ঘাদটি সমানপাদে ইতি সংহিতায়াং নকারস্য রুত্বং। অত্রানুনাসিক ইতীকারস্যানুনাসিকঃ॥ (১ম—৩৭সূ—১২ঋ)॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ। যে কারণ-হেতু তোমাদিগের বল আছে, সেই কারণেই তোমরা প্রাণিগণকে স্ব স্ব কার্য্যরূপ ব্যাপার-বিষয়ে প্রেরণ করাইয়া থাক। সেইরূপ মেঘসমূহকেও প্রেরণ করাইয়া থাক।

'মরুতঃ' পদটিতে আমন্ত্রিত হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অচুচ্যবীতন' পদটিতে 'চ্যব' ধাতু লুঙ্ বাচ্যহেতু পরস্মৈপদ। 'তপ্তনপ্তনথনাশ্চ' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'ত' স্থানে 'তনব' আদেশ হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে 'শপের' স্থানে শ্লুঃ। 'বহুলং ছন্দসি' (পা০ ৭।৩।৯৭) সূত্রে ইট্ আগম্। অতঃপর গুণ এবং অবাদেশ। 'তিঙ্ঙতিঙঃ' সূত্রে নিঘাত হইয়াছে। 'গিরীন্' পদটি 'দীর্ঘাদটি সমানপাদে' এই নিয়মানুসারে সংহিতা-বিষয়ে ন-কারের 'রুত্ব' হইয়াছে। 'অত্রানুনাসিক' এই নিয়মে এখানে 'ঈ' কারের অনুনাসিক হইয়াছে। (১ম—৩৭সূ—১২ঋ)।

দ্বাদশ (৪৫১) ঋকের বিশদার্থ।

———:•:———

এ ঋকের অর্থ তিন প্রকারে পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। ঋকের অন্তর্গত 'গিরিং' পদে কেহ 'পর্ব্বত' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; কেহ বা (সায়ণের অনুসরণে) 'মেঘ' অর্থ আমনন করিয়া লইয়াছেন। যাঁহারা পর্ব্বত অর্থ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের ব্যাখ্যা এই যে, মরুদ্দেবগণের প্রভাবে প্রাণিগণ বিচালিত হয় এবং পাহাড়ও বিচালিত হয়।* অন্য প্রকার ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে,—মরুদগণের প্রভাবে মানুষগণকেও তাঁহারা স্ব স্ব কর্ম্মে প্রেরণ করেন। অথবা, মানুষের মধ্যে তাঁহারা যেমন প্রাণ-শক্তি সঞ্চার করেন, মেঘের মধ্যেও সেইরূপ প্রাণশক্তি প্রদান করেন।

মন্ত্রের প্রথম অংশের ব্যাখ্যা-বিষয়ে আমরা এ পক্ষে শেষোক্ত মতেরই অনুসরণ করিয়াছি। তবে মন্ত্রের শেষাংশের ভাব আমরা অন্য-রূপ মনে করি। মেঘ বটে; কিন্তু আমাদের মতে, সে মেঘ অজ্ঞানতা-রূপ মেঘ। সে পক্ষে মন্ত্রের দুই অংশই প্রার্থনা-মূলক। প্রথমাংশে বলা হইয়াছে,—'হে মরুদ্দেবগণ! আমাদের ন্যায় অজ্ঞজনকে আমাদের পরিত্রাণের উপায়-স্বরূপ সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করুন। আমাদের সৎকর্ম্মে যেন মতি আসে। আমরা যেন সদা সৎকর্ম্মশীল হই।' আর প্রার্থনা (শেষাংশের)—'আমাদের হৃদয় হইতে অজ্ঞানতা-রূপ মেঘকে দূরীভূত করুন। অজ্ঞানতা দূর হইলে, আমরা ভগবৎকর্ম্মে প্রবৃত্তচিত্ত হইতে পারিব। তাই প্রার্থনা, আমাদিগকে সৎকর্ম্মশীল করুন, আমাদের অজ্ঞানতা দূর হউক।' একই মন্ত্রে একই ক্রিয়াপদ (অচুচ্যবীতন) দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং একই মূলীভূত দ্বিবিধ অর্থ ঐ পদে

---

* দুইটী ইংরাজী অনুবাদে ঐ দুইরূপ ভাব উপলব্ধি করুন। প্রথম প্রকারের অর্থ,—"Maruts, with such strength as yours, you have caused men to tremble: you have caused mountain to tremble." দ্বিতীয় প্রকারের অর্থ,—"Maruts, as you have vigour, invigorate mankind: give animation to the mankind." এই অর্থ সায়ণ-ভাষ্যে প্রকটিত আছে।

স্তোতনা করে। আমরা সেইজন্যই "নিবোজয়ত" ও "অপসারয়ত" দুই প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। (১ম—৩৭সূ—১২ঋ)।

— • —

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশং-সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্।)

যদ্ধ যান্তি মরুতঃ সং হ ব্রুবতেঽধ্বন্না।

শৃণোতি কশ্চিদেষাং ॥ ১৩ ।

পদ-বিশ্লেষণং।

যৎ। হ। যান্তি। মরুতঃ। সং। হ। ব্রুবতে। অধ্বন্। আ।

শৃণোতি। কঃ। চিৎ। এষাং ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) 'হ' (এব) 'মরুতঃ' (বিবেকরূপাঃ তে দেবাঃ) 'সং' (অস্মাকং সঙ্গং) 'আ যান্তি' (প্রাপ্নুবন্তি), তদা 'হ' (এব) 'অধ্বন্' (অস্ফুটধ্বনি, বিবেক-বাণী ইতি যাবৎ) 'ব্রুবতে' (কথয়ন্তি); 'এষাং' (মরুতাং তদ্ধ্বনিং) 'কশ্চিৎ' (যঃ কোঽপি) 'শৃণোতি' (সর্বেষাং অস্মাকং শ্রুতিগোচরঃ ভবতীতি শেষঃ)। যদা দেবাঃ কৃপয়া অস্মৎসকাশং আগচ্ছন্তি, তদা তেষাং আহ্বানবার্তা অজ্ঞাতা ন তিষ্ঠতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৭সূ—১৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

যখনই বিবেক-রূপ সেই মরুদ্দেবগণ আমাদিগের সঙ্গ প্রাপ্ত হন (আমাদিগের নিকট উপস্থিত হন), তখনই বিবেক-বাণী-রূপ অস্ফুট-বাক্য কহিয়া থাকেন। সেই ধ্বনি তখন আমাদিগের সকলেরই শ্রুতিগোচর হয়। (১ম—৩৭সূ—১৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

যদ্ধ যদা খলু মরুতো যান্তি। গচ্ছন্তি। তদানীমধ্বন্না মার্গে সর্ব্বতঃ সংক্রবতে হ। সর্ব্বে ধ্বনিমবশ্যং কুর্ব্বন্তি। এষাং মরুতাং সম্বন্ধিনং শব্দং কশ্চিৎ যঃ কোঽপি শৃণোতি॥

যান্তি। যা প্রাপণে। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। ছোঽস্ত ইত্যাত্মাদেশস্যোপদেশিবদ্ভাবাদন্তী-ত্যোতদাদ্যুদাত্তত্বং। ধাতুনা সহৈকাদেশ একাদেশস্বরঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। ক্রবতে। ক্রঞ্ ব্যক্তায়াং বাচি। অন্তাদাদেশে কৃতে পরত্বাৎ প্রাপ্তস্য গুণস্য ঙিত্বেন বাধিতত্বাদুবঙ্‌-দেশঃ। অধ্বন্। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্। শৃণোতি। তিপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ॥ (১ম—৩৭সূ—১৩ঋ)॥

ত্রয়োদশ (৪৫২) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যে এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রকটিত আছে, ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই সেই অর্থেরই অনুসরণ করিয়াছেন। সকল ব্যাখ্যারই মর্ম্ম এই যে—যখন ঊনপঞ্চাশ বায়ু প্রবলবেগে বহিয়া যায়, তখন তাহাতে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, সংসারের সকলেই তাহা শুনিতে পান।

সকল ব্যাখ্যাতেই 'যান্তি' পদে গমনের ভাব গ্রহণ করা হয়; 'ক্রবতে' পদে, বায়ুগতির 'শোঁ শোঁ বোঁ বোঁ' প্রভৃতি শব্দই লক্ষ্য-স্থলে আসিয়া দাঁড়ায়। 'শৃণোতি' পদের সার্থকতা—সে ঝড়ঝঞ্ঝাবাতের

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যখন মরুদ্গণ গমন করেন, তখন (তাঁহারা তাঁহাদের) মার্গে অর্থাৎ গমন-পথে সর্ব্বতোভাবে মিলিত ধ্বনি অবশ্যই করিয়া থাকেন। এই মরুদ্গণের সম্বন্ধি শব্দ, যে কেহ শুনিতে পায়।

'যান্তি' পদটী প্রাপণার্থ 'যা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অদাদি-গণীয় হেতু উহার 'শপে'র লুক্ অর্থাৎ লোপ হইয়াছে। 'ছোঽস্ত' এই নিয়মানুসারে 'অন্ত' আদেশের 'উপদেশিবদ্ভাব' হেতু 'অন্তীতি' নিয়মে 'অন্তি' পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ধাতুর সহিত একাদেশ হয়—এই নিয়মানুসারে, উহা একাদেশ স্বর প্রাপ্ত। যদ্বৃত্তযোগহেতু নিঘাত হয় নাই। 'ক্রবতে' পদটী ব্যক্ত ও বাচ অর্থক 'ক্রঞ্' (ক্রু) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ঙিত্ব' হেতু 'অন্তাদাদেশে কৃতে পরত্বাৎ' এই নিয়মানুসারে প্রাপ্ত গুণের বাধ অর্থাৎ নিষেধ হওয়ায়, 'উবঙ্' আদেশ হইয়াছে। 'অধ্বন্' পদটীতে 'সুপাং সুলুক্' এই সূত্রানুসারে সপ্তমীর লুক্ অর্থাৎ লোপ হইয়াছে। 'শৃণোতি' পদটী 'তিপ্' প্রত্যয়। পিত্-হেতু 'প'কার ইৎ অর্থাৎ থাকে না বলিয়া অনুদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইয়াও বিকরণস্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৩। (১ম—৩৭সূ—১৩ঋ)।

শব্দ শ্রবণেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়। ক্ষোভের বিষয়, কেহ একটু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া বুঝিবার চেষ্টাই করেন না যে, এই গতাগতি কথন-শ্রবণ প্রভৃতির মধ্যে কোনও নিগূঢ় তত্ত্বকথার সমাবেশ আছে কিনা!

আমরা কি উপাদান প্রাপ্ত হইয়া কি ভাবে কি অর্থ প্রকাশ করিতেছি, এক্ষণে তাহা বুঝাইবার একটু চেষ্টা পাইতেছি। মন্ত্রে লক্ষ্য করিবেন—একটী 'আ' পদ আছে। পদ-পাঠে তাহা সম্যক্ দৃষ্টিগোচর হইবে। ঐ 'আ' পদ, আমরা মনে করি, 'যান্তি' ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। তাহাতে 'যান্তি' (যাইতেছেন) অর্থ উল্টাইয়া গিয়া, 'আয়ান্তি' (আসিতেছেন) ভাব দাঁড়াইয়া গেল। কোথায় যাওয়া—আর কোথায় আসা! এখন দেখুন—কোথায় আসেন? 'সং' পদে তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হই। আমরা মনে করি, 'সঙ্গ—আমাদের সঙ্গ' ভাব, ঐ পদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। তাহা হইলেই "যৎ হ মরুতঃ সং আয়ান্তি" বাক্যের অর্থ হয়,—'সেই মরুদ্দেবগণ যখন আমাদিগের সঙ্গ প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ আমাদিগের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হন, আমাদের যখন তেমন সৌভাগ্য উপস্থিত হয়,' ইত্যাদি। তার পর দেখুন—তখন কি হয়? "অধ্বন্ ব্রুবতে।" তখন তাঁহারা অস্ফুট ধ্বনিতে কথা কহেন। 'অধ্বন্' পদে 'অস্ফুট ধ্বনি' অর্থই সঙ্গত হয়। এইবার বুঝুন—'অস্ফুট ধ্বনিতে' তাঁহাদের কথা কওয়ার তাৎপর্য্য কি? পূর্ব্বের একটী ঋকের ব্যাখ্যায় তাঁহাদের এই অস্ফুট ধ্বনির একটু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা আমাদের হৃদয়ে বিবেক-রূপে উদিত হইয়া নানারূপ সংশিক্ষা সদুপদেশ প্রদান করেন। বিবেকের সে স্বর যে অস্ফুট, অথচ তাহা যে কথিত হয়—কর্ণের হৃদয়ের বা মস্তিষ্কের ধারণাযোগ্য হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। এই খানেই 'অধ্বন্' 'ব্রুবতে' এবং 'শৃণোতি' পদ ত্রয়ের সার্থকতা উপলব্ধ হইয়া থাকে।

বিবেক-বাণী নানা বিষয়ে নানা রূপে হৃদয়ে আসিয়া স্পন্দিত হয়। আমাদের মনে হয়, সেই জন্য মরুদ্দেবগণ অভিধায় তাঁহাদের যোগ্য সংজ্ঞা। নানা ভাবের মধ্যে, অসংখ্য ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে, তাঁহারা আমাদিগের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া আছেন। তাঁহাদের মরুদ্গণ-সংজ্ঞা-সম্বন্ধে আমরা এই এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি।

উপসংহারে মন্ত্রের শেষাংশে তাঁহাদের সর্ব্বত্র গতাগতি-মূলক ভাবেরই প্রতিপোষণ লক্ষ্য করুন। সেই মরুদ্গণের যে বাক্য, তাহা সকলেই শুনিতে পান; অর্থাৎ, বিবেক-বাণী সকলকেই সকল সময় সাবধান করিয়া আসিতেছে। সে বাক্য যাহার শ্রুতিগোচর হয় না—সংসারে এমন লোক নাই বলিলেও বলা যায়। একবার না একবার সকলের হৃদয়কেই সে বাণী স্পর্শ করিয়াছে। তবে পাপের সেবায় যাহাদের অন্তর সৎসংজ্ঞাশূন্য পাপময় হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা শেষে হয় তো সে বাণী শুনিতে পায় না; অথবা, শুনিয়াও শুনে না। কিন্তু সে বাণী যে প্রতিধ্বনিত হয় সর্ব্বত্র, তাহাতে কোনই সংশয় প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

এই সকল বিষয় বিচার করিলে, মন্ত্রে বিবেক-বাণীর প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইয়াছে প্রতিপন্ন হয়। প্রার্থনা-পক্ষে মর্ম্ম দাঁড়ায়,—'হে দেবগণ! আপনারা বিবেকবাণীরূপে হৃদয়ে উদয় হইয়া সর্ব্বদা আমাদিগকে সাবধান করুন,—সুপথ দেখাইয়া দেন।' ইহাতে পূর্ব্ব-মন্ত্রের সহিত এ মন্ত্রের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়। (১ম—৩৭সূ—১৩ঋ)।

—•—

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। ষষ্ঠমী ঋক্।)

প্র যাত শীভমাশুভিঃ সন্তি কণ্বেষু বো দুবঃ।

তত্রো ষু মাদয়াধ্বৈ ॥ ১৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

প্র। যাত। শীভং। আশুঽভিঃ। সন্তি। কণ্বেষু। বঃ। দুবঃ।

তত্রো ইতি। সু। মাদয়াধ্বৈ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে মরুতঃ! যূয়ং 'শীভং' (শীঘ্রং) 'প্র যাত' (আগচ্ছত, অস্মৎহৃদয়ে ইতি শেষঃ); (যদ্বা—'আশুভিঃ' (বেগবদ্ভির্বাহনৈঃ বিবেকরূপৈঃ) শীঘ্রং আগচ্ছত); 'কণ্বেষু' (অকিঞ্চনেষু অস্মাসু) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'দুবঃ' (পূজাঃ, পরিচরণানি) 'আশুভিঃ' (ত্বরাভিঃ) 'সন্তি' (আরব্ধং ভবতু); 'তত্রো ষু' (তেষু এব পরিচারকেষু কণ্বেষু) 'মাদয়াধ্বৈ' (তৃপ্তা ভবত)। হে দেবাঃ! বিবেকরূপেণ যূয়ং অস্মান্ উদ্বোধয়ত, যেন বয়ং যুষ্মাকং অর্চ্চনাপরায়ণা ভবামঃ। (১ম—৩৭সূ—১৪ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্দেবগণ! আপনারা আমাদিগের হৃদয়ে শীঘ্র আগমন করুন (অথবা, বিবেকরূপী বেগবান্ বাহনের দ্বারা আপনারা শীঘ্র আগমন করুন); অকিঞ্চন আমাদিগের মধ্যে সত্বর আপনার পূজা আরম্ভ হউক; এই অকিঞ্চন আমাদিগের পরিচর্য্যায় আপনারা পরিতৃপ্ত হউন। (১ম—৩৭সূ—১৪ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ। আশুভির্বেগবদ্ভিঃ স্বকীয়ৈর্বাহনৈঃ শীভং শীঘ্রং। শীভং তূর্ণমিতি ক্ষিপ্রনামসু পাঠাৎ। প্রযাতঃ। প্রকর্ষেণ কর্মভূমিং গচ্ছত। কণ্বেষু মেধাবিষ্বনুষ্ঠাতৃষু বো যুষ্মাকং দুবো দুবাংসি পরিচরণানি সন্তি। তত্রো ষু তেষ্বেব পরিচারকেষু কণ্বেষু মাদয়াধ্বৈ। তৃপ্তা ভবত ॥

আশুভিঃ। অশূ ব্যাপ্তৌ কৃবাপাজীত্যাদিনা উণ্। প্রত্যয়স্বরঃ। সন্তি। শ্নসোরল্লোপ ইত্যকারলোপঃ। মাদয়াধ্বৈ। মদ তৃপ্তিযোগে। চুরাদিঃ। আকুস্মীয় আত্মনেপদী। লেটাডাগমঃ। টেরেত্বং। বৈতোঽন্যত্র। পা০ ৩।৪।৯৬। ইত্যেকারস্যৈকারাদেশঃ ॥ ১৪ ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! বেগবান্ স্বকীয় বাহনের দ্বারা শীঘ্র প্রকৃষ্টরূপে কর্মভূমিতে গমন করুন! মেধাবী অনুষ্ঠাতৃগণ বিষয়ে আপনাদের সেবা আছে (অর্থাৎ আপনাদের পরিচর্য্যা-ভার মেধাবী অনুষ্ঠাতৃগণের উপর ন্যস্ত আছে)। সেই মেধাবী অনুষ্ঠাতৃরূপ পরিচারকগণের প্রতি তৃপ্ত (অর্থাৎ প্রসন্ন) হউন। শীভ তূর্ণ তূয় প্রভৃতি ক্ষিপ্র-পর্য্যায় মধ্যে পঠিত হইয়াছে।

'আশুভিঃ' পদটী ব্যাপ্ত্যর্থ 'অশ' (অশ্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'কৃবাপাজীতি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'উণ্' প্রত্যয় এবং প্রত্যয়-স্বর হইয়াছে। 'সন্তি' পদটীতে 'শ্নসোরল্লোপঃ' এই নিয়মানুসারে 'অ'-কারের লোপ হইয়াছে। 'মাদয়াধ্বৈ' পদটী তৃপ্তিযোগ অর্থক 'মদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন এবং চুরাদিগণীয় ও আকুস্মীয় আত্মনেপদী। লেট্ বিভক্তি-হেতু উহাতে 'আট্' আগম হইয়াছে। অতঃপর টির স্থানে 'এ' আদেশ। 'বৈতোঽন্যত্র' (পা০ ৩।৪।৯৬) সূত্রে এ-কার স্থানে 'ঐ-কার' হইয়াছে। (১ম—৩৭সূ—১৪ঋ)।

চতুর্দ্দশ (৪৫৩) ঋকের বিশদার্থ।

—:০•০:—

এই ঋকের অন্তর্গত 'আশুভিঃ' পদটী মরুদ্গণের সম্বন্ধেও গ্রহণ করা যায়; আবার ঐ পদটী পূজার (স্তুবঃ) বিষয়েও গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভাষ্যকার এবং অপরাপর ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই প্রথম পক্ষেই ঐ পদ অন্বিত করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের অর্থ হইয়াছে,—'দ্রুতগামী বাহনে আরোহণ করিয়া মরুদ্দেবগণ শীঘ্র যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করুন।' কিন্তু মরুদ্দেবগণের বাহন বলিতে যে কি বুঝায়, ব্যাখ্যায় তাহা বুঝিবার উপায় নাই। এ পক্ষে তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, যদি 'আশুভিঃ' পদে 'বেগবদ্ভিঃ স্বকীয়ৈর্ব্বাহনৈঃ' অর্থ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই বাহনের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। আমরা মনে করি, তাঁহাদের সে বাহন আর কিছুই নহে; সে বাহন—বিবেক-রূপ বাহন। তাহাদের গতি—ত্বরিত; সুতরাং তাহাদিগকে 'আশুভিঃ' পদে পরিচিত করা যায়। বিবেক-বাণীর প্রসঙ্গ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকে উত্থাপিত হইয়াছে। সে সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে ঐরূপ অর্থই সঙ্গত হয়। এক এই দিক দিয়া মন্ত্রের অর্থ করিতে পারি; আর এক 'আশুভিঃ' পদটীকে 'স্তুবঃ' পদের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট (আমাদের অন্বয়-বোধিকা-ব্যাখ্যার দ্বিতীয়াংশ দেখুন)' বলিয়া মনে করিতে পারি। তাহাতেও মন্ত্রের অর্থ অতি সঙ্গত ও সমীচীন হইতে পারে। আমাদের ব্যাখ্যা প্রধানতঃ ঐ মতেরই অনুসারী। তবে সায়ণাদি সকলেই 'আশুভিঃ' পদে 'বাহনৈঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই, সে পক্ষে কি নিগূঢ় ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় তাহারই একটু আভাষ দিলাম মাত্র। সে অর্থও অসঙ্গত নহে; কিন্তু সে পক্ষে বাহনকে বিবেক-রূপ বাহন বলিলে ভাল হয়। * ইহাই আমাদের অভিমত। কেন-না, অন্য বাহন সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না।

---

* সায়ণ বাহন মাত্র বলিয়াই নিরস্ত আছেন। তাহা হইতে যাঁহার যে ভাব ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেহ বা ঐ পদে ঘোটক এবং কেহ বা গাভী অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এই ঋকের 'কবেধু' পদে, সায়ণ আর কোনও ঋষির সম্বন্ধ [illegible]

আমরা মনে করি, এই মন্ত্রে তিনটী প্রার্থনা আছে। প্রথমতঃ,—মরুদ্দেব-রূপ ভগবদ্বিভূতিসমূহকে (সত্ত্বভাবনিবহকে) হৃদয়ে আনিয়া শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত করার কামনা আছে। দ্বিতীয়তঃ,—আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র সদ্ভাববিরহিত জন দেবগণের পূজায়, সদ্ভাবের সাধনায়, প্রবৃত্ত হউক—এই কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। তৃতীয়তঃ,—সে পূজায় দেবগণ তৃপ্ত হউন অর্থাৎ দেবভাবে আমাদের হৃদয় পরিপূরিত হউক—এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। যদি 'আশুভিঃ' পদে 'বাহন' অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহাতে প্রার্থনার ভাব হয় এই যে,—'হে দেবগণ! বিবেক-রূপে আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া আপনারা আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করুন,—আমরা যেন দেবভাবের সেবাপরায়ণ হইয়া জীবন যাপন করিতে সমর্থ হই।' (১ম—৩৭সূ—১৪ঋ)।

—— • ——

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্।)

অস্তি হি ষ্মা মদায় বঃ স্মসি ষ্মা বয়মেষাং।
বিশ্বং চিদায়ুর্জ্জীবসে ॥ ১৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অস্তি। হি। স্ম। মদায়। বঃ। স্মসি। স্ম। বয়ং। এষাং।
বিশ্বং। চিৎ। আয়ুঃ। জীবসে ॥ ১৫ ॥

নাই; '[illegible]' বলিয়াই শেষ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কিন্তু ঐ পদে বা কাণ্বগণকে বুঝাইতেছে বলিয়াই মনে করিয়া লইয়াছেন। একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই পাশ্চাত্য ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে। অনুবাদটি এই ;—

"Come fast on your quick steeds! there are worshippers for you among the Kanvas: may you well rejoice among them."

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে মরুতঃ! 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'মদায়' (তৃপ্তয়ে) 'অস্তি হি স্মা' (অস্মাকং আহবনীয়ো বিদ্যতে প্রাণো মনঃ সর্ব্বস্বঃ চ বিদ্যতে); 'এষাং' (যুষ্মাকং ভৃত্যাভূতাঃ, সর্ব্বস্ব সমর্পণ-সঙ্কল্পান্বিতাঃ) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'স্মসি স্মা' (বিদ্যামহে খলু); 'জীবসে' (জীবিতুং; পরিত্রাণার্থং) 'চিৎ' (চিৎস্বরূপং) 'বিশ্বং' (বিশ্বরূপং, বিশ্বব্যাপকং) 'আয়ুঃ' (জীবন-সম্বন্ধং) বয়ং প্রার্থয়ামহে ইতি শেষঃ। হে দেবাঃ! যেন বয়ং ভগবন্তং সর্ব্বস্ব-সমর্পণ-সমর্থা ভবামঃ, যূয়ং অস্মভ্যং তৎসামর্থ্যং প্রযচ্ছত; তৎ হি জীবনং; তৎ হি ব্রহ্মসম্মিলনং। (১ম—৩৭সূ—১৫ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্দেবগণ! আপনাদের তৃপ্তির জন্য আমাদিগের আহবনীয় প্রস্তুত রহিয়াছে (আমরা আমাদিগের প্রাণ মন সর্ব্বস্ব সমর্পণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছি); আপনাদিগের ভৃত্যস্থানীয় (সর্ব্বস্ব-সমর্পণ-সঙ্কল্পান্বিত) অর্চ্চনাকারী আমরাও এই বিদ্যমান্ রহিয়াছি (প্রস্তুত হইয়াছি); আমাদের জীবন-রক্ষার জন্য (পরিত্রাণের জন্য) চিৎস্বরূপ বিশ্বব্যাপক আয়ুর সম্বন্ধ প্রার্থনা করিতেছি। (১ম—৩৭সূ—১৫ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ বো যুষ্মাকং মদায় তৃপ্তয়েঽস্তি হি স্মা। অস্মাভিঃ প্রযুজ্যমানং হবির্ব্বো খলু। এষাং যুষ্মাকং ভৃত্যভূতা বয়ং স্মসি স্মা। বিদ্যামহে খলু। জীবসে জীবিতুং বিশ্বং চিদায়ুঃ সর্ব্বরূপ্যায়ুঃ প্রযচ্ছেতি শেষঃ॥

স্মা। নিপাতস্য চেতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। স্মসি। ইদন্তো মসি। জীবসে। তুমর্থে সেসেনিত্যসে প্রত্যয়ঃ॥ ১৫॥ (১ম—৩৭সূ—১৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে চতুর্দ্দশো বর্গঃ॥ ১৪॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! আমাদের কর্ত্তৃক প্রযুজ্যমান হবিঃ (অর্থাৎ হবনীয় দ্রব্যসকল) আপনাদের তৃপ্তির জন্য (প্রদত্ত হইয়া থাকে)। আমরা আপনাদের ভৃত্যস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছি। (আমাদের) জীবনের জন্য সমস্ত আয়ুঃ প্রদান করুন।

'স্মা' পদটী 'নিপাতস্য চ' ইত্যাদি নিয়মানুসারে সংহিতায় দীর্ঘ হইয়াছে। 'স্মসি' পদটিতে 'ইদন্তো মসি' সূত্রে 'মসি' প্রত্যয়। 'জীবসে' পদটীতে 'তুমর্থে সেসেন্' এই নিয়মানুসারে সেসেন্ (সে) প্রত্যয় হইয়াছে। (১ম—৩৭সূ—১৫ঋ)।

প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১৪॥

পঞ্চদশ (৪৫৪) ঋকের বিশদার্থ।

—— : • : ——

এ ঋকের প্রচলিত সাধারণ অর্থ এই যে,—'হে মরুদ্দেবগণ! আপনাদের তৃপ্তির জন্য হবিঃ প্রস্তুত; আমরাও ভৃত্যের ন্যায় উপস্থিত আছি; আমাদিগকে বাঁচিবার জন্য আয়ুঃ দান করুন।'

প্রথম দৃষ্টিতে ঋকের এইরূপ অর্থই—আয়ুর্বৃদ্ধির জন্য সাদাসিদা প্রার্থনার ভাবই—প্রকাশ পায় বটে; কিন্তু মন্ত্রের অভ্যন্তরে একটু প্রবেশ করিলে, এই প্রার্থনার মধ্যে চরম প্রার্থনা (মুক্তির প্রার্থনা) প্রকাশ পাইয়াছে বুঝা যায়।

এ পক্ষে, প্রথমতঃ "জীবসে" পদটীর প্রতি লক্ষ্য পড়ে। 'আয়ুঃ দেও' বলিলেও যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সেখানে 'জীবসে' (জীবন-রক্ষার জন্য) পদটী বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইল কেন? তার পর, যে আয়ুর প্রার্থনা হইল, সেই আয়ুই আবার কেমন দেখুন! তাহার পরিচয় আছে—"বিশ্বং চিদায়ুঃ।" তবেই বুঝা যায়, সে আয়ুঃ—তোমার-আমার আয়ুর ন্যায় সাধারণ আয়ুঃ নহে। সে আয়ুঃ—'বিশ্বং' আর 'চিৎ'। এইবার ভাব উপলব্ধি করুন। যে আয়ু চিৎস্বরূপ বিশ্বরূপ বা বিশ্বব্যাপক, সেই আয়ুর কামনা এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। সে পক্ষে 'জীবসে' রূপ জীবন-ধারণ, পরিত্রাণেরই ভাব প্রকাশ করে।

এই বিষয় বিবেচনা করিলে, প্রার্থনার মর্ম্ম হয় এই যে,—'আমার যেন এই জীবন-ধারণ সার্থক হয়, আমি যেন পরিত্রাণ-লাভে সমর্থ হই, আমি যেন চিৎস্বরূপ বিশ্বরূপ ব্রহ্মে লীন হইতে পারি, আমার যেন মুক্তিলাভ হয়।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের শেষাংশের ("বিশ্বং চিদায়ুর্জীবসে" বাক্যের) ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য।

এ পক্ষে, মন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে (আমাদের অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা দেখুন) মোক্ষ-প্রাপ্তি-মূলীভূত দুইটী তত্ত্বের বিষয়-প্রখ্যাপিত হইয়াছে। কিরূপ কর্ম্মের প্রভাবে কি প্রকারে মোক্ষ অধিগত হইতে পারে, তাহাই এখানে প্রখ্যাপিত রহিয়াছে। দেখুন,—প্রথম বলা

হইয়াছে,—"বঃ মদায় অস্তি হি স্ম"; অর্থাৎ, 'আপনাদিগের তৃপ্তির জন্য আমার আহবনীয় প্রস্তুত রাখিয়াছি।' তার পর বলা হইয়াছে,—'সে জন্য আমি নিজেও বিদ্যমান্ (প্রস্তুত) রহিয়াছি।' এখানে "অস্তি হি স্ম" এই মাত্র বাক্য আছে। ইহা হইতে নানারূপ ভাব অধ্যাহার করা যায়। তদনুসারে, কেহ বা 'হবিঃ প্রস্তুত আছে' বলিয়াছেন; কেহ বা 'অন্ন ইত্যাদি প্রস্তুত আছে' বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলিতেছি, এখানকার নিগূঢ় ভাব—প্রাচুর্য্যজ্ঞাপক। * প্রাচুর্য্য বুঝায়—সে কিসে? তাহাও কহিতেছি। সংসারে আহবনীয় সামগ্রীর শেষ নাই। অশেষ প্রকার সামগ্রী ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রদান করা যাইতে পারে। সুতরাং প্রাচুর্য্য বুঝাইতে, 'তার পর' 'তার পর' এই ভাবে অগ্রসর হইয়া, শেষে সর্ব্বস্ব-সমর্পণের ভাব আসে। সেখানেই প্রাচুর্য্যের সীমান্ত-রেখা। এখানে, আমরা মনে করি, সেই সীমান্তের ভাবই ব্যক্ত আছে। পার্থিব সমস্ত বস্তু—সকল বস্তুর স্পৃহা—দেবতায় সমর্পিত হইতেছে,—এখানে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। পরবর্ত্তী অংশে ("এষাং বয়ং স্মসি স্ম" অংশে) সেই ভাবেরই পূর্ণস্ফূর্ত্তি দেখিতে পাই। এখানে বলা হইতেছে, সর্ব্বস্ব-সমর্পণ-সঙ্কল্পান্বিত হইয়া, আমি নিজেও দেবসেবার—দেবতার পরিতৃপ্তি-সাধনের জন্য—প্রস্তুত রহিয়াছি। ইহাই সাধনার প্রকৃষ্ট স্তর। এই স্তরে উপনীত হইয়াই সাধক মুক্তিলাভে সমর্থ হন।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্ম হয়,—'হে দেবগণ! আমরা যেন ভগবানে সর্ব্বস্ব সমর্পণে সমর্থ হই। আমাদের প্রতি কার্য্য যেন ভগবদুদ্দেশে বিহিত ও ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত হয়। হে দেবগণ! আপনারা আমাদিগকে তদ্রূপ শক্তি-সম্পন্ন করুন। সেই শক্তিই জীবন। সেই শক্তিলাভই ব্রহ্ম-সম্মিলন।' মন্ত্র এই ভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। (১ম—২৭সূ—১৫ঋ)।

* ম্যাক্সমূলারের ব্যাখ্যায় এই প্রাচুর্য্যজ্ঞাপক ভাবের একটু আভাষ পাওয়া যায়। যথা,—"Truly there is enough for your rejoicing. We always are their servants, that we may live even the whole of life."

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। অষ্টমোঽনুবাকঃ।
পঞ্চদশাদারভ্য সপ্তদশপর্য্যন্তং ত্রয়ো বর্গাঃ।

অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং।

এই সূক্তটিও, পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্তের ন্যায়, মরুদ্দেবগণের উদ্দেশে বিহিত। এ সূক্তেও, পূর্ব্ব সূক্তের ন্যায়, মরুদ্দেবগণ-সম্বন্ধে এবং বেদ-মন্ত্র-বিষয়ে নানা জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আছে। বিভিন্ন জন, বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া, বেদ-পাঠে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের বিভিন্ন দৃষ্টিতে এই সূক্তের ঋক্‌সমূহ হইতে কি কি সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়, এতৎপ্রসঙ্গে তাহারই দুই একটীর পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা পাইতেছি।

প্রথমতঃ;—সমাজের আদিম অসভ্য অবস্থায় বেদমন্ত্রসমূহ যে ঋষিগণ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল—এ বিষয় যাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, সে পক্ষের প্রমাণস্বরূপ এই সূক্তের একটী ঋক্ তাঁহারা উদ্ধৃত করিতে পারেন। তাহাতে (প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারে) দেখান যায়,—'কবির গানের ন্যায়' স্তোত্রগুলি মুখে মুখে রচিত হইয়া, ঋষিগণ কর্ত্তৃক উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হইত। সে ঋকটি এই—"মিমীহি শ্লোকমাস্যে পর্জ্জন্য ইব ততনঃ। গায় গায়ত্রমুক্থ্যং।' প্রচলিত অর্থে প্রকাশ, ঋত্বিক্‌গণকে যেন সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'তোমরা মুখে মুখে স্তোত্র রচনা কর এবং মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে তাহা উচ্চারণ কর, আর গায়ত্রীছন্দে গান কর।' এ পক্ষের প্রতিপোষক আরও কয়েকটী মন্ত্রের বিষয় পূর্ব্বেও আমরা উল্লেখ করিয়াছি। প্রত্নতাত্ত্বিকের নিকট এ মন্ত্রটী অধিক একটী প্রমাণ হইল।

দ্বিতীয়তঃ,—মরুদ্গণের পিতার ও মাতার সন্ধান, এই সূক্ত হইতে অনেকে গ্রহণ করেন। চতুর্থ ঋকে "পৃশ্নিমাতরঃ" পদ আছে; সপ্তম ঋকে "রুদ্রিয়াসঃ" পদ দৃষ্ট হয়। ঐ দুই পদের সাহায্যে 'পৃশ্নিকে' মরুদ্গণের মাতা এবং 'রুদ্রকে' তাঁহাদের পিতা বলিয়া গ্রহণ করা হয়। পূর্ব্ব সূক্তে 'আকাশ তাঁহাদের উৎপত্তি-স্থল' জানিতে পারিয়াছি।

তৃতীয়তঃ,—মরুদ্দেবগণ যে বায়ুদেবেরই একটী উচ্ছ্বাস, এই সূক্তের দুই একটী ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যার সাহায্যে তাহা প্রমাণ করা যায়। প্রথম ঋকের প্রার্থনায় একটী বজ্রাহবান,—

'পিতা যেমন পুত্রের হস্ত ধারণ করেন, আপনারা কবে তেমনি ভাবে আমার হস্ত ধারণ করিবেন' ইত্যাদি। "আপনারা দৃঢ়হস্তবিশিষ্ট" (১১ ঋক), "আপনাদিগের রথ, অশ্বসকল ও অশ্ববন্ধনের রজ্জু" (১২ ঋক্)। চতুর্থ ঋকের "মর্ত্তাসঃ স্যাতন" (সায়ণের অর্থ—মনুষ্যাঃ ভবেত) বাক্যে, মানুষ বলিয়াই তাঁহারা প্রতিপন্ন হন। এ সকল বিষয়, মরুদ্গণকে মনুষ্য প্রমাণ করার পক্ষের প্রমাণ-স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে।

চতুর্থতঃ;—অসভ্য-সমাজের রচনার নিদর্শন-স্বরূপ ঋকের কয়েকটী উপমার উল্লেখ করা হয়। দ্বিতীয় মন্ত্রের "গাবো ন রণ্যন্তি" বাক্যের অর্থে প্রকাশ, যজমানগণ আপনাদের স্তুতি করেন কেমনভাবে? না—গরু যেমন হাম্বারব করে! অষ্টম ঋকের "বাশ্রেব বিদ্যুন্মিমাতি বৎসং" ইত্যাদি বাক্যও ঐ যুক্তির পোষক হইয়া দাঁড়ায়।

এইরূপ, পাশ্চাত্যভাবাপন্ন আধুনিক অনুসন্ধিৎসুগণের আবশ্যকের উপযোগী আরও নানা বিষয় এই সূক্তের ঋক্-সকলের মধ্যে দৃষ্ট হইতে পারে। ঋকের ব্যাখ্যায় সময়ই পাঠকগণ সে সকল মত লক্ষ্য করিতে পারিবেন।

যাহা হউক, আমাদের মত পূর্ব্বাপরই অপরিবর্ত্তিত আছে। আমরা কিন্তু দেখিতেছি, ঐ সকল ঋকের মধ্যে নিত্য-সত্য ভগবৎ-তত্ত্বই বিবৃত রহিয়াছে। অনুস্মরণ ও অনুধ্যান, সে তত্ত্ব প্রকাশ করে। আমাদের ব্যাখ্যার অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন। সত্য কি মিথ্যা—সে তত্ত্ব অধিগত হয় কি না—বুঝিতে পারিবেন।

অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

কদ্ধনূনমিতি পঞ্চদশর্চ্চং তৃতীয়ং সূক্তং। ঘোরপুত্রঃ কণ্বঋষিঃ। ঋষিশ্চাত্রস্মাদিতি পরিভাষিতত্বাৎ। পূর্ব্ব সূক্তে মারুতং হীত্যুক্তত্বাদিদমপি মরুদ্দেবতাকং। গায়ত্রং ত্বিত্যুক্তত্বাদিদমপি গায়ত্রীচ্ছন্দস্কং। কদ্ধেত্যনুক্রমণিকা। বিনিয়োগো লৈঙ্গিকঃ॥

অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

তৃতীয় সূক্ত 'কদ্ধ নূনং' ইত্যাদি পঞ্চদশ ঋক্‌বিশিষ্ট। 'ঋষিশ্চাত্রস্মাৎ' প্রভৃতি পরিভাষা-প্রযুক্ত ঘোরপুত্র কণ্ব ইহার ঋষি। পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্তে 'মারুতং হি' এইরূপ উক্তি হেতু এই সূক্তেরও দেবতা—মরুদ্গণ। 'গায়ত্রং ত্বিতি' এইরূপ উক্তি নিবন্ধন এই সূক্তেরও ছন্দ—গায়ত্রী। 'কদ্ধ' ইত্যাদি রূপে এই সূক্ত অনুক্রান্ত হইয়াছে। ইহার বিনিয়োগ লৈঙ্গিক। সেই সূক্তের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

প্রথমমণ্ডলস্য অষ্টমেঽনুবাকে অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং। কণ্বঋষিঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ।
মরুদ্দেবতা। বিনিয়োগঃ লৈঙ্গিকঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

কদ্ধ নূনং কধপ্রিয়ঃ পিতা পুত্রং ন হস্তয়োঃ।
দধিধ্বে বৃক্তবর্হিষঃ॥ ১॥

পদ-বিশ্লেষণং।

কৎ। হ। নূনং। কধঽপ্রিয়ঃ। পিতা। পুত্রং। ন। হস্তয়োঃ।
দধিধ্বে। বৃক্তঽবর্হিষঃ॥ ১॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

ভগবান্ এব 'বৃক্তবর্হিষঃ' (ছিন্নবন্ধনস্য, ভগবদেকচিত্তস্য জনস্য) 'কধপ্রিয়ঃ' (স্তুতিপ্রীতঃ, অর্চ্চনয়া প্রসন্নঃ) ভবতীতি শেষঃ (পাপিনামস্মাকং কো উপযোঽস্তি ইতি অনুশোচনা); হে দেবাঃ! 'কৎ' (কদা, কস্মিন্ কালে) 'হ' (এব) 'নূনং' (নিশ্চিতং) 'পিতা ন পুত্রং' (পিতা যথা কূপপতিতং পুত্রং উত্তোলয়তি তদ্বৎ) 'হস্তয়োঃ' (করয়োঃ) অস্মান্ 'দধিধ্বে' (ধারয়থ, পাপাৎ ত্রায়ধ্বে)। সাধূনাং পরিত্রাণার্থং ভগবান্ সদা করুণাপরায়ণোঽস্তি; সাধনভজনহীনান্ অস্মাকং পরিত্রাণোপায়ঃ কুতো বিদ্যতে? দেবাঃ! কৃপাপরায়ণা ভবত। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৩৮সূ—১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্, ছিন্নবন্ধন (ভগবদেকচিত্ত) জনের স্তবে প্রসন্ন হন; (পাপী আমাদের উপায় কি আছে?) হে দেবগণ! পিতা যেমন কূপপতিত পুত্রকে উত্তোলন করেন, সেইরূপ কবে আপনারা আমাদিগকে হস্তে ধারণ করিবেন (পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবেন)। (১ম—৩৮সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ! কদ্ধ কদা খলু নূনমবশ্যং হস্তয়োদধিধ্বে। যূয়মস্মানহস্তে ধারয়থ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। পিতা পুত্রং ন হস্তয়োঃ। যথা লোকে পিতা হস্তয়ো স্বকীয় পুত্রং ধারয়তি তদ্বৎ। কীদৃশা মরুতঃ। কধপ্রিয়ঃ। স্তুতিপ্রীতাঃ। বৃক্তবর্হিষঃ। বৃক্তং ছিন্নং বর্হির্দর্ভো যেষাং মরুতাং যজমানায় তে মরুতস্তথাবিধাঃ॥

কৎ। কদা। যৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশাবিত্যুক্তত্বাদাকারলোপঃ। কধপ্রিয়ঃ। কধা স্তুতিঃ। তয়া প্রীণন্তীতি কধপ্রিয়ঃ। প্রীঞ্ প্রীতৌ। কিপ্। পূর্ব্বপদস্য ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞাচ্ছান্দসোর্ব্বহুলং। পাং ৬৩।৬৩। ইতি হ্রস্বত্বং। ধকারশ্ছান্দসঃ। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। দধিধ্বে। দধাতেশ্ছন্দসি লুঙ্ লঙ্ লিট্ ইতি বর্ত্তমানে লিট্। ক্রাদিনিয়মাদিট্। প্রত্যয়স্বরঃ। বৃক্তবর্হিষঃ। আমন্ত্রিত নিঘাতঃ॥ ১॥ (১ম—৩৮সূ—১ঋ) ॥

প্রথম (৪৫৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটীকে আত্মগ্লানিমূলক অনুশোচনা-সূচক বলিয়া মনে করিতে পারি। অর্চ্চনাকারীর হৃদয়ে যখন আপনার পতিত অবস্থার বিষয় জাগিয়া উঠে; তিনি যখন বুঝিতে পারেন—তিনি পাপের কোন্ নিম্নস্তরে নিপতিত হইয়াছেন; তখনই তাঁহার প্রাণে অনুশোচনামূলক এবংবিধ প্রার্থনার উদয় হয়। উপমাটি এ পক্ষে বড়ই সঙ্গত উপমা। অবলম্বন-হীন শিশু পুনঃপুনঃ ভূপতিত হয়। পিতা তাহাকে পুনঃপুনঃ হস্তধারণে উত্তোলন করেন। শক্তিহীন জ্ঞানহীন শিশুর যে অবস্থা, এ সংসারে

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! কবে আপনারা নিশ্চিত আমাদিগকে হস্তের দ্বারা ধারণ করিবেন? এ বিষয়ে দৃষ্টান্তঃ—পিতা যেরূপ হস্ত দ্বারা নিজ পুত্রকে ধারণ করেন সেইরূপ। মরুদ্গণ কিরূপ? স্তবের দ্বারা প্রীত; যে মরুদ্গণের যজনার্থ কুশা সকল ছিন্ন হয়, সেইরূপ মরুৎ।

'কৎ' পদটী 'কদা' অর্থদ্যোতক। 'যৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ' এই নিয়মানুসারে 'কদা' পদটীর 'আ'কার লোপ হইয়াছে। 'কধপ্রিয়ঃ'—'কধা' অর্থ স্তুতি, তদ্দ্বারা প্রীত হন,— এই বাক্যে 'কধপ্রিয়ঃ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রীত্যর্থ 'প্রীঞ্' ধাতুর উত্তর কিপ্ প্রত্যয়। পূর্ব্বপদের 'ঙ্যাপোঃ' সংজ্ঞা; পরে 'ছান্দসো বহুলং' (পাং ৩,২।৬৩) এই সূত্রে তাহার হ্রস্ব হইয়াছে। ছান্দস-হেতু তাহাতে 'ধ' পদ আগম। আমন্ত্রিত-হেতু নিঘাত হইয়াছে। 'দধিধ্বে' পদটী 'দধাতেশ্ছন্দসি লুঙ্ লঙ্ লিট্' এই সূত্রানুসারে বর্ত্তমানে 'লিট্' হইয়াছে। উহাতে প্রত্যয়-স্বরের আদেশ এবং আমন্ত্রিত হেতু নিঘাত হইয়াছে। (১ম—৩৮সূ—১ঋ)

কর্ম্মশক্তিহীন অজ্ঞ আমাদেরও সেই অবস্থা। শক্তি থাকিলে, কর্ম্ম থাকিলে, শনৈঃ শনৈঃ স্তরে স্তরে অগ্রসর হইয়া জ্ঞানাধিকারী হইতে পারিলে, শিশুর শক্তিসামর্থ্যবয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থার ন্যায়, হয় তো আমরা আপনা-আপনিই আপন-আপন পদে ভর দিয়া দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইতাম। কিন্তু আমাদের সে কর্ম্মশক্তিও নাই, সে জ্ঞান-সঞ্চয়ও হয় নাই। সুতরাং চিরকালই শিশুর ন্যায় অবস্থায় নিপতিত রহিয়াছি। তবে শিশুকে উত্তোলন করিবার জন্য তাহার পিতার স্নেহময় হস্ত সদাই প্রসারিত থাকে; কিন্তু আমাদিগকে উত্তোলন করিবার জন্য তো কৈ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।

আমরা ভূপতিত। আমরা পাপপঙ্কে পূর্ণ-নিমজ্জিত। কে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে? কে আমাদিগকে পিতার স্নেহে উত্তোলন করিবে? কাহার স্নেহময় কর, করুণায় বিচলিত হইয়া, আমাদিগকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবে? ভগবান্?—তিনি তো "বৃক্তবর্হিষঃ কথপ্রিয়ঃ"! তিনি তো নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং সম্ভবামি যুগে যুগে।" যাঁহারা বৃক্তবর্হিষ, * ছিন্নকুশের ন্যায় যাঁহারা সংসার-সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন; তদ্রূপ ভগবদেকচিত্ত সাধুজনের তো ভাবনা নাই! তাঁহাদের স্তুতিতে ভগবান প্রসন্ন আছেন। তাঁহাদের প্রতি ভগবানের কৃপার তো পার নাই। ভাবনা কেবল—আমাদের ন্যায় দুষ্কৃত পাপীদিগেরই। কৃপাপরায়ণ হওয়া দূরে থাকুক, তিনি দুষ্কৃতদিগের দমনের জন্যই প্রস্তুত আছেন। এ অবস্থায় আমাদের রক্ষার উপায় কি? হে দেবগণ! হে দেবভাবসমূহ! হে সত্ত্বগুণাবলি! আপনারা কৃপা না করিলে, আপনারা আমাদিগের প্রতি সম্যক করুণাপন্ন না হইলে, পতিত আমাদিগকে পিতার স্নেহে উত্তোলন করিয়া না লইলে, আমাদিগের আর আশা নাই। তাই ডাকি,—'হে দেবগণ! হে দেবভাবসমূহ! কবে আপনারা আমাদের সহিত আসিয়া মিলিত হইবেন! সেদিন কত দূরে—যেদিন আপনাদের করুণালাভে সমর্থ হইব, [illegible]দিন পিতার ন্যায় স্নেহে আপনারা আমাদিগকে উত্তোলন করিয়া

* তৃতীয় সূক্তের তৃতীয় ঋকে 'বৃক্তবর্হিষঃ' পদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, এখানে সেই ভাবই একটু অধিকতর পরিস্ফুট করা গেল মাত্র। আমাদের বিশদার্থে ১৩২ পৃষ্ঠায় এই ভাব দেখুন।

লইবেন? আর বিলম্ব সহ্য হয় না। যন্ত্রণায় প্রাণ অস্থির হইয়াছে। জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়া গেলাম! আপনারা আসুন; একবার করুণনেত্রে দৃষ্টিপাত করুন; একবার এ পাপ-নরক যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করুন।' এই মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই মর্ম্ম।

উপসংহারে মন্ত্রের যে একটু নিগূঢ় তাৎপর্য্য আমাদের ব্যাখ্যার অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহার একটু বিশ্লেষণ আবশ্যক বোধ করি। এ পর্য্যন্ত প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারগণই 'বৃক্তবর্হিষঃ' ও 'কধপ্রিয়ঃ' পদ-দুটিকে মরুদ্গণের বিশেষণ-মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছেন। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে দেবগণ! আপনারা স্তুতিপ্রিয় এবং আপনাদের জন্য কুশ ছিন্ন হইয়াছে।' এ পক্ষে ঐ দুইটী পদেই বিভক্তিব্যত্যয় ঘটিয়াছে স্বীকার করিতে হয়। আমরা কিন্তু তদ্রূপ বিভক্তিব্যত্যয় স্বীকারের আবশ্যকতা বোধ করি নাই। আমরা বলি 'বৃক্তবর্হিষঃ' পদটী ষষ্ঠী বিভক্তির পদ; আর 'কধপ্রিয়ঃ' পদটী প্রথমার একবচনের পদ। তাহাতে অর্থ হয়—'বৃক্তবর্হিষের কধপ্রিয়'; অর্থাৎ,—'সংসারবন্ধন-ছিন্নকারী, ভগবানে ন্যস্তচিত্ত, সাধুগণের উপাসনায় প্রসন্ন।' অতঃপর সন্ধান করিয়া দেখুন,—ঐ পদের লক্ষ্য কি? 'মরুতঃ' (মরুদ্দেবগণ) বহুবচনান্ত। উহার সহিত একবচনের পদ 'কধপ্রিয়ঃ' অন্বিত করা সঙ্গত নহে। অতএব, মরুদ্গণ যাঁহার অঙ্গীভূত—যাঁহার বিভূতিস্বরূপ, এখানে 'কধপ্রিয়ঃ' পদে * তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতেছে, মনে করিতে

* এই 'কধপ্রিয়ঃ' পদ-সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলারের মত অন্যরূপ। সায়ণ যে ব্যুৎপত্তিতে ঐ পদ সিদ্ধ করিয়াছেন, ম্যাক্সমূলার তাহার যৌক্তিকতা স্বীকার করেন না। বোথ্‌লিং এবং রোথের অভিধানের অনুরূপ অর্থ আছে। সায়ণের মতে—'কধ' পদে 'কথনের' ভাব প্রকাশ করে। ম্যাক্সমূলারের মতে,—'কৎ' ও 'কধ' এক পর্য্যায়ভুক্ত। এখানে প্রশ্নের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। প্রশ্নমূলক দুইটী পদ সংস্কৃত ও গ্রীক ভাষার সচরাচর দেখা যায়। এখানে সেই দৃষ্টান্ত। এ বিষয়ে ম্যাক্সমূলারের উক্তির কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,—"In Boehtlingk and Roth's Dictionary, KADHA-PRIYA and KADHA-PRI are both taken as componnds of KADHA, an interrogative adverb, and 'priya' or 'pri', to love and delight; and they are explained as meaning kind or loving to whom? ......The two interrogatives 'Kat-Kadha', what—where, and 'Kas-Kadha', who—where, occurring in the same sentence, an idiom so com-

পারি। সেই ভাবেই আমরা অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এখন, সে পক্ষে কেমন মাধুর্য্যময় সুন্দর ভাব পরিগৃহীত হয়, তাহা বুঝিয়া দেখুন। বলা হইয়াছে,—'ভগবন্ বৃক্তবর্হিষঃ কধপ্রিয়ঃ'; অর্থাৎ, দেবগণের, সত্ত্বভাব-সমূহের, সমষ্টিভূত যে ভগবান্, তিনি সাধকগণের ধ্যান-ধারণা-আরাধনার বিষয়ীভূত। কিন্তু আমরা পতিত, আমরা অসাধু; আমরা তাঁহাকে পাইব কি প্রকারে? তাঁহাকে পাইতে হইলে, আমাদিগকে তাঁহার বিভিন্ন বিভূতির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সমষ্টি তিনি; তাঁহাকে ধারণা করা—আমাদের সাধ্যাতীত। সুতরাং আমাদিগকে ব্যষ্টির মধ্য দিয়া তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তাই এখানে মরুদ্গণ-রূপ দেবভাবসমূহকে (বিবেক-রূপী দেবতাগণকে বলিলেও বলা যায়) সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করা হইয়াছে। বলা হইতেছে,—একেবারে আপনাদের সমষ্টিভূত ভগবানকে পাওয়ার আশা, প্রথমেই তাঁহাকে ধরিতে যাওয়ার চেষ্টা করা, আমাদিগের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। আপনাদিগকেও—দেবভাবসমূহকেও যে আহ্বান করিয়া আনিব, সে শক্তিও আমাদের নাই! ভরসা—মাত্র আপনাদের করুণা। আপনারা যদি দয়া করিয়া আমাদিগকে তুলিয়া লন, একটু একটু করিয়া দেবভাব যদি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দেয়, তাহা হইলেই আমাদের ভরসা আছে। নচেৎ, আর কোনও আশা নাই। জানি না—কত দিনে সে দয়া করিবেন? জানি না—কত দিনে আমরা সে দেব-ভাবের অধিকারী হইতে পারিব? জানি না—কত দিনে আমাদের উত্থান ঘটিবে!' এইরূপ অনুশোচনামূলক প্রার্থনাই এই ঋকে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই আমাদের অভিমত। (১ম—৩৮সূ—১ঋ)।

---

mon in the Greek, may puzzled the author of the Pada text" (Sayana).

এই বলিয়া, দুইটী পদকেই প্রশ্নমূলক স্বীকার করিয়া লইয়া, তিনি ঋক্‌টির এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন; যথা—"What then now? When will you take (us), as a dear father takes his son by both hands, O ye gods, for whom the sacred grass has been trimmed?"

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে 'বেনফের' (Benfey) অনুবাদকে সায়ণভাষ্যের আদর্শ ধরা যাইতে পারে। উইলসন—সায়ণেরই অনুসরণ করিয়াছেন। সর্বাংশে সায়ণই অনুসৃত।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাত্রিংশৎ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

ক্ব নূনং কদ্বো অর্থং গন্তা দিবো ন পৃথিব্যাঃ।

ক্ব বো গাবো ন রণ্যন্তি॥ ২॥

•.•

পদ-বিশ্লেষণং।

ক্ব। নূনং। কৎ। বঃ। অর্থং। গন্ত। দিবঃ। ন। পৃথিব্যাঃ।

ক্ব। বঃ। গাবঃ। ন। রণ্যন্তি॥ ২॥

•.•

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে মরুতঃ! যূয়ং 'নূনং (ইদানীং) 'ক্ব' (কুত্র স্থিতাঃ); 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'অর্থং' (ঐশ্বর্য্যং, করুণাবিতরণরূপং) 'কৎ' (কুত্র রক্ষথ); 'দিবঃ' (দ্যুলোকাৎ) 'গন্তা' (আগচ্ছত); 'পৃথিব্যাঃ' (ইহলোকাৎ, অস্মৎসকাশাৎ) 'ন' (কদাপি মা গচ্ছত); 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'গাবঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ, বিবেকবাণীরূপাঃ) 'ক্ব' (কদা) 'রণ্যন্তি' (অস্মান্ ন উদ্বোধয়ন্তি)। যেষাং পাপিনো অস্মৎসকাশাৎ দূরে অবস্থিতা সন্তি। তে সর্ব্বে জ্ঞানরূপেণ অস্মাকং হৃদয়ে জাগরূকা ভবন্ত। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৩৮সূ—২ঋ)।

•.•

বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্দেবগণ! আপনারা এখন কোথায় (কোন্ দূরস্থানে) অবস্থিতি করিতেছেন? করুণা-বিতরণ-রূপ আপনাদিগের ঐশ্বর্য্যকে আপনারা এখন কোথায় (কোন্ দূরস্থানে) রাখিয়াছেন? দ্যুলোক (স্বর্গ) হইতে আপনারা আগমন করুন; ইহলোক (আমাদের নিকট) হইতে আর চলিয়া যাইবেন না। আপনাদিগের জ্ঞানকিরণ (বিবেকবাণী-রূপে) কেন আমাদিগকে আর উদ্বোধিত করে না? (ম—১ সূ—২ঋ)।

•.•

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ! নূনমিদানীং কং যূয়ং। কুত্র স্থিতাঃ। কৎ কদা বো যুষ্মাকমর্থমরণং দেবযজনদেশে গমনং। বিলম্বং মা কুরুতেত্যর্থঃ। দিবো গন্ত। দ্যুলোকাদ্ গচ্ছত। পৃথিব্যা ন গন্ত। ভূলোকান্মা গচ্ছত। বো যুষ্মান্ কঃ রণ্যন্তি। দেবযজনরূপায়াঃ পৃথিব্যা অনত্র কুত্র শব্দয়ন্তি। যজমানাঃ স্তুবন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। গাবো ন। যথা গাবো হম্বা শব্দয়ন্তি তদ্বৎ॥

কঃ। কিং শব্দাৎ সপ্তম্যন্তাৎ কিমোহৎ। পা০ ৫।৩।১২। ইত্যৎপ্রত্যয়ঃ। ক্বাতি। পা০ ৭।২।১০৫। ইতি কিমঃ ক্বাদেশঃ। তিৎ স্বরিত ইতি স্বরিতত্বং। অর্থং। ঋ গতৌ। উষিকুষিগার্তিভ্যস্থন্নিতি ভাবে থন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। গন্ত। গমেলোঁটি বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। থাদেশস্য তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি তবাদেশঃ। অত এব ভিত্বাভাবাদনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপো ন ভবতি। প্রত্যয়স্য পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। অচোহতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং। দিবঃ। উড়িদমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। পৃথিব্যাঃ। উদাত্তযণোহল্পূর্বাদিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। রণ্যন্তি। রণতিঃ শব্দার্থঃ। ব্যত্যয়েন শ্যন্॥২॥ (১ম—৩৮সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! ইদানীং আপনারা কোথায় অবস্থিত? কবে আপনারা দেবযজন-দেশে (যজ্ঞস্থানে) গমন করিবেন? বিলম্ব করিবেন না, স্বর্গ হইতে আগমন করুন। ভূলোক হইতে গমন করিবেন না। দেবযজন রূপ (অর্থাৎ যজ্ঞভূমি) পৃথিবী ভিন্ন অন্য কোন স্থানে আপনারা শব্দিত (স্তুত) হইয়া থাকেন? যজমানগণই আপনাদের স্তব করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত। গোসমূহ যেরূপ শব্দ করিয়া থাকে, সেই প্রকার।

'ক' পদটী সপ্তম্যন্ত কিম্ শব্দের উত্তর 'কিমোহৎ' (পা০ ৫।৩।১২) সূত্রানুসারে 'অ' প্রত্যয়। 'ক্বাতি' (পা০ ৭।২।১০৫) নিয়মে 'কিম্' শব্দের স্থানে 'ক্ব' আদেশ। 'তিৎস্বরিত' নিয়মে স্বরিত স্বর হইয়াছে। 'অর্থং' পদটী গত্যর্থ 'ঋ' ধাতুর উত্তর 'উষিকুষিগার্তিভ্যস্থন্' ইত্যাদি সূত্রানুসারে ভাবে থন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ন'কার 'ইৎ' অর্থাৎ থাকে না বলিয়া আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'গন্ত' পদটী 'গম' ধাতুর লোট্ বিভক্তিতে নিষ্পন্ন। 'বহুলং ছন্দসি' সূত্রে শপের লুক্ হইয়াছে। 'থাদেশস্য তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি' নিয়মানুসারে তবাদেশ হইয়াছে। এই হেতু 'ভিত্বাভাবাদনুদাত্তোপদেশ' ইত্যাদি নিয়মানুসারে ভিত্বের অভাব-প্রযুক্ত অনুদাত্তোপদেশ-হেতু অনুনাসিকের লোপ হয় নাই। প্রত্যয়ের 'প' ইৎ যায় বলিয়া অনুদাত্ত হইলেও ধাতুস্বরই প্রাপ্ত হইয়াছে। 'অচোহতস্তিঙ' এই সূত্রে সংহিতায় দীর্ঘ হইয়াছে। 'দিবঃ' পদটীতে, বিভক্তির 'উড়িদম্' সূত্রে উদাত্ত হইয়াছে। "পৃথিব্যাঃ"—এই পদে 'উদাত্তযণো হল্পূর্বাৎ' সূত্রানুসারে বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'রণ্যন্তি' পদ শব্দার্থক 'রণ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ব্যত্যয়-হেতু উহাতে শ্যন্ প্রত্যয় হইয়াছে॥২।

দ্বিতীয় (৪৫৬) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব ঋকের ভাব, এ ঋকে আরও একটু যেন পরিস্ফুট দেখিতে পাই। আমরা এতই অপকর্ম্মশীল, আমরা এতই পাপাচারী হইয়াছি যে; দেবগণ (দেবভাবসমুহ) আমাদিগের নিকট হইতে কোন্ লোকে কোন্ দুরদেশে প্রস্থান করিয়াছেন।

এই ভাব সম্যক্ উপলব্ধ হওয়ায়, বিষম আত্মগ্লানিতে ব্যথিত হইয়া দেবগণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলা হইয়াছে,—"নূনং ক"।—তোমরা কত দূরে কোথায় চলিয়া গেলে? কেন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে? আমরা কুকর্ম্মী কদাচারী পাপপরায়ণ সত্য; কিন্তু তোমরা যে করুণার সাগর—দয়ার স্বতঃবর্ষী নির্ঝর। করুণাই যে তোমাদের ঐশ্বর্য্য। কিন্তু এখন, এ অভাগাদের সম্বন্ধে, তোমাদের করুণা-বিতরণ-রূপ সে ঐশ্বর্য্যকে কোথায় লুকাইয়া রাখিলে? "বঃ অর্থং কং।" শুনিতে পাই,—দেবগণ, তোমরা দ্যুলোকে আছ, স্বর্গে অবস্থান করিতেছ। তাই ডাকিতেছি,—"দিবঃ গন্ত।" এস, একবার এস, স্বর্গ হইতে একবার নামিয়া এস। আর প্রার্থনা—'ইহলোক আর পরিত্যাগ করিও না; আমাদের সম্বন্ধ আর ত্যাগ করিও না। "পৃথিব্যাঃ ন।". করুণা বিতরণ কর; আমাদিগকে দেবভাবে ভাবান্বিত করিয়া রাখ।' বিবেক-রূপে আসিয়া তোমরা নয় সর্ব্বদা মানুষকে উদ্বুদ্ধ কর? কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে কেন এমন হইলে? তোমাদের জ্ঞানকিরণ-সমুহ, বিবেকবাণীরূপে আসিয়া, আর কেন আমাদিগকে উদ্বোধিত জাগরিত করে না? "ক বঃ গাবঃ ন রণ্যন্তি!" পাপ-মোহে মগ্ন থাকিয়া দিন দিন আমরা সংজ্ঞাহারা হইতেছি। হে দেবগণ! আমাদের এ সংজ্ঞাশূন্য দেহে, এস, একবার সংজ্ঞা-সঞ্চার করিয়া দেও।

আমরা মনে করি, এ ঋক্ এই ভাবের প্রার্থনাই প্রকাশ করিতেছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঋকের মধ্যে 'গাবঃ' পদের সমাবেশ দেখিয়া, ব্যাখ্যাকারগণ সাধারণতঃ ঋকের শেষাংশটী বড়ই জটিল ও কুটিল করিয়া তুলিয়াছেন। তাহাতে, "ক বো গাবো ন রণ্যন্তি"—এই মন্ত্রাংশের ভাব

দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—"(যজমানেরা) গাভীসমূহের ন্যায় তোমাদিগকে কোথায় ডাকিতেছে?" * আমরা মনে করি, এখানে পশ্বাদির কোনই সম্বন্ধ নাই। এখানকার 'গাবঃ' পদ জ্ঞানকিরণার্থক। 'রণ্যন্তি' পদ শব্দার্থক 'রণ্‌' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইলেও, উহার ভাব—উদ্বোধন। এক পক্ষে তাহারই মধ্যে শব্দ করার—কথা কহার—ভাব থাকিয়া যায়। বিবেকবাণীর অস্ফুট যে শব্দ (অভিভাষণ), তাহাই 'রণ্যন্তি' ক্রিয়াপদের লক্ষ্যস্থল। এ সকল বিষয় বিচার করিলে, মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই দাঁড়ায়,—'দেবগণ আমাদিগের সদৃশ পাপিগণের নিকট হইতে দূরে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহারা সকলে আসিয়া জ্ঞানরূপে আমাদের হৃদয়ে জাগরিত হউন—এই প্রার্থনা।' (১ম—৩৮সূ—২ঋ)।

—•—

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

ক্ব বঃ সুম্না নব্যাংসি মরুতঃ ক্ব সুবিতা।

ক্বো৩ বিশ্বানি সৌভগা ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ক্ব। বঃ। সুম্না। নব্যাংসি। মরুতঃ। ক্ব। সুবিতা।

ক্বো৩ ইতি। বিশ্বানি। সৌভগা ॥ ৩ ॥

---

* এ দেশের ও বিদেশের প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই এই ভাবের অর্থ-প্রকাশে সায়ণের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন,—"Where are your cows sporting?" উইলসন সায়ণেরই অনুসারী। তিনি লিখিয়াছেন,—"Where do they who worship you cry to you like cattle?" ফলতঃ, গাভীর ন্যায় (হাম্বা রবে) আহ্বান করার ভাবই প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই প্রকাশ করিয়াছেন।

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মরুতঃ' (হে দেবাঃ) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'নব্যাংসি' (নবতরাণি, চিরনূতনানি) 'সুম্না' (করুণাবিতরণরূপাণি ধনানি সুখানি) 'ক' (কুত্র বর্ত্তন্তে); তথা 'সুবিতা' (শুভাশীষঃ) 'ক' (কুত্র বর্ত্তন্তে); 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি, পরমানি) 'সৌভগা' (সৌভাগ্যদানরূপাণি শ্রেয়াংসি) 'ক' (কুত্র বর্ত্তন্তে)। হে দেবাঃ! করুণাবিতরণে কার্পণ্যং মা প্রকাশয়ত; আশীষং যাচামহে; পরমং সুখং প্রযচ্ছত। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৮সূ—৩ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্দেবগণ! আপনাদিগের সেই চিরনূতন করুণা-বিতরণ-রূপ ধন (সুখ-দান) কোথায় গেল? আপনাদিগের সেই শুভাশীর্ব্বাদ কোথায় গেল? পরম-সৌভাগ্যদান-রূপ শ্রেয়ই বা কোথায় গেল? (১ম—৩৮সূ—৩ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ! বো যুষ্মাকং সম্বন্ধিনী নব্যাংসি নবতরাণি সুম্না প্রজাপশুরূপাণি ধনানি। প্রজা বৈ পশবঃ সুম্নমিতি শ্রুত্যন্তরাৎ। ক কুত্র বর্ত্তন্তে। তথা সুবিতা শোভনানি প্রাপ্যানি মণিমুক্তাদীনি ভবদীয়ানি ক কুত্র বর্ত্তন্তে। বিশ্বানি সর্ব্বাণি সৌভগা সৌভাগ্যরূপাণি গজাশ্বাদীনি কো কুত্র বর্ত্তন্তে। ভবদীয়ৈঃ সুম্নাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ সহান্ গন্তব্যমিত্যর্থঃ॥

সুম্না। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শেলোপঃ। নব্যাংসি। নবশব্দাদীয়সুনীকারলোপ-শ্ছান্দসঃ। সুবিতা। সুষ্ঠু ইতানি সুবিতানি তন্বাদীনং ছন্দসি বহুলমুপসংখ্যানং। পা০ ৬।৪।৩৩।১। ইত্যুবঙাদেশঃ। সৌভগা। সুভগানাম্ভাবং ইতি তস্য ভাব ইত্যর্থেঽণ্। পূর্ব্ববচ্ছেলোপঃ॥৩॥ (১ম—৩৮সূ—৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! আপনাদের সম্বন্ধি নবতর প্রজা ও পশুরূপ ধন-সমূহ (প্রজা ও পশুসকলকে সুম্ন বলে—ইহা শ্রুত্যন্তরে আছে) কোন্ স্থানে বিদ্যমান আছে? আপনাদের সুপ্রাপ্য মণিমুক্তাদি (ধনসকল) কোথায় বিদ্যমান আছে? নিখিল বিশ্বের সৌভাগ্যের (নিদর্শন) স্বরূপ গজ ও অশ্ব-সমূহ কোথায় আছে? আপনাদের সমস্ত প্রজাপশুরূপ ধনাদির সহিত আগমন করা কর্ত্তব্য।

'সুম্না' পদটীতে 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' এই সূত্রে 'শে'র লোপ হইয়াছে। 'নব্যাংসি' পদটী নব শব্দের উত্তর 'ঈয়সুন' প্রত্যয়, এবং ছান্দস-হেতু 'ঈ'কার লোপ হইয়াছে। 'সুবিতা'—সুষ্ঠু ইতানি, এই বাক্যে 'সুবিতানি' পদ নিষ্পন্ন। 'তন্বাদীনাং ছন্দসি বহুলমুপসংখ্যানং' (পা০ ৬।৪।৩৩।১) সূত্রানুসারে 'উবঙ্' আদেশ হইয়াছে। 'সৌভগা' পদে—সুভগা মন্ত্রসমূহ, তাহার ভাব—এই অর্থে 'অণ্' প্রত্যয়। পূর্ব্বের ন্যায় উহাতে শের লোপ হইয়াছে॥

তৃতীয় (৪৫৭) ঋকের বিশদার্থ।

—— : • : ——

দেবতা কোন্ ধনের অধিকারী, আর আমরা তাঁহাদের নিকট কোন্ ধন প্রাপ্তির কামনা করিতে পারি, এই ঋকে তাহারই বিষয় কথিত হইয়াছে?

দেবগণ চিরকরুণা-বিতরণ-পরায়ণ। ইহাই তাঁহাদের বিশেষত্ব। সে পক্ষে তাঁহারা চির অভিনব-ভাবসম্পন্ন। অভিনব—নূতন বস্তুর প্রতি যেমন লোকের আগ্রহ স্বতঃই পরিদৃষ্ট হয়, দেবগণের নিকট করুণা-বিতরণই সেইরূপ অভিনবত্বপূর্ণ। করুণাবিতরণে, সুখ-বিধানে, কদাচ তাঁহাদের কার্পণ্য নাই, ইহাই ভাবার্থ। এখানে প্রার্থী আক্ষেপ করিয়া তাই বলিতেছেন,—'এমন যাঁহারা করুণা-পরায়ণ, আমাদিগের সম্পর্কে তাঁহাদিগের সে করুণা-বিতরণ—সে সুখ-বিধান—কোথায় রহিল? কেন কার্পণ্য প্রকাশ পায়?'

দেবগণ নিয়ত জীবের মঙ্গল-পরায়ণ আছেন। তাঁহাদের শুভাশীর্ব্বাদ সকলের প্রতি সমভাবে নিয়ত বর্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে তাঁহাদের সে শুভাশীর্ব্বাদ এখন কোথায় গেল? আমাদের প্রতি আশীর্ব্বাদ-বিতরণেও তাঁহারা কি কৃপণ হইলেন?

দেবগণ পরম শ্রেয়ঃ (মোক্ষ পর্য্যন্ত) প্রদান করেন। সুখ-সৌভাগ্যের প্রদাতা বলিয়াই তাঁহাদের প্রসিদ্ধি। কিন্তু তাঁহাদের সে দাতৃত্ব-শক্তি—সে পরম-সুখ-প্রদান-কার্য্য—কোথায় গেল? আমাদের সম্বন্ধে কি সকলই লোপ পাইল?

মন্ত্রে সাধকের এইরূপ আত্মগ্লানি ও আক্ষেপ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'করুণা-বিতরণে মুক্তহস্ত হইয়া, আশীর্ব্বাদের ভাণ্ডার বিমুক্ত করিয়া, পরম সুখ-সৌভাগ্য লইয়া, তাঁহারা আমাদিগের নিকট আগমন করুন,—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।'

মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের অর্থ-বিষয়ে, ভাষ্যের এবং প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহের সহিত আমাদের সামান্য একটু মত-পার্থক্য লক্ষিত হইবে। 'সুম্না', 'সুবিতা' ও 'সৌভগা' পদত্রয়ের প্রতিবাক্যে আমরা প্রজ্ঞাগত-

মণিমুক্তা-গজাদি অর্থ গ্রহণ করিতে যাই নাই। ঐরূপ অর্থ আবশ্যকানুসারে টানিয়া আনিতে হয়। সায়ণের ভাষ্যে এবং প্রায় সকল ব্যাখ্যাতেই ঐরূপ অর্থই গৃহীত হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা কিন্তু ঐ তিন পদের ধাতুগত সরল অর্থ—করুণা-বিতরণ, আশীর্ব্বাদ-বর্ষণ ও পরমধন-প্রদান। তাহাই সঙ্গত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি। * (১ম—৩৮স—৩ঋ)।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

যদ্যূয়ং পৃশ্নিমাতরো মর্ত্তাসঃ স্যাতন।

স্তোতা বো অমৃতঃ স্যাৎ ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

৫। যূয়ং। পৃশ্নিঽমাতরঃ। মর্ত্তাসঃ। স্যাতন।

স্তোতা। বঃ। অমৃতঃ। স্যাৎ ॥ ৪ ॥

---

* আশ্চর্য্যের বিষয়, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের কাহারও কাহারও গবেষণায়, প্রায় আমাদের অনুমত অর্থই প্রকাশ পাইয়াছে। যথা,—"Where are your newest favours, O Maruts? Where the blessings? Where the delights." 'সুম্না' পদে করুণা-বিতরণ-রূপ অর্থ প্রোফেসর আফ্রেক্ট ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। Professor Aufrecht in Kuhn's Zeitschrift, Vol. IV, p. 274. আমাদের ব্যাখ্যাত "যজুর্ব্বেদে" (দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঊনবিংশ কণ্ডিকায়), "সুম্নে স্থঃ সুম্নে ধাযত্তং" অংশের ব্যাখ্যা দেখুন। সে স্থলে, ভাষ্যকার প্রথম 'সুম্নে' পদে 'সুখ-রূপে' এবং দ্বিতীয় 'সুম্নে' পদে 'সুখে' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ঐ পদের ধনজন-গবাদি-প্রাপ্তির প্রার্থনা নহে। আমরা পূর্ব্বাপরই এই মত গ্রহণ করিয়া আসিতেছি।

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে মরুতঃ! 'পৃশ্নিমাতরঃ যূয়ং' (জ্ঞানদাতারঃ যূয়ং) 'যৎ' (যদা) 'মর্ত্তাসঃ' (মনুষ্যাঃ, মর্ত্তাসম্বন্ধযুতাঃ) 'স্যাতন' (ভবেত, ভবথ), তদা 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'স্তোতা' (অর্চ্চনাকারী) 'অমৃতঃ' (মোক্ষপ্রাপকঃ) 'স্যাৎ' (ভবেৎ)। জ্ঞানসম্বন্ধলাভাৎ নরঃ সদৈব মুক্তিং অধিগচ্ছতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৮সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্দেবগণ! জ্ঞানদাতা আপনারা যখন মর্ত্ত্যলোকের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হয়েন (মনুষ্যগণের মধ্যে আবির্ভূত হয়েন), তখন আপনাদের উপাসক মোক্ষপ্রাপক হয়েন (মুক্তিলাভ করেন)। (১ম—৩৮সূ—৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে পৃশ্নিনামক-ধেনুপুত্রা! মরুতঃ। যূয়ং যদ্যপি মর্ত্তাসো মনুষ্যাঃ স্যাতন। ভবেত। তথাপি বো যুষ্মাকং স্তোতা যজমানোঽমৃতঃ স্যাৎ। দেবো ভবেৎ॥

পৃশ্নিমাতরঃ। পৃশ্নির্মাতা যেষাং তে। সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাদ্‌নদ্যৃতশ্চ। পা০ ৫।৪।১৫৩। ইতি কবভাবঃ। মর্ত্তাসঃ। অসিহসীত্যাদিনা ম্রিয়তেস্তন্‌প্রত্যয়ঃ। আজ্জসেরসুক্‌। স্যাতন। অস্তের্লিঙি তস্য তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি তনাদেশঃ। যাসুট উদাত্তত্বং। অমৃতঃ। নঞো জরমরমিত্রমৃতা ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৩৮সূ—৪ঋ)।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে পৃশ্নিনামক-ধেনুপুত্র মরুদ্গণ! আপনারা যদিও মনুষ্য হয়েন, তথাপি আপনাদের স্তোতা যজমানগণ দেবতা হয়েন।

'পৃশ্নিমাতরঃ' পদ—'পৃশ্নি মাতা যাহাদের' এই ব্যাসবাক্যে সমাসান্ত বিধির অনিত্যত্ব হেতু 'নদ্যৃতশ্চ' (পা০ ৫।৪।১৫৩) সূত্রে 'কপ্'এর অভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। 'মর্ত্তাসঃ' পদটী—'অসিহসি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'মৃ' ধাতুর উত্তর 'তন্' প্রত্যয় এবং 'আজ্জসেরসুক্' এই সূত্রে অকারান্ত অঙ্গের পর 'জসের' স্থানে 'অসুক' প্রত্যয় হইয়াছে। 'স্যাতন' পদটী 'অস্' ধাতুর লিঙ্ বিভক্তিতে 'ত' স্থানে 'তপ্তনপ্তনথনাশ্চ' এই সূত্রে 'তন' আদেশ হয়। পরে 'যাসুট্ পরস্মৈপদে' ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'যাসুট্' আদেশ ও উদাত্ত হইয়াছে। 'অমৃতঃ' পদটী—'নঞো জরমরমিত্রমৃতাঃ' এই সূত্রানুসারে উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ ৪॥

চতুর্থ (৪৫৮) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের নানাপ্রকার অর্থ পরিকল্পিত হয়। প্রথমতঃ, 'পৃশ্নিমাতরঃ' পদের অর্থসম্বন্ধে মতান্তর দেখি। সায়ণই ঐ পদে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। ত্রয়োবিংশ সূক্তের দশম ঋকে "ভূমেঃ পুত্রাঃ" লিখিয়াছেন। এখানে "ধেনুপুত্রাঃ" লিখিলেন। তার পর, ঋকের অর্থ সায়ণের অনুসরণে এক প্রকার হয়; অন্যান্য অনেকে আবার অন্য প্রকার অর্থ করিয়া গিয়াছেন। এক অর্থ—'যদি আপনারা মনুষ্য হইতেন, তাহা হইলে আপনার স্তোতা যজমান দেবত্ব পাইত।' আর এক অর্থ—'যেহেতু আপনারা মনুষ্য হয়েন, সেই হেতু আপনার স্তোতা অমর হয়েন।' দুই ক্ষেত্রে 'যৎ' পদের 'যতঃ' ও 'যস্মাৎ' এই দুই রূপ অর্থ গ্রহণ করা হয়।

'পৃশ্নিমাতরঃ' পদে কি অর্থ সঙ্গত হয়, পূর্ব্বে আমরা তাহা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। * 'পৃশ্নি' পদে জ্ঞান বুঝায়; জ্ঞানের যাঁহারা উৎপাদক (দাতা), রক্ষক, মাপক, তাঁহারাই 'পৃশ্নিমাতরঃ'। তার পর, 'যৎ' পদে 'যদা' (যখন) অর্থই আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'মর্ত্তাসঃ' পদে 'মনুষ্যগণ' বুঝায় বটে; কিন্তু, আপনারা যখন 'মনুষ্য' হন—এতদ্বাক্যের মর্ম্ম এই যে, আপনাদের সহিত মনুষ্যগণের যখন সম্বন্ধ হয়, মনুষ্যগণের হৃদয়ে যখন বিবেক বাণীর সঞ্চার হয়, তাহাদের মধ্যে যখন সত্ত্বভাব জাগরূক হয়, তখন তাহারা অমৃতত্ব লাভ করে। জ্ঞান-সম্বন্ধ লাভ করিয়া মানুষ যে মুক্তির অধিকারী হইয়া থাকে, ইহাই এই মন্ত্রের উপদেশ।

'আমরা যেন জ্ঞান-সম্বন্ধ লাভ করি, আমরা যেন সত্ত্বভাবে ভাবান্বিত হইতে পারি; আর তাহার ফলে যেন আমরা অমৃতত্বের অধিকারী হই, হে দেবগণ, সেই অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন।' মন্ত্রের মধ্যে এইরূপ প্রার্থনাই পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। (১ম—৩৮সূ—৪ঋ)।

---

* ত্রয়োবিংশ-সূক্তের দশম ঋকে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা দেখুন (১৫৩৩ হইতে ১৫৩৫ পৃষ্ঠায় সে আলোচনা স্থান পাইয়াছে)।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

মা বো মৃগো ন যবসে জরিতা ভূদজোষ্যঃ।

পথা যমস্য গাদুপ ॥ ৫ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

মা। বঃ। মৃগঃ। যবসে। জরিতা। ভূৎ। অজোষ্যঃ।

পথা। যমস্য। গাৎ। উপ ॥ ৫ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে মরুতঃ! 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'জরিতা' (একনিষ্ঠঃ সেবকঃ, স্তোতা। 'মৃগঃ ন যবসে' (মৃগঃ যথা তৃণপূর্ণক্ষেত্রে সর্ব্বদা তৃণং ভক্ষয়তি তথং) 'অজোষ্যঃ' (অসেব্যঃ, করুণাধারাণাং যুষ্মাকং করুণালাভায় বিফলমনোরথঃ) 'মা ভূৎ' (মা ভবেৎ)'; স স্তোতা 'যমস্য পথা' (যমলোকসম্বন্ধি মার্গেণ) 'মা উপ গাৎ' (মা গচ্ছেৎ)। দেবসেবায়াং সমর্পিতজীবনঃ সাধকঃ অমৃতত্বং লভতে। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৮সূ—৫ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্দেবগণ! আপনাদিগের একনিষ্ঠ সেবক, তৃণপূর্ণক্ষেত্র-প্রাপ্ত মৃগের ন্যায়, আপনাদিগের করুণা-লাভে কদাচ বিফলমনোরথ হয়েন না (অর্থাৎ, তৃণপূর্ণক্ষেত্রে মৃগ যেমন সর্ব্বদা তৃণভক্ষণ করিতে পায়, আপনাদিগের স্তবকারীও সেইরূপ করুণাধার আপনাদের করুণা নিয়ত প্রাপ্ত হন); আপনাদিগের একনিষ্ঠ সেই সেবক, কখনও যমলোক-সম্বন্ধি পথে গমন করেন না (অর্থাৎ, তিনি মৃত্যুর অতীত অবস্থা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন)। (১ম—৩৮সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ। বো যুষ্মাকং জরিতা স্তোতাজোষ্যোঽসেব্যো মাভূৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। মৃগো ন যবসে। যথা তৃণে ভক্ষণীয়ে মৃগঃ কদাচিদপ্যসেব্যো ন ভবতি কিন্তু সর্ব্বদা তৃণং ভক্ষয়তি তদ্বৎ। কিঞ্চ স স্তোতা যমস্য পথা যমলোকসম্বন্ধি মার্গেণ মোপগাৎ। মা গচ্ছতু। তস্য মরণং মা ভূদিত্যর্থঃ॥

জরিতা। জৄষ্ বয়োহানৌ। স্তুতিকর্ম্মেতি যাস্কঃ। তৃচীড়াগমঃ। চিত্বাদন্তোদাত্তত্বং। ভূৎ। লুঙি গাতিস্থেতি সিচো লুক্। ন মাঙ্যোগ ইত্যড়ভাবঃ। অজোষ্যঃ। জুষী প্রীতিসেবনয়োঃ। ঋহলোর্ণ্যদিতি কর্ম্মণি ণ্যৎ। নঞ্-সমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। পথা। তৃতীয়ৈকবচনে ভস্যটেলোপঃ। পা০ ৭।১।৮৮। ইতি টিলোপঃ। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ বিভক্তেরুদাত্তত্বং। গাৎ। এতের্লুঙি ইণোগা লুঙীতি গাদেশঃ। গাতিস্থেতি সিচো লুক্। পূর্ব্ববদড়ভাবঃ॥ ৫॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে পঞ্চদশো বর্গঃ॥ ১৫॥

পঞ্চম (৪৫৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টীকে কেহ কেহ পূর্ব্ব ঋকের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট মনে করেন। তাহাতে তাঁহারা পূর্ব্ব ঋকে 'প্রেম-রোষের' ভাব দেখিতে পান। সে ঋকে যেন বলা হইয়াছে—'আপনারা যদি মানুষ হইতেন, তাহা হইলে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ। আপনাদের স্তোতা যেন অসেব্য না হন। সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত,—যেমন মৃগ ভক্ষণীয় তৃণে কখনও অসেবা (নিস্পৃহ) হয় না, সর্ব্বদা তৃণ ভক্ষণ করে সেইরূপ। অপিচ সেই স্তোতা যমলোকসম্বন্ধি পথে যেন গমন না করেন। তাঁহার যেন মৃত্যু না হয়।

'জরিতা' পদটী বয়োহানি অর্থমূলক 'জৄষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। যাস্ক বলেন—জৄষ ধাতুর অর্থ স্তুতি। এই স্থলে জৄষ্-ধাতুর উত্তর 'তৃচ্' প্রত্যয় ও 'ইট্' আগম হইয়াছে। 'চ' ইৎ হেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ভূৎ' পদটী—'লুঙ্' বিভক্তিতে 'গাতিস্থ' এই সূত্রে সিচের লুক হইয়াছে। 'ন মাঙ্যোগে' এই সূত্রে 'অট্' আগম হয় নাই। 'অজোষ্যঃ' পদটী, প্রীতি ও সেবনার্থক 'জুষী' (জুষ) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ঋহলোর্ণ্যৎ' সূত্রানুসারে কর্ম্মণি বাচ্যে 'ণ্যৎ' প্রত্যয় হইয়াছে। নঞ্-সমাস হেতু অব্যয়ের পূর্ব্বপদের প্রত্যয়স্বরত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। 'পথা' পদটী—তৃতীয়ায় একবচনে 'ভস্যটেলোপঃ' (পা০ ৭।১।৮৮) সূত্রে 'টি'র লোপ হইয়াছে। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরহেতু বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। 'গাৎ' পদটী—'এতি' ইন্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লুঙ্ বিভক্তিতে 'ইণোগালুঙি' সূত্রানুসারে 'গা' আদেশ হইয়াছে। 'গাতিস্থা' সূত্রানুসারে 'সিচের' লুক্ হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় 'অট্'এর অভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। (১ম—৩৮সূ—৫ঋ)।

আপনাদের স্তোতা দেবত্ব পাইত; অর্থাৎ, দেবতা হইয়াও আপনারা করুণাপরায়ণ নহেন, ভক্তের প্রতি চাহিয়া দেখেন না, ইহাই ক্ষোভের বিষয়।' এ ঋকে তাহার উত্তর-রূপে যেন বলা হইয়াছে,—'তৃণপূর্ণ-ক্ষেত্রে গিয়া মৃগ যেমন তৃণভক্ষণে বঞ্চিত হয় না, করুণাধার আপনাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদের স্তোতা যেন সেইরূপ আপনাদের অনুগ্রহ-লাভে বঞ্চিত না হন, তাঁহার যেন অকাল-মৃত্যু না হয়।' প্রথমে একটু অভিমানের ভাব, শেষে একটু কটাক্ষের ভাব,—এরূপ অর্থে প্রকাশ পায়।

আমরা সাদাসিধা অর্থই গ্রহণ করিলাম। যাঁহারা একনিষ্ঠ দেবসেবক, যাঁহাদের জীবন দেবসেবায় 'জরিত' (ক্ষয়িত) হইয়া আসিল, তাঁহারা কি কখনও দেবানুগ্রহ-লাভে বিফল মনোরথ হন? কদাচ নহে। তৃণপূর্ণ-ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া, মৃগ যেমন অবাধে তৃণভক্ষণ করিতে সমর্থ হয়; তাঁহারাও তেমনই করুণার অনন্ত-পারাবার প্রাপ্ত হইয়া অবাধে করুণা-পীযূষ পান করিয়া কৃতার্থ হন। কখনও তাঁহাদের মরণ নাই। কখনও তাঁহাদিগকে যমের পথে যাইতে হয় না। নরক কখনও তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথেই পতিত হয় না। সেই যে অমৃত—সেই যে মরণরহিত অবস্থা, তাঁহারা সেই অবস্থার অধিকারী হন। এ মন্ত্র এই নিত্য সত্যতত্ত্ব ঘোষণা করিতেছে।

এই ঋকের অন্তর্গত 'জরিতা'পদটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ক্ষয়ার্থক 'জৃষ্' ধাতু হইতে ঐ পদ উৎপন্ন। যাঁহারা দেবতার সেবায় জীবন ক্ষয় করিতে বসিয়াছেন—ঐ পদ তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছে। 'অজোষ্যঃ' পদে তাঁহারা যে প্রীতি-সেবনের অনুপযুক্ত হন না—এই ভাব প্রকাশ করে। "মৃগো ন যবসে" উপমায় অন্যরূপ ভাবও অধ্যাহার করা যাইত। তাহাতে অর্থ হইত—'জন্মমূল অনুসন্ধান-কারীর ন্যায়'। কিন্তু সে গবেষণার আর আবশ্যক নাই। ঐ উপমার্থেই ভাব পরিস্ফুট রহিয়াছে। "যমস্য পথা" পদে নরকের যন্ত্রণাভোগের ভাবই প্রকাশ পায়। * (১ম—৩৮সূ—৫ঋ)।

* পূর্ব্বে (পঞ্চত্রিংশ-সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋকে) "যমস্য ভুবনে" বাক্যের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এতৎপ্রসঙ্গে তাহার প্রতি লক্ষ্য আছে। (১১৮৮—১১৯৬পৃষ্ঠা দেখুন)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাত্রিংশৎ-সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

মো ষু ণঃ পরাপরা নির্ঋতির্দুর্হণা বধীৎ।

পদীষ্ট তৃষ্ণয়া সহ॥ ৬॥

পদ-বিশ্লেষণং।

মো ইতি। সু। নঃ। পরাঽপরা। নিঃঽঋতিঃ। দুঃঽহনা। বধীৎ।

পদীষ্ট। তৃষ্ণয়া। সহ॥ ৬॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে মরুতঃ! 'পরাপরা' (অতিপ্রভাবশালিনী) 'দুর্হণা' (দুর্দমনীয়া) 'নির্ঋতিঃ' (পাপবৃত্তিঃ) 'ণঃ' (নঃ, অস্মান্) 'উষু' (সর্ব্বথা, আদৌ) 'মা বধীৎ' (বধং মা কার্ষীৎ); সা পাপবৃত্তিঃ 'তৃষ্ণয়া সহ' (অস্মাকং কামনয়া সহ) 'পদীষ্ট' (পততু, বিনশ্যতু)। হে দেবাঃ! যা পাপবৃত্তিঃ অস্মাকং হৃদয়ে জাগরিতা অস্তি, তস্যাঃ প্রভাবং খর্ব্বং কুরুত, সর্ব্বয়া কামনয়া সহ তাং নিপাতয়তঃ। (১ম—৩৮সূ—৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্দেবগণ! অতি প্রভাবশালিনী দুর্দ্দমনীয়া পাপবৃত্তি যেন আমাদিগকে আদৌ বধ করিতে না পারে; আমাদিগের কামনাদির সহিত সে পাপবৃত্তি নাশপ্রাপ্ত হউক। (১ম—৩৮সূ—৬ঋ)

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ। দৌঽস্মান্ নির্ঋতিঃ রক্ষোজাতিদেবতা মো ষু বধীৎ। সর্ব্বথা বধং মা কার্ষীৎ। কীদৃশী। পরাপরা। উৎকৃষ্টাদপ্যুৎকৃষ্টা। অতিবলেত্যর্থঃ। অতএব দুর্হণা।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! আমাদিগকে নির্ঋতি নামক রাক্ষসজাতীয় দেবতা যেন বধ করিতে না পারে। রাক্ষসজাতীয় দেবতা কি প্রকার? অতিবলশালী, অতএব তাহাদিগকে বাধাপ্রদান

কেনাপি হন্তুং দুঃশক্যা। সা নির্ঋতিস্তৃষ্ণয়া সহ পদীষ্ট। পততু। অস্মদীয়া তৃষ্ণাবাধিকা নির্ঋতিশ্চ বিনশ্যত্বিত্যর্থঃ॥

মো ষু ণঃ। সুঞ ইতি ষত্বং। নশ্চ ধাতুস্থোরুষুভ্য ইতি ণত্বং। দুর্হণা। ঈষদ্ দুঃসুষিত্যাদিনা হন্তেঃ কর্ম্মণি খল্। লিৎস্বরেণ প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। বধীৎ। লুঙি-হন্তের্লুঙি চেতি বধাদেশঃ। সিচোড়াগমঃ। বধাদেশস্যাদন্তত্বাদেকাচ উপদেশ ইত্যোট্-প্রতিষেধো ন ভবতি। অতো লোপে সতি তস্য স্থানিবত্ত্বাদতোহলাদেরিতি বৃদ্ধ্যভাবঃ। ইট ঈটি। পা০ ৮,২।২৮। ইতি সিচো লোপঃ। পদীষ্ট। পদ গতৌ। আশীর্লিঙি ছন্দস্যুভয়-থেতি সার্ব্বধাতুকত্বাৎ সলোপঃ। আর্দ্ধধাতুকত্বাৎ সুডাগমঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। তৃষ্ণয়া। ঞিতৃষা পিপাসায়াং। তৃষিশুষিরসিভ্যঃ কিচ্চেতি ন প্রত্যয়ঃ। নিদিত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ ৬॥

ষষ্ঠ (৪৬০) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের একটী প্রধান সমস্যামূলক পদ—'নির্ঋতিঃ।' ঐ পদের অর্থে, সায়ণ "রক্ষো জাতি দেবতা" লিখিয়াছেন। পরন্তু ঐ নির্ঋতি সম্বন্ধে নানা উপাখ্যানের অবতারণা আছে। এই রাক্ষস-জাতীয় দেবতা মানুষকে কুবুদ্ধি দিয়া কুপথে পরিচালিত করে—ইহাই প্রসিদ্ধি আছে। সেই দিক্ দিয়াই প্রায় সকলেই অর্থ করিয়া গিয়াছেন। সেই রাক্ষস-জাতীয় দেবতা যেন আমাদিগকে বধ না করে, দুর্দ্ধর্ষ সেই দেবতা যেন তাহার দুষ্টবুদ্ধির সহিত নাশ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার অর্থই প্রধানতঃ

করিবার সামর্থ্য নাই।" সেই নির্ঋতি তৃষ্ণার সহিত পতিত হউক (অর্থাৎ আমাদিগের তৃষ্ণার বাধক নির্ঋতি নামক রাক্ষস-দেবতা বিনাশ প্রাপ্ত হউক)।

'মো ষু ণঃ' পদটীতে 'সুঞ' এই সূত্রানুসারে 'ষত্ব' হইয়াছে। 'নশ্চ ধাতুস্থোরুষুভ্যঃ' এই সূত্রানুসারে 'ন'কারের 'ণ'ত্ব হইয়াছে। 'দুর্হণা' পদটী—'ঈষদ্ দুঃসুষিত্যাদি' সূত্রানুসারে 'হন্' ধাতুর উত্তর কর্ম্মণিবাচ্যে 'খল্' প্রত্যয়। 'লিৎস্বরেণ' এই নিয়মানুসারে প্রত্যয়ের পূর্ব্বের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'বধীৎ' পদটী হননার্থ 'হন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লুঙ্ বিভক্তিতে 'হন্তের্লুঙি চ' সূত্রে 'হন' ধাতুর স্থানে 'বধ' আদেশ হইয়াছে। 'সিচ' প্রত্যয় ও 'অট্' আগম হইয়াছে। বধ আদেশের 'অৎ' অন্ত হেতু 'একাচ' উপদেশ জন্য 'ইটের' প্রতিষেধ হয় নাই। অন্তের লোপ হইলে তাহার স্থানিবত্ত্বহেতু 'অতো হলাদেঃ' এই সূত্রে বৃদ্ধির অভাব হয়। 'ইট ঈটি' (পা০ ৮ ২:২৮) এই সূত্রে সিচের লোপ হইয়াছে। 'পদীষ্ট' পদটী গত্যর্থ 'পদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ও প্রত্যয়স্বর-প্রাপ্ত হইয়াছে। 'তৃষ্ণয়া' পদটী পিপাসার্থ 'তৃষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'তৃষিশুষিরসিভ্যঃ কিৎচ' এই সূত্র দ্বারা 'ন' প্রত্যয় হইয়াছে। 'নিৎ' এই অনুবৃত্তি-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে (১ম—৩৮সূ—৬ঋ)।

প্রচলিত। আমরা কিন্তু এ প্রকার অর্থ পূর্ব্বেও গ্রহণ করি নাই; * এখানেও গ্রহণ করার আবশ্যক বোধ করি না।

সাধারণভাবে পাপবৃত্তিই নির্ঋতি নামে অভিহিত হইয়াছে। এখানে প্রার্থনা করা হইতেছে,—'হে দেবগণ! হে দেবভাবনিবহ! পাপবৃত্তি আমাকে নিয়ত আক্রমণ করিয়া আছে। তাহারা আমায় বধ করিতে বসিয়াছে। আপনারা আমায় রক্ষা করুন। তাহারা যেন আমায় ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। তাহারা যেন আমায় আর আক্রমণ করিতে না পারে। আমার তৃষ্ণা—আমার কামনা-বাসনা—তাহাদিগকে যেন ডাকিয়া না আনে। আমার বধ-কার্য্যে, আমার কামনা-বাসনা, আমার পাপ-বৃত্তির সহায় হয়। তাই প্রার্থনা, আমার কামনা-বাসনাকে সমূলে উৎপাটন করুন; সঙ্গে সঙ্গে পাপবৃত্তিকেও বিনাশ করিয়া ফেলুন। সে যেন আর আমার প্রতি আপন প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে।'

'তৃষ্ণয়া সহ' পদ, সেই নির্ঋতি সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যায়। তাহাতে অর্থ হয়,—সেই নির্ঋতি তাহার অসৎ-বাসনার সহিত, আমাদের অনিষ্ট-সাধনরূপ তাহার দুষ্ট-কামনার সহিত, ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক। তবে দুই দিকের দুই অর্থে একপ্রকার লক্ষ্যই প্রকাশ পায়। † (১ম—৩৮সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশং-সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

সত্যং ত্বেষা অমবন্তো ধন্বঞ্চিদা রুদ্রিয়াসঃ।

মিহং কৃণ্বন্ত্যবাতাং ॥ ৭ ॥

---

* চতুর্স্ত্রিংশ সূক্তের নবম ঋকে (১২০৫-৭ পৃষ্ঠায়) আমাদের অর্থ দেখুন।

† ব্যাক্ষমূলার এই ঋক্‌টির অর্থ আর এক ভাবে ('নির্ঋতিঃ' পদে পাপ অর্থ ধরিয়াই) নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার ভাব এই যে, এক পাপের পর আর এক প্রকার পাপ আসিয়া যেন আমাদিগকে বিব্রত ও অভিভূত না করে। যথা,—"Let not one sin after another, difficult to be conquered, overcome us; may it depart together with greed."

পদ-বিশ্লেষণং।

সত্যং। ত্বেষাঃ। অমঽবন্তঃ। ধন্বন্। চিৎ। আ। রুদ্রিয়াসঃ।

মিহং। কৃণ্বন্তি। অবাতং ॥ ৭ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সত্যং' (এতৎ ধ্রুবং) যৎ তে 'ত্বেষাঃ' (প্রদীপ্তাঃ) 'অমবন্তঃ' (তেজঃপূর্ণাঃ) 'রুদ্রিয়াসঃ' (কঠোরভাবাপন্নাঃ) মরুতঃ 'ধন্বন্' (মরুদেশে, মরুসদৃশহৃদয়ে) 'চিৎ' (অপি) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অবাতাং' (বায়ুরহিতাং, বিক্ষোভপরিশূন্যাং, চিরস্নেহভাবযুতাং) 'মিহং' (বৃষ্টিং, করুণাবর্ষণং) 'কৃণ্বন্তি' (কুর্ব্বন্তি)। যদ্যপি দেবাঃ কঠোরভাবাপন্নাঃ, তথাপি তেষাং করুণাধারা অস্মান্ সর্ব্বান্ অভিসিঞ্চতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৮সূ—৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

ইহা ধ্রুবসত্য যে, সেই প্রদীপ্ত, তেজঃপূর্ণ, কঠোরভাবাপন্ন মরুদ্দেবগণ, মরুদেশেও (মরুসদৃশ আমাদিগের হৃদয়েও) সর্ব্বতোভাবে বাত-রহিত (বিক্ষোভপরিশূন্য, চিরস্নেহভাবযুত) বৃষ্টিবর্ষণ (করুণা-বারি বর্ষণ) করেন। (১ম—৩৮সূ—৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

ধন্বন্ চিৎ মরুদেশেঽপি রুদ্রিয়াসো রুদ্রেণ পালিতত্বাত্তদীয়া মরুত আ সর্ব্বতোঽবাতাং বায়ুরহিতাং মিহং বৃষ্টিং কুর্ব্বন্তি। তদেতৎ সত্যং। কীদৃশা রুদ্রিয়াসঃ। ত্বেষাঃ দীপ্তাঃ। অমবন্তঃ। বলবন্তঃ মরুতাং রুদ্রপালনমাখ্যানেষু প্রসিদ্ধং॥

ধন্বন্। ধিবি রবি ধবি গত্যর্থাঃ। ইদিতো নুম্। কনিন্যুবৃষিতক্ষীত্যাদিনা কনিন্।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মরুপ্রদেশেও রুদ্র কর্তৃক পালিত তৎসম্বন্ধি মরুদ্গণ সর্ব্বত্র বায়ুরহিত বর্ষণ করিয়া থাকে। ইহা সত্য। রুদ্রগণ কি প্রকার? দীপ্ত অর্থাৎ তেজঃসম্পন্ন এবং বলবান্। মরুদ্গণের কিন্তু রুদ্রপালন আখ্যানে প্রসিদ্ধ।

'ধন্বন্' পদটি গত্যর্থ 'ধবি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ই' ইৎ হেতু নুমাগম হইয়াছে। 'কনিন্যুবৃষিতক্ষি' এই সূত্র দ্বারা কনিন্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'ন'কার ইৎ হেতু আদিস্বর

নিত্যাদাহ্যদাত্তত্বং ॥ সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্। কৃত্রিমাসঃ। কৃত্রস্তেমে কৃত্রিমাঃ। তস্তেদমিত্যর্থে যঃ। আজ্জসেরসুক্। মিহং। মিহ সেচনে। কিপ্ চেতি কিপ্। কৃণ্বন্তি। কৃবিহিংসাকরণয়োশ্চ। ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচেত্যুপ্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন বকারস্য চাকারাদেশঃ। অতো লোপেন লুপ্তস্য স্থানিবত্ত্বাল্লঘূপধগুণাভাবঃ॥ (১ম—৩৮সূ—৭ঋ)॥

• • •

সপ্তম (৪৬১) ঋকের বিশদার্থ।

সহসা মনে হয়, এ ঋক্‌টিতে মরুদেশে বৃষ্টিপাতের বিষয় কথিত হইয়াছে। অর্থও সেই ভাবেই সকলে নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। এ ঋকে যে কোনও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রখ্যাপিত হইয়াছে, সে ভাব কোথাও প্রকাশ পায় নাই।

কিন্তু এই ঋকের অন্তর্গত 'অবাতাং' পদের প্রতি লক্ষ্য করিলেই সে তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না কি? "অবাতাং মিহং"—বায়ুসম্বন্ধরহিত বৃষ্টি—সে আবার কি প্রকার? বৃষ্টির সহিত বায়ুর সম্বন্ধ নাই—সে বৃষ্টি যে কিরূপ, তাহা কল্পনা করা যায় না; বিজ্ঞানও তদ্রূপ বৃষ্টির কোনও পরিচয় দেয় না। তবে কি সে বরফস্তূপ? জল হইতে বায়ু নিঃসারিত হইলে জল জমিয়া বরফ হয়। তবে কি তদ্রূপ বৃষ্টিপতনের বিষয় বলা হইয়াছে? কিন্তু মরুদেশবাসীর তাহাতে কি উপকার হইতে পারে? বৃষ্টির পরিবর্তে যদি তাহাদিগের উপর বরফের স্তূপ পতিত হয়, তাহাতে এক উপদ্রবের উপর আর এক উপদ্রব আসিয়া উপস্থিত হয় না কি? ছিল—অনাবৃষ্টি; আসিল—বরফপাত। ইহাতে তাহাদিগের কোনরূপ শ্রেয়ঃ আছে কি? মরুভূমির তাপে যে কষ্ট পাইতেছিল, এখন

উদাত্ত হইয়াছে। 'সুপাং সুলুক্' এই সূত্রে সপ্তমীর লুক হইয়াছে। 'কৃত্রিমাসঃ' পদটী,—এই সকল কৃত্রের—এই বাক্যে 'কৃত্রিমা' পদটী হয়; তাহার ইহা—এই অর্থে 'যঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'আজ্জসেরসুক্' এই সূত্রে 'অসুক্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'মিহং' পদটী সেচনার্থ 'মিহ' ধাতুর উত্তর 'কিপ্ চেতি' সূত্রে 'কিপ্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'কৃণ্বন্তি' পদটী, হিংসা এবং করণার্থ 'কৃবি' (কৃব্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচেতি' সূত্রানুসারে 'উ' প্রত্যয় হইয়াছে। তৎসান্নিয়োগহেতু 'ব'কারের স্থানে অকার আদেশ হইয়াছে। অকারের (অতের) লোপ-হেতু লুপ্তের স্থানিবদ্ভাব-প্রযুক্ত 'লঘু উপধা'র গুণ হয় নাই॥ ৭॥

বরফস্তূপের শৈত্যেও সেই কষ্ট পাইতে লাগিল। ইহাতে প্রার্থনা-পক্ষেও এ মন্ত্রের যে কি সার্থকতা আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তবে কি? "অবাতাং মিহং" পদদ্বয়ে তবে কি বুঝায়? 'মিহং' পদে 'স্নেহধারা' 'করুণার ধারা' এই ভাব আনয়ন করে; এবং 'অবাতাং' পদে 'বিক্ষোভরহিতাং' 'চিরাবিচলিতাং' এই ভাব প্রকাশ করে। তাহাতে ঐ দুই পদের অর্থ হয়,—'চির অবিচলিত স্নেহধারা' অথবা 'যে স্নেহ কখনও বিক্ষুব্ধ বিলুপ্ত বা বিশুষ্ক হয় না।' ইহাতে ভাব হয় এই যে, এক পক্ষে কঠোর হইলেও, অপকর্ম্মকারীর প্রতি সদা দণ্ডপরায়ণ থাকিলেও, উপাসকের প্রতি তাঁহাদের স্নেহ-করুণার নির্ঝর সদা নির্ম্মুক্ত হইয়া আছে। ফলতঃ, বায়ুরহিত বৃষ্টিদানের বিষয় মন্ত্রে কথিত হয় নাই, অবিচলিত স্নেহবর্ষণের বিষয়ই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।* 'ধন্বন্' পদে 'মরুসদৃশ হৃদয়কে' বুঝাইতেছে। 'রুদ্রিয়াসঃ' পদে কেন 'রুদ্রের পুত্র' অর্থ হইবে? উহার অর্থ—রুদ্রভাবাপন্ন। সেই দেবগণের তেজঃ জ্বলন্ত, তাঁহারা উগ্র ও কঠোরভাবাপন্ন; অথচ, তাঁহাদের করুণার পার নাই। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। (১ম—৩৮সূ—৭ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

কারীর্য্যাং মারুতং সপ্তকপালমিত্যস্য হবিষো বাশ্রেব বিদ্যুদিত্যেতদনুবাক্যা। বর্ষকামেষ্টিরিতি খণ্ডে সূত্রিতং। বাশ্রেব বিদ্যুন্মিমাতি পর্জ্জন্যস্তিষ্ঠতি বৃষ্ণো বিভায়। আ০ ২।১৩। ইতি॥ তামেতাং অষ্টমীমৃচমাহ॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

কারীরী যাগে সপ্তকপাল ইত্যাদি হবিঃ প্রদান-কার্য্যে "বাশ্রেব বিদ্যুৎ" ইত্যাদি বিষয়ে এইরূপ অনুবাক্য আছে। 'বর্ষকামেষ্টিঃ' ইতি খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে;—"বাশ্রেব বিদ্যুন্মিমাতি পর্জ্জন্যস্তিষ্ঠতি বৃষ্ণো বিভায়।" আ০ ২।২৩। ইতি॥

তাহারই এই অষ্টমী ঋক্ কথিত হইতেছে।

---

* "মরুভূমিতে বায়ুরহিত বৃষ্টি দান করেন।" এই ব্যাখ্যাই প্রায় সকলের। ম্যাক্সমূলার কেবল "বায়ুরহিত বৃষ্টি" না বলিয়া, "কখনও শুষ্ক হয় না—এইরূপ বৃষ্টি" বলিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ,—"Truly they are terrible and powerful, even to the desert the Rudriyas bring rain that is never dried up".

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

বাশ্রেব বিদ্যুন্মিমাতি বৎসং ন মাতা সিষক্তি।

যদেষাং বৃষ্টিরসর্জ্জি ॥ ৮ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

বাশ্রাঃইব। বিহ্যুৎ। মিমাতি। বৎসং। ন। মাতা। সিসক্তি।

যৎ। এষাং। বৃষ্টিঃ। অসর্জ্জি ॥ ৮ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মাতা' (জননী) 'ন' (যথা) 'বৎসং' (সন্তানং), 'সিষক্তি' (স্নেহদানেন অভিসিঞ্চতি), তদ্বৎ 'এষাং' (মরুতাং) 'বৃষ্টিঃ' (স্নেহধারা) 'অসর্জ্জি' (বর্ষতি সেবকানাং প্রতি ইতি শেষঃ); 'যৎ' (যস্মাৎ, তদা) 'বাশ্রেব' (দিবস ইব) 'বিদ্যুৎ' (জ্ঞানদ্যুতি) 'মিমাতি' (বিভাতি, তেষাং ভক্তানাং হৃদয়ং উদ্ভাসয়তি)। মাতৃস্নেহধারামিব মরুতাং করুণাং যদা ময়ো লভন্তে, তদা জ্ঞানালোকেন তস্য হৃদয়ং দিনবৎ বিভাতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৮সূ—৮ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জননী যেমন সন্তানকে স্নেহদানে অভিষিক্ত করেন, সেইরূপ মরুদ্দেবগণের স্নেহধারা (ভক্তগণের প্রতি) বর্ষিত হয়; তখন, জ্ঞান-দ্যুতি ভক্তগণের হৃদয়কে দিবসের ন্যায় আলোকিত করে। (১ম—৩৮সূ—৮ঋ)

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

বাশ্রেব শব্দযুক্তা প্রভূতস্তনবতী ধেনুরিব বিদ্যুন্মেঘাশ্রয়া দৃশ্যমানা সতী মিমাতি। শব্দং করোতি। বিদ্যুদ্বেলায়াং হি মেঘগর্জ্জনং প্রসিদ্ধং। মাতা ধেনুর্বৎসং ন বৎসমিব সিষক্তি।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

শব্দযুক্ত প্রভূত স্তনবতী (অর্থাৎ পালনবিশিষ্ট) ধেনুর ন্যায় বিদ্যুৎ মেঘমধ্যে আশ্রিতা হইয়া শব্দ করিতেছে। বিদ্যুৎ-বেলায় মেঘ-গর্জ্জন প্রসিদ্ধ। মাতা যেমন বৎসকে সেবা

ইয়ং বিদ্যুন্মরুতঃ সেবতে। সিষক্তিঃ সেবনার্থঃ। সিষক্তু সচত ইতি সেবমানস্যেতি যাস্কোক্তত্বাৎ। যদ্‌যস্মাৎ কারণাদেষাং মরুতাং সম্বন্ধিনী বৃষ্টিরসর্জ্জি। গর্জ্জনসহিতে বিদ্যুৎকালে বৃষ্টা ভবতি। তস্মাদ্বিদ্যুতো মরুৎসেবনমুপপন্নং॥

বাশ্রেব। বাশৃ শব্দে। স্ফায়িতঞ্চীত্যাদিনা রক্। মিমাতি। মাঙ্ মানে শব্দে চ। ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। জুহোত্যাদিত্বাচ্ছলুঃ। ভৃঞামিদিত্যভ্যাসস্যেত্বং। সিষক্তি। সচ সমবায়ে। লটি বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। বহুলং ছন্দসীত্যভ্যাসস্যেত্বং। অসর্জ্জি। সৃজ বিসর্গে। কর্ম্মণি লুঙ্। চিন্ ভাবকর্ম্মণোঃ। পা০ ৩।১।৬৬। ইতি চিণ্। চিণো। লুক। পা০ ৬।৪।১০৪। ইতি ত-শব্দস্য লুক্। গুণঃ। অত্যাগম উদাত্তঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাত॥ (১ম—৩৮সূ-৮ঋ)।

অষ্টম (৪৬২) ঋকের বিশদার্থ।

—।+•+।—

এই ঋকের পদ-বিন্যাস—সমস্যার উপর সমস্যা আনয়ন করে। ঋক্‌টিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম—"বাশ্রেব বিদ্যুন্মিমাতি।" —দ্বিতীয়—"বৎসং ন মাতা সিষক্তি।" তৃতীয়—"যদেষাং বৃষ্টিরসর্জ্জি।" ইহাতে সকল ব্যাখ্যাকারই প্রায় একরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 'গাভীর হাম্বারবের ন্যায় বজ্রনিনাদ হইতেছে', 'গাভী বৎসকে সেবা করিতেছে (দুগ্ধ দিতেছে),' 'যখন মরুদ্গণের বৃষ্টি পতিত হইতেছে।'

করিয়া থাকেন, (সেই প্রকার) এই বিদ্যুৎও মরুৎসমূহের সেবা করিয়া থাকেন। সিষক্তি কথাটির অর্থ সেবন। যাস্ক বলিয়াছেন, 'সিষক্তু সচত,' এইরূপ পাঠ সেবমানের সম্বন্ধে আছে। যে হেতু (বিদ্যুৎ) এই মরুদ্গণের সম্বন্ধি বৃষ্টির সৃজন করিয়া থাকে। গর্জ্জন সহিত বিদ্যুৎ সময়েই বৃষ্টি হইয়া থাকে। এই হেতুই বিদ্যুতে মরুৎ সেবন সঙ্গত হইতেছে।

'বাশ্রেব' পদটী শব্দার্থ 'বাশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'স্ফায়িতঞ্চি' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'রক্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'মিমাতি' পদটী—মান এবং শব্দার্থ 'মা' (মাঙ্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ব্যত্যয়-হেতু পরস্মৈপদ হইয়াছে। জুহোত্যাদিগণীয় বলিয়া 'শ্লুঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ভৃঞামিৎ' সূত্রে অভ্যাস স্থানে 'ই' হইয়াছে। 'সিষক্তি' পদটী সমবায়ার্থ 'সচ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লট্' বিভক্তিতে 'বহুলং ছন্দসি' সূত্রে 'শপে'র স্থানে 'শ্লুঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' সূত্রে অভ্যাস স্থানে 'ই' হইয়াছে। 'অসর্জ্জি' পদটী—বিসর্গার্থ 'সৃজ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। কর্ম্মণি বাচ্যে 'লুঙ্'। 'চিন্ ভাবকর্ম্মণোঃ' (৩।১।৬৬) সূত্রে 'চিণ্' প্রত্যয়। 'চিণো লুক' (পা০ ৬।৪।১০৪) এই সূত্রে 'ত' শব্দের লুক্ হইয়াছে। গুণ, অট্ আগম ও উদাত্ত হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগহেতু নিঘাত হয় নাই। (১ম—৩৮সূ—৮ঋ)।

ঋকের ঐ তিন অংশের এইরূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়া, কেহ বা তাহার উপর একটু রঙ্ ফলাইয়া লইয়াছেন। তাহাতে 'বাশ্রেব' শব্দের প্রতি-বাক্যে "প্রস্রুতপালানবিশিষ্ট ধেনু যেমন" এইরূপ পদ প্রযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, সায়ণের অনুসরণেই এইরূপ অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। * প্রচলিত সকল ব্যাখ্যারই মূল—"বাশ্রেব" পদ, আর সায়ণের ভাষ্য। গাভী, হাম্বারব, দুগ্ধপূর্ণ স্তন (পালান) এক "বাশ্রেব" পদ হইতে কল্পনা-মূলে অধ্যাহৃত হইয়াছে। কেন-না, 'বাশ্' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন ; আর, সেই ধাতুর অর্থ—'শব্দ করা'।

আমরা 'বাশ্র' (বাশ্রাঃ) পদের অর্থ পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। অভি-ধানে (পুংলিঙ্গ) ঐ পদের অর্থ "দিবস, দিন" দৃষ্ট হইবে। সেই অর্থই এখানেও সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'মাতা' ও 'বৎসং' পদ দেখিয়া, কেনই বা 'গরুকে' আর 'বাছুরকে' টানিয়া আনিতে যাই ? তার পর, ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে,—বিদ্যুৎ কখনও গর্জ্জন করে না ; মেঘ গর্জ্জন করে, বিদ্যুৎ বিকাশ পায়। সুতরাং সে দৃষ্টিতে 'মিমাতি' ক্রিয়াপদের অর্থ সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না কি ? ফলতঃ, এ ঋকে গাভীর বা হাম্বারবের কোনও সম্বন্ধ নাই, মেঘেরও কোনও গর্জ্জন শুনিতে পায় যায় না। এখানে এক সরল সত্যতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে মাত্র। সে তত্ত্ব উপলব্ধি পক্ষে আমাদের অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যার অনুসরণ করুন। দেখিতে পাইবেন, ঋকে একটী উপমার দ্বারা এই মাত্র প্রখ্যাত হইয়াছে

---

* ঋকের দুই একটী ইংরাজী ও বাঙ্গালা অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে ব্যাখ্যার ভাব উপলব্ধ হইবে। যথা,—

(১) "প্রস্রুত স্তনবতী ধেনুর ন্যায় বিদ্যুৎ গর্জ্জন করিতেছে ; গাভী যেরূপ বৎসের সেবা করে, বিদ্যুৎ সেইরূপ মরুদ্গণের সেবা করিতেছে ; সুতরাং মরুদ্গণ বৃষ্টি দান করিলেন।"

(২) "প্রস্রুতপালানবিশিষ্ট ধেনু যেমন বৎসের উদ্দেশে হম্বা শব্দ করে, তদ্রূপ বিদ্যুৎ মেঘ হইতে শব্দ করে। যেমন ধেনু বৎসকে অনুগমন করে, সেই প্রকার বিদ্যুৎ মরুদ্দেবগণের অনুসরণ করে ; যখন মরুদ্গণের কৃত বৃষ্টি মেঘ হইতে পতিত হয়।"

(৩) "The lightning roars like a parent cow that bellows for calf, and hence the rain is set free by the Maruts."

(4) The lightning lows like a cow, it follows like a mother follows after her young, when the shower (of the Maruts) has been let loose."

যে,—'মাতৃস্নেহধারার ন্যায় মরুদ্দেবগণের করুণা, তাঁহাদের সেবকগণের ভক্তগণের প্রতি বর্ষিত হইতেছে। যে জন সে করুণালাভের অধিকারী হইয়াছে, তাহার অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়, জ্ঞান-রূপ বিদ্যুতের আলোকে দিবসের ন্যায় আলোকিত হইয়া আছে।'

প্রার্থনা-পক্ষে ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'হে করুণানিদান দেবগণ! আমাদিগের ন্যায় এই অজ্ঞ অধম সন্তানগণের প্রতি জননীর ন্যায় স্নেহপরায়ণ হউন,—আপনাদের করুণার ধারা এই মরুসদৃশ শুষ্ক প্রতপ্ত হৃদয়ে বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হউক; আর সে বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে চিরদ্যুতিমান্ বিদ্যুৎ বিকাশ পাইয়া, এই চির-অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়কে চির আলোকিত করুক।' (১ম—৩৮সূ—৮ঋ)।

———•———

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং। নবমী ঋক্।)

দিবা চিত্তমঃ কৃণ্বন্তি পর্জ্জন্যেনোদবাহেন।

যৎ পৃথিবীং ব্যুন্দন্তি।৯॥

•••

পদ-বিশ্লেষণং।

দিবা। চিৎ। তমঃ। কৃণ্বন্তি। পর্জ্জন্যেন। উদহ্বাহেন।

যৎ। পৃথিবীং। বিঽউন্দন্তি॥ ৯॥

•••

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

মরুতঃ 'যৎ' (যদা) 'পৃথিবীং' (মর্ত্ত্যলোকং) 'ব্যুন্দন্তি' (করুণাধারয়া অভিষিঞ্চন্তি); তদা তে 'উদবাহেন' (করুণাধারাবহনকারিণা) 'পর্জ্জন্যেন' (মেঘবর্ষণেন) 'চিত্তমঃ' (হৃদয়স্থ অন্ধকারং দূরীকৃত্য ইতি যাবৎ) 'দিবা' (দিবা ইব জ্ঞানালোকবিভাসং) 'কৃণ্বন্তি'

(কুর্ব্বন্তি)) মরুদ্দেবানাং করুণয়া অজ্ঞানতা দূরীভবতি, অজ্ঞানতারূপমেঘাপসারণেন হৃদি জ্ঞানালোক উদ্ভাসতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৮সূ—৯ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

মরুদ্দেবগণ যখন মর্ত্ত্যলোককে করুণাধারায় অভিষিক্ত করেন, তখন তাঁহারা করুণাবারি-বহনকারী মেঘের বর্ষণের দ্বারা হৃদিস্থিত অন্ধকার দূর করিয়া, হৃদয়ে দিবালোক সম জ্ঞানালোক বিস্তার করিয়া দেন। (১ম—৩৮সূ—৯ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ। উদবাহেনোদকধারিণা পর্জ্জন্যেন মেঘেন সূর্য্যমাচ্ছাদ্য দিবা চিদহন্যপি তমঃ কৃণ্বন্তি। অন্ধকারং কুর্ব্বন্তি। যদ্যদা পৃথিবীং ভূমিং ব্যুন্দন্তি। বিশেষেণ ক্লেদয়ন্তি। তদানীমেব বৃষ্টিকালে তমঃ কুর্ব্বন্তীতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ ॥

উদবাহেন। উদকানি বহতীত্যুদবাহঃ। কর্ম্মণ্যণ্। মেঘবিশেষস্যৈষা সংজ্ঞা। 'উদকস্যোদঃ সংজ্ঞায়াং'। পা০ ৬।৩।৫৭। ইত্যুদকশব্দস্যোদভাবঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ব্যুন্দন্তি উন্দী ক্লেদনে। রুধাদিত্বাৎ শ্নম্। শ্নান্নলোপ ইতি নলোপঃ। যদ্‌বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ ॥ ৯ ॥

নবম (৪৬৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, প্রথমে তাহার একটু বিশ্লেষণ আবশ্যক বোধ করি। সে পক্ষে প্রথমে ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী পদের ও বাক্যাংশের আলোচনা করিতেছি।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! উদকধারী পর্জ্জন্য কর্ত্তৃক সূর্য্য আচ্ছাদিত হইলে দিনও তমসাবৃত হইয়া থাকে। যখন পৃথিবীকে বিশেষরূপে ক্লিন্ন অর্থাৎ সিক্ত করেন, সেই বৃষ্টিকালেই তমসাচ্ছন্ন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বের সহিত অন্বয়।

'উদবাহেন' পদটী উদক-সমূহকে বহন করেন, এই বাক্যে 'উদবাহ' হইয়াছে। কর্ম্মাভিধানে 'অণ্' প্রত্যয় হইয়াছে। এই সংজ্ঞা মেঘবিশেষের। 'উদকস্যোদঃ সংজ্ঞায়াং' (পা০ ৬।৩।৫৭) সূত্রে 'উদক' শব্দের স্থানে 'উদ' ভাব হইয়াছে। কৃদুত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'ব্যুন্দন্তি' পদটী বি পূর্ব্বক ক্লেদনার্থ 'উন্দ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। রুধাদিগণীয় বলিয়া 'শ্নম্' হইয়াছে। 'শ্নান্নলোপঃ' এই নিয়মানুসারে 'ন' লোপ হইয়াছে। যদ্‌সংযোগহেতু নিঘাত হয় নাই। (১ম ৩৮সূ ৯ঋ)।

ঋকের প্রথম বাক্যাংশ—"দিবা চিত্তমঃ কৃণ্বন্তি।" ভাষ্যে ও প্রচলিত অর্থে প্রকাশ—'দিবসকেও অন্ধকারাচ্ছন্ন করেন।' কিন্তু এখানে আমাদের ভাব দাঁড়াইয়াছে—'অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া হৃদয়কে দিবাসম আলোকময় (জ্ঞানপূর্ণ) করেন।' এখানকার 'চিত্তমঃ' পদে আমরা 'হৃদয়ের অন্ধকার' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। বুঝিয়া দেখুন—সঙ্গত বোধ হয় কিনা। তাহাতে, 'চিত্তের অন্ধকারকে দিবা করেন'—এরূপ বলিলে, কি ভাব গ্রহণ করা যায়? বুঝায় না কি—হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিস্তার করেন? তার পর দেখুন—'পর্জ্জন্যেন' ও 'উদবাহনেন' পদদ্বয় কি ভাব প্রকাশ করে? পর্জ্জন্য—মেঘ; মেঘ বলিতে, আবরকের ভাব আসে। মেঘের বর্ষণ হইয়া গেলে, সে আবরণ দূর হয়। মেঘ উড়িয়া গেলে, এক দিকে না এক দিকে গিয়া জমিয়া থাকিতে পারে,—একেবারে তাহার অপসারণ হয় না। কিন্তু তাহার বর্ষণের ফলে, সে একেবারে নিঃশেষ-প্রাপ্ত হয়। যখন মেঘের বর্ষণ হয়, যখন মেঘ নিঃশেষপ্রাপ্ত হয়, তখনকার মেঘকেই প্রকৃত প্রস্তাবে উদকবাহন মেঘ বলা যায়। যদি বর্ষণই না হইল, কেবল অন্ধকার করিয়াই আলোককে আবরিত করিয়া রাখিল, সে মেঘ, উদকবাহী হইলেও, তাহার উদকবাহন নামের সার্থকতা সেখানে প্রতিপন্ন হয় না। এখানে পর্জ্জন্যকে উদকবাহন বলা হইয়াছে। তাহার মুখ্য লক্ষ্য—বারিবর্ষণ হইবে।'

এইবার, "দিবা চিত্তমঃ কৃণ্বন্তি পর্জ্জন্যেনোদবাহেন"—মন্ত্রাংশের কি অর্থ সঙ্গত হয়, বুঝিয়া দেখুন। যে মেঘে হৃদয় আচ্ছন্ন ছিল, সে মেঘে কেমন? না—করুণাবারিপূর্ণ। সেই মেঘে হৃদয় আচ্ছন্ন ছিল বটে; কিন্তু যেই সে মেঘ বিগলিত হইল, যেই সে মেঘ হইতে করুণাবারি বর্ষিত হইয়া উত্তপ্ত হৃদয়কে প্রশান্ত করিল, তখনই অন্ধকার দূরে পলাইল,—তখনই জ্ঞান-সূর্য্যের উদয় হইল। আমরা মনে করি, মন্ত্রের এই অংশের ইহাই মর্ম্মার্থ।

এ পক্ষে, মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশকে, মন্ত্রের প্রথমাংশের উপক্রম বলিয়া গ্রহণ করা যায়। "যৎ পৃথিবীং ব্যুন্দন্তি"—অর্থাৎ সেই দেবগণ যখন কৃপান্বিত হইয়া ইহলোককে, মর্ত্ত্যবাসী আমাদিগকে, করুণাবিতরণে প্রবৃত্ত হন; যখন তাঁহাদের করুণার নির্ঝর-দ্বার সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত

হয় ; তখনই (পূর্ব্বের অন্বয়ে) হৃদয় জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বের ঋকে দেবগণের এইরূপ করুণা-বিতরণের—আলোক-বিস্তারের ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। এ ঋক্ তাহারই অনুস্মৃতি। এখানে সেই উক্তিই দৃঢ়তা-প্রাপ্ত হইতেছে। প্রার্থনা-পক্ষে এ মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'হে দেবগণ। আপনারা স্বতঃকরুণাবর্ষণশীল হইয়া আমাদিগের অজ্ঞানতা অপসারণ করুন, মেঘাপসারণে আমাদের হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হউক।' *. (১ম—৩৮সূ—৯ঋ)।

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাত্রিংশৎ-সূক্তং। দশমী ঋক্।)

অধ স্বনান্মরুতাং বিশ্বমা সদ্ম পার্থিবং।

অরেজন্ত প্র মানুষাঃ ॥ ১০ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অধ। স্বনাৎ। মরুতাং। বিশ্বং। আ। সদ্ম। পার্থিবং।

অরেজন্ত। প্র। মানুষাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মরুতাং' (মরুদ্দেবানাং, সত্ত্বভাবাপন্নানাং) সম্বন্ধিনং 'স্বনাৎ' (বিবেকরূপাৎ শব্দাৎ) 'পার্থিবং' (ইহলোকসম্বন্ধি) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং) 'সদ্ম' (গৃহং) 'আ' (সমন্তাৎ) প্রতিধ্বনয়তি ইতি শেষঃ ; 'অধ' (অনন্তরং, তদ্বাণীং অনুসরণায়েমং ইতি যাবৎ) 'প্র' (প্রকৃষ্টাঃ, প্রজ্ঞা-

---

* প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহ কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাপন্ন। একটা বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। যথা,—"হে মরুদ্দেবসকল, আপনারা উদকপূর্ণ মেঘ দ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া যখন পৃথিবীকে বৃষ্টি দ্বারা বিশেষরূপে সেচন করেন, সেই সময় দিবসেতেও সূর্য্যের আবরণ জন্য অন্ধকার করেন।" একটী ইংরাজী অনুবাদ দেখুন;—"Even by day the Maruts create darkness with the water-bearing cloud, when they drench the earth."

সম্পন্নাঃ) 'মানুষাঃ' (নরাঃ) 'অরেজন্ত' (অদীপ্যন্ত, দীপ্তিমন্তো ভবন্তি ইতি শেষঃ)। দেবাঃ সদৈব লোকহিতপরায়ণাঃ সন্তি। যে জনা দেবমার্গানুসারিণো ভবন্তি, তেষাং শ্রেয়ান্ সুনিশ্চিতো ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৮সূ—১০ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

মরুদ্দেবগণের (সত্ত্বভাবাদির) সম্বন্ধীয় বিবেক-রূপ ধ্বনিতে ইহ-লোকের সকল গৃহই সর্ব্বতোভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে; সেই ধ্বনির অনুসরণ করিয়া, প্রাজ্ঞজন দীপ্তিমান্ হয়েন (১ম—৩৮সূ—১০ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

মরুতাং সম্বন্ধিনঃ স্বনাদধঃ ধ্বনের্গর্জ্জনিরূপাদনন্তরং পার্থিবং পৃথিবীসম্বন্ধি বিশ্বং সদ্ম সর্ব্বং গৃহমাসমন্তাদরেজতেতি শেষঃ। তথা মানুষাগৃহবর্ত্তিনো মনুষ্যা অপি প্রারেজন্ত। প্রকর্ষেণ কম্পিতবন্তঃ॥

অধ। ছান্দসং দত্বং। সদ্ম। ষদ্লৃ বিশরণগত্যবসাদনেষু। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যত ইতি মনিন্। পার্থিবং। পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধি। পৃথিব্যা ঞাঞৌ। পা০ ৪।১।৮৫।২। ইতি প্রাগ্দী-ব্যতীয়োঽঞ্ প্রত্যয়ঃ। ক্রিয়ালাক্ষ্যদাত্তত্বং। অরেজন্ত। রেজৃ কম্পনে॥ (১ম—৩৮সূ—১০ঋ)।

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে ষোড়শো বর্গঃ॥ ১৬॥

দশম (৪৬৫) ঋকের বিশদার্থ।

—— : • : ——

সত্ত্বভাবের একটা উদ্বোধন—প্রতি গৃহস্থকে জাগ্রৎ করিবার চেষ্টা করে। বিবেক-বাণীর একটা অস্ফুট স্বর—প্রতি কর্ণেই, এক সময় না এক সময়, প্রতিধ্বনিত হইতে দেখা যায়। যাঁহারা সে উদ্বোধনায়

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মরুদ্গণসম্বন্ধি গর্জ্জনানন্তর পৃথিবীর সমস্ত গৃহ সম্যক্ কম্পিত হইয়া থাকে। সেইরূপ গৃহবর্ত্তী মনুষ্যগণও প্রকৃষ্টরূপে কম্পিত হয়।

'অধ' ছান্দসে দত্ব। 'সদ্ম' পদটী বিশরণ, গতি ও অবসাদনার্থ 'ষদ্লৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অন্যেভ্যোঽপিদৃশ্যতে' এই নিয়মানুসারে 'মনিন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'পার্থিবং' অর্থাৎ পৃথিবীসম্বন্ধি। 'পৃথিব্যা ঞাঞৌ' (পা০ ৪।১।৮৫) সূত্রানুসারে প্রাগ্দীব্যতীয় 'অঞ্' প্রত্যয়। 'ঞ' ইৎ হেতু আদ্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অরেজন্ত' পদটী কম্পনার্থ 'রেজৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। (১ম—৩৮সূ—১০ঋ)॥

জাগরিত হন, তাঁহারাই তরিয়া যান। যাঁহারা সে বিবেক-বাণীর অনুসরণ করেন, তাঁহাদেরই শ্রেয়োলাভ হয়। সকলে সে উদ্বোধনায় জাগরিত হয় না, সকলের মোহনিদ্রা সে স্বরে ভঙ্গ হয় না। তাই বলা হইয়াছে—"অরেজন্ত প্র মানুষাঃ।" যাঁহারা প্রকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ মানুষ, তাঁহারাই দীপ্তিমান্ হয়েন।

দেবগণ সর্ব্বদা লোকহিতসাধনে উন্মুখ হইয়া আছেন; দেবভাব-সমূহ আপনাদের দিব্যজ্যোতিঃ প্রকাশে নিয়ত মনুষ্যগণকে সুপথ প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু মূঢ় নর, সে স্বর শুনে না; ভ্রান্ত জীব, সে জ্যোতিঃ দেখিয়াও নয়ন নিমীলিত করিয়া থাকে। যাঁহারা সুবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহারাই দেবমার্গের অনুসারী হয়েন, তাঁহারাই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

আমরা মনে করি, এই মন্ত্রের ইহাই মর্ম্ম—এ মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য।

কিন্তু এ ঋকের প্রচলিত অর্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ। প্রকাশ, এখানে, মেঘ-গর্জ্জনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে, মেঘের গর্জ্জনে পৃথিবী কম্পান্বিত হয়; ঘর-বাড়ী কাঁপিয়া যায়; মনুষ্যগণ প্রকৃষ্টরূপে কম্পান্বিত হন। সায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ—এমন কি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও—এই অর্থই গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। * কোনও মতেরই বিশ্লেষণ অনাবশ্যক। আমাদের অভিপ্রায় ও শব্দগত অর্থ অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যাতেই প্রতীত হইবে। (১ম—৩৮সূ—১০ঋ)।

—•—

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

মরুতো বীলুপাণিভিশ্চিত্রা রোধস্বতীরনু।

যাতেম খিদ্রয়ামভিঃ ॥ ১১ ॥

---

* এস্থলে এ ঋকের একটী ইংরাজী অনুবাদ প্রদান করা গেল। যথা,— "From the roaring of the Maruts the seat of the earth trembles, and all men tremble."

পদ-বিশ্লেষণং।

মরুতঃ। বীলুপাণিহভিঃ। চিত্রাঃ। রোধস্বতীঃ। অনু।

যাত। ঈং। অখিদ্রয়ামহভিঃ॥ ১১॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মরুতঃ' (হে বিবেকরূপা দেবাঃ) 'চিত্রাঃ' (বৈচিত্র্যশালিনী, মোহকারিণী) 'রোধস্বতীঃ' (জ্ঞানপ্রবাহরোধিণী বাধা) 'অনু' (অনুলক্ষ্য) 'বীলুপাণিভিঃ' (দৃঢ়হস্তৈঃ, তদ্বাধাপসারণায় ইতি যাবৎ) 'অখিদ্রযামভিঃ' (অবিশ্রান্তগতিভিঃ, সদৈব ইতি ভাবঃ) যূয়ং 'যাতেং' (গচ্ছতৈব)। জ্ঞানপ্রতিবন্ধকানি কারণানি অপসারণায় দেবাঃ সদৈব বদ্ধপরিকরাঃ তিষ্ঠন্তি ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৮সূ—১১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্দেবগণ (বিবেকরূপে প্রকাশমান্ দেবগণ)! বৈচিত্র্যশালিনী (মোহকারিণী) জ্ঞানপ্রবাহরোধকারিণী বাধা লক্ষ্য করিয়া, দৃঢ় হস্তে সেই বাধা অপসারণের জন্য, অবিশ্রান্ত গতিতে (সর্ব্বদা) আপনারা (হৃদয়ে) আগমন করুন। (১ম—৩৮সূ—১১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ। যূয়ং বীলুপাণিভির্দৃঢ়হস্তৈঃ সহিতাঃ সন্তো রোধস্বতীরনু কূলযুক্তা নদীরনুলক্ষ্যাখিদ্রযামভিরচ্ছিন্নগমনৈর্যাতেং। গচ্ছতৈব॥

মরুতঃ। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। বীলুপাণিভিঃ। বীড়ুরিতি বল নাম। বীলুচোগ্রমিতি তন্নামসু পাঠাৎ। তে ভচ তদ্বাংলক্ষ্যাতে। বীলবশ্চ তে পাণয়শ্চ। সমাসস্যান্তোদাত্তত্বং।

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! আপনারা দৃঢ়হস্তের সহিত বিদ্যমান্ হইয়া কূলযুক্ত নদীকে লক্ষ্য করিয়া অচ্ছিন্নগতিতে গমন করুন।

'মরুতঃ' আমন্ত্রিত-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'বীলুপাণিভিঃ'। বীড়ু—বলের নাম। 'বীলুচ উগ্র' ইত্যাদি স্থানের নাম মধ্যে পাঠ আছে। 'তে ভচ' এই নিয়মানুসারে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছে। 'বীলবশ্চ তে পাণয়শ্চ' এই সমাস-বাক্যে অন্তস্বর উদাত্ত

রোধস্বতীঃ। রুধির্ আবরণে। রুণদ্ধি স্রোত ইতি রোধঃ কূলং। কূল নিরুণদ্ধি স্রোত ইত্যুক্তত্বাৎ। অসুনো নিত্বাদাহ্যুদাত্তত্বং। তদ্যুক্তা রোধস্বত্যঃ। মাদুপধায়া ইতি মতুপো বত্বং। উগিতশ্চেতি ঙীপ্। মতুপ ঙীপোঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বেঽসুনঃ স্বর এব শিষ্যতে। যাত। যা প্রাপণে। অদাদিত্বাচ্ছপোলুক্। ঈং। চাদয়োঽনুদাত্তা ইত্যনুদাত্তত্বং। গুণ একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্তত্বং। অখিদ্রয়ামভিঃ খিদ দৈন্যে। স্ফায়িতঞ্চীত্যাদিনা রক্। খিদ্রং যাতীতি খিদ্রয়ামানঃ। ন খিদ্রয়ামানোঽখিদ্রয়ামানঃ। তৈরখিদ্রযামভিঃ। অব্যয়পূর্বপদ প্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৩৮সূ—১১ঋ)॥

একাদশ (৪৬৬) ঋকের বিশদার্থ।

একটু যে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইব, এই অজ্ঞানতা-আচ্ছন্ন হৃদয়ে যে একটু একটু জ্ঞানসঞ্চার করিব,—সে পথে কতই অন্তরায়! পাপের প্রলোভন, কত বিচিত্র মোহনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, আমায় বিভ্রান্ত করিতেছে! চিত্র-বিচিত্র কত বাধা—কত অন্তরায় যে সে পথে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না।

দেবতার অনুকম্পা ভিন্ন, হৃদয়ে দেবভাবের সমাবেশ ব্যতীত, সে বাধা অপসারণের কোনই উপায় নাই। হৃদয়ে যদি বিবেকের উদয় হয়; অনুগ্রহ করিয়া দেবগণ যদি সে বাধা অপসারণের উপায় পরম্পরা নির্দ্দেশ করিয়া দেন; তাঁহারা যদি বিবেক-বাণী-রূপে সদাকাল নিকটে থাকিয়া আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করেন; আর তাঁহাদের দৃঢ়হস্ত যদি সে বাধা

হইয়াছে। 'রোধস্বতীঃ' পদটী আবরণার্থ (রুধির্) 'রুধ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। স্রোতকে রোধ করেন—এই অর্থে 'রোধ' শব্দে কূলকে বুঝায়। কূল স্রোতকে নিরোধ করে—এরূপ উক্তি আছে। 'অসুন' প্রত্যয়ের 'ন'কার ইৎ হেতু আদ্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'তদ্ যুক্তা' অর্থাৎ কূলযুক্তা রোধস্বতী। 'মাদুপধায়া' এই সূত্রানুসারে 'মতুপে'র 'বত্ব' হইয়াছে। 'উগিতশ্চেতি' সূত্রানুসারে 'ঙীপ্' হইয়াছে। মতুপ্ ও ঙীপের 'প'-কার ইৎ হেতু অনুদাত্ত বিধয়ে অসুনের 'স্বর' মাত্র অবশিষ্ট থাকে। 'যাত' পদটী প্রাপণার্থ 'যা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অদাদিগণীয় হেতু 'শপে'র লুক্ হইয়াছে। 'ঈং' পদটী 'চাদয়োঽনুদাত্তা' এই নিয়মানুসারে অনুদাত্ত হইয়াছে। গুণ এবং একাদেশ 'উদাত্তেনোদাত্ত' এই নিয়মানুসারে উদাত্ত হইয়াছে। 'অখিদ্রযামভি' পদটী দৈন্যার্থ 'খিদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'স্ফায়িতঞ্চি' সূত্রানুসারে 'রক' প্রত্যয় হইয়াছে। 'খিদ্রং যাতি' এই অর্থে 'খিদ্রযামানঃ' এবং 'ন খিদ্রযামানঃ' এই অর্থে 'অখিদ্রযামানঃ' পদ হয়। তাহার তৃতীয়ার বহুবচনে 'অখিদ্রযামভিঃ' হইয়াছে। অব্যয়-পূর্ব্বপদহেতু উহার প্রকৃতিস্বরত্ব। (১ম—৩৮সূ—১১ঋ)।

অপসারণে সদা নিয়োজিত থাকে; তবেই উপায় আছে। নহিলে, যে তিমিরে সেই তিমিরেই জীবন কাটিয়া যাইবে,—যে অজ্ঞানতার আঁধারে আচ্ছন্ন আছি, তাহাতেই জীবন পর্য্যবসিত থাকিবে।

হৃদয়ে সেই চিন্তার উদয় হইয়াছে। অর্চ্চনাকারী তাই প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে দেবগণ। একবার আসুন। এ হৃদয়ে সদাকাল অধিষ্ঠিত থাকুন। আপনাদের বজ্রহস্তে এ মোহের বাধা দূর করিয়া দেন। কত বিচিত্র-বেশে সে আমায় ভুলাইয়া রাখিতেছে! কত মোহনীয় মধুর মূর্ত্তিতে সে আমায় প্রলুব্ধ করিতেছে। সে আমায় এক পদ অগ্রসর হইতে দিতেছে না। জ্ঞানপথে তার বাধা—আমার অলঙ্ঘনীয়। আপনারা সহায় না হইলে, আর গত্যন্তর নাই। তাই ডাকি,—দেবগণ! হৃদয়ে আসুন—অধিষ্ঠিত হউন। আমার জ্ঞানের পথের বাধা অপসারণ করিয়া দেন।'

আমরা মনে করি, এই মন্ত্র এইরূপ প্রার্থনার ভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, প্রচলিত কোনও ব্যাখ্যাতেই এ ভাব প্রাপ্ত হই না। সায়ণের যাঁহারা অনুসরণকারী, তাঁহারা অর্থ করিয়া থাকেন,—"হে মরুদ্দেবসকল, দৃঢ়হস্তবিশিষ্ট আপনারা বিচিত্রকূলবিশিষ্ট নদীকে লক্ষ্য করিয়া অবিশ্রামে গমন করেন।" ভিন্ন পন্থী যাঁহারা, তাঁহারা আবার "যুক্তক্ষুর ঘোটকের ন্যায় সরল পথে অগ্রসর হও"—এইরূপ এক বিচিত্র অর্থ টানিয়া আনেন। *

কি শব্দে কি সূত্রে কোন্ ব্যাখ্যাকার কিরূপ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। প্রথম,—

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্য হইতেই শেষোক্ত অর্থের সূচনা হইয়াছে। "অবিত্রাবদ্ভিঃ" পদে যে ঘোটককে বুঝায়, ইহাই তাঁহাদের অভিমত। রোথ, সুইটিক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রথমে এই মত ব্যক্ত করেন। তার পর ম্যাক্সমূলার নানারূপ তর্ক তুলিয়া ইহার পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে "পাণি" শব্দে ঘোটককে ও ঘোটকের পায়ের ক্ষুরকে বুঝায়। তদনুসারে তিনি মন্ত্রের অর্থ করিয়াছেন,—"Maruts on your strong-hoofed never-wearying steeds go after those bright ones (clouds), which are still locked up." উইলসন এবং গ্রেভো প্রভৃতি কিন্তু সায়ণেরই অনুসরণ করেন। উইলসনের অনুবাদ; যথা,—"Maruts, with strong hands, come along the beautifully embanked rivers with unobstructed progress."

'বীলুপাণিভিঃ'। সায়ণের অর্থ—'দৃঢ়হস্তৈঃ'। আমরাও সেই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি। তবে কি জন্য তাঁহাদের দৃঢ়হস্ততার প্রয়োজন, আমরা সেইটুকু নির্দেশ করিয়াছি মাত্র। "রোধস্বতীঃ" অর্থাৎ বাধা অপনয়নেই দৃঢ়হস্ততার প্রয়োজন। 'বীলুপাণিভিঃ' পদ সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। "অখিদ্র-য়ামভিঃ" পদেও আমরা প্রকারান্তরে সায়ণেরই অনুসরণ করিয়াছি। "অবিচ্ছিন্নগমনৈঃ" পদ হইতেই অবিশ্রান্ত-গতি বা সদাকাল অবস্থিতির ভাব আসে। 'রোধস্বতীঃ' পদে ভাষ্যকার ভাবে 'নদীর কূল' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা 'জ্ঞান-পথের বাধা' ভাব আমনন করিয়াছি। জ্ঞানের প্রসঙ্গ পূর্ব্বাপর প্রখ্যাপিত আছে। অর্থেরও তাহাতে সঙ্গতি থাকে। ফলতঃ, ভাষ্যকারের অর্থের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াই আমাদের ভাব প্রস্ফুট হইয়াছে। একটু লক্ষ্য করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। ম্যাক্সমুলার প্রভৃতির ভাব সম্পূর্ণ অন্যপথাবলম্বী। তিনি 'রোধস্বতী' পদে 'বর্ষণহীন মেঘ' (cloud yet unopened) অর্থ গ্রহণ করেন। 'চিত্রাঃ' পদে তিনি 'মেঘের বিচিত্র বর্ণকে' লক্ষ্য করিয়াছেন। সায়ণ 'চিত্রাঃ' পদের অর্থ ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমরা প্রধানতঃ ঐ পদেই নিগূঢ় অর্থ লক্ষ্য করিবার সহায়তা পাইয়াছি। জ্ঞানপথের বাধা যে বৈচিত্র্যময়ী, তাহাতে যে কখনও প্রলোভন, কখনও বিভীষিকা প্রদর্শন —নানা বৈচিত্র্যের সমাবেশ আছে, 'চিত্রাঃ' তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। ফলতঃ, দেবগণ যে জ্ঞানপ্রতিবন্ধক কারণসমূহ বিদূরিত করেন, মন্ত্রের তাহাই মর্ম্ম। তাঁহারা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জ্ঞানের প্রবাহ হৃদয়ে প্রবাহিত করুন—মন্ত্রের ইহাই প্রার্থনা। (১ম—৩৮সূ—১১ঋ)।

—•—

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

স্থিরা বঃ সন্তু নেময়ো রথা অশ্বাস এষাং।
সুসংস্কৃতাং অভীশবঃ ॥ ১২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

স্থিরাঃ। বঃ। সন্তু। নেময়ঃ। রথাঃ। অশ্বাসঃ। এষাং।

সুঽসংস্কৃতাঃ। অভীশবঃ॥ ১২॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে দেবাঃ! 'বঃ' (যুষ্মাকং—বহনোপযোগিনঃ ইতি ভাবঃ) 'নৈময়ঃ' (রথচক্রবলয়াঃ) 'রথাঃ' (শকটাঃ) 'অশ্বাসঃ' চ (ঘোটকাঃ, বাহকাঃ চ) 'এষাং' (অস্মাকং হৃদাং অভ্যন্তরে ইতি যাবৎ) 'স্থিরাঃ' (অবিচলিতাঃ) 'সন্তু' (তিষ্ঠন্তু); তথা অস্মাকং 'অভীশবঃ' (কর্ম্মনিবহাঃ) 'সুসংস্কৃতাঃ' (বিশুদ্ধাঃ, সত্ত্বভাবান্বিতাঃ) ভবন্তু। দেবানামানয়নমুপযোগিনো যানদয়ো হৃদি সদৈব প্রস্তুতা ভবন্তু; তৈঃ তান্ সংবাহনং কৃত্বা হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়াম পূজয়াম ইত্যেবং অভিপ্রায়ঃ। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৮সূ—১২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ! আপনাদের বহনোপযোগী রথনেমিসকল, যানসকল এবং বাহনসকল আমাদের হৃদয়ে অবিচলিত থাকুক (অর্থাৎ—আমরা যেন আপনাদিগকে অনায়াসেই বহন করিয়া আনিতে পারি); আর, আমাদের কর্ম্মনিবহ বিশুদ্ধসত্ত্বভাবযুত হউক। (১ম—৩৮সূ—১২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ। এষাং বো যুষ্মাকং নেময়ো রথচক্রবলয়াঃ স্থিরা সন্তু। তথা রথা অশ্বাসোঽশ্বাশ্চ স্থিরাঃ সন্তু। অভীশবোঽঙ্গুলয়ঃ। অভীশবোঽভীষব ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। সুসংস্কৃতা অশ্ববন্ধনরজ্জুপরিগ্রহণে অলঙ্কৃতাঃ সাবধানাঃ সন্তু।

সুসংস্কৃতাঃ সম্পূর্বাৎ করোতেঃ কর্ম্মণি ক্তঃ। সংপর্য্যুপেভ্যঃ। পা০ ৬৷১৷১৩৭। ইতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদগণ! আপনাদের এই রথচক্রসকল স্থিরভাব ধারণ করুক। রথ ও অশ্বগণ স্থির হউক। অশ্ববন্ধন রজ্জু পরিগ্রহণ-বিষয়ে সাবধান হউন। অঙ্গুলি নামসমূহের 'অভীশবো ভীষিতঃ' দুই প্রকার পাঠ আছে।

'সুসংস্কৃতা' শব্দটী সং-পূর্ব্বক 'কৃ' ধাতুর উত্তর কর্ম্মবিবাচ্যে ক্তঃ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ। 'সংপর্য্যুপেভ্যঃ' (পা০ ৬৷১৷১৩৭) এই সূত্রে বুট্। পূর্ব্বের 'সু' শব্দের সহিত সমাসিপদাতে

হুটৃ। পুনঃ সুপদেন প্রাদিসমাসে অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অভীশবঃ। অভি-পূর্ব্বাদশ্নোতেঃ কৃবাপাজীত্যাদি নীণ্। বর্ণব্যত্যয়ে নাকারস্যেকারঃ। উক্তঞ্চ। বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চেতি। অভীশবোঽভ্যাশ্নুবতে কর্ম্মাণীতি নিরুক্ত। নি০ ৩৯॥ (১ম—৩৮সূ—১২ঋ)।

দ্বাদশ (৪৬৭) ঋকের বিশদার্থ।

মন্ত্রটি দেখিলে, সহসা মনে হয়—যেন মরুদ্দেবগণ রথে করিয়া গমনাগমন করেন; সে রথে অশ্বসকল বাহনের কাজ করে; আর সেই অশ্বসকলের বন্ধন-রজ্জুসমূহ উত্তমরূপে বিভূষিত আছে। প্রায় সেই ভাবেরই অর্থ ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ নিষ্পন্ন করিয়াছেন।

ইংরাজী ও বাঙ্গালা কয়েকটী অনুবাদ প্রথমে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে কি সূত্রে কি অর্থ আসিয়াছে এবং আমাদের অর্থই বা কেন অন্যরূপ হইতেছে, তাহা বুঝা যাইবে। যথা,—

(১) "হে-মরুদ্দেবসকল, আপনাদের রথযোয় এবং রথ ও অশ্ব সকল দৃঢ় হউক। সেই অশ্বরন্দের রজ্জু সকল উত্তমরূপে প্রস্তুত এবং অলঙ্কৃত হউক, যেন গমনকালে কোনও বিঘ্ন না ঘটে।"

(২) "তোমাদিগের রথের নেমিসমূহ দৃঢ় হউক, রথ ও অশ্বগণও দৃঢ় হউক, তোমাদিগের অঙ্গুলী (বল্গাধারণে) সুশিক্ষিত হউক।"

(3) "May your fellies be strong, the chariots, and their horses, may your reins be well-fashioned."

(4) "May your fingers be well-skilled (to held the reins) &c."

এখানে সকলেই যে ভাষ্যকারের অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা নহে। ভাষ্যে "স্থিরাঃ সন্তু" পদদ্বয়ের কোনও প্রতিবাক্য নাই। কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই 'দৃঢ় হউক' অর্থ ধরিয়া লইয়াছেন। আমরা বলি,—'দৃঢ় হওয়ার' কথা ওখানে কিছুই নাই; দেবতাদিগের

অব্যয়-পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'অভীশবঃ' পদটী অভি-পূর্ব্বক (অশ্নোতি) 'অশ' ধাতুর উত্তর 'কৃবাপাজীত্যাদি' নিয়মানুসারে 'নীণ্' প্রত্যয় হইয়া বর্ণব্যত্যয় হেতু 'অ'কার স্থানে 'ঈ'কার হইয়াছে। উক্ত আছে 'বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ ইতি'। 'অভীশবোঽভ্যাশ্নুবতে কর্ম্মাণি' এই নিরুক্ত আছে (নি০ অ০)। (১ম—৩৮সূ—১২ঋ)।

শকটাদি 'ভাঙ্গাচোরা' ছিল না, তাঁহাদের ঘোটককেও 'ছেক্ড়া গাড়ির ঘোড়া' মনে করা বিড়ম্বনা মাত্র। অন্ততঃ মন্ত্রে তেমন কথা নাই। সুতরাং, 'তোমাদের ঘোড়া দৃঢ় হউক, তোমাদের লাগামগাছটা ভাল হউক',—দেবতার সম্বন্ধে এরূপ উক্তি মন্ত্রে সম্ভবপর হইতে পারে না। তাঁহাদের ঐ সকল ভাল হউক,—এরূপ প্রার্থনাই বা মানুষের করিবার কি প্রয়োজন আছে? এই সহজ জ্ঞানের দিক হইতে দেখিলেই ঐরূপ প্রার্থনার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয় না। অতএব, "স্থিরাঃ সন্তু" বাক্যে "স্থির থাকুক—অবিচলিত থাকুক"—এইরূপ অর্থই আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছি।

এখন, 'কি স্থির থাকিবে' এবং 'কোথায় স্থির থাকিবে'—এই দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিলেই মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ নিষ্কাশিত হইয়া আসে। "এষাং" পদটীর সার্থকতার বিষয় অনুধাবন করিলেই সেই স্থানের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বমন্ত্রে দেবগণকে হৃদয়ে আগমনের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে;—তাঁহারা হৃদয়ে আসিয়া অবিশ্রান্তভাবে সর্ব্বদা জ্ঞানের বাধাসমূহকে দূর করুন—এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে "এষাং" পদ সেই সম্বন্ধ খ্যাপন করিতেছে। উহার অর্থ—'ইহাদিগের' অর্থাৎ—আমাদিগের সেই হৃদয় সকলের মধ্যে। এখন বুঝুন, স্থিরভাবে থাকিতে বলা হইল কোথায়? বলা হইল—"স্থিরাঃ সন্তু হৃদি।" অর্থাৎ, —আমাদের হৃদয়ে আসিয়া অবিচলিত থাকুন। এইরূপে থাকিবার স্থান কোথায় নির্দ্দিষ্ট হইল—তাহা বুঝিতে পারা গেল। এখন বুঝিয়া দেখুন—থাকিবে কি কি সামগ্রী? "নেময়ঃ", "রথাঃ" আর "অশ্বাসঃ"। প্রথম অধিকারীকে, দেবগণকে সাকার বলিয়াই মনে করিতে হইবে। সুতরাং, সাকার দেবগণের সংবাহনের জন্য যে প্রকার যান-বাহন প্রয়োজন, তাহাই তাঁহাদের হৃদয়ে অবিচলিত হইয়া থাকুক;—ইহাই এখানকার প্রার্থনার ভাব। এখন, রূপক ভাঙ্গিয়া, একে একে বুঝিয়া দেখুন, সে সকল যান-বাহন কি? 'অশ্বাসঃ'—জ্ঞান-রশ্মি; 'নেময়ঃ'—কর্ম্মশক্তি; 'রথাঃ'—সত্ত্বভাবের আধার স্থানীয় অথবা আধার-স্থানীয় হইবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ মন। মন যদি সত্ত্বভাবের আধার-স্থানীয় হইবার জন্য ব্যগ্র থাকে; কর্ম্মশক্তি যদি তাহার অনুগামী অর্থাৎ সেই রথেরই উপযোগী হয়; আর

জ্ঞান যদি আসিয়া তাহাতে সম্মিলিত হন,—সেই রথের বাহকের কার্য্য করেন ; তাহা হইলে আর ভাবনা থাকে কি? প্রার্থনায় ঐ তিনটী যান-বাহনকে তাই স্থির অবিচলিত থাকিতে বলা হইয়াছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রথম পংক্তির মর্ম্ম হয় এই যে,—হে দেবগণ! আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আমরা যেন আপনাদের যান বাহন-দিগকে ঠিক রাখিতে পারি। তাহারা অবিচলিত থাকিলে, আপনাদের আগমন সুগম্ভর হইবে—ইহাই ভরসা।'

এখন মন্ত্রের শেষাংশ—"সুসংস্কৃতা অভীশবঃ" পদদ্বয়—কি ভাব ব্যক্ত করে, অনুধাবন করা যাউক। "অভীশবঃ" পদের অর্থ উপলক্ষে নানা মতান্তর দেখি। সায়ণ বলেন, ঐ পদের অর্থ—'অঙ্গুলি-সমূহ'। অপর সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যাকারগণের মতে, ঐ পদে বল্গাকে (রশ্মিকে) বুঝাইতেছে। উভয় পক্ষকেই কতদূর টানিয়া বুনিয়া অর্থ করিতে হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ঐ পদে অঙ্গুলি অর্থ গ্রহণ করিয়া, ভাষ্যকার নির্দ্দেশ করিলেন,—'অশ্বরজ্জুধারণে (দেবগণের) অঙ্গুলি সাবধান হউক।' অন্যপক্ষে অর্থ করিলেন,—'অশ্বের বল্গা বা রশ্মি যেন অলঙ্কৃত হয়।' তাহা হইতে আরও দাঁড়াইল,—'অশ্বের গমনের সময় যেন বিঘ্ন উপস্থিত না হয়।' কিন্তু আমাদের অর্থ সেদিক দিয়াই যাইতেছে না। দেবতাদের অঙ্গুলি যেন বল্গা-ধারণে সাবধান থাকে, অথবা বল্গা যেন সুশোভন হয় ;—এ সকল কি আর প্রার্থনা! দেবতাদিগকে আবার আমরা সাবধান করিয়া দিব কি? তবে কি?—মর্ম্ম তবে কি? আমরা বলি,—'অভিশবঃ' পদে দেবোদ্দেশে বিহিত কর্ম্ম-সমূহকে বুঝায়। 'অভি-' পূর্ব্বক 'অশ্' ধাতু ঐ পদের মূল। 'অশ্' ধাতু—ব্যাপ্তি ও সংহতি অর্থমূলক। ব্যাপ্তির দিকেও যায়—কর্ম্ম। সংহিতাও—কর্ম্ম-সাপেক্ষ। তাই ঐ পদে 'দেবোদ্দেশে বিহিত কর্ম্ম' অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। "অভীশবোঽভ্যশ্নুবতে কর্ম্মাণীতি"—এই নিরুক্ত-বাক্যেও ঐ আভাসই প্রাপ্ত হই। সে পক্ষে 'সুসংস্কৃতাঃ' পদেরও সার্থক প্রয়োগ প্রতিপন্ন হয়। ভাব দাঁড়ায়,—'আমার কর্ম্ম যেন বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবযুত হয়।' ইহাই প্রার্থনা। এই প্রার্থনাই এই মন্ত্রে নিহিত আছে। (১ম—৩৮সূ—১২ঋ)।

—•—

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্।)

অচ্ছা বদা তনা গিরা জরায়ৈ ব্রহ্মণস্পতিং।

অগ্নিং মিত্রং ন দর্শতং ॥ ১৩॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অচ্ছ। বদ। তনা। গিরা। জরায়ৈ। ব্রহ্মণঃ। পতিং।

অগ্নিং। মিত্রং। দর্শতং ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে জীব! যত্তপি 'ব্রহ্মণস্পতিং' (লোকপালকং দেবং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'মিত্রং' (মিত্রবৎপ্রিয়কারকং দেবং) 'ন দর্শতং' (অদর্শনীয়ং, লৌকিকদৃষ্টিবহির্ভূতং) জানাসি, তথাপি 'জরায়ৈ' (স্তোতুং আরভ্য ইতি যাবৎ, মরুদ্দেবানাং স্তোত্রেণ সহ ইতি ভাবঃ) 'অচ্ছা' (তত্তদ্দেবাভিমুখ্যেন) 'তনা' (তনয়া, দেবতাস্বরূপং প্রকাশয়ন্ত্যা) 'গিরা' (বাচা, স্তোত্রেণ), 'আবদ' (উচ্চারয়)। দেবসম্বন্ধিনা মন্ত্রেণ সহ দেবাবির্ভাবঃ সঙ্ঘটতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৮সূ—১৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জীব! লোকপালক ব্রহ্মণস্পতি দেবকে, জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে এবং মিত্রবৎ প্রিয়কারক মিত্রদেবকে যদিও লোকদৃষ্টির বহির্ভূত অদর্শনীয় বলিয়া জান; তথাপি স্তব আরম্ভ করিয়া (অর্থাৎ মরুদ্দেবগণের স্তোত্রের সহিত) তত্তৎ দেবতার অভিমুখে দেবস্বরূপপ্রকাশক স্তোত্রমন্ত্র উচ্চারণ কর। (সেই সেই মন্ত্রের সহিতই দেবতার আবির্ভাব সংঘটিত হইবে—ইহাই তাৎপর্য্য)। (১ম—৩৮সূ—১৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিক্‌সমূহ তনা তনয়া দেবতাস্বরূপং প্রকাশয়ন্ত্যা গিরা বাচা ব্রহ্মণস্পতিং মন্ত্রস্য হবির্লক্ষণস্যান্নস্য বা পালকং মরুদ্‌গণমগ্নিং দর্শতং দর্শনীয়ং মিত্রং চ মিত্রমপি অস্মাভিঃ স্তোতুমচ্ছাভিমুখ্যেন যদ ব্রূত॥

অচ্ছা। নিপাতস্য চেতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং। যদ। দ্ব্যচোহতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। তনা। তনু বিস্তারে। তনোতি দেবতামাহাত্ম্যং বিস্তারয়তীতি তনা। 'পচাদ্যচ্। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। তৃতীয়ায়া ডাদেশঃ। গিরা। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। ব্রহ্মণঃ। ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রেতি সংহিতায়াং সত্বং॥ (১ম—৩৮সূ—১৩ঋ)।

ত্রয়োদশ (৪৬৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। দেবগণ সকল সময় লোক-লোচনের অন্তর্ভুক্ত নহেন। মানুষ সচারাচর তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না। সুতরাং মনে স্বতঃই দেবগণের অস্তিত্ব-বিষয়ে সংশয় আসে। এই মন্ত্র সেই সংশয় অপনোদন করিতেছে। মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'যদিও তোমরা লৌকিক দৃষ্টিতে সর্ব্বদা দেবগণকে দেখিতে পাও না, কিন্তু সে জন্য তাঁহাদের কর্ম্মকারিতা-বিষয়ে সন্দিহান হইও না। মন্ত্র-ব্রহ্মের দ্বারা তাঁহাদের অনুধ্যান কর। তাহাতে তাঁহাদের করুণা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে।'

মন্ত্রে ব্রহ্মণস্পতি, অগ্নি ও মিত্র—এই তিনটী দেবতার নাম-মাত্র উল্লিখিত হইলেও, সকল দেবতাই উহার লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'হে ঋত্বিকগণ! দেবতাগণের স্বরূপ-প্রকাশক বাক্যের দ্বারা, মন্ত্রের অথবা হবির্লক্ষণ-অন্নের পালক মরুদ্‌গণকে, অগ্নিকে ও মিত্রকে স্তবের নিমিত্ত তাঁহাদের অভিমুখী হইয়া বলুন।

'অচ্ছা' পদটী 'নিপাতস্য চ' এই নিয়মানুসারে সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘ হইয়াছে। 'যদ' পদটী 'দ্ব্যচোহতস্তিঙ' এই নিয়মানুসারে সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘ। 'তনা' পদটী বিস্তারার্থ 'তন' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'তনোতি' অর্থাৎ দেবমাহাত্ম্য বিস্তার করেন—এই ব্যাসবাক্যে 'তনা' হইয়াছে। 'পচাদ্যচ্' সূত্রে 'অচ্' প্রত্যয়। বৃষাদি-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। তৃতীয়া স্থানে 'ডা' আদেশ হইয়াছে। 'গিরা' পদটীতে 'সাবেকাচ' সূত্রে বিভক্তির আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ব্রহ্মণঃ' পদটীর পর প্রতি শব্দ থাকায়, 'ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রেতি' নিয়মে সংহিতা-বিষয়ে 'সত্ব' হইয়াছে। (১ম—৩৮সূ—১৩ঋ)।

হইবে। বিশ্লেষণ করিলে, ঐ তিন দেবতার মধ্যেই অপরাপর দেবতার ভাব আসিয়া পড়ে। ফলতঃ, আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে দেবদর্শন না ঘটিলেও, দেবতার পূজার ও দেবভাবের অনুসরণ দ্বারাই দেবদর্শন ঘটে। ইহাই এ মন্ত্রের তাৎপর্য্য। (১ম—৩৮সূ—১৩ঋ)। *

—•—

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্।)

মিমীহি শ্লোকমাস্যে পর্জ্জন্য ইব ততনঃ।

গায় গায়ত্রমুক্থ্যং ॥ ১৪ ॥

---

* বলা বাহুল্য, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, এ অর্থ প্রচলিত অর্থ নহে। সায়ণের মতে,—ঋত্বিক্-গণকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে, ব্রহ্মণস্পতি পদ মরুদগণের সম্পর্কেই বসিয়াছে। ম্যাক্সমূলার বলেন,—'মিত্রং" পদ 'অগ্নির বিশেষণ' এবং 'ব্রহ্মণস্পতিং' পদে 'উপাসনার প্রভু' (Lord of prayer) বুঝায়। উহা বিশেষণবৎ ব্যবহৃত। তাঁহার মতে—'তনা' পদ ক্রিয়ার বিশেষণ। উহার অর্থ—'সর্ব্বদা।' উইলসন কিন্তু তিন দেবতাই ধরিয়াছেন। যাহা হউক, সম্পূর্ণ মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে পরস্পর মতান্তর দেখা যায়। সায়ণের অর্থে একটু আমাদের মতের একটু আভাষ পাইলেও, আমাদের অর্থের সহিত কোনও অর্থেরই মিল হয় না। এক ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—"হে ঋত্বিকসমূহ! তোমরা দেব-স্বরূপ-প্রকাশক অখণ্ডিত বাক্য দ্বারা মন্ত্রের বা অন্নের পালক মরুদ্দেবগণকে এবং অগ্নি ও দর্শনীয় মিত্র দেবতাকে সম্মুখ হইয়া স্তব কর।" আর এক ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—"ব্রহ্মণস্পতি ও অগ্নি ও দর্শনীয় মিত্রের স্তুতির জন্য দেবতার স্বরূপ প্রকাশকারী বাক্য দ্বারা আমাদিগের সম্মুখে তাঁহাদের বর্ণন কর।" ম্যাক্সমূলারের অনুবাদ,—"Speak forth for ever with thy voice to praise the Lord of prayer, Agni, who is like a friend, the bright one." উইলসনের অনুবাদ,—"Declare in our presence (priests), with voice attuned to praise Brahmanspati, Agni and the beautiful Mitra." কোন্ পদে কোন্ ব্যাখ্যাতা অগ্রসর হইয়াছেন, আলোচনায় তাহা বুঝা যাইবে। "স দর্শনীয়ং" পদের 'স' পদ প্রায় সকলেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। প্রায় সকলে উহার 'অগ্নি' অর্থ ধরিয়া লইয়াছেন। অপর সকলে ঐ পদে 'সুন্দর' অর্থই গ্রহণ করেন।

পদ-বিশ্লেষণং।

মিমীহি। শ্লোকং। আস্যে। পর্জ্জন্যঃ৲ইব। ততনঃ।

গায়। গায়ত্রং। উকৃথ্যং ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'পর্জ্জন্যঃ' (মেঘঃ) 'ইব' (যথা) 'ততনঃ' (বৃষ্টিং বিস্তারয়তি তদ্বৎ) 'আস্যে' (বদনে) 'শ্লোকং' (মন্ত্রং) 'মিমীহি' (উচ্চারয়, হৃদি বিস্তারয়), 'গায়ত্রং' (গায়ত্রী-ছন্দোযুক্তং) 'উকৃথ্যং' (বেদমন্ত্রং) 'গায়' (পঠ)। অত্র পূর্ব্বমন্ত্রাণুবৃত্তি লক্ষ্যতে। মেঘো যথা বৃষ্টিং বিস্তারয়তি তদ্বৎ হৃদি মন্ত্রং প্রবেশয়, উকৃথং চ সদা গায়। ইতি আত্মোদ্বোধনসূচকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১ম—৩৮সূ—১৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

মেঘ যেমন বৃষ্টিকে বিস্তারিত করে, সেইরূপ বদনে মন্ত্র প্রবেশ করাও,—হৃদয়ে বিস্তারিত করাও ;—গায়ত্রীছন্দোযুক্ত বেদমন্ত্র গান কর (নিত্য পাঠ কর)। (১ম—৩৮সূ—১৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিকসমূহ! আস্যেনাস্মদীয়মুখে শ্লোকং স্তোত্রং মিমীহি। নির্ম্মিতং কুরু। তচ্চ শ্লোকং ততনঃ বিস্তারয়। তত্র দৃষ্টান্তঃ। পর্জন্য ইব। যথা মেঘো বৃষ্টিং বিস্তারয়তি তদ্বৎ। উকৃথ্যং শস্ত্রযোগ্যং গায়ত্রং গায়ত্রীছন্দস্কং সূক্তং গায়। পঠ।

মিমীহি। মাঙ্ মানে। জোহোত্যাদিকঃ। বাহুলকেন পরস্মৈপদং। ভৃঞামিদিত্যভ্যাসস্যেত্বং। আস্যে। অসু ক্ষেপণে। অস্যতে ক্ষিপ্যতেঽস্মিন্নিত্যাস্যং। কৃত্যল্যুটো বহুলং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ঋত্বিকসমূহ! আপনারা মুখে স্তোত্র নির্ম্মাণ করুন। সেই স্তোত্রশ্লোককে বিস্তার করুন। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত। পর্জ্জন্যের ন্যায়; অর্থাৎ মেঘ যেমন বৃষ্টি বিস্তার করেন, সেই প্রকার। শস্ত্রযোগ্য গায়ত্রীছন্দোযুক্ত সূক্ত পাঠ করুন।

'মিমীহি' পদটী জুহোত্যাদিগণীয় মানার্থ 'মা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বাহুলক-হেতু পরস্মৈপদ হইয়াছে। 'ভৃঞামিৎ' এই নিয়মানুসারে অভ্যাসের স্থানে 'ই' হইয়াছে। 'আস্যে' পদটী ক্ষেপণার্থ 'অস' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ক্ষেপণ করা হয় ইহাতে—এই অর্থপ্রযুক্ত

পা০ ৩।৩।১১৩। ইত্যধিকরণে ণ্যৎ। তিংস্বরিতমিতি স্বরিতত্বং। ততনঃ। তনু বিস্তারে। লেটি সিপি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য শ্লুঃ। লেটোঽডাটাবিত্যডাগমঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকারলোপঃ। গায়ত্রং। গায়ত্র্যাঃ সম্বন্ধি তত্তেদমিত্যণ্। যথা গায়ত্রমিত্যত্র ইতি গায়ত্রং। আতোঽনুপসর্গে কঃ॥ (১ম—৩৮সূ—১৪ঋ)।

চতুর্দ্দশ (৪৬৯) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব ঋকের সহিত এ ঋক্ সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া বুঝা যায়। পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছে,—দেবগণকে এই চক্ষুতে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে না পাইলেও তাঁহাদের উদ্দেশে মন্ত্র উচ্চারণে বিরত থাকিও না। এখানে বলা হইতেছে,—সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে কেমন ভাবে? উপদেশ দেওয়া হইতেছে,—মন্ত্র যেন তোমার মুখের সহিত সম্বন্ধযুত হইয়া, হৃদয়ে—হৃদয়েই বা বলি কেন—প্রতি অঙ্গে, বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কেমন ভাবে বিস্তৃত করিবে? না—মেঘ যেমন বৃষ্টিকে বিস্তারিত করে। ভাবে প্রকাশ পাইতেছে,—'তোমার হৃদয়-মরু পাপের জ্বলনে জ্বলিতেছে; মন্ত্র-ব্রহ্মের অনুধ্যান করিলে, তুমি বারিবর্ষণের ন্যায় শান্তি-শীতলতা লাভ করিবে।' মানুষের জ্ঞান-দেবতা, মানুষকে এই শিক্ষা প্রদান করিতেছে;—'তুমি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত হও,—তুমি বেদমন্ত্র গান করিতে উদ্বুদ্ধ হও।' আর বলিতেছে,—'সেই মন্ত্রই তোমাকে শান্তিদান করিবে।'

আমরা তো এই ঋকে এই ভাবই গ্রহণ করি। কিন্তু নানা দেশের পণ্ডিতগণের নানারূপ গবেষণার ফলে এ মন্ত্রটী সম্পূর্ণ অন্য ভাব-প্রকাশক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারের মত এই যে, এই মন্ত্রে

'আস্যং' পদ হয়। 'কৃত্যল্যুটো বহুলং' (পাং ৩।৩।১১৩) এই সূত্রানুসারে অধিকরণে 'ণ্যৎ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'তিংস্বরিতং' সূত্রানুসারে 'স্বরিতত্ব' প্রাপ্ত হইয়াছে। 'ততনঃ' পদটী বিস্তারার্থ 'তন' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লেট' বিভক্তিতে 'সিপ্' পরে 'বহুলং ছন্দসি' সূত্রে বিকরণস্থানে 'শ্লুঃ' হইয়াছে। 'লেটো অডাটৌ' সূত্রে 'লেট' বিভক্তিতে 'অট্' আগম হইয়াছে। 'ইতশ্চ লোপঃ' এই সূত্রে ই-কারের লোপ হইয়াছে। 'গায়ত্রং' পদটি, গায়ত্রীসম্বন্ধ তাহার ইহা—এই অর্থে, 'অণ্' প্রত্যয় হইয়াছে। পক্ষান্তরে, গায়কে ত্রাণ করেন—এই বাক্যে 'গায়ত্রং' পদ হয়। 'আতোঽনুপসর্গে কঃ' সূত্রানুসারে 'কঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। (১ম—৩৮সূ—১৪ঋ)।

পুরোহিত বা যজমান যেন ঋত্বিক্‌গণকে ডাকিয়া বলিতেছেন,—'মুখে মুখে মন্ত্র রচনা কর, মেঘগর্জ্জনের ন্যায় চীৎকার করিয়া তাহা গান কর।' * এই তো ব্যাপার। বলা বাহুল্য, "মিমীহি" পদের ভাষ্যে সায়ণ "নির্ম্মিতং কুরু" লিখিয়াছেন; আর, তাহা হইতেই ঐরূপ অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

এখন দেখা যাউক—আমরাই বা কেন অন্যরূপ অর্থ গ্রহণ করি? প্রথম—'মিমীহি' পদ। ঐ পদ 'মা' (মাঙ্) ধাতু হইতে উৎপন্ন। ঐ ধাতুর অর্থ—'প্রস্তুত করা' নয়, 'শব্দ করা' ("মাঙ্‌ লি শব্দে")। সুতরাং উচ্চারণ করা অর্থই এ পক্ষে সঙ্গত হয়। ঐ ধাতুর আর এক অর্থ—পরিমাপ করা। তাহাতে বিস্তৃতির ভাব আসে। বিশেষতঃ উপমায় "পর্জ্জন্য ইব ততনঃ" বাক্য সেই ভাবই আনিয়া দিতেছে। বিস্তারার্থক 'তন্' ('তনু বিস্তারে') ধাতু হইতে 'ততনঃ' পদের উৎপত্তি। তাহাতে "পর্জ্জন্য ইব ততনঃ" বাক্যে মেঘ-বিস্তারের ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু 'ততনঃ' পদে কেহ কেহ 'স্তনয়ঃ শব্দায়স্ব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; এবং তাহাদের মতে 'পর্জ্জন্য' পদে 'বজ্রকে' বুঝাইতেছে। † কিন্তু সে অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, সকল দিক বিবেচনা করিয়া, আমরা সিদ্ধান্ত করিলাম,—এ মন্ত্রে অর্চ্চনাকারী আপনাকে মন্ত্রব্রহ্মের অনুসরণে ও অনুধ্যানে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। কি ভাবে মন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করা কর্তব্য এবং কি ভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করা বিধেয়,—এখানে তাহাই প্রখ্যাপিত হইতেছে। (১ম—৩৮সূ—১৪ঋ)।

---

* পাশ্চাত্যের বেন্‌ফে এবং লুডুইক প্রমুখ পণ্ডিতগণ এবং আমাদের দেশের রমানাথ সরস্বতী ও রমেশচন্দ্র দত্ত এই অর্থ ই গ্রহণ করিয়াছেন। বোম্বাই হইতে প্রকাশিত "বেদার্থযত্ন" এই ভাব ব্যক্ত করেন। উইলসন এবং ম্যাক্সমুলার এখানে সায়ণেরই অনুসরণকারী। পরন্তু উইলসনের অনুবাদটী অনেকাংশে আমাদেরই ভাবের পোষক। তাঁহার অনুবাদ,—"Utter the verse that is in your mouth, spread it out like a cloud spreading rain." তিনি রচনার কথা আনেন নাই এবং মন্ত্রের তুলনাও গ্রহণ করেন নাই। তবে তাঁহার ভাব—একটু ভাসা ভাসা। মন্ত্র উচ্চারিত হউক, আর চারিদিকে তাহা বিস্তারিত হইয়া পড়ুক,—এই যেন তাঁহার ভাব। কিন্তু আমাদের ভাব—হৃদয়ে বিস্তার-লাভ করুক। 'মিমীহি' পদ সেই ভাবই দ্যোতনা করে।

† এই সূক্তের প্রারম্ভেই (১৯৮৩ পৃষ্ঠায়) এই মন্ত্রের আলোচনা দেখুন।

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথম মণ্ডলং। অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্।)

বন্দস্ব মারুতং গণং ত্বেষং পনস্যুমর্কিণং।

অস্মে বৃদ্ধা অসন্নিহ॥ ১৫॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

বন্দস্ব। মারুতং। গণং। ত্বেষং। পনস্যুং। অর্কিণং।

অস্মে ইতি। বৃদ্ধাঃ। অসন্। ইহ॥ ১৫॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ত্বেষং' (স্বপ্রকাশং) 'পনস্যুং' (স্তবনীয়ং) 'অর্কিণং' (অর্চনোপেতং) 'মারুতং (মরুৎ-সম্বন্ধিনং, বিবেকবিহিতং) 'গণং' (দেবসমূহং) 'বন্দস্ব' (নমস্কুরু); তে দেবাঃ 'অস্মে' (অস্মাকং) 'ইহ' (কর্ম্মণি) 'বৃদ্ধাঃ' (প্রবৃদ্ধাঃ, চিরসম্বন্ধযুক্তাঃ) 'অসন্' (ভবন্তু)। বিবেক-সংযুক্তানাং সর্ব্বেষাং দেবতাবানাং পূজা বিহিতা অস্তি। বয়ং তান্ সর্ব্বান্ পূজেম। ইত্যেবং সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১ম—৩৮সূ—১৫ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

স্বপ্রকাশ, স্তবনীয়, অর্চ্চনাপ্রাপ্ত, মরুৎসম্বন্ধীয় (বিবেকবিহিত) দেবতাসমূহকে বন্দনা কর। সেই দেবগণ আমাদিগের কর্ম্মে চিরসম্বন্ধযুক্ত হউন। (১ম—৩৮সূ—১৫ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিক্‌গণাঃ! মারুতং মরুৎসম্বন্ধিনং গণং সমূহং বন্দস্ব। নমস্কুরু। স্তুহি বা। কীদৃশং গণং। ত্বেষং। দীপ্তং। পনস্যুং। স্তুতিযোগ্যং। অর্কিণং। অর্চনোপেতং। অস্মেহস্মাকমিহাস্মিন্‌কর্ম্মণি বৃদ্ধা অসন্। মরুতঃ প্রবৃদ্ধা ভবন্তু॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ঋত্বিক্‌গণ! আপনারা মরুদ্গণকে নমস্কার করুন, অথবা স্তব করুন। মরুদ্গণ কি প্রকার? দীপ্ত, স্তুতিযোগ্য এবং অর্চনোপেত। আমাদের এই কর্ম্মে মরুদ্গণ প্রবৃদ্ধ হউন।

বন্দধ্যৈ। বদি অভিবাদনস্তুত্যোঃ। অনুপদেশাল্লসার্বধাতুকানুদাত্তবে ধাতুস্বরঃ। পনস্যুং। পন চেতি স্তুত্যর্থো ধাতুঃ। অসুন্। পনঃ স্তোত্রমাত্মন ইচ্ছতীতি পনস্যুঃ। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। ক্যাচ্ছন্দসীত্যুপ্রত্যয়ঃ। অর্কিণং। ঋচ স্তুতৌ। পুংসি সংজ্ঞায়ামিতি ঘঃ। অর্কোহস্যাস্তীত্যর্কো। অত ইনিঠনৌ। অসন্। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুগ্ভাবঃ। ইতশ্চ লোপঃ ইতীকারলোপঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। (১ম—৩৮সূ—১৫ঋ)।

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে সপ্তদশো বর্গঃ ॥ ১৭ ॥

পঞ্চদশ (৪৭০) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এ মন্ত্রও আত্মসম্বোধনমূলক। মন্ত্রের স্থূল মর্ম্ম এই যে,—এ সংসারে যত দেবতা আছেন, বিবেকানুমোদিত যত প্রকার দেবভাব সম্ভবপর হয়, আমরা যেন সেই সকল দেবতার ও সেই সকল দেবভাবের অনুসরণকারী হই,—সেই সকল দেবতা ও সেই সকল দেবভাব যেন আমাদের কর্ম্মের সহিত চিরসম্বন্ধযুত হইয়া থাকেন।

এ মন্ত্রে প্রধান পদ—'মারুতাং গণং।' উহাতে কি ভাব আসে, প্রথমে বিবেচনা করা প্রয়োজন। মরুদ্দেবগণকে আমরা বিবেক-রূপী সত্ত্বভাবোদ্দীপক দেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। তাঁহাদের 'গণ' বলিতে, তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধযুত দেবতা-মাত্রকেই, সকল দেবভাবকেই, বুঝাইতেছে। সে সকল দেবভাব কেমন? 'ত্বেষং', 'পনস্যুং',

---

'বন্দধ্যৈ' পদটি স্তুতি ও অভিবাদনার্থ (বদি) 'বন্দ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অৎ' উপদেশ হেতু 'লসার্বধাতুকানুদাত্তবে ধাতুস্বরঃ' এই অনুশাসন-বলে ধাতুস্বর প্রাপ্তি হইয়াছে। 'পনস্যুং' পদটী স্তুত্যর্থ 'পন' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অসুন্' প্রত্যয়। আত্ম-সম্বন্ধে স্তোত্রকে ইচ্ছা করেন—এই বাক্যে পনস্যুঃ পদ হয়। 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' (পা০ ৯।৩।১৮) সূত্রে ক্যচ্ প্রত্যয়। 'ক্যাচ্ছন্দসি' (পা০ ৩।২।১৭৯) সূত্রে 'উঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'অর্কিণং' স্তুত্যর্থ 'ঋচ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ' (পা০ ৩.৩।১১৮) সূত্রে 'ঘঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'অর্কোহস্যাস্তি' এই বাক্যে 'অর্ক' পদ হয়। 'অত ইনিঠনৌ' (পা০ ৫।২।১১৫) সূত্রে ইন্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'অসন্' পদটী 'বহুলং ছন্দসি' সূত্রে 'শপে'র লুক্ ভাব হইয়াছে। 'ইতশ্চ লোপ' সূত্রে 'ই'কার লোপ ও 'তিঙ্ঙতিঙঃ' সূত্রে নিঘাত হইয়াছে। (১ম—৩৮সূ—১৫ঋ)।

ইতি প্রথম মণ্ডলে তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তদশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

'অর্কিণঃ'—এই বিশেষণত্রয় তাহা ব্যক্ত করিতেছে। পক্ষান্তরে, মনে করিতে পারি, দেবতার ও দেবভাবের সাধারণ পরিচায়কই—ঐ বিশেষণত্রয়।

দেবতা বা দেবভাব স্বতঃপ্রকাশ। তাঁহারা আপনা-আপনিই প্রকাশিত আছেন। তাঁহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ হইলা মাত্রই, তাঁহাদের স্বরূপ উপলব্ধ হয়,—তাঁহারা যে স্বতঃপ্রকাশ তাহা বুঝিতে পারি। 'ত্বেষং' পদ সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। স্বরূপ উপলব্ধ হইলেই বুঝা যায়, সে দেবতা বা দেবভাব—'পনস্যুং' অর্থাৎ স্তবনীয় বা অর্চ্চনার যোগ্য। তার পর জানা যায়, সে দেবভাব—'অর্কিণঃ'; অর্থাৎ, স্তব বা অর্চ্চনা তাঁহারা প্রাপ্ত হন,—স্তবের বা অর্চ্চনার নিকট তাঁহারা উপস্থিত হইয়া থাকেন। *

এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই অর্চ্চনাকারী সঙ্কল্প করিতেছেন,—'এমন যে দেবতা-সকল, এমন যে দেবভাব-সমূহ, হে আমার মনঃপ্রাণ—তোমরা সব এস—তাঁহাদের বন্দনা কর। আর, আমাদের সেই বন্দনার ফলে, সেই দেবতা বা সেই দেবভাব আমাদের কর্ম্মের মধ্যে বৃদ্ধ হউন, অর্থাৎ চিরসম্বন্ধযুত হইয়া রহুন।' মন্ত্রের অন্তর্গত 'বৃদ্ধা অসন্' বাক্যে চিরসম্বন্ধযুত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। অথচ, আজিকালকার চলিত অর্থ,—'এস, আমরা দেবগণের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিব।' †

---

* পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ এ মন্ত্রের কয়েকটী পদের অর্থ লইয়া বড়ই সমস্যায় পড়িয়াছেন দেখিতে পাই। ম্যাক্সমূলার বলেন—'অর্কিণঃ' পদের প্রকৃত অর্থ নিষ্কাশন করা বড়ই কঠিন; উহার অর্থ—প্রশংসা করা, পূজা করা, গান করা; তাহার মধ্যে 'গান করা' অর্থই এস্থলে প্রযোজ্য। এই জন্য তিনি ঐ পদের প্রতিবাক্য লিখিয়াছেন—"the musical:", 'ত্বেষং' পদে তিনি 'ভয়ানক' (terrible) এবং 'পনস্যুং' পদে 'গৌরবান্বিত' (glorious) অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

† পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যাতেই প্রথম এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তার পর আমরাও তাহার অনুসরণ করিতেছি। "অগ্নে বৃদ্ধা অসন্নিহ"—এই অংশের ভাব তাঁহাদের ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদের মতে, এখানে বলা হইতেছে,—'আমাদের উপাসনায় দেবগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউন।' তাঁহাদের অনুবাদ,—"May they be exalted by this our worship." দেবতার নিকট প্রার্থনা, অথচ দেবতাকে বাড়াইবার কল্পনা। ভাব এই রকমেই উল্টাইয়া যায়। আমাদের দেশের অনেক ব্যাখ্যাকার এখন আবার এই সকল স্থল দেখিয়া বলেন,—"দেখ, ঋষিরা কেমন আপনাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এক একটী দেবতাকে বাড়াইবার পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন। বেদের মন্ত্রে যখন

মন্ত্রটী এ পক্ষে বড়ই সদ্ভাবপূর্ণ। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'এ সংসারে যত দেবতা ও যত দেবভাব আছেন, তাঁহাদের সকলেরই পূজা করা বিহিত।' সঙ্গে সঙ্গে অমনি সঙ্কল্প করা হইতেছে,—'এস, আমরা সকল দেবভাবের আরাধনায় প্রাণমন উৎসর্গ করি।'

এ মন্ত্রে ভাষ্যের অভিমতই অনুসরণীয়। তবে ভাষ্যে, ঋত্বিক্‌গণকে সম্বোধন করিয়া যেন মন্ত্রটী উচ্চারিত হইয়াছে—এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, সম্বোধন ঋত্বিক্‌গণকে কেন হইবে? সকলেই আপনাকে আপনি সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্রের অনুধ্যান করিতে পারেন। আর, সেই সম্বোধনই সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া আমরা মনে করি। (১ম—৩৮সূ—১৫ঋ)। *

আছে—'তোমরা তাঁহার মহিমা বাড়াও,' তখন দেবতাদিগের মহিমা বৃদ্ধি করাও একটা কর্ত্তব্য কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিও। এই তাঁহাদের উপদেশ!" এই দৃষ্টিতেই এই মন্ত্রের এখন অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"আমাদিগের এই কার্য্যে তাঁহারা যেন বর্দ্ধনশীল হয়েন!" আর এক জনের অনুবাদ আবার দেখুন,—"প্রদীপ্ত, স্তবনীয় এবং উপাস্য মরুদ্‌গণকে প্রণাম কর, আমাদিগের দ্বারা যেন তাঁহারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন।" আমরা দেবতাকে বাড়াইব, আমাদের দ্বারা তাঁহাদের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হইবে—হায় আমাদের বুদ্ধি!

* বেদ ব্যাখ্যা-বিষয়ে পাশ্চাত্যের বা পাশ্চাত্যমতাবলম্বিগণের দৃষ্টি, আর হিন্দুর দৃষ্টি—বিভিন্ন প্রকার। মরুদ্দেবগণ বলিতে, পাশ্চাত্য ঝড়ঝঞ্ঝাবাতকেই লক্ষ্য করেন। কিন্তু হিন্দু, পক্ষ-পক্ষে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত অর্থ গ্রহণ করিলেও, পূজার সময় উহার প্রাণস্বরূপ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মানিয়া লন। পাশ্চাত্যের মত,—অসভ্য আদিম অবস্থায় মানুষ ঝড় ঝঞ্ঝাবাতের প্রকোপ দেখিয়া পূজা করিয়াছিল; মরুদ্‌গণের উপাসনা সেই সূত্রেই প্রকটিত হয়। ম্যাক্সমুলার তাই স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—"Marut or MARUT in ordinary Sanskrit mean wind, and more particularly a strong wind, differing by its violent character from VAYU or VATA. Nor do the hymns themselves leave us in any doubt as to the natural phenomena with which the Maruts are identified." সূচনায় এইরূপ সিদ্ধান্ত লইয়াই পাশ্চাত্য-জাতি বেদ-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন। সুতরাং, তাঁহাদের মত যে ভাব ব্যক্ত করিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তবে যে মধ্যে মধ্যে কোথাও দুই একটা আধ্যাত্মিক ভাব ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, সে সকল—ঘুণাক্ষরন্যায় ফল মাত্র বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যাহা হউক, কোন্ পণ্ডিত কোন্ সূত্রে কি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং বিচারে কি অর্থ সঙ্গত হইতে পারে, তাহা ক্রমশঃই উপলব্ধ হইবে।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। অষ্টমোঽনুবাকঃ। ঊনচত্বারিংশং-সূক্তং।
অষ্টাদশাদারভ্য ঊনবিংশপর্য্যন্তং দ্বৌ বর্গৌ।

ঊনচত্বারিংশং-সূক্তং।

এই সূক্তটীও মরুদ্দেবগণ সংক্রান্ত। এখানে পর পর তিনটি সূক্ত মরুদ্দেবগণ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত দেখিলাম। মরুদ্দেবগণ-সম্বন্ধে এইরূপ আরও নানা সূক্ত আছে। এই প্রথম মণ্ডলেই দেখি, কেবলমাত্র মরুদ্দেবগণ সম্বন্ধেই ১৩টী সূক্ত প্রযুক্ত হইয়াছে; যথা,—৩৭, ৩৮, ৩৯, ৬৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭১, ১৭২ সূক্তসমূহ। এতদ্ভিন্ন ইন্দ্র ও মরুদ্দেবগণ সম্বন্ধে ৬ষ্ঠ ও ১৬৫ম সূক্ত, এবং অগ্নি ও মরুদ্গণ-সম্বন্ধে ১৯শ সূক্ত দেখিতে পাই। এইরূপ অন্যান্য মণ্ডলেও আছে।

এই সকল সূক্তে নানা বিচিত্র অভিনব বিষয়ের সমাবেশ আছে। এই ঊনচত্বারিংশ-সূক্তের এক অভিনবত্ব—ইহার ছন্দ। এই সূক্তে দুই প্রকার ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সে দুই প্রকার ছন্দের নাম,—'অযুজো বৃহতী ও যুজঃ সতো বৃহতী।' 'অযুজো বৃহতী' ছন্দে প্রথম পাদে ষোলটী অক্ষরের আট অক্ষরে যতি থাকে, এবং দ্বিতীয় পাদের কুড়িটী অক্ষরের প্রথম বারো অক্ষরে ও শেষ আট অক্ষরে যতি থাকে। সতো বৃহতী ছন্দে প্রথম ও দ্বিতীয় দুই পাদেই কুড়িটী করিয়া অক্ষর এবং তাহার প্রথম বারো অক্ষরে ও শেষ আট অক্ষরে যতি। এইরূপ দ্বিবিধ ছন্দে এই সূক্তটি গ্রথিত। ষট্‌ত্রিংশৎসূক্তে (অগ্নিদেবতার স্তোত্রে) এই দুই ছন্দের প্রথম প্রবর্তনা দেখিয়াছি।

মরুদ্গণ বলিতে, এ সূক্তে সাধারণতঃ ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত অর্থই পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। এদিকে আবার তাঁহারা যজমানের স্তব শ্রবণ করিতে এবং যজ্ঞহবিঃ গ্রহণ করিতে যজ্ঞে আগমন করেন। তাঁহাদের বাহন—হরিণ। কোথাও আবার অশ্বও তাঁহাদের বাহন বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। তাঁহারা যখন গমন করেন, সকলেই ভয়ে ভীত হয়। কণ্ববংশের প্রতি তাঁহাদের বড়ই কৃপা। আর্য্যগণ মধ্যেও কণ্ব-ঋষিকে রক্ষার ভাব প্রকাশ পায়। আর্য্যদিগের বিদ্বেষকারীদিগকে তাঁহারা হনন করেন।

এ সূক্তে 'রুদ্রাসঃ' (৪র্থ ঋক) ও 'রুদ্রা' (৭ম ঋক) পদ আছে। তাহা হইতে ব্যাখ্যাকারগণ মরুদ্গণকে 'রুদ্রপুত্র' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। 'পূর্ব্বে যেমন আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইভাবে কণ্ব-ঋষিকে রক্ষা করুন'—সপ্তম ঋকের এই প্রকার ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। তাহাতে মরুদ্দেবগণকে মানুষ বলিলেই বলা যায়। অন্যপক্ষে তাঁহারা আবার ঝড়-ঝঞ্ঝারই অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ বিভিন্ন বিপরীত ভাব লইয়া মন্ত্রসকল ব্যাখ্যাত হয়। যাহা হউক, সে সকল বিষয়ের অধিক আলোচনা এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যার মধ্যেই মরুদ্গণের স্বরূপ তত্ত্ব প্রকটিত হইয়া পড়িবে।

ঊনচত্বারিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা।)

প্র যদিত্থেতি দশর্চ্চং চতুর্থং সূক্তং। ঘোরপুত্রস্য কণ্বস্যার্ষং। মরুদ্দেবতাকং। যুজঃ সতো বৃহত্যঃ। অযুজো বৃহত্যঃ। প্র যদ্দশ প্রগাথং বিত্যনুক্রমণিকা। গতো বিনিয়োগঃ। তত্র প্রথমামৃচমাহ।

প্রথমমণ্ডলস্য অষ্টমেঽনুবাকে ঊনচত্বারিংশৎ-সূক্তং। কণ্বঋষিঃ। যুজঃ সতোবৃহতী অযুজো বৃহতী চ ছন্দঃ। মরুদ্দেবতা। বিনিয়োগঃ লৈঙ্গিকঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনচত্বারিংশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

প্র যদিত্থা পরাবতঃ শোচির্ন মানমস্যথ।
কস্য ক্রত্বা মরুতঃ কস্য বর্পসা
কং যাথ কং হ ধূতয়ঃ ॥ ১ ॥

ঊনচত্বারিংশৎ সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'প্র যদিত্থা' ইত্যাদি দশটী ঋকযুক্ত চতুর্থ সূক্ত। ঋষি ঘোরপুত্র কণ্ব। মরুদ্গণ দেবতা। ছন্দঃ যুজঃ সতো বৃহতী এবং অযুজো বৃহতী। প্র যদ্দশ প্রগাথং—ইহাই অনুক্রমণিকা। পূর্ব্বের ন্যায় বিনিয়োগ হয়। তাহার প্রথমা ঋক কথিত হইতেছে।

পদ-বিশ্লেষণং।

প্র। যৎ। ইত্থা। পরাহবতঃ। শোচিঃ। ন। মানং। অস্যথ।

কস্য। ক্রত্বা। মরুতঃ। কস্য। বর্পসা।

কং। যাথ। কং। হ। ধূতয়ঃ॥ ১॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ধূতয়ঃ' (হে পাপবিধৌতকারিণঃ) 'মরুতঃ' (বিবেকরূপা মরুদ্দেবাঃ!) 'যৎ' (যদা) 'শোচির্ন' (তেজ ইব, যথা সূর্য্যস্য তেজঃ অন্তরিক্ষাৎ ভূমৌ প্রক্ষিপ্যতে তদ্বৎ) 'মানং' (বলং, যুষ্মাকং প্রভাবং) 'পরাবতঃ' (অতিদূরাৎ) 'ইত্থা' (ইহলোকে) 'প্রাস্যথ' (প্রক্ষিপথ, বিস্তারয়থ), তদা 'কস্য' (অর্চ্চনাকারিণঃ) 'বর্পসা' (স্তোত্রেণ) 'কস্য' (অর্চ্চনাকারিণঃ) 'ক্রত্বা' (ক্রতুনা, কর্ম্মণা) 'কং' (অর্চ্চনাকারিণং উদ্দিশ্য) 'যাথ' (গচ্ছথ) 'হ' (এবং) 'কং' (কং বা যুবাং অনুগৃহ্লাথ)? যদ্যপি সূর্য্যরশ্মিবৎ বো প্রভাবঃ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্তঃ, তথাপি পাপিনঃ বয়ং যুষ্মান্ ন জানীমঃ। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৯সূ - ১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে পাপবিধৌতকারী মরুদ্দেবগণ! সূর্য্যরশ্মির ন্যায় আপনাদের প্রভাব যখন অতি-দূর হইতে ইহলোকে বিস্তারিত করেন, তখন কোন্ অর্চ্চনাকারীর স্তোত্রের দ্বারা, কোন্ অর্চ্চনাকারীর কর্ম্মের দ্বারা, কোন্ অর্চ্চনাকারীকে উদ্দেশ করিয়া গমন করেন এবং কাহাকেই বা অনুগৃহীত করেন? (ভাবার্থ—সূর্য্যরশ্মিবৎ আপনাদিগের প্রভাব সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত; কিন্তু পাপী আমরা আপনাদিগকে জানিতে পারি না)। (১ম—৩৯সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ধূতয়ঃ স্থাবরাদীনাং কম্পনকারিণো মরুতঃ। যদ্ যদা মানং মননীয়ং যুষ্মদ্বলং পরাবতো দূরাৎ। আরে পরাবত ইতি দূরনামসু পাঠাৎ। ইত্থাস্মাদন্তরিক্ষাৎ প্রাস্যথ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে স্থাবরাদি কম্পনকারী মরুদ্গণ! (আপনারা) যখন মননীয় আপনাদের বলকে দূর হইতে এই অন্তরিক্ষ হইতে ভূমিতে প্রক্ষেপ করেন। সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত। তেজের ন্যায়। যেমন

ভূমৌ প্রক্ষিপথ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। শোচির্ন। তেজ ইব। যথা সূর্য্যস্য তেজোঽন্তরিক্ষাদ্ভূমৌ প্রক্ষিপ্যতে তদ্বৎ। তদানীং যূয়ং কস্য যজমানস্য ক্রতুনা সংগচ্ছধ্ব ইতি শেষঃ। তথা কস্য যজমানস্য বর্পসা স্তোত্রেণ সংগচ্ছধ্বে। কং যজমানমুদ্দিশ্য যাথ। দেবযজনদেশং গচ্ছথ। কং হ কং খলু যজমানমনুগৃহ্ণীথেতি শেষঃ॥

ইত্থা। থা হেতৌ চ চ্ছন্দসি। পা০ ৫।৩।২৬। ইতীদংশব্দাৎ প্রকারবচনে থা-প্রত্যয়ঃ। যদি তত্রেদংশব্দস্য নানুবৃত্তিস্তর্হি থমুপ্রত্যয়ান্তাদিদংশব্দাদুত্তরস্যা বিভক্তের্ব্যত্যয়েন সুপাং সুলুগিতি ডাদেশঃ। প্রথমপক্ষে প্রত্যয়স্বরঃ। দ্বিতীয়পক্ষে তুদাত্তনিবৃত্তিস্বরঃ। অস্যথ। অসু ক্ষেপণে। অনুপদেশাল্লসার্বধাতুকানুদাত্তত্বে শ্যনো নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বৃত্তযোগাদ-নিঘাতঃ। ক্রত্বা। জসাদিষু চ্ছন্দসি বাবচনং। পা০ ৭।২।১০৯।১। ইতি নাভাবস্য বিকল্পিতত্বাদভাবঃ। বর্পসা। বৃঙ্ সম্ভক্তৌ। বৃঙ্শীঙ্ভ্যাং রূপস্বাঙ্গয়োঃ পুট্ চ। উ০ ৪।২০২। ইত্যসুন। তৎসন্নিয়োগেন পুগাগমশ্চ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। অত্র রূপাভিধায়িনা বর্পস্‌শব্দেন দেবতাস্বরূপপ্রকাশকং স্তোত্রং লক্ষ্যতে ক্রতুনা সাহচর্য্যাৎ॥ (১ম—২৯সূ—১ঋ)॥

প্রথম (৪৭১) ঋকের বিশদার্থ।

দেবগণ অশেষকরুণাপরায়ণ। সূর্য্যের রশ্মি যেমন সকলের প্রতি সমভাবে বিস্তৃত হয়, দেবগণের করুণার নির্ঝর সেইরূপ সকলের জন্যই উন্মুক্ত হইয়া আছে। অথচ, সকলে তাহা দেখিতে পায় না; সকলে

সূর্য্যের তেজ অন্তরিক্ষ হইতে ভূমিতে প্রক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ। সেই সময় আপনারা কোন্ যজমানের স্তোত্রের দ্বারা (পরিতুষ্ট হইয়া) গমন করেন? কোন্ যজমানকে উদ্দেশ করিয়া দেবযজন-দেশে গমন করেন? কোন্ যজমানকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন?

'ইত্থা' পদটী 'থা হেতৌ চ চ্ছন্দসি' (পা০ ৫।৩।২৬) সূত্রে 'ইদং' শব্দের উত্তর প্রকার-বচনে 'থা' প্রত্যয় হইয়াছে। যদি সেই স্থানে 'ইদং' শব্দের অনুবৃত্তি না থাকে, তাহা হইলে 'থমু' প্রত্যয়ান্ত 'ইদং' শব্দের উত্তরবিভক্তির ব্যত্যয়-হেতু 'সুপাংসুলুক্' সূত্রে 'ডা' আদেশ হইবে। প্রথম পক্ষে প্রত্যয়স্বর ও দ্বিতীয় পক্ষে উদাত্তনিবৃত্তিস্বর হইবে। 'অস্যথ' পদটী ক্ষেপণার্থ (অসু) 'অস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অং উপদেশ হেতু 'লসার্বধাতুকানুদাত্তত্বে' অনুশাসন বলে 'শ্যন্' প্রত্যয়ের 'ন' ইৎ হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগহেতু নিঘাত হয় নাই। 'ক্রত্বা' পদটী 'জসাদিষু চ্ছন্দসি বা বচনং' (পা০ ৭।২।১০৯) সূত্রে 'না' ভাবের বিকল্প-হেতু অভাব হইয়াছে। 'বর্পসা' পদটী সম্ভক্তি অর্থক (বৃঙ) 'বৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'বৃঙ্শীঙ্ভ্যাং রূপস্বাঙ্গয়োঃ পুট্ চ' (উ০ ৪।২০২) এই সূত্রে 'অসুন্' প্রত্যয় এবং তাহার সন্নিয়োগ-হেতু 'পুক্' আগম হইয়াছে। 'ন' ইৎ হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। এইস্থলে রূপকথনকারী বর্পস্-শব্দের দ্বারা দেবতার স্বরূপ প্রকাশক স্তোত্রকে লক্ষ্য [illegible]

সে স্নিগ্ধধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া আপনাদের প্রাণের জ্বালা নিবৃত্তি করিতে পারে না। বিবেকের উপদেশ—সকলের প্রতিই সমভাবে প্রদত্ত হইয়া থাকে। অথচ, সকলে তাহা শুনিতে পায় না; কেহ বা শুনিয়াও তাহা শুনে না।

এখানে দেবগণের করুণার বিষয় ভক্তের ধারণা হইয়াছে। এখানে অর্চ্চনাকারী বুঝিয়াছেন যে,—করুণার আধার দেবগণের করুণা সর্ব্বত্র বিতরিত হইতেছে; অথচ, তিনি সে করুণার অধিকারী নহেন,—তাঁহার কর্ম্ম তাঁহার সে করুণা-প্রাপ্তির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্চ্চনাকারী তাই আত্মগ্লানিতে জরজর হইয়া, হতাশের তপ্তশ্বাস ফেলিয়া, কহিতেছেন,—'হে দেবগণ! আপনারা করুণাবর্ষী; কিন্তু সে করুণা-লাভের সৌভাগ্য এ অভাজনে কি প্রকারে সম্ভবপর? সূর্য্যরশ্মি যেমন সর্ব্বত্র আলোক বিতরণ করিতেছে, আপনাদের করুণাও সেইরূপ সর্ব্বত্র সমভাবে বিতরিত হইতেছে। অথচ, আমার অন্ধনয়ন তাহা দেখিতে পাইতেছে না। কোন্ কর্ম্মে, কিরূপ অর্চ্চনার ফলে, কোন্ ব্যক্তি আপনাদের অনুগ্রহ-লাভে অধিকারী হয়; হে দেবগণ, আমায় তাহা বুঝাইয়া দেন,—আমায় তাহা জানাইয়া দেন। সেই পথে, সেই ভাবে অনুসরণ করিয়া, আমি যেন আপনাদের করুণা লাভে সমর্থ হই।' এ মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই মর্ম্ম। * (১ম—৩৯সূ—১ঋ)।

---

* প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহে অর্থ প্রায় একপ্রকারই দেখি। তবে মর্ম্ম কোথাও পরিস্ফুট নহে। প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ; যথা,—"হে কম্পনকারি মরুদ্দেবগণ, যখন আপনারা আপনাদিগের প্রশংসনীয় বল অন্তরিক্ষলোক হইতে ভূমিতে প্রক্ষেপ করেন, যেমন সূর্য্যের তেজ ভূমিতে প্রক্ষিপ্ত হয়, তখন আপনারা কোন্ যজমানের যজ্ঞদ্বারা এবং স্তোত্র দ্বারা সন্তুষ্ট হয়েন, কোন্ যজমানকে উদ্দেশ করিয়া যজ্ঞস্থলে গমন করেন, এবং কোন্ যজমানকে অনুগ্রহ করেন।" ম্যাক্সমূলারের অনুবাদ কিন্তু আর এক পথে গিয়াছে। 'মানং' পদের অর্থ তিনি 'পরিমিতি' ধরিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদটী এই,—"When you thus from afar cast forward your measure, like a blast of fire, through whose wisdom is it, through whose design? To whom do you go, to whom, ye shakers (of the earth?)" কোন্ পথে, কি অর্থ গৃহীত হইয়াছে, একটু মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনচত্বারিংশৎ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

স্থিরা বঃ সন্ত্বায়ুধা পরাণুদে বীলূ উত প্রতিষ্কভে।

যুষ্মাকমস্তু তবিষী পনীয়সী মা

মর্ত্ত্যস্য মায়িনঃ ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

স্থিরা। বঃ। সন্তু। আয়ুধা। পরাঽনুদে। বীলূ। উত। প্রতিঽস্কভে।

যুষ্মাকং। অস্তু। তবিষী। পনীয়সী। মা।

মর্ত্ত্যস্য। মায়িনঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে দেবাঃ! 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'আয়ুধা' (আয়ুধানি, শস্ত্রাণি) 'পরাণুদে' (শত্রূণাং দূরীকরণায়) 'স্থিরা' (স্থিরাণি) 'সন্তু' (ভবন্তু); 'উত' (অপিচ) 'প্রতিষ্কভে' (শত্রূণাং বাধাপ্রদানায়) 'বীলূ' (বীলূনি, দৃঢ়াণি) সন্তু; 'যুষ্মাকং' (যুষ্মদনুবর্ত্তীনাং) 'তবিষী' (বলং) 'পনীয়সী' (অতিশয়েন স্তোতব্যং) 'অস্তু' (ভবতু); 'মায়িনঃ' (ছদ্মচারিণঃ) 'মর্ত্ত্যস্য' (শত্রোঃ প্রভাবঃ) 'মা' (মা ভবতু, সর্ব্বথা বিলুপ্তো ভবতু)। হে দেবাঃ! সর্ব্বথা অস্মান্ শত্রুপ্রভাবাৎ বিচ্ছিন্নান্ কুরুত। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৯সূ—২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ! আপনাদিগের অস্ত্রসমূহ শত্রুদূরীকরণে স্থির অবিচলিত হউক; অপিচ, শত্রুদিগকে বাধা-প্রদানে তাহারা দৃঢ় থাকুক; আপনাদের শক্তি আমাদিগের স্তবনীয় (অনুসরণীয়) হউক; ছদ্মচারী শত্রুর প্রভাব সর্ব্বথা লোপ প্রাপ্ত হউক। (১ম—৩৯সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ। ব আয়ুধা যুষ্মাকং আয়ুধানি পরাণুদে শত্রূণামপনোদনায় স্থিরা সন্তু। স্থিরাণি ভবন্তু। উত অপিচ প্রতিষ্কভে শত্রূণাং প্রতিবন্ধায় বীলূ সন্তু দৃঢ়ানি সন্তু। যুষ্মাকং তবিষী বলং পনীয়সী। অতিশয়েন স্তোতব্যং ভবতু। মায়িনোঽস্মাসু ছদ্মচারিণো মর্ত্যস্য মনুষ্যস্য শত্রোর্ব্বলং মা ভবতু॥

স্থিরা। আয়ুধা। উভয়ত্র শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শেলোপঃ। পরাণুদে। ণুদ প্রেরণে। সম্পদাদিলক্ষণঃ ক্বিপ্। উপসর্গাদসমাসেঽপি। পা০ ৮।৪।১৪। ইতি ণত্বং। কৃদুত্তর-পদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বীলূ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তের্লুক্। ঈষা অক্ষাদিত্বাৎ প্রকৃতি-ভাবঃ। প্রতিষ্কভে। স্কভু গৌত্রো ধাতুঃ। সম্পাদাদিলক্ষণো ভাবে ক্বিপ্। অনিদিতামিতি নলোপঃ। পনীয়সী। পনতি স্তুত্যর্থঃ। অস্মাদৌণাদিকঃ কর্ম্মণ্যসুন্। তত ঈয়সুনি টেরিতি টিলোপঃ। উগিতশ্চেতি ঙীপ। ঈয়সুনো নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। মায়িনঃ। মায়াশব্দস্য ব্রীহ্যাদিষু পাঠাৎ ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চেতি মত্বর্থীয় ইনিঃ॥ (১ম—৩৯সূ—২ঋ)।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদগণ! শত্রুনাশের নিমিত্ত আপনাদের আয়ুধসমূহ স্থির হউক। অপিচ, শত্রুগণের প্রতিবন্ধক (উৎপাদন জন্য সেই আয়ুধসমূহ) দৃঢ় হউক; এবং আপনাদের বল অতিশয়-রূপে স্তবযোগ্য হউক। ছদ্মচারী মানবগণ বলহীন হউক।

"স্থিরা" ও "আয়ুধা" পদদ্বয়ে 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' নিয়মে 'শে'র লোপ হইয়াছে। "পরাণুদে"। 'ণুদ্' ধাতু প্রেরণার্থমূলক। সম্পদাদি-লক্ষণ-হেতু তদুত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়। 'উপসর্গাদসমাসেঽপি' (পা০ ৮।৪।১৪)—এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে ণত্ব বিহিত হইয়াছে। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "বীলূ" এই পদে 'সুপাং সুলুক' নিয়মে বিভক্তির লোপ হইয়াছে। "ঈষা" পদে 'অক্ষাদিত্বাৎ' নিয়মে প্রকৃতিভাব হইয়াছে। "প্রতিষ্কভে" পদ 'স্কভু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। সম্পদাদি-লক্ষণ-প্রযুক্ত তদুত্তর ভাবে ক্বিপ্ প্রত্যয়। 'অনিদিতাং' এই সূত্রানুসারে ন-এর লোপ হইয়াছে। "পনীয়সী" পদ 'পন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। পন্-ধাতু স্তুতি অর্থ বাচক। এই হেতু কর্ম্মণিবাচ্যে (তদুত্তর) ঔণাদিক অসুন্ প্রত্যয় হইয়াছে। তদনন্তর 'ঈয়সুনি টেঃ' এই নিয়মে টি-এর লোপ হইল। "উগিতশ্চ' এই নিয়মে তদুত্তর ঙীপ্ প্রত্যয়। 'ঈয়সুন' প্রত্যয়ের নিত-হেতু (অর্থাৎ ন-এর লোপ হয় বলিয়া) ইহার প্রত্যয়ের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "মায়িনঃ"। ব্রীহ্যাদি মধ্যে মায়া শব্দ পঠিত হয় বলিয়া, 'ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ' এই নিয়মে ঐ শব্দের উত্তর মত্বর্থীয় ইনি (ইন্) প্রত্যয় হইয়াছে। (১ম—৩৯সূ—২ঋ)।

দ্বিতীয় (৪৭২) ঋকের বিশদার্থ।

—:০•০:—

অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু—শত্রু দ্বিবিধ। এখানে সেই দুই প্রকার শত্রুরই নাশের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। শত্রুকে দূর করুন, তাহাদিগের আক্রমণে বাধা প্রদান করুন, শত্রুরা যেন আমাদিগকে আর স্পর্শ করিতে না পারে;—ইহাই ঐ প্রার্থনার মুখ্য লক্ষ্য। দ্বিতীয় লক্ষ্য—আমরা যেন দেবগণের (দেবভাবের) অনুসরণকারী হইতে পারি। উপসংহারে বলা হইয়াছে,—দেবতার প্রভাব পরিবৃদ্ধি হউক; শত্রুনাশপ্রাপ্ত হউক। "মায়িনঃ মর্ত্ত্যস্য মা"—এই বাক্যে ছদ্মবেশী মানুষ-শত্রুকে বুঝাইয়া থাকে, অনেকে এই মত প্রকাশ করেন। আমরা বলি, অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু দ্বিবিধ শত্রুই ঐ বাক্যের বাচ্য। কামক্রোধাদি রিপু-শত্রুদিগকেও "মায়িনঃ" বলা যায়। আবার তাহারাও 'মর্ত্ত্য' অর্থাৎ মরণশীল। উভয়বিধ শত্রুকেই বিনাশ করা যাইতে পারে। এপক্ষে, "যুষ্মাকং তবিষী পনীয়সী অস্তু"—এই বাক্যকে, "মায়িনঃ মর্ত্ত্যস্য মা" বাক্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। তাহাতে ভাব হয় এই যে,—'হে দেবগণ! আপনাদের শক্তির অনুসরণ করিয়া আমরা যেন শক্তিশালী হইতে পারি, আর আমাদের সেই শক্তির প্রভাবে আমরা যেন কপটাচারী ছদ্মবেশী শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হই।' ফলতঃ, দ্বিবিধ শত্রুনাশে, শত্রুর আক্রমণে বাধা প্রদানে, শত্রুদিগকে আমাদিগের সংস্রব হইতে দূরীকরণে, আমরা যেন সমর্থ হই,—ইহাই এখানকার আকাঙ্ক্ষা। * (১ম—৩৯সূ—২ঋ)।

---

* আর্য্যসমাজের প্রাণস্থানীয় স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আর এক পথ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। এই মন্ত্র-সম্বন্ধে তাঁহার ভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে ভারতের এক উন্নতিশীল সম্প্রদায় কোন্ দৃষ্টিতে মন্ত্রটিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা উপলব্ধ হইবে। স্বামীজীর ভাষ্য,—"(স্থিরা বঃ ০) অতি০ ঈশ্বরো জীবেভ্য আশীর্দদাতীতি বিজ্ঞেয়ম্। হে মনুষ্যা বো যুষ্মাকং (আয়ুধা) আয়ুধান্যাগ্নেয়াস্ত্রাদীনি শতঘ্নীভুশুণ্ডীধনুর্বাণাসিশক্ত্যাদীনি শস্ত্রাণি চ (স্থিরা) দৃঢ়প্রবেশ স্থিরাণি সন্তু। (পরাণুদে) শত্রূণাং জয়ার্থং পরাজয়ায় যুষ্মাকং বিজয়ায় চ সন্তু। তথা (বীলু) অত্যন্তদৃঢ়ানি প্রশংসিতানি চ। (উত) এবং শত্রুসেনায়া অপি (প্রতিষ্কভে) প্রতিষ্ঠানার্থ পরাঙ্মুখতয়া পরাক্রমকরণায় [illegible]

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনচত্বারিংশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

পরা হ যৎ স্থিরং হথ নরো বর্ত্তয়থা গুরু।

বি যাথন বনিনঃ পৃথিব্যা ব্যাশাঃ পর্ব্বতানাং ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

পরা। হ। যৎ। স্থিরং। হথ। নরঃ। বর্ত্তয়থ। গুরু।

বি। যাথন। বনিনঃ। পৃথিব্যাঃ। বি। আশাঃ। পর্ব্বতানাং ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'নরঃ' (হে নেতারঃ মরুতঃ!) 'যৎ' (যদা) যূয়ং 'স্থিরং' (অবিচলিতং, দৃঢ়মূলং, অতুশক্রং ইতি যাবৎ) 'পরা হথ' (হননং নির্ম্মূলং বা কুরুথ), 'গুরু' (গুরুত্বোপেতং, প্রবলশক্তিসম্পন্নং, বহিশক্রং ইতি যাবৎ) 'বর্ত্তয়থ' (প্রেরয়থ, দূরী কুরুথ); তদা 'পৃথিব্যাঃ' (ইহলোকস্য) 'বনিনঃ' (বৃক্ষসদৃশান্ দৃঢ়মূলান্ পাপান্) 'বি' (হৃদয়াৎ বিযুজ্য) 'যাথন' (গচ্ছথ, তিষ্ঠথ), 'পর্ব্বতানাং' (পর্ব্বতসদৃশানাং গুরুত্বসম্পন্নানাং, অচলা ইতি যাবৎ) 'আশাঃ' (তৃষ্ণাঃ) 'বি' (হৃদয়াৎ বিচ্ছিন্নং কুরুথ)। মরো যদা দেবানাং অনুকম্পাং লভতে, তদা সর্ব্বে শত্রবঃ দূরীভবন্তি, হৃদয়ং চ পাপবিমুক্তং তৃষ্ণাশূন্যং ভবতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৯সূ—৩ঋ)।

তথা (যুষ্মাকমস্তু তবিষী॰) যুষ্মাকং তবিষী সেনা যুষ্মাকং প্রশংসনীয়া বলং চাস্তু যেন যুষ্মাকং চক্রবর্ত্তি রাজ্যং স্থিরং স্যাদ্ ঈর্ষ্যাকারিণাং যুষ্মদ্বিরোধিনাং শত্রূণাং পরাজয়শ্চ সদা ভবেৎ (মা মর্ত্ত্যস্য মা॰) পরংত্বয়মাশীর্ব্বাদঃ সত্যকর্ম্মানুষ্ঠানিভ্যো হি দদামি। কিন্তু মায়িনো ছলকারিণো মর্ত্ত্যস্য মনুষ্যস্য চ কদাচিন্ মাস্তু। অর্থাদৈব দুষ্টকর্ম্মকারিভ্যো মনুষ্যেভ্যোঽয়মাশীর্ব্বাদঃ কদাচিন্নদাতব্যোঽস্তীতি প্রাপ্তঃ।" স্বামীজীর বক্তব্য এই যে, এই মন্ত্রে ঈশ্বর যেন জীবকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। সৎকর্ম্মকারীদিগের প্রতি ঈশ্বরের শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইতেছে। 'মায়িনঃ' অর্থাৎ ছদ্মবেশী কপটাচারীদিগের প্রতি তিনি বিরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছেন। ইহাই স্বামীজীর ব্যাখ্যার অভিপ্রায়। বলিয়াছি তো,—সকলেই যেন মনুষ্যের মঙ্গল ভাবই ধারণ করিয়া আছেন।

বঙ্গানুবাদ।

হে জননায়ক মরুদ্দেবগণ! যখন আপনারা অবিচলিত দৃঢ়মূল অন্তঃশত্রুকে নির্ম্মূল (হনন) করেন, গুরুত্বোপেত প্রবলশক্তিসম্পন্ন বহিঃশত্রুকে দূরীভূত করেন; তখন, ইহলোকের দৃঢ়মূল পাপসমূহকে হৃদয় হইতে বিযুক্ত করিয়া, আপনারা তথায় অবস্থান করেন এবং পর্ব্বতের ন্যায় গুরুত্বসম্পন্ন অচলা তৃষ্ণাকে হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন করেন। (১ম—৩৯সূ—৩ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে নরঃ। নেতারো মরুতঃ। যদ্যদা স্থিরং বস্তু পরা হথ। বৃক্ষাদিকং পরাহতং ভগ্নং কুরুথ। গুরু। পাষাণাদিকং গুরুত্বোপেতং" বর্ত্তয়থ। প্রেরয়থ। তদানীং পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধিনো বনিনো বনবতো বৃক্ষান্ বিযাথন। বিযুজ্য মধ্যে গচ্ছথ। অরণ্যগতানাং নিবিড়ানাং বৃক্ষানাং মধ্যে যস্য কস্যাপি বৃক্ষস্য ভগ্নত্বাদিতরবৃক্ষাণাং পরস্পরবিয়োগেন প্রৌঢ়ো মার্গো ভবতি। তথা পর্ব্বতানামাশাঃ পর্ব্বতপার্শ্বদেশো বিযাথন। বিযুজ্য গচ্ছথ॥

হথ। হন হিংসাগত্যোঃ। অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ। যদ্বৃত্তযোগাদ-নিঘাতঃ। নরঃ। পাদাদিত্বাদামন্ত্রিতনিঘাতাভাবঃ। বর্ত্তয়থা। অতুপদেশাদন্তর্ভাবিত-ধাতুকাদুদাত্তত্বে ণিচঃ স্বরঃ এব শিষ্যতে। বচ্ছন্দস্যনুবন্ধাদিঘাতাভাবঃ। যাথন। তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি থনাদেশঃ॥ (১ম—৩৯সূ—৩ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে নেতা মরুদ্গণ! যখন আপনারা স্থির, অর্থাৎ দৃঢ়মূল বৃক্ষাদি ভগ্ন করেন এবং গুরুত্বসম্পন্ন পাষাণাদিকে প্রেরণ (দূরে নিক্ষেপ) করেন; সেই সময় আপনারা পৃথিবীসম্বন্ধী বনজাত বৃক্ষাদির বিয়োগ সাধন করিয়া তন্মধ্যে গমন করিয়া থাকেন; যেমন নিবিড় অরণ্যমধ্যস্থিত বৃহৎ মহীরুহসমূহের মধ্যে যে কোনও বৃক্ষ ভগ্ন হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষসমূহ পরস্পর বিযুক্ত হওয়ায় যাতায়াতের পথ প্রস্তুত হয়, সেইরূপ পর্ব্বত-পার্শ্ব বিযুক্ত করিয়া আপনারা গমন করিয়া থাকেন।

"হথ" পদের 'হন্' ধাতু হিংসা ও গতি অর্থমূলক। "অনুদাত্তোপদেশ" ইত্যাদি নিয়মে অনুনাসিকের লোপ হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগহেতু নিঘাত হইল না। "নরঃ" পদে পাদাদিত্ব হেতু আমন্ত্রিত নিঘাত স্বরের অভাব হইয়াছে। "বর্ত্তয়থা" এই পদে অনুপদেশ হেতু (অৎ আদেশ হইয়াছে বলিয়া) অন্তর্ভাবিতধাতুক নিয়মে অনুদাত্ত হইলেও ণিচের স্বরই উপদিষ্ট হইয়াছে। 'বচ্ছন্দস্যনুবন্ধাৎ' নিয়মে নিঘাত হয় নাই। "যাথন" এই পদে 'তপ্তনপ্তনথনাশ্চ' নিয়মানুসারে 'থনু' আদেশ হইয়াছে। (১ম—৩৯সূ—৩ঋ)।

তৃতীয় (৪৭৩) ঋকের বিশদার্থ।

প্রথমে আমাদের ব্যাখ্যার বিষয় আলোচনা করিতেছি। তার পর প্রচলিত ব্যাখ্যাদির বিষয় উল্লিখিত হইবে।

আমরা মনে করি, পূর্ব্ব-ঋকের সহিত এই ঋকের সম্বন্ধ আছে। সেখানে দুই প্রকার শত্রু নাশ-বিষয়ে দুই প্রকার প্রার্থনা পরিলক্ষিত হয়। সেখানে অস্ত্রের ব্যবহার-বিষয়ে দুই প্রকারের প্রার্থনা আছে; সেখানে বলা হইয়াছে,—শত্রুদূরীকরণে অস্ত্র স্থির অবিচলিত হউক, আর শত্রুদিগকে বাধা প্রদানে তাহারা দৃঢ় হউক। সেখানকার তৃতীয় প্রার্থনা—আপনারা আমাদের স্তবনীয় হউন; অর্থাৎ—আপনাদের পূজায় আপনাদের সহিত আমরা যেন সম্বন্ধযুত হইতে পারি। এখানে এই মন্ত্রে সেই প্রার্থনার কার্য্য বিবৃত হইয়াছে। শত্রুদমনে দেবগণের অনুগ্রহ কিরূপে প্রকাশ পায়, আর সাধনা-ক্ষেত্রে মনুষ্য তাহাতে কি সুফল-লাভ করে, এখানে তাহাই পরিব্যক্ত দেখি।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ—কর্ম্মমূলক; দ্বিতীয় অংশ—ফলোপধায়ক। যথাক্রমে দুই অংশের দ্বিবিধ ভাব পরিগ্রহণ করিতে চেষ্টা পাইলেই, মন্ত্রার্থ বিশদ হইয়া আসিবে। প্রথমে প্রথমাংশের বিষয় আলোচনা করা যাউক। এই অংশের প্রথম আছে—"স্থিরং পরা হথ।" তার পর আছে—"গুরু বর্ত্তয়থ।" যে স্থির বা অবিচলিত বা দৃঢ়-মূল হইয়া আছে, তাহাকে হনন (নির্ম্মূল) করিতে হইবে; যে গুরু বা দৃঢ় হইয়া আছে, তাহাকে অপসারিত করিতে হইবে। অন্তঃশত্রুই—কাম-ক্রোধাদি রিপুকুলই—দৃঢ়মূল; আর বহিঃশত্রু যে কিছু, তাহাদিগকে গুরুত্বসম্পন্ন বলা যায়। তাহারা বাহিরে আছে, বাহির হইতে আসে, সুতরাং, তাহাদিগকে অপসারণের প্রসঙ্গই উঠে। কিন্তু হৃদয়ে যে শত্রু বদ্ধমূল, তাহাদিগকে হনন বা উৎপাটন করারই আবশ্যক হয়। উপমায়, রূপকে, এখানে সেই তত্ত্বই বিবৃত আছে।

দেবগণ যখন দৃঢ়মূল শত্রুর মূলোচ্ছেদ করেন, তাঁহাদের অনুকম্পায়

গুরুত্বসম্পন্ন শত্রুগণ যখন বিতাড়িত হয়; তখন কি অবস্থায় উপনীত হইতে পারি,—মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে তাহাই পরিবর্ণিত দেখি। এখানে বলা হইয়াছে, যখন অন্তঃশত্রু নির্ম্মূল হয়, যখন বহিঃশত্রু আক্রমণ করিতে পারে না, তখন ইহলোকে মনুষ্যের হৃদয়ে যে পাপ দৃঢ়মূল ছিল, তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পাপবৃত্তিমূলক রিপুগণ উৎপাটিত হইলে, পাপ কি প্রকারে তিষ্ঠিতে পারিবে? সুতরাং রিপুগণের সহিত তাহারা যে দৃঢ়সম্বন্ধে সম্বন্ধ ছিল, সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পাপ বিচ্ছিন্ন হইলেই, হৃদয়ে দেবগণ আসিয়া অধিষ্ঠিত হন। তৃষ্ণাই পাপের জন্ম-কারণ। হৃদয়ে তাহার অধিষ্ঠান—পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবাপন্ন। এ অবস্থায়—সেও হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এ সকল স্বাভাবিক —পৌর্ব্বাপৌর্য্যমূলক ক্রিয়া। এ সকল ক্রিয়ায়, একের সহিত অপরের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন ও নিত্য। ভগবানের করুণা-লাভের অধিকারী হইলে, সকল শত্রুই দূরীভূত হয়, হৃদয় পাপ-বিমুক্ত তৃষ্ণাপরিশূন্য অবস্থা লাভ করে। এই মন্ত্রে রূপকের মধ্যে এই নিত্যসত্যতত্ত্বই প্রকটিত আছে।

এখন, এই মন্ত্রের কি অর্থ প্রচলিত আছে, আর কি সূত্রে সেই অর্থ আসিয়া থাকে এবং আমরাই বা তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত অর্থ কেন আমনন করিলাম, তদ্বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। মন্ত্রটীর প্রতি— বিশেষতঃ ভাষ্যাদির প্রতি—লক্ষ্য করিলে, মনে হয়, ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের বিষয়ই মন্ত্রে পরিবর্ণিত রহিয়াছে। মন্ত্রে যেন বলা হইয়াছে,—ঝড় ঝঞ্ঝা-বাতে বৃক্ষ উৎপাটিত হয়, পাহাড় কাঁপিয়া যায়; আর, সেই বৃক্ষের মধ্য দিয়া, পাহাড়ের পাশ দিয়া, বায়ুপ্রবাহ প্রবাহিত হয়। * মন্ত্রের প্রথমাংশে

---

* সায়ণের অভিমত ভাষ্যে ও বঙ্গানুবাদে দেখুন। অন্য একটী বঙ্গানুবাদ ও একটী ইংরেজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

(১) "হে অতীষ্টদাতা মরুদ্গণ, যখন আপনারা অবিচলিত বৃক্ষাদিকে ভগ্ন করেন এবং গুরুতার পাষাণাদিকে চালিত করেন, তখন পৃথিবীর বনের বৃক্ষসকলকে অন্তঃস্থ পরস্পর বিযুক্ত করিয়া আপনারা তাহার মধ্য দিয়া গমন করেন এবং পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ দিয়াও গমন করেন।"

(২) "When you overthrow what is firm, O ye men, and whirl about what is heavy, you pass through the trees of the earth, through the clefts of the rocks."

বৃক্ষবোধক বা পর্ব্বতবোধক কোনও শব্দ নাই। শেষাংশে "ধামিনঃ" আর "পর্ব্বতানাং" দুইটী পদ আছে; বোধ হয়, তাহা হইতেই 'স্থিরং' পদে 'বৃক্ষাদিকং' এবং 'গুরু' পদে 'পাষাণাদিকং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করা হইয়া থাকিবে। "আশাঃ" পদে 'পার্শ্বপ্রদেশান্' অর্থও ঐ দৃষ্টিতেই পরিগৃহীত হয়। কেবল মাত্র শব্দার্থের অনুসরণে অর্থ করিলে, ভাবপক্ষে দৃষ্টি না রাখিলে, মন্ত্রটীকে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের বর্ণনামূলক বলিয়া মনে হয় বটে; কিন্তু তাহা যে রূপক, একটু দৃষ্টি করিলেই বোধগম্য হয়।

একমাত্র 'আশাঃ' পদটী অবলম্বন করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলেই মূলতত্ত্ব অধিগত হয়। 'পর্ব্বতানাং' পদের সহিত উহার সম্বন্ধ স্থাপন করা হইয়াছে। পর্ব্বতসমূহের আবার আশা কিরূপ? তাই ভাষ্যে পার্শ্ব অর্থ পরিগৃহীত দেখি। কিন্তু আমরা বলি, এখানে একটী ভাব বা উপমা উহ্য রহিয়াছে। পর্ব্বতসমূহের যেমন অচলতা, পর্ব্বতসমূহের যেমন দৃঢ়তা, মানুষের হৃদয়ে আশার (তৃষ্ণারও) সেইরূপ অচলতা—সেইরূপ দৃঢ়াবস্থিতি। 'পর্ব্বতানাং' বলিতে, পর্ব্বতের যে বিশিষ্ট লক্ষণ, এখানে তাহার সহিত তুলনা সূচিত হইয়াছে। "পৃথিব্যাঃ ধনিনঃ" বাক্যদ্বয়ও এইরূপ 'দৃঢ়মূল' ভাব প্রকাশ করে। উপমায়—একপক্ষে মানুষের হৃদয় ও তাহার বৃত্তিনিচয়, অন্যপক্ষে প্রকৃতি ও তদন্তর্গত বিষয়-পরম্পরা। এই উপমার মধ্য দিয়া, এখানে এক পরম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে;—হৃদয়ের মধ্যে অহর্নিশ যে সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহাই প্রখ্যাপিত রহিয়াছে। মন্ত্রে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের প্রভাবের বিষয় প্রখ্যাত আছে মনে করিলেও, বলিতে পারি,—প্রাকৃতিক সেই বিপ্লবের উপমার দ্বারা মনোরাজ্যে যে বিপ্লব নিত্যসংঘটিত হইতেছে, তাহাই বুঝান হইয়াছে। সে পক্ষে, মনে করিতে পারি, বলা হইয়াছে,—'ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত যেমন বৃক্ষাদিকে উৎপাটন করিয়া পাহাড়-পর্ব্বতকে কাঁপাইয়া তাহাদিগের মধ্য দিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়; মরুদ্দেবগণ-রূপ (বিবেকও বলা যায়) ভগবদ্বিভূতি-সমূহ সেইরূপ, হৃদয়ের মধ্যে দৃঢ়মূল অবস্থিত অসৎবৃত্তিসমূহকে উৎপাটিত করিয়া, বহির্দ্দেশাগত দুষ্কর্ম্মসমূহের গুরুভারকে অপসারিত করিয়া, আপনারা তাহাদের পার্শ্বদেশ (তাহাদের পরিত্যক্ত স্থান) অধিকার করিয়া বসেন।' মরুদ্দেবগণের (বিবেকের)

প্রভাব মানুষের হৃদয়ে এতই কার্য্যকরী হয়। ফলতঃ, যে দিক দিয়া যে ভাবেই অর্থ নিষ্পন্ন করুন, মন্ত্রের ভাব ও প্রার্থনা এই যে,—'হে দেবগণ! আপনারা আমাদের অন্তঃশত্রুদিগকে সমূলে বিনাশ করুন; আর বহিঃশত্রুর প্রভাব হইতে আমাদিগকে অব্যাহত রাখুন।' পরবর্ত্তী মন্ত্রেও দেখুন; সেই শত্রুদমনের প্রার্থনাই আছে; বৃক্ষাদি উৎপাটনের প্রসঙ্গ সেখানে আর আদৌ উত্থাপিত হয় নাই। তাহাতেই বুঝা যাইবে,—সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি কোথায় আছে। (১ম—৩৯সূ—৩ঋ)।

—·—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনচত্বারিংশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

ন হি বঃ শত্রুর্বিবিদে অধি দ্যবি ন
ভূম্যাং রিশাদসঃ।
যুষ্মাকমস্তু তবিষী তনা যুজা রুদ্রাসো
নূ চিদাধৃষে ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

নহি। বঃ। শত্রুঃ। বিবিদে। অধি। দ্যবি। ন।
ভূম্যাং। রিশাদসঃ।
যুষ্মাকং। অস্তু। তবিষী। তনা। যুজা। রুদ্রাসঃ।
নু। চিৎ। আধৃষে ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'রিশাদসঃ' (হে শত্রুনাশকাঃ দেবাঃ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'দ্যবি' (দ্যুলোকস্য) 'অধি' (উপরি) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'শত্রুঃ' (হিংসাকারী) 'ন বিবিদে' (ন বভূব, কোঽপি ন বিদ্যতে), তথা 'ভূম্যাং' (ইহলোকেঽপি) 'ন' (যুষ্মাকং শত্রু ন বিদ্যতে); 'রুদ্রাসঃ' (হে কাঠোরভাবাপন্না দেবাঃ) 'আ' (সর্ব্বতঃ) 'আধৃষে' (বৈরিণাং ধর্ষণায়) 'যুষ্মাকং তবিষী' (তবষীয়ান্ বলং) 'যুজা' (যোগেন) 'নূ' (ক্ষিপ্রং) 'চিৎ' (এব) 'তনা' (অস্মাকং অভ্যন্তরে বিস্তৃতাঃ) 'অস্তু' (ভবতু)। দেবানাং শত্রু ন বিদ্যতে। মনুষ্যানাং শত্রুনাশায় তেষাং শক্তি নিয়োজিতা ভবতু। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৯সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে শত্রুনাশকারী দেবগণ! নিশ্চয়ই দ্যুলোকের উপরে আপনাদিগের কেহ শত্রু নাই; ইহলোকেও আপনাদিগের শত্রু কেহ নাই। হে রুদ্রমূর্ত্তি দেবগণ! সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের বৈরিগণকে ধর্ষণ (পরাভূত) করিবার জন্য আপনাদিগের শক্তি যোজনা দ্বারা শীঘ্র আপনারা আমাদিগের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—দেবগণের শত্রু নাই; কেবল আমাদিগের শত্রুদমনের জন্য তাঁহারা শক্তি প্রয়োগ করুন)। (১ম—৩৯সূ—৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে রিশাদসঃ শত্রুহিংসকা মরুতঃ। অধি দ্যবি দ্যুলোকস্যোপরি বো যুষ্মাকং শত্রুর্নহি বিবিদে। ন চ বভূব। তথা ভূম্যামপি শত্রুর্ন বভূব। হে রুদ্রাসঃ। রুদ্রপুত্রা মরুতঃ। যুষ্মাকমেকোনপঞ্চাশৎসংখ্যানাং তবতাং যুজা যোগেন পরস্পরৈকমত্যেনাধৃষে বৈরিণাং সর্ব্বতো ধর্ষণায় তবিষী বলং নূ চিৎ ক্ষিপ্রমেব তনাস্ত। বিস্তৃতা ভবতু॥

বিবিদে। বিদ সত্তায়াং। লিটি প্রত্যয়স্বরঃ। দিবি নহি বিবিদে ভূম্যাং চ ন বিবিদ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

শত্রুগণের হিংসাকারী হে মরুত! দ্যুলোকে আমাদের কোনও শত্রু ছিল না। ভূমিতে অর্থাৎ পৃথিবীতেও আমাদের কোনও শত্রু বর্ত্তমান নাই। হে রুদ্রপুত্র মরুত! আপনারা একোনপঞ্চাশৎ সংখ্যক বলিয়া, আপনাদের পরস্পর যোগে (অর্থাৎ আপনারা সকলে একত্রিত হইলে), শত্রুগণের ধর্ষণ নিমিত্ত, আপনাদের শক্তি বা বল অতি সত্বর সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

"বিবিদে" পদের বিদ্-ধাতু সত্তা অর্থে প্রযুক্ত। লিট বিভক্তি হইয়াছে বলিয়া উক্ত বিদ্-ধাতুর প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। 'দ্যুলোকেও ছিল না, ভূলোকেও ছিল না'—এই বাক্য

ইতি চশব্দার্থপ্রতীতেশ্চাদিলোপে বিভাষেতি প্রথমায়াস্তিঙ্‌বিভক্তের্নিঘাতপ্রতিষেধঃ। প্রাথম্যং চানুবর্ত্তিক্রিয়াপেক্ষয়া। রিশাদসঃ। রিশ হিংসায়াং। রিশন্তি হিংসন্তীতি রিশাঃ। ইগুপধলক্ষণঃ কঃ। তানদন্তীতি রিশাদস। অসুন্। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। যুজা। যুজির্ যোগে। ঋত্বিগিত্যাদিনা কিন্। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। রুদ্রাসঃ। রুদ্রশব্দেন তৎসম্বন্ধিনো মরুতো লক্ষ্যন্তে। আজ্জসেরসুক্। নূ চিৎ। ঋচতুনুঘেত্যাদিনা দীর্ঘঃ। আধ্রুষে। ঞিধৃষা প্রাগল্‌ভ্যে। সম্পদাদি-লক্ষণো ভাবে কিপ্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৩৯সূ—৪ঋ)॥

চতুর্থ (৪৭৪) ঋকের বিশদার্থ।

বড় সার সত্য—দেবতার শত্রু কেহ নাই। দেবতার আবার শত্রু থাকিবে কি? যিনি দেবতা, তিনি তো শত্রু-মিত্রের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত। সকল দেবভাব যাহাতে কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে, তাঁহাকেই তো দেবতা কহে। সে দেবতায় কি কখনও শত্রু-সংস্পর্শ সম্ভবপর? স্বর্গেও তাঁহার শত্রু নাই, মর্ত্ত্যেও তাঁহার শত্রু নাই,—দেবতার শত্রু কোথাও নাই। তাঁহাদের শত্রু সম্ভবই নহে।

তবে দেবাসুরের সংগ্রামের সৃষ্টি কেন হইল? তবে শত্রু 'দমন কর—শত্রু দমন কর' বলিয়া দেবগণকে আহ্বান করিতেই বা যাই কেন?

চ-শব্দার্থের প্রতীতি থাকায়, 'চাদি লোপে বিভাষা' এই নিয়মে প্রথমায় তিঙ্ বিভক্তির নিঘাতস্বর প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। ক্রিয়ার অপেক্ষা হেতু এই পদে প্রথমায় আনুবর্ত্তি বর্ত্তমান। "রিশাদসঃ" পদের 'রিশ্' ধাতু হিংসা অর্থে প্রযুক্ত। 'রিশ বা হিংসা করে ইহারা'—এই বাক্যে 'রিশাঃ' পদ নিষ্পন্ন। ইগুপধ-লক্ষণে তদুত্তর 'কঃ' প্রত্যয়। তাহাদিগের হিংসা করে—এই অর্থে 'রিশাদসঃ' পদ নিষ্পন্ন। তদুত্তর অসুন্ প্রত্যয়। আমন্ত্রিত হেতু নিঘাত স্বর হইয়াছে। "যুজা" পদের 'যুজির্' (যুজ্) ধাতু যোগার্থমূলক। 'ঋত্বিক্' ইত্যাদি নিয়মে তদুত্তর 'কিন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'সাবেকাচ' নিয়মে ইহার বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইল। "রুদ্রাসঃ" পদের রুদ্র শব্দে তৎসম্বন্ধিনী মরুদ্গণের প্রতিই লক্ষ্য আছে। 'আজ্জসেরসুক্' নিয়মে তাহাতে 'অসুক্' (অসুন্) প্রত্যয় হইয়াছে। "নূ চিৎ"—'ঋচিতুনুঘ' ইত্যাদি নিয়মে দীর্ঘ হইয়াছে। "আধ্রুষে" পদের ঞিধৃষ্ (ধৃষ্) ধাতু প্রাগল্‌ভ্যার্থে প্রযুক্ত। সম্পদাদিলক্ষণ-হেতু তদুত্তর ভাববাচো কিপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। ইহার কৃৎ-প্রত্যয়াস্ত উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর হইল। (১ম—৩৯সূ—৪ঋ)।

এই মন্ত্র সেই তত্ত্ব বিবৃত করিতেছে। মন্ত্র বলিতেছে,—'দেবগণের কোনও শত্রু নাই; সে জন্য তাঁহাদের কোনও উদ্বেগেরও কারণ নাই।' শত্রুবেষ্টিত হইয়া আছি—আমরা। শত্রুদমন প্রয়োজন—আমাদেরই। আমরা যদি দেবগণের শরণাপন্ন হই, আমরা যদি দেবভাবের অধিকারী হইতে পারি, তাহা হইলে আমরা শক্তিসম্পন্ন হই,—আমাদিগের শত্রু বিমর্দ্দিত হয়। দেবগণের নিজেদের কোনও প্রয়োজন নাই,—দেবভাব-সমূহের আপনাদের কোনও স্বার্থাস্বার্থ নাই। প্রয়োজন বল, আর স্বার্থ বল—সকলই আমাদের জন্য।

একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী একটু পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেছি। অগ্নি—অগ্নিই আছেন। দাহিকাশক্তি প্রকাশের বা উত্তাপ দানের—তাঁহার নিজের কোনই আবশ্যক নাই। তাঁহার দাহিকা-শক্তির বা উত্তাপের আবশ্যক—আমাদের জন্য। আমরা সেই জন্যই অগ্নির শরণাপন্ন হই;—তাঁহার যে শক্তি, তাঁহার যে গুণ, তাঁহার নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করি। তাহার ফলে, শৈত্য দূর হয়, অন্ধকারে আলোক-রশ্মি ফুটিয়া উঠে। শৈত্যনাশ বা অন্ধকার দূর করা—ইহাতে অগ্নির কোনই প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার সাহায্যে আমাদের সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইল মাত্র। দেবাসুরের সংগ্রাম বা দেবগণ কর্তৃক শত্রু-সংহার—সেই ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে।

আলোক জ্বালিলেই যেমন অন্ধকার দূরে পালায়, তাহার সঙ্গে মারামারি কাটাকাটি করার যেমন কোনও প্রয়োজন হয় না, এখানেও সেই ভাব বুঝিতে হইবে। শত্রু-ধর্ষণ বা শত্রু-বিমর্দ্দন—এ সকল রূপকের বা উপমার কথা। নহিলে, বাস্তব-পক্ষে, ধর্ষণ বা বিমর্দ্দন কিছুরই আবশ্যক হয় না। দেবতার অনুগ্রহ-লাভ অর্থাৎ দেবভাবের অধিকারী হইবা মাত্র, অসুর-ভাব আপনিই পলায়ন করে। একবার যদি দেবভাব-সমূহ আসিয়া আমার সহিত যুক্ত (যুজা) হয়, তখন আর কিছুই করার আবশ্যক হয় না;—শত্রু বলি যাহাদিগকে, তাহারা আপনা-আপনিই তখন পলায়ন করে। যখন রিপুগণ পলায়ন করে, দূরীভূত হয়, তখন তাহারা ধর্ষিত ও বিমর্দ্দিত হইয়াছে, ইহাই মনে আসে। এখানকার 'আয়ুষে' পদ সেই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা

করিলে, এ মন্ত্রের প্রার্থনা হয় এই যে,—'হে দেবগণ! আপনারা আসিয়া আমাদিগের সহিত মিলিত হউন। আমরা দেবভাবে ভাবান্বিত হই। আমাদের হৃদয়ের আবর্জ্জনা দূরীভূত হউক। নির্ম্মল শুদ্ধসত্ত্বের সহিত শুদ্ধসত্ত্বের জ্যোতিঃ মিশিয়া যাউক।'

এই মন্ত্রের মুখ্য অর্থ বিষয়ে প্রচলিত কোনও ব্যাখ্যার সহিত আমাদের মতান্তর ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। কেবল তাঁহারা দুইটী পদের অর্থান্তর ঘটাইয়া মতান্তরের সূত্রপাত করিয়াছেন। প্রথমতঃ, তাঁহাদের ব্যাখ্যায় 'রুদ্রাসঃ' পদে 'রুদ্রপুত্রগণ' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদের কল্পনায় 'যুজা' পদে ঊনপঞ্চাশসংখ্যক মরুৎ-ভ্রাতার মিলনের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাতে একটা গোল বাধিয়াই আছে,—অসঙ্গতি-দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। মরুদ্গণ বলিতে, আমরা কি বুঝিব? তাঁহারা মানুষ—না ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত? প্রথমতঃ, মরুদ্গণকে যদি মানুষ বলিয়া স্বীকার করা যায়;—যখন তাঁহাদিগকে রুদ্রের পুত্র, তাঁহারা ঊনপঞ্চাশ ভাই বলা হইল, তখন তাহাই স্বীকার করা হইয়াছে মানিতে হয়;—তাহা হইলে, পাহাড় কাঁপাইলেন, বৃক্ষ উৎপাটন করিলেন, বিদ্যুতের সঙ্গে মিশিলেন—এ সকলকে কি বলিতে হইবে? দ্বিতীয়তঃ, যদি তাঁহারা ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতই হন, তবে আবার তাঁহাদের পিতাই বা কি, আর ঊনপঞ্চাশ ভাই-ই বা কি? ফলতঃ, দুই দিকের দুই প্রকার অর্থেই অসঙ্গতি আসিয়া পড়ে। পরন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে, এই দুই দিকের দুই ভাব হইতেই বুঝা যায়,—লক্ষ্য অন্যরূপ আছে; এবং রূপকের মধ্য দিয়া উপমার দ্বারা তাহা বুঝান হইয়াছে মাত্র। বেদ যে মনস্তত্ত্ব, বেদে যে আধ্যাত্মিক ব্যাপারই বিবৃত আছে,—এই সকল আলোচনায় তাহাই বোধগম্য হয়। (১ম—৩৯সূ—৪ঋ)।

---

* ঊনপঞ্চাশ বায়ুর কথা সায়ণ প্রথমে আনিয়াছেন। ম্যাক্সমূলার তাহা হইতে অর্থ করিয়াছেন—"May power, together with your race" 'নূ চিত্যর্থে' বাক্যে তিনি প্রশ্নের ভাব দেখিয়াছেন। তাঁহার অর্থ,—"Can it be defied?" 'রুদ্রাস' পদে 'রুদ্রতনয়' অর্থ প্রায় সকলেই গ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তী ঋক্ [illegible] রুদ্রের স্বরূপ অবগত হইলেই এ সংশয় দূর হইয়া যায়।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনচত্বারিংশং-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

প্র. বেপয়ন্তি পর্ব্বতান্ বি বিঞ্চন্তি বনস্পতীন।

প্রো আরত মরুতো দুর্ম্মদা ইব দেবাসঃ

সর্ব্বয়া বিশা ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

প্র। বেপয়ন্তি। পর্ব্বতান্। বি। বিঞ্চন্তি। বনস্পতীন্।

প্রো ইতি। আরত। মরুতঃ। দুর্ম্মদাঃ। ইব। দেবাসঃ।

সর্ব্বয়া। বিশা ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মরুতঃ' (মরুদ্দেবাঃ, বিবেকরূপাঃ) 'পর্ব্বতান্' (পর্ব্বতসদৃশান্ সুদৃঢ়ান্ শত্রূন্) 'প্র' (প্রকর্ষেণ) 'বেপয়ন্তি' (কম্পয়ন্তি, বিচালয়ন্তি), 'বনস্পতীন্' (বনস্পতিসদৃশান উচ্চমূলান্ শত্রূন্) 'বি' (বিযুক্তান্) 'বিঞ্চন্তি' (কুর্ব্বন্তি)। তে মরুতঃ 'সর্ব্বয়া' (সকলয়া) 'বিশা' (প্রজয়া, সহ মিলিতাঃ সন্ত) 'দুর্ম্মদাঃ ইব' (মদোন্মত্তাঃ ইব, স্বেচ্ছাচারিণঃ ইব) বিচরন্তি ইতি শেষঃ; 'দেবাসঃ' (হে দেবাঃ) 'প্র উ' (প্রকর্ষেণ তান্ শত্রূন উচ্ছেত্তুং) 'আরত' (আগচ্ছত)। যদ্বা—'দুর্ম্মদা ইব-দেবাসঃ' (শত্রোরধর্ষণীয়া ইব দেবাঃ, দেবা যথা শত্রোরধর্ষণীয়াঃ তদ্বৎ, হে মরুতঃ) যূয়ং 'সর্ব্বয়া' (সকলয়া) 'বিশা' (প্রজয়া, সহিতা মিলিতাঃ সন্ত) 'প্র উ' (প্রকর্ষেণ শত্রূন উচ্ছেত্তুং) 'আরত' (আগচ্ছত)। রিপুদলনং পর্ব্বতসদৃশা দৃঢ়া বনস্পতিসদৃশা মহদুন্নতাঃ তে স্বেচ্ছাচারিণঃ ক্রীড়ন্তি। হে দেবা! তান্ উচ্ছিন্নং কুরুত। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৯সূ—৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

বিবেকরূপী মরুদ্দেবগণ, পর্ব্বতসদৃশ সুদৃঢ় (অচল) শত্রু-সকলকে সর্ব্বতোভাবে বিচলিত করেন, এবং বনস্পতিসদৃশ বদ্ধমূল শত্রুসমূহকে বিচ্ছিন্ন করেন। শত্রুগণ, সকল মনুষ্যের সহিত মিলিত হইয়া, মদোন্মত্ত স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় বিচরণ করে। হে দেবগণ! তাহাদের উচ্ছেদের জন্য আগমন করুন। অথবা,—শত্রুর অধর্ষণীয় হে দেবগণ! আপনারা সকল মনুষ্যের সহিত মিলিত হইয়া, সর্ব্বতোভাবে শত্রুদিগকে উচ্ছেদের জন্য আগমন করুন। (১ম—৩৯সূ—৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

পর্ব্বতান্ মেরুহিমবদাদীন প্রবেপয়ন্তি। মরুতঃ প্রকর্ষেণ কম্পয়ন্তি। বনস্পতীন্ বটাশ্বত্থাদীন্ বিবিঞ্চন্তি পরস্পরবিযুক্তান্ কুর্ব্বন্তি। হে মরুতো দেবাসো দেবাঃ সর্ব্বয়া বিশা প্রজয়া সহিতো যূযং প্রো আরত। প্রকর্ষেণৈব সর্ব্বতো গচ্ছত। তত্র দৃষ্টান্তঃ। দুর্ম্মদা ইব যথা মদোন্মত্তাঃ স্বেচ্ছয়া সর্ব্বতঃ ক্রীড়ন্তি তদ্বৎ॥

বেপয়ন্তি টুবেপৃ কম্পনে। বেপমানান্ প্রযুঙ্‌ক্তে। হেতুমণিচ্। বিঞ্চন্তি। বিচিঁর্ পৃথগ্‌ভাবে। রুধাদিত্বাৎ শ্নং। শ্নসোরল্লোপ ইত্যাকারলোপঃ। বনস্পতীন্। বনানাং পতয়ো বনস্পতয়ঃ। পারস্করাদিত্বাৎ সুট্। বনস্পতি শব্দাবাদ্যাদান্তৌ। উভে বনস্পত্যাদিষু যুগপদিতি পূর্ব্বোত্তরপদয়োর্যুগপৎ প্রকৃতিস্বরত্বং। আরত। ঋ গতৌ। লঙিমধ্যম-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মরুদ্গণ মেরু ও হিমবতাদি পর্ব্বতসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে কম্পান্বিত করেন (অর্থাৎ প্রবল বাত্যায় মেরু ও হিমালয় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও সুবৃহৎ পর্ব্বতসমূহ কম্পান্বিত হয়।) মরুদ্গণ, বনস্পতিসমূহকে অর্থাৎ বটাশ্বত্থাদিকে (বৃহৎ মহীরুহসমূহকে) পরস্পর বিযুক্ত করিয়া থাকেন। হে মরুদ্দেবগণ! আপনারা প্রজাগণের সহিত প্রকৃষ্টরূপে সর্ব্বত্র গমন করেন। তদ্বিষয় (মরুদ্গণের গমন সম্বন্ধে) দৃষ্টান্ত উক্ত হইতেছে। মরুদ্গণ কিরূপে গমন করেন? —না, মদোন্মত্তগণ যেরূপ সর্ব্বত্র যথেচ্ছ ক্রীড়া করিয়া থাকে, সেইরূপে (গমন করেন)।

"বেপয়ন্তি" পদের টুবেপৃ (বেপৃ) ধাতু কম্পনার্থে প্রযুক্ত। 'বেপমানান প্রযুঙ্‌ক্তে' এই বাক্যে হেত্বর্থে 'ণিচ্' প্রত্যয়। "বিঞ্চন্তি" পদের 'বিচির্' (বিচ্) ধাতু পৃথক্‌ভাব অর্থজ্ঞাপক। রুধাদিত্ব হেতু তদুত্তর 'শ্নম্' প্রত্যয়। 'শ্নসোরল্লোপ' এই নিয়মে ইহার অকারের লোপ হইয়াছে। "বনস্পতীন্"—'বনসমূহের পতি' এই বাক্যে বনস্পতয়ঃ পদ নিষ্পন্ন। পারস্করাদিত্ব হেতু সুট্ প্রত্যয়। 'বনস্পতি শব্দের আদিস্বর উদাত্ত। 'উভে বনস্পত্যাদিষু যুগপৎ' ইত্যাদি নিয়মে পূর্ব্বোত্তর উভয় পদে যুগপৎ প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "আরত" পদের ঋ-ধাতু গত্যর্থমূলক। 'লঙিমধ্যমবহুবচনে বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি নিয়মে

বহুবচনে বহুলং ছন্দসীতি শপো লুগভাবঃ। যদ্বা লুঙ্। সর্ত্তিশাস্ত্যর্ত্তিভ্যশ্চ। পাং ৩।১।৫৬। ইত্যঙ্। আডজাদীনামিত্যাডাগমঃ। আটশ্চ। পাং ৬।১।৯০। ইতি বৃদ্ধিঃ। দেবাসঃ। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। সর্ব্বয়া। সর্ব্বস্য সুপি। পাং ৬।১।১৯১। ইত্যাদ্যু-দাত্তত্বং। বিশা। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ (১ম—৩৯সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়েঽষ্টাদশো বর্গঃ॥

পঞ্চম (৪৭৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত দুইটী পদ ও একটী উপমা বিশেষ সমস্যামূলক। সেই পদ দুইটী—'পর্ব্বতান্', 'বনস্পতীন্'; এবং উপমাটি—'দুর্ম্মদা ইব'। এই তিনের মধ্যে আবার 'দুর্ম্মদা ইব' উপমাটি সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যা উপস্থিত করে। প্রথম দুইটী পদে, ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের প্রসঙ্গই সহসা মনে উদিত হয়; এবং ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতে হিমালয়াদি পর্ব্বতকে বিচালিত করে ও অশ্বত্থ-বটাদি বৃক্ষকে উৎপাটিত করে,—এই ভাবই গ্রহণ করা হইয়া থাকে। উপমাটিতে, মরুদ্দেবগণ যে মদোম্মত্ত ও উন্মাদ, তাহাই খ্যাপন করা হয়। *

লঙ্ বিভক্তি হেতু শপের লোপ হয় নাই। অথবা, উহাতে লুঙ্ বিভক্তি হইয়াছে। 'সর্ত্তিশাস্ত্যর্ত্তিভ্যশ্চ' (পাং ৩।১।৫৬) এই পাণিনীর সূত্রানুসারে অঙ্ আদেশ হইয়াছে। (অতঃপর) 'আডজাদীনাং' ইত্যাদি নিয়মে আটের আগম হইয়াছে। 'আটশ্চ' (পাং ৬।১।৯০) এই নিয়মে বৃদ্ধি হইল। "দেবাসঃ" পদে আমন্ত্রিত হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সর্ব্বয়া" পদে 'সর্ব্বস্য সুপি' (পাং ৬।১।১৯১) ইত্যাদি নিয়মে আদিস্বর উদাত্ত। "বিশা" পদে 'সাবেকা চ' নিয়মানুসারে বিভক্তির স্বর উদাত্ত। (১ম—৩৯সূ—৫ঋ)।

প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গ সমাপ্ত।

* প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহে এই ভাবই পরিব্যক্ত। সায়ণের অনুসরণেই অন্যান্য ব্যাখ্যা-কারগণ ঋকের অর্থে লিখিয়া গিয়াছেন,—"মরুদগণ পর্ব্বতসকলকে বিলক্ষণরূপে কম্পিত করেন এবং বৃক্ষসকলকে ভগ্ন ও পরস্পর বিযুক্ত করেন। হে মরুদ্দেবগণ, সমস্ত প্রজার সহিত আপনারা সকল দিকে গমন করুন, যেমন মদমত্ত পুরুষেরা স্বীয় ইচ্ছাতে সর্ব্বত্র ক্রীড়া করে।" ম্যাক্সমূলার আরও একটু উপরে উঠিয়াছেন; তিনি আর 'মদমত্ত-পুরুষ' না বলিয়া একেবারেই 'উন্মাদের ন্যায়' (like madmen) লিখিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ এই;—"They make the rocks tremble, they tear assunder the kings of forests. Come on, Maruts, like mad-men, ye gods, with your whole tribe." আর অধিক দেখান নিষ্প্রয়োজন।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। উহার প্রথমাংশে যে ভাব ব্যক্ত আছে, তদ্বিষয় আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকের ব্যাখ্যার সময় বিবৃত করিয়াছি। 'পর্ব্বতান্' পদ এবং 'বনস্পতীন্' পদ যে এখানে রূপকে ব্যবহৃত হইয়াছে, তৃতীয় মন্ত্রান্তর্গত 'স্থিরং' ও 'গুরু' পদদ্বয়ের ভাব যে এখানে পরিস্ফুট রহিয়াছে, তাহাই প্রতীত হয়। ফলতঃ, মানুষের শত্রু-সম্পর্কই ঐ দুই পদ গুরুত্বের ও স্থিরত্বের ভাব লইয়া প্রকটিত আছে। যে শত্রু বনস্পতির ন্যায় দৃঢ়মূল হইয়া রহিয়াছে, আর যে শত্রু পর্ব্বতের ন্যায় গুরুভার বক্ষে চাপাইয়া রাখিয়াছে; সেই দুই শত্রুকে দেবগণ উন্মূলিত ও অপসারিত করেন। দেবগণের সেই মাহাত্ম্য-তত্ত্বই এখানে পরিবর্ণিত হইয়াছে। আমরা মনে করি,—মন্ত্রের প্রথম অংশের (প্রথম পংক্তির) ইহাই মর্ম্মার্থ।

অতঃপর দ্বিতীয় অংশটীর প্রতি লক্ষ্য করুন। দুই প্রকার অন্বয়ে (দুই প্রকার অর্থে) উহার মধ্যে আমরা একই ভাব প্রাপ্ত হই। সমস্যা-মূলক "দুর্ম্মদা ইব" যে পদ, তাহা শত্রু-পক্ষেও প্রযুক্ত হইতে পারে; আবার ঐ পদ দেব-পক্ষে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াও মনে করিতে পারি। ঐ পদে (আপনি) 'মদমত্ত' অথবা (অন্যের) 'অধর্ষণীয়'— এই দুই প্রকার অর্থ আমনন করা যায়। প্রথমতঃ, 'দুর্ম্মদ' পদে যদি উচ্ছৃঙ্খলার ভাব গ্রহণ করি, ঐ পদে যদি 'মদোন্মত্ত' 'উন্মাদ' প্রভৃতি প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলে ঐ পদ শত্রুসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করা যায়। তাহাতে অর্থ হয় (আমাদের 'অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা' ও বঙ্গানুবাদ দেখুন),—'শত্রুরা মদোন্মত্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে; হে দেবগণ! আপনারা তাহাদিগের উচ্ছেদ-সাধনার্থ আগমন করুন।' দ্বিতীয়তঃ, ঐ পদে যদি 'অধর্ষণীয়' অর্থ গ্রহণ করি, তাহা হইলে ঐ পদ দেব-পক্ষে প্রযুক্ত আছে বলিয়া মনে করা যায়। আর, তাহাতে বড় এক সুন্দর ভাব পাইতে পারি। দেবগণ বা দেবভাব-সমূহ—সত্যই তো শত্রুর অধর্ষণীয়। শত্রুর কি ক্ষমতা যে, দেবভাবকে নষ্ট করে? সেই অধর্ষণীয় দেবগণ বা দেবভাবসমূহ যদি মানুষের সহিত সম্মিলিত হয়, তাহা হইলে মানুষের কি আর ভাবনা থাকে কিছু? এখানে এ মন্ত্রে তাই প্রার্থনা করা হইতেছে,—'দেবগণ! আপনারা

আসুন;—শত্রুগণের অধর্ষণীয় আপনারা তাহাদের উচ্ছেদ-সাধনের জন্য আমাদের হৃদয়ে আসিয়া আসন গ্রহণ করুন।'

যেদিক দিয়াই দেখি না কেন, মন্ত্রের লক্ষ্য,—হৃদয়ে দেবতার অধিষ্ঠান—অন্তরে দেবভাবের বিকাশ। 'হিংস্র যে শত্রুগণ হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহাদিগকে উন্মূলিত করিয়া, যে শত্রুগণের গুরু আক্রমণ পাষাণের ন্যায় চাপিয়া বসিয়াছে, তাহাদিগকে অপসারিত করিয়া, দেবগণ আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন।' ইহাই মন্ত্রের প্রার্থনা। সকল দিক হইতেই এই ভাবই পরিস্ফুট হয়। (১ম—৩৯সূ—৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। উনচত্বারিংশৎ-সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

উপো রথেষু পৃষতীরযুগ্ধ্বং প্রষ্টির্বহতি রোহিতঃ।

আ বো যামায় পৃথিবী

চিদশ্রোদবীভয়ন্ত মানুষাঃ ॥ ৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উপো ইতি। রথেষু। পৃষতীঃ। অযুগ্ধ্বং। প্রষ্টিঃ। বহতি। রোহিতঃ।

আ। বঃ। যামায়। পৃথিবী।

চিৎ। অশ্রোৎ। অবীভয়ন্ত। মানুষাঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

যদা 'রথেষু' (সত্ত্বভাবস্য আধারভূতেষু অন্তঃকরণেষু) 'পৃষতীঃ' (অভীষ্টবর্ষকা দেবাঃ, মরুদ্গণা ইতি যাবৎ) 'অযুগ্ধ্বং' (যোজিতবন্তঃ, সম্বন্ধবিশিষ্টাঃ সন্তি ইতি ভাবঃ), তদা 'প্রষ্টিঃ' (জিজ্ঞাসু, অনুসন্ধিৎসু জনঃ) 'রোহিতঃ' (জ্ঞানকিরণান্) 'উপ উ' (সামীপ্যেন এব) 'বহতি' (নয়তি, প্রাপ্নোতি); হে দেবাঃ! 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'যামায়' (গমনায়, হৃৎসম্বন্ধ-পরিত্যাগায়) 'পৃথিবী' (মেদিনী) 'চিৎ' (নিশ্চিতং) 'অশ্রোৎ' (প্রকম্পিতা ভবতি), 'মানুষাঃ' (দেবসম্বন্ধহীনা জনাঃ) 'অবীভয়ন্ত' (ভীতা ভবন্তি, শমনভয়েন ইতি শেষঃ)। হৃদয়ো যদা দেবভাবপূর্ণো ভবতি, তদা পূর্ণজ্ঞানলাভেন নরো মুক্তিং প্রাপ্নোতি। দেব-সম্বন্ধহীনস্য জনস্য সদৈব মরণস্য আতঙ্কোহস্তি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৯সূ—৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

যখন সত্ত্বভাবের আধারস্থানীয় অন্তঃকরণে (মনোরথে) অভীষ্ট-পূরণকারী দেবগণ সম্বন্ধবিশিষ্ট হন; তখন অনুসন্ধিৎসু জন, জ্ঞানকিরণ-নিবহকে সমীপেই প্রাপ্ত হয়েন; (অর্থাৎ, হৃদয়ে দেবভাবসমূহের সঞ্চার হইলেই তত্ত্বানুসন্ধিৎসু জন জ্ঞানময়ের সামীপ্য লাভ করেন)। হে দেবগণ! আপনারা হৃদয় হইতে চলিয়া গেলে, পৃথিবী নিশ্চিত প্রকম্পিত হয়, এবং মনুষ্যগণ শমন ভয়ে ভীত হইয়া থাকে (প্রার্থনার ভাব এই যে, আপনারা হৃদয়ে চির-অধিষ্ঠিত হউন)। (১ম—৩৯সূ—৬ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ। রথেষু ভবদীয়েষু পৃষতীর্বিন্দুযুক্তা মৃগীরূপোসামীপোনৈবাযুগ্ধ্বং। যোজিতবন্তঃ। প্রষ্টিরেতৎ সংজ্ঞকো বাহনত্রয়মধ্যবর্ত্তী যুগাবশেষঃ। রোহিতোমৃগাবান্তর-জাতির্লোহিতবর্ণো বহতি। রথং নয়তি। বো যুষ্মাকং যামায় গমনায় পৃথিবী চিৎ অন্তরিক্ষ-মপ্যশ্রোৎ। অভিমুখোনাশৃণোৎ। অনুজানাতীত্যর্থঃ। পৃথিবীত্যন্তরিক্ষনাম। পৃথিবী ভূঃ স্বঃ ক্ষিতিনামসু পাঠাৎ। মানুষা ভূলোকবর্ত্তিনঃ পুরুষা অবীভয়ন্ত। স্বয়ং ভীতাঃ সন্তোঽন্যেষামপি ভীতিমুৎপাদিতবন্তঃ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! আপনাদিগের রথে বিন্দুযুক্ত (নানা বর্ণবিশিষ্ট) মৃগী সংযোজিত হয়। বাহনত্রয়মধ্যস্থিত যুগবিশেষকে প্রষ্টি কহে। (সেই যুগে যুক্ত) লোহিতবর্ণ মৃগ আপনাদিগের রথ সংবাহন করে। আপনাদিগের গমনের জন্য পৃথিবী অর্থাৎ অন্তরিক্ষ অভিমুখে শ্রবণ করে (অর্থাৎ আপনাদের গতি লোকে জানিতে পারে)। পৃথিবী, ভূ, স্বঃ প্রভৃতি অন্তরিক্ষ নাম মধ্যে পঠিত হওয়ায় পৃথিবী পদে অন্তরিক্ষ বুঝায়। ভূলোকবাসী পুরুষগণ (আপনাদের গমনে) ভীত হয়। তাহাতে অপরের ভীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উপো ইতি নিপাতস্বর সমুদায়াত্মকমপ্যনিপাতাত্মকং। ওৎ। পা০ ১।১।১৫। ইতি প্রগৃহ্যত্বং। অমুগ্ধরং। লুপ্তিছলোপোছলি। পা০ ৮।২।২৬। ইতি সকারস্য লোপঃ। চোঃ কুরিতি কুত্বং। রোহিতঃ। রুহেরশ্চ লো বা। উ০ ৩৯০। ইতীতন্ প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ বামায়। বমের্ভাবে ঘঞ্। কর্ষাত্বত ইত্যন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে বৃষাদিত্বাৎ পাঠাদাদ্যুদাত্তত্বং। অশ্রোৎ। শ্রু শ্রবণে। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। অবীভয়ুঃ। ঞিভী ভয়ে। অভ্যাসস্যানুর্ভিতি ভীম্যোহেতুভয়ে। পা০ ১।৩।৬৮। ইত্যাত্মনেপদং। বিভেতের্হেতুভয়ে। পা০ ৬।১।৫৬। ইত্যাত্বস্য বিকল্পিতত্বাৎ পক্ষে ভিয়োহেতুভয়ে যুক্। পা০ ৭।৩।৪০। ইতি যুক্। প্রাপোতি। তন্ন ক্রিয়তে আগমানুশাসনস্যানিত্যত্বাৎ। গৌ চণ্ড্যপদাদ্যুবন্দি পা০ ৮।৪।১॥ ৬॥

ষষ্ঠ (৪৭৬) ঋকের বিশদার্থ।

প্রচলিত সকল প্রকার ভাষ্য ও ব্যাখ্যা হইতে আমাদের ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র মূর্তি পরিগ্রহণ করিল। কোথায় বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট মৃগীগণ মরুদ্দেবগণের রথ টানিয়া চলিবে; কোথায় আবার তাহাদের সঙ্গে আর একটা রক্তবর্ণ প্রধান হরিণ মধ্যস্থলে যুক্ত থাকিবে; কোথায় তিন হরিণের রথে মরুদ্দেবগণ প্রয়াণ করিবেন; আর, তাঁহাদের গমনে পৃথিবী গর্জ্জন শুনিতে পাইবে, মনুষ্যগণ ভীত হইয়া পড়িবে; কিন্তু সে সব কিছু না হইয়া এ আবার কি অর্থ হইল? যাঁহারা এ ঋকের অন্য কোনও ব্যাখ্যা দেখিবেন; এমন কি, সায়ণের ভাষ্যটিও একবার পড়িবেন;

"উপো ইতি" নিপাতনে সিদ্ধ। 'ওৎ' (পা০ ১।১।১৫) ইত্যাদি পাণিনীয় সূত্রানুসারে প্রগৃহ্য-প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ উহাদের স্বরসন্ধি হয় নাই। "অমুগ্ধরং"। 'লুপ্তিছলোপোছলি (পা০ ৮২২৬) সূত্রানুসারে সকারের লোপ হইয়াছে। 'চোঃ কুঃ' ইত্যাদি নিয়মানুসারে কুত্ব বিহিত। "রোহিতঃ"। 'রুহেরশ্চ লো বা' (উ০ ৩৯০) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে রুহ্ ধাতুর উত্তর ইতন্ প্রত্যয়। নিৎ-হেতু প্রত্যয়ের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বামায়"। বম্ ধাতুর উত্তর ভাবে বাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয়। 'কর্ষাত্বত' ইত্যাদি নিয়মে অন্তোদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইলেও বৃষাদিগণীয় মধ্যে পাঠ-হেতু উদাত্তত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। "অশ্রোৎ"। শ্রবণার্থক শ্রু ধাতু হইতে অশ্রোৎ পদ নিষ্পন্ন। 'বহুলং ছন্দসি' নিয়মে বিকরণের লুক্ হইয়াছে। "অবীভয়ুঃ"। ভীতি অর্থ-বোধক ঞিভী (ভীঃ) ধাতু হইতে এই পদ নিষ্পন্ন। 'ভীম্যোহেতুভয়ে' (পা০ ১৩৬৮) এই সূত্রানুসারে আত্মনেপদ। 'বিভেতের্হেতুভয়ে' (পা০ ৬১।৫৬) নিয়মানুসারে আত্বের বিকল্পিতত্ব পক্ষে 'ভিয়োহেতুভয়েযুক্' (পা০ ৭৩৪০) সূত্রে যুক্ প্রত্যয় হইয়াছে। "প্রাপোতি।" 'তাহা করে না' এই অর্থে 'আগম-শাসন' ইত্যাদি নিয়মে আর, পরন্তু 'গৌ চণ্ড্যপদাদ্যুবন্দি' নিয়মে উপধার হ্রস্ব হইয়াছে। (১ম—৩৯সূ—৬ঋ)।

আমাদের ব্যাখ্যা দেখিয়া, তাঁহাদের মনে এইরূপ নানা প্রশ্ন স্বতঃই জাগিয়া উঠিবে। এক্ষেত্রে, আমাদের ব্যাখ্যায় প্রতিকূল যে মত প্রচলিত আছে, প্রথমে তাহার পরিচয় দিয়া তৎপরে আমাদের ব্যাখ্যার যুক্তিপরম্পরা প্রদর্শন করাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। তাহাতে একটা বিচার-সিদ্ধান্তের অবসর সুধিগণ প্রাপ্ত হইবেন। প্রথমতঃ, এই মন্ত্রের দুইটী বাঙ্গালা অনুবাদ এবং একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(১) "হে মরুদ্গণ, আপনারা নিজ রথে চিত্রিত মৃগীসকল যোজিত করিয়াছেন। এই বাহনদিগের মধ্যবর্তী প্রষ্টিনামক রক্তবর্ণ মৃগবিশেষ রথ বহন করে। পৃথিবীও আপনাদের গমন কালে আপনাদিগের গর্জ্জন শ্রবণ করেন এবং সেই গর্জ্জন শুনিয়া ভূলোকবাসী পুরুষেরাও ভীত হয়েন।"

(২) "তোমরা রথে পৃষত মৃগ যোজিত করিয়াছ, সুরক্ত মৃগ প্রষ্টি (বাহনত্রয় মধ্যস্থ মৃগ) যুক্ত হইয়া রথ চালিত করিতেছে, অন্তরীক্ষ তোমাদিগের আগমনবার্ত্তা শুনিয়াছে এবং মানবেরা আতঙ্কে বিহ্বল হইয়াছে।"

(3) "You have harnessed the spotted deer to your chariots, a red one draws as leader; even the earth listened at your approach, and men were frightened."

এখন কোন্ পদ হইতে কি অর্থ আসিয়াছে, এবং কোন্ পদের কি অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, তাহার আলোচনা করিতেছি। মন্ত্রটির দুই পংক্তিতে দুইরূপ ভাব পরিব্যক্ত। তাহার মধ্যে প্রথম পংক্তিটিকে দুই উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়। তাহার এক ভাগ—"উপো রথেষু পৃষতীর-যুগ্ধ্বং"; এবং অপর ভাগ—"প্রষ্টির্বহতি রোহিতঃ।" প্রথম ভাগের আলোচ্য প্রথম পদ—'পৃষতীঃ'। ঐ পদে চিত্রবিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট হরিণ অর্থ গ্রহণ করা হয়। আমরা ঐ পদে অভীষ্টবর্ষণকারী দেবগণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ঐ পদে 'অভীষ্টবর্ষণশীল' অর্থ যে গৃহীত হইতে পারে, পূর্ব্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। * দ্বিতীয় পদ—"রথেষু"। ঐ পদের মর্ম্মার্থও পূর্ব্বে নানাস্থানে ব্যক্ত করিয়াছি † ঐ পদ সর্ব্বত্রই মনঃসম্বন্ধযুত।

* এই মণ্ডলেরই ৩৭ সূক্তের দ্বিতীয় ঋকে "পৃষতীভিঃ" পদের ব্যাখ্যায় (১৯১১ পৃষ্ঠায়) ইহার অর্থ অনুধাবন করুন। তার পর, "পৃষতীঃ" বহুবচনের পদ; উহাতে, দুইটী হরিণ অর্থই বা কেমন করিয়া আসিতে পারে?

† 'রথ', 'রথে', 'রথেষু' পদে আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে (১ম—৬সূ—১ঋ, ১ম—৩৫সূ—১২ঋ, ১ম—৩৮সূ—১ঋ) যে অর্থ লিখিয়াছি, এখানেও তাহাই অনুসরণীয়।

'রথ' বলিতে, সর্ব্বত্রই 'মনোরথ' অর্থ গ্রহণ করা যায়। 'অযুগ্ধ্বং' পদে যোজনার ভাবই গ্রহণ করি। এ পক্ষে "রথেষু পৃষতীরযুগ্ধ্বং" বাক্যের ভাব সহজেই পরিগৃহীত হয় না কি? উহার অর্থ হয় না কি—'মনোরূপ রথে যখন দেবভাবসমূহ সংযুক্ত হয়?' আমরা বলি, ইহাই ঐ মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য। মন্ত্রাংশের দ্বিতীয় বিভাগে সমস্যামূলক পদ—"প্রষ্টিঃ" ও "রোহিতঃ"। 'প্রষ্টিঃ' পদের অর্থে সায়ণ লিখিয়াছেন—'বাহনত্রয়ের মধ্যবর্ত্তী যুগ-বিশেষ'। 'রোহিতঃ' পদে 'রক্তবর্ণ হরিণকে' বুঝাইতেছে—ইহাই তাঁহার অভিমত। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে কেহ-বা 'প্রষ্টিঃ' পদে 'হরিণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে—'রোহিতঃ' পদ 'প্রষ্টিঃ' পদের বিশেষণরূপে রক্তবর্ণ অর্থ ব্যক্ত করিতেছে।* কেহ বা 'প্রষ্টিঃ' পদে শকট এবং 'রোহিতঃ' পদকে তাহারা বিশেষণ মনে করিয়াছেন। তাহাতে, 'রক্তবর্ণ শকট সংবাহিত হইতেছে'—এইরূপ ভাব আসিয়াছে। যাহা হউক, এখন আমাদের অর্থ কি ভাবে অধ্যাহৃত হয়, দেখা যাউক। 'প্রষ্টিঃ' পদের উৎপত্তিমূল—'প্রচ্ছ' ধাতু। ঐ ধাতুর অর্থ—'জিজ্ঞাসা করা'। এই হইতে 'প্রষ্টা' পদের 'জিজ্ঞাসু' 'অনুসন্ধিৎসু' অর্থ প্রচলিত আছে। 'প্রষ্টিঃ' ও 'প্রষ্টা' একই ভাব প্রকাশ করে। 'প্রষ্টিঃ' পদ একবচনান্ত; 'বহতি' তাহার ক্রিয়াপদ। তাহাতে 'প্রষ্টিঃ বহতি' বাক্যে 'জিজ্ঞাসু তত্ত্বানুসন্ধিৎসু জন বহন করেন বা আনয়ন করেন'

---

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ বা ঐ ভাবেই অর্থ অন্যরূপে অধ্যাহার করিয়াছেন। ম্যাক্সমূলার বলেন,—তিনটী হরিণের যে প্রধান, 'প্রষ্টিঃ' পদে তাহাকেই লক্ষ্য করে, 'প্রষ্টিঃ' অর্থ—পরিচালক (leader)। 'লুড্উইক' এ বিষয়ে নানা প্রকার গবেষণা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন,—'দক্ষিণ পার্শ্বের ঘোটককে 'অশ্ব' কহে, বাম-পার্শ্বের ঘোটক 'বাজী' নামে অভিহিত হয়, এবং সম্মুখের ঘোটককে 'সপ্তি' বলে।' কাট্যায়ন (২১২৩) 'প্রষ্টিঃ' পদে দুই পার্শ্বের ঘোটক অর্থ নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। তৈত্তিরীয় সংহিতার (১।৭।৮) প্রমাণ উদ্ধারে সায়ণ প্রতিপন্ন করেন,—প্রথমে 'প্রষ্টিঃ' পদে 'ত্রিপদ' (তেপায়া) বুঝাইত; কোনও পাত্র রাখিবার উদ্দেশে উহার ব্যবহার ছিল। তাহা হইতে ঐ পদে তিন ঘোড়ার গাড়ী বুঝায়। এ পক্ষে 'রোহিতঃ' ও 'প্রষ্টিঃ' পদ-দ্বয়ে 'লাল গাড়ী' বুঝাইয়া থাকে। আবার অষ্টম মণ্ডলের সপ্তম-সূক্তের ২৮শ ঋকে 'প্রষ্টিঃ' শব্দের অর্থে সায়ণ যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে 'ক্রমগতির ভাব' বা 'অভিমুখে যুজ্যমান' অর্থ পাওয়া যায়। 'প্রষ্টিঃ' ও 'রোহিতঃ' পদদ্বয়ের অর্থ বিষয়ে এরূপই মতান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। Vide, Notes on Prashti by Max-Muller in his "Sacred Books of the East."

অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখন, দেখা যাউক, তিনি কি বহন করেন বা কি আনয়ন করেন? তাহার উত্তরে 'রোহিতঃ' পদ প্রযুক্ত। আমরা বলি —উহা 'রোহিৎ' শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনের পদ। গতি বা উৎপত্তি অর্থমূলক 'রুহ' ধাতু হইতে 'রোহিৎ' শব্দ নিষ্পন্ন। ঐ শব্দে সূর্য্যকে বুঝায়; ঐ শব্দে জ্ঞান-কিরণ অর্থ আসে। তাহা হইলেই এখন বুঝিয়া দেখুন, "উপো প্রষ্টির্ব্বহতি রোহিতঃ" বাক্যে 'তত্ত্বানুসন্ধিৎসু জন আত্ম-সমীপে জ্ঞানকিরণ বহন করেন বা প্রাপ্ত হন' অর্থ হয় কি না? এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই আমরা ঐ মন্ত্রাংশের অর্থ করিলাম,—'তত্ত্বানু-সন্ধিৎসুগণ জ্ঞানময়ের সামীপ্যলাভ করেন।' একটু অনুধাবন করুন; অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন, কি নিত্যসত্যতত্ত্বই মন্ত্রের প্রথমাংশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

এক্ষণে মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তির বিষয় বিবেচনা করা যাউক। মূলে আছে—'পৃথিবী' পদ। সায়ণ প্রতিবাক্যে 'অন্তরিক্ষ' লিখিয়াছেন। তদনুসারে ব্যাখ্যাকারগণও, 'পৃথিবী' পদের প্রতিবাক্যে, কেহ বা পৃথিবীই রাখিয়াছেন, কেহ বা অন্তরিক্ষ পদই গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এখানে 'মেদিনী' বা 'ইহলোক' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। 'যামায়' পদে গতি বুঝায়। আমরাও সেই অর্থই লইয়াছি। কিন্তু এক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যামূলক পদ—'আশ্রোৎ'। 'শ্রু' ধাতু উহার উৎপত্তিমূল। তদনুসারে 'শ্রবণ করার' ভাবই অধ্যাহৃত হয় বটে। তাহাতে, কেহ বা 'আগমনবার্ত্তা শ্রবণের' ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এখানে, 'কম্পনের ভাব' অনুমান করি। 'পৃথিবী গর্জ্জন শুনিতেছে, মানুষ ভীত হইতেছে'— এরূপ স্থলে 'পৃথিবী কাঁপিতেছে বা মানুষ ভয়ে কাঁপিতেছে' এই ভাবই আসে। পৃথিবীর শ্রবণ বা কম্পন বলিতে, মানুষের বা প্রাণিগণের শ্রবণ বা কম্পন বুঝাইয়া থাকে। আমরা তাই "আশ্রোৎ" পদের প্রতিবাক্যে ভাবে "প্রকম্পিতা ভবতি" পদ প্রয়োগ করিয়াছি। * এই ঋগ্বেদের এই মণ্ডলেই যে এইরূপ অর্থে 'শ্রু' ধাতুর

---

* পাশ্চাত্যদেশের অনেক জন পণ্ডিত এই অর্থই গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ ম্যাক্সমূলারের 'নোট' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—"Aufrecht derives 'ASROT' from 'SRU', to shake, without necessacity.........

প্রয়োগ না পাওয়া যায়, তাহা নহে। এই মণ্ডলের ১২৭ম সূক্তের তৃতীয় ঋকে কম্পন অর্থে 'শ্রুবৎ' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। * "মানুষাঃ" এবং "অবীভয়ন্ত" পদদ্বয় সম্বন্ধে ভাষ্যের অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। পদগত এই সকল অর্থের ও ভাবের বিষয় বিচার করিয়া, এখন বুঝিয়া দেখুন দেখি,—মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তিতে আমরা যে অর্থ আমনন করিয়াছি, তাহাই ঠিক কি না।

মন্ত্রে মনুষ্যগণের নিকট দেবগণের আগমনের এবং তাঁহাদের নিকট হইতে বহির্গমনের বিষয়ই বিবৃত হইয়াছে। দেবগণ যখন আমাদের মধ্যে আগমন করেন, প্রতিষ্ঠিত হন, তখনই বা আমাদের কি অবস্থা হয়; আর তাঁহারা যখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যান, তখনই বা আমাদিগের কি দুর্দশা হয়;—মন্ত্রের দুই পংক্তিতে সেই দুই অবস্থার আভাষ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের মনোরথে আমরা যখন দেবগণকে অধিষ্ঠিত করিতে পারি, তখনই আমাদিগের শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা থাকে; আর যখন আমরা তাঁহাদিগের সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ি, তখনই আমাদিগকে বিষম আতঙ্কে আত্মহারা হইতে হয়।

প্রার্থনা-পক্ষে এ ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'হে দেবগণ! আপনারা আমাদিগের মনোরথে অধিষ্ঠিত থাকুন; আমরা আপনাদিগের সামীপ্য-লাভে কৃতকৃতার্থ হই। আমাদিগের নিকট হইতে দূরে যাইয়া আপনারা আর পৃথিবীকে কাঁপাইবেন না,—আমাদিগকে মরণের বিভীষিকার মধ্যে ফেলিয়া চির-যাতনা ভোগ করাইবেন না।' আমরা মনে করি, এ ঋক এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছে। (১ম—৩৯সূ—৬ঋ)।

Ludwig also remarks that 'ASRAT' might be translated by the earth trembled or vibrated."

* মন্ত্রাংশ,—"বীলু চিদ্যস্য সমৃতৌ শ্রুবদ্বনেব যৎস্থিরং।" উহার ইংরাজী অনুবাদ (ম্যাক্স-মূলারের),—"At whose approach even what is firm and strong will shake, like the forests." ম্যাক্সমূলার এখানে কম্পন (shaking) অর্থ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার অনুসরণকারী ওল্ডেনবর্গ ঐ স্থানে শ্রবণ প্রাপ্ত হওয়ায় তাই আমনন করিয়াছেন। আমরা কম্পন অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনচত্বারিংশৎ-সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

আ বো মক্ষূ তনায় কং রুদ্রা অবো বৃণীমহে।

গন্তা নূনং নোঽবসা যথা পুরেত্থা কণ্বায় বিভ্যুষে ॥৭॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। বঃ। মক্ষু। তনায়। কং। রুদ্রাঃ। অবঃ। বৃণীমহে।

গন্ত। নূনং। নঃ। অবসা। যথা। পুরা। ইত্থা। কণ্বায়। বিভ্যুষে ॥৭॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'রুদ্রাঃ' (হে কঠোরভাবাপন্না দেবাঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'মক্ষু' (ক্ষিপ্রং) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'তনায়' (বিস্তারার্থং, অস্মং প্রতি ইতি যাবৎ) 'কং' (কিম্প্রকারং) 'অবঃ' (রক্ষণং) 'বৃণীমহে' (প্রার্থয়ামহে); যেন উপায়েন বয়ং যুষ্মাকং সান্নিধ্যং লভামহে, তৎশিক্ষাং দত্ত ইতি ভাবঃ। 'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'পুরা' (চিরকালং) 'বিভ্যুষে' (পরিত্রাণনিমিত্তং ভীতিযুক্তায়) 'কণ্বায়' (অকিঞ্চনায় জনায়) ত্রায়ন্তি, 'ইত্থা' (অনেন প্রকারেণ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'অবসা' (রক্ষণনিমিত্তেন) 'নূনং' (ক্ষিপ্রং, ইদানীং) 'গন্ত' (আগচ্ছত)। ভয়ব্যাকুলঃ পরিত্রাণকামী যথা যুষ্মান্ প্রাপ্নোতি, তদ্বৎ বয়ং যেন যুষ্মদ্ সামীপ্যং প্রাপ্নুমঃ তদনুগ্রহং কুরুত। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৯সূ—৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে কঠোরভাবাপন্ন দেবগণ! সর্ব্বতোভাবে শীঘ্র (আমাদিগের প্রতি) আপনাদিগের বিস্তারের জন্য কি প্রকার রক্ষাকে প্রার্থনা করিব? (অর্থাৎ, কি প্রকারে আমরা রক্ষা প্রাপ্ত হইলে, আপনারা আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হইবেন, তাহা জানাইয়া দেন; তাহা জানিলে, তদনুবর্ত্তী হইতে চেষ্টা পাইব)। পরিত্রাণ-নিমিত্ত ভয়ব্যাকুল অকিঞ্চন জনকে চিরকাল যে ভাবে পরিত্রাণ করিয়া আসিতেছেন, আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত সেইভাবে শীঘ্র আগমন করুন। (১ম—৩৯সূ—৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে রুদ্রাঃ। রুদ্রপুত্রা মরুতঃ। তনায় কং। অস্মদীয়পুত্রার্থং মক্ষু শীঘ্রং বো যুষ্মদীয়মবো রক্ষণমাবৃণীমহে। সর্বতঃ প্রার্থয়ামঃ। মক্ষ্বিতি ক্ষিপ্রনাম। মক্ষ্বিতি তন্নামসু পঠিতত্বাৎ। পুরা পূর্বস্মিন্‌কালে কর্ম্মান্তরেষু নোঽস্মাকমস্মদীয়রক্ষণেন নিমিত্তেন যূয়ং যথা প্রাপ্তবন্তঃ। ইত্থানেন প্রকারেণ বিভ্যুষে ভীতিযুক্তায় কণ্বায় মেধাবিনে যজমানায় তদনুগ্রহার্থং নূনং ক্ষিপ্রং গন্তাঃ। প্রাপ্নুত॥

মক্ষু। ঋচি তুনুঘমক্ষুতঙ্‌কুত্রোরুষ্যাণামিতি দীর্ঘঃ। তনায় তনোতীতি তনঃ। পচাদ্যচ্‌। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বা তনয়শব্দেঽস্য ইত্যস্য লোপশ্ছান্দসঃ। কমিত্যেতৎ-পাদান্তে প্রযুজ্যমানং পাদপূরণং। শিশিরং জীবনায় কমিতিবৎ। উক্তঞ্চ। অথাপি পাদপূরণাঃ কমীমিদ্বিতীতি। রুদ্রাঃ। রোদয়ন্তীতি রুদ্রাঃ। রোদের্ণিলুক্‌ চেতি রক্‌ প্রত্যয়ঃ। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। গন্তাঃ। লোটি বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্‌। তপ্তনবিত্যাদিনা তবাদেশঃ। অতঃ পিত্ত্বাদনুনাসিকলোপাভাবঃ। বিভ্যুষে। বিভেতের্লিটঃ কসুঃ। বস্বেকাজাদ্ঘসামিতি নিয়মাদিডভাবঃ। চতুর্থ্যেকবচনে বসোঃ সম্প্রসারণমিতি সম্প্রসারণং। পরপূর্ব্বত্বং। শাসিবসিঘসীনাং চেতি ষত্বং॥ (১ম—৩৯সূ—৭ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে রুদ্রপুত্র মরুদ্গণ! আমাদিগের পুত্রগণের নিমিত্ত আপনাদিগের রক্ষণ সত্বর সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনা করিতেছি। (মক্ষু প্রভৃতি ক্ষিপ্র নাম-গণের মধ্যে পঠিত হওয়ায় মক্ষু পদে ক্ষিপ্র বুঝায়)। পূর্ব্বকালে কর্ম্মান্তরে আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত যেরূপে আমরা আপনাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; সেই প্রকারে ভীতিযুক্ত মেধাবী যজমানের অনুগ্রহের নিমিত্ত আপনারা সত্বর আগমন করুন।

"মক্ষু"। 'ঋচি তুনুঘমক্ষুতঙ্‌' ইত্যাদি নিয়মে দীর্ঘ। "তনায়"। 'তন অর্থাৎ রক্ষা করে' এই অর্থে তনঃ পদ নিষ্পন্ন। পচাদিগণীয় বলিয়া অচ্‌ প্রত্যয়। বৃষাদিগণ মধ্যে পাঠ হেতু প্রত্যয়ের আদিস্বর উদাত্ত। অথবা শব্দবাচী তনয় পদে ছান্দস-হেতু অয়্‌-এর লোপ হইয়াছে। "কং"। এই পদটী পাদপূরণ জন্য পাদান্তে প্রযুক্ত হইয়াছে। যেমন—'শিশিরং জীবনায় কং' ইত্যাদি। এতদ্বিষয়ে উক্ত হইয়াছে,—'অথাপি পাদপূরণাঃ কমীমিদ্বিতীতি।' অর্থাৎ অথ, অপি প্রভৃতির ন্যায় কং, ইতি প্রভৃতি পাদপূরণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "রুদ্রাঃ"। 'রোদন করে' এই অর্থে রুদ্রাঃ পদ নিষ্পন্ন। 'রোদের্ণিলুক চ' ইত্যাদি নিয়মে রক্‌ প্রত্যয়। আমন্ত্রিত-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাত হয় নাই। "গন্তাঃ"। লোটে বিভক্তি হেতু 'লোটে বহুলং ছন্দসি' নিয়মানুসারে শপের লোপ হইয়াছে। 'তপ্তনব' ইত্যাদি নিয়মে তবাদেশ। পিত্ত-হেতু অনুনাসিকের লোপ হয় নাই। "বিভ্যুষে"। 'বিভেতের্লিটঃ কসু'—এই নিয়মে কসু প্রত্যয়। 'বস্বেকাজাদ্ঘসাং' নিয়মানুসারে ইটের অভাব হইয়াছে। চতুর্থীর একবচন-হেতু 'বসোঃ সম্প্রসারণং' নিয়মে সম্প্রসারণ, পরপূর্ব্বত্ব এবং 'শাসিবসিঘসীনাঞ্চ' নিয়মে ষত্ব বিহিত হইল। (১ম—৩৯সূ—৭ঋ)॥

সপ্তম (৪৭৭) ঋকের বিশদার্থ।

—:০:—

এই মন্ত্রে দেবগণকে 'রুদ্রাঃ' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। দেবগণের সঙ্গ-লাভের সময়, প্রথম অবস্থায়, তাঁহাদিগকে রুদ্রমূর্ত্তিধর বলিয়াই মনে হয়। তখন, পাপের খেলায়, তাঁহাদিগকে প্রাপ্তির পথে নানা বিভীষিকা বিদ্যমান্ থাকে। সে ক্ষেত্রে তাঁহাদের সঙ্গলাভ বড়ই কঠিন ও আয়াসসাধ্য বলিয়া মনে হয়। সে অবস্থায় সাধক দেবগণেরই নিকট দেবগণকে প্রাপ্তির উপায়-প্রার্থী হন। এখানে সেই ভাব পরিব্যক্ত আছে বলিয়া মনে করি।

শত্রু চারিদিকে ঘেরিয়া আছে। চাই—রক্ষা। কিন্তু সে কিরূপ রক্ষা, তাহাই বলা হইয়াছে। এমন রক্ষা চাই,—যে রক্ষায় দেবগণের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ থাকে,—যে রক্ষার সহিত দেবগণ (দেবভাবসমূহ) আমাদের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। এখানে পূর্ব্ব-মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্রের একটু সম্বন্ধের ভাব লক্ষ্য করুন। পূর্ব্ব-মন্ত্রে দেবগণের সামীপ্য-লাভের কামনা আছে, তাঁহাদিগকে মনোরথে অধিষ্ঠিত রাখার সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু কেবল সঙ্কল্প হইলেই তো কার্য্য হয় না? সঙ্কল্পসিদ্ধি পক্ষে কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইবে কি প্রকারে? প্রার্থনাকারী দেখিলেন,—দেবগণ যদি আপনাদের অধিষ্ঠানের উপায় আপনারা প্রদর্শন না করেন, তবে আর গত্যন্তর নাই। তাই এখানে প্রার্থনা জানাইলেন, —'কি উপায়ে আপনারা আমাদের হৃদয়ে বিস্তৃত হইবেন, অর্থাৎ কি করিলে আমরা আপনাদিগকে প্রাপ্ত হইব, তাহাই আমাদিগকে উপদেশ দেন।' দেবতার নিকট মানুষ প্রার্থনা করে—রক্ষার নিমিত্ত। ইহাই স্বাভাবিক। এখানে সে প্রার্থনার বিশেষত্বটুকু এই যে,—'রক্ষা চাই বটে; কিন্তু যে রক্ষায় দেব-সম্বন্ধ অব্যাহত থাকে, দেবগণ হৃদয়ে বিস্তৃত হইয়া থাকেন, তেমন রক্ষাই প্রার্থনীয়।' সে রক্ষা যে কেমন, তাহার স্বরূপ কি?—আর কি প্রকারেই বা তাহা অধিগত হয়? তত্ত্বজিজ্ঞাসু দেব-সমীপে তাহাই জানিবার প্রার্থনা করিতেছেন।

দ্বিতীয় অংশের ভাব—এ পক্ষে সরল ও স্বাভাবিক। পাপের ভয়ে ভীত, ভগবানে ন্যস্তচিত্ত জন—চিরকালই দেবগণের করুণা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 'আমরা পাপী, আমরা বিপথগামী, আমরা দুর্ব্বিনীত, হে দেবগণ, আমাদিগকে সেই ভাবে কৃপা করুন।' ইহাই এখানকার প্রার্থনা। ফলতঃ, মন্ত্রের প্রথমাংশে বলা হইল,—আপনাদিগকে প্রাপ্তির উপায় আমাদিগকে জানাইয়া দেন; দ্বিতীয় অংশে বলা হইল,—আপনারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। ইহাই এই মন্ত্রের মর্ম্ম বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি।

উপসংহারে মন্ত্রের দুই একটী পদের ও অর্থের বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। কেন-না, সেই কয়েকটী পদের অর্থান্তরের জন্য মন্ত্রের অর্থ অন্য আর এক প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথম—'তনায়' পদ। ঐ পদে অনেকেই 'তনয়ায়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'কং' পদটী অনেকেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। ভাষ্যকার "তনায় কং' দুইটী পদের "অস্মদীয় পুত্রার্থং" প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। 'তনায়'-পদের মূল 'তন' (তনু বিস্তারে) ধাতু। বংশ-বিস্তারের ভাবে ঐ ধাতু হইতেই 'তনয়' পদ ব্যুৎপন্ন হয়। এই হইতেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'তনায়' শব্দে 'জাতি' অর্থ ধরিয়া লইয়াছেন। * তাহাতে মন্ত্রের প্রথম পংক্তির ভাব, কাহারও বা ব্যাখ্যায় দাঁড়াইয়াছে,—'আমাদের পুত্রকে আপনার শীঘ্র সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন;' কাহারও বা ব্যাখ্যা—'আমাদের জাতিকে রক্ষা করুন।' আমাদের অর্থ হইতেছে—'হে দেবগণ! আমাদিগের মধ্যে আপনারা যাহাতে বিস্তৃত হন, তদ্রূপ রক্ষার প্রার্থনা করি।' আর প্রচলিত অর্থ হইল—পূর্ব্বোক্ত-রূপ। মন্ত্রের শেষ পংক্তির প্রচলিত অর্থ এই যে,—'পুরাকালে আপনারা আমাদিগকে যেমনভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন, এই ভয়-ভীত কণ্ব ঋষি (যিনি এই স্তোত্রের রচনা করিতেছেন, তাঁহাকে) সেই ভাবে রক্ষা করুন।' † এখানে একটা কথা এই যে, যদি কণ্ব-ঋষিই মন্ত্র রচনা করিয়া উচ্চারণ

---

* ম্যাক্সমূলার "তনায়" অর্থে লিখিয়াছেন—"for the race."

† 'কণ্ব' সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"Kánava, the author of the hymn." আমাদের দেশের ব্যাখ্যাকারগণও লিখিয়াছেন,—"আর্ত্ত কণ্বের রক্ষার্থ শীঘ্র আগমন কর" ...ভয় হইতে কণ্ব ঋষিকে মুক্ত করুন।" ইত্যাদি।

করিবেন, তবে ঐ "নঃ" (আমাদের) পদে কাহাকে বুঝাইতেছে? সায়ণ এখানে যদিও কণ্ব-ঋষির নাম করেন নাই, কিন্তু সে 'পূর্ব্বের' ও 'এখনকার' ভাব তো আসিতেছে। পূর্ব্বের আমরাই বা কে—আর এখনকার কণ্বই বা কে? যাহা হউক, আমরা বলি, পুরা-শব্দের অর্থ এখানে চিরকাল। এ বিষয়ে পূর্ব্বেও আমাদের আলোচনা আছে। * প্রার্থনাকারী সম্বন্ধেই বর্ত্তমান কাল প্রযোজ্য হয়। 'পূর্ব্বে আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, এখন ইঁহাকে অনুগ্রহ করুন',—এরূপ ভাব এখানে সঙ্গত হয় না। † এই সকল বিষয় বিচার করিয়া, সুধিগণ মন্ত্রার্থের অনুসরণ করেন,—ইহাই আকাঙ্ক্ষা। (১ম—৩৯সূ—৭ঋ)।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। উনচত্বারিংশৎ-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

যুষ্মেষিতো মরুতো মর্ত্ত্যেষিত আ যো

নো অভ্ব ঈষতে।

বি তং যুযোত শবসা ব্যোজসা বি

যুষ্মাকাভিরূতিভিঃ ॥৮॥

---

* প্রথম সূক্তের দ্বিতীয় ঋকের অন্তর্গত "পূর্ব্বেভিঃ" শব্দের আলোচনায় (২১ পৃষ্ঠায়) ঐ শব্দের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হউন।

† যাহা হউক, এখন এই ঋকের ইংরাজী অনুবাদ দাঁড়াইয়াছে—'O Rudras, we quickly desire your help for our race. Come now to us with help, as of yore; thus now for the sake of the frightened Kanva." বাঙ্গালা অনুবাদ প্রচলিত আছে,—"হে রুদ্রপুত্র মরুদ্গণ, আমাদিগের পুত্রকে শীঘ্র আপনারা রক্ষা করুন, ইহা আমরা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনা করি। যেমন পূর্ব্বে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, তদ্রূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া উপস্থিত ভয় হইতে কণ্বঋষিকে মুক্ত করুন।" লক্ষ্য করিবেন,—ইংরাজী ও বাঙ্গালা এই দুই অর্থের মিল নাই।

পদ-বিশ্লেষণং।

যুষ্মাহইষিতঃ। মরুতঃ। মর্ত্যেহইষিতঃ। আ। যঃ।

নঃ। অভ্বঃ। ঈষতে।

বি। তং। যুযোত। শবসা। বি। ওজসা। বি।

যুষ্মাকভিঃ। ঊতিহভিঃ॥ ৮॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মরুতঃ' (হে দেবাঃ) 'যো অভ্ব' (যঃ কশ্চিৎ শত্রুঃ) 'যুষ্মেষিতঃ' (যুষ্মাভিঃ প্রেরিতঃ) 'মর্ত্ত্যেষিতঃ' (মারকৈঃ অন্যৈর্ব্বা প্রেরিতঃ) সন্, 'নঃ' (অস্মান্ প্রতি) 'আ ঈষতে' (আভিমুখ্যেন প্রাপ্নোতি, আয়াতি), 'তং' (শত্রুং) 'শবসা' (অন্নেন, অভ্যুদয়েন, পরিবৃদ্ধ্যা ইতি যাবৎ) 'বি যুযোত' (বিচ্ছিন্নং কুরুত), 'ওজসা' (বলেন) 'বি' (বি যুযোত) 'যুষ্মাকাভিঃ' (যুষ্মৎসম্বন্ধিভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষণৈঃ চ) 'বি' (বি যুযোত)। বিভিন্নপ্রকারেণ শত্রুঃ সামর্থ্যসম্পন্নো ভবতি। দেবকার্য্যেষু বিতৃষ্ণাঃ শত্রূণাং উদ্ভবকারিকাঃ সন্তি। তস্মাৎ প্রার্থনা—হে দেবাঃ! সর্ব্বান্ শত্রূণ নাশয়ত। (১ম—৩৯সূ—৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্দেবগণ! আপনাদিগের দ্বারা প্রেরিত অথবা অন্যের দ্বারা প্রেরিত হইয়া যে শত্রু আমাদিগের অভিমুখে আগমন করে, সেই শত্রুকে আপনারা অভ্যুদয় (পরিবৃদ্ধি) হইতে বিচ্ছিন্ন করুন, শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করুন, এবং আপনাদিগের সম্বন্ধীয় রক্ষণ হইতে বিচ্ছিন্ন করুন। (শত্রু যেন কোনরূপে আপনাদের আশ্রয় না পায়)। (১ম—৩৯সূ—৮ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ। যো যঃ কশ্চিদভ্বঃ শত্রুর্যুষ্মেষিতো যুষ্মাভিঃ প্রেষিতো মর্ত্ত্যেষিতো মারকৈরন্যৈর্ব্বা প্রেষিতঃ সন্ নোঽস্মান্ প্রতি আ ঈষতে। আভিমুখ্যেন প্রাপ্নোতি। তং শত্রুং

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! আপনাদিগের কর্তৃক প্রেষিত (প্রেরিত) হইয়া অথবা অপর কোনও মারক কর্তৃক প্রেষিত হইয়া যে কোনও শত্রু আমাদিগের প্রতি ধাবিত হয়, আপনারা অন্ন

শবসাঽনেন বিযুযোত। বিতক্তং কুরুত। তথোজসা বলেন বিযুযোত। যুষ্মাকাভিরূতিভির্যুষ্মৎ-সম্বন্ধিভী রক্ষণৈশ্চ বিযুযোত॥

যুষ্মেষিতঃ। যুষ্মাভিরিষিতঃ। সুপ্‌ লুকি প্রত্যয়লক্ষণেন যুষ্মদস্মদোরনাদেশ ইত্যাত্বং। ন চ ন লুমতাঙ্গস্যেতি প্রতিষেধঃ। ইকোঽচি বিভক্তাবিত্যত্রাজ্‌গ্রহণেন তস্য পাক্ষিকত্বোক্তেঃ। তৃতীয়া কর্ম্মণীতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। মর্ত্ত্যেষিতঃ। পূর্ব্ববৎ। অভ্বঃ। আভব-তীত্যভ্বঃ শত্রুঃ। পৃষোদরাদিত্বাদভিমতরূপস্বরসিদ্ধিঃ। ঈষতে। ঈষ গতিহিংসাদর্শনেষু। অনুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। যুযোত। যু মিশ্রণামিশ্রণয়োঃ। লোণ্‌-মধ্যমবহুবচনে বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি তবাদেশঃ। পিত্ত্বাদ্‌গুণঃ। যুষ্মাকাভিঃ। যুষ্মৎসম্বন্ধিনীভিঃ। তস্মিন্নণি চ যুষ্মাকাস্মাকৌ। পা০ ৪।৩।২। ইতি যুষ্মচ্ছব্দস্য যুষ্মাকাদেশঃ। ভীস্‌ঙ্গী ছান্দসত্বাম্ন ক্রিয়েতে। ঊতিভিঃ। অবতেঃ ক্তিনি জ্বরত্বরেত্যাদিনা ঊট্‌। ঊতিযূতীত্যাদিনা ক্তিন্‌ উদাত্তত্বং॥ (১ম—৩৯—৮ঋ)॥

অষ্টম (৪৭৮) ঋকের বিশদার্থ।

এখানে দুই প্রকার শত্রুর বিষয় কথিত হইয়াছে, আর তিন প্রকারে তাহাদিগকে খর্ব্ব করার প্রার্থনা আছে। দুই প্রকার শত্রুর একবিধ শত্রু দেবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হন, এবং অন্যবিধ শত্রু অন্য নানা প্রকারে সঞ্জাত

হইতে সেই শত্রুকে বিযুক্ত করুন; বল হইতে তাহারা বিযুক্ত হউক; এবং আপনাদিগের রক্ষা হইতে তাহারা বিযুক্ত হউক।

"যুষ্মেষিতঃ"। আপনাদিগের কর্ত্তৃক প্রেষিত এই বাক্যে 'সুপ্‌ লুকি প্রত্যয়লক্ষণেন যুষ্মদস্মদোরনাদেশঃ' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'আত্ব'। 'ন চ ন লুমতাঙ্গস্য' ইত্যাদি নিয়মে প্রতিষেধ হইয়াছে। 'ইকোঽচি' ইত্যাদি নিয়মে তাহার পাক্ষিকত্ব কথিত হয়। কর্ম্মণিবাচ্যে তৃতীয়া বিভক্তি হওয়ায় 'তৃতীয়া কর্ম্মণি' পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "মর্ত্ত্যেষিতঃ"। ইহার সাধন-প্রণালী পূর্ব্ববৎ (অর্থাৎ 'যুষ্মেষিত' পদের অনুরূপ)। "অভ্বঃ"। আভবতি—এই বাক্যে অভ্ব-পদে শত্রু বুঝায়। পৃষোদরাদিত্ব-হেতু অভিমত স্বরসিদ্ধি হইয়াছে। "ঈষতে"। গতি হিংসা এবং দর্শন অর্থমূলক ঈষ্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অৎ উপদেশ আছে বলিয়া লসার্ব্বধাতুক অনুদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইলেও ধাতুস্বরই হইয়াছে। "যুযোত"। মিশ্রণ ও অমিশ্রণ অর্থমূলক যু ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লোণমধ্যমবহুবচনে বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি নিয়মে শপের স্থানে শ্লু; 'তপ্তনপ্তনথনাশ্চ' সূত্রানুসারে 'তব্‌' আদেশ, এবং পিত্ত-হেতু গুণ হইয়াছে। "যুষ্মাকাভিঃ"। আপনাদিগের সম্বন্ধি এই অর্থে 'তস্মিন্নণি চ যুষ্মাকাস্মাকৌ' (পা০ ৪।৩।২) এই নিয়মানুসারে যুষ্মৎ-শব্দে যুষ্মাক আদেশ। ছান্দস-হেতু ভী-বৃদ্ধি হয় নাই। "ঊতিভিঃ"। 'অবতেঃ ক্তিনি জ্বরত্বর' ইত্যাদি নিয়মে ক্তিন্‌ স্থলে ঊট্‌ প্রত্যয়। "ঊতিযূতি' সূত্রানুসারে ক্তিন্‌ প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৩৯—৮ঋ)।

হয়। এক্ষেত্রে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে—'দেবগণ কর্তৃক প্রেরিত হয়, সে শত্রু আবার কি প্রকার ?' তাহার উত্তর এই যে, দেবতায় রুদ্রভাব ও স্নেহভাব দুই ভাবই বিদ্যমান্ আছে। পিতা যেমন স্নেহে পুত্রকে লালন-পালন করেন, আবার পুত্রের উচ্ছৃঙ্খলা দেখিলে দণ্ডাদি-প্রদানে তাহাকে যেমন শান্তভাবে আনিবার চেষ্টা পান, এখানেও সেই ভাব বুঝিতে হইবে। আমরা যখন দুর্দ্ধর্ষ দুর্দান্ত হইয়া পড়ি, আমরা যখন দেব-নির্দ্দিষ্ট সৎপথ হইতে বিচলিত হইয়া অন্য পথে গমন করি, তখন আমাদের পিতৃস্বরূপ স্নেহ-করুণাময় দেবতাগণ আমাদিগকে সে পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করাইবার জন্য নানারূপ ভয়-বিভীষিকা প্রদর্শন করেন,—নানারূপ দণ্ডদানে প্রবৃত্ত হন। দেবতাগণের প্রেরিত শত্রু তাহাকেই মনে করা যায়। যে কষ্ট দেয়, সেই শত্রু। গতিপথে বাধাপ্রদানই কষ্ট-দান; তা' সে গতিপথ—সুপথই হউক, আর কুপথই হউক। অতএব, দেবতার প্রেরিত দণ্ডকে বা বাধা-প্রদানকেও শত্রু বলিয়াই মনে হয়। মনোমত না হইলে, মিত্রের কার্য্যকেও অনেক সময় আমরা শত্রুর কার্য্য বলিয়া মনে করি। এখানে সেই ভাবই বুঝিতে হইবে। অপর যে শত্রুর কথা বলা হইয়াছে, সে শত্রুকে আমাদের কর্ম্মজাত শত্রু বলিয়া মনে করিতে পারি। দেবতারা যেমন সুপথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করেন এবং তজ্জন্য আমাদের কষ্ট বোধ হয়; আমাদের কৃত অসৎকর্ম্মসমূহ, আমাদিগের অনভিমত ও অনিষ্টকারক পথে আমাদিগকে পরিচালিত করিয়া, আমাদিগকে সেইরূপ কষ্ট প্রদান করে। এক প্রকার কষ্ট—শুভ-উদ্দেশ্যমূলক। অন্য প্রকার কষ্ট—অসৎ-কর্ম্মফল-প্রাপক। এখানে, এই মন্ত্রে, এই দুই প্রকার শত্রুকেই নিরস্ত করার প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার মর্ম্ম এই যে,—'আমরা যেন কদাচ বিপথগামী না হই; অর্থাৎ, আমাদিগকে বিপথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করাইবার জন্য আপনাদিগের নিকট হইতে যেন দণ্ড আসিবার প্রয়োজনই না হয়। অপিচ, আমরা যেন তেমন অপকর্ম্ম না করি, যে কর্ম্মের জন্য আমাদিগকে কর্ম্মফলভোগ-রূপ দণ্ড ভোগ করিতে হয়। ফলতঃ, সৎকর্ম্মে যেন আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়, হে দেবগণ, তাহারই ব্যবস্থা করুন,—এই প্রার্থনা।'

ঐ দুই প্রকার শত্রুকে তিন প্রকার উপায়ে বিচ্ছিন্ন করার প্রার্থনা

আছে। সে তিন প্রকার উপায় ; যথা ;—প্রথম—'শবসা', দ্বিতীয়—'ওজসা', তৃতীয়—'উতিভিঃ'। শত্রুর প্রাধান্য এই তিনরূপেই পরিলক্ষিত হয়। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ঐ তিনটীই আবার আমাদের কর্ম্মমূলক। 'শবস' পদের প্রতিবাক্য সায়ণ 'অন্নেন' লিখিয়াছেন। ভাব এই যে, যাহার দ্বারা পরিপুষ্টি বা অভ্যুদয় সাধিত হয়।—সেও—আমাদের কর্ম্ম। আমরা আমাদের কর্ম্ম দ্বারাই তাহাদিগকে পুষ্ট করি। শত্রুর প্রবৃদ্ধি আর কিসে হয় ? আমাদের কর্ম্মরূপ অন্নই তাহাদের পুষ্টি-সাধক। আমাদের কর্ম্মই তাহাদের অভ্যুদয়ের কারণ নহে কি ? এইরূপ, 'ওজসা'—তাহাদের শক্তিও আমাদের দ্বারাই বৃদ্ধি পায়। আমরা প্রশ্রয় দিয়াই তো—তাহাদের অভ্যুদয়ের সময় টিপিয়া না মারিয়াই তো—তাহাদিগকে বলসম্পন্ন হইতে দিই। ভাবটা একটু পরিস্ফুট করার চেষ্টা করিতেছি। মনে করুন—মিথ্যা কথা কওয়া বা চুরি করা। এ দুইটী কাজকে অপকর্ম্ম বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু বাল্যকাল হইতে ঐ দুই কর্ম্মে একটু একটু করিয়া বালকগণকে আমরা প্রশ্রয় দিয়া থাকি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিথ্যাকে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌর্য্যকর্ম্মকে আমরা গণনার মধ্যে আনি না। পরের গাছতলা হইতে কুড়াইয়া ফলটা-পাকড়টা আনায় চুরি করা হয় না অথবা অসুখ হইয়াছিল বলিয়া স্কুল-কামাইয়ের ওজুহাত দেওয়া চলিতে পারে,—এরূপ শিক্ষার বিষবীজ তরুণমতি বালকদিগের অন্তরে আমরাই নিহিত করি না কি ? এই প্রকারে মিথ্যারূপে ও চৌর্য্যরূপে দ্বিবিধ শত্রু আমাদের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত ও বলশালী হইয়া উঠে। কিন্তু অঙ্কুরেই যদি তাহাদিগকে নষ্ট করি, কোনও কারণেই সামান্য মিথ্যার বা সামান্য চৌর্য্যের পর্য্যন্ত প্রশ্রয় না দেই, তাহাতে শত্রু বৃদ্ধি পাইতে পারে না। ফলতঃ, শত্রুর জীবনধারণের উপযোগী অন্ন-দানের (অভ্যুদয়ের) এবং তাহার বলবৃদ্ধির মূল কারণ যে আমরাই, আমাদের কর্ম্মই যে তাহাদের পরিবৃদ্ধিসাধক, তাহা বলাই বাহুল্য।

প্রথমে শত্রুর বলবৃদ্ধির ঐ দুই কারণকে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ বিনাশ করিতে বলা হইল। শেষ বলা হইল,—'সেই শত্রুকে আপনাদের সম্বন্ধীয় রক্ষণ হইতে বিচ্ছিন্ন করুন ; অর্থাৎ, আপনারা তাহাদিগকে কোনরূপে রক্ষা করিবেন না।' এখানে একটা ভাব আসে,—'শত্রুদিগকে যেন দেবতারাই

রক্ষা করিয়া থাকেন; দেবতারাই যেন শত্রুদিগের পোষণকারী।' এক পক্ষে তাহা মনে করাও অসঙ্গত নহে। কেন-না, তাহাতে একটা ভয়ের ভাব থাকে; অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার পক্ষে বিভীষিকা আসে। শত্রুই কষ্ট দেয়। পাছে সেই শত্রু আসিয়া আমায় যন্ত্রণা দেয়—এই ভয় তখন মনে উদয় হয়। এ পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। মনে করুন, এ সংসারে যেমন রাজা ও তাঁহার সৈন্যবল। পশ্চাতে সৈন্যবল আছে বলিয়াই লোকে রাজ-প্রাধান্যে ভয় করে। এখানেও সেই ভাব বুঝিতে হইবে। মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'হে দেবগণ! আমাদের কর্ম্ম মধ্য হইতে যেন শত্রুর উদ্ভব না হয়, আমাদের কর্ম্ম দ্বারা যেন তাহারা পরিপুষ্ট না হয়, আর আপনারাও যেন তাহাদিগকে আর পোষণ না করেন। অর্থাৎ, হৃদয়ে সত্ত্বভাব চির বিদ্যমান্ থাকুক; আর তাহার প্রভাবে সকল প্রকার বিভীষিকা দূর হউক;—ইহাই প্রার্থনা।' * (১ম—৩৯সূ—৮ঋ)।

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। উনচত্বারিংশৎ-সূক্তং। নবমী ঋক্।)

অসামি হি প্রযজ্যবঃ কণ্বং দদ প্রচেতসঃ।

অসামিভির্ম্মরুত আ ন উতিভির্গন্তা

বৃষ্টিং ন বিদ্যুতঃ॥ ৯॥

* বলা বাহুল্য, এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে মরুদ্গণকে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত বলিবার উপায় নাই। সে সকল ব্যাখ্যায় আবার মনে হয়, তাঁহারা যেন বাহিৎ, দুর্দ্ধর্ষ, শত্রুকে আশ্রয় দেন, প্রতিপালন করেন। যেমন কোনও দুর্দ্ধর্ষ রাজা বা জমীদার, পাইক প্রভৃতি পুষিয়া, প্রজাকে ভয় দেয়—বস্তুতঃ সেই মূর্ত্তিতে মরুদ্গণ এখানে প্রকাশিত। মূলে 'অভ্ব' পদ আছে। তাহাতে 'শত্রু' অর্থ সূচিত হয়। উইলসনের অনুবাদে বিরুদ্ধাচারী (Adversary) প্রতিবাক্য দেখা যায়।

পদ-বিশ্লেষণং।

অসামি। হি। প্রঽযজ্যবঃ। কণ্বং। দদ। প্রঽচেতসঃ।

অসামিঽভিঃ। মরুতঃ। আ। নঃ। ঊতিঽভিঃ। গন্ত।

বৃষ্টিং। ন। বিঽদ্যুতঃ॥ ৯॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

মরুতঃ (হে দেবাঃ!) যূয়ং 'হি' (নিশ্চয়ং) 'প্রযজ্যবঃ' (প্রকৃষ্টভাবেন পূজনীয়াঃ) 'প্রচেতসঃ' (প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্তাঃ), ভবেব 'কণ্বং' (অকিঞ্চনং মামেতি শেষঃ) 'অসামি' (সম্পূর্ণং) 'দদ' (ধারয়ত, রক্ষত); 'অসামিভিঃ' (সম্পূর্ণৈঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষণৈঃ সহ) 'নঃ' (অস্মান্ প্রতি) 'বৃষ্টিং ন বিদ্যুতঃ' (বিদ্যুতো যথা বৃষ্টিং প্রাপ্নুবন্তি তদ্বৎ, যথা— ভগবতঃ করুণাধারয়া সহ যথা মনুষ্যো জ্ঞানং লভতে তদ্বৎ) 'আ গন্ত' (আগচ্ছত)। ভগবতঃ করুণা এব ভগবৎপ্রাপ্তিমূলিকা। তস্মাৎ প্রার্থনা - হে দেবাঃ! কৃপয়া অস্মাকং মধ্যে স্বপ্রকাশা ভবত। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৯সূ—৯ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্দেবগণ! আপনারাই পূজনীয় প্রকৃষ্টজ্ঞানাধার; অকিঞ্চনকে (আমাকে) সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করুন। আর, সম্পূর্ণরূপ রক্ষাকার্য্যের সহিত, বিদ্যুৎ যেমন বৃষ্টির অনুসরণ করে—সেই ভাবে (ভগবানের করুণাধারার সহিত মানুষ যেমন জ্ঞান লাভ করে তদ্রূপ) আমাদের প্রতি আগমন করুন। (১ম—৩৯সূ—৯ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অসামি হি সম্পূর্ণমেব যথা ভবতি তথা প্রযজ্যবঃ প্রকর্ষেণ যষ্টব্যাঃ। প্রচেতসঃ প্রকৃষ্ট-জ্ঞানযুক্তা হে মরুতঃ কণ্বং মেধাবিনং যজমানমেতন্নামকমৃষিং বা দদ। ধারয়ত। কিং যস্মাৎ যূয়ং

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যাহাতে (আরব্ধ কর্ম) সম্পূর্ণ হয়, সেইরূপ ভাবে যষ্টব্য (ভজনীয়), প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত মরুদ্দেবগণ! আপনারা কণ্বকে অথবা মেধাবী যজমানকে ধারণ করুন। যেহেতু আপনারা উক্ত

কণ্বনামকমৃষিং ধারিতবন্তস্তস্মাৎ কারণাদস্মাভিস্তিরস্তিভিঃ সম্পূর্ণৈঃ রক্ষণৈর্নোঽস্মান্ প্রত্যাগচ্ছত। আগচ্ছত। তত্র দৃষ্টান্তঃ। বৃষ্টিং ন বিদ্যুতঃ। যথা বিদ্যুতো বৃষ্টিং গচ্ছন্তি তদ্বৎ॥

অসামি। সামার্দ্ধং। ন সামি অসামি। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। প্রযজ্যবঃ। প্রকর্ষেণ যষ্টব্যাঃ। যজিমনিশুন্ধিদসিজনিভ্যো যুঃ। উ০ ৩।২০। ইতি কর্ম্মণি যুপ্রত্যয়ঃ। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। দদ। ডুদাঞ্ দানে। লোণ্মধ্যমবহুবচনস্য তিঙাং তিঙো ভবন্তীতি লঙাত্মনেপদপ্রথমপুরুষবহুবচনাদেশঃ। শ্লৌ দ্বির্ভাবে সতি শ্নাভ্যস্তয়োরাত ইত্যাকারলোপঃ। লোপস্ত আত্মনেপদেষ্বিতি ত-লোপঃ। আতো ণুণ ইতি পররূপত্বং। ছন্দস্যাভয়থেত্যার্দ্ধধাতুকত্বাদভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং ন ভবতি কিন্তু প্রত্যয়স্বর এব। হি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। প্রচেতসঃ। প্রকৃষ্টং চেতো যেষাং। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। গন্ত। গমের্লোণ্মধ্যমবহুবচনস্য তবাদেশঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। প্রত্যয়স্য পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং। বিদ্যুতঃ। বিদ্যোতন্ত ইতি বিদ্যুৎ। ভ্রাজভাসেত্যাদিনা পা০ ৩।২।১৭৭। ক্বিপ॥ ৯॥

নামক ঋষিকে ধারণ করেন, সেই হেতু সম্পূর্ণ রক্ষণের সহিত আপনারা আমাদের নিকট আগমন করুন। তদ্বিষয়ে (আগমন-সম্বন্ধে) দৃষ্টান্ত; যথা,—যেমন বিদ্যুত বৃষ্টিকে অনুগমন করে, সেইরূপে (আপনারা আগমন করুন)।

"অসামি"। সামির অর্দ্ধ অথবা সামি নহে এই অর্থে অসামি পদ সিদ্ধ। ইহার অব্যয়-পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "প্রযজ্যবঃ"। 'প্রকৃষ্টরূপে যষ্টব্য' এই অর্থে 'যজিমনিশুন্ধিদসিজনিভ্যো যুঃ' (উ০ ৩।২০) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে কর্ম্মাভিবাচ্যে যু-প্রত্যয় এবং আমন্ত্রিত নিঘাত স্বর হইয়াছে। "দদ"। দানার্থ ডুদাঞ্ (দা) ধাতু হইতে এই পদ নিষ্পন্ন। 'লোণ্-মধ্যমবহুবচনস্য তিঙাং তিঙো ভবন্তি' নিয়মানুসারে লঙের আত্মনেপদে প্রথমপুরুষের বহুবচন আদেশ হইয়াছে। দ্বির্ভাবে শ্লৌ-প্রত্যয় বিহিত হওয়ায় 'শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ' নিয়মে আকার লোপ হইল। 'লোপস্ত আত্মনেপদেষু' ইত্যাদি নিয়মে ত-লোপ। 'আতো গুণঃ' সূত্রানুসারে পররূপত্ব। 'ছন্দস্যুভয়থা' নিয়মে আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু 'অভ্যস্তানামাদিঃ' সূত্রে আদিস্বর উদাত্ত হয় নাই, পরন্তু প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। 'হি চ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে নিঘাত প্রতিষেধ হইল। "প্রচেতসঃ"। প্রকৃষ্ট চেত (চিত্ত) যাহাদের—এই বাক্যে ঐ পদ নিষ্পন্ন। আমন্ত্রিত হেতু নিঘাতস্বর। "গন্ত"। লোণ্মধ্যমবহুবচনে গম্ ধাতুর উত্তর 'তব্' আদেশ। 'বহুলং ছন্দসি' নিয়মে শপের লোপ। প্রত্যয়ের পিত্ব-হেতু অনুদাত্ত প্রাপ্ত হইলেও ধাতুস্বর হইয়াছে। পাদাদিত্ব হেতু নিঘাত হয় নাই; পরন্তু 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙ্' নিয়মে সংহিতায় দীর্ঘ হইয়াছে। "বিদ্যুতঃ"। তাহাকে বিদ্যোতমান্—এই অর্থে বিদ্যুৎ নিষ্পন্ন। 'ভ্রাজভাস' ইত্যাদি সূত্রানুসারে ক্বিপ্ প্রত্যয়। (পা০ ৩।২।১৭৭)॥ (১ম—৩৯সূ—৯ঋ)॥

নবম (৪৭৯) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অন্তর্গত উপমাটির এবং দুইটী পদের সম্বন্ধে নানারূপ বিতর্ক উপস্থিত হয়। 'কণ্ব' পদে, অনেকেরই মত—কণ্ব-ঋষিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভাষ্যের মত—ঐ পদের অর্থ মেধাবী। এ পর্য্যন্ত ভাষ্যে ঐ ভাবই প্রকাশ পাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই ঋকের ব্যাখ্যায় মেধাবী অর্থ লিখিয়াও তিনি সংস্কার-বশে কণ্ব-ঋষির প্রসঙ্গও আনিয়া ফেলিয়াছেন। যাহা হউক, এখানে 'মেধাবী' অর্থও সঙ্গত হয় না, কণ্ব-ঋষি-অর্থও সঙ্গত হয় না। প্রার্থনায় বলা হইতেছে—"ধারণ করুন।" কাহাকে ধারণ করিবেন? কণ্ব-ঋষিকে বা মেধাবীকে! কিন্তু তজ্জন্য অপরে প্রার্থনা করিবে কেন? প্রার্থনাকারী যে অন্য জন, তিনি যে কণ্ব-ঋষি বা মেধাবী নহেন, তাহা মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশেই বুঝা যায়। সেখানে প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন (অর্থাৎ রক্ষা করুন)।' কিন্তু উপরে বলা হইল,—'কণ্বকে বা মেধাবীকে।' এরূপ অসামঞ্জস্য সম্ভবপর নহে।

কিন্তু আমরা 'কণ্ব' পদে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে সামঞ্জস্য সর্ব্বত্র অব্যাহত থাকে। আমরা বলি, প্রথমে বলা হইয়াছে,—'এই অকিঞ্চন আমাকে রক্ষা করুন।' তার পর বলা হইয়াছে,—'আমাদিগের সকলের নিকট আগমন করুন।' আত্মরক্ষার প্রার্থনাই প্রথম প্রার্থনা—স্বাভাবিক প্রার্থনা। সেই প্রার্থনাই ক্রমে বিস্তৃত হইয়া সকলের মঙ্গলের নিমিত্ত সূচিত হয়। আপনার জন্য দেবতার সহায়তা প্রার্থনা করিতে করিতেই, ক্রমশঃ অপরের মঙ্গলের জন্য—জগতের হিতের জন্য, মানুষ কামনা করিয়া থাকে। এখানে প্রথমে "কণ্বং" (অকিঞ্চনং মাং) পদ থাকায় এবং শেষে "আ ন উতিভির্গন্তা" বাক্য প্রযুক্ত হওয়ায়, সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। প্রার্থনাকারী প্রথমে আপনার রক্ষার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া, হৃদয়ের প্রসারতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, শেষে সকলের রক্ষাই কামনা করিতেছেন।

এক্ষণে মন্ত্রান্তর্গত উপমাটীর বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। "বৃষ্টিং ন বিদ্যুতঃ"—এই বাক্যে 'বিদ্যুৎ যেমন বৃষ্টিকে প্রাপ্ত হয়'—এই ভাব আসে। ইহাই সঙ্গত অর্থ। কিন্তু কেহ কেহ আবার এখানকার অর্থ বিপরীত-ভাবে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের অর্থ—'বিদ্যুৎ যেমন বৃষ্টিকে আনয়ন করে।' * উপমাটি একটু জটিলভাবাপন্ন। সুতরাং একটু বিশ্লেষণ আবশ্যক বোধ করি। প্রথমে প্রাকৃতিক ক্রিয়ার বিষয় লক্ষ্য করা যাউক। এ ক্ষেত্রে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে,—বিদ্যুৎ বৃষ্টিকে আনে, না—বিদ্যুৎ বৃষ্টির অনুসরণ করে? প্রশ্ন পক্ষে, প্রথমতঃ দুইয়েরই অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ প্রতীত হয়। কখনও সংশয় আসে,—'বিদ্যুৎই বুঝি বা বৃষ্টিকে আনিতেছে'; কখনও বা মনে হয়,—'তাহা হইবে কেন? বৃষ্টিই বিদ্যুতকে আনিতেছে।' দুই দিকেই যুক্তি আছে। তবে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিতে পাই,—বৃষ্টির সূচনা না থাকিলে বিদ্যুৎ কখনই আসে না। প্রবাদ আছে বটে—'বিনা মেঘে বজ্রপাত'। কিন্তু তাহা অসম্ভব ব্যাপারের দৃষ্টান্ত; এবং যদি কখনও সে ব্যাপার প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহাও অদৃশ্য মেঘ-সঙ্ঘের চলাচল-বশতঃই যে ঘটিয়াছে, তাহাই বুঝিতে হইবে। ফলতঃ, বৃষ্টি বা বৃষ্টির আশ্রয়-ভূত মেঘই যে বিদ্যুতের উৎপত্তি কারক, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এ পক্ষে এখানে 'বিদ্যুৎই বৃষ্টিকে প্রাপ্ত হয়'—এই অর্থই সাব্যস্ত করিতে হইবে। তবে বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি—অচ্ছিন্ন-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ; তাই কাহার পশ্চাতে কাহার আগমন—এ বিষয়ে সংশয় আসিতে পারে। বৃষ্টির পতন সম্বন্ধে উপমার সার্থকতা বিচার করিতে গেলে, সে পক্ষেও বলা যায়, কখনও বা বৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যুৎ পরিদৃষ্ট হয়, কখনও বা বৃষ্টির পর বিদ্যুৎ প্রকাশ পায়। এই তো প্রকৃতির ক্রিয়া

---

* পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ প্রায় সকলেই এই প্রকার অর্থের অনুসরণকারী। ম্যাক্সমূলার বলেন,—"The simile, as lightnings go to the rain, is not very telling." উইলসনের অনুবাদ,—"As the lightning brings the rain." লুডুইকের মত,—"As lightnings give rain." তাঁহাদের [illegible] রমেশ বাবুও লিখিয়াছেন,—"বিদ্যুৎ যেরূপ বৃষ্টি লইয়া আসে।" কিন্তু সায়ণের ভাব এখানে অন্যরূপ। আমরা সেই ভাবেরই পোষকতা করি। সে ভাব—'বিদ্যুৎ যেমন বৃষ্টিকে প্রাপ্ত হয়।' এখানে এই ভাবই সঙ্গত ও পরিস্ফুট দেখি।

দেখিতে পাই। এখন, এই উপমার অভ্যন্তরে কি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক।

আমরা মনে করি, এখানে এই উপমায়, ভগবানের করুণার সহিত জ্ঞানের কি সম্বন্ধ আছে, তাহাই বিবৃত রহিয়াছে। ভগবৎ-সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান, তাহা ভগবানের করুণার উপরই নির্ভর করে। ভগবানের করুণা-রূপ বারিবর্ষণ যদি আমরা প্রাপ্ত হই, তাহা হইলেই আমরা জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারি। অর্থাৎ, তিনি করুণা না করিলে, তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান অধিগত হওয়া সম্ভবপর নহে। বিদ্যুতের আলোক-রূপ যে জ্ঞান, তাহা বারিবর্ষণ রূপ করুণার অনুসারী। এখানে এই ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। বিদ্যুতের ও বর্ষণের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ নিবন্ধন যেমন উহাদের অগ্রপশ্চাৎ পর্য্যায় নির্দ্ধারণ করা কঠিন; সেইরূপ, জ্ঞানের ও ভগবানের করুণার অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধ বিষয়ে, জ্ঞান আগে—কি ভগবানের করুণা আগে, তাহাতে স্বতঃই সংশয় উপস্থিত হয়। কেহ বলিতে পারেন,—'কর্ম্মের দ্বারা আগে জ্ঞানের উন্মেষ হউক; তবে তো তাঁহার করুণার অধিকারী হইবে।' কেহ আবার বলিয়া থাকেন,—'কর্ম্মপ্রবৃত্তিই, জ্ঞানের ভিত্তিই, ভগবানের করুণা-সাপেক্ষ; তাঁহার করুণা আগে লাভ কর; তবে তো জ্ঞান সঞ্চিত হইবে।' এইরূপ বিভিন্ন বিপরীত বিতর্কই আছে। ক্রমশঃ এ প্রসঙ্গে জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি তিনেরই সম্বন্ধ-তত্ত্ব হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া পড়ে। কর্ম্মের দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, জ্ঞান বা ভগবানের করুণা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার ভগবানের করুণা দ্বারাই জ্ঞান লাভ করি;—এতৎ প্রসঙ্গে এ সকল ভাবও মনে আসিতে পারে। কিন্তু আমরা মনে করি, মূল—সেই ভগবানের করুণা; সুতরাং মন্ত্রে সেই ভাবই প্রকট দেখি।

যাহা হউক, সকল দিক বিচার করিলে, এই মন্ত্রাংশের অর্থ হয় এই যে,—'হে করুণাধার দেবগণ! আপনারা আমাদিগের প্রতি করুণা-পরায়ণ হউন। আপনাদিগের করুণার প্রভাবে যেন আপনাদিগের সম্বন্ধে আমরা দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে পারি; অর্থাৎ, আপনাদিগের জ্ঞান লাভ করিয়া, আপনাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া, যেন সকল দুঃখ হইতে পরিত্রাণ-লাভে সমর্থ হই।' (১ম—৩৯সূ—৯ম)।

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চত্বারিংশৎ-সূক্তং। দশমী ঋক্।)

অসাম্যোজো বিভৃথা সুদানবোঽসামি ধূতয়ঃ শবঃ।

ঋষিদ্বিষে মরুতঃ পরিমন্যব ইষুং ন

সৃজত দ্বিষং॥ ১০॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অসামি। ওজঃ। বিভৃথ। সুঽদানবঃ। অসামি। ধূতয়ঃ। শবঃ।

ঋষিঽদ্বিষে। মরুতঃ। পরিঽমন্যবে। ইষুং। ন।

সৃজত। দ্বিষং॥ ১০॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সুদানবঃ' (শোভনদানোপেতাঃ, পরমদানশীলাঃ) 'অসামি' (সম্পূর্ণং) 'ওজঃ' (তেজঃ, বলং) 'বিভৃথ' (ধারয়থ, ধ্রুবমিতি শেষঃ); 'ধূতয়ঃ' (পাপবিধৌতকারিণঃ, পাপনাশকাঃ, হে দেবাঃ) 'শবঃ' (পরিত্রাণোপযোগিনং বলং, পাপনাশিকাং শক্তিং) 'অসামি' (সম্পূর্ণং) ধ্রুবং ধারয়থ ইতি শেষঃ; 'মরুতঃ' (বিবেকরূপাঃ হে দেবাঃ) 'পরিমন্যবে' (কোপ-পরিযুতায়) 'ঋষিদ্বিষে' (সাধূনাং হিংসাং কুর্বতে শত্রবে) 'দ্বিষং' (দ্বেষকারিণং, হননোপযোগিনং) 'ইষুং ন' (বাণং ইব, বাণং যথা মুঞ্চতি তদ্বৎ, অস্ত্রং ইতি যাবৎ) 'সৃজত' (প্রেরয়ত)। দেবাঃ সর্বশক্তিসম্পন্নাঃ। সৎকার্যেষু বাধাপ্রদানকারিণং শত্রুং তে মারয়ন্ত। হে দেবাঃ! অস্মাকং শত্রুং নাশয়থ। ইতি প্রার্থনা। (১ম—৩৯সূ—১০ ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

পরমদানশীল হে দেবগণ! সম্পূর্ণ তেজ বা বল আপনারাই ধারণ করেন। হে পাপনাশক দেবগণ! পরিত্রাণের উপযোগী বল বা পাপনাশিকা শক্তি, সম্পূর্ণ আপনাদেরই আছে। হে মরুদ্দেবগণ!

সাধুদিগের প্রতি হিংসাকারী শত্রুদিগকে হননোপযোগী বাণ (অস্ত্র) আপনারাই সৃষ্টি করেন (প্রেরণ করেন)। (১ম—৩৯সূ—১০ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সুদানবঃ শোভনদানোপেতা মরুতঃ। অসামি সম্পূর্ণমোজো বলং বিভৃথা। ধারয়থ। হে ধূতয়ঃ কম্পনকারিণো মরুতঃ। অসামি সম্পূর্ণং শবো বলং। পরিমন্যবে কোপপরিবৃতায় ঋষিদ্বিষে ঋষীণাং দ্বেষং কুর্বতে শত্রবে তদ্বিনাশার্থং দ্বিষং দ্বেষকারিণং হন্তারং সৃজত। তত্র দৃষ্টান্তঃ। ইষুং ন। যথা শত্রোরুপরি বাণং মুঞ্চন্তি তদ্বৎ। অত্র নিরুক্তং। অসামি সামিপ্রতিষিদ্ধং সামি স্যতেঃ। অসাম্যোজো বিভৃথা সুদানবঃ। অসুসমাপ্তং বলং বিভৃথ কল্যাণদানাঃ। নি০ ৬২৩। ইতি।

বিভৃথ। ডুভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। জুহোত্যাদিত্বাৎ শ্লুঃ। ভৃঞামিদিত্যভ্যাসস্যেত্বং। ঋষিদ্বিষে। ঋষীন্ দ্বেষ্টীতি ঋষিদ্বিট্। সৎসূদ্বিষেত্যাদিনা ক্বিপ্। পরিমন্যবে। মন্যুনা পরিবৃতঃ পরিমন্যুঃ। প্রাদিসমাসে পরেরভিতোভাবিমণ্ডলং। (পা০ ৬।২।১৮২)। ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। ইষুং। ইষু গতৌ। ইষ্যতি গচ্ছতীতীষুঃ। ঈষেঃ কিচ্চ। উ০ ১।১৩। ইত্যুপ্রত্যয়ঃ। ধান্তেনিদিত্যনুবৃত্তেনিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। সৃজত। সৃজ বিসর্গে। বিকরণস্য ঙিত্বাদ্গুণাভাবঃ। দ্বিষং। ক্বিপ্। চেতি ক্বিপ্॥ (১ম—৩৯সূ—১০ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে একোনবিংশো বর্গঃ॥ ১৯॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে শোভনদানোপেত মরুদগণ! আপনারা সম্পূর্ণ বল ধারণ করেন। হে কম্পনকারী মরুদ্দেবগণ! কোপপরিবৃত ঋষিগণের প্রতি হিংসাকারী শত্রুগণের বিনাশার্থ আপনারা সম্পূর্ণ বলসম্পন্ন শত্রুদ্বেষকারী অস্ত্রগণকে সৃজন করেন। (অস্ত্র সৃজন সম্বন্ধে) দৃষ্টান্ত; যথা,—যেমন শত্রুগণের প্রতি শর নিক্ষিপ্ত হয়, তদ্বৎ। (এতদ্বিষয়ে) নিরুক্তে উক্ত হইয়াছে,—অসামি অর্থাৎ সামিপ্রতিষিদ্ধ সম্পূর্ণ। 'অসাম্যোজো বিভৃথা সুদানবঃ' বাক্যে 'সম্পূর্ণ বল অর্থাৎ কল্যাণ দান করেন'—এইরূপ বুঝায়। (নি০ ৬২৩)।

"বিভৃথা"।—ধারণ ও পোষণার্থক ডুভৃঞ্ (ভৃ) ধাতু হইতে এই পদ নিষ্পন্ন। 'জুহোত্যাদিত্ব' নিবন্ধন শ্লু। 'ভৃঞামিৎ' নিয়মে অভ্যাসের ইত্ব বিহিত। "ঋষিদ্বিষে"। 'দ্বেষ অর্থাৎ হিংসা করে' এই বাক্যে ঋষিদ্বিট্ পদ নিষ্পন্ন। 'সৎসূদ্বিষে' ইত্যাদি নিয়মে ক্বিপ্ প্রত্যয়। "পরিমন্যবে"। মন্যু অর্থাৎ কোপের দ্বারা পরিবৃত এতদর্থে পরিমন্যুঃ পদ নিষ্পন্ন। 'প্রাদিসমাসে পরেরভিতোভাবিমণ্ডলং' (পা০ ৬২১৮২) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে উত্তর পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ইষুং"। গত্যর্থ ইষু (ইষ্) ধাতু হইতে 'ইষ্যতি' অর্থাৎ গমন করে—এই বাক্যে ইষুঃ পদ নিষ্পন্ন। 'ঈষেঃ কিচ্চ' (উ০ ১১৩) এই ঔণাদিক সূত্রে উ প্রত্যয়। 'ধান্তেনিৎ' এই অনুবৃত্তিনিবন্ধন নিত-হেতু আদিস্বর উদাত্ত। "সৃজত"। বিসর্গ অর্থাৎ ত্যাগার্থক সৃজ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বিকরণের ঙিৎ-হেতু গুণের অভাব। "দ্বিষং"। 'ক্বিপ্' চ নিয়মে ক্বিপ্ প্রত্যয়॥ (১ম—৩৯সূ—১০ঋ)॥

প্রথম মণ্ডলে তৃতীয় অধ্যায়ে একোনবিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১৯॥

দশম (৪৮০) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত দুইটী পদের বিষয় প্রথমে আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। একটী পদ—'ওজঃ', একটী পদ—'শবঃ'। দুই পদের অর্থই ভাষ্যকার 'বলং' লিখিয়া গিয়াছেন। ব্যাখ্যাতেও তাহারই অনুসরণ দেখি। কিন্তু এখানে একটী বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। একই অর্থ-প্রকাশে 'ওজঃ' ও 'শবঃ' এই দুই পদ একই স্থলে প্রযুক্ত হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর-ব্যপদেশে মন্ত্রান্তর্গত প্রথম পংক্তির দুইটী সম্বোধন পদের প্রতি স্বতঃই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই মন্ত্রের প্রথম পংক্তিটীকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহাতে, মন্ত্রের প্রথম অংশের সম্বোধন 'সুদানবঃ' ও দ্বিতীয় অংশের সম্বোধন 'ধূতয়ঃ' পদ গৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় ঐ দুই সম্বোধন-পদে যদিও যথাক্রমে 'শোভনদানযুক্ত' ও 'কম্পনকারী' অর্থ পরিগৃহীত হয়; কিন্তু আমরা উহাদের অর্থ একটু অন্যরূপ আমনন করি। 'ধূতয়ঃ' পদের অর্থ যে 'পাপবিধৌতকারী' 'পাপনাশক', তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। * তাহা হইলে, ঐ সম্বোধনের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট 'শবঃ' যে 'বল' বা 'শক্তি' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, সে বল বা শক্তি যে কি প্রকার, তাহা বুঝা যায় না কি? যিনি ধনবান্, তাঁহার 'বল' বলিতে গেলে, ধন বলই বুঝায়। যিনি জ্ঞানবান্, তাঁহার 'বল' বলিতে গেলে, জ্ঞান বলই বুঝাইয়া থাকে। যিনি বলবান, তাঁহার 'বল' বলিতে গেলে, শারীরিক সামর্থ্যই অনুভূত হয়। এইরূপ, যাঁহার যাহা আছে, তাঁহার বল বা শক্তি—তৎসংক্রান্ত বল বা শক্তি বলিয়াই বুঝা যায়। এখানে দেখিলাম,—দেবগণের বিশেষণ—'পাপবিধৌতকারী' (পাপ-নাশক); সুতরাং এক্ষেত্রে তাঁহাদের 'বল' বলিতে, পাপনাশ-সামর্থ্যই প্রতিপন্ন হয়। তাহা হইতে আমাদিগের পরিত্রাণের (পাপ-নাশেই তো পরিত্রাণ) শক্তি আপনাদের আছে—এই অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ "সুদানবঃ" সম্বোধন-পদের নিগূঢ় অর্থ উপলব্ধ হইলে,

---

* [illegible] এই সূক্তের প্রথম ঋকে 'ধূতয়ঃ' পদের অর্থ দেখুন।

'ওজঃ' পদের ভাবও পরিগৃহীত হইতে পারে। 'সুদানবঃ' পদের অর্থ— 'শোভনদানোপেতাঃ' অর্থাৎ 'সু'-পদার্থের 'পরম'-বস্তুর দানে সামর্থ্য-বিশিষ্ট। যিনি পরম-পদার্থের অধিকারী, সেই পদার্থের দানেই তাঁহার সামর্থ্য প্রকাশ পায়। সেই পদার্থই 'ওজঃ' 'তেজঃ' বা 'জ্যোতিঃ'। এইরূপে বুঝা যায়, মন্ত্রের প্রথম পংক্তির দুই অংশের মর্ম্ম এই যে,— 'হে দেবগণ! আপনারা পরম পদার্থ দানে শক্তিসম্পন্ন আছেন; আমাদের পাপ-নাশে পাপবিধৌত-করণে আপনাদের সামর্থ্য পরিলক্ষিত হয়।' প্রার্থনা-পক্ষে তাহাতে মর্ম্ম দাঁড়ায় এই যে,—'হে দেবগণ! সুদানব-রূপে আমাদিগকে সদ্বস্তু দান করুন, এবং পাপবিধৌতকারী হইয়া আমাদিগের সকল প্রকার পাপ বিধৌত করিয়া দেন।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তি—শত্রুনাশ-প্রার্থনামূলক। এ অংশের 'ঋষিদ্বিষে' ও 'পরিমন্যবে' পদদ্বয়ে শত্রুর প্রকৃতি পরিচয় প্রাপ্ত হই। তাহারা 'ঋষিদ্বিষে' অর্থাৎ তাহারা সৎকর্ম্মকারীর সৎকর্ম্মে হিংসা করে—বাধা দেয়। আর তাহারা—'পরিমন্যবে।' ঐ পদের ভাব—কোপনশীল, অসমসাহসী, সদাই অনিষ্টপরায়ণ। 'ঋষিদ্বিষে পরিমন্যবে' পদদ্বয়ের মর্ম্ম এই যে,—'তাহারা সর্ব্বদা অসমসাহসে সৎকর্ম্মে বাধা প্রদান করিতেছে।' তদনুসারে, এখানকার প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'এমন যে শত্রু, ঋষি-দিগের বা সৎকর্ম্মকারীর সৎকর্ম্মে বাধা দেওয়াই যাহাদের সাহসের পরিচায়ক, হে দেবগণ, আপনারা তাহাদিগকে বধ করুন।'

'ইষুং ন' পদের অর্থ—'বাণ যেমন।' ভাব এই যে,—'বাণ যেমন দূর হইতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া শত্রুকে সংহার করে, বাণ যেমন অলক্ষিতে শত্রুর সংহারে সমর্থ হয়, সেইভাবে শত্রুর সংহার-সাধন করুন।' এখানে, 'হিংসাকারী রিপুর সহিত যেন সংস্রব না ঘটে, সে সংস্রব ঘটিবার পূর্ব্বেই তাহারা নিহত হউক'—এই ভাব আসে। 'দ্বিষং' পদ 'ঋষিদ্বিষে' পদেরই যোগ্য সম্বন্ধবাচক। এখানে 'কণ্টকেনৈব কণ্টকং' নীতির সার্থকতা দেখি। শত্রুর দ্বারাই শত্রু বিনষ্ট হউক, শত্রু যেন কোনরূপে আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে,—এবংবিধ ভাব এই অংশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১ম—৩৯সূ—১০ঋ)।

———

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

——(•)——

প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। অষ্টমোঽনুবাকঃ।
চত্বারিংশৎ-সূক্তং। বিংশ একবিংশশ্চ দ্বৌ বর্গৌ।

চত্বারিংশৎ-সূক্তং।

—— • ——

এই সূক্তের দেবতা—ব্রহ্মণস্পতি। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মরুদ্দেবগণের এবং ইন্দ্রাদি দেবতারও উপাসনা আছে। ব্রহ্মণস্পতি দেবতার উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে আমরা দুইবার পাইয়াছি। অষ্টাদশ সূক্তের প্রথম ঋকে এবং অষ্টত্রিংশৎ সূক্তের ত্রয়োদশ ঋকে তাঁহার নাম আছে। প্রথম ক্ষেত্রে, কেহ বা তাঁহাকে অগ্নির মূর্ত্তিবিশেষ বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছেন, কেহ বা স্বতন্ত্র দেবতা মনে করিয়াছেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রেও ঐ ভাব দেখি। কেহ বা ঐ পদকে অগ্নি-দেবতার বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন; কেহ বা স্বতন্ত্র দেবতা ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এখানে, এই সূক্তে, সে সকল সংশয় দূরীভূত হইয়াছে। এখানে ব্রহ্মণস্পতি দেবতার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তাই প্রতিপন্ন হয়। যিনি ব্রহ্মণস্পতি নামে অভিহিত হন, তিনিও ভগবানের এক বিভূতি।

প্রতি দেবতারই বিশেষ বিশেষ শক্তির পরিচয় আছে। প্রতি দেবতা সম্বন্ধেই নানা রূপ কল্পিত-কাহিনীও প্রচলিত রহিয়াছে। এই ব্রহ্মণস্পতি দেবতা-সম্বন্ধেও তাহার অসদ্ভাব নাই। তিনি যুদ্ধে অন্ন-দান করেন। তাঁহার অনুকম্পায় সম্পদাদি বৃদ্ধি হয়। তিনি বজ্রধারণে শত্রু হনন করেন। তাঁহাকে পরাজয় করে—তেমন সাধ্য কাহারও নাই। তিনি মন্ত্রের প্রভু। তিনি স্বয়ংসিদ্ধ। এক পক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রচলিত আছে। অন্য পক্ষে আবার, তিনি ইন্দ্র-বরুণাদির স্তব করিয়া তাঁহাদের অনুগ্রহ-লাভ করেন, তিনি সহসের (বলের) পুত্র, তিনি ধনের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যার ফলে, ব্রহ্মণস্পতি দেবতা-সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন বিপরীত ভাব প্রচারিত আছে। কেহ বা তাঁহাকে স্বর্গেরও উপরে তুলিয়াছেন। কেহ বা তাঁহাকে পাতালেরও নীচে ফেলিয়াছেন। আমরা কিন্তু মূলভাবে 'ব্রহ্মণস্পতি' পদে 'জ্ঞানপালক দেব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সে অর্থপ্রয়োগের মূল কি, পরবর্ত্তী আলোচনায় তাহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন।

ব্রহ্মণস্পতি কোন্ দেবতা? অথবা, ভগবানের কোন্ বিভূতি ব্রহ্মণস্পতি নামে অভিহিত হইয়াছেন? বিভিন্ন স্থানে তাঁহার বিভিন্নরূপ ক্রিয়া-শক্তির বা ঐশ্বর্য্য-মাহাত্ম্যের পরিচয় প্রাপ্ত হই। সকল দেবতা এবং সকল দেবভাব সম্বন্ধেই যে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়, এই ব্রহ্মণস্পতির প্রসঙ্গও তদ্রূপ বৈচিত্র্যমূলক। দেবগণ বা দেবভাবসমূহ, অধিকারীর ধ্যান-ধারণা বা কল্পনা-শক্তি অনুসারে, ক্ষুদ্র-মহৎ কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়া থাকেন। যিনি যে স্তরের উপাসক, অথবা যিনি যে দৃষ্টিতে যে দেবতাকে দেখিতে চেষ্টা পাইবেন, দেবতা তাঁহার নিকট সেই ভাবেই প্রতিভাত হইবেন। দেবতত্ত্বের ইহাই বিশেষত্ব। এই এক ইন্দ্রদেবতার বিষয়ই স্মরণ করুন না কেন? একবিধ দৃষ্টিতে তিনি গুরুপত্নী অহল্যাকে হরণ করিতেছেন; আবার অন্যবিধ দৃষ্টিতে তিনি লোকপালক শ্রেষ্ঠ দেব। দৃষ্টির তারতম্যে দেবমাহাত্ম্য এইরূপই উচ্চাবচ গতি প্রাপ্ত হয়। এই ব্রহ্মণস্পতি-সম্বন্ধে উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিয়া দেখুন—একই সূক্তের ব্যাখ্যায় তাঁহার সম্বন্ধে কেমন বিভিন্ন বিপরীত মতসমূহ পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ, যিনি যেমন দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হইবেন, দেবদর্শন তাঁহার ভাগ্যে সেইরূপই ঘটিবে। ইহাই দেবতত্ত্ব-নির্দ্দেশের পরিমাণ-দণ্ড। বেদের ব্যাখ্যাও, দৃষ্টিশক্তির এই তারতম্যানুসারে, তাই বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে।

এই ব্রহ্মণস্পতি-সম্বন্ধে বেদে অভিন্ন-মত সূচিত আছে। ব্যাখ্যাকারগণের গবেষণার ফলে, কেবল মতান্তর ঘটিয়া থাকে। ইন্দ্রের ও অহল্যার উপাখ্যানের রূপকালঙ্কার ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন সত্যের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়, বেদ-মন্ত্রের অভ্যন্তরে একটু নিগূঢ়ভাবে প্রবেশ করিতে পারিলে, ব্রহ্মণস্পতি তত্ত্বও সেইরূপ পরিস্ফুট হইয়া আসে। ঋগ্বেদের ভিন্ন ভিন্ন সূক্তে তাঁহার কি-না মাহাত্ম্য-তত্ত্বই পরিবর্ণিত রহিয়াছে! এই সূক্তে 'সহসস্পুত্রঃ' পদ দেখিয়া তাঁহার পিতৃত্বের সন্ধান করিতেছি। কিন্তু একটু অগ্রসর হইয়া আবার দেখুন—তিনিই 'বিশ্বের সৃষ্টি-কর্ত্তা' রূপে প্রকট রহিয়াছেন; দ্বিতীয় মণ্ডলের ত্রয়োবিংশ সূক্তের দ্বিতীয় ঋকে তাঁহাকেই আবার "বিশ্বেষাং জনিতা" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এইরূপ আরও দেখুন,—তিনিই আবার 'দেবগণের পিতা' বলিয়া পরিচিত আছেন; উক্ত দ্বিতীয় মণ্ডলের ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তের তৃতীয় ঋকে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে,—"দেবানাং পিতরং।" তার পর আবার দেখুন,—তিনি কখনও বা ইন্দ্রের কার্য্য করিতেছেন (২ম—২৩সূ—১৮ঋ), কখনও বা ইন্দ্র হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন (৮ম—৯৩সূ—১৫ঋ); কখনও বা তিনি অগ্নিরূপে প্রকাশমান্ (২ম—১৮সূ—১ঋ), কখনও বা অগ্নি হইতে তাঁহার সত্ত্বা পরিচ্ছিন্ন হইতেছে (৭ম—৪২সূ—২ঋ)। এইরূপ বিভিন্ন স্থান হইতে তাঁহার সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বলিয়াছি তো—দেবতা বা দেবভাব—সাধকের ধ্যান-ধারণা-সাপেক্ষ। সেই দৃষ্টিতেই ব্রহ্মণস্পতি দেবতা সম্বন্ধে নানাভাব মনে জাগে। ব্রহ্মণস্পতি-দেবকে তদনুসারেই সাধারণভাবে 'লোকপালক' দেবতা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দেবত্ব বোধগম্য হইলেই সর্ব্বদেবের অভিন্নতা উপলব্ধ হয়।

চত্বারিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্য-কৃতা)।

উত্তিষ্ঠেত্যষ্টর্চং পঞ্চমং সূক্তং কণ্বস্যার্ষং বার্হতং। যুজঃ সতো বৃহত্যঃ। অযুজো বৃহত্যঃ। ব্রহ্মণস্পতিদেবতাকং। অনুক্রম্যতে চ। উত্তিষ্ঠাষ্টৌ ব্রাহ্মণস্পত্যমিতি। সূক্তবিনিয়োগো লৈঙ্গিকঃ। চতুর্বিংশেঽহনি মরুত্বতীয়ে প্রাক্তাদ্ব্রাহ্মণস্পত্যাৎ প্রগাথাৎ পূর্ব্বমুত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পত ইত্যয়ং প্রগাথঃ। মরুত্বতীয় ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিরুত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পত ইতি ব্রাহ্মণস্পত্যাবাবপেত পূর্ব্বৌ নিত্যাৎ। আ০ ৭।৩। ইতি॥ আদ্যা তু প্রবর্গ্যেঽভিষ্টবে বিনিযুক্তা। উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পত ইত্যেতামুক্ত্বা উত্তিষ্ঠ ইতি সূত্রিতত্বাৎ॥

তত্র প্রথমামৃচমাহ।

প্রথমমণ্ডলস্য অষ্টমেঽনুবাকে চত্বারিংশৎ-সূক্তং। কণ্বঋষিঃ।
বৃহতীছন্দঃ। ব্রহ্মণস্পতির্দ্দেবতা। লৈঙ্গিকো বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চত্বারিংশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবযন্তস্ত্বেমহে।

উপ প্র যন্তু মরুতঃ সুদানবঃ ইন্দ্র

প্রাশূর্ভবা সচা॥ ১॥

চত্বারিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

পঞ্চম সূক্ত 'উত্তিষ্ঠ' ইত্যাদি অষ্টঋক্‌বিশিষ্ট। এই সূক্তের ঋষি—কণ্ব এবং ছন্দ—বৃহতী। মন্ত্রের কতকগুলি 'যুজঃ সতো বৃহতী' আর কতকগুলি "অযুজো বৃহতী"। এই সূক্তের দেবতা ব্রহ্মণস্পতি। 'উত্তিষ্ঠাষ্টৌ ব্রহ্মণস্পতিঃ' ইত্যাদি অনুক্রান্ত হইয়াছে। এই সূক্তের বিনিয়োগ—লৈঙ্গিক। মরুত্বতীয় ক্রতুর চতুর্বিংশতি দিবসে 'প্রাক্তাদ্ব্রহ্মণস্পত্যাৎ' ইত্যাদি যে প্রগাথ মন্ত্রপাঠের ব্যবস্থা আছে, তৎপূর্ব্বে 'উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতিঃ' ইত্যাদি প্রগাথ মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের 'মরুত্বতীয়' ইত্যাদি খণ্ডে এইরূপ সূচিত হইয়াছে; যথা,—"প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিরুত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পত" ইত্যাদি (আ০ ৭।৩)। "উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পত" ইত্যাদি সূক্তের প্রথম ঋক্‌টী প্রবর্গ্যে এবং অভিষ্টবে উভয়েই প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

পদ-বিশ্লেষণং।

উৎ। তিষ্ঠ। ব্রহ্মণঃ। পতে। দেবঽযন্তঃ। ত্বা। ঈমহে।

উপ। প্র। যন্তু। মরুতঃ। সুঽদানবঃ। ইন্দ্র।

প্রাশূঃ। ভব। সচা॥ ১॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ব্রহ্মণস্পতে' (হে লোকপালক দেব) 'উত্তিষ্ঠ' (উত্থানং কুরু, অস্মাকং হৃদয়ে জাগরিতো ভব); 'দেবযন্তঃ' (দেবান্ কাময়মানাঃ বয়ং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ঈমহে' (যাচামহে, প্রার্থয়ামহে); 'সুদানবঃ' (শোভনদানোপেতাঃ, পরমদানশীলাঃ) 'মরুতঃ' (হে মরুদ্দেবাঃ) 'উপ' (অস্মাকং সমীপে) 'প্র যন্তু' (প্রকর্ষেণ আগচ্ছন্তু); 'ইন্দ্র' (হে ইন্দ্রদেব) 'স চা' (সর্ব্বৈঃ দেবৈঃ সহ) 'প্রাশূঃ' (শত্রুনাশকঃ, অজ্ঞানতানাশকঃ) 'ভবা' (ভব)। ভক্তি দেবতাবন্ত উদ্বোধনায় অর্চনাকারী দেবানাং আহ্বানং করোতি। সর্ব্বে দেবাঃ হৃদি প্রতিষ্ঠিতাঃ সন্ত—ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪০সূ—১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে লোকপালক ব্রহ্মণস্পতি দেব! আপনি উত্থান করুন (জাগরিত হউন); দেবতাভিলাষী আমরা আপনাকে প্রার্থনা করিতেছি। হে শোভনদানশীল মরুদ্দেবগণ! আমাদিগের নিকটে আপনারা আগমন করুন। হে ইন্দ্রদেব! সকল দেবগণের সহিত আপনি শত্রুনাশক হউন; (অথবা, আমাদের অজ্ঞানতা দূর করুন)। (১ম—৪০সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ব্রহ্মণস্পতে। এতন্নামক দেব। উত্তিষ্ঠ। অস্মদনুগ্রহায় স্বকীয়নিবাসাদুত্থানং কুরু। দেবযন্তো দেবান্ কাময়মানা বয়ং ত্বা ত্বামীমহে। যাচামহে। সুদানবঃ শোভনদাননিমিত্তা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ব্রহ্মণস্পতি নামক দেবতা! আমাদের (প্রতি) অনুগ্রহ (করিবার) নিমিত্ত আপনি আপনার নিবাসস্থান হইতে উত্থিত হউন। দেবগণের কামনাকারী আমরা আপনাকে (পাইবার জন্য) প্রার্থনা করিতেছি। হে শোভনদানযুক্ত মরুদ্দেবগণ! আপনারা

মরুতঃ উপপ্রয়ন্ত। সমীপে প্রকর্ষেণ গচ্ছন্ত। হে ইন্দ্র ত্বং সচা ব্রহ্মণস্পতিনা সহ প্রাশূঃ সোমস্য প্রাশয়ো ভব। যদ্বা বৃত্রস্য হিংসকো ভব।

উপত্তিষ্ঠ। উর্দ্ধকর্মবাদাস্বনেপদাভাবঃ। পা০ ১।৩.২৪। ব্রহ্মণস্পতে। সুবামন্ত্রিত ইতি পরাঙ্গবদ্ভাবাৎ ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতসমুদায়স্যাষ্টমিকং সর্ব্বানুদাত্তত্বং। দেবয়ন্তঃ। দেবানাত্মন ইচ্ছন্তঃ। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। ন ছন্দস্যপুত্রস্যেত্যীত্বস্যেব দীর্ঘত্বাপি নিষেধঃ। অশ্বাঘস্যাদিতি পুনরাত্ববিধানসামর্থ্যাৎ। উপয়ন্ত ইত্যাদয়ো গতাঃ। প্রাশূঃ। শূ হিংসায়াং। প্রকর্ষেণ সমন্তাৎ শৃণোতি হিনস্তীতি প্রাশূঃ। বহুলং ছন্দসীত্যুত্বং। বৌকপধায়া দীর্ঘঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ভবা। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং॥ (১ম—৪০সূ—১ঋ)॥

প্রথম (৪৮১) ঋকের বিশদার্থ।

—:০:—

দেবতা নিদ্রিত আছেন। দেবভাব সুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। আমরা দেব-সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি।

এ চিন্তা একবারও হৃদয়ে জাগিতে চাহে না। এ অবস্থার প্রতি আমাদের আদৌ দৃষ্টি পড়ে না। সংসারের নানা মোহ-জালে আমরা নিয়ত বিজড়িত থাকি। অশন বসন শয়ন ভোজন—এই সব লইয়াই আমরা নিয়ত বিব্রত আছি। দৈন্য-দারিদ্র্য অভাব-অনটন—তাহারাই আমাদিগকে ঘেরিয়া আছে। তাহাদেরই সেবার জন্য, অভাব-অনটনের গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, অপকর্ম্মের উপর অপকর্ম্ম করিয়া

(আমাদের) সমীপে প্রকৃষ্টরূপ আগমন করুন। হে ইন্দ্র! আপনি ব্রহ্মণস্পতি দেবের সহিত সোমের ভক্ষক হউন (অর্থাৎ সোমপান করুন) অথবা বৃত্রের হিংসক হউন (অর্থাৎ বৃত্রকে সংহার করুন)।

"উত্তিষ্ঠ"। 'উর্দ্ধকর্মবাদাস্বনেপদাভাবঃ' (পা০ ১৩।২৪) এই সূত্রানুসারে আত্মনেপদ হয় নাই। 'সুবামন্ত্রিত' এই নিয়মে পরাঙ্গবদ্ভাব হওয়ায় ষষ্ঠ্যামন্ত্রিত সমুদায় পদের আষ্টমিক নিঘাত-হেতু সমস্ত পদের অনুদাত্ত স্বর হইল। "দেবয়ন্তঃ"। 'আপনাদের সম্বন্ধে নিজে দেবগণকে (পাইবার) ইচ্ছা করে'—এই বাক্যে, 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ' সূত্রানুসারে, ক্যচ্-প্রত্যয়। 'ন ছন্দস্য পুত্রস্য' এই নিয়মে ইত্বেরও দীর্ঘ নিষিদ্ধ হইল। সামর্থ্য-বিধান-হেতু 'অশ্বাঘস্যাৎ' এই নিয়মে পুনরায় আকারের-বিধান হইয়াছে। "উপয়"—এই সকল পদ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। "প্রাশূ"। হিংসার্থক শূ ধাতু হইতে 'প্রকৃষ্টরূপ সর্ব্বপ্রকার শ্রবণ করেন' এই অর্থে প্রাশূ পদ নিষ্পন্ন। 'বহুলং ছন্দসি' নিয়মে ত্বদুত্তর উৎ বিহিত। 'বৌকপধায়া' নিয়মে উপধার দীর্ঘ। কৃৎ হেতু উত্তর পদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "ভবা"। 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' এই নিয়মে সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘ হইয়াছে। (১ম—৪০সূ—১ঋ)॥

যাইতেছি,—আর সেই চিন্তাতেই দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছে। দেবতা নিদ্রিত কি জাগ্রৎ—দেখিবার আর অবসর পাইলাম কৈ!

যদি এই চিন্তা কখনও হৃদয়ে উদয় হয়, যদি এইরূপ ভাবনার রশ্মিরেখা কখনও হৃদয়ে বিকাশ পায়; দেবতাকে ডাকিবার জন্য মানুষ তখনই ব্যাকুল হইয়া পড়ে,—তখনই সেই লোকপালক দেবতাকে সম্বোধন করিয়া মানুষ বলিতে পারে,—

"উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবযন্তস্ত্বেমহে।"

লোকপালক সেই ব্রহ্মণস্পতি-দেবতাকে জাগ্রৎ করিবার জন্য আহ্বান করিতে করিতে, ক্রমশঃ সকল দেবতাই হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হন,—শত্রু বিমর্দ্দক দেবতা আসিয়া তখন সকল শত্রুকে সকল বিপদকে দূরীভূত করেন।

এই মন্ত্র সেই তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। আমার সম্বন্ধে দেবতা নিদ্রিত আছেন—দূরে অবস্থিতি করিতেছেন—এই ভাবটাও একবার হৃদয়ে উদয় হউক!—তাহাতেও সুফল আছে। যখন সাধকের মনে এই ভাব জাগরিত হয়, তিনি অমনি ডাকেন,—"উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতি দেবযন্তস্ত্বেমহে।" সঙ্গে সঙ্গে অমনি তাঁহার অন্তরে প্রতিধ্বনি উঠে,—'উপ প্র যন্তু মরুতঃ সুদানবঃ'। পরমদানশীল মরুদ্দেবগণকে তখন নিকটে আনিবার আকাঙ্ক্ষা হয়। সাধক তখন প্রার্থনা করেন,—'হে শোভনদাতা দেবগণ! আপনারা আসিয়া আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হউন।' দেবতার আগমন-পথে যে সকল অন্তরায় আছে, যে সকল শত্রু নানারূপ অস্ত্র ধারণ করিয়া সে পথ আটকাইয়া রহিয়াছে, তখন সেই পথের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে। তখন শত্রুনাশক দেবতার শরণাপন্ন হওয়ার আবশ্যক হয়। সাধক তখন আবার ডাকেন,—'ইন্দ্র প্রাশূর্ভবা সচা।' অর্থাৎ 'হে দেবরাজ! আপনি আসিয়া শত্রুদিগকে নাশ করুন,—দেবগণের আগমন-পথের বাধা দূরীভূত হউক।' *

* এই ঋকের অন্তর্গত 'প্রাশূঃ' পদটি সমস্যামূলক। সায়ণ ঐ পদে দুই প্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এক অর্থ—'সোমস্য প্রাশকঃ' অর্থাৎ 'সোমরসপানকারী'; এবং অন্য অর্থ—'বৃত্রস্য নাশকঃ' অর্থাৎ 'বৃত্রের হননকারী।' এক অর্থে,—'আপনি ব্রহ্মণস্পতি দেবতার সহিত আসিয়া সোমপান করুন,' অন্য অর্থে—'আপনি দেবগণের সহিত আসিয়া বৃত্রকে

হৃদয়ে একটা দেবভাব একবার জাগাইবার চেষ্টা কর। সঙ্গে সঙ্গে সকল দেবতাই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইবেন। এ মন্ত্রে এই শিক্ষা প্রদান করিতেছে। এ মন্ত্রের ইহাই মর্ম্ম। (১ম—৪০সূ—১ঋ)।

—•—

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চত্বারিংশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

ত্বামিদ্ধি সহসস্পুত্র মর্ত্ত্য উপব্রূতে ধনে হিতে।

সুবীর্য্যং মরুত আ স্বশ্ব্যং দধীত

যো বঃ আচকে ॥ ২ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বাং। ইৎ। হি। সহসঃ। পুত্র। মর্ত্ত্যঃ। উপব্রূতে। ধনে। হিতে।

সুঽবীর্য্যং। মরুতঃ। আ। সুঽঅশ্ব্যং। দধীত।

যঃ। বঃ। আঽচকে ॥ ২ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সহসস্পুত্র' (হে বলস্য বহুপালক, অস্মাদীনাং বিবিধানাং শক্তিনাং রক্ষক, হে দেব) 'হিতে' (মঙ্গলপ্রদে) 'ধনে' (পরমার্থরূপে সম্পদি) 'উপ' (সামীপ্যলাভায়, উপস্থিতিকালে ইতি যাবৎ) 'মর্ত্ত্যঃ' (মনুষ্যঃ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ইৎ' (এব) 'ব্রূতে' (স্তৌতি,

---

সংহার করুন।' আমরা এখানে সোমরসের কোনও সম্বন্ধ বোধতে পাইলাম না। ঐ পদের ব্যুৎপত্তিমূল 'অশ্' ধাতুর অর্থ 'ভোজন', তাহা হইতেই সায়ণ 'সোমরস পান' অর্থ আনিয়া থাকিবেন। কিন্তু শব্দকে সংহারের—অজ্ঞানতাকে নাশের—ভাবই এখানে সমীচীন। 'সচা' পদে 'সকল দেবগণের সহিত' অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

প্রার্থয়ন্তে) ; 'মরুতঃ' (হে দেবাঃ !) 'যঃ' (মর্ত্যঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'আচকে' (স্তৌতি, পূজয়তি), স জনঃ 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবলং, সৎকর্ম্মসামর্থ্যং) 'স্বশ্ব্যং' (শোভনজ্ঞানকিরণং, সদ্‌জ্ঞানং) 'দধীত' (ধারয়েৎ, প্রাপ্নুয়াৎ)। পরমার্থলাভায় ব্রহ্মণস্পতিং আরাধয়। সৎকর্ম্মসামর্থ্যং সদ্‌জ্ঞানঞ্চ দেবাঃ বিতরন্তি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪০সূ—২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানাদি বিবিধ শক্তির পালক হে দেব! মঙ্গলপ্রদ পরমার্থ-রূপ সম্পদে উপস্থিত হইবার সময়, মনুষ্য নিশ্চয় আপনাকেই স্তব করে। হে মরুদ্দেবগণ! যে মনুষ্য আপনাদিগকে পূজা করে, সে জন সর্ব্বতোভাবে শোভন বল (সৎকর্ম্ম সামর্থ্য) এবং শোভন-জ্ঞানকিরণ (সদ্‌জ্ঞান) প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (১ম—৪০সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সহসস্পুত্র বলস্য বহুপালক ব্রহ্মণস্পতে। পুত্রঃ পুরু ত্রায়তে নিপরণাদ্বেতি নিরুক্তং। ২।১১। মর্ত্ত্যো মনুষ্যো হিতে শত্রুষু প্রক্ষিপ্তে ধনে নিমিত্তভূতে সতি ত্বামিৎ ত্বামেবোপব্রূতে হি। সমীপং প্রাপ্য স্তৌতি খলু। তদ্ধনসম্পাদনায় প্রার্থয়ত ইত্যর্থঃ। হে মরুতঃ। যো ধনার্থী মর্ত্ত্যো বো যুষ্মান্ ব্রহ্মণস্পতিসহিতানাচকে। স্তৌতি। স মর্ত্ত্যঃ স্বশ্ব্যং শোভনাশ্বযুক্তং সুবীর্য্যং শোভনবীর্য্যযুক্তং ধনং দধীত। ধারয়েৎ॥

সহসস্পুত্র। ব্রহ্মণস্পত ইতিবৎ ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রেতি বিসর্জনীয়স্য সত্বং। উপব্রূতে। হি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। তিঙি চোদাত্তবতীতি গতেরনুদাত্তত্বং। হিতে নিষ্ঠায়াং দধাতের্হিরিতি হিভাবেশঃ। সুবীর্য্য। শোভনং বীর্য্যং যস্যেতি বহুব্রীহৌ বীরবীর্য্যৌ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বহু বলের পালক ব্রহ্মণস্পতি দেবতা! (নিপরণ হইতে প্রকৃষ্টরূপে ত্রাণ করে, নিরুক্তে পুত্রঃ পদের এই ব্যাখ্যা আছে—(নি০ ২।১১) শত্রুগণের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত ধনের নিমিত্ত মানবগণ আপনাকে স্তব করিতেছে। সেই ধন পাইবার নিমিত্ত আপনার সমীপে মানবগণ প্রার্থনা জানাইতেছে'—ইহাই মর্ম্ম। হে মরুদ্দেবগণ! ধনার্থী যে মানব, ব্রহ্মণস্পতি-দেবতার সহিত আপনাদিগের স্তবে বিনিযুক্ত, আপনারা তাহাদিগকে শোভনাশ্বযুক্ত এবং সুবীর্য্য সম্পন্ন ধন দান করুন।

'সহসস্পুত্র'। ব্রহ্মণস্পতি পদের ন্যায় 'ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্র' ইত্যাদি নিয়মে বিসর্জনীয়ের (বিসর্গের) সত্ব অর্থাৎ বিসর্গের স্থানে স আদেশ হইয়াছে। "উপব্রূতে"। 'হি চ' নিয়মে নিঘাতের প্রতিষেধ। 'তিঙি চোদাত্তবৎ' নিয়মানুসারে গতির অনুদাত্তত্ব। "হিতে"। নিষ্ঠা (ক্ত) প্রত্যয় হেতু 'দধাতে র্হিঃ' সূত্রানুসারে ধা স্থানে হি আদেশ হইয়াছে। "সুবীর্য্যং"।

চেত্ত্বরপদাদ্যুদাত্তত্বং। স্বশ্ব্যং। অশ্বানাং সমূহোঽশ্ব্যম্‌। কেশাশ্বাভ্যাং যঞ্ছাবন্যতরস্যাং। পা০ ৪।২।৪৮। ইতি সমূহার্থে ছপ্রত্যয়ঃ। ছস্য ঈয়াদেশঃ। শোভনমশ্বীয়ং যস্য তৎ স্বশ্ব্যং। ঈকারলোপশ্ছান্দসঃ। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। দধীত। সীষুটঃ সকারলোপে সত্যাত্মনেপদানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। আচকে। কৈ গৈ রৈ শব্দে। আদেচ ইত্যাত্বং। লীটি লিট্‌চনেঽভ্যাসস্য হ্রস্বচুত্বে। আতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ॥ (১ম—৪০সূ—২ঋ)॥

দ্বিতীয় (৪৮২) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে,—'হে বলের পুত্র বা বলের পালক ব্রহ্মণস্পতিদেব! ধনের জন্য যখন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, মনুষ্যগণ তখন আপনার নিকটস্থ হইয়া (অথবা আপনার আশ্রয় লাভের জন্য) আপনাকে স্তব করে। হে মরুদ্গণ! ধনাকাঙ্ক্ষী যে সকল মনুষ্য আপনাদের নিকট প্রার্থনা করে, তাহারা সুন্দর অশ্ব এবং সুবীর্য্য (অথবা বীর্য্যবিশিষ্ট ধন) প্রাপ্ত হয়।' এই প্রচলিত অর্থের সহিত আমাদের প্রবর্ত্তিত অর্থের যে ভিন্নভাব হইল, আমাদের অন্বয়-বোধিকা-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা উপলব্ধ হইবে।

কি কারণে প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হইতেছে, মন্ত্রোক্ত কয়েকটী পদের বিষয় অনুধাবন করিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারিবে। প্রথম—'সহসস্পুত্র'। ঐ পদে 'সহসের'

'শোভন বীর্য্য যাহার' এইরূপ বহুব্রীহি সমাস-হেতু 'বীরবীর্য্যৌ চ' সূত্র-নিয়মে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত। "স্বশ্ব্যং"। 'অশ্বগণের সমূহ' এই বাক্যে অশ্বীয়ং পদ নিষ্পন্ন। 'কেশাশ্বাভ্যাং যঞ্ছাবন্যতরস্যাং' (পা০ ৪।২।৪৮) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে সমূহার্থে ছ-প্রত্যয়। তৎপর ছ-স্থানে ঈয় আদেশ। 'শোভন (সুন্দর) হইয়াছে অশ্বসমূহ যাহার' এই সমাসবাক্যে স্বশ্ব্যং পদ নিষ্পন্ন। ছান্দস-হেতু ঈকারের লোপ। 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত। "দধীত"। 'সীষুটঃ' নিয়মে স-কারের লোপ-হওয়ায় 'আত্মনেপদানামাদিঃ' সূত্রানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাত-স্বর নাই। "আচকে"। কৈ গৈ রৈ ধাতু শব্দার্থবাচক। 'আচকে' নিয়মে আৎ বা আ আদেশ হইয়াছে। লিট্ বিভক্তির বিধানে অভ্যাসের (দ্বিত্বের) হ্রস্ব ও চু আদেশ। 'আতোলোপ ইটি চ' এই নিয়মে আকারের লোপ হইয়াছে। প্রত্যয়-স্বর এবং যদ্বৃত্তযোগহেতু নিঘাতের অভাব হইয়াছে। (১ম—৪০সূ—২ঋ)।

বা 'বলের' পুত্র অর্থই সহসা মনে আসে। কিন্তু সায়ণই উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'বহুবলের পালক।' তিনি যে ভাবে ঐ অর্থ গ্রহণ করেন, আমরা এ পক্ষে তাঁহারই অনুসরণ করি।

তবে এখানে যে দৈহিক বলের বিষয় অথবা লোকবলের বা অর্থ-বলের বিষয় বলা হয় নাই; পরন্তু এখানে যে জ্ঞান-রূপ বলের বিষয়ই লক্ষ্য রহিয়াছে, ভগবানের আরাধনা-রূপ সামর্থ্যের বিষয়ই খ্যাপিত আছে; 'সহসস্পুত্র' পদে তাহাই উপলব্ধ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদ—'ধনে' ও 'হিতে'। ভাষ্যকার 'ধনে' পদে 'ধননিমিত্তভূতে সংগ্রামে' এবং 'হিতে' পদে 'প্রাপ্তে' অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাতেই প্রচলিত অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'ধনের জন্য সংগ্রাম উপস্থিত হইলে।' কিন্তু আমরা বলি, এখানে 'হিতে' পদ 'ধনে' পদের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। উভয় পদই সপ্তমী বিভক্তির পদ। 'হিতে' পদে 'হিতকারক' বা 'মঙ্গলপ্রদ' অর্থ বুঝায়; 'ধনে' পদে 'সম্পৎ' অর্থ আসে। ঐ দুই পদের ভাব—'পরমার্থ রূপ সম্পদে।' তার পর, 'উপ' পদের ভাব গ্রহণ করুন। আমরা উহার প্রতিবাক্যে 'সামীপ্যলাভের নিমিত্ত' 'উপস্থিতি-কালে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ভাব দাঁড়াইয়াছে—'পরমার্থ-রূপ সম্পদে উপস্থিত হইবার সময়'। অর্থাৎ, এখানে বলা হইয়াছে,—'পরমার্থ রূপ সম্পৎ যখন মানুষ লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, হে দেবগণ, তখনই তাহারা আপনাদিগের স্তব বা আরাধনা করিয়া থাকে।' দেব-গণের আরাধনা-উপাসনার ফলেই পরমার্থ রূপ ধন লাভ হয়,—ইহাই মন্ত্রের প্রথমাংশের (প্রথম পংক্তির) তাৎপর্য্য।

দ্বিতীয় (পংক্তির) অংশের সমস্যামূলক পদ—'স্বশ্ব্যং'। ঐ পদে প্রায় সকলেই 'শোভন অশ্ব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রার্থনাকারী যে স্তরে অবস্থিত, তিনি সেইরূপ ভাবের প্রার্থনাই করিয়া থাকেন। ঘোড়া গরু পাইলেই যাঁহার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয়, তিনি সেইরূপ প্রার্থনাই করিতে পারেন। স্তর-বিশেষের উপাসকের পক্ষে ঐ পদে ঘোড়ার প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি। কিন্তু পক্ষান্তরে ঐ পদে আবার পরম জ্ঞানলাভের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে—প্রতিপন্ন হয়। আমরা অশ্ব শব্দে নানা স্থানে জ্ঞান-কিরণ অর্থ প্রখ্যাপন করিয়াছি।

এখানেও ঐ পদে সেই ভাব আসে। উচ্চস্তরের যে সাধক, তিনি শোভন জ্ঞানের (পরম জ্ঞানের) কামনাই করিয়া থাকেন। 'স্বপত্যং' পদ এমনই ভাবে প্রযুক্ত যে, সকল স্তরের উপাসকের অভীষ্টই ঐ পদে ব্যক্ত হইতেছে। 'সুবীর্য্যং' পদও ঐরূপ দ্বিবিধ ভাব ব্যক্ত করে। বীর্য্য—নানা দিক হইতে নানা প্রকারে প্রকাশিত হইতে পারে। যিনি যেরূপ বীর্য্য আকাঙ্ক্ষা করেন, ঐ পদ তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষাই পূরণ করিতেছে। তবে 'সু'-যুক্ত 'বীর্য্য' পদ আছে বলিয়া, সৎ-সম্বন্ধ বিশিষ্ট বীরত্বেরই ঐ পদে প্রধানতঃ দ্যোতনা করে। যাঁহারা ভগবানে ভক্তি-পরায়ণ, যাঁহারা ভগবানের পূজায় নিরত থাকেন, তাঁহারা ঘোড়া গরু বা দৈহিক ও লৌকিক বল, অতি অল্পই কামনা করেন। সে দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, এখানে মন্ত্রাংশের এই ভাবই সঙ্গত হয় যে,—'যে মনুষ্য দেবগণের পূজায় ন্যস্তচিত্ত থাকে, দেবভাবে বিভোর হইতে পারে, সদ্‌জ্ঞান এবং সৎকর্ম্মসামর্থ্য তাহাদেরই অধিগত হইয়া থাকে।' পরমার্থ-রূপ সম্পৎ-লাভই দেবারাধনার মুখ্য লক্ষ্য। সৎকর্ম্মসামর্থ্য ও সৎজ্ঞান-প্রাপ্তিই দেবারাধনার শুভ ফল। আমরা বলি, এই নিত্যসত্য-তত্ত্বই এই মন্ত্রে প্রখ্যাত আছে। (১ম—৪ সূ—২ঋ)।

—•—

সায়ণভাষ্য'নুক্রমণিকা।

চতুর্বিংশেঽহনি মরুত্বতীয় উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পত ইত্যস্যাঃ প্রগাথাৎ পূর্বং প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিরিত্যয়ং প্রগাথো বিনিযুক্তঃ। সূত্রং 'তু'ত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পত ইত্যৈবোপাহরেৎ। মহাবীরসাদায় শালাং প্রতিগচ্ছৎসু প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিরিত্যেতাং পঠন্ তেভ্যোঽনুগচ্ছেৎ। সূত্রঞ্চ। প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিরিত্যনুব্রজেদিতি। এতৈবাগ্নীষোমীয়প্রণয়নেঽপি বিনিযুক্তা। সূত্রিতঞ্চ। প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতির্হোতা দেবো অমর্ত্য ইতি। তামেতাং সূক্তে তৃতীয়ামৃচমাহ॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

মরুত্বতীয় ইষ্টিতে চতুর্বিংশতি দিবসে পঠনীয় 'উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে' ইত্যাদি প্রগাথার পূর্বে "প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিঃ" ইত্যাদি প্রগাথ মন্ত্র বিনিযুক্ত হয়। "উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতেঃ" ইত্যাদি সূত্র এস্থলে উদাহৃত হইয়া থাকে। মহাবীর গ্রহণ করিয়া যজ্ঞশালার অভিমুখে গমনকারী লোকেরা 'প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতি' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অগ্রসর হইবে। এতদ্বিষয়ে সূত্রিত হইয়াছে;—"প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতি" ইত্যাদি বলিয়া গমন করিবে। অগ্নীষোমীয় যাগেও এই সকল মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ে সূত্রিত হইয়াছে; যথা—"প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতির্হোতা দেবো অমর্ত্য" ইত্যাদি। সেই প্রসঙ্গে এই সূক্তে তৃতীয়া ঋক্ বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চত্বারিংশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

ঐপ্রেতু ব্রহ্মণস্পতিঃ প্র দেব্যেতু সূনৃতা।

অচ্ছা বীরং নর্য্যং পংক্তিরাধসং

দেবা যজ্ঞং নয়ন্তু নঃ॥ ৩॥

পদ-বিশ্লেষণং।

প্র। এতু। ব্রহ্মণঃ। পতিঃ। প্র। দেবী। এতু। সূনৃতা।

অচ্ছ। বীরং। নর্য্যং। পংক্তিহ্রাধসং।

দেবাঃ। যজ্ঞং। নয়ন্তু। নঃ॥ ৩॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ব্রহ্মণস্পতিঃ' (লোকপালকো দেবঃ) 'ঐপ্রেতু' (অস্মান্ প্রাপ্নোতু) ; 'সূনৃতা' (সত্যস্বরূপা) 'দেবী' (বাগ্‌দেবতা) 'ঐপ্রেতু' (অস্মান্ প্রাপ্নোতু) ; 'দেবাঃ' (সর্ব্বে দেবতাবাঃ, আগত্য ইতি যাবৎ) 'নর্য্যং' (নরহিতসাধকং) 'বীরং' (শ্রেষ্ঠং) 'পংক্তিরাধসং' (উপাসকশ্রেণিমধ্যগতং) 'যজ্ঞং' (সৎকর্ম্ম) 'অচ্ছ' (আভিমুখ্যেন) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'নঃ' (অস্মান্) 'নয়ন্তু' (বহন্তাং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব ! অস্মান্ লোকহিতপরান্ সত্যকথনশীলান্ কুরু। দেবতাবপ্রভাবেন যেন বয়ং শ্রেষ্ঠং সৎকর্ম্ম লভামহে, হে দেবাঃ, তৎ বিধদ্ধ্বং। (১ম—৪০সূ—৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

ব্রহ্মণস্পতি দেবতা (সেই লোকপালক দেবতা) আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। সত্যস্বরূপ বাগ্‌দেবতা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। সকল দেবতাব (দেবগণ আসিয়া) নরহিতসাধক শ্রেষ্ঠ উপাসকশ্রেণিমধ্যগত সৎকর্ম্ম-অভিমুখে সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে লইয়া যাউন। (১ম—৪০সূ—৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

ব্রহ্মণস্পতির্দেবঃ প্রৈতু। অস্মান্ প্রাপ্নোতু। সূনৃতা দেবী প্রিয়সত্যরূপা বাগ্দেবতা প্রৈতু। অস্মান্ প্রাপ্নোতু। দেবা ব্রহ্মণস্পত্যাদয়ো দেবতা বীরং শত্রুং নিঃশেষেণ দূরে প্রেরয়ন্তু। তং নর্য্যং মনুষ্যেভ্যো হিতং পংক্তিরাধসং ব্রাহ্মণোক্তহবিষ্পংক্ত্যাদিভিঃ সমৃদ্ধং যজ্ঞং প্রতি নোহস্মান্। অচ্ছাভিমুখ্যেন নয়ন্তু॥

প্রৈতু। এতি পররূপং। পা০ ৬।১।৯৪। ইতি পররূপে প্রাপ্তে এত্যেধত্যূঠ্সু। পা০ ৬।১।৮৯। ইতি বৃদ্ধিঃ। দেবোদিত্যাদ্যোদাত্তস্বরিতযোর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্যেতি স্বরিতত্বং। নর্য্যং। নরেভ্যো হিতং প্রাক্ক্রীতীয় উগবাদিলক্ষণো যৎপ্রত্যয়ো দ্রষ্টব্যঃ। পা০ ৫।১।৩। পংক্তিরাধসং। পংক্তিভী রাধ্নোতি পংক্তিরাধাঃ। গতিকারকয়োরপি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চেত্যস্মিন্ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ। যজ্ঞং। যজযাচেত্যাদিনা যজতের্নঙ্॥ ৩॥

তৃতীয় (৪৮৩) ঋকের বিশদার্থ।

প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে এই ঋকে চতুর্ব্বিধ প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা এ মন্ত্রে ত্রিবিধ প্রার্থনার বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি। প্রথম পংক্তিতে দুইটী প্রার্থনা আছে। প্রথম প্রার্থনা—'ব্রহ্মণস্পতি দেবতা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।' তাহার ভাব এই যে,—'সেই দেবতার গুণরাশি যেন আমরা প্রাপ্ত হই।' আমরা ব্রহ্মণস্পতি দেবতাকে 'লোকপালক দেবতা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। সে পক্ষে এখনকার মর্ম্ম এই যে,—'আমরা যেন লোকপালনে জনহিতসাধনে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ব্রহ্মণস্পতিদেব আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। প্রিয়সত্যরূপা বাগ্দেবতা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। ব্রহ্মণস্পত্যাদি দেবগণ শত্রুদিগকে নিঃশেষে দূরে প্রেরণ করুন। মানবগণের হিতের জন্য ব্রাহ্মণোক্ত হবিষ্পংক্ত্যাদি দ্বারা সমৃদ্ধ যজ্ঞের অভিমুখে আমাদিগকে লইয়া যাউন।

"প্রৈতু"। 'এতি পররূপং' (পা০ ৬।১।৯৪) সূত্রানুসারে পররূপ প্রাপ্ত হইলে, 'এত্যেধত্যূঠ্সু' (পা০ ৬।১।৮৯) এই সূত্রে বৃদ্ধি হইয়াছে। 'দেবোদিত্যাদ্যোদাত্ত' ইত্যাদি নিয়মে স্বরিত্ব (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "নর্য্যং"। 'নরগণের হিতের জন্য' এই বাক্যে 'প্রাক্ক্রীতীয় উগবাদিলক্ষণো যৎপ্রত্যয়ো দ্রষ্টব্যঃ' (পা০ ৫।১।২) নিয়মে যৎপ্রত্যয়। "পংক্তিরাধসং।" 'পংক্তিসমূহ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়' এই বাক্যে 'পংক্তিরাধাঃ' পদ নিষ্পন্ন। 'গতিকারকয়োরপি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ' নিয়মে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "যজ্ঞং"। 'যজযাচ' ইত্যাদি নিয়মে যজ্ ধাতুর উত্তর নঙ্ প্রত্যয়॥ (১ম—৪০সূ—৩ঋ)॥

হই।' দ্বিতীয় প্রার্থনা—'সূনৃতা দেবী আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।' তাহার ভাব এই যে,—'আমরা যেন সত্যনিষ্ঠ সত্যকথনশীল হই, আমাদের বাক্যে বা ব্যবহারে কখনও যেন অনৃত (অসত্য) প্রকাশ না পায়।' মন্ত্রের প্রথম পংক্তির ইহাই তাৎপর্য্য।

দ্বিতীয় পংক্তির অন্তর্গত 'বীরং' পদটী উপলক্ষে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে নানা মতান্তর দেখিতে পাই। সায়ণ এবং তাঁহার অনুসারিগণ ঐ 'বীরং' পদে শত্রু অর্থ গ্রহণ করেন; এবং তদনুসারে, ঐ পদের সঙ্গতি-রক্ষার জন্য, "নিঃশেষেণ দূরে প্রেরয়ন্তু" অর্থাৎ 'সর্ব্বতোভাবে দূরে প্রেরণ করুন'—এইরূপ বাক্য অধ্যাহার করিয়া আনা হয়। তাহাতে মন্ত্রের এই শেষ-পংক্তিটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রথম ভাগের (অর্থাৎ কেবল 'বীরং' পদেরই) অর্থ হয়,—'হে দেবগণ! আপনারা শত্রুকে দূরে প্রেরণ করুন।' দ্বিতীয় ভাগের অর্থ দাঁড়ায়,—'আমাদিগকে, মনুষ্যের হিতকারী ও হবিঃসমূহের দ্বারা পংক্তিবিশিষ্ট (শ্রেণিবিশিষ্ট) যজ্ঞে লইয়া যাউন।' ইহাতে খুব টানিয়া একটা ভাব আসিতে পারে এই যে,—'আমরা যেন সকল দেবতার উপাসনায় যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতে পারি।' কিন্তু আর এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকার আবার অন্যপ্রকারে এই (দ্বিতীয়) পংক্তির ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সে পক্ষে, 'বীরং' পদের 'ইন্দ্রং' অর্থ গ্রহণ করা হয়; 'নর্য্যং' পদ তাহারই বিশেষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রাংশের ভাব এই যে,—'হে দেবগণ! আপনারা ইন্দ্রদেবকে হবিঃসমূহ দ্বারা বর্দ্ধিত এই যজ্ঞে আনয়ন করুন।' বলা বাহুল্য, এই দুই প্রকার ব্যাখ্যাতেই অধ্যাহার ও কল্পনার প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আমরা যে ভাবে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহাতে সহজেই সঙ্গত ভাবেই অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমরা 'বীরং' পদের 'শ্রেষ্ঠং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ঐ পদ যজ্ঞ-পদের সহিত অন্বিত হইয়াছে। 'নর্য্যং', 'বীরং', 'পংক্তিরাধসং'—এই তিনটী পদই যজ্ঞকে বিশেষিত করিতেছে। প্রার্থনা এই যে,—'হে দেবগণ (অথবা হে দেবভাবসমূহ)! আপনারা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সেই যজ্ঞসমীপে (সৎকর্ম্মসান্নিধ্যে) লইয়া যাউন।' সে যজ্ঞ কেমন? না—'নর্য্যং', 'বীরং', 'পংক্তিরাধসং'। এখন এই তিনটী পদের

ভাবার্থ উপলব্ধ হইলেই আমাদের ব্যাখ্যার সমীচীনতা বোধগম্য হইতে পারিবে। ভাষ্যাভাষেই 'নর্য্যং' পদে 'নরহিতসাধকং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করা যায়। তবে "পংক্তিরাধসং" পদে আমরা 'উপাসকশ্রেণিমধ্যগতং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আরাধনামূলক 'রাধ্' ধাতু হইতে 'রাধস্' পদ ব্যুৎপন্ন। উহার ভাব—উপাসক। 'পংক্তিং' পদে 'শ্রেণী' বুঝায়। ঐ হিসাবে 'পংক্তিরাধসং' পদে 'উপাসক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত' এইরূপ অর্থই আসিয়া থাকে। ভগবানের উপাসকগণের—আরাধনাকারিগণের—অন্তর্ভুক্ত হইয়া অর্থাৎ সাধুসজ্জনের মধ্যগত থাকিয়া, যেন সৎকর্ম্ম সাধন করিয়া যাইতে পারি,—ইহাই ঐ পদের মর্ম্ম।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ঐ মন্ত্রাংশের ভাব হয় এই যে,—'আমাতে এমন দেবভাবসমূহ আসিয়া সম্মিলিত হউক, যাহার দ্বারা আমি সদা সাধুসজ্জনগণের অন্তর্নিবিষ্ট থাকিয়া জনহিতসাধক শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম প্রাপ্ত হই।' ইহাতে সমগ্র মন্ত্রের তাৎপর্য্য দাঁড়ায়,—'আমি যেন জনহিতপরায়ণ সত্যপর হই; দেবভাবের প্রভাবে, উপাসকগণের মধ্যে, আমি যেন সৎকর্ম্মসান্নিধ্য লাভ করি।' (১ম—৪০সূ—৩ঋ)।

—·—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চত্বারিংশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

যো বাঘতে দদাতি সূনরং বসু স ধত্তে

অক্ষিতি শ্রবঃ।

তস্মা ইলাং সুবীরামা যজামহে

সুপ্রতূর্তিমনেহসং ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যঃ। বাধতে। দদাতি। সুনরং। বসু। সঃ। ধত্তে।

অক্ষিতি। শ্রবঃ।

তস্মৈ। ইলাং। সুবীরাং। আ। যজামহে।

সুপ্রতূর্তিং। অনেহসং॥ ৪॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (ব্রহ্মণস্পতিঃ দেবঃ) 'বাধতে' (উপাসকায়) 'সুনরং' (সুষ্ঠু নেতব্যং, শ্রেষ্ঠং পরমার্থপ্রাপকং) 'বসু' (ধনং) 'দদাতি' (প্রদানং করোতি, বিতরতি), 'সঃ' (দেবঃ) 'অক্ষিতি' (ক্ষয়রহিতং) 'শ্রবঃ' (ধনং, শ্রেয়ঃসাধকং সম্পদং) 'ধত্তে' (ধারয়তি); 'তস্মৈ' (তস্মৈ, দেবায়, দেবপ্রীত্যর্থং ইতি যাবৎ) 'সুবীরাং' (শোভনবীর্য্যপ্রদাত্রীং, সৎকর্ম্মসু সামর্থ্যদায়িনীং) 'সুপ্রতূর্তিং' (সুষ্ঠু প্রকর্ষেণ হিংসাকারিণীং, শত্রূণামভিভবিত্রীং) 'অনেহসং' (কেনাপ্যহিংস্যাং, অমিতপ্রভাবসম্পন্নাং) 'ইলাং' (স্তুতিং, বিবেকস্বরূপাং ধীং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'যজামহে' (যজামঃ, পূজয়ামঃ, অনুসরামঃ, বয়ং ইতি শেষঃ)। মন্ত্রশক্তি বিবেকানুসারিণী ধীর্বা অশেষফলদায়িকা। তদনুসরণকারিণং অক্ষয়ধনাধিকারী ব্রহ্মণস্পতির্দেবঃ পরমং ধনং দদাতি। বয়ং মন্ত্রসাহায্যেন ব্রহ্মণস্পতিং আরাধয়ামঃ। (১ম—৪০সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

যে ব্রহ্মণস্পতি দেবতা উপাসককে শ্রেষ্ঠ (পরমার্থপ্রাপক) ধন বিতরণ করেন, সেই দেবতা শ্রেয়ঃসাধক অক্ষয় ধন ধারণ করিয়া আছেন। সেই দেবতার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত, সৎকর্মে সামর্থ্যদায়িনী, উৎকর্ষ সাধন দ্বারা শত্রুনাশকারিণী, অমিতপ্রভাবসম্পন্না (অন্য কর্তৃক অহিংসনীয়া) স্তুতিকে (অথবা—বিবেকস্বরূপা ধীকে) অনুসরণ (পূজা) করি। (১ম—৪০সূ—৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

যো যজমানো বাঘতে ঋত্বিজে সূনরং সুষ্ঠু নেতব্যং বসু ধনং দদাতি। স যজমানো ব্রহ্মণস্পতেঃ প্রসাদাদক্ষিতি ক্ষয়রহিতং শ্রবোহন্নং ধত্তে। ধারয়তি। তস্মৈ তাদৃশযজমানা-য়েলামেতন্নামধেয়াং মনোঃ পুত্রীং। ইলা বৈ মানবী যজ্ঞানুকাশিন্যাসীদিতি শ্রুত্যন্তরাৎ। আযজামহে। বয়মৃত্বিজঃ সর্ব্বতো যজাম। কীদৃশীমিলাং। সুবীরাং। শোভনৈর্বীরৈর্ভটৈ-র্যুক্তাং। সুপ্রতূর্ত্তিং। সুষ্ঠু প্রকর্ষেণ হিংসাকারিণীং। অনেহসং। কেনাপ্যহিংস্যাং॥

দদাতি। অভ্যস্তানাং চেত্যভ্যস্তস্যাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। সূনরং। সুখেন নীয়ত ইতি সূনরং। ঈষদ্দুঃসুষ্বিতি খল্। নিপাতস্য চেত্যুপসর্গস্য দীর্ঘত্বং। অক্ষিতি। ক্ষয়ো নাস্ত্যস্যেত্যক্ষিতি। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। নঞ্সুভ্যামিতি তু সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি বচনান্ন প্রবর্ত্ততে। শ্রবঃ। শ্রূয়ত ইতি শ্রবঃ। শ্রু শ্রবণে। অসুনো নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। সুবীরাং। শোভনা বীরা যস্যাঃ সা সুবীরা। তাং। বীরবীর্য্যৌ চেত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। সুপ্রতূর্ত্তিং। তুর্ব্বী হিংসার্থঃ। অপূর্ব্বাদস্মাদ্ভাবে ক্তিন্। শোভনা প্রতূর্ত্তিঃ শত্রূণাং হিংসনং যস্যাঃ সা। তাং। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদা-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে যজমান ঋত্বিককে উত্তমরূপে বহনযোগ্য (প্রাপক) ধন প্রদান করেন, সেই যজমান ব্রহ্মণস্পতি দেবের প্রসাদে ক্ষয়রহিত অন্ন ধারণ করেন (প্রাপ্ত হন)। সেই যজমানগণের (মঙ্গল) জন্য, আমরা ঋত্বিক্‌গণ ইলা-নামধেয় মনুপুত্রীকে সর্ব্বতোভাবে যজনা করি। ইলা মনুপুত্রী, মানবী, যজ্ঞ সম্পাদন জন্য বিদ্যমান ছিলেন, শ্রুত্যন্তরে তাহা উক্ত হইয়াছে। কীদৃশী ইলা?—না, শোভন বীরভটযুক্তা, প্রকৃষ্টরূপে হিংসাকারিণী, অন্য কর্ত্তৃক অহিংসিত অর্থাৎ তিনি সকলের হিংসার অতীত।

"দদাতি"। 'অভ্যস্তানাং চ' এই নিয়মে অভ্যস্তের (অভ্যাসের) আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'যদ্বৃত্তযোগ'-হেতু নিঘাত হয় নাই। "সূনরং"। 'সুখে লইয়া যায়' এতদর্থে 'সূনরং' পদে 'ঈষদ্দুঃসুষু' ইত্যাদি নিয়মে খল্-প্রত্যয়। 'নিপাতস্য চ' নিয়মে উপসর্গ দীর্ঘ হইয়াছে। "অক্ষিতি"। 'ক্ষয় নাই ইহার' এতদর্থে 'অক্ষিতি' পদ নিষ্পন্ন। বহুব্রীহি সমাস-হেতু পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু 'নঞ্সুভ্যামিতি তু সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত' এই বচনানুসারে তাহা হইল না। "শ্রবঃ"। 'শ্রবণ করে' এই অর্থে শ্রবঃ পদ নিষ্পন্ন। শ্রু ধাতু শ্রবণার্থমূলক। (তদুত্তর) অসুন্-প্রত্যয়ের ন-এর লোপ-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সুবীরাং"। 'শোভন সুন্দর বীর যাহার বর্ত্তমান'—এতদর্থে 'সুবীরা' পদ নিষ্পন্ন। তাহার দ্বিতীয়ার "সুবীরাং" হইয়াছে। 'বীরবীর্য্যৌ চ' নিয়মে তাহার উত্তরপদের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সুপ্রতূর্ত্তিং"। হিংসামূলক তুর্ব্বী (তুর্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। প্র-উপসর্গ-পূর্ব্বক তুর্-ধাতুর উত্তর ভাবে ক্তিন্ প্রত্যয়। শোভন প্রতূর্ত্তি অর্থাৎ শত্রুগণের হিংসা যাহার, তাহাকে সুপ্রতূর্ত্তি বলে। তাহার দ্বিতীয়ায় 'সুপ্রতূর্ত্তিং' হইয়াছে। 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং' এই নিয়মে উত্তরপদের আদিস্বর [illegible]। [illegible] পদ [illegible]। "অনেহসং"। 'হনন করে না'

হ্রাদস্তবং। ক্রত্বাদির্দ্রষ্টব্যাঃ। অনেহসং। ন হন্তি ইত্যনেহাঃ। নঞি হন এহ চ। উ০ ৪।২২৩। ইত্যস্মুন্প্রত্যয়ঃ। ধাতোরেহাদেশশ্চ। ন লোপো নঞঃ ইতি নকারস্য লোপঃ। তস্মান্নুড়চীতি নুট॥ (১ম—৪০সূ—৪ঋ)॥

চতুর্থ (৪৮৪) ঋকের বিশদার্থ।

ব্রহ্মণস্পতি দেবতা মনুষ্যের শ্রেয়ঃসাধক অক্ষয় ধনের অধিকারী। উপাসককে তিনি তাহার পরিত্রাণের উপযোগী ধন দান করেন। সেই ব্রহ্মণস্পতি দেবতার প্রীতিসাধনের জন্য স্তুতিমন্ত্রের অনুধ্যান করি অথবা বিবেকস্বরূপা ধীর অনুসরণ করি। সেই মন্ত্রের প্রভাবে সৎকর্ম্মে সামর্থ্য আসে, রিপুশত্রু বিমর্দ্দিত হয়, এবং সে মন্ত্রের প্রভাব কোনপ্রকারে খর্ব্ব হইবার নহে। ইহাই এই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ।

কিন্তু প্রচলিত অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্নভাবাপন্ন। সে অর্থ পাঠ করিলে মনে হয়, যেন পুরোহিত বা ঋত্বিক-শ্রেণীর কোনও পণ্ডিত কর্তৃক মন্ত্রটী রচিত থাকিবে, এবং মন্ত্রে তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টাই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সায়ণের ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে মন্ত্রের যে অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই, মন্ত্রের প্রথমাংশে যেন বলা হইতেছে,—"যে যজমান ঋত্বিককে উৎকৃষ্ট ধনরত্নসমূহ প্রদান করেন, ব্রহ্মণস্পতি দেবতার অনুকম্পায় সেই যজমানের অক্ষয় ধন লাভ হয়।" তার পর মন্ত্রে যেন ঋত্বিক্ বা পুরোহিত বলিতেছেন,—"সেই যজমানের জন্য (অর্থাৎ, যে যজমান ঋত্বিককে প্রচুর ধন দান করেন তাঁহার জন্য) অনুগ্রহ-প্রার্থী হইয়া, আমরা সুবীর্য্যদাত্রী, বিপক্ষনাশকারিণী, সকলের অধর্ষণীয়া, মনুর পুত্রী ইলাকে আরাধনা করি।" ফলতঃ, যজমানেরা পুরোহিতদিগকে ধন দান করিলে অক্ষয়ধনের অধিকারী হইতে

এতদর্থে 'অনেহাঃ' পদ নিষ্পন্ন। 'নঞি হন এহ চ' (উ০ ৪।২২৩) এই ঔণাদিক সূত্র অনুসারে অসুন্ প্রত্যয়, ধাতুর উত্তর এহ-আদেশ এবং 'ন লোপো নঞঃ' নিয়মে নকারের লোপ। (অতঃপর) তদুত্তর 'হ্রস্ব চ' নিয়মে নুট আগম হইয়াছে। (১ম—৪০সূ—৪ঋ)।

পারিবেন এবং পুরোহিতগণ তাঁহাদের জন্য মনুপুত্রী ইলার নিকট অনুগ্রহ-প্রার্থনা করিবেন,—ইহাই এই ঋকের প্রচলিত অর্থ। *

একণে কোন্ পদে কোন্ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রথম—'যঃ' পদ। ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ ঐ পদে 'যজমান' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়—'বাঘতে' পদ। উহার প্রতিবাক্যে তাঁহারা 'ঋত্বিজে' পদ আমনন করেন। কিন্তু আমাদের মত এই যে, ঐ 'যঃ' পদে ব্রহ্মণস্পতি দেবতাকে বুঝাইতেছে। এ পক্ষে পূর্ব্ব-ঋকের এবং সমগ্র সূক্তটীর সহিত ইহার সম্বন্ধ প্রখ্যাপিত হয়। 'বাঘতে' পদে যে উপাসককে বুঝায়, তাহা আমরা পূর্ব্বে বহু স্থানে প্রতিপন্ন করিয়াছি। † বলা বাহুল্য, এই দুইটী পদের অর্থের উপরই মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করিতেছে। ঐ দুই পদে যথাক্রমে যজমান ও ঋত্বিক অর্থ গ্রহণ করিলে, মন্ত্রটী একেবারে পুরোহিতগণের স্বার্থপরতায় পূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আবার ঐ দুই পদে আমাদের ভাব গ্রহণ করিলে, মন্ত্রার্থ একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। 'যঃ' এবং 'বাঘতে' পদদ্বয়ে কোন্ অর্থ সঙ্গত হয়, একটু বিচার করিলেই তাহা বুঝা যায়। পূর্ব্বে যখন ঋত্বিকের ও যজমানের প্রসঙ্গ নাই, তখন 'যঃ' পদ দেখিয়া হঠাৎ 'যজমান' প্রতিবাক্য কেন গ্রহণ করিব? অন্য পক্ষে, সূক্তটীই ব্রহ্মণস্পতি-দেবতা-সংক্রান্ত। সুতরাং স্বতঃই ঐ পদে তাঁহাকেই মনে আসে। তার পর 'বসু' এবং 'শ্রবঃ' পদদ্বয়ের বিশেষণ দুইটীর বিষয় বিবেচনা করিলেও 'যঃ' পদটী যে দেবতা-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাই মনে করা যায়। 'বসু' পদের বিশেষণ—'সূনরং'। ভাষ্যেই উহার প্রতিবাক্য দেখি—'সুষ্ঠু নেতব্যং'। ভাব এই যে, যে ধন 'সু' বা সৎ-সমীপে লইয়া যায়। আমরা তাই ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'শ্রেষ্ঠতম'

---

* ঋকের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ দেখুন;—"যে মনুষ্য ঋত্বিককে গ্রহণযোগ্য ধন দান করে, সে ক্ষয়রহিত অন্ন লাভ করে; তাহার জন্য আমরা ইলার নিকট যাচ্ঞা করিব। ইলা সুবীরা, তিনি শত্রুকে হনন করেন, তাঁহাকে কেহ হনন করিতে পারে না।" সায়ণেও দেখুন, প্রায় এই ভাব।

† এই মণ্ডলেরই ৩১ সূক্তের ১১ ঋকে এবং ৩৬ সূক্তের ১৫ ঋকে, 'বাঘতে' পদের বিষয় আলোচনা আছে।

সান্নিধ্যপ্রাপকং' পদ গ্রহণ করিয়াছি। যে ধন শ্রেষ্ঠের অর্থাৎ ভগবানের সান্নিধ্য পাওয়াইয়া দেয়, 'সুনরং' 'বসু' পদদ্বয় সেই ধনকেই বুঝাইয়া থাকে। এখন বুঝুন, সে ধন কি যজমান দিতে পারে? তার পর, ঋত্বিক্ কি কখনও অক্ষয় ধনের (অক্ষিতি শ্রবঃ) অধিকারী হন? অধিকন্তু এখানকার 'সঃ' পদও ঋত্বিক-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই বুঝা যায়। দেবতাই ভগবৎ-প্রাপ্তিমূলক ধন (সুনরং বসু) বিতরণ করেন; দেবতাই (অক্ষিতি শ্রবঃ) শ্রেয়ঃসাধক অক্ষয় ধনের অধিকারী আছেন। এই নিত্যসত্যতত্ত্বই এই মন্ত্রের প্রথম পংক্তিতে প্রখ্যাত হইয়াছে।

এইরূপ মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তির বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন। উহার প্রথম পদ—'তস্মা'। ভাষ্যাদিতে উহার প্রতিবাক্যে 'তস্মৈ তাদৃশ-যজমানার্থং' পদ পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। তাহাতে 'যজামহে' ক্রিয়া-পদের কর্তা যে 'বয়ং' পদ উহ্য দেখি, সে পদের লক্ষ্য কি—সন্ধান করিয়া পাওয়া কঠিন হয়। প্রচলিত ব্যাখ্যাদি দেখিয়া মনে হয়, ঋত্বিকগণ যেন নিজেরাই বলিতেছেন,—'আমরা যজমানের নিমিত্ত ইলাকে অর্চনা করি।' যজমানেরা ধন প্রদান করিলে, তাঁহারা অক্ষয় ধন দেন; আবার ধন প্রাপ্ত হইলে, তাঁহারা যজমানের জন্য ইলার উপাসনা করেন,—এ পক্ষে এইরূপ একটা স্বার্থপরিপূর্ণ ভাব প্রকাশ পায়। অথচ, যজমানের ও ঋত্বিকের কথোপকথনের সম্বন্ধমূলক কোনও ভাবই পূর্ব্বাপর উহার মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরন্তু 'তস্মা' (তস্মৈ) পদে 'দেবায়' বা 'দেবপ্রীত্যর্থং' ভাব গ্রহণ করিলেই, মন্ত্রের সুষ্ঠু ও সঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে পক্ষে 'যজামহে' ক্রিয়ার সম্বন্ধযুত 'বয়ং' পদ, প্রার্থনাকারীর উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে প্রতিপন্ন হয়। যাঁহারা মন্ত্রোচ্চারণে প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহারাই বলিতেছেন—'যজামহে' (যজনা করি)। তাহাই সঙ্গত। এই বার দেখা যাউক—'কাহাকে যজনা করি' বলা হইতেছে। উত্তর ইলাকে (ইলাং)। এখন, 'ইলা' পদে কাহাকে লক্ষ্য করে—বুঝিয়া দেখুন। ভাষ্যে ও প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে প্রকাশ,—মনুপুত্রী ইলাদেবীর বিষয় ঐ পদে ব্যক্ত হইয়াছে। মনুপুত্রী ইলার সম্বন্ধে পুরাণে এক অদ্ভুত উপাখ্যান আছে। তিনি কখনও পুরুষ হইতেন, এবং কখনও নারী থাকিতেন। স্ত্রী অবস্থায় তাঁহার একটী পুত্র এবং পুরুষ অবস্থায় তিনটী

পুত্র হইয়াছিল। * এ বিবরণ যে রূপকমূলক, একটু চিন্তা করিলেই তাহা বোধগম্য হয়। যাহা হউক, ঐ ইলার বিষয় যে মন্ত্রে উক্ত আছে, আমরা তাহা মনে করি না। আমরা বলি—'ইলা' পদের অর্থ 'স্তুতি' অথবা 'বিবেকরূপা ধী'। বেদে যেখানেই 'ইলা' (ইড়া) পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই তাহা উৎকর্ষবিধায়ক অর্থে প্রযুক্ত দেখি। ঋগ্বেদের যে প্রথমমন্ত্র 'অগ্নিমীলে পুরোহিতং', সেখানে 'ঈল' (ঈড়, ইল) ধাতু যে অর্থে পরিগৃহীত, অন্যত্রও সেই ভাব। স্তুতির দ্বারা আত্মোৎকর্ষ সাধিত হয়। অগ্নিদেবকে স্তুতি করার মুখ্য লক্ষ্যই আত্মোৎকর্ষসাধন—জ্ঞান লাভ। কেহ বা মনে করিতে পারেন—দেবতার স্তবে দেবতার মহিমা বৃদ্ধি পায়। তাহা ভ্রান্ত-বুদ্ধির পরিচায়ক। 'ইল' (ইড়) উৎকর্ষ সাধনের ভাব ব্যক্ত করে। দেবতার আরাধনায় আত্মোৎকর্ষ সাধিত হয়। ঐ পদে ঐ ধাতুতে সেই ভাব প্রকাশ পায়। এখানে কেন আমরা 'মনুপুত্রী' অর্থ আমনন করিব? † ঐরূপ অর্থ আমনন করিবার কোনও কারণই নাই। বিশেষতঃ, ঐ 'ইলা' পদের বিশেষণ-কয়েকটীর বিষয় বিবেচনা করিলেও ঐ পদে যে মনুপুত্রীকে লক্ষ্য নাই, তাহা বুঝা

---

* ইলা-সম্বন্ধে পুরাণের উপাখ্যান এই :—বৈবস্বত মনু পুত্র-কামনায় মিত্রাবরুণ দেবতার উপাসনা করেন। কিন্তু উপাসনার ক্রটি হয়। তাহাতে পুত্রের পরিবর্ত্তে তিনি কন্যা প্রাপ্ত হন। অতঃপর বিষ্ণুর আরাধনার ফলে সেই কন্যা পুরুষত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সুদ্যুম্ন নামে পরিচিত হয়। পদ্মপুরাণে এই সুদ্যুম্ন 'ইল' নামে অভিহিত আছেন। ইল একসময়ে মৃগয়ায় গমন করিয়া কুমার-বনে প্রবেশ করেন। শঙ্করের অভিশাপ-হেতু সেই বনে প্রবেশের জন্যই তাঁহার স্ত্রীত্ব ঘটে। বশিষ্ঠ দেব তখন তাঁহার উদ্ধারের জন্য শঙ্করের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। শঙ্কর সেই উপাসনায় তুষ্ট হইয়া ইলকে এই বর দেন যে,—'ইল তিন মাস স্ত্রী ও একমাস পুরুষ থাকিবেন।' সেই স্ত্রী অবস্থায় বুধের সহিত ইলের (ইলার) বিবাহ হয়। তাহার ফলে তাঁহার গর্ভে পুরুরবা জন্মগ্রহণ করেন। পুরুষ অবস্থায় তাঁহার যে তিন পুত্র হয়, তাহাদের নাম—উৎকল, গয় ও বিমল। এই তো উপাখ্যান। ব্যাখ্যাকারগণ এই ইলাকেই এখানে টানিয়া আনিয়াছেন।

† ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডল ১৩ সূক্তে ৯ম ঋকে 'ইলাং' পদ আছে; ৩১ সূক্তের ১১ ঋকে 'ইলাং' পদ আছে; এবং ১৪২ সূক্তের ৯ ঋকে, ১৮৮ সূক্তের ৮ ঋকে ঐ পদ দৃষ্ট হইবে। তারপর দ্বিতীয় মণ্ডলের ১ম সূক্তের ১১ ঋকে, ৩য় সূক্তের ৮ ঋকে এবং তৃতীয় মণ্ডলের ১ম সূক্তের ২৩ ঋকে, ৪র্থ সূক্তের ৮ ঋকে, ৭ম সূক্তের ৫ ঋকে, ২৭ সূক্তের ১০ ঋকে এবং অন্যত্র নানা স্থানে 'ইলা' পদ আছে। কিন্তু কোথাও 'মনুপুত্রী' অর্থ প্রকটিত ?

যায়। 'অনেহসং' অর্থাৎ তাঁহাকে কেহ হিংসা করিতে পারে না, তিনি হিংসার অতীত। এ বিশেষণ কি সে ইলাতে প্রযুক্ত হয়? প্রথমেই দেখুন,—শঙ্করের নিষিদ্ধ কুমারোদ্যানে প্রবেশ করিয়া তাঁহার স্ত্রীত্ব ঘটিল। আবার অনেক সাধ্য-সাধনার ফলে তিনি দুই মাস স্ত্রীত্ব ও এক মাস পুংস্ত্ব পাইলেন। ইহা কি তাঁহার 'অনেহসং' অবস্থার পরিচায়ক? কদাচ তাহা মনে করা যায় না। এইরূপ 'সুবীরাং' ও 'সুপ্রতূর্ত্তিং' বিশেষণদ্বয়ও সে পক্ষে সঙ্গত বলিয়া মনে করা যায় না। 'সুপ্রতূর্ত্তি' পদের ভাব— উৎকর্ষ-সাধনের দ্বারা শত্রুর সংহার। আত্মোৎকর্ষ-সাধনে রিপু-শত্রুর বিনাশ—এই ভাব এখানে প্রাপ্ত হই। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়, ঐ পদে বস্তুগত পদার্থের প্রতি লক্ষ্য নাই, ভাব-গত পদার্থের প্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে। আমরা তাই 'ইলাং' পদের প্রতিবাক্যে 'স্তুতিং' অথবা 'বিবেকস্বরূপাং ধীং' পদদ্বয় গ্রহণ করিয়াছি। স্তোত্রমন্ত্রের যজনা করিলে, বিবেক-জ্ঞানের অনুসরণকারী হইলে, সুফল লাভ করা যায়। দেবতার প্রীতিসাধনের পক্ষেও তাহাই প্রকৃষ্ট উপায়। এ মন্ত্রের ইহাই শিক্ষা। মন্ত্রশক্তি অথবা বিবেকানুসারী জ্ঞান অশেষফলোপদায়ক। তদনুসরণে দেবতার কৃপায় পরম ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১ম—৪০সূ—৪ঋ)

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

অগ্নিষ্টোমে মরুত্বতীয়শস্ত্রে ইন্দ্রনিহবপ্রগাথানন্তরং প্রনূনমিতি প্র গাথঃ। মরুত্বতীয়েনেতি খণ্ডে সূত্রিতং। প্র নূনং ব্রহ্মণস্পতিরিতি ব্রহ্মণস্পত্যঃ। আ০ ৭।৩। ইতি॥

প্রগাথে প্রথমাং সূক্তে পঞ্চমীমৃচমাহ॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞে মরুত্বতীয় শস্ত্রে ইন্দ্রনিহব প্রভৃতি প্রগাথের পর 'প্র নূনং' ইত্যাদি প্রগাথ মন্ত্রসমূহ পঠিত হয়। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে, "মরুত্বতীয়েন" ইত্যাদি খণ্ডে এইরূপ সূচিত হইয়াছে, যথা,—"প্র নূনং ব্রহ্মণস্পতিরিতি ব্রহ্মণস্পত্যঃ" (আ০ ৭।৩)। ইতি। উক্ত প্রগাথে প্রথম সূক্তের পঞ্চম ঋক্ কথিত হইয়াছে।

পঞ্চমী ঋক্‌।

(প্রথমং মণ্ডলং। চত্বারিংশং-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্‌।)

প্র নূনং ব্রহ্মণস্পতির্মন্ত্রং বদত্যুক্থ্যং।

যস্মিন্নিন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্য্যমা দেবা

ওকাংসি চক্রিরে।

পদ-বিশ্লেষণং।

প্র। নূনং। ব্রহ্মণঃ। পতিঃ। মন্ত্রং। বদতি। উক্থ্যং।

যস্মিন্‌। ইন্দ্রঃ। বরুণঃ। মিত্রঃ। অর্য্যমা। দেবাঃ।

ওকাংসি। চক্রিরে ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ব্রহ্মণস্পতিঃ' (লোকপালকো দেবঃ) 'উক্থং মন্ত্রং' (শস্ত্রযোগ্যং স্তোত্রং, বেদমন্ত্রং) 'নূনং' (নিশ্চিতং) 'প্র' (প্রকাশয়তি); যস্মিন্‌ (মন্ত্রে) 'ইন্দ্রঃ' (ইন্দ্রদেবঃ) 'বরুণঃ' (বরুণদেবঃ) 'মিত্রঃ' (মিত্রদেবঃ) 'অর্য্যমা' (অর্য্যমন্‌দেবঃ) 'দেবাঃ' (সর্ব্বে দেবাঃ) 'ওকাংসি' (স্থানানি) 'চক্রিরে' (কৃতবন্ত, নিবসন্তি ইতি যাবৎ)। যস্মিন্‌ মন্ত্রে দেবা নিবসন্তি, ব্রহ্মণস্পতিঃ তন্মন্ত্রং প্রকাশয়তি। দেবরূপয়া সয়ো মন্ত্রং প্রাপ্নোতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪০সূ—৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

ব্রহ্মণস্পতি দেবতা নিশ্চয়ই প্রকৃষ্টরূপে উক্থ-মন্ত্র (বেদ-মন্ত্র) প্রকাশ করেন; সেই মন্ত্রে ইন্দ্র বরুণ মিত্র অর্য্যমা দেবগণ বাস করিয়া থাকেন। (দেবনিবাসভূত মন্ত্র দেবানুগ্রহেই প্রাপ্ত হওয়া যায়—ইহাই তাৎপর্য্য)। (১ম—৪০সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

ব্রহ্মণস্পতির্দেব উক্থ্যং শস্ত্রযোগ্যং মন্ত্রং নূনমবশ্যং প্রবদতি। হোতৃমুখে স্থিতঃ সন্ প্রব্রূতে। যস্মিন্মন্ত্রে ইন্দ্রাদয়শ্চ সর্ব্বে দেবা ওকাংসি স্থানানি চক্রিরে। তাদৃশং সর্ব্বদেব-প্রতিপাদকং মন্ত্রমিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥

মন্ত্রং। মন্ত্রি গুপ্তভাষণে। পচাদ্যচ্। বৃষাদিষু পাঠাদাদ্যুদাত্তত্বং। উক্থ্যং। উক্থার্হং। ছন্দসি চেত্যর্হার্থে য প্রত্যয়ঃ। যদ্বা ভবে ছন্দসীতি যৎ। সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি বচনাদ্ যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বাভাবে ব্যত্যয়েন তিৎস্বরিতমিতি স্বরিতত্বং। ওকাংসি। উচ সমবায়ে। সমবয়ন্ত্যত্রেত্যধিকরণ্ ঔণাদিকোঽসুন। বহুলগ্রহণাৎ কুত্বং দ্রষ্টব্যমিত্যোকঃ। উচঃ ক ইত্যত্র বুক্তাবৎ যুক্তং। চক্রিরে। ইরেচশ্চিত্বাদন্তোদাত্তত্বং। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ॥ (১ম—৪০সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে বিংশো বর্গঃ॥ ২০॥

পঞ্চম (৪৮৫) ঋকের বিশদার্থ।

—:০:—

পূর্ব্ব ঋকের 'ইলাং' পদ যে মনুপুত্রীর উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় নাই, পরন্তু ঐ পদে যে স্তুতি-মন্ত্রের ভাব বিদ্যমান্ আছে,—এই ঋকেও তাহা বুঝিতে পারা যায়। যে 'ইলা' পূর্ব্বমন্ত্রকথিত গুণসম্পন্ন—সুবীরাং সুপ্রতূর্ত্তিং অনেহসং—তাঁহাকে কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়? এখানে সেই তত্ত্ব ব্যক্ত রহিয়াছে।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হোতৃমুখে স্থিত হইয়া ব্রহ্মণস্পতিদেবতা শস্ত্রযোগ্য মন্ত্রসমূহ অবশ্য উচ্চারণ করিয়া থাকেন। সেই মন্ত্র-সমূহে ইন্দ্রাদি সকল দেবতা স্থান-সমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"মন্ত্রং"। মন্ত্র শব্দ গুপ্তভাষণার্থক। পচাদিগণীয় হেতু অচ্ প্রত্যয়। বৃষাদিগণীয় মধ্যে পাঠ আছে বলিয়া ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "উক্থ্যং"। উক্থার্হ। 'ছন্দসি চ' নিয়মে অর্হার্থে য-প্রত্যয়। অথবা 'ভবে ছন্দসি' ইত্যাদি নিয়মে যৎ প্রত্যয়। 'সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে' অর্থাৎ সর্ব্ববিধ ছন্দে অন্ত বিকল্প হয়—এই বচন-হেতু 'যতোঽনাব' নিয়মে আদ্যুদাত্ত হইল না; পরন্তু ব্যত্যয়হেতু, 'তিৎস্বরিতং' ইত্যাদি নিয়মে স্বরিতত্ব প্রাপ্তি ঘটিল। "ওকাংসি"। সমবায়ার্থক উচ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'সমবয়ন্ত্যত্র' এইরূপ অধিকরণ-হেতু ঔণাদিক অসুন্-প্রত্যয়; বহুল-গ্রহণ-হেতু 'বহুলগ্রহণাৎ কুত্বং দ্রষ্টব্যং' নিয়মে 'ওকঃ' পদ [illegible] 'উচঃ কঃ' ইত্যাদি অনুবৃত্তি-হেতু অৎ আদেশ যুক্তিযুক্ত। "চক্রিরে"। 'ইরে চ' এই [illegible] হেতু অন্তস্বর উদাত্ত। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। (১ম—৪০সূ—৫ঋ) [illegible]

প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় অধ্যায়ে বিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ২০॥

স্তুতি বা মন্ত্র আমরা পাইব কি প্রকারে? যে স্তুতিতে বা যে মন্ত্রে ইন্দ্রাদি দেবগণ অবস্থিতি করেন, অর্থাৎ যে স্তোত্রমন্ত্রপ্রভাবে আমরা ইন্দ্রাদি দেবগণের অনুকম্পা লাভ করিতে পারি, সে মন্ত্রের সন্ধান পাই কোথায়? ব্রহ্মণস্পতি দেবতাই সে মন্ত্র প্রকাশ করেন। অর্থাৎ, ব্রহ্মণস্পতি দেবতার উপাসনার ফলেই আমরা সে মন্ত্র প্রাপ্ত হইতে পারি। দেবতা-বিশেষের বা দেবভাবের অনুকম্পা দ্বারাই যে দেবগণের নিবাস-স্থানভূত মন্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাই তাৎপর্য্য।

'বদন্তু' পদে, সাধারণ মানুষের ন্যায় উচ্চারণের বা বলার ভাব এখানে প্রকাশ পায় নাই। এখানে ঐ পদের ভাব—প্রকাশ করা। এইরূপ 'ওকাংসি চক্রিরে' পদদ্বয়ের অর্থেও, দেবগণ যে বাসস্থান করিয়া লইয়া ছিলেন—তাহা বুঝায় না। উহার ভাব এই যে, মন্ত্রের মধ্যেই দেবগণ বসতি করেন। অর্থাৎ,—স্তোত্র-মন্ত্রের এমনই শক্তি যে, তদ্দ্বারা দেবত্ব অধিগত হইয়া থাকে। ফলতঃ, দেবপ্রদত্ত স্তোত্র-মন্ত্রের অনুসরণে দেবতার অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হও, দেবতার কৃপা প্রাপ্ত হইবে, দেবভাবের অধিকারী হইতে পারিবে,—ইহাই উপদেশ। * (১ম—৪০সূ—৫ঋ) ॥

—•—

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চত্বারিংশৎ-সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্)

তমিদ্বোচেমা বিদথেষু শম্ভুবং মন্ত্রং

দেবা অনেহসং।

ইমাং চ বাচং প্রতিহর্যথা নরো বিশ্বেদ্বামা

বো অশ্নবৎ ॥ ৬ ॥

* এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহাতে প্রায় এই অর্থই দ্যোতনা হয়। ... 'বদন্তু' এবং 'ওকাংসি চক্রিরে' বাক্যে তাহাতে প্রকারান্তরে ঐ ভাবই আছে।

পদ-বিশ্লেষণং।

তং। ইৎ। বোচেম। বিদথেষু। শংভুবং। মন্ত্রং।

দেবাঃ। অনেহসং॥

ইমাং। চ। বাচং। প্রতিহর্য্যথ। নরঃ। বিশ্বা। ইৎ। বামা।

বঃ। অশ্নবৎ॥ ৬॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'দেবাঃ' (হে ব্রহ্মণস্পতিপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে দেবাঃ) বয়ং 'তং' (পূর্ব্বোক্তং, দেবনিবাসভূতং) 'শম্ভুবং' (সুখস্য প্রাপকং) 'অনেহসং' (হিংসাসংশ্রবরহিতং) 'মন্ত্রং' (স্তোত্রং) 'ইৎ' (এব) 'বিদথেষু' (যাগাদিসৎকর্ম্মসু) 'বোচেম' (ব্রবাম); 'নরঃ' (হে নেতারঃ দেবাঃ) যূয়ং 'ইমাং' (অস্মাভিরুচ্চার্য্যমাণাং মন্ত্ররূপাং) 'বাচং' (বাক্যং, স্তোত্রং) 'প্রতিহর্য্যথ' (কাময়ধ্বে), 'চ' (এবং) 'বিশ্বেং' (অস্মাকং উচ্চারিত সর্ব্বাপি) 'বামা' (বননীয়া বাক্, উক্থং মন্ত্রং ইতি যাবৎ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'অশ্নবৎ' (ব্যাপ্নুয়াৎ)। ব্রহ্মণস্পতেঃ মন্ত্রো ভগবন্তং প্রাপ্নোতি, মন্ত্রমধ্যে দেবা বিরাজন্তি ইতি ভাবঃ। (১ম—৪০সূ—৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ! পূর্ব্বোক্ত (দেবনিবাসভূত), সুখপ্রদায়ক, হিংসা-সংশ্রবরহিত, মন্ত্রকেই আমরা যাগাদি-সৎকর্ম্মে উচ্চারণ করি। হে নেতৃস্থানীয় দেবগণ! আপনারা আমাদের উচ্চারিত মন্ত্ররূপ বাক্য কামনা করেন, এবং আমাদিগের উচ্চারিত সকল উক্থমন্ত্র আপনাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (১ম—৪০সূ—৬ঋ)।

হইয়াছে। একটি বঙ্গানুবাদ, যথা,—"ব্রহ্মণস্পতি দেবতা স্তোতার মুখে [illegible] স্তোত্র অবশ্য উচ্চারণ করিবেন, যে মন্ত্রে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা দেবগণ [illegible] আছেন অর্থাৎ যাহা শ্রবণ করিয়া প্রীত হয়েন।"

হে দেবা ব্রহ্মণস্পতিপ্রভৃতয়ঃ। ঋত্বিক্‌ তমেবেন্দ্রাদিসর্ব্বদেবতাপ্রতিপাদকং মন্ত্রং বিদথেষু যজ্ঞেষু বোচেম। বয়মৃত্বিজো ব্রবাম। কীদৃশং। শম্ভুবং। সুখস্য ভাবয়িতারং। অনেহসং। অহিংসনীয়ং দোষরহিতং। হে নরো নেতারো দেবা ইমামস্মাভিরুচ্যমানাং মন্ত্ররূপাং বাচং প্রতিহর্য্যথ চ। যূয়ং কাময়ধ্বে চেৎ। তর্হি বিশ্বেৎ সর্ব্বাপি বামা বননীয়া বাক্‌ বো যুষ্মানশ্নবৎ। ব্যাপ্নুয়াৎ।

বোচেম। বচ পরিভাষণে। আশীর্লিঙি লিঙ্যাশিষ্যঙিত্যঙ্‌। বচ উমিত্যুমাগমঃ। ছন্দস্যু-ভয়থেতি সার্ব্বধাতুকত্বাল্লিঙঃ। সলোপোঽনন্ত্যস্যেতি যাসুটঃ সকারস্য লোপঃ। অতো যেয় ইতীয়াদেশঃ। আদ্‌গুণঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। বিদথেষু। বিদ জ্ঞানে। বিদন্তে ফলসাধনমনেন জানন্ত ইতি বিদথো যজ্ঞঃ। রুদিবিদিভ্যাং ঙিৎ। উ০ ৩।১১৪। ইত্যথপ্রত্যয়ঃ। শম্ভুবং। ভবতেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ ক্বিপ্‌ চেতি ক্বিপ্‌। ওঃ সুপি। পা০ ৬।৪।৮৩। ইতি যণাদেশস্য নভূসুধিয়োঃ। পা০ ৬।৪।৮৫। ইতি প্রতিষেধঃ। সত্যাদয়োগন্তাঃ। প্রতিহর্য্যথ। হর্য্য গতিকান্ত্যোঃ। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্ব্ব-ধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। ইমাকেতাত্র চশব্দশ্চেদর্থঃ। চণিতি। নিপাতাদ্যুদাত্তত্বং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ব্রহ্মণস্পতি প্রভৃতি দেবগণ! আমরা ঋত্বিকগণ, আপনার এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রতিপাদক মন্ত্র যজ্ঞসমূহে উচ্চারণ করিব। কিরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিব?—না, যে মন্ত্র সুখের উদ্ভাবয়িতা অর্থাৎ যে মন্ত্র সুখের আকরস্থানীয়, অহিংসনীয় অর্থাৎ অপরের হিংসার অতীত এবং দোষরহিত। হে নেতৃস্থানীয় দেবগণ, আমাদের কর্তৃক উচ্চার্য্যমাণ এই মন্ত্ররূপ বাক্য আপনারা কামনা করুন। অপিচ, সেইজন্য সর্ব্ববিধ বননীয় শোভন বাক্য আপনাদিগকে ব্যাপ্ত করুক।

"বোচেম"। পরিভাষণার্থমূলক বচ্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। (উক্ত বচ্‌ ধাতুর উত্তর) 'আশীর্লিঙি লিঙ্যাশিষ্যঙ্‌' বিধানে অঙ্‌-প্রত্যয়ে বচ-পদ নিষ্পন্ন। 'উমিতি'—এই নিয়মে তদুত্তর উম্‌ আগম। 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি নিয়মে সার্ব্বধাতুকত্ব-নিবন্ধন 'লিঙঃ' হইয়াছে। 'সলোপোঽনন্ত্যস্য' এই নিয়মে যাসুট প্রত্যয়ের স-কারের লোপ হইয়াছে। "অতো যেয়ঃ" বিধানুসারে অতঃপর 'ইয়' আদেশ। 'আদগুণঃ' নিয়মে গুণ এবং 'তিঙ্ঙতিঙঃ' সূত্রানুসারে নিঘাত হইল। "বিদথেষু"। জ্ঞানার্থক বিদ্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ফলসাধনত্ব-হেতু জানা যায়, এতদর্থে 'বিদথঃ' পদে যজ্ঞ বুঝায়। 'রুদিবিদিভ্যাং ঙিৎ' (উ০ ৩।১১৪) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে অথ প্রত্যয়। "শম্ভুবং"। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ-হেতু ভূ ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্‌ চ' ইত্যাদি নিয়মে ক্বিপ্‌ প্রত্যয়। 'ওঃ সুপি' (পা০ ৬।৪।৮৩) সূত্রানুসারে যণাদেশ হইতে 'নভূসুধিয়োঃ' (পা০ ৬।৪।৮৫) নিয়মে তাহার প্রতিষেধ হইয়াছে। 'সত্য' প্রভৃতি পদের সাধনপ্রণালী পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। "প্রতিহর্য্যথ"। হর্য্য-পদ গতি এবং কান্তি অর্থবোধক। শপ্‌ প্রত্যয়ের পিত্ব (প-এর লোপ) হেতু অনুদাত্ত হইয়াছে। লসার্ব্বধাতুকস্বর-নিবন্ধন তিঙ্‌ বিভক্তি ধাতুর আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। "ইমাং চ"। এস্থলে 'চ' শব্দ 'চেৎ' অর্থবোধক।

চ সমুচ্চয়ার্থঃ। তেন নিপাতৈর্যদন্যদিত্যনুদাত্তমিতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। অশ্নবৎ। অশূ ব্যাপ্তৌ। লেট্যড়াগমঃ। ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। ইতশ্চ লোপ ইতীকার লোপঃ। ইদুতৌ চ লুপ্তে প্রগৃহ্যৌ ভবতো বিপ্রতিষেধেন। পা০ ৬।৪।৭৭।১। ইতি শুনঃ॥ ৬॥

ষষ্ঠ (৪৮৬) ঋকের বিশদার্থ।

———:•:———

এই ঋক্‌টি মন্ত্রমাহাত্ম্য-জ্ঞাপক। মন্ত্রের দ্বারা কি সুফল লাভ হয়, এখানে তাহাই প্রকটিত আছে। 'মন্ত্র যে দেবগণের নিবাসস্থান, মন্ত্রের মধ্যে যে দেবভাব বিদ্যমান্ আছে, পূর্ব্ব ঋকে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। এখানে আরও বলা হইল,—মন্ত্র দ্বারা সুখ অধিগত হয়, মন্ত্রের দ্বারা হিংসার অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাগাদি কর্ম্মে আমরা যে মন্ত্র উচ্চারণ করি, তাহা এইরূপ শক্তিসম্পন্ন। দেবতারা সেই মন্ত্র কামনা করেন; সেই মন্ত্রই দেবগণকে প্রাপ্ত হয়। ঋকের এই অর্থই প্রচলিত আছে। আমরাও এই অর্থই গ্রহণ করিলাম।

তবে স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন জন এ অর্থে ভ্রূকুটি প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন—বলিতে পারেন কেন—বলিয়াই থাকেন,—'হাঁ, মন্ত্রের আবার শক্তি আছে!' এই বলিয়া, এই দৃষ্টিতে, তাঁহারা মন্ত্র উচ্চারণ করেন; সুতরাং, মন্ত্রের ফল না পাইয়া, মন্ত্রের প্রতি তাঁহাদের বীতরাগই বৃদ্ধি পায়। এ পক্ষে আমাদের বক্তব্য এই যে,—যে ভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করিবার পদ্ধতি আছে, তাহার অনুসরণ করিলে সুফল নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্রে অনুধ্যান আসে; অনুধ্যানে হৃদয় নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক হয়; নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল হৃদয়ে দেবতার ও দেবভাবের অধিষ্ঠান স্বতঃপ্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। মন্ত্র—সদ্ভাবের জনয়িতা। যদি হৃদয়ে

'চন' পদ নিপাতান্তর, পরন্তু সমুচ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হয়। সেই হেতু 'নিপাতৈর্যদ্‌যদি' ইত্যাদি নিয়মে নিঘাত হয় নাই। "অশ্নবৎ"। ব্যাপ্ত্যর্থক অশূ (অশ্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লেট্ বিভক্তি হেতু অট্ আগম এবং ব্যত্যয়ে পরস্মৈপদ হইয়াছে। 'ইতশ্চ লোপঃ' এই নিয়মে ইকারের লোপ হইল। 'ইদুতৌ চ লুপ্তে প্রগৃহ্যৌ ভবতো বিপ্রতিষেধেন' (পা০ ৬।৪।৭৭।১) অর্থাৎ বিপ্রতিষেধ নিবন্ধন ইকার ও উকার এর লুপ্ত হয়'—এই নিয়মে লুপ্ত হইয়াছে।

সত্ত্বভাব জাগরূক করিতে চাও, যদি সৎ হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, মন্ত্রব্রহ্মের অনুসরণ করিয়া দেখ। শুভফল নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে। এ ঋক্ এই শিক্ষাই প্রদান করিতেছে। * (১ম—৪০সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চত্বারিংশৎ-সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

কো দেবযন্তমশ্নবজ্জনং কো বৃক্তবর্হিষং।

প্রপ্র দাশ্বান্ পস্ত্যাভিরস্থিতান্তর্বাবৎ

ক্ষয়ং দধে ॥ ৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

কঃ। দেবঽযন্তং। অশ্নবৎ। জনং। কঃ। বৃক্তঽবর্হিষং।

প্রঽপ্র। দাশ্বান্। পস্ত্যাভিঃ। অস্থিতঃ। অন্তঃঽবাবৎ।

ক্ষয়ং। দধে ॥ ৭ ॥

---

* এ মন্ত্রের অর্থে আমরা কেবল একটী স্থলে অন্যভাব গ্রহণ করিয়াছি। প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'চ' পদে 'চেৎ' বা 'যদি' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং একটী 'যদি' পদ কল্পনা করিয়া আনা হইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের শেষাংশের ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'হে দেবগণ! যদি আমাদিগের উচ্চারিত মন্ত্র আপনারা কামনা করেন, তাহা হইলে আমাদিগের স্তুতিবাক্য আপনাদিগকে প্রাপ্ত হউক বা প্রাপ্ত হইবে।' কিন্তু আমরা মনে করি, এখানে 'চ' পদে 'এবং' অর্থ গ্রহণ করিলেই ভাবের সঙ্গতি আসে, 'যদি' পদ অধ্যাহারেরও আবশ্যক হয় না। 'যদি কামনা করেন তবে পাইবে'—এরূপ ভাব কি সঙ্গত হয়? 'দেবগণ মন্ত্র কামনা করেন এবং মন্ত্র দেবতাগণকে প্রাপ্ত হউক',—ইহাই সঙ্গত অর্থ বলিয়া আমরা মনে করি।

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'দেবয়ন্তং' (দেবান্ কাময়মানং জনং) 'কঃ' (দেবঃ) 'অশ্নবৎ (ব্যাপ্নুয়াৎ) ; 'বৃক্তবর্হিষং' (ছিন্নবন্ধনং জনং, মায়ামোহসম্বন্ধাৎ বিচ্ছিন্নং জনং) 'কঃ' (কঃ বা দেবঃ অশ্নবৎ) ; সর্ব্বে দেবাঃ তং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ। 'দাশ্বান্' (হবির্দত্তবান্, দেবারাধনাপরায়ণো জনঃ) 'পস্ত্যাভিঃ' (আত্মীয়স্বজনৈঃ সহ) 'প্র' (দেবার্চ্চনাং প্রতি) 'প্র অস্থিত' (প্রস্থিতবান্, প্রযাতি, দেবার্চ্চনায়াং নিবিষ্টচিত্তো ভবতি ইতি ভাবঃ); 'অন্তর্ব্বাবৎ' (অন্তঃস্থিতবহুধনোপেতং, সত্ত্বভাবরূপং পরমধনযুক্তং) 'ক্ষয়ং' (নিবাসস্থানং, ভগবৎ-সান্নিধ্যং) "দধে' (ধারয়তি, লভতে)। দেবারাধনাপরায়ণো জনঃ স্বয়ং মোক্ষং প্রাপ্নোতি, আত্মীয়স্বজনান্ শ্রেয়াংসি বিধারতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪০সূ—৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

দেবপ্রাপ্তিকামী জনকে কোন্ দেবতা প্রাপ্ত হয়েন ? (মায়ামোহাদি হইতে) ছিন্নবন্ধন জনকেই বা কোন্ দেবতা প্রাপ্ত হয়েন ? (ভাব এই যে, সকল দেবতাই তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হন)। দেবারাধনা-পরায়ণ জন, আত্মীয়-স্বজনের সহিত দেবার্চ্চনায় নিবিষ্টচিত্ত হয়েন, এবং সত্ত্বভাব-রূপ পরমধনযুক্ত হইয়া ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করেন। (১ম—৪০সূ—৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

দেবয়ন্তং দেবান্ কাময়মানং জনং কোঽশ্নবৎ। ব্রহ্মণস্পতিব্যতিরিক্তঃ কো নাম দেবো ব্যাপ্নুয়াৎ। তথা বৃক্তবর্হিষমনুষ্ঠানায় ছিন্নবর্হিষং যজমানং কো নামান্যো দেবোঽশ্নবৎ। দাশ্বান্ হবির্দত্তবান্ যজমানঃ পস্ত্যাভির্মনুষ্যৈর্ঋত্বিগ্ভিঃ সহ প্র প্রাস্থিত দেবযজনদেশং প্রতি প্রস্থিতবান্। অন্তর্ব্বাবৎ। অন্তঃস্থিত বহুধনোপেতং। যদ্বা অন্তঃস্থিত পুত্রপৌত্রাদি-প্রযুক্তবহুবিধগুণপেতং ক্ষয়ং নিবাসস্থানং গৃহং দধে। ধৃতবান ভবতি।

দেবয়ন্তমিত্যাদয়ো গতাঃ। প্রপ্র। প্রসমুপোদঃ পাদপূরণে। পা০ ৮।১।৬। ইতি প্রশব্দ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

দেবগণের (প্রাপ্তি) কামনাকারী ব্যক্তি ব্রহ্মণস্পতি ভিন্ন অন্য কোন্ দেবতাকে ব্যাপিয়া আছেন অর্থাৎ কামনা করেন ? অনুষ্ঠান-হেতু ছিন্নবর্হিষ যজমানই বা অন্য কোন্ দেবতাকে ব্যাপ্ত করেন ? হবির্দত্তবান (অর্থাৎ হবিঃপ্রদানেচ্ছু) যজমান ঋত্বিক্‌গণের সহিত দেবযজনস্থানে গমন করিয়াছিলেন। (তাঁহারা) অন্তঃস্থিত বহুধনোপেত অথবা সমীপস্থিত পুত্রপৌত্রাদি-সমন্বিত বহুবিধগুণোপেত নিবাসস্থান ধারণ করেন। [illegible] পুত্রপৌত্রাদিসমন্বিত বহুগুণের আধার নিবাসস্থানের অধিকারী হন।

'দেবয়ন্তং' প্রভৃতি পদের সাধন-প্রণালী পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। "প্র প্র"। [illegible] উপ উদ' প্রভৃতি পাদপূরণে ব্যবহৃত হয়। 'প্রসমুপোদঃ পাদপূরণে' (পা০ ৮।১।৬) [illegible]

দ্বির্ভাবঃ। অনুদাত্তং চেত্যাম্রেড়িতানুদাত্তত্বং। অস্থিতঃ। ষ্ঠা গতিনিবৃত্তৌ। দ্যুতিসমর্থপ্রতিষ্ঠা স্থ ইত্যাত্মনেপদং। হ্রস্বাদঙ্গাৎ। পা০ ১২।১৭। ইতি ধাতুসিচোরিৎ। ঝিদে হ্রস্বাদঙ্গাৎ। পা০ ৮।৩।২৭। ইতি সলোপঃ। অরুর্বাবৎ। বা গতিগন্ধনয়োঃ। অরুর্বাতি গচ্ছতীত্যরুর্বাঃ পুত্রপশ্বাদয়ঃ। আতো মনিন্নিত্যাদিনা বিচ্। তদস্যাস্তীতি মতুপ্। মতুপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যদ্বা বাবদীতেঃ ক্বিপ্। ক্ষয়ং। ক্ষিয়ন্তি নিবসন্ত্যস্মিন্নিতি ক্ষয়ঃ। পুংসি সংজ্ঞায়ামিত্যধিকরণে ঘঃ। ক্ষয়ো নিবাস ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৪০সূ—৭ঋ)॥

সপ্তম (৪৮৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের দুইটী পংক্তিতে দুইরূপ ভাব পরিব্যক্ত দেখি। তাহার প্রথম পংক্তির মর্ম্ম এই যে,—যাঁহারাই দেবগণকে পাইবার অভিলাষী হন, যাঁহারই দেবভাব-প্রাপ্তির কামনা করেন, দেবগণ (অথবা দেবভাব-সমূহ) তাঁহাদিগকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন,—তাঁহাদিগকেই অনুগ্রহ করেন। অপিচ, যাঁহারা 'বৃক্তবর্হিষ', যাঁহারা মায়ামোহের বন্ধন হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া ভগবৎপাদপদ্মে আশ্রয় লইতে পারিয়াছেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকেই প্রাপ্ত হন, এবং ভগবদ্বিভূতিস্বরূপ দেবভাবসমূহও তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঋকের প্রথম পংক্তিতে ('কো' হইতে 'বৃক্তবর্হিষং' অংশে) এই ভাব ব্যক্ত করিতেছে।

দ্বিতীয় পংক্তিতে দেবার্চ্চনাকারীর প্রভাবের বিষয় পরিবর্ণিত। তাঁহার প্রভাবে তাঁহার পারিপার্শ্বিক আত্মীয়-স্বজন দেবভাবের অধিকারী

পাণিনীয় সূত্রানুসারে প্র-এর দ্বির্ভাব (অর্থাৎ দুইটী প্র) হইয়াছে। 'অনুদাত্তং চ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে অনুদাত্ত হইয়াছে। "অস্থিতঃ"। গতি ও নিবৃত্তি অর্থমূলক ষ্ঠা (স্থা) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'দ্যুতি সমবপ্রবিভ্যঃ স্থ' এই বিধানে আত্মনেপদ হইয়াছে। 'হ্রস্বাদঙ্গাৎ' (পা০ ১।২।১৭) এই সূত্রানুসারে, সিচ্ ধাতুর চ-এর ইৎ (লোপ) হইল। 'ঝিদে হ্রস্বাদঙ্গাৎ' (পা০ ৮।২।২৭) সূত্রানুসারে স-এর লোপ। "অরুর্বাবৎ"। গতি ও গন্ধনার্থক বা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অরুর্বাতি' অর্থাৎ 'গমন করে' এতদর্থে অরুর্বাঃ শব্দে পুত্র ও পশ্বাদি বুঝায়। 'আতো মনিন্' ইত্যাদি বিধানানুসারে বিচ্ প্রত্যয়। 'তাহা ইহার আছে'—এই অর্থে মতুপ্। মতুপের পিত্ব-হেতু অনুদাত্ত-প্রাপ্তি ঘটিলেও কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত উত্তরপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। অথবা বাবদ-শব্দের উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়। "ক্ষয়ং"। 'ইহাতে বাস করে' এতদর্থে 'ক্ষয়ঃ' পদ নিষ্পন্ন। 'পুংসি সংজ্ঞায়াং' এই নিয়মে অধিকরণ-বাচ্য। ক্ষি ধাতুর উত্তর ঘ (ঘঞ্) প্রত্যয়ে 'ক্ষয়ো নিবাসঃ' ইত্যাদি নিয়মে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৪০সূ—৭ঋ)।

হইতে পারে, এবং তিনি স্বয়ং সত্ত্বরূপ পরমধনের অধিকারী হইয়া ভগবৎসান্নিধ্য-রূপ মোক্ষ লাভ করেন। সংসারে যদি এক জন সৎ হয়, সংসারে যদি এক জন ভগবদ্ভক্ত হয়, তাঁহার দ্বারা যে সংসারের অশেষ হিতসাধন হইয়া থাকে,—এখানে সেই তত্ত্ব প্রখ্যাত হইয়াছে।

এখন, আমাদের এই ব্যাখ্যার সহিত প্রচলিত অপরাপর ব্যাখ্যার কোন্ অংশে কি পার্থক্য থাকিয়া যাইতেছে, তাহার একটু আলোচনা করিতেছি। মন্ত্রের প্রথম অংশস্থিত 'কঃ' পদে এবং 'বৃক্তবর্হিষং' পদে সর্ব্বত্রই অন্য আর এক রূপ অর্থ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। 'কঃ' পদের প্রচলিত অর্থ দেখি—'ব্রহ্মণস্পতিব্যতিরিক্তঃ দেবঃ'। তাহাতে ভাব আসে,—'অন্য দেবতা অনুগ্রহ করেন না; কেবল ব্রহ্মণস্পতি দেবতাই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।' কিন্তু আমরা বলি, ঐ 'কঃ' পদে 'কোন্ দেবতা না' অর্থাৎ 'সকল দেবতাই অনুগ্রহ করেন'—এই ভাব আসে। কোন্ দেবতা অনুগ্রহ না করেন—এরূপ প্রশ্নের ভাব আসিলেই, 'কাহাকে অনুগ্রহ করেন' এরূপ একটা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। তাহার উত্তর—'দেবযজন্তং'। ভাব এই যে, দেবার্চ্চনাকারীকে সকল দেবতাই প্রাপ্ত হন। ইহা নিত্যসত্যতত্ত্ব। ঐ উক্তিতে এই তত্ত্বই প্রকটিত। দ্বিতীয়—'বৃক্তবর্হিষং' পদ। এই পদের বিষয় আমরা বহু স্থলে আলোচনা করিয়াছি। ঐ পদের প্রচলিত অর্থ—'ছিন্নকুশবিশিষ্ট যজমান'। আমাদের মত, ঐ শব্দে 'সংসারের মায়ামোহ হইতে বিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধ সাধককে' বুঝায়। সকল দেবতাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, সকল দেবভাবই তাঁহাতে বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। এখানে ইহাই তাৎপর্য্য।

মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তির যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা এই;—"হবির্দ্দাতা যজমান ঋত্বিকদিগের সহিত যজ্ঞস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন এবং অন্তঃস্থিত বহুধনোপেত নিবাসস্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।" এ পক্ষে, 'দাশ্বান্' পদে 'যজমান' এবং 'পস্ত্যাভিঃ' পদে 'ঋত্বিক্‌দিগের সহিত' অর্থ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। আমরা কিন্তু 'দাশ্বান্' পদে 'দেবারাধনা-পরায়ণঃ জনঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করি। ভাবে উভয় অর্থই এক। দানার্থক 'দাশৃ' ধাতু হইতেই 'দাশ্বৎ' শব্দ। তাহারই প্রথমার এক বচনে 'দাশ্বান্' পদ নিষ্পন্ন হয়। তদনুসারে, 'যে দান করে'

'হবির্দ্দত্তবান্ যজমান' অর্থ পরিগৃহীত হয়। এ পক্ষে আমরা বলি,—শ্রেষ্ঠ দান—ভগবানে আত্মদান। যে জন ভগবানে আত্মদান করিতে পারিয়াছেন, বৈষ্ণবশাস্ত্রের মতে যাঁহার আত্মনিবেদন হইয়াছে, 'দাশ্বান্' পদে সেই শ্রেষ্ঠ উপাসককে বুঝাইয়া থাকে। তাহা হইতেই আমরা 'দেবারাধনাপরায়ণঃ জনঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। যাঁহারা দেবা-রাধনাপরায়ণ, যাঁহারা দেবভাবের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা তাঁহার নিজের ও সংসারের কি মঙ্গল সাধিত হয়, মন্ত্রাংশে তাহাই প্রখ্যাত দেখি। 'পস্ত্যাভিঃ' পদে 'ঋত্বিগ্ভিঃ' অর্থই বা কেন গ্রহণ করিব? 'স্ত্যৈ' ধাতুর অর্থ—সংহতি-সাধন। তাহা হইতে 'পস্ত্য' পদে 'বাসগৃহ' বুঝাইয়া থাকে। তাহাতে 'মনুষ্য' ও 'আত্মীয়-অন্তরঙ্গ' অর্থ অধ্যাহৃত হইতে পারে। এই হিসাবেই 'পস্ত্যাভিঃ' পদে 'আত্মীয় স্বজন সহ' বা 'সংসারের লোকজন সহ' ভাব প্রাপ্ত হই। 'প্র' পদে ভাষ্যকার "দেবযজনদেশং প্রতি" ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও সেই ভাব হইতেই 'দেবার্চ্চনার প্রতি' অর্থ আমনন করিয়াছি। ভাবপক্ষে এখানে কোনই ব্যত্যয় ঘটে নাই। পরন্তু এখানেও একটী নিত্যসত্যতত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। সাধুজন, ভগবদর্চ্চনাপরায়ণ জন, পারিপার্শ্বিক জনগণকে যে সৎপথে পরিচালিত করেন; সজ্জনের সংসর্গে যে আরও দশজন সৎ হইতে পারে; এখানে, "প্র প্র দাশ্বান্ পস্ত্যাভিরস্থিত"—অংশে, এই বাণীই বিঘোষিত দেখি। ভগবদ্ভক্ত জনের দ্বারা সংসারের যে অশেষ উপকার সাধিত হয়, তাঁহারা যে স্বতঃই মনুষ্যের মঙ্গল-সাধন করেন, এ অংশে তাহাই প্রকটিত রহিয়াছে।

উপসংহারে "অন্তর্ব্বাবৎ ক্ষয়ং দধে" বাক্যের মর্ম্ম অনুধাবন করিবার চেষ্টা পাওয়া যাউক। 'ক্ষয়ং' পদে যে নিবাসস্থানকে বুঝায়, তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই আমরা প্রকাশ করিয়াছি। 'ক্ষয়' বলিতে নিবাস-স্থান বুঝায় বটে; কিন্তু, যে নিবাস-স্থানে সকল কামনার ক্ষয়—জন্ম-জরা-মরণের ক্ষয় সাধিত হয়, ক্ষয়-পদে সেই নিবাস-স্থানকেই বুঝাইয়া থাকে। ক্ষয়ই সেই মোক্ষ বা মুক্তি—যেখানে সংসারের কোনও সম্বন্ধই বিদ্যমান থাকে না। 'অন্তর্ব্বাবৎ' পদে 'অন্তঃস্থিত বহুধন' অর্থ গ্রহণ করা হয়। ভাষ্যকার 'পুত্রপৌত্রাদি-রূপ ধন' অর্থও ঐ শব্দে গ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা কিন্তু 'অন্তঃ' অর্থাৎ হৃদয়ের যে 'বাবৎ' অর্থাৎ পরম ধন, শুদ্ধসত্ত্বভাব, 'অন্তর্ব্বাবৎ' পদে তাহাকেই লক্ষ্য করিতেছি। ভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্বভাব-রূপ ধনযুক্ত যে পরম ধাম (নিবাস-স্থান), সেই অর্চ্চনাকারী সাধক সেই স্থান প্রাপ্ত হন। অথবা, দেবার্চ্চনার প্রভাবে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের অধিকারী হইয়া সাধক মোক্ষধাম লাভ করেন। ইহাই এ অংশের তাৎপর্য্য। (১ম—৪০সূ—৭ঋ)।

—— • ——

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চত্বারিংশৎ-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

উপ ক্ষত্রং পৃঞ্চীত হন্তি রাজভির্ভয়ে

চিৎ সুক্ষিতিং দধে।

নাস্য বর্তা ন তরুতা মহাধনে নার্ভে

অস্তি বজ্রিণঃ ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উপ। ক্ষত্রং। পৃঞ্চীত। হন্তি। রাজভিঃ। ভয়ে।

চিৎ। সুক্ষিতিং। দধে।

ন। অস্য। বর্তা। ন। তরুতা। মহাধনে। ন। অর্ভে।

অস্তি। বজ্রিণঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা ।

স দেবঃ 'উপ' (সমীপে, প্রার্থনাকারিণাং আত্মনি) 'ক্ষত্রং' (বলং) 'পৃঞ্চীত' (সম্পৃক্তং কুর্য্যাৎ) ; 'রাজভিঃ' (দীপ্তিভিঃ, জ্ঞানকিরণৈঃ) 'হন্তি' (অজ্ঞানান্ধকারং দূরীকরোতি) ; 'ভয়ে' (মরণভয়ে, অন্তিমকালে) 'চিৎ' (অপি) 'সুক্ষিতিং' (সুষ্ঠু নিবাসস্থানং) 'দধে' (দদে, দদাতি) ; 'অস্য' (দেবস্য) 'বর্ত্তা' (প্রবর্ত্তয়িতা) 'ন' (অন্যঃ কোঽপি নাস্তি, অনুগ্রহ-প্রাপ্তিকারণং অন্যেষাং সাহায্যকামনা নিষ্ফলা, যূয়মেব তস্য আহ্বানকারী ভব ইতি ভাবঃ) ; 'মহাধনে' (পরমধনপ্রাপ্তিনিমিত্তে সংগ্রামে) 'বজ্রিণঃ' (বজ্রধারিণঃ, শত্রুদমনৈ কঠোরভাবা-পন্নস্য অস্য দেবস্য) 'তরুতা' (পরাজেতা, প্রতিদ্বন্দ্বী) 'ন' (কোঽপি নাস্তি) ; 'অর্ভে' (ক্ষুদ্রসময়ে, অস্মাকং জীবনসংগ্রামে ইতি যাবৎ) 'ন অস্তি' (তেন বিনা রক্ষকঃ কোঽপি ন বিদ্যতে)। দেবঃ শক্তিপ্রদায়কঃ শত্রুনাশকঃ পরমধনপ্রাপকঃ সংসারসংগ্রামে ত্রাণকারকঃ। তং দেবং আরাধয়। ইত্যেবং উপদেশ ইতি ভাবঃ। (১ম—৪০সূ—৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ ।

সেই দেবতা প্রার্থনাকারীদিগের আত্মায় শক্তিসঞ্চার করেন ;—জ্ঞান-কিরণ-দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া থাকেন। অন্তিমকালেও তিনি প্রকৃষ্ট নিবাসস্থান প্রদান করেন। সেই দেবতার প্রবর্ত্তক অন্য কেহ নাই (অর্থাৎ, অন্যের সাহায্যে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, তোমরা আপনারাই তাঁহার প্রবর্ত্তক বা আহ্বানকারী হও); পরম ধন প্রাপ্তি নিমিত্ত সংগ্রামে বজ্রধারী (শত্রুদমনে কঠোভাবাপন্ন) সেই দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই নাই ; এই জীবন-সংগ্রামেও তিনি ভিন্ন অন্য রক্ষক কেহই নাই। (১ম—৪০সূ—৮ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং ।

ব্রহ্মণস্পতিদেবঃ ক্ষত্রং বলমুপপৃঞ্চীত। স্বাত্মনি সম্পৃক্তং কুর্য্যাৎ। ততো রাজভির্বরুণাদিভিঃ সহ হন্তি। শত্রূন্ মারয়তি। ভয়ে চিৎ ভীতিহেতৌ যুদ্ধেঽপি সুক্ষিতিং দধে। সুষ্ঠু নিবাসৈশ্বর্য্যং ধারয়তি। ন তু পলায়তে। বজ্রিণো বজ্রায়ুধবতোঽস্য ব্রহ্মণস্পতের্মহাধনে প্রভূতধননিমিত্তে যুদ্ধে বর্ত্তা প্রবর্ত্তয়িতান্যঃ কোঽপি নাস্তি। স্বয়মেব প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

ব্রহ্মণস্পতিদেব আপনাতে বলসমূহ সম্পৃক্ত করিয়াছিলেন। তৎপর, বরুণাদি সহ শত্রুগণের সংহারসাধন করেন। ভীতিউৎপাদনকারী যুদ্ধেও তিনি সুষ্ঠু নিবাসস্থান ধারণ করিয়াছিলেন ; পরন্তু পলায়ন করেন নাই। বজ্রায়ুধধারী ব্রহ্মণস্পতিদেব ব্যতীত প্রভূতধননিমিত্ত যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়িতা অন্য কেহই নাই ; তিনি স্বয়ংই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সংবাদ বাব

মহাধন ইতি সংগ্রামনাম। মহাধনে সমীক ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। তথা তরুতা তরণ-স্তোত্মজনস্য কর্তাচ্যতঃ কোঽপি নাস্তি। তথৈবার্ভে স্বল্পে যুদ্ধেঽপ্যস্যঃ প্রবর্তয়িতা নাস্তি॥

পৃঞ্চীত। পৃচী সম্পর্কে। লিঙিরুধাদিত্বাৎ শ্নম্। শ্নসোরল্লোপ ইত্যকারলোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। ক্ষত্রং। গুধৃবীপচিবচিযমিসদিক্ষদিভ্যস্ত্রঃ। উ০ ৪।১৬৮। ক্ষত্রং পৃঞ্চীত রাজভির্হিষ্টি চেতি সমুচ্চয়লক্ষণস্য চার্থস্য দর্শনাচ্চাদিলোপে বিভাষেতি প্রথমায়াস্তিঙ্‌বিভক্তের্নিঘাতপ্রতিষেধঃ। হন্তীত্যেষা দ্বিতীয়াপি তিঙঃ পরত্বান্নিহন্যতে। সুক্ষিতিং। শোভনা ক্ষিতিঃ সুক্ষিতিঃ। মনক্তিন্নিত্যাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। বর্তা। বর্ততে-র্বৃণোতের্বা তৃচ্যাগমানুশাসনস্যানিত্যত্বাদিড়্ভাবঃ। তরুতা। তৃ প্লবনতরণয়োঃ। গ্রসিত-স্কভিতেত্যাদিনা তৃচ্যুডাগমো নিপাতিতঃ। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। মহাধনে। মহচ্চ তদ্ধনং চ মহাধনং। আন্মহতঃ। পা০ ৬।৩।৪৬। ইত্যাত্বং। তেন মহাধনশব্দেন তদ্ধেতুভূতঃ সংগ্রামো লক্ষ্যতে। অর্ভে। ঋ গতৌ। অর্তিগৃভ্যাং ভন্নিতি ভন্প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং॥ ৮॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে একবিংশো বর্গঃ॥ ২১॥

• • •

সমূহের মধ্যে মহাধন প্রভৃতি পঠিত হওয়ায়, মহাধন পদে সংগ্রাম বুঝায়। অপিচ, (তিনি ভিন্ন) ভীষণযুদ্ধ তরণের বা উল্লঙ্ঘনের (পরিত্রাণের) কর্তাও অপর কেহ দৃষ্ট হয় না; ক্ষুদ্র যুদ্ধে প্রবর্তয়িতাও অপর কেহ নাই।

"পৃঞ্চীত"। পৃচী (পৃচ্) ধাতু সম্পর্কার্থমূলক। রুধাদিত্ব নিবন্ধন লিঙ্ বিভক্তিতে শ্নম্। 'শ্নসোরল্লোপ' বিধিক্রমে অকারের লোপ। প্রত্যয়স্বর। "ক্ষত্রং"। 'গুধৃবীপচি যমিসদিক্ষদিভ্যস্ত্রঃ' (উ০ ৪।১৬৮) এই ঔণাদিক নিয়মে 'রাজভির্হিষ্টি চ' বিধানে 'ক্ষত্রং পৃঞ্চীত' বাক্যে সমুচ্চয়লক্ষণ পরিদৃষ্ট হওয়ায় 'চাদি লোপে বিভাষা' সূত্রানুসারে প্রথমাস্ত তিঙ্ বিভক্তির নিঘাত প্রতিষিদ্ধ হইল। "হন্তি"। 'তিঙঃ পরত্বান্ন নিহন্যতে' এই নিয়মে সিদ্ধ। "সুক্ষিতিং"। 'শোভন অর্থাৎ সুন্দর হইয়াছে যে ক্ষিতি'—এই বাক্যে 'সুক্ষিতিঃ' পদ নিষ্পন্ন। 'মনক্তিন্' এই নিয়মে উত্তর-পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বর্তা"। 'বর্ততের্বৃণোতের্বা তৃচ্যাগম' অর্থাৎ বর্ততে ও বৃণোতে পদদ্বয়ের বৃৎ ধাতুর উত্তর তৃচ্-আগম হয়—এই অনুশাসনের অনিত্যত্ব-হেতু ইট্-ভাব হইয়াছে। "তরুতা"। প্লবন ও তরণার্থ-মূলক তৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'গ্রসিতস্কভিত' নিয়মে তৃচের উত্তর উট আগম হইয়া নিপাতনে সিদ্ধ। 'চিত' নিয়মে ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "মহাধনে"। 'মহৎ হইয়াছে সেই ধন' এই বাক্যে মহাধনং পদ সিদ্ধ। 'আন্মহতঃ' (পা০ ৬।৩।৪৬) এই সূত্রানুসারে আত্ব বিহিত। সেই মহাধন শব্দে ধনহেতুভূত সংগ্রাম অর্থ উপলব্ধ হয়। "অর্ভে"। গত্যর্থমূলক ঋ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অর্তিগৃভ্যাং ভন্' নিয়মানুসারে তদুত্তর ভন্ প্রত্যয়। নিত্বহেতু (ভন্ এর ন লোপ পায় বলিয়া) আদিস্বর উদাত্ত। (১ম—৪০সূ—৮ঋ)।

ইতি প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় অধ্যায়ে একবিংশ-বর্গ সমাপ্ত॥ ২১॥

অষ্টম (৪৮৮) ঋকের বিশ্বদার্থ।

এই ঋকৃটি ব্রহ্মণস্পতি দেবতা-সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে; অথবা, ব্যষ্টিভাবে সকল দেবতা-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করিতে পারি। সে পক্ষে এ মন্ত্রের ভাব সরল ও সহজবোধ্য, এবং সে ভাবে নিত্যসত্যতত্বই প্রকাশ পাইয়াছে—দেখিতে পাই।

দেবতা বা দেবভাব হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করে; দেবতার বা দেব-ভাবের দ্বারা হৃদয়ে জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হয়, আর সেই জ্ঞানালোক-প্রভাবে অজ্ঞানতা-আঁধার দূরে পলায়ন করে। মন্ত্রের অন্তর্গত প্রথম পংক্তির "উপ ক্ষত্রং পৃঞ্চীত হন্তি রাজভিঃ" বাক্যের ইহাই মর্ম্মার্থ বলিয়া আমরা মনে করি। *

মন্ত্রের অপর এক অংশ—"ভয়ে চিৎ সুক্ষিতিং দধে।" ইহার ভাব এই যে,—অন্তিম-কালে মরণভয়ে মানুষ যখন ভীত হয়, এই পৃথিবী ত্যাগ করিতে হইতেছে বলিয়া—স্থানচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা যখন হৃদয়ে জাগিয়া উঠে; সেই সময়েও দেবতা বা দেবভাব মনুষ্যকে প্রকৃষ্ট বা মনোহর বাসস্থান প্রদান করেন। 'সুক্ষিতিং' পদে স্বর্গকে ও মোক্ষাদিকে বুঝাইয়া থাকে। "সুক্ষিতিং দধে" বাক্যের মর্ম্ম এই যে, স্বর্গের বা মোক্ষের অধিকারী হওয়া যায়। স্বর্গের বা মোক্ষের অধিকারী হওয়া যায়—দেবতার অনুকম্পায় বা দেবভাবের সাহায্যে। ইহলোক-পরিত্যাগের জন্য যে ভয়, তাহা দূর হয়—দেবতারই কৃপায়। এই ভাবই এখানে পরিব্যক্ত দেখি। †

---

* কিন্তু ঐ অংশের প্রচলিত অর্থ এই যে, ব্রহ্মণস্পতিদেব আপন শরীরে বলসঞ্চয় করেন বা করুন; এবং তিনি রাজগণের সহিত বা বরুণাদির সহিত শত্রুহননে প্রবৃত্ত হউন বা হয়েন। সায়ণেও এই ভাব। দেবতা আপনার দেহে বল-সঞ্চয় করুন বা না করুন, তাহাতে প্রার্থনাকারীর কি আসে-যায়? পরন্তু দেবতাকে মানুষ বলিয়া ধারণা না করিলে, তিনি যে অন্যের সহিত যোগ দিয়া শত্রু হনন করিবেন—তাহাও মনে করা যায় না। কিন্তু দেবতা কি মানুষ?

† সায়ণের ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সম্পূর্ণ অন্য ভাব সৃষ্টি করুন। সে সকল ব্যাখ্যার ভাব এই যে, অত্যধিক সময়-সময়েও তিনি নিজের ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান থাকিতে

অতঃপর ঋকের শেষ-পংক্তির প্রতি লক্ষ্য করুন। প্রকৃত তাৎপর্য্যঃ গ্রহণের সুবিধার জন্য আমরা ঐ পংক্তিটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম—"অস্য বর্ত্তা ন।" উহার ভাব এই যে, দেবতার বা দেবভাবের প্রবর্ত্তক অপর কেহ নাই। ইহা একটী সার সত্যতত্ত্ব। দেবতাকে বা দেবভাবকে মানুষ যে প্রাপ্ত হয়, সে কখনই অপরের অনুগ্রহে নহে; আপনার সাধনার প্রভাবে, আপনার ধ্যান-ধারণার প্রভাবে, মানুষ দেবতাকে বা দেবভাবকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই তত্ত্বই এখানে পরিব্যক্ত। দ্বিতীয়—"মহাধনে বজ্রিণঃ তরুতা ন।" এখানকার ভাব এই যে,—'মহাধন পরমধন-প্রাপ্তির জন্য মানুষ যখন চেষ্টা করে, পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধক-সমূহের সহিত মানুষ যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, দেবতা বা দেবভাব তখন বজ্রবৎ কঠোর হইয়া পরমার্থকামী মনুষ্যকে রক্ষা করেন; সে ক্ষেত্রে, সে দেবতার বা দেবভাবের প্রতিদ্বন্দ্বী বা পরাজয়কারী কেহই থাকিতে পারে না।' ফলতঃ, দেবতার বা দেবভাবের অজেয় শক্তির সাহায্যেই মায়া-মোহাদির ভীষণ সমরে জয়লাভ করিয়া মানুষ পরম ধন প্রাপ্ত হয়—ইহাই এখানকার ভাবার্থ। তৃতীয় অংশ—'অর্ভে ন অস্তি।' এতদন্তর্গত 'অর্ভে' পদে অন্য অর্থ অন্য ভাব গ্রহণ করিতে পারিলেও, ঐ পদের ভাষ্যানুসারী অর্থই স্বীকার করিয়া বলিতে পারি, এখানকার ভাব এই যে—'ক্ষুদ্র সমরে—এমন কি এই জীবন-সংগ্রামেও, তিনি বা সেই দেবভাব ভিন্ন অন্য রক্ষক কেহই নাই।' সত্যই তাই। পরমার্থ-প্রাপ্তি বা মোক্ষ-লাভ পক্ষে যে সমর, পৃথিবীতে বিচরণ-রূপ সমরের তুলনায়—এই জীবন-সংগ্রামের তুলনায়, তাহাকে মহাসমর বলা যায়। সে তুলনায় এখানকার এ সমর—ক্ষুদ্র সমর। কিন্তু এ ক্ষুদ্র সমরেও মানুষ রক্ষা পায় না, মানুষ পদে পদে বিপর্য্যস্ত হয়,—যদি দেবতার কৃপা-করুণা না পায়। তাই বলা হইতেছে,—'কিবা লৌকিক জীবন-রক্ষায়, কিবা পারলৌকিক মোক্ষলাভ-পক্ষে, উভয় ক্ষেত্রেই দেবতার সহায়তাই পরম সহায়তা। সে সহায়তা ভিন্ন আর সহায়তাই

পারেন। অর্থাৎ, আপনার ক্ষেত্র বা হাল রক্ষায় তিনি বিশেষ পটু আছেন। এ পক্ষে দেবতা যেন একজন প্রকৃষ্ট বীরপুরুষ। কিন্তু তাই কি? দেবতাকে আমরা কি মানুষ বলিয়াই মনে করি?

নাই,—দেবতার বা দেবভাবের অনুগ্রহ ভিন্ন শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা আর কিছুতেই নহে।' *

এই প্রকারে সমগ্র মন্ত্রের মর্ম্মার্থে অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'দেবতাই শক্তিবিধায়ক, দেবতাই শত্রুনাশক, দেবতাই পরমধন-প্রাপক, দেবতাই সংসার-সংগ্রামে পরিত্রাণকারক। এই বুঝিয়া, মানুষ তুমি দেবতার আরাধনায়—হৃদয়ে দেবতার প্রতিষ্ঠায়—দেবভাবের উদ্বোধনায় প্রবৃত্ত হও।'

উপসংহারে ব্রহ্মণস্পতিদেবতার স্বরূপ-বিষয়ে একটু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতার বিষয়—মানুষের মনে সাধারণতঃই একটা ধারণা আসিতে পারে। 'অগ্নি' বলিতে 'আগুন', 'বায়ু' বলিতে 'বাতাস'—এই ভাবে অর্থ করিয়াও কতকগুলি দেবতার প্রকৃতি-পরিচয় মানুষ গ্রহণ করিতে পারে। ব্যাখ্যাকারগণও আপনাদের রুচি-প্রবৃত্তি অনুসারে তত্তৎ দেবতার ঐরূপ একটা একটা স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রহ্মণস্পতি দেবতার তদ্রূপ স্বরূপ-নির্দ্দেশ সুকঠিন। সুতরাং এই দেবতার সম্বন্ধে নানা জনকে নানারূপ কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। † কেহ কেহ মনে করেন—স্তুতি মন্ত্রই ঐ দেবতা। সে পক্ষে, ব্রহ্মণস্পতির স্তবে স্তোত্র-মন্ত্রের স্তব—

---

* কিন্তু দেখুন, এই অংশের প্রচলিত অর্থ কি আছে? সে অর্থ,—"প্রভূত ধন-নিমিত্তক যুদ্ধে এবং অল্পযুদ্ধে বজ্রধারী ব্রহ্মণস্পতির কেহ প্রবর্ত্তয়িতাও নাই, এবং কেহ পরাজেতাও নাই।" আর এক অনুবাদে প্রকাশ,—"তিনি বজ্রপাণি। বহুলাভজনক যুদ্ধে বা অল্পলাভজনক যুদ্ধে তাঁহাকে উৎসাহী বা নিরস্ত করে এমন কেহ নাই।" ভাব এই যে, তিনি উচ্ছৃঙ্খল। এই তো ব্যাপার! সায়ণও দেখুন। তার পর স্থির করুন, কোন্ অর্থ সঙ্গত হয়।

† কেহ বলেন, ব্রহ্মণস্পতি পদে অগ্নিকে বুঝায়; কেহ বলেন,—পুরোহিত-শ্রেণীর প্রধান ব্যক্তিকে বুঝায়। এ সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলার ও ওল্ডেনবর্গ দুই ভাবই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সায়ণ এ পক্ষে ভিন্ন স্থানে ভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই মতভেদের জন্য [illegible] ব্যাখ্যাপ্রণালী-যুক্ত টীকায় প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের প্রচলিত মত প্রকাশ পাইয়াছে। যথা,—"It seems better, therefore, to refer 'brahmanas patim' to Agni, than, with Sayan, to the host of the Maruts (marudganam). Brahmanaspati and Brihaspati are both [illegible] of Agni, the priest and 'purohita' of gods and

এই ভাব প্রকাশ পায়। সে অর্থ যে অসমীচীন, তাহা আমরা মনে করি না। স্তুতি-মন্ত্রের শক্তি অপরিসীম। স্তোত্র-মন্ত্রের অনুধ্যানে অন্তর নির্ম্মল হয়, হৃদয়ে সদ্ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে; সুতরাং, মানুষ শক্তি-সম্পন্ন হয়। সে দৃষ্টিতে দেখিলে, স্তোত্রমন্ত্রের অধিষ্ঠাতা দেবতা-রূপে ব্রহ্মণস্পতি দেবতার অর্চ্চনা সঙ্গত হইতে পারে। সংসারে যাহা কিছু সৎ আছে, সংসারে যাহা কিছু সত্ত্বভাবের সাধক, তাহাই দেবতা। স্তোত্র-মন্ত্র সত্ত্বভাব উৎপন্ন করে। সুতরাং, উঁহাকে দেবপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া পূজা করায় অসঙ্গতি ঘটে না। তবে দুঃখের বিষয়, যাঁহারা ব্রহ্মণস্পতি-পদে প্রার্থনার দেবতা বা মন্ত্রস্বরূপ দেবতা অর্থ গ্রহণ করেন, তাঁহারা সে ভাব পরিগ্রহণ করেন না। সে ভাব পরিগ্রহ করিলে, ব্রহ্মণস্পতিই লোকপালক দেবতা বলিয়া প্রতিপন্ন হন। (১ম—৪০সূ—৮ঋ)।

একচত্বারিংশৎ সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্য-কৃতা)।

যং রক্ষন্তীতি নবর্চং ষষ্ঠং সূক্তং। তত্রানুক্রমণং। যং রক্ষন্তি নব বরুণমিত্রার্যমণাং মধ্যে তৃচ আদিত্যেভ্যো গায়ত্রং হীতি। ঘোরপুত্রঃ কণ্বঋষিঃ। ইদমাদিত্রীণি সূক্তানি গায়ত্রাণি। আদ্যন্তয়োস্তৃচয়োর্বরুণমিত্রার্যমণো দেবতাঃ। মধ্যতৃচস্য সুগঃ পন্থা ইত্যস্যাদিত্যা দেবতা। গতো বিনিয়োগঃ॥ তত্র প্রথমামৃচমাহ॥

একচত্বারিংশৎসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

ষষ্ঠ সূক্ত 'যং রক্ষন্তি' প্রভৃতি নয়টী ঋক্-বিশিষ্ট। 'যং রক্ষন্তি নব বরুণমিত্রার্য্যমণাং' ইত্যাদিরূপ অনুক্রম হইয়াছে। এই সূক্তের ঋষি—ঘোরপুত্র কণ্ব। ইহার প্রথম তিনটী সূক্ত গায়ত্রীছন্দোবিশিষ্ট। এই সূক্তের প্রথম তিনটী এবং শেষ তিনটী ঋকের দেবতা—বরুণ মিত্র ও অর্য্যমা। মধ্যবর্ত্তী 'সুগঃ পন্থা' প্রভৃতি তিনটী ঋকের দেবতা—আদিত্য। এই সূক্তের বিনিয়োগ—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তাহার প্রথম ঋক্ কথিত হইতেছে।

---

men, and as such he is invoked together with the Maruts in other passages, I, 40, 1." কিন্তু ওল্ডেনবর্গ বলেন,—"Brihaspati or Brahmanspati is the Brahman among the gods. But it is doubtful whether the title of Brahman in this connection should be understood in the later technical sense of the word as the Ritvig who has to superintend the whole sacrifice. Comp. H. O. Religion des Veda."

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়োহধ্যায়ঃ। অষ্টমোহনুবাকঃ। একচত্বারিংশৎ সূক্তং। দ্বাবিংশঃ ত্রয়োবিংশশ্চ দ্বৌ বর্গৌ।

একচত্বারিংশৎ-সূক্তং।

এই সূক্তটী মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা—এই তিন দেবতার সম্বন্ধে প্রযুক্ত। পূর্ব্ব সূক্তে (চত্বারিংশৎ সূক্তের পঞ্চম ঋকে) ব্রহ্মণস্পতি দেবতার সহিত অর্য্যমা দেবতার উপাসনার বিষয় প্রখ্যাত আছে। পরন্তু সেখানেও মিত্র ও বরুণ দেবতার সহিত তাঁহার উল্লেখ দেখি। এখানেও মিত্র ও বরুণদেবতার সহিত তিনি সম্পূজিত হইতেছেন। মিত্র ও বরুণদেবতার বিষয় বিভিন্ন সূক্তে আলোচনা করা গিয়াছে। অর্য্যমা দেবতার বিষয়ও চতুর্দ্দশ সূক্তের টীকায় আলোচিত হইয়াছে। সেখানে তাঁহারা যে সূর্য্যেরই বিভিন্ন রূপ, তাহাই পরিকল্পিত হইয়াছে। অন্যত্র আবার তাঁহাদের অন্যরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হই। সায়ণের ভাষ্যে এক স্থানে দেখা যায়—"অর্য্যমা অহোরাত্রবিভাগস্য কর্ত্তা সূর্য্যঃ"। অন্যস্থানে আবার তিনি মিত্র ও বরুণকে দিবারাত্রি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া, অর্য্যমা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"অর্য্যমা তদুভয়োর্মধ্যবর্ত্তী দেবঃ।"

এ যুক্তিতে দেবতত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে না। দৃশ্যমান কোনও নির্দিষ্ট পদার্থের দ্বারা দেবতার প্রকৃত স্বরূপ বুঝান যায় না। তাহাতে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিপরীত ভাবই আসিয়া থাকে। কিন্তু যদি সমষ্টিভাবে ভগবানকে দেখিয়া, তাঁহার ব্যষ্টিভাব বিভূতিসমূহকে দেবতা বলিয়া বুঝিতে পারি, তাহাতে সকল সমস্যারই সমাধান হয়। জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর; জ্ঞানস্ফূর্ত্তি বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন সৎকর্ম্মের মধ্য দিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দেবতায় ও বিভিন্ন দেবভাবের উপাসনায় তাহাই লক্ষ্য। বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ বিভিন্ন দেবভাবের প্রতি অগ্রসর হউক,—নদী উপনদী শাখানদীসমূহ বাহিয়া স্রোতপ্রবাহ অনন্ত মহাসমুদ্রে গিয়া বিলীন হউক। একই দেবতার বিভিন্ন নাম-সংজ্ঞার ইহাই কারণ।—অধিভূত অধ্যাত্ম বিভূতি—একই সত্তাধারের—বিভিন্ন নামরূপের ইহাই হেতুভূত। [illegible] দেবতার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যুক্তিতে [illegible]। [illegible]

শব্দগত বা ধাতুগত অর্থের অনুসরণে এক এক দেবতা সম্বন্ধে এক একটা ভাব পাওয়া যায় বটে; তাঁহাদের গুণ-বিশেষণ বা কার্য্যপরম্পরায় পরিচয়-ক্রমে তাঁহাদের সম্বন্ধে এক একটা ধারণা আসিতে পারে বটে; কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে গেলে, তাঁহাদের পার্থক্য আদৌ তিষ্ঠিতে পারে না। নদীর জল, পুষ্করিণীর জল, কূপের জল—একই জলের এইরূপ বিভিন্ন নাম-সংজ্ঞা আমনন করিলেও সকল জলই যেমন অভিন্ন—জল পদার্থ; দেবগণ সেইরূপ নানা নামে পরিচিত হইলেও এক ও অভিন্ন। তাঁহারা কখনও বা মিত্রবৎ আচরণে মিত্রনাম-ধারী, কখনও বা রুদ্রবৎ আচরণে রুদ্রনাম-ধারী, কখনও বা অভীষ্টবর্ষণ-শীলরূপে বরুণদেব, কখনও বা মোক্ষপথের বহনকারী হইয়া অর্য্যমা দেব। সদ্ভাবই দেবতা। বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন দিকে তাহার বিকাশই দেবতার বিভিন্নতা।

এই সূক্তে মিত্র বরুণ ও অর্য্যমা দেবতার উপাসনা-সম্বন্ধে নানাদিক হইতে নানা ভাবের আমনন করা হয়। ঋকের ব্যাখ্যায় যে সকল ব্যক্ত হইবে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই সূক্তের মধ্যেও প্রত্নতত্ত্বের বহু উপাদান প্রাপ্ত হইবেন। জ্ঞানান্বেষিগণ এই সূক্তের মধ্য দিয়াই জ্ঞানপথের দিব্য আলোক দেখিতে পাইবেন।

—— • ——

প্রথমমণ্ডলস্য অষ্টমেঽনুবাকে একচত্বারিংশৎ-সূক্তং। কণ্বঋষিঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ।
বরুণমিত্রার্য্যমণঃ দেবতা। নৈত্তিকো বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একচত্বারিংশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

যং রক্ষন্তি প্রচেতসো বরুণো মিত্রো অর্য্যমা।
নূ চিৎ স দভ্যতে জনঃ॥ ১॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যং। রক্ষন্তি। প্রঽচেতসঃ। বরুণঃ। মিত্রঃ।
নু। চিৎ। সঃ। দভ্যতে। জনঃ॥ ১॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'প্রচেতসঃ' (প্রজ্ঞানসম্পন্নাঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষণকারী বরুণদেবঃ) 'মিত্রঃ' (সুহৃৎস্থানীয়ঃ মিত্রদেবঃ) 'অর্য্যমা' (মোক্ষপথপ্রাপকঃ অর্য্যমা দেবঃ) 'যং' (জনং, উপাসকং) 'রক্ষন্তি' (আশ্রয়দানং কুর্ব্বন্তি) 'নূ' (ক্ষিপ্রং) 'চিৎ' (এব) 'স' (জনঃ, উপাসকঃ) 'দভ্যতে' (শত্রূণ হিনস্তি, শত্রুনাশসমর্থো ভবতি)। যদা মনুষ্যো দেবকৃপা-লাভসমর্থো ভবতি, তদা তস্য শত্রুভয়ং ন বিদ্যতে। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪১সূ—১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্ঞানসম্পন্ন অভীষ্টবর্ষণকারী বরুণদেব, সুহৃৎস্থানীয় মিত্রদেব, মোক্ষপথপ্রাপক অর্য্যমা দেব, যে উপাসককে আশ্রয়দান করেন; সেই উপাসক শীঘ্রই শত্রুনাশে সমর্থ হয়। (১ম—৪১সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

প্রচেতসঃ প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্তা বরুণাদয়ো দেবা যং যজমানং রক্ষন্তি স জনো যজমানো নূ চিৎ ক্ষিপ্রমেব দভ্যতে। দভ্নোতি। শত্রূণ্ হিনস্তি॥

প্রচেতসঃ। প্রকৃষ্টং চেতো যেষাং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। নূ চিৎ। ঋচি তুনুঘেত্যাদিনা দীর্ঘঃ। দভ্যতে। দভু দম্ভে। ব্যত্যয়েন শ্নন্ আত্মনেপদঞ্চ॥ ১॥

প্রথম (৪৮৯) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্ সরল ও সহজবোধ্য। দেবগণের অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হইলে, দেবগণ আশ্রয়দান করিলে, মানুষের আর শত্রুভয় থাকে না'। হৃদয়ে যদি দৈবভাবের বিকাশ হয়, মানুষ আপনিই শত্রুজয়ী হইতে পারে। এ ঋক্ সেই বাণী ঘোষণা করিতেছে।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত বরুণাদি দেবগণ যে যজমানকে রক্ষা করেন, সেই যজমান অতি সত্বর শত্রুগণকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়।

"প্রচেতসঃ"—'প্রকৃষ্ট চিত্ত (জ্ঞান) যাহাদের'—এই বহুব্রীহি সমাস-হেতু পূর্ব্বপদে প্রকৃতি স্বর হইয়াছে। "নূচিৎ"। 'ঋচি তুনুঘ' ইত্যাদি নিয়মে উ-কারের দীর্ঘ। "দভ্যতে"। হিংসার্থক দভ্ (দম্ভ) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ব্যত্যয়-হেতু শ্নন্-প্রত্যয় ও আত্মনেপদ হইয়াছে। (১ম—৪১সূ—১ঋ)।

এখানে তিনটী দেবতার নাম আছে। আর, তাঁহাদিগকে 'প্রচেতসঃ' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। 'প্রচেতসঃ' শব্দে বুঝা যায়, দেবগণ প্রজ্ঞান-সম্পন্ন। তাহাতে নানা ভাবের মধ্যে একটা ভাব মনে করিতে পারি,—তাঁহারা আমাদের অন্তরের ভাব বুঝিতে পারেন। বুঝিতে পারিলেই, আমরা সুকর্ম্মকারী হইয়াছি জানিতে পারিলেই, তাঁহারা আমাদের অভীষ্টপূরণে প্রবৃত্ত হন, আমাদিগের প্রতি মিত্রবৎ ব্যবহার করেন, এবং আমাদিগকে মোক্ষপথের প্রতি অগ্রসর করিয়া দেন। বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা—এই তিন দেবরূপে তাঁহারা পরিচিত থাকায়, ঐ তিন ভাবই মনে আসে। শত্রুনাশ আর কি ?—সে সেই মোক্ষপথের বাধা অপসারণ। দেবতার আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে, আমরা আপনারাই সে বাধা অপসারণে সমর্থ হই। হৃদয়ে দেবভাব আসিলেই শত্রু বিমর্দ্দিত ও বিতাড়িত হয়। (১ম—৪১সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একচত্বারিংশৎ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

যং বাহুতেব পিপ্রতি পান্তি মর্ত্ত্যং রিষঃ।
অরিষ্টঃ সর্ব্ব এধতে ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যং। বাহুতাঃইব। পিপ্রতি। পান্তি। মর্ত্ত্যং। রিষঃ।
অরিষ্টঃ। সর্ব্বঃ। এধতে ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

দেবাঃ 'বাহুতা ইব' (দাতা ইব, বাহুযুক্তঃ শক্তিমান্ ইব) 'যং' (নরং, উপাসকং) 'পিপ্রতি' (পালয়ন্তি, রক্ষন্তি); তথা যং 'মর্ত্যং' (মনুষ্যং) 'রিষঃ' (হিংসকাৎ) 'পান্তি' (রক্ষন্তি, ত্রায়ন্তি) 'সঃ' (জনঃ, উপাসকঃ) 'অরিষ্টঃ (কেনাপ্যহিংসিতঃ সন্) 'এধতে' (বর্দ্ধতে)। যো জনো দেবানাং অনুগ্রহং লভতে, স জনঃ শত্রুভয়পরিশূন্যো নিত্যবর্দ্ধমান্ ভবতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪১সূ—২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

দেবগণ, দাতার ন্যায় অথবা শক্তিমানের ন্যায়, যে উপাসককে পালন করেন; এবং তাঁহারা যে মনুষ্যকে (উপাসককে) হিংস্র শত্রু হইতে রক্ষা করেন; সে জন (সেই উপাসক) কাহারও কর্ত্তৃক হিংসিত না হইয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। (১ম—৪১সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

যং যজমানং পিপ্রতি। বরুণাদয়ো দেবা ধনৈঃ পূরয়ন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। বাহুতেব। স্বকীয়ো বাহুবর্গোঽপেক্ষিতং ধনমানীয় যথা পূরয়তি তদ্বৎ। তথা যং মর্ত্যং মনুষ্যং যজমানং রিষো হিংসকাৎ পান্তি। রক্ষন্তি। স সর্বো যজমানোঽরিষ্টঃ কেনাপ্যহিংসিতঃ সন্ এধতে বর্দ্ধতে॥

বাহুতা বাহবঃ। ভাববাচিনানেন শব্দেন বাহবত্বাশ্রয়া লক্ষ্যন্তে। যদ্বা সমূহার্থে তল্ প্রত্যয়ো দ্রষ্টব্যঃ। নিদিতি প্রত্যয়াৎ পূর্বস্যোদাত্তত্বং। পিপ্রতি। পৄ পালনপূরণয়োঃ। পৄ ইত্যেকে। জুহোত্যাদিত্বাৎ শ্লুঃ। অর্তিপিপর্ত্যোশ্চেত্যভ্যাসস্যেত্বং। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। পান্তি। তিঙঃ পরত্বাৎ পাদাদিত্বাৎ নিঘাতাভাবঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বরুণাদি দেবগণ যে যজমানকে পূর্ণরূপে ধন প্রদান করেন এবং যে যজমানকে তাঁহারা হিংসকদিগের হিংসা হইতে রক্ষা করেন, সেই যজমানগণ অপরের অহিংসিত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। (অর্থাৎ, যাহারা দেবগণের অনুকম্পা লাভ করে, দেবগণ তাহাদিগকে রক্ষা করেন। তাহাদিগের শত্রুভয় দূর হয় এবং তাহারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারে।)

"বাহুতা"। বাহুত্ব অর্থাৎ যে বাহুসম্পন্ন এই অর্থে, বাহুতা পদ প্রযুক্ত। ভাববাচক এই শব্দে 'বাহুবিশিষ্ট আশ্রয়কে (শক্তিকে)' লক্ষ্য করিতেছে। অথবা (বাহু শব্দের উত্তর) সমূহার্থে তল্-প্রত্যয় হইয়াছে। 'নিতি' নিয়মানুসারে প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "পিপ্রতি"। পালন ও পূরণ অর্থবাচক পৃ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। এক মতে-কেবল পৃ হইয়াছে। জুহোত্যাদিত্বহেতু কলিলা অনুসার শ্লুঃ প্রত্যয়। 'অর্তিপিপর্ত্যোশ্চ' নিয়মে অভ্যাসের ইত্ব হইয়াছে। 'অভ্যস্তানামাদিঃ' ইত্যাদি নিয়মে আদিস্বর উদাত্ত। "পান্তি"। তিঙঃপরত্ব-হেতু অথবা পাদাদিত্ব-

রিষঃ। রিষ হিংসায়াং। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। অরিষ্টঃ। রিষ হিংসায়াং। একাচ ইতীট্ প্রতিষেধঃ। ব্রহ্মাদিনা বহুং। নঞ্ সমাসেঽব্যয়পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৪১সূ—২ঋ)॥

দ্বিতীয় (৪৯০) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের মধ্যে প্রধান আলোচ্য পদ—'বাহুতের'। ঐ পদে দুইরূপ ভাব আসিতে পারে। এক অর্থ—দাতার ন্যায়; অর্থাৎ, দাতা যেমন আশ্রিত জনকে ধনদানে পুষ্ট করেন, তদ্রূপ। দ্বিতীয় অর্থ—বাহু-সমূহবিশিষ্টের ন্যায়; তাহাতে বলবানের ন্যায় ভাব আসে; অর্থাৎ, বলবান ব্যক্তিগণ যেমন আশ্রিত জনকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ। দুই পক্ষেই রক্ষার ভাব আসে।

ধনদানে পালন, আর হিংসাকারীদিগের কবল হইতে রক্ষা করা,—'পিপ্রতি' ও 'পান্তি' ক্রিয়া পদদ্বয়ে এই দুই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। এক দৃষ্টিতে, ঐ দুই পদে অর্থ-সম্পদাদি দান এবং দস্যু প্রভৃতির উপদ্রব হইতে রক্ষার ভাব আসে। অন্য দৃষ্টিতে, পরমার্থ-রূপ ধনদানে উদ্ধার-সাধন এবং রিপু প্রভৃতির আক্রমণ হইতে রক্ষা অর্থ আসিয়া থাকে। এই দুই প্রকার রক্ষাই মানুষের প্রবৃদ্ধির কারণ। মানুষ যদি যথেষ্ট ধন প্রাপ্ত হয়, আর সেই ধন যদি অপহৃত না হয়, অব্যাহত থাকে; তাহা হইলে, ইহলোকে মানুষের প্রবৃদ্ধি সাধিত হয়। এইরূপ, সৎ-কার্য্যের দ্বারা মানুষ যদি সত্ত্বভাব-রূপ পরমধনের অধিকারী হইতে পারে, তাহাদের রিপু-শত্রুগণ সে ধন লাভের পক্ষে অন্তরায় না হয়; তাহা হইলে, তাহাদিগের পরমশ্রেয়ঃপ্রাপ্তিরূপ প্রবৃদ্ধি সাধিত হইয়া থাকে।

প্রার্থনা-পক্ষে এ ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'হে দেবগণ! আমাদিগকে পরমধন দান করুন;' আমাদিগের রিপু-শত্রুসমূহ বিমর্দ্দিত হউক; আমরা যেন পরমপদ লাভে সমর্থ হই।' (১ম—৪১সূ—২ঋ)।

হেতু নিঘাত হয় নাই। "রিষঃ"। হিংসার্থক রিষ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ক্বিপ্ চ' সূত্রানুসারে তদুত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়। 'সাবেকাচ' নিয়মে বিভক্তির পর উদাত্ত হইয়াছে। "অরিষ্টঃ"। হিংসার্থমূলক রিষ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'একাচ' নিয়মে ইট প্রতিষেধ। ব্রহ্মাদি-হেতুক বহুং এবং নঞ্ সমাস প্রযুক্ত অব্যয়পূর্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ (১ম—৪১সূ—২ঋ)।

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একচত্বারিংশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

বি দুর্গা বি দ্বিষঃ পুরো ঘ্নন্তি রাজানঃ।

এষাং নয়ন্তি দুরিতা তিরঃ ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বি। দুঃঽর্গা। বি। দ্বিষঃ। পুরঃ। ঘ্নন্তি। রাজানঃ।

এষাং। নয়ন্তি। দুঃঽইতা। তিরঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'রাজানঃ' (দীপ্তিমন্তঃ দেবাঃ) 'এষাং' (উপাসকানাং) 'দ্বিষঃ' (অজ্ঞানরূপান্ শত্রূন্) 'বি ঘ্নন্তি' (বিশেষেণ নাশয়ন্তি), তথা 'পুরঃ' (পুরস্তাৎ, পরিদৃশ্যমানানি) 'দুর্গা' (দুর্গাণি, সুদৃঢ়াণি শত্রুনগরাণি, অসদ্ভাবানাং আবাসস্থানানি) 'বি' (বিঘ্নন্তি, বিদারয়ন্তি); তথা 'দুরিতা' (দুরিতানি, উপাসকসম্বন্ধীনি পাপানি) 'তিরঃ' (বিনাশং) 'নয়ন্তি' (প্রাপয়ন্তি)। দেবানাং উপাসকঃ শত্রুভয়াৎ মুক্তো ভবতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪১সূ—৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

দীপ্তিমান্ দেবগণ, উপাসকদিগের অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুগণকে বিশেষ-রূপে নাশ করেন; পুরোভাগস্থিত শত্রুগণের (অসদ্ভাবের) সুদৃঢ় আবাসস্থানসমূহকে বিদীর্ণ করেন; এবং উপাসকগণের পাপসমূহকে দূরীভূত করেন। (১ম—৪১সূ—৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

রাজানো বরুণাদয় এষাং স্বকীয়যজমানানাং পুরঃ পুরস্তাৎ দুর্গা গন্তুং দুঃশকানি শত্রুনগরাণি বিঘ্নন্তি। বিশেষেণ নাশয়ন্তি। তথা দ্বিষঃ শত্রূনপি বিঘ্নন্তি। যথা দুরিতা যজমানসম্বন্ধীনি দুরীতানি তিরো নয়ন্তি। বিনাশং প্রাপয়ন্তি।

দুর্গা। দুঃখেন গচ্ছন্ত্যত্রেতি দুর্গাণি। সুদুরোরধিকরণ ইতি গমের্ডপ্রত্যয়ঃ। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। পুরঃ। কালবাচিনঃ পূর্ব্বশব্দাৎ সপ্তম্যর্থে পূর্ব্বাধরাবরাণামিত্যসি-প্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন পূর্ব্বশব্দস্য পুরাদেশশ্চ প্রত্যয়স্বরঃ। ঘ্নন্তি। হন্তের্লটাদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। গমহনেত্যাদিনোপধালোপঃ। হো হন্তেঃ। পা০ ৭।৩।৫৪। ইতি ঘত্বং। অন্তাদেশ-স্তোপদেশবচনাদাত্ত্যাদাত্তত্বং। পাদাদিত্বাদনিঘাতঃ॥ (১ম—৪১সূ ৩ঋ)॥

তৃতীয় (৪৯১) ঋকের বিশদার্থ।

———•○•———

দেবগণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হও। হৃদয়ে দেবভাব সঞ্জাত হউক। শত্রু-ভয় দূরে যাইবে। দেবগণই শত্রু-দমনে সহায় হইবেন।

এই ঋকের অন্তর্গত 'রাজানঃ' পদে প্রধানতঃ দুই প্রকার অর্থ আমনন করা যায়। ঐ পদের প্রচলিত অর্থ—'রাজগণ'। সাধারণতঃ বলা হয়, ঐ পদে এখানে বরুণাদিকে বুঝাইয়া থাকে। তদনুসারে ঋকের ঐ অংশের অর্থ হয়,—'বরুণাদি রাজগণ তাঁহাদিগের আশ্রিত জনসমূহের শত্রুদিগকে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বরুণাদি দেবগণ, আপনাপন যজমানদিগের সম্মুখভাগস্থ দুর্ভেদ্য শত্রুনগর-সমূহকে বিশেষ-রূপে নাশ করেন। পরন্তু যজমানগণের শত্রুগণকে বিনাশ করেন; অপিচ, যজমানদিগের দুরিতসমূহকেও (পাপসমূহকে) তাঁহারা নাশ করিয়া থাকেন।

"দুর্গা"। 'দুঃখে গমন করা যায় ইহাতে'—এই বাক্যে 'দুর্গাণি' পদ নিষ্পন্ন। 'সুদুরোর-ধিকরণ' এতদর্থে গম ধাতুর উত্তর ড-প্রত্যয়। 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' নিয়মে শি লোপ। "পুরঃ"।—'পূর্ব্বাধরাবরাণং' এই নিয়মে কালবাচক পূর্ব্ব শব্দের উত্তর সপ্তম্যর্থে অসি (অস্) প্রত্যয়। তৎসন্নিয়োগবশতঃ পূর্ব্ব শব্দের স্থানে পুর আদেশ এবং প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "ঘ্নন্তি"। হন্ ধাতুর উত্তর লট্ বিভক্তি এবং হন্ ধাতু অদাদিগণীয় বলিয়া শপের লোপ হইয়াছে। 'গমহন' ইত্যাদি নিয়মে উপধার লোপ এবং 'হো হন্তেঃ' (পা০ ৭।৩।৫৪) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে 'ঘত্ব' অর্থাৎ হ স্থানে ঘ আদেশ হইয়াছে। 'অন্তাদেশস্তোপবচন' এই হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাত হয় নাই॥ (১ম—৪১সূ—৩ঋ)॥

বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের শত্রুদিগের দুর্গসমূহ ধ্বংস করিয়াছিলেন।' এ অর্থে, আর্য্যগণের সহিত অনার্য্যগণের বিরোধ-প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইয়া থাকে। কিন্তু, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, তাহাতে শেষাংশের সহিত প্রথমাংশের ভাব-সঙ্গতি রক্ষিত হয় না। মন্ত্রের শেষাংশের ('নয়ন্তি দুরিতা তিরঃ' বাক্যের) অর্থ সকলেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন—'উপাসকের বা যজমানের পাপসকলকেও বিনাশ করেন।' অনার্য্য শত্রুগণের দুর্গ-ধ্বংস এবং তাহাদিগের বিনাশ-সাধন—এই দুই কার্য্যের সহিত, উপাসকের পাপনাশের যে কি সম্বন্ধ আছে—আর ঐ দুই কার্য্যের দ্বারাই বা তাহা কি প্রকারে সাধিত হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু ঐ 'রাজানঃ' পদে যদি 'দীপ্তিমন্তঃ' অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে এই ঋকে যে এক নিত্যসত্যতত্ত্ব প্রকটিত রহিয়াছে, তাহাই বুঝিতে পারি। আর, তাহাতে পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতিও অব্যাহত থাকে। আমরা বলি,—শত্রু বলিতে এখানে অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর প্রতিই লক্ষ্য আসে; তাহাদের সুদৃঢ় দুর্গ বলিতে, অজ্ঞানতা যে সকল কার্য্যের মধ্যে দৃঢ়ভাবে অবস্থিতি করে, সেই সকল কার্য্যকে বুঝাইতেছে। দীপ্তিমন্ত দেবসকলের প্রভাবে, অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের ফলে, অজ্ঞানতা নাশপ্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার দৃঢ় বাসস্থানও ধ্বংস হইয়া যায়। অজ্ঞানতা দূর হইলে, জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইলে, পাপ দূরে পলায়ন করে। এতদর্থে, মন্ত্রের প্রথমাংশের সহিত শেষাংশের ভাবেরও সম্পূর্ণ ঐক্য থাকে। দেবভাবের প্রতিষ্ঠায়, জ্ঞানালোক প্রতিভাত হওয়ায়, অজ্ঞানতা দূরে যায়; সুতরাং পাপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এবংবিধ ভাবই এখানে প্রকাশমান্।

প্রার্থনা-পক্ষে এ মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—হে দেবগণ! আপনারা রাজার ন্যায় আসিয়া এই হৃদয়-রাজ্য অধিকার করুন। আমার অপকর্ম্ম-রূপ দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে অজ্ঞানতা-রূপ যে শত্রু আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে, সে নিধনপ্রাপ্ত হউক;—দুর্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাউক। তাহার ফলে, জ্ঞানালোকে আমার হৃদয় পূর্ণ হউক। আমার হৃদয়ের পাপকালিমা দূরে যাউক।' (১ম—৪ সূ—১ম)।

—•—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একচত্বারিংশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

সুগঃ পন্থা অনৃক্ষর আদিত্যাস ঋতং যতে।

নাত্রাবখাদো অস্তি বঃ ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সুঽগঃ। পন্থাঃ। অনৃক্ষরঃ। আদিত্যাসঃ। ঋতং। যতে।

ন। অত্র। অবঽখাদঃ। অস্তি। বঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'আদিত্যাসঃ' (হে আদিত্যাঃ, অনন্তস্য অঙ্গীভূতাঃ দেবাঃ) 'ঋতং' (যজ্ঞং, সত্যং, সৎকর্ম) 'যতে' (গচ্ছতে, সম্বন্ধযুক্তে, ভবৎসমূহায় ইতি যাবৎ) 'পন্থা' (যজ্ঞং, আগমনমার্গং) 'সুগঃ' (সুষ্ঠু গন্তুং শক্যঃ) 'অনৃক্ষরঃ' (কণ্টকরহিতশ্চ) ভবতু; 'অত্র' (অস্মিন্ কর্মণি) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'অবখাদঃ' (অবমন্তব্যঃ খাদঃ, জুগুপ্সিতঃ, অনভিলষিতঃ) যেন 'ন অস্তি' (ন ভবতি) তৎ কুরুত ইতি শেষঃ। অস্মাকং কর্মাণি যেন যুষ্মাকং প্রীতিসাধকানি ভবন্তি, হে দেবাঃ, তচ্ছক্তিং প্রযচ্ছত। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪১সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে আদিত্যগণ (অনন্তের অঙ্গীভূত হে দেবগণ)! সত্যসহ সম্বন্ধবিশিষ্ট আপনাদের আগমন-পথ সুগম ও কণ্টকরহিত হউক। আমাদিগের কর্মসমূহ যেন আপনাদিগের অনভিলষিত না হয় (অর্থাৎ, আমাদিগের কর্মসমূহ যেন আপনাদিগের প্রীতিসাধক হয়—ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা)। (১ম—৪১সূ—৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে আদিত্যাসঃ। ঋতং যন্তে। যজ্ঞং গচ্ছতে ভবৎসমূহায় পন্থা মার্গঃ সুগঃ সুষ্ঠু গন্তুং শক্যঃ। অনৃক্ষরঃ কণ্টকরহিতশ্চ। অত্রাস্মিন্‌কর্ম্মণি বো যুষ্মাকমবখাদোঽবমন্তব্যঃ খাদো জুগুপ্সিত হবির্বিশেষো নাস্তি। তস্মাদিতাগন্তব্যমিত্যর্থঃ॥

সুগঃ। সুদুরোরধিকরণ ইতি গমের্ডপ্রত্যয়ঃ। পন্থাঃ। পথিমথোঃ সর্ব্বনামস্থান ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। অনৃক্ষরঃ। ঋষী গতৌ। ঋষন্ত্যন্তর্গচ্ছন্তীত্যৃক্ষরাঃ কণ্টকাঃ। অন্যেষ্বপি দৃশ্যত ইতি ক্সরন্-প্রত্যয়ঃ। কিত্বাদ্‌গুণাভাবঃ। কত্বষষে। যাস্কস্ত্বাহ। ঋক্ষরঃ কণ্টক ঋচ্ছতেরিতি। ন বিদ্যন্তে ঋক্ষরা অস্মিন্নিত্যনৃক্ষরঃ। নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। আদিত্যাসঃ। অদিতেঃ পুত্ত্রা আদিত্যাঃ। দিত্যদিত্যাদিনা ণ্য-প্রত্যয়ঃ। আজ্জসেরসুক্। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বাদাষ্টমিকনিঘাতাভাবঃ। যতে। ইন্ গতৌ। লটঃ শতৃ। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। ইণো যণিতি যণাদেশঃ। শতুরনুম ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। অবখাদঃ। খাদৃ ভক্ষণে। ভাবে ঘঞ্। অবমতঃ খাদোঽবখাদঃ থাথাদিনোত্তরপদান্তো-দাত্তত্বং। (১ম—৪১সূ—৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে আদিত্যগণ, আপনাদের নিকট যজ্ঞসমূহ গমন করে। (যজ্ঞসমূহের) গমনমার্গ সুখে গমনযোগ্য এবং কণ্টকরহিত। আমাদিগের এই অনুষ্ঠিত কর্ম্মে আপনাদিগের জুগুপ্সিত হবিসমূহ নাই। সুতরাং আপনারা (এই যজ্ঞে) আগমন করুন।

"সুগঃ"। 'সুদুরোরধিকরণঃ এই নিয়মে গম ধাতুর উত্তর ড-প্রত্যয়। "পন্থা"। 'পথিমথোঃ সর্ব্বনামস্থানঃ' ইত্যাদি নিয়মে আদিস্বর উদাত্ত। "অনৃক্ষরঃ"। গমনার্থক ঋষ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ঋষন্তি অর্থাৎ অন্তর্গমন করে এতদর্থে 'ঋক্ষরাঃ' শব্দে কণ্টক-সমূহকে বুঝায়। 'অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি নিয়মে তদুত্তর ক্সরণ প্রত্যয়। কিত্ব-হেতু গুণাভাব। ষত্ববিধানে কত্ব বিহিত। যাস্ক বলিয়াছেন,—ঋক্ষর শব্দে কণ্টক বুঝায়। 'ঋক্ষর অর্থাৎ কণ্টক নাই ইহাতে' এই বাক্যে অনৃক্ষরঃ পদ নিষ্পন্ন। নঞ্‌সুভ্যাং নিয়মে উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "আদিত্যাসঃ"। অদিতির পুত্রগণ এতদর্থে আদিত্য পদ সিদ্ধ। দিতি অদিতি প্রভৃতি শব্দের উত্তর ণ্য প্রত্যয় হয়; তদনুসারে 'দিত্যদিত্যা' নিয়মে ণ্য (য) প্রত্যয় হইয়াছে। 'আজ্জসেরসুক্' নিয়মে অসুক্ (অসুন্) প্রত্যয় বিহিত। আমন্ত্রিত-হেতু আদিস্বর উদাত্ত। পাদাদিত্ব-হেতু আষ্টমিক নিঘাত স্বর হয় নাই "যতে"। গত্যর্থমূলক ইণ্ (ই) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লট্-হেতু তদুত্তর শতৃ-প্রত্যয়। অদাদিত্ব-হেতু শপের লোপ এবং 'ইণো যণ্' প্রভৃতি নিয়মে যণ (য) আদেশ হইয়াছে। 'শতুরনুম' ইত্যাদি বিধানে বিভক্তির স্বর উদাত্ত। "অবখাদঃ"। ভক্ষণার্থক খাদৃ ধাতু উত্তর ভাববাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয়ে এই পদ নিষ্পন্ন। 'অবমতঃ খাদঃ' এই বাক্যে 'অবখাদঃ' পদ হইয়া থাকে। থাথাদিস্বরীয়-হেতু উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—৪১সূ—৪ঋ)॥

চতুর্থ (৪৯২) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে যেন বলা হইয়াছে,—'হে আদিত্যগণ! আপনাদিগের জন্য যে হবিঃ বা পূজোপকরণসমূহ প্রস্তুত রাখিয়াছি, তাহা নিন্দিত নহে; অর্থাৎ, সুপেয় সুখাদ্য প্রস্তুত আছে। আপনাদের আগমনের পথও সুগম ও কণ্টকরহিত করিয়াছি। অতএব, আপনারা এখানে আগমন করুন।' ভাব এই যে,—'আমরা সুপেয় সুখাদ্য প্রস্তুত রাখিয়াছি; আপনাদের আসিবার পথও পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছি; সুখে আসুন, খাদ্যাদি গ্রহণ করুন।' * কোনও রাজা-রাজড়াকে আহ্বান করিয়া আনিতে গেলে, যে আয়োজন সাধারণতঃ করা হয়, এখানে যেন তাহারই আভাষ দেওয়া হইয়াছে। এক অর্থে এই ভাব আসে বটে; কিন্তু অন্য অর্থে সম্পূর্ণ বিপরীত বিভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হই।

আমরা মনে করি, দেবগণের আগমনের প্রলোভনমূলক কোনও ভাব এখানে নাই। এখানকার প্রার্থনার ভাব এই যে, আমাদের কর্ম্ম এমন হউক, যাহাতে আমাদের কর্ম্ম-মধ্যে আপনাদের আগমন সম্ভবপর হয়। কোন্ শব্দে কি ভাবে এরূপ অর্থ আসিতে পারে, একটু চিন্তা করিলেই তাহা বোধগম্য হয়। প্রথম দেখুন—'আদিত্যাসঃ' পদে কি ভাব দ্যোতনা করে। আমরা 'অদিতি' শব্দে 'অনন্ত' ভাব পরিগ্রহ করি। পূর্ব্বে এ বিষয় আলোচনা করা গিয়াছে। তদনুসারে 'আদিত্যগণ' বলিতে 'অদিতি' বা 'অনন্ত' হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ 'অনন্তের অঙ্গীভূত দেবগণ' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবানের, বিভূতিসমূহই যে 'আদিত্যাসঃ', এ পক্ষে তাহাই উপলব্ধ হয়। অতঃপর দেখুন—তাঁহাদের গতিপথ কি প্রকার? বলা হইয়াছে—'ঋতং যতে'। 'ঋত' শব্দে সত্য বুঝায়, যজ্ঞ বুঝায়, সৎকর্ম্ম বুঝায়। তবেই বুঝা যায়, তাঁহারা সত্যের মধ্য দিয়া, যজ্ঞের মধ্যে দিয়া,

---

* ঋকের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, দেখুন। যথা,—"হে আদিত্যগণ! তোমাদিগের যজ্ঞে আসিবার পথ সুখগম্য ও কণ্টকরহিত; এই যজ্ঞে তোমাদিগের জন্য মন্দ খাদ্য প্রস্তুত হয় নাই।"

সৎকর্ম্মের মধ্য দিয়া, গতাগতি করেন। সে পথই তাঁহাদের পক্ষে কণ্টকরহিত বা বাধাশূন্য পথ ; সেই পথেই তাঁহারা সুষ্ঠুভাবে আগমন করিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে, 'তাঁহাদের আগমনের পথ পরিষ্কার আছে' না বলিয়া, 'তাঁহাদের আগমনের পথ পরিষ্কৃত হউক' এইরূপ প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাওয়াই সঙ্গত। মন্ত্রের প্রথম পংক্তিতে ক্রিয়াপদ নাই। তাহা উহ্য আছে বলিয়া মনে করার প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ ব্যাখ্যাকারগণ ঐ স্থলে 'ভবতি' ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করেন। আমরা 'ভবতু' ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করি। প্রথমোক্ত ক্রিয়ায়, 'পথ পরিষ্কারই আছে'—এই ভাব প্রকাশ পায় ; শেষোক্ত ক্রিয়ায় 'পথ পরিষ্কার হউক' বা 'পথ পরিষ্কার করিয়া দেন'—এইরূপ প্রার্থনা ব্যক্ত হয়। শেষোক্ত অর্থই সঙ্গত। ইহাতে ভাব আসে,—'হে দেবগণ! আমাদের কর্ম্ম এমন সৎকর্ম্ম হউক—যাহাতে আপনাদের আগমনের পথ সুগম হয়।' এ অর্থে, মন্ত্রের শেষাংশের সহিতও ভাবের বেশ একটা সঙ্গতি থাকে। 'আমাদের কর্ম্মসমূহ যেন অনভিলষিত বা নিন্দনীয় না হয়।'—এ ভাবেও, 'সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানে আমাদের প্রবৃত্তি আসুক', এইরূপ প্রার্থনা প্রকাশ পায়। ফলতঃ, শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবানের অঙ্গীভূত শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাবসমূহ আমাদের কর্ম্ম দ্বারা আমাদের মধ্যে সঞ্চিত ও পরিবর্দ্ধিত হউক,—ইহাই এখানকার ভাবার্থ। (১ম—৪১সূ—৪ঋ)।

— • —

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একচত্বারিংশৎ-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।

যং যজ্ঞং নয়থা নর আদিত্যা ঋজুনা পথা।

প্র বঃ স ধীতয়ে নশৎ ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যং। যজ্ঞং। নয়থ। নরঃ। আদিত্যাঃ। ঋজুনা। পথা।

প্র। বঃ। সঃ। ধীতয়ে। নশৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'নরঃ' (নেতারঃ) 'আদিত্যাঃ' (অনন্তসম্বন্ধযুতাঃ হে দেবাঃ) 'ঋজুনা' (সারল্যেন, কাপট্যরাহিত্যেন,) 'পথা' (মার্গেন) যূয়ং 'যং' (যাদৃশং) 'যজ্ঞং' (যাগাদিসৎকর্ম্ম) 'নয়থা' (নয়থঃ, প্রাপয়থঃ) 'সঃ' (যজ্ঞঃ) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'ধীতয়ে' (উপভোগায়, ধারণায়) 'প্র নশৎ' (প্রাপ্নোতু)। অস্মাকং কর্ম্মাণি সত্যসহযুতানি ভবন্তু; হে দেবাঃ! যূয়ং তৎকর্ম্ম প্রাপ্নোত। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪১সূ—৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

নেতৃস্থানীয় অনন্তসম্বন্ধযুত হে আদিত্য-দেবগণ! অকপট সরল পথ দিয়া আপনারা যে কর্ম্মকে (যজ্ঞকে) প্রাপ্ত হন, সেই কর্ম্ম (যজ্ঞ) আপনাদিগকে ধারণার নিমিত্ত প্রাপ্ত হউক। (অর্থাৎ,—অকপট সৎ-কর্ম্মেই আপনাদের অধিষ্ঠান; প্রার্থনা, আমরা অকপটভাবে সৎকর্ম্ম করিয়া যেন আপনাদিগকে প্রাপ্ত হই)। (১ম—৪১সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে নরো নেতার আদিত্যাঃ। যং যজ্ঞমৃজুনা পথাবিকলেন মার্গেণ নয়থ। পারং প্রাপয়থ। স যজ্ঞো বো ধীতয়ে যুষ্মং পানায়োপভোগায় প্রণশৎ। প্রাপ্নোতু ॥

নয়থ। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। অন্যেষামপি দৃশ্যত· ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং। পথা। তৃতী য়কবচনে ভস্য টেলোপঃ পা০ ৭।১।৮৮।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে নেতৃস্থানীয় আদিত্যাগণ! যে যজ্ঞকে আপনারা অবিকল পথে (লইয়া গিয়া) সিদ্ধি-প্রাপ্ত করান বা সম্পূর্ণ করেন; আপনাদের পানোপভোগের নিমিত্ত (অর্থাৎ আপনাদের তৃপ্তির জন্য) আপনারা সেই যজ্ঞ প্রাপ্ত হন।

"নয়থ"। অদুপদেশ-প্রযুক্ত লসার্ব্বধাতুক অনুদাত্তস্বর প্রাপ্ত হইলেও এই পদে ধাতুস্বরই হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। 'অন্যেষামপিদৃশ্যতঃ' ইত্যানুসারে সংহিতায় দীর্ঘ হইয়াছে। "পথা"। 'তৃতীয়ৈকবচনে ভস্য টেলোপঃ'. (পা০ ৭।১.৮৮)

ইতি টিলোপঃ। অনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। বীতয়ে। •বেট্‌ পানে। আদেচ ইত্যাত্বং। ক্তিচি দুঘাস্থেতীত্বং। নশৎ। নশতির্গত্যর্থঃ। লেটাডাগমঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকারলোপঃ। (১ম—৪১সূ—৫ঋ)।

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে দ্বাবিংশো বর্গঃ॥

পঞ্চম (৪৯৩) ঋকের বিশদার্থ।

অকপট সরল কর্ম্মের পথ দিয়াই দেবগণ আগমন করেন। সৎ-কর্ম্মের মধ্য দিয়াই তাঁহাদিগের গতিবিধি হয়। এখানে তাই প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে দেবগণ! আমরা যেন এমন অপকট সরল কর্ম্ম করিতে পারি, যে কর্ম্ম আপনাদিগকে প্রাপ্ত হয়, যে কর্ম্মের মধ্যে আপনারা বিদ্যমান্ থাকেন, যে কর্ম্ম আপনাদের ভোগ্য মধ্যে পরিগণিত হয়।'

'মানুষ! তোমরা কপটতা পরিহার কর; সরল সাধুমার্গ অবলম্বনে প্রযত্নপর হও। কেন-না, সেই অকপট সৎকর্ম্মের পথেই দেবগণ আগমন করেন,—সেই কর্ম্মই তাঁহাদের ভোগ্য বস্তু মধ্যে পরিগণিত হয়।' এ মন্ত্রে মানুষকে এই উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে—ইহাই আমরা মনে করি।

এই ঋকের অন্তর্গত "বীতয়ে" পদটী অনুধাবনার বিষয়। উহার প্রতিবাক্য "উপভোগায়" অর্থাৎ 'উপভোগের নিমিত্ত' লিখিত আছে। অর্থ এই যে,—'এই যজ্ঞ বা কর্ম্ম তোমার উপভোগের নিমিত্ত হউক।' তাহার সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য এই যে,—'এমন কর্ম্ম যেন আমরা করি, যে কর্ম্মে আপনারা প্রতিষ্ঠিত থাকেন।' * (১ম—৪১সূ—৫ঋ)।

ইত্যাদি নিয়মে টি লোপ। 'অনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপ' ইত্যাদি নিয়মে বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বীতয়ে"। পানার্থক বেট্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'আদেচ' নিয়মে আত্ব এবং 'ক্তিচি দুঘাস্থ' নিয়মে ঈত্ব হইয়াছে। "নশৎ"। নশ্‌ ধাতু গত্যর্থমূলক। লেট বিভক্তি-হেতু তদুত্তর অট্‌ আগম হইয়াছে। 'ইতশ্চ লোপঃ' এই নিয়মে ইকারের লোপ হইয়াছে। (১ম—৪১সূ—৫ঋ)॥

প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বাবিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ২২॥

---

* এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ এই যে,—"হে দেবতা আদিত্যগণ! যে যজ্ঞে তোমরা ঋজুপথ দিয়া আইস, সেই যজ্ঞে তোমাদের উপভোগ হউক।"

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একচত্বারিংশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

স রত্নং মর্ত্যো বসু বিশ্বং তোকমুত ত্মনা।

অচ্ছা গচ্ছত্যস্তৃতঃ ॥ ৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। রত্নং। মর্ত্যঃ। বসু। বিশ্বং। তোকং। উত। ত্মনা।

অচ্ছ। গচ্ছতি। অস্তৃতঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে দেবাঃ! 'সঃ' (যুষ্মাভিরনুগৃহীতঃ) 'মর্ত্যঃ' (মনুষ্যঃ) 'অস্তৃতঃ' (কেনাপ্যহিংসিতঃ সন) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং) 'রত্নং' (শ্রেষ্ঠং) 'বসু' (ধনং) 'অচ্ছা' (আভিমুখ্যেন) 'গচ্ছতি' (অগ্রসরো ভবতি); 'উত' (অপিচ) 'ত্মনা' (আত্মনা সদৃশং) 'তোকং' (অপত্যং) লভতে ইতি শেষঃ। দেবানাং অনুকম্পয়া নর শ্রেষ্ঠধনং ভগবদ্ভক্তিপরায়ণং অপত্যঞ্চ প্রাপ্নোতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪১সূ—৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ! আপনাদিগের কৃপা-প্রাপ্ত মনুষ্য, কাহারও কর্তৃক (কোন শত্রু কর্তৃক) হিংসিত না হইয়া, সকল শ্রেষ্ঠধন অভিমুখে অগ্রসর হয়; এবং আত্মসদৃশ (ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ) অপত্য লাভ করে। (১ম—৪১সূ—৬ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে আদিত্যাঃ স তাদৃশো ভবদ্ভিরনুগৃহীতো মর্ত্যো মনুষ্যো যজমানোহস্তৃতঃ কেনাপ্যহিংসিতঃ সন্ রত্নং রমণীয়ং বিশ্বং বসু সর্ব্বং ধনমচ্ছাভিমুখ্যেন গচ্ছতি। প্রাপ্নোতি। উত অপি চ ত্মনা। আত্মনা যেন সদৃশং তোকমপত্যং গচ্ছতি ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে আদিত্যগণ! আপনাদের অনুগ্রহপ্রাপ্ত যজমানগণকে কেহ হিংসা করিতে পারে না। অন্য কর্তৃক অহিংসিত সেই যজমানগণ রমণীয় সকল ধনের অভিমুখে গমন করে অর্থাৎ সর্ববিধ রমণীয় ধন প্রাপ্ত হয়। অপিচ, সেই যজমানগণ আত্মসদৃশ পুত্রাদি প্রাপ্ত হয়।

ত্মনা। মন্ত্রেষ্বাচ্ছাদেরাত্মন ইত্যাকারলোপঃ। অচ্ছা। নিপাতস্য চেতি দীর্ঘত্বং। অস্তৃতঃ। স্তৃঞ্ হিংসায়াং। ন স্তৃতোঽস্তৃতঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ৬॥

ষষ্ঠ (৪৯৪) ঋকের বিশদার্থ।

যাঁহারা দেবতার অনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হন, তাঁহারা সকল প্রকার শত্রুর কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু কোন প্রকার শত্রুই তাঁহাদিগকে আর পীড়া প্রদান করে না। তাঁহাদিগের বংশে ধর্ম্মপরায়ণ সাধু সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করে; এবং তাহাতে বংশের মুখ উজ্জ্বল হয়। আর, তাঁহারা বিশ্বের সকল ধনের শ্রেষ্ঠধন অভিমুখে অগ্রসর হন,—অর্থাৎ পরমার্থ-রূপ শ্রেষ্ঠধন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এ ঋকের ইহাই মর্ম্ম।

এ ঋকের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার উপযোগী যে কয়টী পদ আছে, তৎসম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যক মনে করি। প্রথম—'গচ্ছতি'। উহার অর্থ—'যায়'। ব্যাখ্যাকারগণ লিখিয়াছেন—'পায়'। কিন্তু 'অচ্ছা' পদে 'অভিমুখে' অর্থ প্রকাশ করায়, 'যায়' অর্থই সঙ্গত হয়। তাহাতে, শ্রেষ্ঠ ধনের অভিমুখে যাওয়ার বা অগ্রসর হওয়ার প্রসঙ্গে ভগবৎ-সান্নিধ্য-প্রাপ্তির ভাব আসে। ঐহিক ধন-সম্পত্তিকে শ্রেষ্ঠ ধন বলিয়া মনে করিলে, প্রথমোক্ত অর্থই ('গচ্ছতি' পদের প্রতিবাক্য 'প্রাপ্নোতি' পদই) গ্রহণ করা যায়। নহিলে, 'অগ্রসর হওয়ার' ভাবই আসিয়া থাকে। দুই রূপ দৃষ্টিতে দুই রূপ অর্থই আমরা করা যায়। 'অস্তৃতঃ' পদেও ঐরূপ দ্বিবিধ ভাব আসিতে পারে। ঐহিক ধনাদির রক্ষা-পক্ষে, ঐ শব্দে দস্যু-চৌরাদি রূপ শত্রুও মনে করা যায়। আবার, পারলৌকিক ধনাদি (সত্ত্বভাবাদি) রক্ষার পক্ষে, ঐ পদে কামক্রোধাদি রিপুবর্গের প্রতিও লক্ষ্য আসে। 'ত্মনা তোকং' পদের প্রতিবাক্যে 'আত্মসদৃশ পুত্র' অর্থ করা যায়। এখানেও দুই ভাব আসে। লোকে

"ত্মনা"। 'মন্ত্রেষ্বাচ্ছাদেরাত্মনঃ' ইত্যাদি নিয়মে আকারের লোপ হইল। "অচ্ছা"। 'নিপাতস্য চ' ইত্যাদি নিয়মে দীর্ঘ হইয়াছে। "অস্তৃতঃ"। হিংসার্থক স্তৃঞ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ন স্তৃতঃ হিংসিতঃ' এই বাক্যে অস্তৃত পদ সিদ্ধ। ইহার অব্যয়পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। (১ম—৪১সূ—৬ঋ)।

সচরাচর বলে—'ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ।' সে পক্ষে, ইহাতে ইহলোকের উপযোগী ধন-পুত্রই অর্থ আসে। পক্ষান্তরে ঋকের অন্তর্গত 'সঃ' পদের প্রতি লক্ষ্য থাকিলে, আত্মসদৃশ অর্থাৎ দেবানুগ্রহপ্রাপ্ত ভগবদ্ভক্ত সন্তানাদিরই কামনা প্রকাশ পায়। ধর্ম্মপরায়ণ ভগবদ্ভক্ত সন্তান পিতৃকুল উদ্ধার করেন। মানুষ সেই জন্যই তদ্রূপ পুত্রেরই আকাঙ্ক্ষা করে। এখানে সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে।

এইরূপে মনে হয়, এ ঋকের প্রার্থনা এই যে,—'হে দেবগণ! আমরা যেন আপনাদিগের অনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হই। আমাদিগের বহিঃশত্রু অন্তঃশত্রু সকল শত্রু যেন বিমর্দ্দিত হয়। আমরা যেন পরমার্থ-রূপ-শ্রেষ্ঠধনের অধিকারী হইতে পারি। আমাদিগের বংশে যেন ধর্ম্মপরায়ণ সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করে।' (১ম—৪১সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একচত্বারিংশৎ-সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

কথা রাধাম সখায় স্তোমং মিত্রস্যার্য্যম্ণঃ।

মহি প্সরো বরুণস্য ॥ ৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

কথা। রাধাম। সখায়ঃ। স্তোমং। মিত্রস্য। অর্য্যম্ণঃ।

মহি। প্সরঃ। বরুণস্য ॥ ৭ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সখায়ঃ' (সুহৃদ্বৎ অনুগ্রহসম্পন্নাঃ হে দেবাঃ) 'স্তোমং' (যুষ্মৎসম্বন্ধীতি-স্তোত্রং) 'কথা' (কেন প্রকারেণ) 'রাধাম' (সাধয়াম); যৎ 'মিত্রস্য' (মিত্ররূপেণ প্রকটিতস্য দেবস্য) 'অর্য্যম্ণঃ' (মোক্ষমার্গং প্রতি গতিকারকস্য দেবস্য) 'বরুণস্য' (ইষ্টসাধকস্য দেবস্য) 'প্সরঃ' (রূপং, প্রভাবং) 'মহি' (মহৎ, অনন্তং ইতি যাবৎ)। বয়ং স্তুমঃ; অস্মাকং ধারণানুকূল

সাধয়াম। কিন্তু দেবা অনন্তপ্রভাবসম্পন্নাঃ। অতঃ তেষাং ধারণা কিম্প্রকারেণ সম্ভবতি? ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১ম—৪১সূ—৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সুহৃদ্বৎ অনুগ্রহসম্পন্ন দেবগণ! আপনাদিগের সম্বন্ধীয় স্তুতিমন্ত্রকে কি প্রকারে আমরা সাধনা করিব? মিত্ররূপে প্রকাশমান্ মিত্রদেবতার, মোক্ষপথে গতিকারক অর্য্যমা দেবতার, ইষ্টসাধনকারী বরুণদেবতার রূপ যে অনন্ত! (ক্ষুদ্র আমরা, কেমন করিয়া তাহা ধারণ করিব? ভাব এই, দেবগণ! আপনারাই তাহার উপায়-বিধান করুন)। (১ম—৪১সূ—৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সখায়ঃ সখিভূতা ঋত্বিজঃ। মিত্রাদীনাং ত্রয়াণাং মহি মহৎ শংসো রূপং। অতস্ত-দনুরূপং স্তোমং স্তোত্রং কথা কেন প্রকারেণ রাধাম। সাধয়াম॥

কথা। থা হেতৌ চ ছন্দসি। পা০ ৫।৩।২৬। ইতি কিংশব্দাৎ প্রকারবচনেষু প্রাগ্দিশো বিভক্তিরিতি বিভক্তিসংজ্ঞায়াং কিমঃ ক ইতি কাদেশঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। রাধাম। রাধ সাধ সংসিদ্ধৌ। লেটি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। স্তোমং। ষ্টুঞ্ স্তুতৌ। অর্তিস্তুস্বিত্যাদিনা ভাবে মন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। অর্য্যম্ণঃ। ষষ্ঠ্যেক-বচনেঽল্লোপোঽন ইত্যকারলোপঃ। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ বিভক্তেরুদাত্তত্বং। মহি। মহঃ পূজায়াং। ঔণাদিক ইন্-প্রত্যয়ঃ। শংসঃ। শং ভজনে। শংতি ভজয়তীতি শংসো রূপং। ঔণাদিকো উস-প্রত্যয়ঃ॥ (১ম—৪১সূ—৭ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সখিভূত ঋত্বিকগণ! মিত্রাদি তিন দেবতার মহৎ রূপকে স্তোত্রে কি প্রকারে সাধন করিব? (অর্থাৎ কি প্রকার তাঁহাদের তৃপ্তিপ্রদ স্তোত্র উচ্চারণ করিব?)

"কথা"। 'থা হেতৌ চ ছন্দসি' (পা০ ৫।৩।২৬) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে এবং 'কিংশব্দাৎ প্রকারবচনেষু...কিমঃ কঃ' ইত্যাদি নিয়মে 'কিং' শব্দের স্থানে 'ক' আদেশ এবং প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "রাধাম"। রাধ্ ও সাধ্ ধাতু সংসিদ্ধি অর্থজ্ঞাপক। লেট বিভক্তি হেতু 'বহুলং ছন্দসি' নিয়মে বিকরণের লোপ হইল। 'তিঙ্ঙতিঙঃ' সূত্র-হেতু নিঘাত হইয়াছে। "স্তোমং"। স্তবার্থমূলক ষ্টুঞ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অর্তিস্তু' ইত্যাদি নিয়মে ভাববাচ্যে 'মন্' প্রত্যয়। নিৎ-হেতু উহার আদিস্বর উদাত্ত। "অর্য্যম্ণঃ।" 'ষষ্ঠ্যেক-বচনেঽল্লোপোঽনঃ' ইত্যাদি নিয়মে ষষ্ঠীর একবচনে অকারের লোপ হইল। উদাত্ত-নিবৃত্তি-স্বর হেতু বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইল। "মহি।" পূজার্থক 'মহঃ' হইতে ঔণাদিক ইন্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। "শংসঃ"। ভজনার্থক শং ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ভজন করে'—এই অর্থে শংস হইতে রূপ বুঝায়। ঔণাদিক উস প্রত্যয়ে শংস পদ সিদ্ধ হইয়াছে। (১ম—৪১সূ—৭ঋ)।

সপ্তম (৪৯৫) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যাদিতে এ ঋকের সম্বোধ্য 'ঋত্বিক্' পদ অধ্যাহৃত হয়। 'সখায়ঃ' পদের প্রচলিত অর্থ—'হে সখিভূত ঋত্বিকসমূহ!' কেহ বা মাত্র 'সখাগণ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। ফলতঃ, ঐ পদে যে ঋত্বিক্‌গণকে সম্বোধন করা হইয়াছে—ইহাই সাধারণ মত। তাহাতে মন্ত্রের ভাব হয় এই যে, ঋত্বিক্‌গণকে সম্বোধন করিয়া যেন বলা হইতেছে,—'মিত্রদেবের, অর্য্যমা-দেবের এবং বরুণদেবের মহৎ রূপ; অতএব, আমরা কিরূপে তাঁহাদের স্তোত্র সম্পাদন করিব?' স্তোত্রে রূপের বর্ণনা করিতে হইবে; সে বর্ণনা কেমন করিয়া করিব,—আপনারা তাহা বুঝাইয়া দেন,—ইহাই যেন এখানকার প্রশ্ন।

আমাদের অর্থ, অন্যপথে অন্যভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে। আমরা বলি, 'সখায়ঃ' পদ দেবগণের সম্বোধনেই প্রযুক্ত। সূক্তে পূর্ব্বাপর দেবগণকে সম্বোধন করিয়াই মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে। হঠাৎ ঋত্বিক্‌দিগকে সম্বোধন করার কি হেতুবাদ আছে? তার পর, তাহাতে কে যে সম্বোধন করিতেছেন—তাহাও নির্ণয় করা কষ্টকল্পনা-সাপেক্ষ। 'সখায়ঃ' পদ দেবগণের সঙ্গত বিশেষণ। এ সম্বোধনে পূর্ব্বের ঋকের সহিত একটু সম্বন্ধও অনুভূত হয়। সাধনা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া মানুষ যখন দেবগণের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়, তাঁহাদের কৃপায় সে যখন তাহার গতি-মুক্তির পথ দেখিতে পায়, তখন 'সখায়ঃ' বলিয়াই তাঁহাদিগকে সম্বোধন করে। ঐ পদের ভাব এই যে, 'সুহৃদ্বৎ অনুগ্রহকারী হে দেবগণ!' এ আহ্বান কখনই অসঙ্গত নহে। অপিচ, এখানে এ সম্বোধনে সকল দেবগণকে আহ্বান করা হইয়াছে বলিয়াও মনে করা যায়; আবার ঐ সম্বোধনকে মিত্র-বরুণ-অর্য্যমা দেবত্রয়ের সম্বোধনও বলিতে পারি। দেবগণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলা হইতেছে,—'আপনারা মহৎ, আপনারা অনন্ত; ক্ষুদ্র আমরা, আপনাদিগকে ধারণা করিব কি প্রকারে? আপনারাই তাহার উপায়-বিধান করিয়া দেন।'

তার পর, এখানে মিত্র অর্য্যমা ও বরুণ এই তিন দেবতার সুহৎ রূপের বিষয় প্রখ্যাত হওয়ার একটু নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনুধাবন করা যায়। দেবতা যখন মিত্র-রূপে প্রকাশ পান, দেবতাকে যখন গতি-মুক্তির প্রাপক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, দেবতা যখন অভীষ্টবর্ষণশীল হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হন; তখন, তাঁহাদিগের প্রাপ্তির উপায় তাঁহাদিগের নিকটই অবগত হওয়া যায়—তাঁহারাই তখন হৃদয়ে উদয় হইয়া সকল পথ দেখাইয়া দেন।

মানুষ!—তুমি মিত্ররূপে দেবগণকে অবগত হও; বিশ্বাস কর—দেবতা বা দেবভাবই মিত্র। মানুষ!—তুমি তোমার গতিকারক বলিয়া (অর্য্যমা দেবতাকে) জান; দেবতার বা দেবভাবের দ্বারাই তোমার গতি হইবে। মানুষ!—তুমি দেবতাকে অভীষ্টবর্ষী বরুণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম কর; সেই দেবতা অথবা দেবভাবই তোমার অভীষ্ট পূরণ করিবেন। ঋকের ইহাই মর্ম্ম—ইহাই উপদেশ—ইহাই শিক্ষা। (১ম—৪১সূ—৭ঋ)।

—•—

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একচত্বারিংশৎ-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

মা বো ঘ্নন্তং মা শপন্তং প্রতি বোচে দেবয়ন্তং।

সুম্নৈরিদ্ব আবিবাসে ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

মা। বঃ। ঘ্নন্তং। মা। শপন্তং। প্রতি। বোচে। দেবহয়ন্তং।

সুম্নৈঃ। ইৎ। বঃ। আ। বিবাসে ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে দেবাঃ! 'দেবয়ন্তং' (দেবান্ কাময়মানং জনং) যঃ শত্রুঃ হন্তি, তাদৃশং 'দুরস্তং' (শত্রুং) 'বঃ' (যুষ্মভ্যং) দুরুক্তবচনভীত্যা অহং 'মা প্রতিবোচে' (ন কথয়ামি), তথা ভগবৎপরায়ণং জনং যঃ শত্রুঃ শপতি, তাদৃশং 'শপন্তং' (অভিশাপকারিণং শত্রুং) মা প্রতিবোচে ইতি শেষঃ। অহন্তু 'দ্যুম্নৈঃ' (ভক্তিরূপৈঃ ধনৈঃ) 'ইৎ' (এব) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'আবিবাসে' (সর্ব্বতঃ পরিচরামি)। হে দেবাঃ! মাং এতাদৃশীং শক্তিং প্রযচ্ছত যয়া অহং শত্রূণাং নিন্দাকুৎসাপরায়ণো ন ভবামি, পরন্তু একান্তে দেবসেবানিরতোঽস্মি। ইত্যেব্যং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪১সূ—৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ! দেবত্বাভিলাষী জনকে যে শত্রু হিংসা করে, তাদৃশ শত্রুকে যেন আপনাদিগের গোচরে না আনি, (অর্থাৎ, শত্রুর নিন্দাবাদেই যেন সময় কাটিয়া না যায়); এবং ভগবৎপরায়ণ জনকে যে শত্রু অভিশাপ প্রদান করে, তেমন শত্রুকেও যেন আপনাদিগের নিকট পরিচিত না করি, (অর্থাৎ, শত্রুর প্রসঙ্গেই যেন সময় না কাটে); পরন্তু অন্তর্নিহিত ভক্তিরূপ ধনের দ্বারা যেন সর্ব্বতোভাবে আপনাদিগেরই পরিচর্য্যা করি। (১ম—৪১সূ—৮ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মিত্রাদয়ো দেবাঃ। দেবয়ন্তং দেবান্ কাময়মানং যঃ শত্রুর্হন্তি দুরস্তং দুঃশংসং শত্রুং বো যুষ্মভ্যং মা প্রতিবোচে। দুরুক্তকথনভীত্যাহং ন কথয়ামি। তথা যজমানং যঃ শত্রুঃ শপতি তমপি শপন্তং মা প্রতিবোচে। তদ্বদ্ভিরেব বিচার্য্য শিক্ষণীয় ইত্যর্থঃ। অহন্তু দ্যুম্নৈরিৎ ধনৈরেব বো যুষ্মানাবিবাসে। সর্ব্বতঃ পরিচরামি॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মিত্রাদি দেবগণ! দেবগণের কামনাকারী যে যজমানকে শত্রুগণ হিংসা করে, দুরুক্তকথনভীত আমি যেন আপনাদিগের নিকট সেই সেই শত্রুর কথা না বলি, (অর্থাৎ, তাহাদের নিন্দাবাদে যেন আমি সর্ব্বদা দুরুক্তকথনশীল না থাকি); যে শত্রু যজমানকে অভিসম্পাত করে, সেই শত্রুর আলোচনাও যেন আপনাদিগের নিকট না করি। পরন্তু ধন দ্বারা যেন আপনাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিচর্য্যা করি (অর্থাৎ, সর্ব্বদা যেন আপনাদিগের গুণকীর্ত্তনেই নিয়োজিত থাকি)।

ম্নস্তং। হন্তীতি ম্নন্। গমহনেত্যাদিনোপধালোপঃ। হো হন্তেরিতি কুত্বে প্রত্যয়স্বরঃ। শপন্তং। শপ আক্রোশে। অনুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। বোচে। ব্রূঞ্ ব্যক্তায়াং বাচি। মাঙি লুঙীতি ব্রুবো বচিরিতি বচিঃ। অস্যতিবক্তিখ্যাতিভ্যোঙিত্যঙি চ্লেরঙাদেশঃ। বচ উমিত্যুমাগমঃ। ন মাঙ্যোগ ইত্যড়ভাবঃ। দেবয়ন্তং। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। ন ছন্দস্যপুত্রস্যেতীত্বপ্রতিষেধঃ। সুধ্যৈঃ। ধ্যা অভ্যাসে। সুষ্ঠু ধ্যায়তেঽভ্যাস্যতি সুধ্যং। আতশ্চোপসর্গ ইতি কঃ প্রত্যয়ঃ। আতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ। বিবাসে। বিবাসতিঃ পরিচরণকর্ম্মা ॥ ৮ ॥

অষ্টম (৪১৬) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের পদবিন্যাস বিষম প্রহেলিকাপূর্ণ। সুতরাং ভাষ্যকারকে এবং ব্যাখ্যাকারগণকে কতকগুলি পদ অধ্যাহার করিতে হইয়াছে। আমরাও এক্ষেত্রে তদনুবর্ত্তন করিলাম। সে পক্ষে ঋকটি বড়ই উচ্চ-ভাবাপন্ন। সে ভাব পরিহার করিয়া, মন্ত্রের অন্য অর্থ অনুসন্ধান-পক্ষে চেষ্টা পাওয়া কদাচ সমীচীন নহে।

এ মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেবগণ! আমার চিত্ত যেন এক মাত্র দেবতার পূজাতেই ন্যস্ত থাকে, এক মাত্র দেবভাবের সাধনাতেই আমি যেন ব্রতী থাকি। আমি যেন দেবতার নিকট শত্রুর উপদ্রব-অত্যাচার জ্ঞাপন করিতেও সময় নষ্ট না করি। অপরের নিন্দায়, অপরের কুৎসা-কীর্ত্তনে, আমার জিহ্বা যেন কলুষিত না হয়। পাপ চিন্তা, পাপ কথা যেন আমার সংস্পর্শে না আসে। আমি যেন নিত্যকাল দেবতার

ম্নন্তং। 'হনন করি' এই অর্থে ম্নন্ পদ সিদ্ধ হয়। 'গমহন' ইত্যাদি নিয়মে উপধার লোপ। 'হো হন্তেঃ' এই বিধানে কুত্ব হওয়ায় প্রত্যয় স্বর হইয়াছে। শপন্তং। আক্রোশার্থ শপ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অনুপদেশ-হেতু লসার্ব্বধাতুক অনুদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইলেও ধাতুস্বরই হইয়াছে। বোচে। বাক্য এবং ব্যক্ত অর্থবাচী ব্রূঞ্, (ব্রূ) ধাতু হইতে এই পদ নিষ্পন্ন। 'অস্যাতিবক্তি' ইত্যাদি নিয়মে 'চ্লি'-স্থানে 'অঙ্' আদেশ, 'বচ উম' ইত্যাদি বিধানে 'উম্' আগম এবং 'ন মাঙ্যোগঃ' সূত্রানুসারে অটের অভাব হইয়াছে। দেবয়ন্তং। 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' নিয়মে ক্যচ প্রত্যয়। 'ন ছন্দস্য পুত্রস্য' বিধানে ইত্ব প্রতিষেধ। সুধ্যৈঃ। অভ্যাসার্থক 'ধ্যা' ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'সুষ্ঠু অভ্যাস্যতে' এই অর্থে 'সুধ্যং' পদ হয়। 'আতশ্চোপসর্গঃ' নিয়মে কঃ প্রত্যয়। 'আতো লোপ ইটি চ' সূত্রানুসারে আকারের লোপ হইয়াছে। বিবাসে। বিবাসতি পদ, পরিচরণ-কার্য্য অর্থ জ্ঞাপন করে। (১ম—৪১৭—৮ম)।

পূজাতেই ন্যস্তচিত্ত থাকি।' অন্য দিকে মন না গিয়া, ভগবানের প্রতি মন আকৃষ্ট হইলেই সকল বিপদ দূরে যায়—সকল শ্রেয়ঃ অধিগত হয়,—ইহাই এই মন্ত্রের ভাবার্থ। (১ম—৪১সূ—৮ঋ)।

—— • ——

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একচত্বারিংশৎ-সূক্তং। নবমী ঋক্।)

চতুরশ্চিদ্দদমানাদ্বিভীয়াদা নিধাতোঃ।

ন দুরুক্তায় স্পৃহয়েৎ ॥ ৯ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

চতুরঃ। চিৎ। দদমানাৎ। বিভীয়াৎ। আ। নিঃধাতোঃ।

ন। দুঃউক্তায়। স্পৃহয়েৎ ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'দুরুক্তায়' (দুষ্টবাক্যং, কুবাক্যং) 'ন স্পৃহয়েৎ' (ন কাময়েৎ, ন বদেৎ); 'চিৎ' (যথা) অক্ষক্রীড়াশীলঃ পুরুষঃ 'চতুরঃ' (চতুঃসংখ্যকান্ কপর্দ্দকান্, পাঙ্কিচতুষ্টয়ানি বা) 'দদমানাৎ' (হস্তে ধারয়তঃ প্রতিযোগিনঃ পুরুষাৎ) 'আ নিধাতোঃ' (কপর্দ্দকনিপাতপর্য্যন্তং বা পাঙ্কিত্যাগপর্য্যন্তং বিভীয়াৎ) তদ্বৎ দুরুক্তাৎ 'বিভীয়াৎ' (ভীতিং প্রাপ্নুয়াৎ)। আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ভাবার্থঃ—হে মনঃ! ত্বং কুবাক্যকথনে অসত্যভাষণে চ বিরতো ভব। ইতি ভাবঃ। ১ম—৪১সূ—৯ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

কদাচ কুবাক্য কহিও না (অথবা, কুবাক্যে স্পৃহা করিও না।) অক্ষক্রীড়াশীল পুরুষ যেমন প্রতিযোগীর হস্তস্থিত 'পাঙ্কিতচতুষ্টয় (অথবা—কপর্দ্দক) পতন পর্য্যন্ত আশঙ্কান্বিত থাকে, তদ্রূপ কুবাক্য-কথনে ভীত থাকা বিধেয়। (১ম—৪১সূ—৯ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

মৃত্যং শপন্তক মা প্রতিবোচ ইতি যদুক্তং তত্রোপপত্তিরুচ্যতে। দুরুক্তায় ন স্পৃহয়েৎ। দুষ্টং বাক্যং ন কাময়েৎ। কিন্তু দুরুক্তাদ্বিভীয়াৎ। তত্রাবশিষ্টো মন্ত্রভাগঃ সর্ব্বোঽপি দৃষ্টান্তঃ। চিদিত্যুপমার্থে বর্ত্ততে। অক্ষদ্যূতং কুর্ব্বতোরুভয়োর্ম্মধ্যে যঃ পুমান্ চতুরশ্চতুঃসংখ্যাকান্ কপর্দ্দকান্ দদমানাৎ দদতো হস্তে ধারয়তঃ পুরুষাৎ আ নিধাতোঃ কপর্দ্দকনিপাতপর্য্যন্তং বিভীয়াৎ অস্য জয়ো ভবিষ্যতি। ন ভবিষ্যতীত্যস্তো ভীতিং প্রাপ্নুয়াৎ। অত্র যথা ভয়ং তথা দুরুক্তাদ্ভেতব্যমিতি ধর্ম্মরহস্যং। তস্মাদহং মৃত্যং শপন্তং মা প্রতিবোচ ইত্যভিপ্রায়ঃ। অত্র নিরুক্তং। নি০ ৩।১৬। চতুরোঽক্ষান্ ধারয়ত ইতি। তদ্যথা কিতবাদ্বিভীয়াদেব-মেব দুরুক্তাদ্বিভীয়াৎ দুরুক্তায় স্পৃহয়েদিতি।

চতুরঃ। চতুরঃশসীতি বিভক্তেঃ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। দদমানাৎ। দদ দানে। অত্র ধারণার্থঃ। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। অনুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বেন শানজনুদাত্তঃ। ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। বিভীয়াৎ। ঞিভী ভয়ে। লিঙি জুহোত্যাদিত্বাচ্ছপঃ শ্লুঃ। যাসুট উদাত্তত্বং। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। নিধাতোঃ। নিপূর্ব্বাদ্দধাতেঃ সিতনিগমীত্যাদিনা। উ০ ১।৬৯। ভাবে তুন্ প্রত্যয়ঃ। ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। তাদৌ চেতি গতিস্বরো ন ভবতি। অত্তাবিতি পর্য্যুদস্তত্বাৎ। দুরুক্তায়। স্পৃহেরীপ্সিতঃ। পা০ ১।৪।৩৬। ইতি সম্প্রদানসংজ্ঞায়াং চতুর্থী।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হননকারী ও শাপপ্রদানকারীর প্রতি বাক্য প্রয়োগ করিবে না—যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এই ঋকে তাহার উপপত্তি বলা যাইতেছে। দুষ্টবাক্য কামনা অর্থাৎ প্রয়োগ করিবে না। কিন্তু দুষ্টবাক্য-প্রয়োগকারীকে ভয় করিবে। এই ঋকের অবশিষ্ট মন্ত্রভাগ সমস্তই দৃষ্টান্ত। 'চিৎ' এই পদটী উপমা অর্থ প্রকাশ করিতেছে। দ্যূতক্রীড়াকারী উভয় ব্যক্তির মধ্যে যে পুরুষ চারিটী কপর্দ্দক ধারণ করিয়া আছে, তাহার হস্ত হইতে সেই কপর্দ্দক যে পর্য্যন্ত পতিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত অন্য পুরুষ যেমন ইহার জয় হইবে কি না হইবে—এই ভয়ে ভীত হইয়া থাকে; সেইরূপ এই স্থলেও এই ব্যক্তি দুষ্টবাক্য প্রয়োগ করিবে কি না করিবে—এই ভয়ে ভীত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে নিরুক্ত বলিয়াছেন,—(নি০ ৩।১৬) 'চতুরোঽক্ষান্ ধারয়তঃ' ইতি। সেই হেতু প্রবঞ্চককে যেমন ভয় করিবে, সেইরূপ দুষ্টবাক্য প্রয়োগকারীকেও ভয় করিবে; কিন্তু দুষ্ট বাক্য প্রয়োগের ইচ্ছা করিবে না।

চতুরঃ। 'চতুরঃ শসীতি' এই সূত্রানুসারে বিভক্তির পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। দদমানাৎ। দানার্থক 'দদ' ধাতু এই স্থানে ধারণার্থক। শপের 'পিত্ব' হেতু অনুদাত্ত হইয়াছে। 'অনুপদেশা-ল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বেন' এই হেতু 'শানচ্' প্রত্যয় অনুদাত্ত হইয়াছে; এবং মাত্র ধাতুস্বর অবশিষ্ট আছে। বিভীয়াৎ। ভয়ার্থক 'ভী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লিঙ' বিভক্তিতে জুহোত্যা-দিত্ব-হেতু 'শপে'র স্থানে 'শ্লুঃ' হইয়াছে। 'যাসুট্' নিবন্ধন উদাত্তত্ব হইয়াছে। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাত হয় নাই। নিধাতোঃ। নি-পূর্ব্বক 'দধাতেঃ'। ধা-ধাতুর উত্তর 'সিতনিগমি' (উ০ ১।৬৯) ইত্যাদি সূত্রানুসারে ভাবে 'তুন্' প্রত্যয় হইয়াছে। ব্যতিক্রম-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'তাদৌচ' এই নিয়মানুসারে গতিস্বর হয় নাই। 'অত্তৌ' এই নিয়মানুসারে পর্য্যুদস্ততা-প্রযুক্ত। দুরুক্তায়। 'স্পৃহেরীপ্সিতঃ' (পা০ ১।৪।৩৬) এই

সম্প্রদান ইতি চতুর্থী। স্পৃহয়েৎ। স্পৃহ ঈপ্সায়াং। চুরাদিরদন্তঃ। অতো লোপস্য স্থানিবত্ত্বাৎ লঘূপধাগুণাভাবঃ॥ (১ম—৪১সূ—৯ঋ)।

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে ত্রয়োবিংশো বর্গঃ॥ ২৩॥

নবম (৪৯৭) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব ঋকের ভাব এ ঋকে যেন অধিকতর পরিস্ফুট দেখি। এখানে প্রার্থনাকারী আপনার অন্তরকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে আমার মন! তুমি সাবধান হও। কদাচ কুবাক্য-কথনে জিহ্বা কলুষিত করিও না। অথবা, কুবাক্যের জন্য স্পৃহান্বিত হইও না। পরনিন্দা পরচর্চ্চা অসত্যকথন প্রভৃতি—ঘোর পাপের কারণ। তুমি সংযমী হও; সত্যপর হও; অসত্যের প্রশ্রয় তোমাতে যেন কদাচ প্রাপ্ত না হয়।' মন্ত্রের অন্তর্গত "ন স্পৃহয়েৎ" বাক্যে সুন্দর একটী ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'ইঁটটি ছুড়িলে পাটকেলটি খাইতে হয়'—এই যে প্রবাদবাক্য আছে, এখানে সেই ভাব পরিব্যক্ত। তুমি কুবাক্য কহিও না; কুবাক্য কহিলেই, মনে রাখিবে, কুবাক্যের জন্য স্পৃহান্বিত থাকিলে। অর্থাৎ, 'গালি দিলে গালি খাইবে'—এ তো আছেই। পরন্তু তাহাতে পাপ স্পর্শিবে। উপমায় এই সকল ভাব বিশদ হইয়াছে বুঝা যায়। কুবাক্য-কথনে কখন কি কুফল প্রাপ্ত হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। দ্যূতক্রীড়াশীল ব্যক্তির ভাগ্য প্রতিযোগীর হস্তস্থিত পাশ (অথবা কপর্দ্দক) পতনের উপর নির্ভর করে; কখন যে সর্ব্বনাশ ঘটিবে—সে পক্ষে নিশ্চয়তা নাই; দুষ্টবাক্য বা অসত্যকথনের পরিণামও সেইরূপ। 'মন, সাবধান, কদাচ অসৎবাক্য উচ্চারণ করিও না।' এ মন্ত্রের ইহাই উপদেশ। (১ম—৪১সূ—৯ঋ)।

নিয়মানুসারে সম্প্রদান সংজ্ঞা-বিষয়ে 'চতুর্থী সম্প্রদানে' এই নিয়মানুসারে চতুর্থী হইয়াছে। স্পৃহয়েৎ। ঈপ্সার্থক 'স্পৃহ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। চুরাদিগণীয় অদন্ত। 'অৎ' লোপের স্থানিবত্ত্ব-ভাব-প্রযুক্ত লঘু উপধার গুণ হয় নাই। (১ম—৪১সূ—৯ঋ)।

ইতি প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ২৩॥

* পুরাকালে অক্ষক্রীড়া (পাশাখেলা) প্রভৃতি যে প্রচলিত ছিল, এই মন্ত্র দ্বারা তাহা প্রমাণ করা হয়। দ্যূতক্রীড়া যে চিরকালই সর্ব্বনাশকর, ইহাতে তাহা বুঝা যায়।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। অষ্টমোঽনুবাকঃ। দ্বিচত্বারিংশৎ-সূক্তং। চতুর্ব্বিংশঃ পঞ্চবিংশশ্চ দ্বৌ বর্গৌ।

দ্বিচত্বারিংশৎ-সূক্তং।

এ সূক্তে আর এক নূতন দেবতার পরিচয় পাইতেছি। তিনি পূষা-দেবতা। পরিচয়ে দেখিতে পাই, তিনি জগতের পালক, বিঘ্নবিনাশক, সৎপথপ্রদর্শক। তিনি ধন দান করেন এবং শত্রুনাশ করেন। এই সাধারণ পরিচয় ভিন্ন তাঁহার আর যে পরিচয় আছে, তাহাতে তাঁহাকে মেষের পুত্র বলা হইয়াছে এবং তাঁহার হস্তপদ আছে বুঝা যায়।

এ পর্য্যন্ত বেদব্যাখ্যাকারিগণ এই পূষা দেবতা সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সায়ণ বলেন—'পৃথিব্যাভিমানী দেবতা।' যাস্ক বলেন—'সর্ব্বলোকের পালক আদিত্য।' কেহ বা সূক্ষ্মভাব প্রকাশ করিয়া কহেন,—'সূর্য্যের যে প্রথম অত্যগ্র তেজ, সেই তেজকে পূষন্ কহে।' পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ সূর্য্য অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।* যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, পূষা দেবতা তাঁহার মানস-পটে সেই ভাবেই প্রতিভাত হইয়াছেন। দেবতাসম্বন্ধে আমাদের সেই একই মত সর্ব্বত্র অব্যাহত। দেবতামাত্রই ভগবদ্বিভূতি ব্যষ্টিভাবে অবস্থিত। সমষ্টিভূত যে ভগবৎ-শক্তি, দেবগণ তাঁহারই অংশ-বিশেষ। এ বিষয় পুনঃপুনঃ আলোচনা করিয়া আসিতেছি। 'পূষন্' পদের অর্থ—'পোষণকারী' 'জগৎপোষক'। ভগবানের সকল বিভূতিই জগতের ও জীবের পরিপুষ্টি-সাধক। এখানে তাঁহাকে 'পূষন্' বলিয়া সম্বোধন করা হইল। আরও বলা হইয়াছে, পূষা-দেবতার অনুকম্পায় জ্ঞানোন্মেষ হয়। তাঁহাকে সূর্য্য বা সূর্য্যের আদি-অবস্থাও বলা হইয়া থাকে। পূষা দেবতা—হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত করেন। এই সূক্তের ঋক-কয়কটি প্রায়ই এক ভাবদ্যোতক। সূক্তের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রার্থনা,—'শত্রু হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করুন;—সৎপথে আমাদিগকে পরিচালিত করুন।'

* সায়ণের ও যাস্কের মত ভাষ্যেই প্রকাশ পাইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে উইলসন বলেন,—"Pushan is usually a synonyim of the Sun." ম্যাক্সমূলার বলেন,—"The sun as viewed by shepherds." রোথ ও লোবিং প্রভৃতির মতে,—"In character he is a solar deity." ফলতঃ সূর্য্য বা তাঁহারই অবস্থা-বিশেষ, এই অর্থই প্রধানতঃ প্রচলিত।

দ্বিচত্বারিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণচার্য্যকৃতা।)

সং পূষন্নিতি দশর্চ্চং সপ্তমং সূক্তং কাণ্বং গায়ত্রং পূষদেবতাকং। সম্পূষন্নধ্ব পৌষ্ণমিত্যনুক্রান্তং। মার্গে মহান্তমধ্বানমেষ্যন্নিদং সূক্তং জপেৎ সম্পূষন্নধ্বন ইতি মহান্তমধ্বানমেষ্যন্ প্রতিভয়ংক্ষেতি সূত্রিতত্বাৎ। তত্র জপেদিত্যনুবর্ত্ততে॥ তত্র প্রথমামৃচমাহ।

• • •

প্রথমমণ্ডলস্য অষ্টমেঽনুবাকে দ্বিচত্বারিংশৎ-সূক্তং। কণ্বঋষিঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। পূষা দেবতা। মার্গে মহান্তমধ্বানমেষ্যন্ ইদং সূক্তং জপেৎ॥

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিচত্বারিংশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

সম্পূষন্নধ্বনস্তির ব্যংহো বিমুচো নপাৎ।

সক্ষ্ব দেব প্র ণস্পুরঃ॥ ১॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

সং। পূষন্। অধ্বনঃ। তির। বি। অংহঃ। বিঽমুচঃ। নপাৎ।

সক্ষ্ব। দেব। প্র। নঃ। পুরঃ॥ ১॥

দ্বিচত্বারিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

সপ্তম সূক্তে 'সংপূষন্' প্রভৃতি দশটী ঋক্ আছে। কণ্বঋষি। গায়ত্রীছন্দঃ। পূষা দেবতা। 'সংপূষন্' প্রভৃতি দশটী ঋকের পূষা দেবতা, উহাই অনুক্রান্ত হইয়াছে। 'সম্পূষন্নধ্বন ইতি মহান্তমধ্বানমেষ্যন্ প্রতিভয়ংক্ষ' এইরূপ সূত্রিত থাকায়, মহাপথ প্রাপ্ত হইয়া এই সূক্ত জপ করিতে হয়। সেই সূক্তের প্রথম ঋক্ কথিত হইতেছে।

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'পূষন্' (হে জগৎপোষক দেব!) 'অধ্বনঃ' (মার্গাৎ, ইহলোকাৎ) 'সংকির' (অস্মান্ অভীষ্টস্থানং সম্যক্ প্রাপয়, পরিত্রাণং কুরু); 'অংহঃ' (বিঘ্নকারকং পাপ্মানং) 'বিতির' (বিনাশয়)। 'বিমুচঃ' (মুক্তিপথাবলম্বিনঃ জনস্য, বিমুক্তস্য) 'নপাৎ' (রক্ষক, শুদ্ধসত্ত্বরূপ) 'দেব' (হে দ্যোতমান্ পূষন্) 'নঃ' (নঃ, অস্মাকং) 'পুরঃ' (পুরতঃ) 'প্র-সক্ষ্ব' (সংসক্তো ভব, অধিতিষ্ঠতু ইতি যাবৎ)। কর্ম্মমার্গে বিচরণশীলঃ অহং যথা মুক্তিং প্রাপ্নোমি, হে দেব, তদনুগ্রহং কুরু, ময়া সহ সম্বন্ধযুক্তো ভব—ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—২৪সূ—১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জগৎপালক পূষাদেব! এই গতাগতির পথ হইতে (ইহলোক হইতে) আমাদিগকে অভীষ্টস্থানে লইয়া যাউন (পরিত্রাণ করুন); (অভীষ্টস্থান-গমনে) বিঘ্নকারক পাপকে বিনাশ করুন। মুক্তিপথাবলম্বী জনের রক্ষক (অথবা, বিমুক্তের শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ) হে দেব! আমাদিগের প্রতি আপনি প্রসক্ত হউন (অর্থাৎ, আমাদিগের মধ্যে আপনার অধিষ্ঠান হউক)। (১ম—৪২সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে পূষন্ জগৎপোষক পৃথিব্যভিমানি দেব। অধ্বনো মার্গাৎ সংকির। অস্মান্ অভীষ্টস্থানং সম্যক্ প্রাপয়। অংহো বিঘ্নহেতুং পাপ্মানং বিতির। বিনাশয়। পূষা বিশেষ্যতে। বিমুচো নপাৎ। জলবিমোচকহেতোর্মেঘস্য পুত্র। নপাদিতি পুত্রনাম। নপাৎ প্রজা ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। শ্রুত্যন্তরেঽপ্যদ্ভ্যঃ পৃথিবীতি জলাদ্ভূম্যুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে। তথান্যত্রাপ্যুদকসারত্বং পৃথিব্যাঃ শ্রূয়তে। তদ্যদপাং সার আসীত্তৎসমহন্যত সা পৃথিব্যভবদিতি। মেঘস্য জলধারিত্বাদুদকপুত্র এব মেঘপুত্রো ভবতি। ন চ পৃথিব্যা মেঘপুত্রত্বে পূষ্ণঃ কিমায়াতমিতি বাচ্যং। পৃথিব্যা এব পূষত্বাৎ। তথা চ শ্রুত্যন্তরে কশ্চিন্মন্ত্রস্য ব্রাহ্মণমেবমাম্নায়তে।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে পূষন্! জগৎপোষক পৃথিব্যভিমানি দেব! আমাদিগকে সম্যক্‌রূপে অভীষ্ট স্থান প্রাপ্ত কর। স্থানপ্রাপ্তির বিঘ্নীভূত পাপকে বিনাশ কর। পূষাকে বিশেষণ-যুক্ত করা হইতেছে। জলবিমোচক মেঘের পুত্র। 'নপাৎ' ইহা পুত্রের নাম। পুত্র-নামসমূহের মধ্যে নপাৎ ও প্রজা এই পাঠ আছে। শ্রুত্যন্তরে কথিত আছে, জল হইতে ভূমির উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রুতির অন্য স্থানেও পৃথিবীর উদকসারত্ব কথিত আছে। যথা,—'তদ্যদপাংসার আসীত্তৎ সমহন্যত সা পৃথিব্যভবদিতি।' মেঘের জলধারিত্ব-প্রযুক্ত উদক-পুত্রই মেঘের পুত্র হয়। পৃথিবী মেঘের পুত্র না হয় হইল, তাহাতে পূষার কি সম্বন্ধ? এ কথা বলিতে পার না। কারণ, পৃথিবীই পূষা। শ্রুত্যন্তরে কোনও মন্ত্রব্রাহ্মণ এইরূপ

পূষাধ্বনঃ পাতিত্যাত্তেষাং বৈ পূষেতি। তন্নির্বচনং চাত্রৈবমাম্নায়তে। ইয়ং বৈ পূষেয়ং হীদং সর্ব্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চেতি। হে দেব পূষন্ নঃ পুরঃ। অস্মাকং পুরতঃ প্রসক্ষ্ব। প্রসক্তো ভব। পুরতো গচ্ছেত্যর্থঃ॥

বিমুচো নপাৎ। উদকং বিমুঞ্চতীতি বিমুচ্ মেঘঃ। কিপ্ চেতি কিপ্। ন পাতয়তি কুলমিতি নপাৎ পুত্রঃ। নঞ্‌পূর্ব্বাৎ পাতয়তেঃ কিপ্। নভ্রাণ্‌নপাদিত্যাদিনা নঞঃ প্রকৃতিভাবঃ। সুবামন্ত্রিত ইতি পরাঙ্গবদ্ভাবাৎ ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতসমুদায়স্যাষ্টমিকং সর্ব্বানুদাত্তত্বং। সক্ষ্ব। ষচ সেচনে। অনুদাত্তেত্ত্বাদাত্মনেপদং। লোটি বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। তাস্যনুদাত্তেদিতি লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। প্র ণঃ। উপসর্গাদ্বহুলমিতি নসো ণত্বং। পুরঃ। উক্তং॥ (১ম—৪২সূ—১ঋ)॥

প্রথম (৪৯৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের মুখ্য প্রার্থনা,—'হে দেব! আমাদিগের কর্ম্মবন্ধন মোচন করুন।' কর্ম্মবিপাকে পড়িয়া, জীবকে এই সংসারমার্গে—জন্মজরা-মরণের পথে—পরিভ্রমণ করিতে হয়। জগৎপালক পূষা-দেবতা, সেই জন্ম-জরা-মরণের পথ হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন, আমাদিগকে মুক্তিস্থানে লইয়া যাউন। ইহাই এই প্রার্থনার স্থূল মর্ম্ম। 'পূষন্' সম্বোধনে 'পোষণকারী' 'জগৎপোষক'-ভাব প্রকাশ পায়। যিনি পোষণ

বলিয়াছেন। 'পূষাধ্বনঃ পাতিত্যাত্তেষাং পূষেতি।' সেই নির্ব্বচন অন্যত্র এইরূপ কথিত হইয়াছে। এই পূষা, ইনিই সমস্ত জগৎকে পোষণ করিতেছেন। আরও হে দেব পূষন্! আপনি আমাদিগের সম্মুখে গমন করুন।

বিমুচো নপাৎ। উদক যিনি বিমুক্ত করেন এই বাক্যে 'বিমুচ্' শব্দের অর্থ মেঘ। 'কিপ্‌চ' এই নিয়মানুসারে 'কিপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। কুলকে পাতিত করে না—এই বাক্যে 'নপাৎ' শব্দে পুত্রকে বুঝায়। নঞ্ পূর্ব্ব নিচ্ অন্তর্গত ধাতুর উত্তর 'কিপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'নভ্রাণ্‌নপাদিত্যাদিনা' ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'নঞে'র প্রকৃতিভাব হইয়াছে। 'সুবামন্ত্রিত' এই নিয়মানুসারে পরাঙ্গবদ্ভাব-প্রযুক্ত 'ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতসমুদায়স্যাষ্টমিকং' এই নিয়মে, সর্ব্বাবয়ব অনুদাত্ত হইয়াছে। সক্ষ্ব। সেচনার্থক 'ষচ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অনুদাত্ত-হেতু আত্মনে পদ হইয়াছে। লোট বিভক্তিতে 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে 'শপে'র লুক্ হইয়াছে। 'তাস্যনুদাত্তেদিতি' ইত্যাদি নিয়মানুসারে লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্ব-প্রাপ্তি-বিষয়ে ধাতুস্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। প্র ণঃ। 'উপসর্গাদ্বহুলং' এই নিয়মানুসারে 'নসে'র 'ণত্ব' হইয়াছে। পুরঃ। পদটীর সাধন-প্রণালী পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে॥ (১ম—৪২সূ—১ঋ)॥

করেন, তাঁহারই নিকট মুক্তির প্রার্থনা স্বাভাবিক। তাই এখানে দেবতার সম্বোধন—'পূষণ্।'

এই মন্ত্রের অন্তর্গত "বিমুচো নপাৎ" পদদ্বয় লইয়া ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ নানাপ্রকার গবেষণা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ঐ দুই পদের অর্থে পূষা দেবতাকে 'মেঘের পুত্র' বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। "বিমুচঃ" পদের অর্থ—'যাহা মুক্ত হইয়াছে।' জল মেঘ হইতে মুক্ত হয়; তাই ঐ পদে 'মেঘ' অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। আর, 'নপাৎ' পদে 'পুত্র' অর্থ গ্রহণ করা হয়। মেঘের মধ্য দিয়া বিচ্ছুরিত—এই জন্যই ঐ পদে 'সূর্য্যরশ্মি' অর্থও আমনন হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, আমরা কিন্তু ঐ অর্থের সঙ্গতি উপলব্ধি করি না। 'সামবেদে' এবং 'অথর্ব্ববেদে' ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 'নপাৎ' 'নপাতং' পদের ব্যবহার দেখিয়াছি। সেই সকল স্থলে ঐ পদে আমরা যে অর্থ সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও তাহারই সার্থকতা দেখি।* এখানে "বিমুচঃ নপাৎ" পদদ্বয়ের আমরা দ্বিবিধ অর্থ আমরা গ্রহণ করিলাম। 'বিমুচঃ' পদে প্রথমতঃ 'মুক্তি-পথাবলম্বী জনের' এইরূপ অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে। 'নপাৎ' পদে 'রক্ষক' এবং 'শুদ্ধসত্ত্বরূপ' অর্থ গ্রহণ করা যায়। তাহাতে প্রথম পক্ষে ভাব আসে এই যে, সেই দেবতা মুক্তিপথাবলম্বী সৎকর্ম্মপরায়ণ জনের রক্ষাকর্ত্তা; অর্থাৎ, যাঁহারা ধর্ম্মপথাবলম্বী, তিনি তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। দ্বিতীয় পক্ষে ভাব আসে এই যে, যাঁহারা মুক্ত পুরুষ, সেই দেবতা তাঁহাদের মধ্যেই বিদ্যমান থাকেন।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এখানকার প্রার্থনার মর্ম্ম হয় এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন; আমাদিগকে সৎকর্ম্মশীল করিয়া আপনি আমাদিগের রক্ষক হউন; এবং আপনার সান্নিধ্য যাহাতে আমরা লাভ করিতে পারি, সেই অনুগ্রহ আমাদিগের প্রতি প্রদর্শন করুন।' (১ম—১২সূ—১ঋ)।

---

* 'সামবেদ-সংহিতা'—কৌথুমীশাখা, প্রথম অধ্যায়, ষষ্ঠ দশতি, অষ্টম সামের ব্যাখ্যা দেখুন। 'অথর্ব্ববেদ-সংহিতা'—প্রথম কাণ্ড, তৃতীয় অনুবাক, দ্বিতীয় সূক্ত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যা দেখুন।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিচত্বারিংশৎ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্)।

যো নঃ পূষন্নঘো বৃকো দুঃশেব আদিদেশতি।

অপ স্ম তং পথো জহি ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যঃ। নঃ। পূষন। অধঃ। বৃকঃ। দুঃ২শেব। আদি দেশতি।

অপ। স্ম। তং। পথঃ। জহি ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'পূষন্' (হে জগৎপোষক দেব!) 'অঘঃ' (আহন্তা, অস্মাকং হননকারী) 'বৃকঃ' (অস্মদীয় ধনস্য অপহর্ত্তা) 'দুঃশেবঃ' (দুঃসেব্যঃ, মৎসরযুক্তঃ) 'যঃ' (শত্রুঃ) 'আদি দেশতি' (অস্মান্ কুমার্গগমনে আজ্ঞাপয়তি, অসন্মার্গগামিনঃ করোতি) 'তং' (তাদৃশং শত্রুং) 'পথঃ' (মার্গাৎ, অস্মৎসকাশাৎ) 'অপজহি স্ম' (অবশ্যং অপাকুরু, বিদূরয়)। হে দেব! যঃ শত্রুঃ অস্মান্ বিপথগামিনঃ করোতি, তং অপসারয়। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪২সূ—২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জগৎপোষক দেব! আমাদিগের হননকারী, আমাদিগের ধনাপহারী, আমাদিগের দুঃসেব্য (মৎসরযুক্ত) যে শত্রু আমাদিগকে কুমার্গগামী করে, তাদৃশ শত্রুকে আমাদিগের নিকট হইতে আপনি বিদূরিত করুন। (১ম—৪২সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে পূষন্ যঃ প্রতিপক্ষো নোহস্মানাদিদেশতি। অনেন মার্গেণ গন্তব্যমিত্যেবমাজ্ঞাপয়তি। কীদৃশঃ। অঘঃ। আহন্তা। বৃকঃ। অস্মদীয়ধনস্যাদাতা। অপহর্ত্তেত্যর্থঃ। দুঃশেবঃ। সেবিতুং দুঃশকঃ। দুষ্টসুখো বা। তং তাদৃশং প্রতিপক্ষিণং পথো মার্গাদপজহি স্ম। অবশ্যমপাকুরু ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে পূষন্! সম্যক্ হননকারী, আমাদিগের ধনের অদাতা এবং সেবার অযোগ্য যে প্রতিপক্ষ শত্রু আমাদিগকে 'এই মার্গে গমন করা উচিত' বলিয়া পথ (বিপথ) দেখাইয়া দেয়, তুমি তাদৃশ প্রতিপক্ষ শত্রুকে পথ হইতে দূর কর।

বৃকঃ। বৃক বৃক আদানে। বর্কত ইতি বৃকঃ। ইগুপধলক্ষণঃ কঃ। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। দুঃশেবঃ। দুষ্টং শেবং যস্যাসৌ দুঃশেবঃ। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বা দুঃখেন সেবাত ইতি দুঃশেবঃ। বর্ণব্যত্যয়েন সকারস্য শকারঃ। ঈষদ্দুঃসুষিতি খল্। লিৎস্বরেণ প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। আদিদেশতি। দিশ অতিসর্জ্জনে। লেটোডাগমঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। বহুলং ছন্দসীতি বক্তব্যাং। পা০ ৭।৩।৮৯।২। ইতি বচনাদভ্যস্তাচীতিঃ লঘূপধগুণপ্রতিষেধাভাবঃ। পথঃ। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ (১ম—৪২সূ—২ঋ)॥

দ্বিতীয় (৪৯৯) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

কখনও বা প্রলোভনের দ্বারা, কখনও বা ভীতিপ্রদর্শনের দ্বারা, আমাদিগের রিপুশত্রুগণ আমাদিগকে বিপথগামী করে। সেই শত্রুগণ আমাদিগের সর্ব্বনাশ-সাধনকারী। তাহারা আমাদিগের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সকল প্রকার ধনেরই অপহর্ত্তা। জগৎপোষক পূষাদেবতা সেই শত্রুগণকে আমাদিগের বিচরণমার্গ হইতে দূরীভূত করুন, সেই সকল শত্রুর সহিত আমাদিগের সকলপ্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হউক। আমরা যে পথে অগ্রসর হই বা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, শত্রুগণ যেন সে পথে বিদ্যমান্ না থাকে, যেন সে কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুত না হয়। ইহাই এ মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্মার্থ। (১ম—৪২সূ—২ঋ)।

বৃকঃ। বৃক ও বৃকধাতু আদানার্থ বুঝায়। 'বর্কতে' এই বাক্যে 'বৃকঃ' পদটী হইয়াছে। ইক্ উপধা-লক্ষণ-প্রযুক্ত 'কঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। বৃষাদিত্ব-প্রযুক্ত আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। দুঃশেবঃ। 'দুষ্টং সেবং যস্য' এই বাক্যে 'দুঃশেবঃ' পদ হইয়াছে। 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং' এই নিয়মানুসারে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অথবা 'দুঃখেন সেবাতে' এই বাক্যে 'দুঃশেবঃ' পদ হয়। বর্ণব্যত্যয় হেতু 'স'কারের স্থানে 'শ'কার হইয়াছে। 'ঈষদ্দুঃসুষু' এই সূত্রানুসারে 'খল্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'লিৎস্বরেণ' এই নিয়মানুসারে প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। আদিদেশতি। অতিসর্জ্জনার্থক 'দিশ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লেট্' বিভক্তিতে 'অট্' আগম হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে শপের স্থানে 'শ্লুঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসীতি বক্তব্যাং' (পা০ ৭।৩।৮৯।২) এই বচনানুসারে 'অভ্যস্তাচীতিঃ' নিয়মানুসারে লঘু উপধার গুণের নিষেধ হয় নাই। পথঃ। 'উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে॥ (১ম—৪২সূ—২ঋ)।

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিচত্বারিংশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্)।

অপ ত্যং পরিপন্থিনং মুষীবাণং হুরশ্চিতং।

দূরমধি স্রুতেরজ ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অপ। ত্যং। পরিঽপন্থিনং। মুষীবাণং। হুরঃঽচিতং।

দূরং। অধি। স্রুতেঃ। অজ ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'পরিপন্থিনং' (সন্মার্গস্য প্রতিবন্ধকং) 'মুষীবাণং' (তস্কররূপং, সদ্ভাবাপহারকং) 'হুরশ্চিতং' (কৌটিল্যানাং সঞ্চেতারং, কুমতিপ্রদং) 'ত্যং' (পূর্ব্বকথিতং শত্রুং) 'স্রুতেঃ' (মার্গাৎ, অস্মৎসকাশাৎ) 'দূরং' (দূরদেশং) 'অধি' (প্রতি) 'অপ-অজ' (অপগময়, বিতাড়য়)। হে দেব! কৃপয়া ত্বং অসদ্ভাবপরিবৃদ্ধিকারকং তং শত্রুং অপজহি—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৪২সূ—৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সৎপথ গমনে প্রতিবন্ধক, সদ্ভাবাপহারক, কুমতিপ্রদ, পূর্ব্বকথিত সেই শত্রুকে আমাদিগের নিকট হইতে (হে দেব! আপনি) দূরে বিতাড়িত করুন। (১ম—৪২সূ—৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

ত্যং তাদৃশং পূর্ব্বোক্তগুণযুক্তং স্রুতের্মার্গাদধি দূরমত্যন্তদূরদেশং প্রতি অপাজ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পূর্ব্বোক্তগুণযুক্ত প্রতিপক্ষকে পথ হইতে অত্যন্ত দূরদেশে অপগত কর। প্রতিপক্ষ কি প্রকার? পথ-প্রতিবন্ধক এবং তস্কর। মুষীব ইহা তস্করের নাম। তস্করের

অপগময়। কীদৃশং। পরিপন্থিনং। মার্গপ্রতিবন্ধকং। মুষীবাণং। তস্কররূপং। মুষীবেতি তস্করস্য নাম। মুষীবান্ মলিম্লুচ ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। হুরশ্চিতং। কৌটিল্যানাং সঞ্চেতারং॥

পরিপন্থিনং। ছন্দসি পরিপন্থিপরিপরিণৌ পর্যাবস্থাতরি। পা০ ৫।২।৮৯। ইতি শত্রাবভিধেয় ইনিপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। মুষীবাণং। মুষ স্তেয়ে। মোষণং মুষিঃ। ঔণাদিকো ভাবে কিপ্রত্যয়ঃ। মুষিং বনতি সম্ভজত ইতি মুষীবা। বন ষণ সম্ভক্তৌ। অন্যেভ্যোহপি দৃশ্যন্ত ইতি বিচ্ প্রত্যয়ঃ। সঞ্জ্ঞায়ামস্থানে চ সমুক্ষৌ। পা০ ৬।৪।৮। ইতি দীর্ঘঃ। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি পূর্বপদস্য দীর্ঘত্বং। হুরশ্চিনোতীতি হুরশ্চিৎ। হুর্চ্ছা কৌটিল্যে। সম্পদাদিলক্ষণঃ ক্বিপ্। রাল্লোপ ইতি ছকারলোপঃ। চিনোতেঃ ক্বিপি তুগাগমঃ। তৎপুরুষে কৃতি বহুলমিত্যলুক্। কৃত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অজেঃ। অজ গতৌ। ক্বিচক্কৌ চ সঞ্জ্ঞায়ামিতি ক্বিচ্। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। অজ। অজ গতিক্ষেপণয়োঃ॥ (১ম—৪২সূ—৩ঋ)॥

তৃতীয় (৫০০) ঋকের বিশদার্থ।

—§•§—

এই ঋকেও সেই শত্রুকে অপসারিত করিবার জন্যই প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। তবে এখানে শত্রুর কয়েকটী নূতন পরিচয় আছে। যে শত্রু—আমাদিগের সৎপথ-গমনে বিঘ্ন আনয়ন করে; যে শত্রু—আমাদিগের সদ্ভাবসমূহ অপহরণ করে; যে শত্রু—আমাদিগের হৃদয়ে

নাম সমূহের মধ্যে মুষীবান ও মলিম্লুচ একরূপ পাঠ আছে। 'হুরশ্চিৎ' পদের অর্থ কৌটিল্যসঞ্চারী অর্থাৎ কুটিল।

পরিপন্থিনং। 'ছন্দসি পরিপন্থিপরিপরিণৌপর্যাবস্থাতরি' (পাঃ ৫।২ ৮৯) এই সূত্রানুসারে শত্রুবিষয়ে অভিধান জন্য ইন্ প্রত্যয়ান্ত হইয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। মুষীবাণং। স্তেয়ার্থক 'মুষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'মোষণং' এই অর্থে 'মুষি' হইয়াছে। ভাববাচ্যে ঔণাদিক 'কি' প্রত্যয় হইয়াছে। মুষিকে সম্যক্‌রূপে ভজনা করেন এই অর্থে 'মুষীবা' হইয়াছে। সম্ভক্ত্যর্থ 'বন' ও 'ষণ' ধাতু। 'বন' ধাতুর উত্তর 'অন্যেভ্যোহপি দৃশ্যন্তে' এই নিয়মানুসারে 'বিচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'সঞ্জ্ঞায়ামস্থানে চ সমুক্ষৌ' (পাঃ ৬।৪।৮) এই সূত্রানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই নিয়মানুসারে পূর্বপদের দীর্ঘত্ব হইয়াছে। হুরশ্চিৎ। 'হুরশ্চিনোতীতি' এই বাক্যে 'হুরশ্চিৎ' পদটী হইয়াছে। কৌটিল্যার্থক 'হুর্চ্ছা' ধাতুর উত্তর 'সম্পদাদিলক্ষণঃ ক্বিপ্' এই নিয়মানুসারে 'ক্বিপ্' হইয়াছে। 'রাল্লোপ' এই নিয়মানুসারে 'ছ' কার লোপ হইয়াছে। চিনোতি 'চি' ধাতুর ক্বিপ্ প্রত্যয় পরে 'তুক্' আগম হইয়াছে। 'তৎপুরুষে কৃতি বহুলং' এই নিয়মানুসারে 'তুকে'র লুক্ হয় নাই। কৃত্তের উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। অজেঃ। গত্যর্থক 'অজ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ক্বিচক্কৌ চ সংজ্ঞায়াং' এই নিয়মানুসারে 'ক্বিচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'চিত' এই নিয়মানুসারে অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে অজ। গতি এবং ক্ষেপণার্থক অজ ধাতু॥ (১ম-৪২সূ ৩ঋ)॥

কুটিলতার সঞ্চার করিয়া থাকে। ইহসংসারে আমাদিগের বিচরণ-পথে সে শত্রু যেন কদাচ আশ্রয়-প্রাপ্ত না হয়, হে দেব, আপনি তাহার বিধান করুন। এই সকল স্বভাব-সঙ্গত সরল প্রার্থনাই এ ঋকে প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম—৪২সূ—৩ঋ)।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথম মণ্ডলং। দ্বিচত্বারিংশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্)

ত্বং তস্য দ্বয়াবিনোঽঘশংসস্য কস্যচিৎ।

পদাভি তিষ্ঠ তপুষিং ॥ ৪ ।

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। তস্য। দ্বয়াবিনঃ। অঘশংসস্য। কস্য। চিৎ।

পদা। অভি। তিষ্ঠ। তপুষিং ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে পূষন্! 'ত্বং' 'তস্য' (পূর্ব্বকথিতস্য) 'দ্বয়াবিনঃ' (প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাপহারকস্য) 'অঘশংসস্য' (অনিষ্টসাধকস্য তস্করস্য) 'তপুষিং' (পরসন্তাপকং দেহং) 'পদা' (ত্বদীয়েন পাদেন) 'অভি' (আক্রম্য, বিদলিতং কৃত্বা ইতি যাবৎ) 'তিষ্ঠ' (অবস্থানং কুরু)। হে দেব! ত্বং তং শত্রুং পদদলিতং কুরু—ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৪২সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে পূষাদেব! আপনি সেই প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষের অপহারক, অনিষ্ট-সাধক তস্করের পরসন্তাপকারী দেহকে আপনার পদের দ্বারা আক্রমণ করিয়া (বিদলিত করিয়া) অবস্থান করুন। (১ম—৪২সূ—৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে পূষন্ ত্বং তস্য চোরস্য তপুষিং পরসন্তাপকং দেহং পদাভিতিষ্ঠ। স্বকীয়েন পাদেনাক্রম্য তিষ্ঠ। কীদৃশস্য দ্বয়াবিনঃ। প্রত্যক্ষাপহারঃ পরোক্ষাপহারশ্চেতি দ্বয়ং তদ্যুক্তস্য। অঘশংসস্য। অস্মাস্বনিষ্টমঘং শংসতঃ। অঘশংস ইতি তস্করনাম। মলিম্লুচোঽঘশংসো বৃক ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। কস্যচিদনির্দিষ্ট বিশেষস্য কস্যাপি॥

দ্বয়াবিনঃ। দ্বয়মস্যাস্তীতি দ্বয়াবী। বহুলং ছন্দসীতি মত্বর্থীয়ো বিনিঃ। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি দীর্ঘত্বং। অঘশংসস্য। অঘে পাপে শংসো মনস্যভিলাষো যস্য সোঽয়মঘশংসঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। তপুষিং। তাপয়ত্যনেনান্যমিতি তপুষিঃ। ঔণাদিক উষিন্‌প্রত্যয়ঃ। বহুলবচনাদিকারস্য নেৎ সংজ্ঞা। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৪২সূ—৪ঋ)।

চতুর্থ (৫০১) ঋকের বিশদার্থ।

—§.§—

এই ঋকেও পূর্ব্ব কথিত সেই শত্রুর একটু পরিচয় আছে; এবং তাহাকে পদদলিত বিমর্দ্দিত করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। সে শত্রু কেমন? না—প্রত্যক্ষের ও অপ্রত্যক্ষের অপহারক। আমাদের সৎকর্ম্ম কতক আমাদের জ্ঞাতসারে হয়, কতক আমাদের অজ্ঞাতে হয়। কিন্তু সে শত্রু এমনই অনিষ্টকারক যে, সেই দ্বিবিধ সৎকর্ম্মেরই পরিপন্থী হইয়া আছে। কেবল অনিষ্ট-সাধনই তাহার কর্ম্ম। তাহার দেহ পরকে পীড়া প্রদান জন্যই যেন সৃষ্ট হইয়াছে। এখানকার প্রার্থনা,—'হে দেব! আপনি সেই শত্রুকে একেবারে আপনার পদতলে পিষিয়া রাখুন—সে যেন আর মাথা তুলিতে না পারে।' (১ম—৪২সূ—৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে পূষন্! আপনি সেই চোরের পর-সন্তাপক দেহকে আপনার পদ দ্বারা আক্রমণ করিয়া স্থিত হউন। কিরূপ চোর? প্রত্যক্ষাপহারক ও পরোক্ষাপহারক, এবং আমাদিগের অনিষ্টাভিলাষী। 'অঘশংস' তস্করের নাম। চোর নামসমূহের মধ্যে 'মলিম্লুচ, অঘশংস, বৃক এই প্রকার পাঠ আছে। অনির্দ্দিষ্ট বিশেষ কোন চোরের (বিষয় এখানকার লক্ষ্য)।

দ্বয়াবিনঃ। 'দুইটী আছে ইহার'—এই বাক্যে 'দ্বয়াবী' পদটী হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে মত্বর্থে 'বিন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই নিয়মানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে। অঘশংসস্য। পাপ-বিষয়ে মনে অভিলাষ যাহার, সেই অঘশংস। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। তপুষিং। ইহার দ্বারা অন্যকে তাপ প্রদান করে—এই বাক্যে তপুষিং পদ হয়। ঔণাদিক 'উষিন্' প্রত্যয়। বহুবচন-হেতু ইকারের ইৎ সংজ্ঞা হয় নাই। 'নিত্ত্ব'-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৪২সূ—৪ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিচত্বারিংশৎ-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

আ তত্তে দস্র মন্তুমঃ পূষন্নবো বৃণীমহে।

যেন পিতৄনচোদয়ঃ ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। তৎ। তে। দস্র। মন্তুহমঃ। পূষন্। অবঃ। বৃণীমহে।

যেন। পিতৄন। অচোদয়ঃ ॥ ৫ ॥

অম্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মন্তুমঃ' (জ্ঞানবান্) 'দস্র' (পাপনাশক, শত্রুসংহারকারিন্) 'পূষন্' (জগৎরক্ষক দেব!) 'যেন' (রক্ষণেন, প্রকারেণ) 'পিতৄন্' (পূর্ব্বপুরুষান্) 'অচোদয়ঃ' (রক্ষিতবান্ অসি, পাপাৎ পরিত্রাণং কৃতবান্), 'তৎ' (তাদৃশং) 'তে' (তব) 'অব' (রক্ষণং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'বৃণীমহে' (প্রার্থয়ামহে)। হে দেব! ত্বং অস্মাকং পিতৃপুরুষান্ রক্ষিতবান্; করুণয়া অস্মান্ রক্ষ। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৪২সূ ৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানবান্, পাপনাশক (শত্রুসংহারকারী), জগৎরক্ষক হে দেব! যে প্রকারে আপনি আমাদিগের পিতৃপুরুষগণকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন (পাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন); আপনার তদ্রূপ রক্ষা আমরা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনা করিতেছি। (১ম—৪২সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মন্তুমঃ। জ্ঞানবন্দস্র দর্শনীয়। যদ্বা বৈয়ুপক্ষয়করিন্ পূষন্। তে ত্বদীয়ং তদবস্তাদৃশং রক্ষণমাবৃণীমহে। সর্ব্বতঃ প্রার্থয়ামহে। যেন রক্ষণেন পিতৄন্ আঙ্গিরঃ প্রভৃতীন্ পিতৃদেহানচোদয়ঃ। প্রেরিতবানসি। তদ্রক্ষণমিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানবান্! দর্শনীয়! অথবা শত্রুক্ষয়কারিন্ পূষন্! আমরা ত্বদীয় রক্ষণকে সর্ব্বপ্রকারে প্রার্থনা করি। যে রক্ষণ দ্বারা অঙ্গিরা প্রভৃতি পিতৃগণের দেহকে আপনি প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই রক্ষণকে—ইত্যাদি পূর্ব্বের সহিত অন্বয়।

দস্র। দসি দংসনদর্শনয়োঃ। স্ফায়িতঞ্চীত্যাদিনা রক্। আগমস্নুশাসনস্যানিত্যত্বান্নুমভাবঃ। যদ্বা দসু উপক্ষয় ইত্যস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ পূর্ব্ববদ্রক্। মন্তুমঃ। মনঃ জ্ঞানে। কমিমনিজনীত্যাদিনা ভাবে তু-প্রত্যয়ঃ। মন্তুর্জ্ঞানমস্যাস্তীতি মন্তুমান্। সম্বুদ্ধৌ মতুবসো-রুরিতি রুত্বং। অচোদয়ঃ। চুদ সঞ্চোদনে। চৌরাদিকঃ॥ (১ম—৪২সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে চতুর্ব্বিংশো বর্গঃ॥ ২৪॥

পঞ্চম (৫০২) ঋকের বিশদার্থ।

দেবতা জ্ঞানবান্, দেবতা পাপনাশক, দেবতা শত্রুসংহারক, দেবতা জগৎরক্ষক। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে তিনি রক্ষা করেন। এখানে একটু সূক্ষ্মভাব মনে আসিতে পারে। পিতৃপুরুষগণ তাঁহাদের সৎকর্ম্মপ্রভাবে দেবতার অনুকম্পা লাভ করিয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হইয়াছেন। আমাদের সে কর্ম্মপ্রভাব নাই। অথচ, আমরা দেবতার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি। এ পক্ষে দেবতার করুণাই আমাদের একমাত্র ভরসা। 'হে দেব! করুণা করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন'—এই প্রার্থনা। (১ম—৪২সূ—৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিচত্বারিংশৎ-সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

অধা নো বিশ্বসৌভগ হিরণ্যবাশীমত্তম।

ধনানি সুষণা কৃধি॥ ৬॥

দস্র। দংসন ও দর্শনার্থক দাস ধাতু। 'স্ফায়িতঞ্চ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'রক্' প্রত্যয় হইয়াছে। আগমানুশাসনের অনিত্যত্ব-হেতু 'নুম্' হয় নাই। অথবা উপক্ষয়ার্থক 'দসু' ধাতুর উত্তর অন্তর্ভাবিত ণিজর্থ-প্রযুক্ত পূর্ব্বের ন্যায় 'রক্' প্রত্যয় হইয়াছে। মন্তুমঃ। জ্ঞানার্থক মন ধাতুর উত্তর 'কমিমনিজনি' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'তু' প্রত্যয় হইয়াছে। মন্তু অর্থাৎ জ্ঞান আছে ইহার—এই বাক্যে মতুপ্ প্রত্যয় করিয়া 'মন্তুমান্' পদ হইয়াছে। 'সম্বুদ্ধৌ মতুবসোরুঃ' এই নিয়মানুসারে 'রুত্ব' হইয়াছে। অচোদয়ঃ। সংচোদনার্থক 'চুদ' ধাতু হইতে উৎপন্ন উহা চুরাদিগণীয়॥ (১ম—৪২সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্ব্বিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ২৪॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অধ। নঃ। বিশ্বঽসৌভগ। হিরণ্যবাশীমত্তম।

ধনানি। সুঽসনা। কৃধি ॥ ৬ ॥

• . •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বসৌভগ' (সকলসৌভাগ্যযুক্ত), 'হিরণ্যবাশীমত্তম' (সুবর্ণপ্রভজ্ঞানকিরণসম্পন্ন, মঙ্গলপ্রদ-ধীবিশিষ্ট) হে দেব, 'অধা' (অস্মাকং প্রার্থনাশ্রবণানন্তরং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ধনানি' (পরমার্থরূপাণি ঐশ্বর্য্যাণি) 'সুষণা' (সুষণানি, সুলভানি) 'কৃধি' (কুরু)। সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিন্ মঙ্গলপ্রদ হে দেব! অস্মাকং পরমং মঙ্গলং সাধয়, পরমার্থরূপং ধনং চ প্রযচ্ছ। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৪২সূ—৬ঋ)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

সকল-ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট, মঙ্গলপ্রদ-ধীসম্পন্ন হে দেব! আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণান্তর, আপনি আমাদিগের (পক্ষে) পরমার্থ-ধন সুপ্রাপ্য করিয়া দিউন। (১ম—৪২সূ—৬ঋ)।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বিশ্বসৌভগ কৃৎস্নধনযুক্ত। যদ্বা কৃৎস্নসৌভাগ্যযুক্ত। হিরণ্যবাশীমত্তম। অতিশয়েন সুবর্ণময়ায়ুধবন্ পূষন্। অধা পূর্ব্বোক্তাস্মদীয়প্রার্থনানন্তরং নোঽস্মাকং ধনানি সুবর্ণমণিমুক্তাদীনি সুষণা সুষ্ঠুদানযুক্তানি কৃধি। কুরু ॥

অধা। অথশব্দে ধত্বং ছান্দসং। নিপাতস্য চেতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং। বিশ্বসৌভগ। সুভগান্মন্ত্রে। পা০ ৫।১।১২৯। ইত্যুদ্গাত্রাদিষু পাঠাদ্ভাবেঽঞ্। হৃদ্ভগসিন্ধ্বন্তে পূর্ব্বপদস্য চ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সমস্তধনযুক্ত! অথবা সর্ব্ববিধ সৌভাগ্যযুক্ত! অতিশয় সুবর্ণময় আয়ুধবিশিষ্ট পূষন্! আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনানন্তর আমাদিগের সম্বন্ধে সুবর্ণমণিমুক্তাদি ধন-সমূহ শোভন-দান-যুক্ত করুন।

অধা। শব্দার্থক 'অথ' ধাতু ছান্দস-হেতু "ধত্ব' প্রাপ্ত হইয়াছে। 'নিপাতস্য চ' এই নিয়মানুসারে সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘ হইয়াছে। বিশ্বসৌভগ। 'সুভগান্মন্ত্রে' (পাং, ৫।১।১২৯) এই নিয়মানুসারে উদ্গাত্রাদি মধ্যে পাঠ-প্রযুক্ত-হেতু, ভাবে 'অঞ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'হৃদ্ভগ-

পা০ ৭।৩।১৯। ইত্যুত্তরপদবৃদ্ধৌ প্রাপ্তায়াং সত্যাং সর্ব্ববিধীনাং ছন্দসি বিকল্পিতত্বাদুত্তরপদবৃদ্ধির্ন ভবতীতি বৃত্তাবুক্তং। বিশ্বানি সৌভগানি যস্যাসৌ বিশ্বসৌভগঃ। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। হিরণ্যবাশীমত্তম। হিরণ্ময়ী বাশী। তদেষামস্তীতি হিরণ্যবাশীমন্তঃ। অতিশয়েন হিরণ্যবাশীমান্ হিরণ্যবাশীমত্তমঃ। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। সুষণা। বন ষণ সম্ভক্তৌ। সুখেন সম্ভজ্যন্ত ইতি সুষণানি। ঈষদ্দুঃসুষিতি খল্। শেশ্ছন্দসীতি শের্লোপঃ। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। কৃধি। ডুকৃঞ্ করণে। শ্রুশৃণুপৄকৃবৃভ্যশ্ছন্দসীতি হের্ধিরাদেশঃ। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্॥ (১ম—৪২সূ—৬ঋ)॥

ষষ্ঠ (৫০৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে দেবতার দুইটী বিশেষণ আছে। বলা হইয়াছে—তিনি 'বিশ্বসৌভগ'। অর্থাৎ, জগতের সকল প্রকার সৌভাগ্য ঐশ্বর্য্য তাঁহাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে—তিনি 'হিরণ্যবাশীমত্তম'। এই শব্দের অর্থ-বিষয়ে মতান্তর আছে। ভাষ্যকার এবং ভাষ্যানুসারী ব্যাখ্যাকারগণ ঐ পদে "সুবর্ণনির্ম্মিত অস্ত্রধারী" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ঐ পদে অন্যরূপ অর্থ আমনন করি। বিশ্বের ঐশ্বর্য্য তাঁহাতে আছে, আর তিনি সুবর্ণনির্ম্মিত অস্ত্র ধারণ করিয়া আছেন,—এই দুই উক্তির পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। এক সঙ্গে ঐ দুই অর্থে ঐ দুই পদের প্রয়োগে কি সার্থকতা আছে? বিশেষতঃ, 'হিরণ্যবাশীমত্তম' পদের বিশ্লেষণ করিয়া ভাবার্থ গ্রহণ করিলে, আমাদের পরিগৃহীত অর্থের

সিদ্ধস্যে পূর্ব্বপদস্য চ' (পাং ৭।৩।১৯) এই সূত্রানুসারে উত্তরপদের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, সকল বিধিরই ছন্দবিষয়ে বিকল্পিতত্ব-হেতু উত্তরপদের বৃদ্ধি হয় না—বৃত্তিতে ইহা বলা হইয়াছে। 'বিশ্বানি সৌভগানি যস্য অসৌ'—এই ব্যাসবাক্যে 'বিশ্বসৌভগঃ' পদটী হইয়াছে। আমন্ত্রিত-হেতু নিঘাত হইয়াছে। হিরণ্যবাশীমত্তম। হিরণ্ময়ী যে বাশী তাহাই আছে ইহাদের—এক বাক্যে হিরণ্যবাশীমন্তঃ পদ হয়। 'অতিশয় হিরণ্যবাশীমান্' এই বাক্যে হিরণ্যবাশীমত্তম পদটী হইয়াছে। আমন্ত্রিত-হেতু নিঘাত হইয়াছে। সুষণা। 'বন' ও 'ষন' ধাতু সম্ভক্ত্যর্থ বুঝায়। 'সুখেন সম্ভজ্যন্তে' অর্থাৎ সুখ-হেতু সম্ভজনা করে—এই অর্থে, 'সুষনানি' পদ হয়। 'ঈষদ্দুঃসুষু' এই নিয়মানুসারে 'খল্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'শেশ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে 'শি'র লোপ হইয়াছে। 'লিতি' এই নিয়মানুসারে প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। কৃতের উত্তর পদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। কৃধি। 'কৃঞ্' কৃ-ধাতু করণার্থ বুঝায়। 'শ্রুশৃণুপৄকৃবৃভ্যশ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে বিকরণের লুক্ হইয়াছে॥ (১ম—৪২সূ—৬ঋ)॥

সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। 'হিরণ্য' শব্দে এখানে 'ধন' 'সৌভাগ্য' অর্থ গ্রহণ করা যায়। 'হিরণ্যপাণি' পদে যজুর্ব্বেদে নানাস্থানে মঙ্গলপ্রদ হস্তবিশিষ্ট অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। এখানেও সেই ভাব মনে আসে। ভাব এই যে, দেবতা পরমধনশালী, তিনি মঙ্গলপ্রদ সেই ধন বিতরণের জন্য সদা প্রস্তুত আছেন। এখন সেই 'ধন' (ধনানি) বলিতে কি বুঝি? ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ 'স্বর্ণরৌপ্যাদি ধন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অধিকারী অনুসারে সে অর্থ হইতে পারে। কিন্তু সাধনা-ক্ষেত্রে ঐ 'ধনানি' পদে 'পরমার্থ-ধন' অর্থই সঙ্গত হয়। এ পক্ষে, 'হে দেব! পরমার্থ-ধন আমার সুপ্রাপ্য করিয়া দেন'—প্রার্থনার ইহাই মর্ম্ম। (১ম—৩২সূ—৬ঋ)।

—০—

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিচত্বারিংশৎ-সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

অতি নঃ সশ্চতো নয় সুগা নঃ সুপথা কৃণু।

পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥ ৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অতি। নঃ। সশ্চতঃ। নয়। সুহগা। নঃ। সুহপথা। কৃণু।

পূষন্। ইহ। ক্রতুং। বিদঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'পূষন্' (হে জগৎপোষক দেব!) 'সশ্চতঃ' (অস্মদ্বাধনায় প্রাপ্নুবতঃ শত্রূন্ প্রতি) 'নঃ' (অস্মান্) 'অতি' (অতিক্রম্য) 'নয়' (অন্যত্র প্রাপয়); 'নঃ' (অস্মান্) 'সুগা' (সুষ্ঠু-গন্তুং শক্যান) 'সুপথা' (সৎপথেন গন্তৄন্) 'কৃণু' (কুরু); 'ইহ' (সৎপথপ্রাপ্তিবিষয়ে) 'ক্রতুং' (প্রজ্ঞানং), 'বিদঃ' (লম্ভয়, প্রাপয়)। হে দেব! অস্মান্ শত্রুসম্বন্ধাৎ বিচ্ছিন্নান্ কুরু; সৎপথঞ্চ প্রাপয়। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৪২সূ—৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

জগৎপোষক হে দেব! আমাদিগের (সৎপথগমনে) বাধাপ্রদানকারী শত্রুদিগকে, আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া, অন্যত্র স্থাপন করুন (অর্থাৎ, আমাদিগের সহিত তাহাদিগের যেন কোনও সম্বন্ধ না থাকে); আমাদিগকে সুপথে সুষ্ঠুভাবে গমনশীল করুন; এবং সৎপথগমনবিষয়ে আমাদিগকে প্রজ্ঞানসম্পন্ন করুন। (১ম—৪২সূ—৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

সশ্চতঃ সঙ্গচ্ছমানান্ বাধনায় প্রাপ্নুবতঃ শত্রূন্ অস্মান্ অতিক্রম্য নয়। অন্যত্র প্রাপয়। নোঽস্মান্ সুগা সুষ্ঠু গন্তুং শক্যান্ সুপথা শোভনমার্গেণ কৃণু। গন্তৄন্ কুরু। হে পূষন্ ইহাস্মিন্ কর্মণি ক্রতুং প্রজ্ঞানমস্মদ্রক্ষণরূপং বিদঃ। জানীহি॥

সশ্চতঃ। ষস্জ গতৌ। ষস্জ গত্যাবিত্যস্য সশ্চমপোকে পঠন্তীতি ধাতুবৃত্তাবুক্তং। অস্মাচ্ছতৃ। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। প্রত্যয়স্বরেণ শতুরুদাত্তত্বং। শতুরনুম ইতি বিভক্ত্যা উদাত্তত্বাভাবশ্ছান্দসঃ। সুগা। সুষ্ঠু গচ্ছন্ত্যত্রেতি সুগঃ। সুদুরোরধিকরণ ইতি গমের্ড-প্রত্যয়ঃ। সুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ায়া আকারঃ। সুপথা। শোভনেন পথা। ন পূজনাদিতি সমাসান্ত প্রতিষেধঃ। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। ক্রত্বা-দয়শ্চেত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং ন ভবতি। অবহুব্রীহিত্বাৎ। তত্র হি বহুব্রীহাবিতি বর্ত্ততে।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের বাধা-প্রদায়ক শত্রুকে অন্য পথে লইয়া যাউন। আমাদিগকে সুপথে গমন যোগ্য করুন। আমরা যাহাতে সুখে সুপথে গমন করিতে পারি, আমাদিগকে সেই জ্ঞান দান করুন।

সশ্চতঃ। 'ষস্জ গতৌ' এই স্থানে কেহ 'সশ্চিম' এইরূপ পাঠও করিয়াছেন—ইহা বৃত্তিতে উক্ত হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে শপের লুক্ হইয়াছে। প্রত্যয়-স্বরের সহিত 'শতৃ' প্রত্যয়ের উদাত্তত্ব হইয়াছে। 'শতুরনুম' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির ছান্দস-হেতু উদাত্তত্বাভাব হইয়াছে। সুগা। 'সুষ্ঠু গচ্ছন্ত্যত্র' এই বাক্যে 'সুগঃ' পদ হয়। 'সুদুরোরধিকরণে' এই নিয়মানুসারে গম ধাতুর উত্তর 'ড' প্রত্যয় হইয়াছে। 'সুপাং সুলুক্' এই নিয়মানুসারে তৃতীয়ার স্থানে আকার হইয়াছে। সুপথা। সুন্দর পথ দ্বারা। 'পূজনাৎ' এই নিয়মানুসারে সমাসান্তের প্রতিষেধ হইয়াছে। 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং' এই নিয়মানুসারে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ক্রতুং। 'ক্রত্বাদয়শ্চ' এই নিয়মানুসারে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হয় নাই। বহুব্রীহি নহে এই হেতু। সেই স্থানে 'বহুব্রীহৌ' এই কথাটী বিদ্যমান আছে। [illegible] হিংসা এবং

কৃণু। কৃবি হিংসাকরণয়োঃ। ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ্চেত্যুপ্রত্যয়ঃ। উতশ্চ প্রত্যয়াদিতি হের্লুক্। বিদঃ। বিদ জ্ঞানে। লেটোড়াগমঃ। ইতশ্চলোপ ইতীকারলোপঃ॥ (১ম—৪২সূ—৭ঋ)।

সপ্তম (৫০৪) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের ভাব পূর্ব্ব-পূর্ব্ব ঋকেরই অনুসারী। আমাদিগের সহিত যেন শত্রুর সম্বন্ধ না ঘটে; অসদ্ভাবনিবহকে আমাদিগের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাউন, আমাদিগকে সুপথগামী করুন, আর সুপথে যাইবার জন্য আমাদিগের যেন জ্ঞানসঞ্চার হয়,—এবংবিধ প্রার্থনাই এ ঋকের মেরুদণ্ড-স্থানীয়। প্রার্থনা,—'দেবতার কৃপায়, অসদ্ভাব দূরে যাউক, সত্ত্বভাবে হৃদয়-মন পূর্ণ হউক, সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্তি আসুক, জ্ঞান সৎকর্ম্ম-সাধনে উদ্বুদ্ধ করুক। হে ভগবন্! তাহাই করুন।' (১ম—৪২সূ—৭ঋ)।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিচত্বারিংশং-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

অভি সূযবসং নয় ন নবজ্বারো অধ্বনে।

পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অভি। সুঽযবসং। নয়। ন। নবঽজ্বারঃ। অধ্বনে।

পূষন্। ইহ। ক্রতুং। বিদঃ ॥ ৮ ॥

করণার্থক কৃবি ধাতু। 'ধিন্বি কৃণ্বোরচ্চ' এই নিয়মানুসারে 'উ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'উতশ্চ প্রত্যয়াৎ' এই নিয়মানুসারে 'হি'র লুক্ হইয়াছে। বিদঃ। জ্ঞানার্থক বিদ ধাতু, 'লেট্' বিভক্তিতে 'অট' আগম হইয়াছে। 'ইতশ্চ লোপঃ' এই নিয়মানুসারে ইহার ইকার লোপ হইয়াছে॥ (১ম—২৪সূ—৭ঋ)॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'পূষন্' (হে জগৎপোষক দেব!) অস্মান্ 'সূযবসং' (শোভনতৃণোষধিযুক্তং, শান্তিপ্রদং স্থানং) 'অভি নয়' (অভিতঃ প্রাপয়); 'অধ্বনে' (মার্গায়, অস্মাকং গন্তব্যপথে) 'নবজ্বারঃ' (নূতনসন্তাপঃ) 'ন' (ন ভবতু); 'ইহ' (সৎপথপ্রাপ্তিবিষয়ে) 'ক্রতু' (প্রজ্ঞানং) 'বিদ' (লম্ভয়)। হে দেব! অস্মান্ শান্তিং দেহি। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৪২সূ—৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জগৎপোষক দেব! আমাদিগকে শান্তি-প্রদ স্থান অভিমুখে লইয়া যাউন; আমাদিগের গন্তব্যপথে নূতন সন্তাপ যেন না আসে; সৎপথ-প্রাপ্তিবিষয়ে আমাদিগকে প্রকৃষ্টজ্ঞান প্রদান করুন। (১ম—৪২সূ—৮ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে পূষন্! সুযবসং শোভনতৃণোপলক্ষিতং সর্ব্বৌষধিযুক্তং দেশমভি নয়। অস্মানভিতঃ প্রাপয়। অধ্বনে মার্গায় নবজ্বারো নূতনং সন্তাপো ন ভবত্বিতি শেষঃ। মার্গে গচ্ছতা-মস্মাকমিদানীন্তনঃ ক্লেশঃ কোঽপি মা ভূদিত্যর্থঃ। গতার্থমন্যৎ॥

সুযবসং। শোভনং যবসং যস্মিন্দেশে স সুযবসো দেশঃ। নিপাতস্য চেতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘত্বং। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। ক্রত্বাদির্বা দ্রষ্টব্যঃ। নবজ্বারঃ। জ্বরঃ রোগে। ভাবে ঘঞ্। নবশ্চাসৌ জ্বারো নবজ্বারঃ। থাথাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং॥ (১ম—৪১সূ—৮ঋ)।

অষ্টম (৫০৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'সূযবসং' পদটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ মনে হয়,—মরুস্থলী হইতে পথিক যেন তৃণপূর্ণ শস্যসমন্বিত স্থানে যাইবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছে। এ পক্ষে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে পূষন্। আপনি আমাদিগকে সুন্দরতৃণবিশিষ্ট অর্থাৎ সর্ব্বৌষধিযুক্ত দেশে লইয়া যাউন। পথ নিমিত্ত যেন আমাদিগের নূতন সন্তাপ উপস্থিত না হয়। অর্থাৎ, আমরা ইদানীন্তন যেন কোনও ক্লেশ পথে গমনকালীন প্রাপ্ত না হই। অন্য অর্থ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সুযবসং। সুন্দর যবস্ অর্থাৎ তৃণ যে দেশে সেই সুযবস দেশ। 'নিপাতস্য চ' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের দীর্ঘত্ব হইয়াছে। 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং' এই নিয়মানুসারে উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অথবা ক্রত্বাদি দ্রষ্টব্য। নবজ্বরে। রোগার্থক জ্বর এই ব্যাস-বাক্যে 'নবজ্বার' পদটী হইয়াছে। 'থাথাদি' ইত্যাদি নিয়মানুসারে উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—২৪সূ—৮ঋ)।

ভারতাগমনকালে আর্য্যগণের মধ্য-এসিয়ার দুরন্ত মরুভূমি অতিক্রমের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই মন্ত্রটীকে সে যুক্তির একটী পোষক প্রমাণ বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা অধ্যাত্মপথের পথিক, তাঁহাদের পক্ষে এ মন্ত্রের ভাব এই যে, জন্ম-জরা-মরণশীল এই যে সংসার—ইহাই মরুভূমিস্থানীয়, ইহা অপেক্ষা ভীষণতম মরুভূমি অন্য আর কি আছে? এই মরুভূমি হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তাই প্রার্থনায় বলা হইয়াছে,—'হে দেব! জন্মজরামরণশীলভূত মরুভূমি-সদৃশ এই সংসার হইতে আমাদিগকে শোভনতৃণোষধিযুত প্রদেশ-সদৃশ সেই শান্তিময় স্থানে লইয়া চলুন। সে পথে গমনে যেন কোনও নূতন সন্তাপ বা নূতন বিঘ্ন উপস্থিত না হয়। হে দেব! সেই জ্ঞান আমাদিগকে প্রদান করুন,—যেন সেই শান্তিময় স্থানে যাইবার জন্য আমরা প্রস্তুত হইতে পারি।' আমরা মনে করি, ইহাই এই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। (১ম—৪২সূ—৮ঋ)। *

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিচত্বারিংশৎ-সূক্তং। নবমী ঋক্।)

শগ্ধি পূর্দ্ধি প্র যংসি চ শিশীহি প্রাস্যুদরং।

পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥ ৯ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

শগ্ধি। পূর্দ্ধি। প্র। যংসি। চ। শিশীহি। প্রাসি। উদরং।

পূষন্। ইহ। ক্রতুং। বিদঃ ॥ ৯ ॥

---

* এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'সূযবসং' পদ দৃষ্টে, পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ কেহ কেহ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে,—'এখানে মেষপালকগণের প্রসঙ্গ আছে। তাহারা মেষগণের জন্য যেন চারণক্ষেত্রের সন্ধান করিতেছে। পূষা—মেষপালকদিগের পরিচালক ছিলেন। ঋকে সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।' যাঁহারা যেমন চিন্তা।

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'পূষন্' (হে জগৎপোষক দেব!) ত্বং 'শগ্ধি' (অস্মান্ অনুগৃহীতুং শক্তঃ ভব), 'পূর্ধি' (অস্মাকং কামনাং পরিপূরয়), 'বসু' (ধনং—পরমার্থরূপং) 'প্রযংসি' (প্রযচ্ছ), 'শিশীহি' (সৎকর্ম্মসাধনায় অস্মান্ তেজস্বিনঃ কুরু), 'প্রাসি' (অস্মাকং হৃদয়ং ভক্তিরসেন সত্ত্বভাবেন বা পূরয়); 'ইহ' (পূর্ব্বোক্তবিষয়ে) 'ক্রতুং' (প্রজ্ঞানং) 'বিদঃ' (প্রাপয়)। হে দেব! অস্মান্ ভক্তিযুতান্ সত্ত্বভাবসম্পন্নান্ কুরু, পরমং ধনং চ প্রযচ্ছ—ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪২সূ—৯)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জগৎপোষক দেব! আপনি আমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে সমর্থ হউন, আমাদিগের কামনা পূরণ করুন, পরমার্থ-রূপ ধন আমাদিগকে প্রদান করুন, সৎকর্ম্মসাধনে আমাদিগকে তেজস্বী করুন, এবং আমাদিগের হৃদয় ভক্তিরসে (সত্ত্বভাবে) পূর্ণ করুন। আর, ঐ সকল বিষয়ে আমাদিগকে প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করুন। (১ম—৪২সূ—৯ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে পূষন্ শগ্ধি। অস্মাননুগ্রহীতুং শক্তো ভব। পূর্ধি। অস্মদ্গৃহং ধনেন পূরয়। কিঞ্চ প্রযংসি। অন্যদপাপেক্ষিতং বস্তু প্রযচ্ছ। শিশীহি। অস্মান্ সর্ব্বেষু মধ্যে তীক্ষ্ণীকুরু। তেজস্বিনঃ কুর্ব্বিত্যর্থঃ। উদরমস্মদীয়ং প্রাসি মিষ্টান্নেন সোমরসেন বা পূরয়। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ॥

শগ্ধি। শক্লৃ শক্তৌ। লোটো হিঃ। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। হুঝল্ভ্যো হের্ধিরিতি ধিরাদেশঃ। হেরপিত্বাৎ প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তত্বং। পূর্ধি। পৄ পালনপূরণয়োঃ। শ্রুশৃণুপৄকৃবৃভ্যশ্ছন্দসীতি হের্ধিরাদেশঃ। পূর্ববদ্বিকরণস্য লুক্। উদোষ্ঠ্যপূর্ব্বস্যেত্যুত্বং। হলি

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে পূষন্! আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর। আমাদিগের গৃহকে ধনদ্বারা পূর্ণ কর। অন্য প্রার্থনীয় বস্তু আমাদিগকে দান কর। আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী কর। আমাদিগের উদর মিষ্টান্ন অথবা সোমরস দ্বারা পূর্ণ কর। অন্য সমস্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

শগ্ধি। শক্ত্যর্থক 'শক' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লোট 'হি' বিভক্তি। 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে বিকরণের 'লুক্' হইয়াছে। 'হুঝল্ভ্যো' এই নিয়মানুসারে 'হি'র স্থানে 'ধি' আদেশ হইয়াছে। 'হি' বিভক্তিতে পকার 'ইৎ' নহে বলিয়া প্রত্যয়-স্বরের সহিত উদাত্ত হইয়াছে। পূর্ধি, পালন এবং পূরণার্থক 'পৄ'-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'শ্রুশৃণুপৄকৃবৃভ্য-শ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে 'হি'র স্থানে 'ধি' আদেশ হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় বিকরণের 'লুক্' হইয়াছে। 'উদোষ্ঠ্য পূর্ব্বস্য' এই নিয়মানুসারে 'উ' হইয়াছে। 'হলি চ' এই

চেতি দীর্ঘঃ। তিঙঃ পরত্বান্নিঘাতাভাবঃ। যংশি। যম উপরমে। লোডর্থে লটি পূর্ব্ববদ্-বিকরণস্য লুক্। নিঘাতঃ। শিশীহি। শো তনূকরণে। লোটি বহুলং ছন্দসীত্যভ্যাসস্যেত্বং। ই হল্যঘোরিতীত্বং। প্রত্যয়স্বরঃ। প্রাসি। প্রা পূরণে। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। সিপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ॥ (১ম—৪২সূ—৯ঋ)॥

নবম (৫০৬) ঋকের বিশদার্থ।

—§•§—

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা হইতে আমাদের অর্থ একটু অন্যরূপ হইল।

মন্ত্রে কেবল কয়েকটী ক্রিয়াপদ আছে। ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ তাহা হইতে ভাবে কর্ম্মপদ অধ্যাহার করিয়া আনিয়াছেন। বলা বাহুল্য, আমরাও সেই সকল ক্রিয়াপদের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি-অনুসারে অর্থ আমনন করিলাম।

মন্ত্রে একটী ক্রিয়াপদ আছে—'শগ্ধি।' ভাষ্যকার অর্থ করিলেন,—'আমাদিগকে অনুগ্রহদানে শক্ত হউন।' আমরাও অবশ্য ঐ ক্রিয়ার ঐ অর্থই গ্রহণ করিলাম। তবে আমাদের ভাব অন্যরূপ। আমরা মনে করি, 'আপনি আমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে শক্ত বা সমর্থ হউন'—দেবতার নিকট এরূপ প্রার্থনার নিগূঢ় এক তাৎপর্য্য আছে। দেবতা আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশে সমর্থ হন কখন? তখন নহে কি—যখন আমরা অনুগ্রহলাভের উপযোগী সৎকর্ম্মশীল হইতে পারি। নচেৎ, আমরা যদি অসৎপন্থাবলম্বী কুকর্ম্মপর হই, দেবতা কেমন করিয়া আমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে পারিবেন? সুতরাং 'আপনি আমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে সমর্থ হউন'—এরূপ প্রার্থনার মর্ম্মই এই যে,—'আপনি আমাদিগকে সৎকর্ম্মশীল করুন। কেন-না, আমরা সৎকর্ম্ম-পরায়ণ হইলেই আপনারা আমাদিগকে সহায়তা করিতে সমর্থ হইবেন।'

নিয়মানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে। 'তিঙে'র পরত্ব হেতু নিঘাত হয় নাই। যংশি। উপরমার্থক যম ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লোট্ অর্থে লোট বিভক্তিতে পূর্ব্বের ন্যায় বিকরণের লুক হইয়াছে। নিঘাত হইয়াছে। শিশীহি। তনূকরণার্থক 'শো' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লোট্ বিভক্তিতে 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে অভ্যাসের স্থানে 'ই'কার হইয়াছে। প্রত্যয়-স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাসি। পূরণার্থক 'প্রা'-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অদাদি-হেতু 'শপে'র 'লুক্' হইয়াছে। 'সিপে'র পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্তত্ব বিষয়ে ধাতুস্বর প্রাপ্ত হইয়াছে॥ (১ম—৪২সূ—৯ঋ)।

মন্ত্রান্তর্গত দ্বিতীয় ক্রিয়াপদ—'পূর্দ্ধি।' ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় প্রকাশ, এখানে বলা হইয়াছে—'ধনদানে আমাদিগের গৃহ পূর্ণ করুন।' ক্রিয়াপদের অর্থ—মাত্র 'পূর্ণ' করুন।' তাহা হইতে 'গৃহকে ধনরত্নে পূর্ণ করুন'—এতাদৃশ ভাব অধ্যাহার করা হইয়াছে। আমরা এখানে 'পূর্দ্ধি' ক্রিয়াপদে 'কামনাপূর্ণ করুন' এই ভাব গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যও থাকে। কেন-না, ধনের বিষয় 'বসু' পদে পরবর্ত্তী অংশে বিবৃত আছে। 'পূর্দ্ধি' ও 'প্রয়ংসি' দুই ক্রিয়াপদ একই উদ্দেশ্যে কেন প্রযুক্ত হইবে? 'প্রয়ংসি' পদের কর্ম্মপদ 'বসু' রহিয়াছে। সুতরাং 'পূর্দ্ধি' ক্রিয়ায় এক ভাব এবং 'প্রয়ংসি' ক্রিয়ায় আর এক ভাব প্রকাশ পাইয়াছে—মনে করা যায়। 'বসু' পদের অর্থ সাধারণতঃ 'ধন' মাত্র গ্রহণ করা হয়। আমরা 'পরমার্থ-রূপ ধন' আমনন করিলাম। তাহাতে প্রার্থনার একটা স্তর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বুঝা যায়। চতুর্থ ক্রিয়াপদ—'শিশীহ।' ঐ পদের প্রচলিত ভাব এই যে,—'সকলের মধ্যে আমাদিগকে তীক্ষ্ণ বা তেজস্বী করুন।' আমরা মনে করি, 'সকলের মধ্যে' বাক্য অধ্যাহার না করিয়া, 'সৎকর্ম্মসাধনে' পদ গ্রহণ করিলে, এখানে সঙ্গত সমীচীন ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সৎকর্ম্মসাধনে মানুষ যখন তেজস্বী হয়, তখনই তাহার কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। এই ক্রিয়াপদ সেইভাব ব্যক্ত করিতেছে। এই 'শিশীহ' পদের অর্থ—'পূরয়' (পূরণ কর)। ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ বলেন,—'মিষ্টান্নের দ্বারা বা সোমরসে উদর পূরণ করিয়া দেন' এই ভাব এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, এখানকার অর্থ—'হৃদয় ভক্তিরসে বা সত্ত্বভাবে পূর্ণ করুন।' এক্ষেত্রে মিষ্টান্ন সন্ধান করিয়া আনারও কোনও আবশ্যক নাই, সোমরসের সন্ধানও নিরর্থক। পূর্ব্বাপর ভাব-সঙ্গতি রক্ষা করিয়া অর্থ করিলে, বুঝা যায়, এ মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আমি যেন সৎকর্ম্মশীল হই, আমার কামনা যেন পূর্ণ হয়, আমায় পরমার্থ-রূপ ধন প্রদান করুন, সৎকর্ম্মসাধনে আমার তেজস্বিতা আসুক, সত্ত্বভাবে ও ভক্তিপ্রবাহে 'আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হউক।' এ মন্ত্রে এই ভাবই প্রকাশমান্। (১ম—৪২সূ—৯ঋ)।

—•—

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিচত্বারিংশৎ-সূক্তং। দশমী ঋক্।)

ন পূষণং মেথামসি সূক্তৈরভি গৃণীমসি।

বসূনি দস্মমীমহে ॥ ১০ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ন। পূষণং। মেথামসি। সুঽউক্তৈঃ। অভি। গৃণীমসি।

বসূনি। দস্মং। ঈমহে ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'পূষণং' (তং জগৎপোষকং দেবং) 'ন মেথামসি' (কদাচিদপি বয়ং ন তু নিন্দামঃ); পরন্তু 'সূক্তৈঃ' (বেদমন্ত্রৈঃ) 'অভিগৃণীমসি' (সদৈব গৃণীমঃ, স্তুমঃ); 'দস্মং' (রিপূণামুপক্ষয়িতারং পূষণং প্রতি) 'বসূনি' (ধনানি—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপাণি) 'ঈমহে' (যাচামহে)। বয়ং সদৈব জগৎপোষকং তং দেবং প্রতি ভক্তিপরায়ণা ভবামঃ। শত্রুনাশায় তং দেবং আরাধয়ামঃ। স দেবঃ চতুর্ব্বর্গধনং দদাতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪২সূ—১০ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সেই জগৎপোষক পূষা-দেবতাকে আমরা (যেন) কদাচ নিন্দা না করি; পরন্তু বেদমন্ত্রে (যেন) সর্ব্বদাই তাঁহার স্তব করি; রিপুশত্রুগণের ক্ষয়কারী সেই পূষা-দেবতার নিকট আমরা চতুর্ব্বর্গ ধন যাচ্ঞা করি। (১ম—৪২সূ—১০ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

পূষণং দেবং ন মেথামসি। বয়ং ন তু নিন্দামঃ। কিন্তু সূক্তৈর্ব্বেদগতৈরভিগৃণীমসি। সর্ব্বত্র স্তুমঃ ॥ দস্মং দর্শনীয়ং পূষণং প্রতি বসূনি ধনানীমহে। যাচামহে ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পূষা দেবতাকে আমরা নিন্দা করি না। কিন্তু বেদগত সূক্ত দ্বারা সর্ব্বসময়ে স্তব করি। দর্শনীয় পূষা দেবতার প্রতি ধন সকল যাচ্ঞা করিতেছি।

মেধামসি। মেধৃ মেধা হিংসনয়োঃ। ইদন্তো মসি' ইতি মস ইকারাগমঃ। সূক্তৈঃ। সুষ্ঠু উচ্যন্তে দেবতাঃ প্রকাশ্যন্তে ইতি সূক্তানি। 'ক্তিচ্ক্তৌ চ সংজ্ঞায়াম্' ইতি কর্তরি ক্তঃ। বচিস্বপিযজাদীনাং কিতি' ইতি সম্প্রসারণং। থাথাদিস্বরঃ। যদ্বা কর্মণি নিষ্ঠা। সূপমানাৎ ক্তঃ। পা০ ৬।২।১৪৫। ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। গৃণীমসি। গৄ শব্দে। প্বাদীনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। ইদন্তো মসিঃ। দস্মং। ইষিযুধীন্ধিদসিশ্যাধূসূভ্যো মগিতি মক্প্রত্যয়ঃ ॥ ১০ ॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে পঞ্চবিংশো বর্গঃ ॥ ২৫ ॥

দশম (৫০৭) ঋকের বিশদার্থ।

—§•§—

এই ঋকের প্রথম ক্রিয়াপদ দুইটী বড়ই জটিল। বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া সকলেই উহার অর্থ করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগকেও সেই পথেই অনুবর্ত্তী হইতে হইল। কিন্তু তাহাতেও আমাদের মনে হয়,—একটী 'যেন' পদের প্রয়োগে অর্থ-সঙ্গতি হইতে পারে, এবং মন্ত্রটীকে আত্মোদ্বোধনমূলক বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

আর এক দিক, মন্ত্রটীকে আত্মসম্বোধনমূলক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে, আর এক প্রকার সঙ্গত সমীচীন অর্থও পাইতে পারি। তাহাতে ভাব আসিতে পারে, সাধক যেন আত্ম-সম্বোধনে কহিতেছেন,—'হে আমার মন! তুমি কদাচ পূষাদেবতার নিন্দা করিও না; তুমি সর্ব্বদা

মেধামসি। মেধা ও হিংসনার্থক মেধৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লট্ বিভক্তিতে 'ইদন্তো মসি' এই নিয়মানুসারে 'মস্' ও 'ই'কার আগম হইয়াছে। সূক্তৈঃ। সুন্দররূপে স্তুত অর্থাৎ দেবতাগণকে প্রকাশিত করা যায় যাহার দ্বারা—এই অর্থে 'সূক্তানি' অর্থাৎ সূক্তসমূহকে বুঝায়। 'ক্তিচ্ক্তৌ চ সংজ্ঞায়াং' এই নিয়মানুসারে কর্ত্তরি 'ক্তঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'বচিস্বপি' ইত্যাদি নিয়মানুসারে সম্প্রসারণ হইয়াছে। 'থাথাদিস্বরঃ' নিয়মে স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। অথবা কর্ম্মণিবাচ্যে 'নিষ্ঠা' অর্থাৎ ক্তঃ প্রত্যয় হইয়াছে। 'সূপমানাৎ ক্তঃ' (পা০ ৬।২।১৪৫) এই সূত্রানুসারে উত্তর পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। গৃণীমসি। শব্দার্থক 'গৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'প্বাদীনাং হ্রস্ব' এই নিয়মানুসারে 'হ্রস্ব' হইয়াছে। 'ইদন্তো মসিঃ' এই নিয়মানুসারে 'মসিঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। দস্মং। 'ইষিযুধীন্ধিদসিশ্যাধূসূভ্যো মক্' এই নিয়মানুসারে 'মক্' প্রত্যয় হইয়াছে ॥ (১ম—৪২সূ—১০ঋ) ॥

ইতি প্রথম মণ্ডলে তৃতীয় অধ্যায়ে পঞ্চবিংশ বর্গঃ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

তাঁহার স্তুতিগানে রত থাকিও; এবং শত্রুক্ষয়কারী তাঁহার নিকট ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রদ ধনের কামনা করিও।' বলা বাহুল্য, এরূপ ব্যাখ্যায় দুই একটী পদ অধ্যাহারের আবশ্যক হইত।

যাহা হউক, যে ভাবে মন্ত্রের ব্যাখ্যা চলিয়া আসিতেছে, তাহারই অনুসরণে আমরা ব্যাখ্যা করিলাম। তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, ঐ সঙ্গে 'যেন' অর্থদ্যোতক এই পদের সংযোগ থাকিলেই সমীচীন ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে মন্ত্রের ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'হে আমাদের মন। হে আমাদের হৃদয়। হে আমাদের চিত্তবৃত্তিনিবহ। তোমাদের সর্ব্বসমষ্টিভূত আমরা যেন কদাচ দেবতার নিন্দায় জিহ্বাকে কলুষিত না করি; পরন্তু আমরা যেন দেবতার যশোগানে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত হই। সেই পূষাদেবতা—চতুর্ব্বর্গফলদাতা। তাঁহার কৃপায় সকল ধনই প্রাপ্ত হওয়া যায়।' সূক্তের শেষে এইরূপ আত্মোদ্বোধনই সমীচীন। আত্মোদ্বোধনেই এই সূক্তের পরিসমাপ্তি। (১ম—৪২সূ—১০ঋ)।

—•—

ত্রিচত্বারিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণচার্য্যকৃতা।)

কদ্রুদ্রায়েতি নবর্চ্চমষ্টমং সূক্তং। অত্রানুক্রামাতে। কদ্রুদ্রায় নব রৌদ্রং তৃতীয়া মৈত্রাবরুণী চান্ত্যস্তৃচঃ সৌম্যোহন্ত্যানুষ্টুবিতি। ঘোরপুত্রঃ কণ্ব ঋষিঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। অস্মে প্রজা ইত্যন্ত্যানুষ্টুপ্। রুদ্রো দেবতা। যথা নো মিত্র ইত্যেষা মিত্রাবরুণদেবতাকা চ। অস্মে সোমেত্যাদিরন্ত্যস্তৃচস্ত সৌম্য এব। সর্ব্বেষু রুদ্রদেবতাকেষু কর্ম্মস্বনেন সূক্তেন দ্বিগুপস্থানং কর্ত্তব্যং। তথা চ সূত্রিতং। কদ্রুদ্রায়েমা রুদ্রায় তে পিতরিমা রুদ্রায় স্থিরধন্বনে গির ইতি সর্ব্বরুদ্রযজ্ঞেষু দিশামুপস্থানমিতি॥ অত্র প্রথমামৃচমাহ॥

ত্রিচত্বারিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকায় বঙ্গানুবাদ।

অষ্টম সূক্তে কদ্রুদ্রায় প্রভৃতি নয়টী ঋক্ আছে। তদ্বিষয় এই স্থানে অনুক্রমণিত হইতেছে। কদ্রুদ্রায় নয়টী রুদ্রদৈবত সম্বন্ধীয় ঋক; তৃতীয়টী মিত্রাবরুণ দৈবত, শেষ ঋক্‌টী সোম দৈবত। অন্ত্য ঋকটির অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঘোরপুত্র কণ্ব ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। 'অস্মে প্রজাঃ' ইত্যাদি শেষ ঋকটী অনুষ্টুপ্ ছন্দ। রুদ্র দেবতা। 'যথা নো মিত্র' ইত্যাদি ঋকটী মিত্রাবরুণ-দেবতাক। 'অস্মে সোম' ইত্যাদি অন্ত ঋকটী সৌম্য দেবতাক। সমস্ত রুদ্রদেবতাসম্বন্ধি কর্ম্মবিষয়ে এই সকল সূক্ত দ্বারা দিগুপস্থান কর্ত্তব্য। এবিষয়ে সূত্রিত হইয়াছে,—"কদ্রুদ্রায়েমা রুদ্রায় তে পিতরিমা রুদ্রায়স্থিরধন্বনে গির ইতি. সর্ব্বরুদ্রযজ্ঞেষু দিশামুপস্থানমিতি।" সেই সূক্তের এই প্রথম ঋক্ কথিত হইতেছে।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টমোঽনুবাকঃ। ত্রিচত্বারিংশৎ-সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। ষড়্বিংশঃ সপ্তবিংশশ্চ দ্বৌ বর্গৌ।

ত্রিচত্বারিংশৎ-সূক্তং।

এই সূক্তে আর এক নূতন দেবতার বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে। তিনি 'রুদ্র' নামে অভিহিত। এ পর্য্যন্ত রুদ্র-সংক্রান্ত 'রুদ্রঃ' (১ম—২৭সূ—১০ঋ) ও 'রুদ্রাসঃ' (১ম—৩৯সূ—৪ঋ) এই দুইটী পদ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন রুদ্রকে দেবতা বলিয়া জানিতেছি। এই রুদ্র দেবতার প্রসঙ্গ ঋগ্বেদে আরও নানা স্থানে আছে।* সে সকল বিষয় আলোচনা করিলে, অন্যান্য সকল ভগবদ্বিভূতির সহিত তাঁহার সাদৃশ্য ও অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। অন্যান্য দেবগণকেও যেমন মানুষ-ভাবে গ্রহণ করা যায়, আবার ভগবদ্বিভূতি বলিয়া উপলব্ধ হয়; রুদ্রদেব-সম্বন্ধে যে সকল উক্তি আছে, তাহাদের দ্বিবিধ দৃষ্টিতে ঐরূপ দ্বিবিধ ভাবই গ্রহণ করা যায়। বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যার প্রভাবে, তাই কোথাও দেখি, তিনি হস্তপদবিশিষ্ট; কোথাও দেখি, তাঁহাতে পিতৃত্ব আরোপিত; কোথাও দেখি, তিনি বৈদ্যের ন্যায় ঔষধ বিতরণ করিতেছেন; আবার কোথাও দেখি, তিনি মহাপরাক্রমশালী, দাতা ও শত্রুনাশকারী।

রুদ্র—মহাদেবের একটী নাম। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন,—এই রুদ্র হইতে ক্রমে মহাদেবের কল্পনা হইয়াছে। আবার অগ্নিকেও রুদ্র বলিয়া অভিহিত করা হয়। কেহ কহেন—রুদ্র নামে আগে ইন্দ্রকে বুঝাইত। তাহা হইতে ভয়ঙ্কর সংহার-মূর্ত্তি অর্থ আসিয়াছে। যথা-স্থানে ঋকের অর্থ-প্রসঙ্গে এ সকল বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।

---

* এই সূক্ত এবং পূর্ব্ব-কথিত দুইটী সূক্ত ভিন্ন, এই 'রুদ্র'-সম্বন্ধীয় পদের ব্যবহার প্রথম মণ্ডলের ৬৪সূক্তের ৩ঋকে, ৮৫সূক্তের ২ঋকে, ১১৪সূক্তের ২, ৩, ৭, ৮ ও ১১ঋকে, দেখিতে পাইবেন; দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩৩সূক্তের ১, ৫, ৬, ৮, ৯, ১২, ১৪ঋকে এবং ৩৪সূক্তের ২, ৯, ১০ঋকে দেখুন; পঞ্চম মণ্ডলের ৫২সূক্তের ১৬ঋকে, ৫৪সূক্তের ৪ঋকে, ৫৭সূক্তের ১ঋকে, ৫৯সূক্তের ৮ঋকে, এবং ৮৭সূক্তের ৭ঋকে ৬০সূক্তের ২, ৫, ও ৬ঋকে রুদ্রসম্বন্ধীয় পদ আছে;—সপ্তম মণ্ডলের ৫৬সূক্তের ১, ২ ও ৪ঋকে, ৫৮সূক্তের ১ ও ২০ঋকে ৫৮সূক্তের ৫ঋকে, ৬৬সূক্তের ৩ ও ১১ঋকে,—অপিচ অষ্টম মণ্ডলের ৭সূক্তের ১২ঋকে এবং ২০সূক্তের ২, ১৭ ও ২৫ঋকে রুদ্র-শব্দের প্রয়োগ আছে।

এখানে কেবল এই মাত্র বলি, কিবা অগ্নি, কিবা মরুৎ, কিবা রুদ্র, সকলই সম পর্য্যায়-ভুক্ত;—সকলের মধ্যেই সমান-গুণ সমান-শক্তি বিরাজমান রহিয়াছে। ব্যষ্টিভাবে তাঁহাদের এক এক ক্রিয়া, এবং সমষ্টি-শক্তিতে তাঁহারা আর এক ক্রিয়ায় ক্রিয়ান্বিত। রুদ্রদেব তাই এক দৃষ্টিতে মরুদ্গণের পিতা (মরুতাং—'রুদ্রাসঃ'); আবার অন্যদৃষ্টিতে, তিনি 'ভুবনস্য পিতা।'* সৃষ্টির ভাব, পালনের ভাব, সংহারের (লয়ের) ভাব—এই তিন ভাব সংসারে উদ্ভাসিত। রুদ্রদেবতায় প্রাধান্যতঃ শেষোক্ত ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

—•—

প্রথমমণ্ডলস্য অষ্টমেঽনুবাকে ত্রিচত্বারিংশং সূক্তং। কণ্ব ঋষিঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। রুদ্রো দেবতা।

সর্ব্বেষু রুদ্রদেবতাকেষু কর্ম্মানেন সূক্তেন দিগুপস্থানং কর্ত্তব্যং।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিচত্বারিংশং-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

কদ্রুদ্রায় প্রচেতসে মীল্হুষ্টমায় তব্যসে।

বোচেম শন্তমং হৃদে ॥ ১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

কৎ। রুদ্রায়। প্রঽচেতসে। মীল্হুঃঽতমায়। তব্যসে।

বোচেম। শম্ঽতমং। হৃদে ॥ ১ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'প্রচেতসে' (প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্নায়) 'মীল্হুষ্টমায়' (অভীষ্টপূরকায়) 'তব্যসে' (অতিশয়েন প্রবৃদ্ধায়, অনন্তস্বরূপায় ইতি যাবৎ) 'হৃদে' (অস্মদীয় হৃৎস্থিতায়, সদৈব অস্মদীয় হৃদি স্থিতায়) 'রুদ্রায়' (রুদ্রদেবায়, রুদ্রদেবসম্বন্ধিনঃ) 'শন্তমং' (অতিসুখকরং স্তোত্রং) 'কৎ' (কদা) 'বোচেম' (পঠেম, বদেম)। আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। হে মনঃ! ত্বয়া ত্বং রুদ্রদেবারাধনায়াং তৎপরো ভব। ইতি ভাবঃ। (১ম ৪৩সূ—১ঋ)।

* ১ম—৩১সূ—৪ঋ এবং ৬ম—৪৯সূ—১০ঋ—তুলনায় আলোচনা করিয়া দেখুন।

বঙ্গানুবাদ।

প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন, অভীষ্টপূরক, অনন্তস্বরূপ (প্রবৃদ্ধ), সদাকাল আমাদিগের হৃদয়ে অবস্থিত, (সেই) রুদ্রদেব-সম্বন্ধে অতিসুখকর স্তোত্র-মন্ত্র কবে আমরা উচ্চারণ করিব? (১ম—৪৩সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

কৎ কদা রুদ্রায়ৈতন্নামকায় দেবায় শন্তমমতিশয়েন সুখকরং স্তোত্রং বোচেম। পঠেম। কীদৃশায়। প্রচেতসে। প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্তায়। মীঢ়ুষ্টমায়। সেক্তৃতমায়। অভীষ্টকাম-বর্ষায় ইত্যর্থঃ। তব্যসে। অতিশয়েন প্রবৃদ্ধায়। হৃদে। অস্মদীয় হৃদিস্থায়॥

কৎ। কদা। অত্যালোপশ্ছান্দসঃ। রুদ্রায়। রোদয়তি সর্ব্বমন্তকাল ইতি রুদ্রঃ। রোদের্ণিলুক্ চেতি রক্ প্রত্যয়ঃ। প্রচেতসে। চিতী সংজ্ঞানে। প্রকৃষ্টং চেততীতি প্রচেতাঃ। গতিকারকয়োরিতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চেত্যসুন পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বঞ্চ। মীঢ়ুষ্টমায়। অতিশয়েন মীঢ়্বান্ মীঢ়ুষ্টমঃ। দাশ্বান্ সাহ্বান্ মীঢ়্বাংশ্চেতি কসুপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। শ্বযুবমঘোনামতদ্ধিতে ইত্যত্র বসোঃ সম্প্রসারণমিতি সম্প্রসারণং। শাসিবসিঘসীনাং চেতি ষত্বং। তব্যসে। তবতির্বৃদ্ধ্যর্থঃ। সৌত্রো ধাতুঃ। অতিশয়েন তবিতা তবীয়ান্। তুশ্ছন্দসীতীয়সুন্ প্রত্যয়ঃ। তুরিষ্ঠেমেয়ঃস্বিতি তৃলোপঃ। ঈয়সুন ঈকারলোপশ্ছান্দসঃ। নিত্যাদ্যু-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

কবে আমরা অভীষ্টকামবর্ষী, অতিশয় প্রবৃদ্ধ, আমাদিগের হৃদয়স্থ ও প্রকৃষ্টজ্ঞান-যুক্ত রুদ্র দেবতার উদ্দেশ্যে সুখকর স্তোত্র পাঠ করিব?

কৎ। কদা এই অর্থে ছান্দস-হেতু অত্যালোপ হইয়াছে। রুদ্রায়। সকলকে অন্তকালে রোদন করান—এই অর্থে 'রুদ্র' পদটী হয়। 'রোদের্ণিলুক্ চ' এই নিয়মানুসারে 'রক' প্রত্যয় হইয়াছে। প্রচেতসে। সংজ্ঞানার্থক 'চিতী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'প্রকৃষ্টং চেততি' এই বাক্যে 'প্রচেতাঃ' পদটী হয়। 'গতিকারকয়োঃ' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরত্ব এবং 'অসুন' প্রত্যয় হইয়াছে। মীঢ়ুষ্টমায়। 'অতিশয়েন মীঢ়্বান্' এই বাক্যে 'মীঢ়ুষ্টমঃ' পদ হইয়াছে। 'দাশ্বান্ সাহ্বান্ মীঢ়্বাংশ্চ' এই নিয়মানুসারে 'কসু' প্রত্যয়ান্ত নিপাতন সিদ্ধ হইয়াছে। 'শ্বযুবমঘোনামতদ্ধিতে' 'বসোঃ সম্প্রসারণং' এই নিয়মানুসারে সম্প্রসারণ হইয়াছে। 'শাসিবসিঘসীনাঞ্চ' এই নিয়মানুসারে 'ষত্ব' হইয়াছে। তব্যসে। বৃদ্ধ্যর্থক 'তবতি' (তব) এই সৌত্রধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অতিশয়েন তবিতা' এই বাক্যে 'তবীয়ান্' পদ হয়। 'তুশ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে 'ঈয়সুন্' প্রত্যয়। 'তুরিষ্ঠেমেয়ঃসু' এই নিয়মানুসারে 'তৃ' লোপ। ছান্দস হেতু 'ঈয়সুন্' এর 'ঈ'কার লোপ হইয়াছে। 'ন'কার ইৎ হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। বোচেম। পরিভাষণার্থক 'বচ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লিঙ্যাশিষ্যঙ্' এই নিয়মানুসারে আশীর্লিঙ্বিভক্তি পরে থাকায় 'অঙ'

দাবহুচঃ। বোচেম। বচ পরিভাষণে। লিঙ্যাশিষ্যঙ্‌। বচ উমিত্যুমাগমঃ। যাসুটঃ স্বরেণৈকার উদাত্তঃ। হৃদে। পদ্দন্নিত্যাদিনা হৃদয়শব্দস্য হৃদাদেশঃ। উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং ॥ ১ ॥

প্রথম (৫০৮) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্ আত্মোদ্বোধনমূলক। সাধকের মনে অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছে,—'দিন তো কাটিয়া গেল। কিন্তু কৈ, রুদ্রদেবতার অর্চ্চনা করা হইল কৈ? সেই অভীষ্টপূরক অনন্তস্বরূপ দেবতা আমার হৃদয়েই অবস্থান করিতেছেন; কিন্তু আমি এমনই মোহান্ধ যে, তাঁহাকে একবার স্মরণ করিলাম না?' তাই যেন সাধক আপনা-আপনিই কহিতেছেন,—'কবে আমরা তাঁহার স্তোত্রমন্ত্র উচ্চারণ করিব?' মর্ম্ম এই যে,—'আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে; অবিলম্বে রুদ্রদেবতার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।' (১ম—৪৩সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিচত্বারিংশৎ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

যথা নো অদিতিঃ করৎ পশ্বে নৃভ্যো যথা গবে।

যথা তোকায় রুদ্রিয়ং ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যথা। নঃ। অদিতিঃ। করৎ। পশ্বে। নৃঽভ্যঃ।

যথা। গবে। তথা। তোকায়। রুদ্রিয়ং ॥ ২ ॥

হইয়াছে। 'বচ উ'ম' এই নিয়মানুসারে উম্ আগম হইয়াছে। যাসুট্-প্রত্যয়ের স্বরের সহিত 'একার' উদাত্ত হইয়াছে। হৃদে। 'পদ্দন্নিত্যাদি' সূত্রানুসারে 'হৃদয়' শব্দের স্থানে 'হৃদ্' আদেশ হইয়াছে। 'উড়িদম্' ইত্যাদি নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৪৩সূ—১ঋ)।

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'যথা' (যেন, এবংবিধা উপাসনা কর্ত্তব্যা যস্যা প্রভাবেন ইতি যাবৎ) 'অদিতিঃ' (অনন্তস্বরূপো ভগবান্) 'নঃ' (অস্মান্) 'রুদ্রিয়ং' (রুদ্রভাবাপন্নং, দেবত্বসম্পন্নং) 'করৎ' (কুর্য্যাৎ); 'নঃ' (অস্মাকং) পশ্বে (পশুভাবেভ্যঃ পশুতুল্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ) 'রুদ্রিয়ং' (দেবভাবসম্পন্নং) "করৎ' (কুর্য্যাৎ); 'নৃভ্যঃ' (নরভাবেভ্যঃ, সাধারণমনুষ্যোচিতেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ) 'রুদ্রিয়ং' (দেবভাববিমণ্ডিতং) 'করৎ' (কুর্য্যাৎ); 'যথা' (যেন উপাসনা-প্রভাবেন) 'নঃ' (অস্মাকং) 'গবে' (জ্ঞানকিরণায়) 'রুদ্রিয়ং' (দেবভাবসমন্বয়ুতং) 'করৎ' (কুর্য্যাৎ); 'যথা' (যেন উপাসনা-প্রভাবেন) 'নঃ' (অস্মাকং) 'তোকায়' (পুত্রপৌত্রাদিকায়, বংশপরম্পরায়ৈ) 'রুদ্রিয়ং' (দেবভাবসম্পন্নং) 'করৎ' (কুর্য্যাৎ)। উপাসনাপ্রভাবেন যেন বয়ং সর্ব্বথা দেবভাবসম্পন্নাঃ ভবামঃ, অনন্তস্বরূপ হে ভগবন্! ত্বং তৎ করোতু। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৩সূ—২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

(রুদ্রদেব-বিষয়ে এবংবিধ উপাসনা করা কর্ত্তব্য) যেন সেই অনন্তস্বরূপ ভগবান্ আমাদিগকে দেবত্বসম্পন্ন করেন,—আমাদিগের পশুভাবসমূহকে দেবভাবসম্পন্ন করেন,—এবং আমাদিগের নরভাবসমূহকে (সাধারণ মনুষ্যোচিত কর্ম্মকে) দেবভাববিমণ্ডিত করেন; (সেই উপাসনা-প্রভাবে) আমাদিগের জ্ঞান-কিরণকে যেন দেবভাবসমন্বিত করেন; এবং (সেই উপাসনা-প্রভাবে) আমাদিগের পুত্রপৌত্রাদি-বংশপরম্পরাকে যেন দেবভাবসম্পন্ন করেন। (১ম—৪৩সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অদিতির্ভূমিরস্মাকং রুদ্রিয়ং রুদ্রসম্বন্ধি ভেষজং যথা যেন প্রকারেণ নিষ্কৃতি করৎ। তথা করোতু। কিঞ্চ যথা যেন প্রকারেণ পশ্বেঽস্মদীয়ায় মহিষ্যাদিপশবে নৃভ্যোঽস্মদীয়পুরুষেভ্যো বিশেষেণ গবে গোজাতয়ে হিতং রুদ্রিয়ং নিষ্কৃতি তথা করোতু। কিঞ্চ তোকায়াস্মদীয়াপত্যায় রুদ্রিয়ং যথা নিষ্কৃতি তথা করোতু। ভেষজস্য রুদ্রসম্বন্ধিত্বং মন্ত্রান্তরে সমাম্নাতং। যা তে রুদ্র শিবা তনূঃ শিবা বিশ্বা হা ভেষজী শিবা রুদ্রস্য ভেষজীতি। গবাদিবিষয়ে ভেষজং চান্যত্র স্পষ্টমাম্নাতং। ভেষজং গবেঽশ্বায় পুরুষায় ভেষজমথাস্মভ্যং ভেষজং সুভেষজমিতি॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

রুদ্র-সম্বন্ধি ভেষজ যাহাতে উৎপন্ন হয়, আমাদের সম্বন্ধে ভূমি তাহাই করুন। যাহাতে আমাদিগের গোমহিষাদি পশুগণের ও আমাদিগের পুরুষগণের বিশেষতঃ গোজাতির হিত হয়, রুদ্র-সম্বন্ধি ভেষজ তাহাই করুন। ভেষজের রুদ্র-সম্বন্ধিত্ব মন্ত্রান্তরে কথিত হইয়াছে। যথা,—"যা তে রুদ্র শিবা তনূঃ শিবা বিশ্বা হা ভেষজী শিবা রুদ্রস্য ভেষজী ত।" গবাদি-সম্বন্ধেও ভেষজের বিষয় অন্যত্র উক্ত হইয়াছে। যথা,—"ভেষজং গবেঽশ্বায় পুরুষায় ভেষজমথাস্মভ্যং ভেষজং সুভেষজমিতি।"

করৎ। ডুকৃঞ্ করণে। লঙি ব্যত্যয়েন শপ্। যদ্বা লেট্যডাগমঃ। ইতশ্চ লোপ। ইতীকারলোপঃ। যদ্বা লুঙি-কৃমৃদৃরুহিভ্যশ্ছন্দসীতি চ্লেরঙাদেশঃ। ঋদৃশোঽঙি গুণ ইতি গুণঃ। আদ্যয়োঃ পদয়োঃ প্রত্যয়স্য পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। তৃতীয়ে তু ব্যত্যয়েন। যদ্বৃত্তযোগাদ-নিঘাতঃ। পশ্বে। সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাৎ ঘেঙিতীতি গুণাভাবঃ। যণাদেশঃ। নৃভ্যঃ। নৃচান্যতরস্যামিতি। বিভক্ত্যুদাত্তত্বাভাবঃ। গবে। সাবেকাচ ইতি প্রাপ্তস্য বিভক্ত্যুদাত্তস্য ন গোশ্বন্সাববর্ণেতি প্রতিষেধঃ। রুদ্রিয়ং। রুদ্রশব্দাত্তস্যেদ-মিত্যর্থে ঘ-প্রত্যয়ঃ॥ (১ম—৪৩সূ—২ঋ,॥

দ্বিতীয় (৫০৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের এবং ইহার পরবর্ত্তী ঋকের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকের (প্রথম ঋকের) সম্বন্ধ আছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ সেই সম্বন্ধ রাখিয়াই অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। আমরাও সেই লক্ষ্য রাখিয়াই অর্থ করিলাম। তবে আমাদের অর্থ, প্রচলিত অর্থসমূহ হইতে সম্পূর্ণ অন্য ভাবাপন্ন হইল। প্রচলিত প্রায় সকল অর্থেরই মর্ম্ম এই যে,—'আমরা যেন এমন ভাবে রুদ্রদেবতার আরাধনা করি, যাহাতে অদিতি বা ভূমিদেবতা আমাদিগের পশুসকলকে, মনুষ্যগণকে, গরুকে এবং পুত্রকে রুদ্রদেব-সম্বন্ধীয় ঔষধ দান করুন।' *

করৎ। করণার্থক 'কৃঞ' কৃ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ব্যতিক্রমতাপ্রযুক্ত লঙ্ বিভক্তিতে 'শপ' হইয়াছে। অথবা 'লেট্' বিভক্তিতে 'অট্' আগম হইয়া 'ইতশ্চ লোপ' এই নিয়মানু-সারে ইকারের লোপ হইয়াছে। অথবা লুঙ্ বিভক্তিতে 'কৃমৃদৃরুহিভ্যশ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে চ্লেরঙ্ আদেশ হইয়াছে। 'ঋদৃশোঽঙি গুণঃ' এই নিয়মানুসারে গুণ হইয়াছে। প্রথম পদদ্বয়ে প্রত্যয়ের 'প' ইৎ-হেতু অনুদাত্তত্ব প্রাপ্তি-বিষয়ে ধাতুস্বর প্রাপ্তি হইয়াছে। তৃতীয় পদটীতে ব্যতিক্রমতা-প্রযুক্ত যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। পশ্বে। সংজ্ঞা-পূর্ব্বক বিধির অনিত্যতাপ্রযুক্ত 'ঘেঙিতি' নিয়মানুসারে গুণের অভাব হইয়াছে। 'যন্' আদেশ হইয়াছে। নৃভ্যঃ। 'নৃচান্যতরস্যং' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হয় নাই। গবে। 'সাবেকাচ' এই নিয়মানুসারে প্রাপ্ত বিভক্তির উদাত্তত্বের 'ন গোশ্বন্সাববর্ণেতি' এই নিয়মানুসারে নিষেধ হইয়াছে। রুদ্রিয়ং। রুদ্রশব্দের উত্তর 'তস্যেদং' এই অর্থে 'ঘ' প্রত্যয় হইয়াছে। (১ম—৪৩সূ - ২ঋ)।

---

* সায়ণের ব্যাখ্যা তাঁহার ভাষ্যে ও বঙ্গানুবাদে দেখুন। রমেশচন্দ্রের অনুবাদ,—(প্রথম ঋকের) "প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত অভীষ্টবর্ষণকারী ও অতিশয় মহৎ রুদ্র আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন; কবে তাঁহার উদ্দেশে সুখকর স্তোত্র পাঠ করিব?"। (দ্বিতীয় ঋকের) "যদ্দ্বারা অদিতি আমাদিগের পশু, পশুর জন্য, মনুষ্যের জন্য, গাভীর জন্য এবং আমাদিগের

এখন, আমাদের অর্থ কেন অন্য ভাব পরিগ্রহণ করিল, তাহা একটু কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। প্রথমতঃ, 'করৎ' এই ক্রিয়াপদের সহিত 'রুদ্রিয়ং' পদের সম্বন্ধ সর্ব্বত্র (পশ্বে, নৃভ্যো, গবে তোকায় প্রভৃতি পদের সঙ্গে) বিদ্যমান্ আছে। ভাব এই যে, অদিতি যেন ঐ সকলকেই 'রুদ্রিয়ং' করেন। কিন্তু 'রুদ্রিয়ং' পদের মর্ম্ম কি? সকলেই অর্থ করিয়াছেন—রুদ্র-সম্বন্ধীয় ঔষধ। কত টানিয়া ঐ অর্থ করিতে হইয়াছে, তাহা সহজেই প্রতীত হয়। আমরা যদি বলি—'হে দেব! আপনি আমাদিগকে দেবতা করুন।' তাহাতে কি ভাব আসে—'আপনি অস্মাদিগকে দেব-সম্বন্ধীয় ঔষধ দান করুন?' কদাচ নহে। পরন্তু উহাতে বুঝা যায়, বলা হইল—'আপনি আমাদিগকে দেবত্বসম্পন্ন দেবভাবান্বিত করুন?' এখানেও সেই ভাব মনে আসে। মনে আসে,—প্রার্থনার ভাব এই যে,—'সেই অদিতি আমায় রুদ্র-দেবতার গুণসম্পন্ন করুন।' অদিতি-পদে যে সেই অনন্তস্বরূপ ভগবানকে বুঝায়, তাহা আমরা পূর্ব্বাপরই প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি। সে পক্ষে রুদ্র-পদে যখন সমষ্টিভাবে ভগবানকে বুঝাইবে, তখন 'অদিতি' বলিতে রুদ্রকেও বুঝাইতে পারে। যাহা হউক, 'রুদ্রিয়ং করৎ'—এবংবিধ প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে, যেন দেবভাবসম্পন্ন, দেবত্ববিমণ্ডিত বা দেবত্ব দান করেন।

অপত্যের জন্য রুদ্রীয় ঔষধি প্রদান করেন।" রমানাথের অনুবাদ,—(প্রথম ঋকের) "উৎকৃষ্টজ্ঞানবিশিষ্ট, অভীষ্টকামদাতা, প্রবৃদ্ধ এবং হৃদয়স্থিত রুদ্রদেবকে কবে আমরা আনন্দজনক স্তব করিব?" (দ্বিতীয় ঋকের) যেন ভূদেবতা আমাদিগের নিমিত্ত, অস্মদীয় গো-সকলের নিমিত্ত এবং অস্মদীয় অপত্যদিগের নিমিত্ত রুদ্রসম্বন্ধীয় ভেষজ প্রদান করিতে পারেন।" ঐ ঋক্-দুইটীর ম্যাক্সমূলার-কৃত ইংরাজী অনুবাদও নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা;—

1. "What could we say to Rudra, the wise, the most liberal, the most powerful, that is most welcome to his heart,—

2. So that Aditi may bring Rudra's healing to the cattle, to men, to cow and kith."

লুডউইগ (Ludwig) হিলব্রাণ্ট (Hillbrandt) প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ 'অদিতি' পদের অর্থ 'রুদ্র' করিয়াছেন। সে পক্ষে, রুদ্রদেবের উপাসনায় রুদ্রদেব যেন ঔষধ দান করিবেন—এই ভাব আসে।

অতঃপর বিবেচনা করিয়া দেখুন, কাহাকে কাহাকে দেবভাববিমণ্ডিত করা হইবে বা দেবত্ব দান করা হইবে? প্রথম বলা হইল—'নঃ'। উহার মর্ম্ম,—আমাদিগকে বা আমাদিগের। ঐ পদে 'অস্মান্' বা 'অস্মাকং' দ্বিবিধ প্রতিবাক্যই গ্রহণ করা যায়। দ্বিতীয়—'পশ্বে'। আমরা বলি, ঐ পদে পশুগণকে বুঝাইতেছে না। উহার ভাব—(আমাদের বা সংসারের) 'পশুভাবসমূহে'। পশুভাবসমূহে দেবভাব দান করুন; অর্থাৎ, পশুভাব দেবভাবে পরিণত হউক; "পশ্বে রুদ্রিয়ং করৎ"—বাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য। এইরূপ "নৃভ্যঃ" পদে 'সাধারণ মনুষ্যজনোচিত ভাবকে বুঝায়। সাধারণ মানুষ কেবল আহার বিহার নিদ্রা প্রভৃতিতে কাল কাটায়। এখানকার প্রার্থনার ভাব এই যে,—'যেন সেরূপভাবে আহার বিহার নিদ্রায় কাল না কাটাইয়া আমরা দেবকার্য্যে জীবন নিয়োগ করি—দেবভাবসম্পন্ন হই।' 'পশ্বে' এবং 'নৃভ্যঃ' পদ-দুইটীকে বহুবচনান্ত বলিয়া মনে করে যায়। পশুভাব নানাপ্রকার এবং সাধারণ মনুষ্যোচিত কর্ম্ম (অপকর্ম্মও) নানাবিধ। সুতরাং সেই সকল ভাব ও কর্ম্ম দেবত্বমণ্ডিত হউক—এই প্রকার অভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষা এখানে প্রকাশ পাইতেছে। 'গবে' পদে সকলেই 'গাভী' অর্থ করিয়াছেন। সেই মতেই 'পশ্বে' পদের অর্থ—পশুসকল। কিন্তু 'পশুসকল' বলিলে, আবার 'গাভী' বলার সার্থকতা কি আছে? পশুসকল বলিলেই গাভী তাহার অন্তর্নিবিষ্ট থাকে না কি? অতএব, একটু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এখানে 'গবে' পদের অর্থ গাভী নহে; পরন্তু আমরা যে পূর্ব্বাপর গো-শব্দে জ্ঞান-কিরণ অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও সেই অর্থেরই সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। তাহাতে, "গবে রুদ্রিয়ং করৎ"—বাক্যের ভাব হয় এই যে,—জ্ঞান যেন দেবভাব-বিমণ্ডিত হয়। প্রার্থনার মর্ম্ম দাঁড়ায়,—'পার্থিব অন্য বিষয়ে আমি জ্ঞান-লাভের আকাঙ্ক্ষা করি না; আমি চাই—আমার জ্ঞান যেন অপার্থিব দেবভাব সম্পন্ন হয়,—ভগবানে সত্ত্বভাবে মিলিত হইয়া যায়।' জড়-জাগতিক ব্যাপারে প্রতিষ্ঠালাভসূচক যে জ্ঞান, আজি পাশ্চাত্য-জাতি যে জ্ঞানের প্রভাবে উন্নতিশীল; সেই জ্ঞানকে পার্থিব জ্ঞান (Materialistic) বলিতে পারি। আর অধ্যাত্ম জগতের যে জ্ঞান, যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের

(Spiritualistic) প্রভাবে ভারতবর্ষের আর্য্যঋষিগণ চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন; সেই জ্ঞানকেই অপার্থিব জ্ঞান বলিয়া অভিহিত করি। এখানে প্রার্থনায় 'গবে রুদ্রিয়ং করৎ' এই বাক্যে সেই ভাব প্রকাশ পায়। বলা হইতেছে,—'আমি যেন কেবল জড়-জগতের জ্ঞানে প্রতিষ্ঠাপন্ন না হই; পরন্তু অধ্যাত্মজ্ঞানে যেন আমি জ্ঞানী হইতে পারি।' শেষ রহিল এখন—'তোকায়' পদ। ঐ পদে পুত্রাদিকে বুঝায়। ভাব এই যে, বংশ-পরম্পরা। বংশ-পরম্পরা অর্থাৎ আমাদের পরবর্ত্তী জনগণ। এ পক্ষে, প্রার্থনা এই যে,—'হে ভগবন্! আমরা যেন দেবভাব প্রাপ্ত করি, এ সংসার যেন দেবভাবে পূর্ণ হয়, আমাদের পরবর্ত্তী লোকেরাও যেন দেবভাবসম্পন্ন হয়।' প্রার্থনার ইহাই মর্ম্ম। যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা যে একেবারে অসিদ্ধ, তেমন কথা আমরা কদাচ বলিতে চাহি না। তবে আমরা মন্ত্রে যে ভাব প্রাপ্ত হই; তাহাই প্রকাশ করিলাম। সুধিগণ যৌক্তিকতা বিচার করিবেন। (১ম—৪৩সূ—২ঋ)।

—•—

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথম মণ্ডল। ত্রিচত্বারিংশৎ সূক্ত। তৃতীয়া ঋক্।)

যথা নো মিত্রো বরুণো যথা রুদ্রশ্চিকেততি।

যথা বিশ্বে সজোষসঃ ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যথা। নঃ। মিত্রঃ। বরুণঃ। যথা। রুদ্রঃ। চিকেততি।

যথা। বিশ্বে। সহজোষসঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'যথা' (যেন উপাসনাপ্রভাবেন) 'নঃ' (অস্মান্) 'মিত্রঃ' (মিত্রস্থানীয়ঃ মিত্রদেবঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষণকারী বরুণদেবঃ) 'চিকেততি' (অনুগ্রাহ্যত্বেন জানাতি, অনুগ্রহপাত্রত্বেন গৃহ্লাতি); 'যথা' (যেন উপাসনাপ্রভাবেন) 'রুদ্রঃ' (রুদ্রদেবঃ) 'চিকেততি'

(অস্মান্ অনুগ্রহং করোতি); 'যথা' (যেন উপাসনাপ্রভাবেন) 'সংযোষসঃ' (সমানং প্রীণন্তঃ, সমানুগ্রহেন) 'বিশ্বে' (সর্ব্বে দেবাঃ) 'চিকেততি' (চিকেতন্তি, অনুগ্রহং কুর্ব্বন্তি); হে মন! ত্বং তদ্রূপং উপাসনাপরায়ণং ভব। (১ম—৪৩সূ—৩ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যে প্রকার উপাসনা-প্রভাবে মিত্রস্থানীয় সেই মিত্রদেবতা ও অভীষ্ট-বর্ষণকারী বরুণদেবতা আমাদিগকে অনুগ্রহপাত্র বলিয়া গ্রহণ করেন; যে প্রকার উপাসনা-প্রভাবে রুদ্রদেবতা আমাদিগকে অনুগ্রহ করেন; যে প্রকার উপাসনা-প্রভাবে সমানপ্রীতিতে (সমান অনুগ্রহে) সকল দেবতা আমাদিগকে অনুগ্রহ করেন; হে মন! তুমি তদ্রূপ উপাসনা-পরায়ণ হও। (১ম—৪৩সূ—৩ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

মিত্রো বরুণশ্চ নোঽস্মান্ যথা যেন প্রকারেণ চিকেততি। অনুগ্রাহ্যত্বেন জানাতি। রুদ্রোঽপি যথা চিকেততি। সজোষসঃ সমানপ্রীতয়ো বিশ্বে সর্ব্বে দেবা যথা চিকেতন্তি তথা ভবন্তিতি শেষঃ। যদ্বা যথাশব্দোপেতস্য মন্ত্রদ্বয়স্য তথা কদা যোচেমিতি পূর্ব্বত্রান্বয়॥

চিকেততি। কিত জ্ঞানে। লেটাডাগমঃ। নাভ্যস্তস্যেতি গুণনিষেধো ন ভবতি। বহুলং ছন্দসীতি বাক্তব্যমিতি বচনাৎ। সার্ব্বধাতুকত্বাচ্চাভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। সজোষসঃ। জুষী প্রীতিসেবনয়োঃ। সমানং জুষন্তীতি সজোষসঃ। সমানস্য ছন্দসীতি সভাবঃ। অসুনো নিত্বাদুত্তরপদস্যাদ্যুদাত্তত্বং। তদেব কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন শিষ্যতে॥ ৩॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মিত্র ও বরুণ আমাদিগকে যে প্রকার অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং রুদ্র যে প্রকার অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন; সমানপ্রীতিযুক্ত সমস্ত দেবগণ যাহাতে আমাদিগকে অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহাই হউক। পক্ষান্তরে যথা-শব্দ-প্রাপ্ত মন্ত্রদ্বয় 'তথা কদা যোচেম' এই পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের সহিত অন্বিত হইবে।

চিকেততি। জ্ঞানার্থক 'কিৎ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লোট্ বিভক্তিতে 'অট্' আগম হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি বক্তব্যং' এই বচন হেতু 'নাভ্যস্তস্য' এই নিয়মানুসারে গুণের নিষেধ হয় নাই। 'সার্ব্বধাতুকত্বাচ্চাভ্যস্তানামাদিঃ' এই নিয়মানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সজোষসং। প্রীতি ও সেবনার্থক 'জুষী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। সমানভাবে প্রীতি প্রাপ্ত হয় এই অর্থে 'সজোষসঃ' পদ হইয়াছে। ছন্দবিষয়ে সমান শব্দের 'স' হইয়াছে। 'অসুন্' প্রত্যয়ের 'ন' ইৎ হেতু উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। তাহাই কৃদুত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্বরূপে অবশিষ্ট আছে। (১ম—৪৩সূ—৩ঋ)।

• • •

তৃতীয় (৫১০) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্‌টীকেও প্রথম ঋকের অনুবৃত্তি বলিয়া মনে করি। দ্বিতীয় ঋকে আত্মোৎকর্ষ-সাধনের কামনা আছে। এ ঋকে দেবসান্নিধ্য-লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। সে দৃষ্টিতে এই ঋক্‌টিকে সাধনার তৃতীয় বা শ্রেষ্ঠস্তর বলিয়া মনে করিতে পারি। প্রথম ঋকে রুদ্রদেবতার উপাসনা করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে; দ্বিতীয়ে আপনার পশুভাব প্রভৃতিকে দেবভাবে পরিণত করার প্রয়াস আছে; তৃতীয়ে (এই ঋকে) সকল দেবতার অনুকম্পা প্রাপ্তির আশা করা হইয়াছে। সাধনার স্তর এইরূপই নির্দ্দিষ্ট হয়। আকাঙ্ক্ষা, কর্ম্ম ও কাম্যফল-লাভ—এই তিন অবস্থার আভাস পূর্ব্বাপর তিনটী ঋকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার কর্ম্মের ফলে, দেবতা আমার মিত্ররূপে আমায় অনুগ্রহ করুন; আমার কর্ম্মের ফলে, দেবতা আমার অভীষ্টবর্ষণকারী হইয়া আমায় অনুগ্রহ করুন; আমার কর্ম্মের ফলে, সকল দেবগণ আমায় প্রীতির নেত্রে দর্শন করুন। মন্ত্রে এইরূপ ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম—৪৩সূ—৩ঋ)।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিচত্বারিংশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্)।

গাথপতিং মেধপতিং রুদ্রং জলাষভেষজং।

তচ্ছংযোঃ সুম্নমীমহে ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

গাথঽপতিং। মেধঽপতিং। রুদ্রং। জলাষঽভেষজং।

তৎ। শংঽযো। সুম্নং। ঈমহে ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'গাথপতিং' (স্তুতিপালকং, উপাসকানাং রক্ষকং) 'মেধপতিং' (যজ্ঞপালকং, সৎকর্ম্মণাং সহায়স্বরূপং) 'জলাষভেষজং' (সুখরূপৌষধোপেতং, দুঃখনাশেন সুখপ্রদাতারং) 'রুদ্রং' (রুদ্রদেবং) অভিলক্ষ্য বয়ং 'শংযোঃ' (ঐশ্বর্য্যারোগ্যস্য সম্বন্ধি) 'তৎ' (প্রসিদ্ধং, পরমং) 'সুম্নং' (সুখং) 'ঈমহে' (যাচামহে, প্রার্থয়ামহে)। স দেব উপাসকানাং সর্ব্বদুঃখনাশকঃ। পরমসুখকামনয়া বয়ং তং অর্চ্চয়ামঃ। ইতি ভাবপূর্ণ আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১ম—৪২সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

উপাসকগণের রক্ষক, সৎকর্ম্মসমূহের সহায়স্বরূপ, দুঃখনাশ-দ্বারা সুখবিধায়ক, রুদ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়া আমরা ঐশ্বর্য্য ও আরোগ্য-সম্বন্ধীয় পরম সুখ প্রার্থনা করি। (১ম—৪৩সূ—৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

রুদ্রমভিলক্ষ্য বয়ং শংযোর্বৃহস্পতিপুত্রস্য সম্বন্ধি তৎপ্রসিদ্ধং সর্ব্বপ্রজাভ্যো হিতং সুম্নং সুখমীমহে। যাচামহে। কীদৃশং রুদ্রং। গাথপতিং। স্তুতিপালকং। মেধপতিং। যজ্ঞপালকং। জলাষভেষজং। সুখরূপৌষধোপেতং। যদ্বা। উদকরূপৌষধোপেতং। উদকং হি রুদ্রনামাভিমন্ত্রিতং সদৌষধং ভবতি॥

গাথপতিং। গাথেতি বাঙ্নাম। গাথাগণেতি তন্নামসু পঠিতত্বাৎ। বাগ্রূপায়া স্তুতেঃ পতির্গাথপতি। কৈ গৈ রৈ শব্দে। আদেচ ইত্যাত্বং। উষিকুষিগার্ত্তিভ্যস্থন্নিতি থন্‌-প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞাছন্দসোর্বহুলমিতি পূর্ব্বপদস্য হ্রস্বত্বং। পত্যাবৈশ্বর্য্য ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরে প্রাপ্তে মরুদ্বৃধাদীনাং ছন্দস্যুপসংখ্যানমিতি পূর্ব্ব-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

রুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া আমরা বৃহস্পতির পুত্রের জন্য প্রসিদ্ধ সর্ব্বপ্রজাহিতকর সুখ প্রার্থনা করিতেছি। রুদ্র কি প্রকার? স্তুতিপালক, যজ্ঞপালক, সুখরূপ ঔষধযুক্ত। অথবা উদকরূপ ঔষধযুক্ত; যেহেতু রুদ্রনামাভিমন্ত্রিত উদক সকল-বিষয়ে ঔষধস্বরূপ।

গাথপতিং। গাথ ইহা বাক্যের নাম। বাক্য নাম মধ্যে গাথা ও গণ এইরূপ পাঠ আছে। বাক্যরূপ স্তুতির পতি এই অর্থে 'গাথপতিঃ' পদটী হইয়াছে। শব্দার্থে কৈ গৈ ও রৈ ধাতু প্রযুক্ত হয়। এইস্থলে শব্দার্থক গৈ ধাতুর 'আদেচ' এই সূত্রানুসারে 'আ'কার হইয়াছে। 'উষিকুষিগার্ত্তিভ্যস্থন্' এই নিয়মানুসারে 'থন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ন'কার ইৎ হেতু আদ্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞাছন্দসোর্বহুলং' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের হ্রস্বত্ব হইয়াছে। 'পত্যাবৈশ্বর্য্য' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্তি-বিষয়ে, 'মরুদ্বৃধাদীনাং ছন্দস্যুপসংখ্যানং' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের অন্তস্বর উদাত্ত

পদাম্বোদাত্তত্বং। মেধপতিং। পূর্ব্ববৎ। জলাষভেষজং। জনী প্রাদুর্ভাবে। জায়ন্ত ইতি জাঃ। অন্যেষ্বপি দৃশ্যত ইতি দৃশিগ্রহণাৎ কেবলাদপি উপ্রত্যয়ঃ। লষ কান্তৌ। কান্তিরভিলাষঃ। ভাবে ঘঞ্। জানাং লাষো যস্মিন্ তজ্জলাষং সুখং। জলাষরূপং ভেষজং যস্মিন্ রুদ্রে স জলাষ ভেষজঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। শংযোঃ। কংশংভ্যাং। পা০ ৫।২।১৩৮। ইতি মত্বর্থীয়ো যুস্-প্রত্যয়ঃ। সিতি চ। পা০ ১।৪।১৬। ইতি পদসংজ্ঞায়ামনুস্বারপরসবর্ণৌ। প্রত্যয়স্বর॥ (১ম—৪৩সূ—৪ঋ)॥

চতুর্থ (৫১১) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্‌টিও আত্মোদ্বোধনমূলক। আমরা যেন আমাদের আরোগ্যের ও ঐশ্বর্য্যের সম্বন্ধীয় পরম সুখের জন্য সেই রুদ্রদেবতার উপাসনা করি। ইহাই এই ঋকের মর্ম্ম।

সেই যে রুদ্রদেবতা—তিনি কেমন? 'গাথপতিং' প্রভৃতি বিশেষণত্রয়ে তাহাই পরিব্যক্ত রহিয়াছে। 'গাথপতিং' পদের অর্থ—স্তুতির পালক। তাহা হইতেই বুঝা যায়, তিনি উপাসকগণের রক্ষাকর্ত্তা। 'মেধপতিং' পদের অর্থ—যজ্ঞের পালক; তাহা হইতেই 'সৎকর্ম্মের সহায়' ভাব আসে। 'জলাষভেষজং' পদের প্রতিবাক্য—'সুখরূপৌষধোপেতং'। তাহা হইতেই ভাব আসে—তিনি দুঃখনাশ করিয়া সুখবিধান করেন। সেই দেবতাকে আমরা কি জন্য প্রার্থনা করিব? 'সুম্নং' অর্থাৎ সুখের জন্য। প্রসিদ্ধ পরম যে সুখ, সেই সুখ তিনি প্রদান করেন।

এই ঋকের অন্তর্গত একটী সমস্যামূলক পদ—'শংযোঃ' ঐ পদের

হইয়াছে। মেধপতিং। পূর্ব্বের ন্যায় সাধ্য হইবে। জলাষভেষজং। প্রাদুর্ভাবার্থক 'জনী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'জায়ন্তে' এই বাক্যে 'জাঃ' পদ হয়। 'অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে' এই নিয়ম মধ্যে 'দৃশি' গ্রহণ-হেতুক কেবল-হেতুক হওয়ায়, ধাতুর উত্তর উ-প্রত্যয় হইয়াছে। 'লষ' ধাতু কান্তি অর্থ বুঝায়। কান্তি শব্দের অর্থ 'অভিলাষ'। ভাববাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'জানাং লাষো যস্মিন্' এই বাক্যে 'জলাষং' শব্দে সুখ বুঝায়। জলাষরূপ ভেষজ আছে যে রুদ্রে, তাহাই 'জলাষভেষজঃ'। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। শংযোঃ। 'কংশংভ্যাং' (পা০ ৫।২।১৩৮) সূত্রানুসারে মত্বর্থে যুস্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'সিতিচ' (পা০ ১।৪।১৬) এই সূত্রানুসারে পদসংজ্ঞা বিষয়ে 'অনুস্বার' ও পরসবর্ণ হইয়াছে এবং উহাতে প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। (১ম—৪৩সূ—৪ঋ)।

অর্থ, ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ 'বৃহস্পতির পুত্রের' অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ পদে ঐশ্বর্য্যের ও আরোগ্যের জন্য অর্থ গ্রহণ করা যায়। পূর্ব্বেও এই পদে আমরা অন্য অর্থ আমনন করিয়াছি। 'বৃহস্পতির পুত্রের'—এরূপ অর্থ গ্রহণের কোনই সার্থকতা দেখি না। * (১ম—৪৩সূ—৪ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিচত্বারিংশং-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

যঃ শুক্র ইব সূর্য্যো হিরণ্যমিব রোচতে।

শ্রেষ্ঠো দেবানাং বসুঃ ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যঃ। শুক্রঃ২ইব। সূর্য্যঃ। হিরণ্যং২ইব। রোচতে।

শ্রেষ্ঠঃ। দেবানাং। বসুঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (রুদ্রদেবঃ) 'সূর্য্যঃ ইব' (সূর্য্যসদৃশঃ) 'শুক্রঃ' (দীপ্তিমান্, জ্যোতিষ্মান্), 'হিরণ্যং ইব' (সুবর্ণবৎ, স্নেহভাববৎ) 'রোচতে' (প্রীতিকরঃ ভবতি); স 'দেবানাং' (সর্ব্বেষাং দেবভাবানাং মধ্যে) 'শ্রেষ্ঠঃ' (গরিষ্ঠঃ, প্রধানতমঃ) 'বসুঃ' (সর্ব্বেষাং নিবাস-হেতুশ্চ)। মন্ত্রঃ রুদ্রদেবস্য স্বরূপং প্রকাশয়তি। ইন্দ্রাদীনাং সম্বন্ধিনঃ যদ্বিশেষণং পুরা উক্তঞ্চ, অত্র রুদ্রদেবপ্রসঙ্গে তদ্ভাবং পরিব্যক্তং। সর্ব্বে দেবাঃ পরস্পরাভিন্নভাবপন্নাঃ ইতি ভাবঃ। (১ম – ৪৩সূ—৫ঋ)।

---

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও 'শংযোঃ' পদে বৃহস্পতির পুত্র অর্থ গ্রহণ করেন নাই। একটীর ম্যাক্সমূলার কৃত অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে পাশ্চাত্য দেশে কি ভাবে মর্ম্ম পরিগৃহীত হয়, বুঝা যাইবে। যথা,—"We implore Rudra, the lord of songs, the lord of animal sacrifices, the possessor of healing medicines, for health, wealth, and his favour."

এখানে কি পদে কি অর্থ গৃহীত হইয়াছে, বুঝিয়া দেখুন।

বঙ্গানুবাদ।

যে রুদ্রদেব সূর্য্যসদৃশ দীপ্তিমান্ (জ্যোতিষ্মান্), সুবর্ণবৎ (স্নেহভাবে) প্রীতিকর হয়েন; তিনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সকলের নিবাস-হেতু (আশ্রয়স্থান) হয়েন। (১ম—৪৩সূ—৫ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

যো রুদ্রঃ সূর্য্য ইব শুক্রঃ সূর্য্যবদ্দীপ্তিমান্ হিরণ্যমিব রোচতে। যথা সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং হিরণ্যং প্রীতিকরং ভবতি তথা রুদ্রোহপি। স চ দেবানাং সর্ব্বেষাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ। বসুর্নিবাসহেতুশ্চ ॥

রোচতে। রুচ দীপ্তাবভিপ্রীতৌ চ। অনুদাত্তেত্ত্বাৎ সার্ব্বধাতুকমনুদাত্তং ধাতুস্বরঃ। শ্রেষ্ঠঃ। প্রশস্যতমঃ। প্রশস্যশব্দাদিষ্ঠন্ প্রশস্যস্য শ্র ইতি শ্রাদেশঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। বসুঃ। বাসয়তি সর্ব্বানিতি বসুঃ। বস নিবাসে। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ শৃস্বৃস্নিহিত্রপ্যসিবসি ইত্যাদিনোপ্রত্যয়ঃ। নিদিত্যনুবৃত্তে রাদ্যুদাত্তত্বং ॥ (১ম—৪৩সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে ষড়্‌বিংশো বর্গঃ ॥ ২৬ ॥

• • •

পঞ্চম (৫১২) ঋকের বিশদার্থ।

—— : • : ——

এখানে রুদ্রদেবকে ভগবানের অভিন্নমূর্ত্তিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইন্দ্রাদি সম্বন্ধেও এরূপ বর্ণনা পূর্ব্বে পাইয়াছি। ইহা হইতে বুঝা যায়, সকল দেবতাই ব্যষ্টিভাবে সেই বিশ্বেশ্বরের অংশস্বরূপ, আবার সকল

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে রুদ্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ এবং হিরণ্যের ন্যায় রোচমান্ অর্থাৎ হিরণ্য যেমন সকলের প্রীতিকর, রুদ্রও সেইরূপ সকলের প্রীতিজনক, সেই রুদ্র সমস্ত দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং নিবাসহেতু।

রোচতে। দীপ্তি ও অভিপ্রীত্যর্থক 'রুচ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অং' উপদেশ-হেতু 'সার্ব্বধাতুকমনুদাত্তং ধাতুস্বর' এই নিয়মানুসারে ধাতুস্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠঃ। প্রশস্যতর অর্থ বুঝায়। প্রশস্য শব্দের উত্তর ইষ্ঠন্ প্রত্যয় পরে থাকায়, 'প্রশস্যস্য শ্রঃ' এই নিয়মানুসারে প্রশস্য শব্দের স্থানে 'শ্র' আদেশ হইয়াছে। 'ন' ইৎ হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। বসুঃ। সকলকে বাস করান—এই অর্থে বসুঃ পদটী হইয়াছে। উহা নিবাসার্থক 'বস' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। অন্তর্ভাবিত নিজন্তার্থক-প্রযুক্ত 'শৃস্বৃস্নিহি' ইত্যাদি নিয়মানুসারে উ-প্রত্যয় হইয়াছে। 'নিৎ' এই অনুবৃত্তি-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৪৩সূ—৫ঋ)।

ইতি প্রথম অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায়ে ষড়্‌বিংশ বর্গঃ সম্পূর্ণ ॥ ২৬ ॥

দেবতাই সমষ্টিভাবে তাঁহাকেই দ্যোতনা করে। তিনি দেবগণের শ্রেষ্ঠ, সকল দেবগণ তাঁহাতেই অবস্থিতি করেন,—এতদ্বাক্যের মর্ম্ম এই যে, রুদ্রদেবতার সকল স্বরূপ যখন উপলব্ধ হয়, তখন ভগবানে আর তাঁহাতে অভিন্নত্ব প্রতীত হইয়া থাকে; তখন, বুঝা যায়—তিনিই সব, তাঁহাতেই সকল শক্তি নিহিত আছে। সকল দেবতা-সম্বন্ধেই এই ভাব। সকল দেবভাবের মধ্য দিয়াই এইরূপে ভগবানকে দেখিতে পাওয়া যায়। ঋকের অন্তর্গত "হিরণ্যমিব রোচতে" বাক্যে, সুবর্ণের ন্যায় তিনি প্রীতির পাত্র—সাধারণ দৃষ্টিতে এই ভাব আসে। কিন্তু উহার নিগূঢ় মর্ম্ম—স্নেহকরুণা-বিতরণে তিনি সকলেরই প্রিয় হইয়া আছেন। (১ম—৪৩সূ—৫ঋ)।

—•—

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

আগ্নিমারুতে শং নঃ করতীতি ধায্যা। অথ যদেতমিতি খণ্ডে সূত্রিতং। বৈশ্বানরায় পৃথুপাজসে শং নঃ করত্যর্ব্বতে। আ০ ৫।২০। ইতি॥ তামেতাং সূক্তে ষষ্ঠীমৃচমাহ॥

• • •

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিচত্বারিংশৎ-সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্)॥

শং নঃ করত্যর্ব্বতে সুগং মেষায় মেষ্যে।

নৃভ্যো নারিভ্যো গবে। ৬॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

শং। নঃ। করতি। অর্ব্বতে। সুঽগং। মেষায়। মেষ্যৈ।

নৃঽভ্যঃ। নারিঽভ্যঃ। গবে॥ ৬॥

সায়ণানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অগ্নি ও মরুৎ সম্বন্ধে 'শং নঃ করোতীতি' মন্ত্র বিহিত আছে। আশ্বলায়ন (৫।২০) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে,—"বৈশ্বানরায় পৃথুপাজসে শং নঃ করত্যর্ব্বতে।" ইতি॥ সেই সূক্তের এই ষষ্ঠ ঋক্ কথিত হইতেছে।

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

স দেবঃ 'নঃ' (অস্মাকং) 'অর্ব্বতে' (পাপায়, পাপপরিহারায়) 'শং' (মঙ্গলদানং) 'করতি' (করোতি) ; 'মেষায়' (মেষবৎ নির্ব্বুদ্ধিতায়) 'মেষ্যৈ' (স্পর্দ্ধয়া, বিতাড়নয়া) 'সুগং' (সুষ্ঠু গমনশীলং, সৎপথগামিনং) করোতি ; অপিচ, 'গবে' (জ্ঞানায়, জ্ঞানকিরণ-বিচ্ছুরণায়) 'নৃভ্যঃ' (নরেভ্যঃ) 'নারিভ্যঃ' (স্ত্রীভ্যঃ) 'শং' (সুখদানং) করোতি। দেবস্য কৃপয়া সর্ব্বে সুমঙ্গলং লভন্তে। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৩সূ—৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সেই দেবতা আমাদিগের পাপকার্য্যে (পাপ-পরিহরণ-পূর্ব্বক) মঙ্গল দান করেন। মেষবৎ নির্ব্বুদ্ধিতায় (নির্ব্বোধ জনকে) তিনি বিতাড়নের দ্বারা সৎপথগামী করেন। জ্ঞানকিরণ-বিকীরণে তিনি নরনারীসকলকে সুখদান করেন। (১ম—৪৩সূ—৬ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

নোঽস্মাকং সম্বন্ধিভ্যোঽর্ব্বদাদিভ্যঃ সুগং সুষ্ঠু গম্যং শং সুখং করতি। দেবঃ করোতি। অর্ব্বতেঽশ্বায়। অর্ব্বচ্ছব্দোঽশ্বনাম। অর্ব্বা বাজীতি তন্নামসু পাঠাৎ। মেষায় মেষজাতি-পুরুষায়। মেষ্যৈ তজ্জাতীয়স্ত্রিয়ৈ। নৃভ্যঃ পুরুষেভ্যঃ। নারিভ্যঃ স্ত্রীভ্যঃ। গবে গোজাতয়ে॥

করতি। ডুকৃঞ্ করণে। ব্যত্যয়েন শপ্। অর্ব্বতে। অর্ত্তি গচ্ছতীত্যর্ব্বা। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি বনিপ্। চতুর্থ্যেকবচনেঽর্ব্বণ স্ত্রসাবনঞ ইতি নকারস্য তৃ আদেশঃ। বনিপ্সুপৌ পিত্বাদনুদাত্তৌ। ধাতুস্বরঃ। মেষায়। মিষ স্পর্দ্ধায়াং। পচাদ্যচ্ দেবসেন-মেষাদয়ঃ পচাদিষু দ্রষ্টব্যা ইতি বচনাৎ। মেষ্যৈ। জাতেরস্ত্রীবিষয়াদয়োপধাৎ। পা০

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

দেবতা অস্মৎসম্বন্ধি অর্ব্বৎ প্রভৃতির জন্য সুগম্য ও মঙ্গল করিতেছেন। 'অর্ব্বতে' অর্থাৎ অশ্বার্থ, 'অর্ব্বৎ' শব্দটী অশ্বের নাম। অশ্বনাম-মধ্যে অর্ব্বা বাজী, এই প্রকার পাঠ আছে। 'মেষায়' মেষজাতি পুরুষার্থ। 'মেষ্যৈ' তজ্জাতীয় স্ত্রীজন্য। 'নৃভ্যঃ' পুরুষগণের জন্য। 'নারীভ্যঃ' স্ত্রীগণের জন্য। 'গবে' গোজাতির জন্য।

করতি। 'কৃ' ধাতু করণার্থ বুঝায়। ব্যতিক্রমতা-হেতু 'শপ' প্রত্যয় হইয়াছে। অর্ব্বতে। অর্ত্তি অর্থাৎ গমন করে এই বাক্যে 'অর্ব্বা' পদটা হয়। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' এই নিয়মানুসারে 'বনিপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। চতুর্থীর এক বচনে 'অর্ব্বণস্ত্রসাবনঞ' এই নিয়মানুসারে 'ন'কারের স্থানে 'তৃ' আদেশ হইয়াছে। 'বনিপ' এবং 'সুপ' 'প' ইৎ হেতু উভয়েই অনুদাত্ত। ধাতুস্বর প্রাপ্ত। মেষায়। স্পর্দ্ধার্থক 'মিষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'দেবসেন মেষাদয় পচাদিষু দ্রষ্টব্যা' এই বচন-হেতু, 'পচাদ্যচ' এই নিয়মানুসারে, 'অচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। মেষ্যৈ। 'জাতেরস্ত্রীবিষয়াদয়োপধাৎ' (পা০ ৪।১।৬৩) এই সূত্রানুসারে 'ঙীষ'

৪।১।৬৩। ইতি ঙীষ্-প্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। চতুর্থ্যেকবচন আগমানুশাসনস্যানিত্যত্বা-ন্নাডাগমাভাবঃ। উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্যেতি স্বরিতত্বং। উদাত্তযণো হল্-পূর্ব্বাদিতি তু ন ভবতি সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি বচনাৎ। নৃভ্যঃ। সাবেকাচ ইতি প্রাপ্তস্য বিভক্ত্যুদাত্তত্বস্য ন্ চাগ্রন্তরস্যামিতি প্রতিষেধঃ। নারিভ্যঃ। নৃনরয়ো-র্বৃদ্ধিশ্চ। পা০ ৪।১।৭৩। ইতি শার্ঙ্গরবাদিষু পাঠাৎ ঙীন্প্রত্যয়ঃ। নিত্যাদিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। গবে। ন গোশ্বন্সাববর্ণেতি বিভক্ত্যুদাত্তস্য প্রতিষেধঃ॥ (১ম—৪৩সূ—৬ঋ)।

ষষ্ঠ (৫১৩) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা হইতে আমাদের অর্থ সম্পূর্ণ অন্য পথ পরিগ্রহ করিল। সে সকল অর্থের মর্ম্ম এই যে,—'রুদ্রদেব আমাদের ঘোড়াকে, ভেড়াটিকে ও ভেড়ীটিকে, পুরুষগণকে ও স্ত্রীগণকে এবং গাভীটিকে সুগম্য সুখ প্রদান করুন।' * নিম্ন-স্তরের প্রার্থনাকারীর প্রার্থনায় এরূপ ভাব প্রকাশ পাইতে পারে; কিন্তু অধ্যাত্ম-পথের পথিক যাঁহারা, তাঁহাদের পক্ষে এ ঋকের এ অর্থ কখনই সমীচীন বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না।

প্রত্যয় হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। চতুর্থীর একবচনে আগমানুশাসনের অনিত্যত্ব-হেতু 'আট্' আগম হয় নাই। 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্য' এই নিয়মানুসারে স্বরিতত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। 'উদাত্ত যণো হলপূর্ব্বাৎ'—এই নিয়মে 'ভু' আগম হয় নাই। 'সর্ব্বেবিধয়শ্ছন্দসি বিকল্পন্তে' এই বচন হেতু বিকল্প হইয়াছে। নৃভ্যঃ। 'সাবেকাচ' এই নিয়মানুসারে প্রাপ্ত বিভক্তির উদাত্তত্বের, 'ন চাগ্রন্তরস্যাম্' এই নিয়মানুসারে নিষেধ হইয়াছে। নারিভ্যঃ। 'নৃনরয়োর্বৃদ্ধিশ্চ' (পা০ ৪।১।৭৩) এই সূত্রানুসারে শার্ঙ্গরবাদি মধ্যে পঠিত হওয়ায় 'ঙীন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ন' ইৎ-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। গবে। 'গোশ্বন্সাববর্ণেতি' এই সূত্রানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্বের প্রতিষেধ হইয়াছে। (১ম—৪৩সূ—৬ঋ)।

---

* ঋকের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতেও এই ভাবই পরিব্যক্ত। যথা,—"May he bring health to our horse, welfare to ram and awe, to men, to women, and to the cow." প্রার্থনার এই মর্ম্ম হইলে, সাধারণ কৃষকশ্রেণীর লোকই যে বেদ-মন্ত্রের রচক, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। একটী ঘোড়া আছে, এক জোড়া ভেড়া-ভেড়ী আছে, একটী গাভী আছে এবং গুটিকতক স্ত্রী-পুরুষ আছে,—এমন কোনও সংসারের লোক কর্তৃক মন্ত্রটী উচ্চারিত হইয়াছিল;—এ পক্ষে, এমন কথাই বলা যায়। বলা বাহুল্য,—আমরা তাহা বলি না; তাই আমাদের অর্থ অন্য পথ পরিগ্রহ করে।

'অর্ব্বন্' শব্দ হইতে 'অর্ব্বতে' পদ নিষ্পন্ন; উহার অর্থ—ঘোটকও হয় বটে। কিন্তু ঐ শব্দের আর এক অর্থ—'নীচ' 'অপকৃষ্ট'। তাহা হইতেই ঐ শব্দে 'পাপকে' বুঝায়। পূর্ব্বে (১ম—২৭সূ—৯ঋ) এ বিষয় আমরা আলোচনা করিয়াছি। এখানেও ঐ পদে পাপকেই বুঝাইতেছে। ঋক্‌টী রুদ্রদেবতার মাহাত্ম্য-প্রকাশক। বলা হইতেছে—সেই রুদ্র-দেবতা কেমন? না—তিনি 'পাপে' (অর্থাৎ পাপ পরিহরণ করিয়া) মঙ্গল দান করেন। আর তিনি কেমন? না—'মেষায় মেষ্যে সুগং করোতি।' এখানে 'মেষায়' পদে 'মেষবৎ নির্ব্বুদ্ধিতাকে' (দুর্ব্বুদ্ধিকে নহে) বুঝাইতেছে। নির্ব্বোধ নির্ব্বুদ্ধিতা-বশতঃ বিপথে গমন করে। রুদ্রদেব তাড়নার দ্বারা (বিবেক-বাণী-রূপ কশাঘাত-প্রভাবে) তাহাদিগকে সৎপথাবলম্বী করেন। 'মেষ্যে' পদ স্পর্দ্ধা-জ্ঞাপক 'মিষ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহাতে তাড়নার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তার পর দেখুন—সেই দেবতা আর কেমন? তিনি জ্ঞান-কিরণ-বিতরণে নর-নারীকে সুখী করেন। 'গবে' পদে সর্ব্বত্রই আমরা জ্ঞান-কিরণ অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। এখানেও সেই অর্থেই সমীচীনতা প্রতিপন্ন হয়।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'সেই ভগবান্ আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করেন; আমাদিগের নির্ব্বুদ্ধিতাকে তাড়নার দ্বারা সৎপথে আনেন; এবং জ্ঞানকিরণের দ্বারা নর-নারীর হৃদয় উদ্ভাসিত রাখেন। সেই দেবতার অপার করুণা। মন! তুমি তাঁহার শরণাপন্ন হও।' মন্ত্রের ইহাই উপদেশ। (১ম—১৩সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিচত্বারিংশৎ সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

অস্মে সোম শ্রিয়মধি নি ধেহি শতস্য নৃণাং।

মহি শ্রবস্তুবিনৃম্ণং ॥ ৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অস্মে ইতি। সোম। শ্রিয়ং। অধি। নি। ধেহি। শতস্য। নৃণাং।

মহি। শ্রবঃ। তুবিহনৃম্ণং ॥ ৭ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে সোমদেব, হে সৌম্যমূর্ত্তিধর!) 'নৃণাং' (লোকানাং, পুরুষানাং উপভোগ্য ইতি শেষঃ) 'শতস্য' (পর্য্যাপ্তং) 'শ্রিয়ং' (মঙ্গলং) 'অস্মে' (অস্মাসু) 'নি-ধেহি' (নিতরাং প্রযচ্ছ); তথা 'মহি' (মহত্ত্বযুক্তং) 'তুবিনৃম্ণং' (প্রভূতশক্তিসমন্বিতং) 'শ্রবঃ' (অন্নং, শ্রেয়াংসং) নি-ধেহি ইতি শেষঃ। হে দেব! অস্মৎ-সম্বন্ধে ত্বং সৌম্যমূর্ত্তিধরো ভব; অস্মাকং পূজাং গৃহাণ; সর্ব্ববিধং শ্রেয়াংসং বিধেহি। (১ম—৪৩সূ—৭ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে সোমদেব (সৌম্যমূর্ত্তিধর)! লোকসমূহের (উপভোগ্য) পর্য্যাপ্ত মঙ্গল আমাদিগকে নিরন্তর প্রদান করুন; আর মহত্ত্বযুক্ত, প্রভূতশক্তি-সমন্বিত, শ্রেয়ঃ আমাদিগকে নিরন্তর দান করুন। (১ম—৪৩সূ—৭ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম দেব নৃণাং পুরুষাণাং শতস্য পর্য্যাপ্তাং শ্রিয়মস্মেঽস্মাস্বধি নিধেহি। আধিক্যেন স্থাপয়। তথা মহি মহৎ তুবিনৃম্ণং প্রভূতবলযুক্তং শ্রবোঽন্নমধি নিধেহি॥

অস্মে। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যাঃ শে আদেশঃ। নৃণাং। নৃ চ। পা০ ৬।৪।৬। ইতি দীর্ঘপ্রতিষেধঃ। নামন্যতরস্যামিতি নাম উদাত্তত্বং। মহীত্যাদয়ো গতাঃ॥ (১ম—৪৩সূ—৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! পুরুষসম্বন্ধি পর্য্যাপ্ত শ্রী অধিক পরিমাণে আমাদিগের বিষয়ে স্থাপন করুন। সেই প্রকার মহৎ ও প্রভূত বলযুক্ত অন্ন অধিক পরিমাণে স্থাপন করুন।

অস্মে। 'সুপাং সুলুক্' এই নিয়মানুসারে সপ্তমীর স্থানে শে আদেশ হইয়াছে। নৃণাং। 'নৃ চ' (পা০ ৬।৪।৬) এই সূত্রানুসারে দীর্ঘের প্রতিষেধ হইয়াছে। 'নামন্যতরস্যাং' এই নিয়মানুসারে নামের উদাত্ত হইয়াছে। মহী প্রভৃতি পদ পূর্ব্বে সাধিত হইয়াছে॥ ৭॥

• • •

সপ্তম (৫১৪) ঋকের বিশদার্থ।

—§•§—

এ ঋক্‌টির সম্বোধ্য—'সোম।' তদনুসারে, সোমদেবতাকে সম্বোধন করিয়া এই ঋক্‌টি বিহিত হইয়াছে—ইহাই সাধারণ মত। কিন্তু আমরা বলি, এই 'সোম' সম্বোধনে রুদ্র-দেবতাকেই লক্ষ্য আছে। যে দেবতা সকলের সর্ব্ববিধ মঙ্গলবিধান করেন, সকলকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন, তাঁহাতে আর রুদ্রভাব থাকে কি? সাধক যখন তাঁহাকে করুণার আধার বলিয়া বুঝিতে পারেন, ভক্ত যখন তাঁহাতে দয়ামায়ার অনন্ত-নির্ঝর প্রত্যক্ষ করেন; তখন তিনি তাঁহাকে 'হে সোম' অথবা 'হে সৌম্য-মূর্ত্তিধর' বলিয়া সম্বোধন করিতে পারেন। এখানকার সম্বোধন, আমরা মনে করি, এই ভাব দ্যোতনা করিতেছে। প্রার্থনাপক্ষে যেন বলা হইতেছে,—'হে রুদ্রদেব! আপনি আমাদিগের পক্ষে সৌম্যমূর্ত্তিধর হউন।'

ঋকের অন্য প্রার্থনা এই যে,—'হে দেব! আপনি শত-মনুষ্যের মঙ্গল আমায় দেন। অর্থাৎ, পর্য্যাপ্ত মঙ্গল বা সুখ আমাকে প্রাপ্ত হউক।' আর প্রার্থনা—'আপনি আমায় মহত্ত্বযুক্ত ও শক্তিসমন্বিত 'অন্ন' বা 'শ্রেয়ঃ' দান করুন।' এখানে 'শ্রবঃ' পদে সাধারণতঃ 'অন্ন' অর্থ গ্রহণ করা হয়। 'অন্ন' শক্তিসঞ্চারক বটে; কিন্তু মহত্ত্বযুক্ত কি প্রকারে হয়? দানাদিতে মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সে ভাব গ্রহণ করিতে পারি। আর ভাব এই যে,—'হে দেব! এমন অন্ন বা, শ্রেয়ঃ আমায় দেন,—যেন তাহাতে আমার মহত্ত্ব ও শক্তি প্রকাশ পায়।' এই প্রার্থনাই প্রকৃষ্ট প্রার্থনা। (১ম—৪৩সূ—৭ঋ)।

—•—

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিচত্বারিংশৎ-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

মা নঃ সোমপরিবাধো মারাতয়ো জুহুরন্ত।

আ ন ইন্দো বাজে ভজ॥ ৮॥

পদ-বিশ্লেষণং।

মা। নঃ। সোমঽপরিবাধঃ। মা। অরাতয়ঃ। জুহুরন্ত।

আ। নঃ। ইন্দো ইতি। বাজে। ভজ ॥ ৮ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সোমপরিবাধঃ' (সৎকর্ম্মণি বাধাপ্রদানকারিণঃ রিপবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মা জুহুরন্ত' (মা হিংসন্তু, সৎকর্ম্মসম্পাদনে বাধাপ্রদানসমর্থা মা ভবন্তু); 'অরাতয়ঃ' (শত্রবঃ) 'মা জুহুরন্ত' (হিংসাসমর্থা মা ভবন্তু); 'ইন্দো' (হে সৌম্যমূর্ত্তিধর দেব) 'বাজে' (অন্ন-বিষয়ে, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যপ্রদানে) 'নঃ' (অস্মান্) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'ভজ' (সেবস্ব, পালয়)। হে দেব! সৎকর্ম্মসু বিঘ্নপ্রদান্ শত্রূন্ বারয়ঃ; সৎকর্ম্মসম্পাদনে অস্মান্ সামর্থ্যঞ্চ দেহি। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৩সূ—৮ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মে বাধাপ্রদানকারী রিপুশত্রুগণ আমাদিগকে যেন হিংসা করিতে না পারে (আমাদিগের সৎকর্ম্মসাধনে যেন বাধাপ্রদানে সমর্থ না হয়); হে সৌম্যমূর্ত্তিধর দেব! সৎকর্ম্ম-সাধনে সামর্থ্যপ্রদানে আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করুন। (১ম—৪৩সূ—৮ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

সোমপরিবাধঃ সোমস্য পরিতো বাধকা যাগরহিতা নোঽস্মান্ মা জুহুরন্ত। মা হিংসন্তু। তথারাতয়ঃ শত্রবো মা জুহুরন্ত। হে ইন্দো সোম বাজে বলবিষয়েঽন্নবিষয়ে বা নোঽস্মানাভজ। সর্ব্বতঃ সেবস্ব ॥

সোমপরিবাধঃ। সোমং পরিবাধন্তে যে তে তাদৃশাঃ। কিপ্ চেতি কিপ্। কৃদুত্তর-পদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অরাতয়ঃ। রা দানে। কৃত্যা ল্যুটো বহুলমিতি বহুলবচনাৎ কর্ত্তরি

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সোমের পরিবাধক যাগরহিত অরাতিগণ যেন আমাদিগের উপর বল প্রকাশ না করে। হে সোম! তুমি অন্ন-বিষয়ে অথবা বল-বিষয়ে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে পালন কর।

সোমপরিবাধকাঃ। সোমকে চন্দ্রকে বাধা প্রদান করে যাহারা, তাহারাই 'সোমপরিবাধকাঃ'। 'কিপ্ চ' এই নিয়মানুসারে 'কিপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। কৃতের উত্তর পদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'অরাতয়ঃ'। 'রা' ধাতু দানার্থক। 'কৃত্যা ল্যুটো বহুলং' এই নিয়মে 'বহুল' এই

ক্তিন্। যদ্বা ক্তিচ্‌ক্তৌ চ সংজ্ঞায়ামিতি ক্তিচ্। নঞ্ সমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতি-স্বরত্বং। জুহুরন্ত। হৃ প্রসহ্যকরণে। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। লঙি জুহোত্যাদিত্বাৎ শ্লুঃ। বহুলং ছন্দসীতি বহুলবচনাদিকারস্যোত্বং। ছির্ভাবহলাদিশেষৌ। সর্ব্বে বিধয়-শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে। ইতি বচনাদদভ্যস্তাৎ। পা০ ৭।১।৪। ইত্যদাদেশাভাবে সতি ঝোঽন্ত ইত্যন্তাদেশঃ। ন মাঙ্‌যোগ ইত্যডভাবঃ॥ (১ম—৪৩সূ—৮ঋ)॥

অষ্টম (৫১৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত "সোমপরিবাধঃ" পদে 'সোমযাগহীন রাক্ষস' অর্থ সাধারণতঃ প্রচলিত আছে। রাক্ষসেরা ঋষিগণের যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিত; এই জন্য তাহারা 'সোমপরিবাধঃ' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। বহির্দৃষ্টিতে যজ্ঞবিঘ্নদাতা শত্রুকেই বুঝায় বটে। কিন্তু অন্তর্যজ্ঞ-পক্ষে ঐ পদে রিপুশত্রুগণকে বুঝাইয়া থাকে। কেন-না, সেই শত্রুই প্রধান প্রতিবন্ধক। সৎকর্ম্মে প্রধানতঃ তাহারাই বিঘ্ন প্রদান করে। মানুষের রিপুর ন্যায় শত্রু কি আর দ্বিতীয় আছে? এখানে, আমরা মনে করি, সেই শত্রুর কবল হইতে মুক্তি পাওয়ারই প্রার্থনা আছে। প্রার্থনা এই যে,—'হে দেব! আমার অন্তরস্থ শত্রুসমূহ যেন আমার সৎকর্ম্মসাধনে কোনরূপ বিঘ্ন উৎপাদন না করে; আর যেন আমি আপনার কৃপায় সৎকর্ম্ম-সাধনে সর্ব্বতোভাবে শক্তিসামর্থ্য লাভ করিতে পারি।' * (১ম—৪৩সূ—৮ঋ)।

বচন-হেতু কর্ত্তৃবাচ্যে 'ক্তিন্' প্রত্যয় হইয়াছে। অথবা 'ক্তিচ্‌ক্তৌচ সংজ্ঞায়াং' এই নিয়মানুসারে 'ক্তিচ্' প্রত্যয় ও নঞ্-সমাসে অব্যয়ে পূর্ব্বপদের প্রকৃতি-স্বরত্ব হইয়াছে। জুহুরন্ত প্রসহ্যকরণার্থক 'হৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ব্যতিক্রমতা-প্রযুক্ত আত্মনে পদ হইয়াছে। 'লঙ্' বিভক্তিতে জুহোত্যাদিগণীয় বলিয়া শ্লু প্রত্যয় হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে 'বহুল' এই বচন-হেতু ইকারেরও উকারত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। দ্বির্ভাব এবং 'হল্'বর্গের আদি অবশিষ্ট আছে। ছন্দে সকল বিধিই বিকল্পিত হয়—এই বচনানুসারে, 'অদভ্যস্তাৎ' (পা০ ৭।১।৪) এই সূত্রে অদ্ আদেশের অভাব হইলে 'ঝোঽন্ত' এই নিয়ম 'অন্ত' আদেশ হইয়াছে। 'নমাঙ্‌যোগে' এই নিয়মানুসারে অটের অভাব হইয়াছে। (১ম—৪৩সূ—৮ঋ)॥

---

* সাধারণ দৃষ্টিতে ঋকটিতে সোমের শত্রুসমূহ হইতে মুক্তির প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। ইংরাজী অনুবাদে সেই ভাবই পরিব্যক্ত। যথা,—"O Soma! Let not those who harass and injure overthrow us; O Indu, help us to booty." এই ঋকের 'ইন্দো' পদে সাধারণতঃ 'সোম' অর্থ গ্রহণ করা হয়। কেহ কেহ (উইলসন) উহার পাঠ 'ইন্দ্র' করিয়াছেন।

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিচত্বারিংশৎ-সূক্তং। নবমী ঋক্।)

যাস্তে প্রজা অমৃতস্য পরস্মিন্ধামন্নৃতস্য।

মূর্দ্ধা নাভাঃ সোম বেন আভূষন্তীঃ সোম বেদঃ ॥ ৯ ॥

• . •

পদ-বিশ্লেষণং।

যাঃ। তে। প্রঽজাঃ। অমৃতস্য। পরস্মিন্। ধামন্। ঋতস্য।

মূর্দ্ধা। নাভা। সোম। বেনঃ। আঽভূষন্তীঃ। সোম। বেদঃ ॥ ৯ ॥

• . •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে সৌম্যমূর্ত্তিধর দেব!) 'অমৃতস্য' (মরণরহিতস্য, নিত্যস্য) 'পরস্মিন্' (উত্তমে, পরমে) 'ধামন্' (লোকে) 'ঋতস্য' (স্থিতস্য, সৎস্বরূপে অবস্থিতস্য) 'তে' (তব) 'যাঃ প্রজাঃ' (যে উপাসকাঃ সন্তি, বয়মিতি ভাবঃ) 'মূর্দ্ধা' (তেষাং শিরঃস্থানীয়ো ভূত্বা ত্বং) তেষাং 'নাভা' (বন্ধনমোচনে, মুক্তিপ্রদানে) 'বেনঃ' (কাময়স্ব, প্রসন্নো ভব); 'সোম' (হে দেব!) 'আভূষন্তী' (সর্ব্বতঃ ত্বাং অলংকুর্ব্বন্তীঃ প্রজাঃ, তব উপাসনাপরায়ণান্ জনান্ ইতি যাবৎ) 'বেদঃ' (জানীহি, নিত্যং অনুগ্রহং করোষি ইতি যাবৎ)। হে ভগবন্! ত্বং অনাদি-অনন্ত-স্বরূপ। ত্বং অর্চ্চকানাং অস্মাকং প্রতি প্রসন্নো ভব, বন্ধনঞ্চ বিমোচয়। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৩সূ-৯ঋ)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

হে সৌম্যমূর্ত্তিধর দেব! মরণরহিত (নিত্যস্বরূপ) পরমধামে অধিষ্ঠিত (সৎস্বরূপে অবস্থিত) আপনার (এই) যে উপাসকগণ, তাহাদিগের শিরঃস্থানীয় হইয়া, আপনি তাহাদিগের বন্ধনমোচনে (তাহাদিগকে মুক্তি-প্রদানে) কামনা করুন (প্রসন্ন হউন); হে সৌম্যদেব! সর্ব্বতোভাবে আপনার উপাসনাপরায়ণ জনকে আপনি জ্ঞাত আছেন (অনুগ্রহ করিয়া থাকেন)। (১ম—৪৩সূ—৯ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম তে তব সম্বন্ধিন্যো যাঃ প্রজাঃ সন্তি স্তোত্রং যা কুর্ব্বন্তি তাঃ প্রজাঃ মূর্দ্ধা শিরঃস্থানীয়ত্বং নাভা সন্নহনযুক্তে যজ্ঞগৃহে বেনঃ। কাময়স্ব। কীদৃশস্য তে। অমৃতস্য। মরণরহিতস্য। পরস্মিন্ ধামন্নৃতস্য। উত্তমে স্থানে প্রাপ্তস্য। হে সোম আভূষন্তীঃ সর্ব্বতস্ত্বামলংকুর্ব্বতীঃ প্রজাঃ বেনঃ। জানীহি॥

ধামন্। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্। নাভা। নহ বন্ধনে। নহো ভশ্চ। উ° ৪।১২৭। ইতি কর্ম্মণি ঞ প্রত্যয়ঃ। ঞ্নিত্যাদির্নিত্যমিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা ডাদেশঃ। বেনঃ। বেনতিঃ কান্তিকর্ম্মা। লেটি সিপাডাগমঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। আভূষন্তীঃ। ভূষ অলঙ্কারে। ভৌবাদিকঃ। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বেনঃ। বিদ জ্ঞানে। লেটি সিপ্যডাগমঃ॥ (১ম—৪৩সূ—৯ঋ)।

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে সপ্তবিংশো বর্গঃ॥ ২৭॥ প্রথমে মণ্ডলেঽষ্টমোঽনুবাকঃ॥ ৮॥

নবম (৫১৬) ঋকের বিশদার্থ।

—§•§—

এই ঋকটির পদবিন্যাস বড়ই জটিল এবং অর্থপরিগ্রহ-বিষয়ে বিষম অন্তরায়-মূলক। সেই জন্য ঋকটির নানারূপ অর্থ প্রচলিত আছে। ঋকটির প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ এবং একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সোম! তোমার সম্বন্ধি যে সকল প্রজা আছে অথবা যাহারা তোমার স্তব করে, শিরঃস্থানীয় সেই প্রজাগণকে সজ্জাযুক্ত যজ্ঞগৃহে কামনা কর। তোমার কি রূপ? মরণ-রহিত এবং উত্তম স্থান প্রাপ্ত। হে সোম! প্রজাগণ সকল প্রকারে তোমাকে অলঙ্কৃত করিতেছে—জ্ঞাত হও।

ধামন্। 'সুপাং সুলুক্' এই নিয়মানুসারে সপ্তমীর 'লুক্' হইয়াছে। নাভা। বন্ধনার্থক 'নহ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'নহো ভশ্চ' (উ° ৪।১২৭) এই সূত্রানুসারে কর্ম্মণিবাচ্য 'ঞ' প্রত্যয় হইয়াছে। ঞিত্ব-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'সুপাং সুলুক' এই সূত্রানুসারে সপ্তমীর স্থানে 'ডা' আদেশ হইয়াছে। বেনঃ। 'বেনতিঃ' শব্দটির কান্তিকর্ম্মা অর্থাৎ কামনাকারী অর্থ বুঝায়। লেট্ বিভক্তিতে সিপ পরে 'অট্' আগম হইয়াছে। 'তিঙ্ঙ-তিঙ' এই নিয়মানুসারে নিঘাত হইয়াছে। আভূষন্তীঃ। অলংকরণার্থক 'ভূষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ভ্বাদি গণীয়। 'শপে'র 'পিত্ব'-হেতু অনুদাত্ত হইয়াছে। 'শতৃ' প্রত্যয়ের 'লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ' এই নিয়মানুসারে ধাতুস্বরের সহিত আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সমাসে কৃতের উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। বেনঃ। জ্ঞানার্থক 'বিদ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লেট্' বিভক্তিতে 'সিপ্' পরে 'অট্' আগম হইয়াছে। (১ম—৪৩সূ—৯ঋ)।

ইতি প্রথম অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায়ে সপ্তবিংশ বর্গ। প্রথম মণ্ডলে অষ্টম অনুবাক সমাপ্ত।

উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে এবং সায়ণভাষ্যে উহার জটিলতা বোধগম্য হইবে। তিনটী অনুবাদ ; যথা,—

(১) "হে সোম! তুমি অমর ও উত্তমস্থান প্রাপ্ত, তুমি শিরঃস্থানীয় হইয়া যজ্ঞগৃহে তোমার প্রজাদিগকে কামনা কর ; সে প্রজাগণ তোমাকে বিভূষিত করে, তুমি তাহাদিগকে জান।"

(২) "হে সোমদেব! মরণরহিত ও উত্তমস্থাননিবাসী যে আপনি, আপনার স্তবকারী যে সকল প্রজা, তাহাদের শিরস্থানীয় রাজা হইয়া সজ্জাযুক্ত যজ্ঞগৃহে তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে সোমদেব! আপনার ভূষাকারী প্রজাসকলকে আপনি সর্ব্বতোভাবে অনুগ্রহের জন্য জানেন।"

3. "Whatever beings are thine, the immortal, in the highest place of the law, on its summit, in its centre, O Soma, cherish them, remember them who honour thee."

সকল প্রকার প্রচলিত অর্থের সার নিষ্কর্ষ করিয়া, আমরা ব্যাখ্যা করিলাম। 'অমৃতস্য', 'পরস্মিন্ ধামন্ ঋতস্য' বিশেষণ দেব-সম্বন্ধে প্রযুক্ত। সেই দেবতা যে অমৃত, মরণরহিত, নিত্য এবং সেই দেবতা যে পরমধামে, সংস্বরূপে অবস্থিত,—ঐ দুই বিশেষণে তাহাই বুঝা যায়। তেমন যে দেবতা, তাঁহার সম্বোধনে বলা হইয়াছে, সেই যে আপনি, সেই আপনার। 'তে' পদ সেই ভাব ব্যক্ত করে। এইরূপে ভগবানের স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া, পরিশেষে প্রার্থনা জানান হইয়াছে। প্রার্থনা এই যে, 'যাঃ প্রজাঃ' বা 'যে উপাসকাঃ' অর্থাৎ আপনার এই যে উপাসকগণ আছে, (অর্থাৎ—এই যে আমরা), তাহাদের (আমাদের) শিরঃস্থানীয় হইয়া, আপনি তাহাদের (আমাদের) বন্ধন-মোচন করুন। প্রার্থনা—মুক্তির জন্য। দেবতা—সৌম্যমূর্ত্তিধর স্নেহাধার রুদ্রদেব। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই ভাবই পরিব্যক্ত। শেষাংশে বলা হইয়াছে,—'হে দেব! আপনাকে যাহারা বিভূষিত করে, আপনার যাহারা অর্চ্চনাপরায়ণ, আপনি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।' তাই যেন বলা হইতেছে—'হে দেব! আপনার স্বভাব এইরূপ—আপনি অর্চ্চনাকারীদিগকে দয়া করেন। কিন্তু আমরা তো অর্চ্চনা জানি না, পূজা জানি না, আপনাকে বিভূষিত করিতেও পারি না। আমাদিগের উপায় কি হইবে? আপনি আমাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া, আমাদিগের মস্তকে আসন গ্রহণ করুন,—আমাদিগকে উদ্ধার করুন।' (১ম—৪৩সূ—৯ঋ)

—— • ——

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টমোঽনুবাকঃ। চতুশ্চত্বারিংশৎ-সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। অষ্টাবিংশঃ ঊনত্রিংশঃ ত্রিংশশ্চ বর্গাঃ।

চতুশ্চত্বারিংশৎ-সূক্তং।

এই সূক্ত হইতে নবম অনুবাক আরম্ভ হইল। সূক্তটী অগ্নিদেবতার অর্চনায় বিনিযুক্ত। অপিচ, ইহার মধ্যে অশ্বিদ্বয়ের, বরুণ-দেবতার, মরুদ্গণের ও ঊষা দেবতার সম্বন্ধীয় স্তব আছে। এ সূক্তের ছন্দ 'যুজো বৃহতী' ও 'অযুজঃ সতো বৃহতী'। এই দুই ছন্দের বিষয় পূর্ব্বে (ঊনচত্বারিংশৎ সূক্তের প্রারম্ভে) আলোচনা করা গিয়াছে। এই সূক্তের মন্ত্রগুলি সমালোচনা করিলেও, অগ্নিদেবকে তিন ভাবে ভাবিতে পারা যায়। এক ভাবে—তিনি ঐ জলন্ত অগ্নি-রূপে বিদ্যমান্; দ্বিতীয় ভাবে—তিনি যেন এক ঋষি বা মনুষ্য-বিশেষ; তৃতীয় ভাবে—তিনি জ্ঞানদেবতা, অর্থাৎ জ্ঞানই অগ্নিনামে অভিহিত হইয়াছেন। সূক্তের মন্ত্রগুলিও সাধারণতঃ ঐ তিন ভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে; এবং ত্রিবিধ ব্যাখ্যাতেই মন্ত্রার্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়। আমরা যদিও অধ্যাত্মভাবে জ্ঞান-পক্ষেই ব্যাখ্যা করিতেছি; কিন্তু সেই ব্যাখ্যার মধ্যেই সকল ভাব প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

প্রথমতঃ,—অগ্নিদেব যে ঋষি বা মানুষ ছিলেন—তাহা প্রতিপন্ন করার পক্ষে, এই সূক্তের অন্তর্গত প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম, দশম, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ ঋকের কয়েকটী পদকে প্রমাণ-স্বরূপে গ্রহণ করা যায়। প্রথম ঋকের 'আ-বহ' পদের অর্থে (দেবগণকে) 'আনয়ন করুন' বাক্য গৃহীত হইয়া থাকে। 'দাশুষে আ-বহ' বাক্যে 'যজমানকে ধন প্রদান করুন'—এতদ্রূপ অর্থ পরিগৃহীত হয়। 'আপনি কুশাসনে উপবেশন করুন' (আ সীদন্তু বর্হিষি), 'আপনি প্রস্কণ্ব ঋষির আহুতির জন্য দেবগণের পূজা করুন' (প্রস্কণ্বস্য প্রতিরমাসূ-জীবসে নমস্যা দৈব্যং জনং)—এবম্প্রকার উক্তিতে তাঁহাকে পুরোহিত বা ঋষি বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু আবার যখন তাঁহার শিখা ও ধূম বিস্তৃত দেখি, যখন তিনি যজ্ঞহবিঃ উদরসাৎ করেন, তখন তাঁহাকে জলন্ত অগ্নি ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হয় না। [illegible] পুরুহুত প্রভৃতি পদও এ পক্ষের পোষক। পুনশ্চ যখন দেখি—তিনি [illegible] অমৃতস্বরূপ (আত্মানং, অমৃতং); তখন আর তাঁহাকে মানুষ বা সাধারণ অগ্নি বলিয়া মনে

হয় না। পরন্তু সকল দিকে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অর্থ নিষ্পন্ন করিতে গেলে, তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানময় জ্ঞানদেবতা বলিয়াই প্রতীত হয়। সূক্তের ঋক কয়েকটীর ব্যাখ্যায় অনুসরণ করুন। বুঝিবেন—কি ভাবে কি অবস্থায় অগ্নিদেব বেদমন্ত্রে বিকাশমান্ আছেন।

চতুশ্চত্বারিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা।)

অথ নবমেঽনুবাকে সপ্ত সূক্তানি। তত্রাগ্নে বিবস্বদিতি চতুর্দশর্চং প্রথমং সূক্তং। তত্রানুক্রমণিকা। অগ্নে ষড়ূনা প্রস্কণ্বঃ কাণ্ব আগ্নেয়ং তু প্রগাথং। আদ্যা বৃহত্যুষস্যা চেতি। কণ্বপুত্রঃ প্রস্কণ্ব ঋষিঃ। অত্র দ্বিতীয়া চতুর্থ্যাদ্যা যুজঃ সতোবৃহত্যঃ। প্রথমাতৃতীয়াদ্যা অযুজো বৃহত্যঃ। কৃৎস্নং সূক্তমাগ্নেয়মুষস্যঞ্চ। আদ্যে দ্বে অশ্বিদেবতাকে উষোদেবতাকে চ। প্রাতরনুবাক আগ্নেয় ক্রতৌ বার্হতে ছন্দস্যাশ্বিনে শস্ত্রে চেদং সূক্তং। অথৈতস্য রাত্রেরিতি খণ্ডে সূত্রিতং। অগ্নে বিবস্বৎ সপ্তমস্বা। আ০ ৪।১৩, ইতি॥ বাজপেয় আগ্নিমারুত আদ্যঃ প্রগাথোঽনুরূপঃ। বাজপেয়েনেতি খণ্ডে সূত্রিতং। চিত্রবতীর্ চেৎ স্তবীরণ স্যাশ্চিত্র উত্তারে বিবস্বদুষস ইত্যাগ্নিষ্টোমসাম্নঃ স্তুত্রোপ্রযুক্তো। আ০ ৯।৯। ইতি। পর্য্যায়বৃদ্ধোবাশ্বিনশস্ত্রস্যারম্ভেণ প্রগাথঃ স্তোত্রিয়ঃ। যদি পর্য্যায়ানন্তর্বুচ্ছেদিতি খণ্ড আশ্বিনাদৈক স্তোত্রিয়োঽগ্নে বিবস্বদুষস আ০ ৬।৬। ইতি সূত্রিতং॥ তত্র প্রথমাসূচমাহ॥

চতুশ্চত্বারিংশৎ সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

নবম অনুবাকে সাতটী সূক্ত আছে। তন্মধ্যে প্রথম সূক্তে 'অগ্নে বিবস্বৎ' ইত্যাদি চতুর্দশটী ঋক্ আছে। সেই ঋকের অনুক্রমণিকা কথিত হইতেছে আগ্নি ও উষা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় এই মন্ত্রের ঋষি কণ্ববংশীয় প্রস্কণ্ব। ইহার প্রগাথ আগ্নেয়। এই সূক্তের প্রথম ছয়টি ঋক্ অশ্বিনয় ও উষা দেবতা বিষয়ক। উহার ঋষি কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব। দ্বিতীয়া ও চতুর্থী প্রভৃতি ঋকের ছন্দঃ 'যুজঃ সতো বৃহত্যঃ'; প্রথম ও তৃতীয় প্রভৃতি ঋকের ছন্দঃ 'অযুজো বৃহত্যঃ'। সমগ্র সূক্তটি বিশেষতঃ শেষাংশ আগ্নের নামে অভিহিত হয়। প্রথম দুইটী মন্ত্র অশ্বিদেবতাক ও উষাদেবতাক। প্রাতরনুবাকে আগ্নের যজ্ঞে এবং আশ্বিনে শস্ত্রে উহার বিনিয়োগ বিধি আছে। আশ্বলায়ন সূত্রে 'রাত্রেঃ' ইতি খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত আছে,— 'অগ্নে বিবস্বৎ সপ্তমস্বা।' (আ০ ৪।১৩ ইতি) বাজপেয়ে অগ্নি মারুত আদি প্রগাথার অনুরূপ। বাজপেয় খণ্ডে সূত্রিত আছে। আরণ্যকে (৯।৯ ইতি) আরও উক্ত আছে,— "চিত্রবতীষু চেৎ" ইত্যাদি। রূপ 'পর্য্যায়ানন্তর্বুচ্ছেদিতি খণ্ডে' (আ০ ৬।৬)। 'এইরূপ সূত্রিত আছে,—"অশ্বিনাদৈক স্তোত্রিয়োঽগ্নে বিবস্বদুষসঃ।"

[যজ্ঞকর্মে মন্ত্রাদি যে ভাবে প্রযুক্ত হয়, কর্মীর নিকট তাহার সন্ধান লওয়া প্রয়োজন। ভাষ্যভাগে সংক্ষেপে তাহা বোধগম্য হইবে না। তবে স্থূলভাবে বিষয়টি ধারণা করা যাইবে মাত্র। এই উদ্দেশেই অনুক্রমণিকার প্রবর্তন।]

প্রথমমণ্ডলস্য নবমানুবাকে চতুশ্চত্বারিংশৎসূক্তং। প্রস্কণ্ব ঋষিঃ। অযুজো বৃহতী অযুজঃ সতো বৃহতী চ ছন্দঃ। অগ্ন্যশ্বিনৌ প্রভৃতয়ো দেবতাঃ। প্রাতরনুবাকে আগ্নেয়ে ক্রতৌ আশ্বিনে শস্ত্রে চ বিনিয়োগঃ।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুশ্চত্বারিংশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্য।

আ দাশুষে জাতবেদো বহা ত্বমদ্যা

দেবাঁ উষর্বুধঃ॥ ১॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

অগ্নে। বিবস্বৎ। উষসঃ। চিত্রং। রাধঃ। অমর্ত্য।

আ। দাশুষে। জাতঽবেদঃ। বহ। ত্বং। অদ্য।

দেবান্। উষঃঽবুধঃ॥ ১॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অমর্ত্য' (মরণরহিত, নিত্য) 'জাতবেদঃ' (জ্ঞানাধার) 'অগ্নে' (হে দেব!) 'দাশুষে' (উপাসকায়, মহ্যমিতি যাবৎ) 'উষসঃ' (উষোদেবতায়াঃ সকাশাৎ, জ্ঞানজ্যোতিঃপ্রকাশাৎ ইতি ভাবঃ) 'চিত্রং' (বৈচিত্র্যসম্পন্নং, অদ্ভুতং) 'রাধঃ' (ধনং—পরমার্থরূপং) 'আ বহ' (আনীয় প্রাপয়)। অপিচ, 'অদ্য' (অস্মিন্ দিনে, নিত্যমেব) 'উষর্বুধঃ' (উষঃকালে প্রবুদ্ধান্, জ্ঞানোদ্বোধসাধকান্) 'দেবান্' (দীপ্তিদানাদিগুণান্, দেবভাবান্) 'আ-বহ' (আনীয় সর্বতঃ প্রাপয়)। হে নিত্যসত্য জ্ঞানাধার দেব! অস্মাকং হৃদি জ্ঞানোন্মেষং কুরু, দেবভাবান্ আনয়। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৪সূ—১ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

মরণরহিত (নিত্যস্বরূপ) জ্ঞানাধার হে অগ্নিদেব! এই উপাসককে (আমাকে) জ্ঞানোন্মেষ-সম্বন্ধীয় অনুপম (বিচিত্র) পরমার্থ-ধন প্রদান করুন; অপিচ, অদ্যই (নিত্যদিন) জ্ঞানোন্মেষ-সাধক দেবগণকে (দেবভাবসমূহকে) আনয়ন করিয়া সর্ব্বতোভাবে আমার অধিগত করুন (আমায় পাওয়াইয়া দেন)। (১ম—৪৪সূ—১ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বমুষস উষোদেবতায়াঃ সকাশাৎ রাধো ধনং দাশুষে হবির্দত্তবতে যজমানায়াবহ। আনীয় প্রাপয়। সোঽগ্নির্বিশেষ্যতে। অমর্ত্য। মরণরহিত। জাতবেদঃ। জাতানাং বেদিতঃ। তমেতং শব্দং যাস্কো ব্যাচষ্টে। জাতবেদাঃ কস্মাৎ। জাতানি বেদ জাতানি বৈনং বিদুর্জাতে জাতে বিদ্যত ইতি বা জাতবিত্তো বা জাতধনো বা জাতবিদ্যো বা জাতপ্রজ্ঞো বা যত্তজ্জাতঃ পশূন্ বিন্দতেতি তজ্জাতবেদসো। জাতবেদস্ত্বমিতি ব্রাহ্মণং। তস্মাৎ সর্ব্বানৃতূন্ পশবোঽগ্নি-মভিসর্পন্তীতি চ। নি০ ৭।১৯ ইতি। কীদৃশং। রাধঃ। বিবস্বৎ। বিশিষ্টনিবাসোপেতং। চিত্রং। নানাবিধং। কিঞ্চ। অদ্যাস্মিন্দিন উষর্বুধ উষঃকালে প্রবুদ্ধান্ দেবানাবহ॥

বিবস্বৎ। বিবাসনং বিবঃ। তদ্যুক্তং। বস নিবাসনে। বিপূর্ব্বাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ সম্পদাদিলক্ষণো ভাবে ক্বিপ্। তদস্যাস্তীতি মতুপ্। মাদুপধায়া ইতি বত্বং। তসৌ মত্বর্থে ইতি ভত্বেন পদত্বাভাবাদ্রুত্বাদ্যভাবঃ। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। রাধঃ। রাধ সাধ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! আপনি উষা দেবতার নিকট হইতে হবির্দ্দানশীল যজমানগণের জন্য ধন আনিয়া দিউন। সেই অগ্নিকে বিশেষণযুক্ত করা হইতেছে। মরণরহিত, জাতগণের বিদিত। এই শব্দ যাস্ক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জাতবেদ কাহার অপেক্ষা? (কি বিষয়ে?) 'জাতবস্তু সমস্ত যিনি জ্ঞাত আছেন, জাতবস্তুসমূহ যাঁহাকে বিদিত আছে, প্রতি জাতবস্তুতে যিনি বিদ্যমান আছেন; অথবা জাতবিত্ত, জাতধন, জাতবিদ্য, জাতপ্রজ্ঞ, কিম্বা যিনি তাঁহা হইতে জাত পশুগণকে জানেন তাঁহাকেই জাতবেদস্ বলা যায়।' 'জাতবেদস্ত্বং' ব্রাহ্মণে এইরূপ উক্ত আছে। এ বিষয়ে নিরুক্ত, যথা,—"তস্মাৎ সর্ব্বানৃতূন্ পশবোঽগ্নিমভিসর্পন্তি" ইত্যাদি। রাধ কি প্রকার? বিশিষ্টনিবাসযুক্ত, নানাবিধ। আরও, অদ্য উষাকালে প্রবুদ্ধ দেবগণকে সম্যক্‌রূপে বহন করুন।

বিবস্বৎ। 'বিবাসনং' এই অর্থে 'বিবঃ' পদটী হয়। তাহার সহিত যুক্ত। নিবাসার্থক 'বস' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বি-পূর্ব্বক 'বস' ধাতুর অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ (নিজন্তার্থ) হেতু সম্পদাদিলক্ষণ-প্রযুক্ত ভাবে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। সেই 'বিবঃ' ইহার আছে—এই অর্থে, অস্ত্যর্থে 'মতুপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'মাদুপধায়াঃ' এই নিয়মানুসারে 'বত্ব' প্রাপ্ত হইয়াছে। 'তসৌ মত্বর্থে' এই নিয়মে, 'ভত্ব'-হেতু পদত্বের অভাব-বশতঃ 'রুত্ব' প্রভৃতি হয় নাই। বৃষাদিত্ব-প্রযুক্ত আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। রাধঃ। রাধ ও সাধ ধাতু সংসিদ্ধি অর্থ বুঝায়। 'রাধোঽসুনেঽ'

সংদিশ্বৌ। রাধোভাবনেনেতি রাধো ধনং। করণেঽসুন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। দাশুষে। দাশৃ দানে। দাশ্বান্ সাহ্বানিতি ক্বসুপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। চতুর্থ্যেকবচনে বসোঃ সম্প্রসারণমিতি সম্প্রসারণং। শাসিবসীতি ষত্বং। জাতবেদঃ। জাতানি বেত্তীতি জাতবেদাঃ। গতিকারকয়োরিতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চেত্যসুন। যদ্বা বেদ ইতি ধননাম। জাতং ধনং যস্য স তাদৃশঃ। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। বহ। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং। দেবান্। দীর্ঘাদটি সমানপাদে ইতি সংহিতায়াং নকারস্য রুত্বং। আতোঽটি নিত্যমিতি সানুনাসিক আকারঃ। উষর্ব্বুধঃ। উষসি বুধ্যন্ত ইত্যুষর্ব্বুধঃ। বুধ অবগমনে। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। ষো রুত্বাভাবশ্ছান্দসঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৪৪সূ—১ঋ)॥

প্রথম (৫১৭) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এই ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে, ঋকে অগ্নিদেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—'হে অগ্নিদেব! আপনি উষা-দেবতার নিকট হইতে ধন আনিয়া যজমানকে প্রদান করুন; আর, যজ্ঞদিবসে উষাকালে দেবসকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়া আনুন।' এদিকে অগ্নিদেবের বিশেষণ আছে, তিনি 'অমর্ত্ত্য'—তিনি 'জাতবেদঃ'। প্রচলিত অর্থ পাঠ করিলে মনে হয়, ধনের অধিকারী যেন উষাদেবতা, অগ্নিদেব ধন বহন করিয়া আনেন মাত্র। অগ্নিদেবকে মনুষ্যরূপে কল্পনা করিলে, এরূপ অর্থ অধ্যাহার করা যায়, বটে; কিন্তু সে পক্ষে আবার 'অমর্ত্ত্য' প্রভৃতি

এই বাক্যে 'রাধঃ' শব্দে ধনকে বুঝায়। করণ-বাচো 'অসুন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ন' ইৎ হেতু আদ্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে। দাশুষে। দানার্থক 'দাশৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'দাশ্বান্ সাহ্বান্' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'ক্বসু' প্রত্যয়ান্ত হইয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। 'চতুর্থ্যেকবচনে বসোঃ সম্প্রসারণং' এই নিয়মানুসারে সম্প্রসারণ হইয়াছে। 'শাসিবসীত্যাদি' সূত্রানুসারে 'ষত্ব' হইয়াছে। 'জাতবেদঃ'। জাতবস্তুসমূহকে জানেন—এই অর্থে 'জাতবেদাঃ' পদটী হইয়াছে। 'গতিকারকয়োঃ' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব ও 'অসুন্' প্রত্যয় হইয়াছে। অথবা 'বেদ' এইটী ধনের নাম। জাত হইয়াছে ধন যাঁহার, তিনিই 'জাতবেদাঃ'। আমন্ত্রিত-হেতু নিঘাত হইয়াছে। বহ। 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙ' এই নিয়মানুসারে সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘ হইয়াছে। দেবান্। 'দীর্ঘাদটিসমানপাদে' এই নিয়মানুসারে সংহিতা-বিষয়ে নকারের 'রুত্ব' হইয়াছে। 'আতোঽটি নিত্যং' এই নিয়মানুসারে আকারটী সানুনাসিক হইয়াছে। উষর্ব্বুধঃ। উষসি প্রাতঃকালে বুধ্যন্তে অর্থাৎ প্রবুদ্ধ হন—এই বাক্যে 'উষর্ব্বুধঃ' হইয়াছে। অবগমনার্থক 'বুধ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ক্বিপ্ চ' এই নিয়মানুসারে 'ক্বিপ্' প্রত্যয়। ছান্দসে 'ষোরুত্বাভাবঃ' হইয়াছে। কৃতের উত্তর পদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। (১ম—৪৪সূ—১ঋ)

বিশেষণের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় না। পরন্তু এ অর্থে জ্বলন্ত অগ্নি-পক্ষেও সামঞ্জস্য রাখা যায় না।

আমরা তাই মনে করি, 'উষসঃ' পদে, 'উষাদেবতার নিকট হইতে'—এই অর্থ অপেক্ষা, 'জ্ঞানোন্মেষ-সম্বন্ধীয়' অর্থই সমীচীন হয়। সংসারে দেখি, উষাই প্রথম আলোক-রশ্মি আনয়ন করেন; অথবা, উষার সঙ্গেই প্রথম জ্ঞান প্রাপ্ত হই। মানুষ অজ্ঞান-আঁধারে আচ্ছন্ন আছে। ভগবানের কৃপায়, উষার আলোকের ন্যায়, আদিতে প্রথম জ্ঞান-কিরণ তাহারা লাভ করে। এইরূপে প্রথমে যে জ্ঞানসঞ্চার হয়, 'উষসঃ' পদ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। প্রার্থনা-পক্ষে ঋকের ঐ অংশের ('অমর্ত্ত্য' হইতে 'আ বহ' পর্য্যন্ত অংশের) মর্ম্ম হয় এই যে,—'হে জ্ঞানদেব! রাত্রির অন্ধকার নাশ করিয়া উষার আলোক যেমন জ্ঞানোন্মেষ করে, আমাতে তদ্রূপ জ্ঞানোন্মেষ সাধিত করিয়া, আপনি আমায় সেই দিব্য বিচিত্র পরম ধন প্রদান করুন।'

মন্ত্রের শেষাংশে ('অদ্য' হইতে 'আ-বহ' অংশে) 'সেই জ্ঞানোন্মেষের সহিত আমাতে দেবভাবের সমাবেশ হউক'—এবম্প্রকার প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে।' ফলতঃ, সমগ্র মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে দেব! আমার হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ হউক, আমাতে দেবভাব আশ্রয় লউক, ফলে আমি যেন পরমার্থ ধন লাভ করি।' (১ম—৪৪সূ—১ঋ)।

—•—

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুশ্চত্বারিংশৎ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

জুষ্টো হি দূতো অসি হব্যবাহনোঽগ্নে রথীরধ্বরাণাং।

সজূরশ্বিভ্যামুষসা সুবীর্য্যমস্মে

ধেহি শ্রবো বৃহৎ॥ ২॥

পদ-বিশ্লেষণং।

জুষ্টঃ। হি। দূতঃ। অসি। হব্যবাহনঃ। অগ্নে। রথীঃ। অধ্বরাণাং।

সজূঃ। অশ্বিভ্যাং। উষসা। সুবীর্য্যং। অস্মে ইতি।

ধেহি। শ্রবঃ। বৃহৎ॥ ২॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব!) ত্বং 'হি' (নিশ্চিতং) 'জুষ্টঃ' (সেবিতঃ, পূজ্যঃ) 'অসি' (ভবসি), ত্বং হি 'দূতঃ' (দেবানাং বার্ত্তাহারঃ, দেবভাবানাং সংবাহকশ্চ), ত্বং হি 'হব্যবাহনঃ' (আহবনীয়ানাং বাহকঃ, সদ্ভাবানাং প্রদায়কঃ) 'অধ্বরাণাং' (যজ্ঞানাং, সৎকর্ম্মণাং) 'রথীঃ' (রথস্থানীয়ঃ, আশ্রয়স্বরূপঃ) ভবসীতি শেষঃ। 'অশ্বিভ্যাং' (অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশকাভ্যাং দেবাভ্যাং, দেবভাবাভ্যাং) 'উষসা' (জ্ঞানোন্মেষকর্য্যা দেবতয়া, সদ্বৃত্ত্যা) 'সজূঃ' (সহিতঃ, একীভূয় ইতি যাবৎ) 'সুবীর্য্যং' (শুভং সামর্থ্যপ্রদং, সৎকর্ম্মসাধনে শক্তিদায়কং) 'শ্রবঃ' (অন্নং, শ্রেয়স্করং, মঙ্গলরূপং ধনং) 'অস্মে' (অস্মাসু, অস্মান্) 'ধেহি' (প্রক্ষিপ, প্রযচ্ছ)। ভাবার্থঃ—'হে দেব! ত্বং হি সর্ব্বদেবানাং সকল-সদ্ভাবানাং; বা প্রদাতা। অতঃ ত্বং অস্মান্ জ্ঞানোন্মেষকরং অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশমূলং পরমং ধনং প্রযচ্ছ।' ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৪৪সূ—২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি নিশ্চয়ই পূজনীয়; আপনি নিশ্চয়ই দেবগণের বা দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী, আপনি নিশ্চয়ই সদ্ভাবসমূহের প্রদায়ক, আপনি নিশ্চয়ই যজ্ঞসমূহের (সৎকর্ম্ম-নিবহের) আশ্রয়স্বরূপ; অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক (অশ্বিদ্বয়ের) দেবতাদের সহিত, জ্ঞানোন্মেষকারিণী সদ্বৃত্তির (উষা-দেবতার) সহিত একীভূত হইয়া, সৎকার্য্য-সাধনে শক্তিদায়ক (সুবীর্য্য) মঙ্গলপ্রদ ধন (শ্রবঃ) আমাদিগকে আপনি প্রদান করুন। (১ম—৪৪সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বং জুষ্টত্বাদিবিশেষগুণযুক্তোঽসি। জুষ্টঃ সেবিতো দূতো দেবানাং বার্ত্তাহারঃ। হব্যবাহনঃ। হবিষো বোঢ়া। অধ্বরাণাং ক্রতূনাং রথীঃ। রথস্থানীয়ঃ। তথা চ মন্ত্রান্তরং ব্রাহ্মণেনৈব ব্যাখ্যাতং। রথীরধ্বরাণামিত্যাদৈব হি দেবরথ ব্রাহ্মণান্তরঞ্চ। রথীরধ্বরাণামিত্যাহ। রথো হ বা এষ ভূতেভ্যো দেবেভ্যো হব্যং বহতীতি। তাদৃশস্ত্বমশ্বিভ্যাং দেবতাভ্যামুষসা দেবতয়া চ সজূঃ সহিতো ভূত্বা সুবীর্য্যং শোভনবীর্য্যোপেতং বৃহৎ প্রভূতং শ্রবোঽন্নমস্মে ধেহি। অস্মাসু প্রক্ষিপ॥

জুষ্টঃ। জুষী প্রীতিসেবনয়োঃ। নিত্যং মন্ত্রং ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। অসি। সিপি তাসস্ত্যোর্লোপ ইতি স লোপঃ। হি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। হব্যবাহনঃ। হব্যং বহতীতি হব্যবাহনঃ। হব্যেঽনন্তঃপাদং। পা০ ৩।২।৬৬। ইতি ঞ্যুট্। যোরনাদেশঃ। ক্রিত্বাদন্তোদাত্তত্বে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অগ্নে। পাদাদিত্বাদাষ্টমিকনিঘাতাভাবঃ। রথীঃ। রথশব্দাৎ স্বার্থিক ইকারপ্রত্যয়ঃ। অধ্বরাণাং। ধ্বরো নাস্ত্যেষিতি বহুব্রীহৌ নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। সুবীর্য্যং। বীরবীর্য্যৌ চেত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। অস্মে সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যাঃ শে আদেশঃ॥ (১ম—৪৪সূ—২ঋ)॥

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! আপনি জুষ্টত্বাদিগুণযুক্ত। জুষ্ট অর্থাৎ সেবিত। দূত অর্থাৎ দূতরূপে দেবতাদিগের সমীপে বার্ত্তা বহন করিয়া থাকেন। আপনি হবিসমূহের বাহক। যজ্ঞসমূহের রথস্বরূপ। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণে মন্ত্রান্তরে ব্যাখ্যাত আছে। "রথীরধ্বরাণামিত্যাদৈব হি দেবরথ" এইরূপ ব্রাহ্মণান্তরে দৃষ্ট হয়। অধ্বর (যজ্ঞ) সমূহের রথী—এইরূপ কথিত আছে। রথ—কেন-না দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হব্য বহন করে। যথা,—'রথো হ বা এষ ভূতেভ্যো দেবেভ্যো হব্যং বহতীতি।" আপনি অশ্বিদেবদ্বয় ও অপর দেবতার সহিত মিলিত হইয়া শোভনবীর্য্যযুক্ত ও প্রভূত অন্ন আমাদিগের প্রতি নিক্ষেপ করুন।

জুষ্টঃ। প্রীতি ও সেবনার্থ 'জুষী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'নিত্যং মন্ত্রং' এই নিয়মানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অসি। 'সিপ্' প্রত্যয় পরে 'তাসস্ত্যোর্লোপ' এই নিয়মানুসারে 'স' লোপ হইয়াছে। 'হিচ্' এই নিয়মানুসারে নিঘাতের নিষেধ হইয়াছে। হব্যবাহনঃ। হবি বহন করেন—এই বাক্যে 'হব্যবাহনঃ' পদ হইয়াছে। 'হব্যেঽনন্তঃপাদং' (পা০ ৩।২।৬৬) এই সূত্রানুসারে ঞ্যুট্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'যু' স্থানে 'অন' আদেশ হইয়াছে। ক্রিত্ব-হেতু আদিস্বরের উদাত্ত প্রাপ্তি-বিষয়ে কৃতের উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। অগ্নে পাদাদিত্ব-হেতু আষ্টমিক নিঘাত হয় নাই। রথীঃ। 'রথ' শব্দের উত্তর স্বার্থিক 'ই'কার প্রত্যয়। অধ্বরাণাং। ধ্বর শত্রু নাই ইহাতে—এই বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে 'নঞ্সুভ্যাং' এই নিয়মানুসারে উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সুবীর্য্যং। 'বীরবীর্য্যৌচ' এই নিয়মানুসারে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অস্মে। 'সুপাং সুলুক্' এই নিয়মানুসারে সপ্তমীর স্থানে শে আদেশ হইয়াছে। (১ম—৪৪সূ—২ঋ)।

দ্বিতীয় (৫১৮) ঋকের বিশদার্থ।

—— : ০ : ——

এই ঋকে অগ্নিকে দূত বলা হইয়াছে, হব্যবাহক বলা হইয়াছে, এবং যজ্ঞের রথী বলা হইয়াছে। তাহা হইতে সাধারণতঃ অগ্নিকে মানুষভাবে বা ঋষিভাবে আমন্ত্রণ করা যায়। ভাব প্রকাশ পায়,—সেই অগ্নি ঋষি দূতরূপে দেবগণের নিকট যাতায়াত করেন, তাঁহাদিগের জন্য উপহারাদি লইয়া যান এবং তাঁহাদিগের রথীর কার্য্য করেন। সাধারণ জ্বলন্ত অগ্নি-পক্ষেও ঐ ভাব কল্পনা করিয়া লওয়া যায়। সে দিক দিয়া অর্থ করিলে, শব্দের প্রচলিত অর্থই পরিগৃহীত হইতে পারে।

তবে জ্ঞানমার্গে যাঁহারা একটু অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা ঐ অর্থে তৃপ্ত হইতে পারেন না। দূত—সংবাদবাহক। যুদ্ধক্ষেত্রে সংবাদ-পরিচালনাই দূতের প্রধান কার্য্য। এখানে, এ আধ্যাত্মিক যজ্ঞে, দূত কি সংবাদ বহন করিয়া লইয়া কোথায় যাইবেন? মনে হইতে পারে, আমাদের সৎকর্ম্মের সমাচার, ব্যষ্টিস্বরূপ তিনি, সেই সমষ্টিস্বরূপ ভগবৎ-সমীপে লইয়া যাইবেন। তাহা হইতেই মর্ম্ম আসে এই যে, আমাতে দেবভাবের সত্ত্বভাবের সমাবেশ করিয়া আমাকে তিনি ভগবৎ-সমীপে পৌঁছাইয়া দিবেন। 'হব্যবাহনঃ' পদেও এই ভাব আসে। আমার হবনীয় দ্রব্য—শুদ্ধসত্ত্বভাব—তিনি বহন করিয়া লইবেন, আমাতে সত্ত্বভাব প্রদান করিয়া তাহাতে মিশিয়া যাইবেন। এই তাৎপর্য্য এখানে পাওয়া যায়। আর তিনি কেমন? না—'অধ্বরাণাং রথীঃ'। সৎকর্ম্ম মাত্রের তিনি আশ্রয়দাতা ও রক্ষক—এ বাক্যে এই ভাব প্রকাশমান্।

এখন "অশ্বিভ্যাং উষসা সজূঃ" বাক্যে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, দেখা যাউক। পূর্ব্বেই আমরা অশ্বিদেবদ্বয়ের স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়াছি। যাহাতে মনের ব্যাধি দূর হয়, যাহাতে দেহের ব্যাধি দূর হয়,—সেই জ্ঞানদেবতাই তাহার বিধান করিয়া থাকেন। তিনিই জ্ঞানোন্মেষে সহায় হন,—উষা দেবতার সহিত তাঁহার আগমনের ইহাই মর্ম্মার্থ। ফলতঃ, জ্ঞানদেবতার কৃপা হইলে, অন্তরের ব্যাধি ও দেহের ব্যাধি উভয়ই দূর

হয় এবং অন্ধকারের পর উষার উদয়ের ন্যায় হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ হইতে থাকে। অতএব, সেই জ্ঞানদেবতা সর্ব্বপ্রকারেই আমাদিগের 'জুষ্টঃ' অর্থাৎ পূজনীয়। জ্ঞানদেবতাকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রে তাই বলা হইয়াছে,—'হে জ্ঞানদেব! আপনিই সকল দেবতার ও সর্ব্ববিধ সদ্ভাবের প্রদাতা। অতএব, আমাদিগকে জ্ঞানোন্মেষকর অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশ-মূল পরমধন প্রদান করুন।' (১ম—৪৪সূ—২ঋ)।

—— • ——

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথম মণ্ডলং। চতুশ্চত্বারিংশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

অদ্যা দূতং বৃণীমহে বসুমগ্নিং পুরুপ্রিয়ং।

ধূমকেতুং ভাঋজীকং ব্যুষ্টিষু

যজ্ঞানামধ্বরশ্রিয়ং ॥ ৩ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

অদ্য। দূতং। বৃণীমহে। বসুং। অগ্নিং। পুরুঽপ্রিয়ং।

ধূমঽকেতুং। ভাঃঽঋজীকং। বিঽউষ্টিষু।

যজ্ঞানাং। অধ্বরঽশ্রিয়ং ॥ ৩ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'দূতং' (দেবানাং বার্ত্তাহারং, দেবভাবানাং সংবাহকং) 'বসুং' (সদ্ভাবানাং নিবাস-হেতুভূতং) 'পুরুপ্রিয়ং' (বহুলোকানাং প্রিয়ং, বিশ্বস্য জনানাং প্রীতিভাজনং) 'ধূমকেতুং' (অজ্ঞানধূমমধ্যে প্রজ্ঞানরূপশিখাযুক্তং) 'ভাঋজীকং' (প্রকৃষ্টদীপ্তিসমলঙ্কৃতং) 'ব্যুষ্টিষু' (উষঃ-কালেষু, জ্ঞানোন্মেষসময়েষু) 'যজ্ঞানাং' (উপাসকানাং, সৎকর্ম্মাদীনাং) 'অধ্বরশ্রিয়ং

(যজ্ঞসাধকং, শ্রেয়বিধায়কং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং তং দেবং) 'অদ্যা' (অস্মিন্ দিনে, অদ্যৈব, নিত্যমেব) 'বৃণীমহে' (প্রার্থয়ামহে) বয়মিতি শেষঃ। বিবিধগুণালঙ্কৃতং প্রজ্ঞানদাতারং অগ্নিদেবং বয়ং নিত্যমেব পূজয়ামঃ। স দেব নিত্যপূজার্হ ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৪সূ—৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

দেবভাবের সংগ্রাহক, সত্ত্বভাবের আশ্রয়স্থল, বিশ্ববাসীর প্রীতিভাজন, অজ্ঞানরূপ ধূমের মধ্যে প্রজ্ঞান-রূপ শিখাবিশিষ্ট, প্রকৃষ্টদীপ্তিসমলঙ্কৃত, জ্ঞানোন্মেষ-সময়ে উপাসকগণের শ্রেয়ঃ-সাধক, সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি-দেবকে (অদ্য হইতে) আমরা (যেন) নিত্য পূজা করি। (অর্থাৎ, পূর্ব্বোক্ত গুণালঙ্কৃত জ্ঞানদাতা অগ্নিদেবের নিত্য উপাসনা করা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য)। (১ম—৪৪সূ—৩ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

অদ্যাস্মিন্দিনেঽগ্নিং বৃণীমহে প্রার্থয়ামহে। কীদৃশং। দূতং। বার্ত্তাহারং। বসুং। নিবাসহেতুং। পুরুপ্রিয়ং। বহূনাং প্রিয়ং। ধূমকেতুং ধূমরূপধ্বজযুক্তং। ভাঋজীকং। প্রসিদ্ধভাসালঙ্কৃতং। ভাঋজীকঃ প্রসিদ্ধভাঃ। নি০ ৬।৪। ইতি যাস্কবচনং। ব্যুষ্টিষু উষঃকালেষু যজ্ঞানাং যজমানানামধ্বরশ্রিয়ং। যাগসেবিনং॥

অদ্যা। নিপাতস্য চেতি দীর্ঘত্বং। পুরূণাং প্রিয়ঃ পুরুপ্রিয়ঃ। সমাসস্যেত্যন্তোদাত্তত্বং। ধূমকেতুং। ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ ইত্যাদিনা ধূমশব্দো মক্প্রত্যয়ান্তোঽন্তোদাত্তঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং। ভাঋজীকং। ঋজ গতিস্থানার্জ্জনোপার্জ্জনেষু। ঋজেশ্চ। উ০ ৪।২২। ইতীকন্ প্রত্যয়ঃ। কিত্ত্বানুবর্ত্তনাদ্‌গুণাভাবঃ। ভাসঃ প্রকাশস্য ঋজীকঃ পার্জ্জয়িতা। আদ্যুদাত্ত-প্রকরণে দিবোদাসাদীনাং ছন্দস্যুপসংখ্যানমিতি পূর্ব্বপদাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বা ভাসোঽর্জ্জনং যস্মিন্

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অদ্য অগ্নিকে প্রার্থনা করিতেছি। কিরূপ অগ্নিকে? বার্ত্তাহারী, নিবাসহেতু, বহুপ্রিয়, ধূমরূপধ্বজযুক্ত, প্রসিদ্ধ দীপ্তি দ্বারা অলঙ্কৃত, (ভাঋজীকঃ শব্দে প্রসিদ্ধ ভাঃ অর্থাৎ দীপ্তিকে বুঝায় নি০ ৬।৪ ইহা যাস্ক বলিয়াছেন) উষাকালে যজমানদিগের যাগসেবী।

অদ্যা। 'নিপাতস্য চ' এই নিয়মানুসারে দীর্ঘত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পুরুপ্রিয়ং। পুরু-সমূহের প্রিয়—এই বাক্যে 'পুরুপ্রিয়ঃ' পদটী হইয়াছে। সমাসে অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ধূমকেতুং। 'ইগুপধজ্ঞা' এই নিয়মে 'ধূম' শব্দ মক্-প্রত্যয়ান্ত অন্তোদাত্ত। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। ভাঋজীকং। 'ঋজ' ধাতু গতি, স্থান, অর্জ্জন ও উপার্জ্জন অর্থ বুঝায়। "ঋজেশ্চ' (উ০ ৪।২২) এই সূত্রানুসারে 'ইকন্' প্রত্যয় হইয়াছে। কিত্ত্বের অনুবর্ত্তন হেতু গুণ হয় নাই। 'ভাসঃ' প্রকাশের (দীপ্তির) 'ঋজকঃ' প্রকৃষ্টরূপে অর্জ্জনকারী। আদিস্বর উদাত্ত প্রকরণে 'দিবোদাসাদীনাং ছন্দস্যুপসংখ্যানং' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অথবা 'ভাসঃ অর্জ্জনং যস্মিন্' এই বাক্যে ঐ পদ সিদ্ধ হয়।

বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ব্যুষ্টিষু। উচ্ছী বিবাসে। বিবাসো বর্জ্জনং। বিশেষেণো-চ্ছাদ্যন্তে তমসা বর্জ্জ্যন্ত ইতি ব্যুষ্টয় উষঃকালাঃ। কর্ম্মণি ক্তিন্। তিতুত্রেত্যাদিনেট্ প্রতিষেধঃ। ব্রশ্চাদিনা ষত্বে ষ্টুত্বং। তাদৌ চেতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যণাদেশ উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি পরস্যানুদাত্তস্য স্বরিতত্বং। অধ্বরশ্রিয়ং। অধ্বরং শ্রয়ত ইত্যধ্বরশ্রীঃ। কিব্বচীত্যাদিনা উ° ২।৫৮। ক্বিপ্ প্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন সম্প্রসারণাভাবো দীর্ঘশ্চ। দ্বিতীয়ৈকবচনেঽচি শ্নুধাত্বিত্যাদিনেয়ঙাদেশঃ॥ (১ম – ৪৪সূ—৩ঋ)॥

তৃতীয় (৫১৯) ঋকের বিশদার্থ।

—§•§—

এ ঋকের স্থূল মর্ম্ম এই যে,—'জ্ঞানদেবের আরাধনা প্রতিদিনই কর্ত্তব্য। অদ্য হইতে আমরা যেন তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হই।'

কিন্তু মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী শব্দের উপলক্ষে ভাব অন্যরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। 'অদ্য' পদে সাধারণতঃ অর্থ করা হয়—'অদ্যকার যজ্ঞ-দিবসে।' তদনুসারে "অদ্যা বৃণীমহে" পদদ্বয়ের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'এই যজ্ঞদিবসে অগ্নিদেবের নিকট প্রার্থনা করি।' অপর পদগুলি অগ্নিদেবের বিশেষণ। ঐ বিশেষণগুলি কিন্তু বড়ই বিপরীত ভাবদ্যোতক। 'দূতং' পদে যে ভাব আসে, আর যে ভাব আমরা গ্রহণ করিয়াছি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকেই তাহার পরিচয় আছে। ঐ পদে অগ্নিদেবকে মানুষ বলিলেও বলা যায়, আবার জ্ঞান-রূপ বলিয়াও মনে করিতে পারি। 'বসুং' পদের অর্থ ভাষ্যে আছে—'নিবাসহেতুং।' সে পক্ষে স্বতঃই মনে আসে—কিসের নিবাস-হেতু। ভাষ্যকার তাহা স্পষ্ট করেন নাই। আমরা বলি, সত্ত্বভাবের দেবভাবের আশ্রয়স্থানই ঐ পদের লক্ষ্য। 'পুরুপ্রিয়ং' পদে

বহুব্রীহী-হেতু উহার পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্যুষ্টিষু। বিবাসার্থক 'উচ্ছী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বিবাস শব্দের অর্থ বর্জ্জন। বিশেষরূপে তমোদ্বারা বর্জ্জিত হয়—এই বাক্যে ব্যুষ্টি শব্দে উষাকাল বুঝায়। কর্ম্মণি বাচ্যে 'ক্তিন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'তিতুত্র' ইত্যাদি নিয়মানুসারে ইটের প্রতিষেধ হইয়াছে। 'ব্রশ্চ' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'ষত্ব' হইয়া ষ্টুত্ব হইয়াছে। 'তাদৌচ' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'যণ্' আদেশ ও 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ' এই নিয়মে অনুদাত্ত পরবর্ণের স্বরিতত্ব হইয়াছে। অধ্বরশ্রিয়ং। অধ্বরং শ্রয়ত্তে ইতি' এই বাক্যে 'অধ্বরশ্রীঃ' পদটী হইয়াছে। 'কিব্বচীত্যাদি' (উ° ২।৫৮) নিয়মানুসারে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় ও তৎসন্নিয়োগ-হেতু সম্প্রসারণ নিষেধ ও দীর্ঘ হইয়াছে। দ্বিতীয়ার একবচনেও শ্নু ধাতু ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'ইয়ঙ্' আদেশ হইয়াছে। (১ম—৪৪সূ—৩ঋ)॥

'জনগণের প্রীতিভাজন' ভাব আসে। 'ধূমকেতুং' পদের অর্থে 'ধূমরূপ-ধ্বজযুক্তং' প্রতিবাক্য ভাষ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাতে অগ্নিকে সাধারণ অগ্নি বলিয়াই জ্ঞান হয়। কিন্তু তাহা হইলে 'দূতং' প্রভৃতি বিশেষণের সহিত এই বিশেষণের সামঞ্জস্য থাকে না। 'দূতং' পদে মানুষকেই বুঝায়; 'ধূমরূপধ্বজযুক্তং' পদ অগ্নি-পক্ষেই প্রযুক্ত হয়। এক্ষেত্রে আমরা মনে করি, সুষ্ঠু সঙ্গত প্রতিবাক্য হয়, যদি বলি,—তিনি আমাদের অজ্ঞানতার মধ্যে জ্ঞান-রূপে উদ্ভাসিত আছেন। 'ব্যুষ্টিষু যজ্ঞ-নামধ্বরশ্রিয়ং' বাক্যের তাহাতে সামঞ্জস্য থাকে। জ্ঞানই জ্ঞানোন্মেষের কারণ; জ্ঞানই অজ্ঞানতা দূরীভূত করেন। 'ধূমকেতুং' আর 'ব্যুষ্টিষু যজ্ঞনামধ্বরশ্রিয়ং' বিশেষণদ্বয়ে সেই ভাব ব্যক্ত আছে। 'ভাঋজীকং' পদে তাঁহার দীপ্তিমত্তার ভাব প্রকাশ পায়। (১ম—৪৪সূ—৩ঋ)।

—•—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুশ্চত্বারিংশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

শ্রেষ্ঠং যবিষ্ঠমতিথিং স্বাহুতং জুষ্টং জনায় দাশুষে।

দেবাঁ অচ্ছা যাতবে

জাতবেদসমগ্নিমীলে ব্যুষ্টিষু ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

শ্রেষ্ঠং। যবিষ্ঠং। অতিথিং। সুঽআহুতং। জুষ্টং। জনায়। দাশুষে।

দেবান্। অচ্ছ। যাতবে।

জাতঽবেদসং। অগ্নিং। ঈলে। বিঽউষ্টিষু ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ব্যুষ্টিষু' (উষঃকালেষু জ্ঞানোন্মেষকালেষু) 'দেবান্' (সর্ব্বান্ দেবভাবান্) 'অচ্ছা' (আভিমুখ্যেন) 'যাতবে' (গন্তুং, গতিকারকং ইতি যাবৎ) 'শ্রেষ্ঠং' (প্রকৃষ্টতমং) 'যবিষ্ঠং' (যুবতমং, চিরনবীনং) 'স্বাহুতং' (সর্ব্বতোভাবেন আহ্বনীয়ং) 'অতিথিং' (অতিথিবৎ পূজ্যং) 'দাশুষে' (উপাসনাপরায়ণায়) 'জনায়' (নরায়, সাধকায় ইতি যাবৎ) 'জুষ্টং' (প্রীতিযুক্তং) 'জাতবেদসং' (পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্নং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং) 'ঈড়ে' (স্তৌমি)। জ্ঞানসাহায্যেন সাধক দেবভাবং প্রাপ্নুবন্তি। অতঃ জ্ঞানার্জনমা উপাসনা সর্ব্বদা কর্ত্তব্যা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৪সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানোন্মেষকালে সকল দেবভাবের অভিমুখে গতিকারক, শ্রেষ্ঠ, চিরনবীন, সর্ব্বতোভাবে আহ্বনীয়, অতিথিবৎপূজ্য, উপাসনাপরায়ণ জনে প্রীতিযুক্ত, পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, জ্ঞানদেবকে স্তব করি। (১ম—৪৪সূ—৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

ব্যুষ্টিষু উষঃকালেষু দেবান্ ইতরান্ দেবানচ্ছাভিমুখ্যেন যাতবে গন্তুমগ্নিং দেবমীলে। স্তৌমি। কীদৃশং। শ্রেষ্ঠং। অতিশয়েন প্রশস্তং। যবিষ্ঠং। যুবতমং। অতিথিং। সততগমনক্ষমং। স্বাহুতং। সুষ্ঠু আ সমন্তাদ্ধোমাদিকরণং। দাশুষে হবির্দত্তবতে জনায় যজমানায়। জুষ্টং। প্রীতং। জাতবেদসং। জাতানাং বেদিতারং॥

যবিষ্ঠং। যুবশব্দাদিষ্ঠনি স্থূলদূরেত্যাদিনা যুণাদেঃ পরস্য লোপঃ। পূর্ব্বস্য চ গুণঃ। অবাদেশঃ। নিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। অতিথিং। অত সাতত্যগমনে। ঋতন্যঞ্জীত্যাদিনা। উ০ ৪.২। ইথিন্ প্রত্যয়ঃ। নিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। স্বাহুতং। হু দানাদনয়োঃ। আহুয়তেইহ-

---

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

উষ কালে ইতরদেবগণকে (অগ্নি ভিন্ন অন্য দেবগণকে) আমাদিগের অভিমুখে আগমন করিবার নিমিত্ত অগ্নিদেবের স্তব করিতেছি। অগ্নিদেব কিরূপ? অতিশয় প্রশস্ত, যুবতম, সতত গমনাগমনক্ষম, সুন্দর ও সম্যক্ হোমাদিকরণরূপ, হবিদানশীল যজমানের প্রতি প্রীতিযুক্ত এবং জাতবস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানবান্।

যবিষ্ঠং। 'যুব' শব্দের উত্তর 'ইষ্ঠন্' প্রত্যয় হওয়া 'স্থূলদূর' ইত্যাদি নিয়মানুসারে যণ্‌ আদেশ ও পর-ভাগের লোপ হইয়াছে। পূর্ব্বভাগের গুণ ও 'অব' আদেশ হইয়াছে। 'ন' ইৎ হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অতিথিং। 'অত' ধাতু সততগমন অর্থ বুঝায়। 'ঋতন্যঞ্জী' (উ০ ৪ ২) ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'ইথিন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ন' ইৎ হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। স্বাহুতং। দান ও অদনার্থ-বোধক 'হু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন

শিরিতাহুতঃ। সুঃ পূজায়াং। পা০ ১।৪।৯৪। ইতি সুশব্দস্য কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞায়াং ষষ্ঠী পূজায়ামিতি সমাসঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ন চ গতিকারকোপপদাৎ কৃদিতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। অত্র সুশব্দস্য গতিসংজ্ঞায়া বাধিতত্বাৎ ॥ (১ম—৪৪সূ—৪ঋ)॥

চতুর্থ (৫২০) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে অগ্নিদেবতার কয়েকটী বিশেষণ আছে। তন্মধ্যে একটী বিশেষণের বিষয় বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটি—"ব্যুষ্টিষু দেবান্ অচ্ছা যাতবে।" এই বাক্যাংশের মর্ম্ম আমরা যেরূপভাবে গ্রহণ করিতেছি, অপরাপর ব্যাখ্যাকারগণ সে ভাবে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা 'ব্যুষ্টিষু' পদে 'উষাকালে' অর্থ গ্রহণ করিয়া 'ব্যুষ্টিষু স্তৌমি' পদ-দ্বয়ে 'উষাকালে স্তব করি' ভাব আমনন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মত এই যে, 'ব্যুষ্টিষু' পদের ভাব—'জ্ঞানোন্মেষকালে।' জ্ঞানদেবতার অনুকম্পায়, জ্ঞানোন্মেষকালে, মানুষ ক্রমশঃ দেবভাবসমূহের অধিকারী হইতে থাকে;—'ব্যুষ্টিষু দেবান্ অচ্ছা যাতবে' বাক্যাংশে এই ভাব প্রকাশ পাইতেছে।

'দেবান্ অচ্ছা যাতবে'—বাক্যাংশের ভাব সাধারণতঃ 'অন্যান্য দেবগণকে সন্তুষ্ট করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন' বলিয়া গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ, অগ্নিদেব অন্যান্য দেবগণকে তোষামোদাদি দ্বারা আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ করুন, তাহাতে এই ভাব আসে। কিন্তু যিনি শ্রেষ্ঠ, যিনি পরমপ্রাজ্ঞ, তাঁহার সম্বন্ধে এই ভাব ধারণা করা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, আমরা মন্ত্রের অর্থ অন্য-রূপেই অধ্যাহার করিলাম। * (১ম—৪৪সূ—৪ঋ)।

সম্যক্‌রূপে হুত হয় ইঁহাতে—এই বাক্যে আহুতঃ পদটী হয়। সুঃ পূজায়াং (পা০ ১।৪।৯৪) এই সূত্রানুসারে 'সু' শব্দের কর্ম্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞাবিষয়ে 'ষষ্ঠীপূজায়াং' এই নিয়মানুসারে সমাস হইয়াছে। অব্যয়পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ' এই নিয়মে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব হয় না। গতি-সংজ্ঞাবিষয়ে 'সু' শব্দের বাধিতত্ব জন্য হইতে পারে না। (১ম—৪৪সূ—৪ঋ)॥

---

* আমাদের এই ব্যাখ্যার সহিত অন্য-ব্যাখ্যার পার্থক্য বুঝাইবার জন্য, প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ এবং একটী ইংরাজী অনুবাদ পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুশ্চত্বারিংশৎ সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

স্তবিষ্যামি ত্বামহং বিশ্বস্যামৃত ভোজন।

অগ্নে ত্রাতারমমৃতং মিয়েধ্য যজিষ্ঠং হব্যবাহন ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

স্তবিষ্যামি। ত্বাং। অহং। বিশ্বস্য। অমৃত। ভোজন।

অগ্নে। ত্রাতারং। অমৃতং। মিয়েধ্য। যজিষ্ঠং। হব্যহবাহন ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অমৃত' (মরণরহিত, নিত্য) 'বিশ্বস্য' (কৃৎস্নস্য জগতঃ) 'ভোজন' (পালক) 'হব্যবাহন' (আহবনীয়স্য বাহক, সদ্ভাবস্য প্রদাতঃ) 'মিয়েধ্য' (যজ্ঞার্হ, পূজনীয়) 'অগ্নে' (জ্ঞানস্বরূপ হে দেব!) সর্ব্বেষাং 'ত্রাতারং' (রক্ষকং, উদ্ধারকং) 'অমৃতং' (অমৃতত্বপ্রদং, নিত্যত্বপ্রাপকং) 'যজিষ্ঠং' (যজ্ঞপ্রবর্তকং, সৎকর্ম্মপ্রবর্দ্ধকং) ত্বাং 'স্তবিষ্যামি' (অহং নিত্যশঃ স্তুতিং করিষ্যামি)। স জ্ঞানস্বরূপোঽগ্নিদেবো নিত্যস্বরূপ এবং তু নিত্যত্বপ্রদঃ; স দেবঃ পূজনীয় এবং তু পূজাপ্রবর্ত্তকঃ। তং দেবং অহং নিত্যং পূজয়ামি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৪সূ—৫ঋ)।

---

(১) "অন্যান্য দেবগণকে অনুকূল করিবার নিমিত্ত সর্ব্বোত্তম, যুবতম, প্রশস্ত হোমাধার, হবির্দ্দাতা যজমানের প্রিয় অতিথি, জাতবেদা অগ্নিদেবকে উষাকালে স্তব করি।"

(২) 'অগ্নি শ্রেষ্ঠ, অতিশয় যুবা, সর্ব্বদা গমনশীল, সকলের আহুত, হব্যদাতার প্রতি প্রীত, এবং সর্ব্বভূতজ্ঞ; উষাকালে দেবগণের অভিমুখে গমনার্থ আমি তাঁহাকে স্তুতি করি।"

(3) "I magnify at the dawn of the day the Agni GATAVEDAS, the best, the youngest guest, the best receiver of offerings, welcome to the pious people that he may go to the gods."

বঙ্গানুবাদ।

মরণরহিত (নিত্য), সমগ্র জগতের পালক, সদ্ভাবপ্রদাতা, পূজনীয়, হে (জ্ঞানস্বরূপ) অগ্নিদেব! সকলের ত্রাণকর্তা, সকলকে নিত্যাবস্থা-প্রদাতা, সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তক, আপনাকে আমি নিত্যকাল স্তুতি করিব। (অর্থাৎ, অদ্য হইতে আমি আপনার সেবায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম—এই ভাব)। (১ম—৪৪সূ—৫ঋ)

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অমৃত মরণরহিত বিশ্বস্য তোজন কৃৎস্নস্য জগতঃ পালক। হব্যবাহন হবিষো বোঢ়ঃ। মিয়েধ্য যজ্ঞার্হ। এবম্বিধ হে অগ্নে বিশ্বস্য ত্রাতারং সর্ব্বস্য জগতো রক্ষকমমৃতং মরণরহিতং যজিষ্ঠমতিশয়েন যষ্টারং ত্বামহমনুষ্ঠাতা স্তবিষ্যামি। স্তুতিকরিষ্যামি॥

স্তবিষ্যামি। ষ্টুঞ্ স্তুতৌ। ব্যত্যয়েনেড়াগমঃ। আগমানুদাত্তত্বে প্রত্যয়স্বরঃ। তোজন। কর্ম্মফলং তোজয়তীতি তোজনঃ। নন্দ্যাদিলক্ষণো ল্যুঃ। ত্রাতারং। ত্রৈঙ্ পালনে। আদেচ ইত্যাত্বং। তৃচোকাচ উপদেশ ইতীট্প্রতিষেধঃ। অমৃতং। নঞোজরমরমিত্রমৃতা ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। মিয়েধ্য। ইযাগমশ্ছান্দসঃ। যজিষ্ঠং। যষ্টৃশব্দাত্তুশ্ছন্দসী তীষ্ঠন প্রত্যয়ঃ। তুরিষ্ঠেমেয়ঃস্বিতি তৃলোপঃ॥ (১ম—৪৩স্—৫ঋ)।

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে অষ্টাবিংশো বর্গঃ॥ ২৮॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরণরহিত! সমস্ত জগৎপালক! হব্যবাহন! যজ্ঞার্হ! এবম্বিধ হে অগ্নে! আপনি জগৎরক্ষক মরণরহিত সাতিশয় যাগশীল। আমি অনুষ্ঠাতা আপনার স্তব করিব।

স্তবিষ্যামি। স্তুত্যর্থক 'ষ্টুঞ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ব্যতিক্রমতা-হেতু 'অট্' আগম হইয়াছে। আগমের অনুদাত্তত্ব বিষয়ে প্রত্যয় স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। তোজন করেন—এই অর্থে তোজনং পদটী হইয়াছে। নন্দ্যাদিলক্ষণ হেতু 'ল্যুঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। ত্রাতারং। পালনার্থক 'ত্রৈঙ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'আদেচঃ' এই নিয়মানুসারে 'আত্ব' হইয়াছে। 'তৃচোকৃাচ উপদেশ' এই নিয়মানুসারে 'ইট্' প্রতিষেধ হইয়াছে। অমৃতং। 'নঞোজরমর-মিত্রমৃতা' এই উত্তর পদের অত্যাদ্য উদাত্ত হইয়াছে। মিয়েধ্য। ছান্দস-হেতু 'ইয়' আগম হইয়াছে। যজিষ্ঠং। যষ্টৃশব্দের উত্তর 'তুশ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে 'ইষ্ঠন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'তুরিষ্ঠেমেয়ঃস্বু' এই নিয়মানুসারে 'তৃ' লোপ হইয়াছে। (১ম—৪৪সূ—৫ঋ)

ইতি প্রথম অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গ সম্পূর্ণ॥ ২৮॥

পঞ্চম (৫২১) ঋকের বিশদার্থ।

—§•§—

এ মন্ত্রে অগ্নিদেবকে যে সকল গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে, উপাসককে তিনি সেই সকল গুণে বিভূষিত করেন। তিনি স্বয়ং অমৃত (নিত্য); উপাসককে তিনি সেই অবস্থায় লইয়া যান। তিনি জগতের পরিত্রাতা; উপাসককে তিনি পরিত্রাণ করেন। তিনি যজ্ঞার্হ, তিনি সৎকর্ম্ম-স্বরূপ; আবার তিনিই সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তাঁহার এই সকল গুণ-বিশেষণের বিষয় অবগত হইয়া আমি নিত্যকাল তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত থাকিব। এ মন্ত্রের ইহাই সঙ্কল্প। জ্ঞান-দেবতার কৃপায় সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ অধিগত হয়। অতএব, আমি যেন জ্ঞানের সেবায় আত্মনিয়োগ করি। পক্ষান্তরে ইহাই আবার এ প্রার্থনার মর্ম্মার্থ। * (১ম—৪৪সূ—৫ঋ)।

—•—

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুশ্চত্বারিংশৎ-সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

সুশংসো বোধি গৃণতে যবিষ্ঠ্য মধুজিহ্বঃ স্বাহুতঃ।

প্রস্কণ্বস্য প্রতিরন্নায়ুর্জীবসে নমস্যা

দৈব্যং জনং ॥ ৬ ॥

• • •

---

* প্রচলিত বঙ্গানুবাদে ঠিক এই ভাবটী পরিস্ফুট নহে। একটী অনুবাদ, যথা,—"হে অমর, সর্ব্বলোকপালক, হবির্ব্বাহক, পূজনীয় অগ্নে, আপনি সকল জগতের রক্ষক, অমৃতস্বরূপ ও সদা যাগানুষ্ঠায়ী; অতএব, আমি আপনায় স্তব করি।"

পদ-বিশ্লেষণং।

সু৽শংসঃ। বোধি। গৃণতে। যবিষ্ঠ্য। মধু৽জিহ্বঃ। সু৽আহুতঃ।

প্রস্কণ্বস্য। প্রতিরন্। আয়ুঃ। জীবসে। নমস্য।

দৈব্যং। জনঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'যবিষ্ঠ্য' (হে যুবতম, হে চিরনবীন অগ্নিদেব) ত্বং 'গৃণতে' (স্তুবতে উপাসকার্থং) 'সুশংসঃ' (সুষ্ঠু শংসনীয়ঃ স্তুতিগ্রাহকঃ) 'মধুজিহ্বঃ' (মধুরভাষী, সৎকর্ম্মণি উৎসাহদাতা ইতি যাবৎ) ভবেতি শেষঃ; 'স্বাহুতঃ' (অস্মাভিঃ সম্পূজিতঃ সন্) অস্মদভিপ্রায়ং 'বোধি' (বুধ্যস্ব) অস্মিতি শেষঃ; অপিচ, 'প্রস্কণ্বস্য' (দীনাতিদীনস্য তব উপাসকস্য, মমেতি ভাবঃ) 'জীবসে' (জীবনার্থং, সৎকর্ম্মসাধনায় ইতি ভাবঃ) 'আয়ুঃ' (জীবনকালং) 'প্রতিরন্' (বর্দ্ধয়ন্) 'দৈব্যং' (দেবভাবসম্পন্নং) 'জনং' (পুরুষং, ঋষিজীবনং প্রতি ইতি যাবৎ) 'নমস্য' (পূজানুরাগং অনুসরণপ্রবৃত্তিঞ্চ দেহি)। হে দেব! সৎকর্ম্মসু অস্মাকং অনুরাগং বর্দ্ধয়; অস্মাকং প্রতি সদয়ঃ কৃপাপরায়ণো ভবঃ। (১ম—৪৪সূ—৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে যুবতম (চিরনবীন) অগ্নিদেব! আপনি উপাসকের জন্য (তাহার) স্তুতিগ্রহণকারী ও মধুজিহ্ব (সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে উৎসাহদাতা) হউন; আমাদিগের দ্বারা সম্পূজিত হইয়া, আপনি আমাদিগের অভিপ্রায় বুঝিয়া লউন; আর দীনাতিদীন আপনার এই উপাসকের (আমার) জীবনের (সৎকর্ম্মসাধনের) জন্য আয়ুঃকাল বৃদ্ধি করিয়া, দেবভাব-সম্পন্ন পুরুষকে (ঋষি-জীবনের প্রতি) আমার নমস্য করুন (আমার পূজানুরাগ অনুসরণ-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করুন)। (১ম— ৪সূ—৬ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে যবিষ্ঠ্য যুবতমাগ্নে ত্বং গৃণতে স্তুবতে যজমানার্থং সুশংসঃ সুষ্ঠু শংসনীয়ঃ। মধুজিহ্বঃ। মাদয়িতৃজ্বালঃ। স্বাহুতঃ। সুষ্ঠু আভিমুখ্যেন হুতঃ সন্ বোধি। অস্মদভিপ্রায়ং বুধ্যস্ব।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে যুবতম অগ্নে! আপনি স্তাবক যজমানার্থ সুশংসী (মিষ্টবাক্যকথক), মধুজিহ্ব অভিমুখে এবং সুষ্ঠুরূপে হুত হইয়া আমাদিগের অভিপ্রায় অবধারণ করুন। আয়ুও প্রবৃদ্ধ

কিঞ্চ, প্রস্কণ্বইত্যেতন্নামকস্য কণ্বপুত্রস্য মহর্ষেঃ। প্রস্কণ্বঃ কণ্বস্য পুত্রঃ কণ্বপ্রভবঃ। নি০ ৩।১৭। ইতি যাস্কবচনাৎ। তস্য জীবসে জীবনার্থমায়ুঃ প্রতিরন্ প্রকর্ষেণ বর্দ্ধয়ন্ দৈব্যং দেবসম্বন্ধিনং জনং নমস্য। পূজয় ॥

সুশংসঃ। শংসু স্তুতৌ। ভাবে ঘঞ্। শোভনঃ শংসো যস্যাসৌ সুশংসঃ। আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ছন্দসীত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। বোধি। বুধ অবগমনে। লোটো হিঃ। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। হুঝল্ভ্যো হের্ধিরিতি হের্ধিরাদেশঃ। বা ছন্দসীত্যপিত্যাস্য বিকল্পিত-ত্বাল্লঘূপধগুণঃ। ধাতোরন্ত্যালোপশ্ছান্দসঃ। গৃণতে। গৄ শব্দে। লটঃ শতৃ। ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না। শ্নাভ্যস্তয়োরাত ইত্যাকারলোপঃ। শতুরনুম ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। যবিষ্ঠ্য। গতং। প্রস্কণ্বস্য। প্রভূতিরুৎপত্তিঃ কণ্বাত্তস্য স প্রস্কণ্বঃ। প্রস্কণ্বহরিশ্চন্দ্রাবৃষী। পা০ ৬।১।১৫৩। ইতি সুডাগমো নিপাতিতঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। প্রতিরন্। প্রপূর্ব্বস্তিরতি বর্দ্ধনার্থঃ। নমস্য। নমোবরিবশ্চিত্রঙঃ ক্যজিতি পূজার্থে ক্যচ্। প্রত্যয়-স্বরঃ। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং। দৈব্যং। দেবাদ্যঞঞাবিতি তস্যেদ-মিত্যর্থে প্রাগ্দীব্যতীয়ো যঞ্ প্রত্যয়ঃ ॥ (১ম—৪৪সূ—৬ঋ) ॥

* * *

নামক মহর্ষি কণ্বপুত্রের (প্রস্কণ্ব কণ্বের পুত্র, কণ্ব হইতে উৎপন্ন, নি০ ৩।১৭ এই যাস্কের বচন হেতু) জীবনার্থ আয়ুর্ব্বৃদ্ধি করিয়া দেবসম্বন্ধি জনকে পূজা করুন।

সুশংসঃ। স্তুত্যর্থক 'শংসু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভাববাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় হইয়াছে। শোভন অর্থাৎ সুন্দর শংস কথন যাহার—এই বাক্যে, 'সুশংসঃ' পদ হইয়াছে। 'আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। বোধি। অবগমনার্থক বুধধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'লোটো হিঃ' এই নিয়মানুসারে 'হি' আদেশ হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে বিকরণের 'লুক্' হইয়াছে। 'হুঝল্ভ্যো হের্ধি' এই নিয়মানুসারে হি স্থানে ধি আদেশ হইয়াছে। 'বা ছন্দসিত্যপিতি' এই নিয়মের 'বিকল্পিতত্ব হেতু লঘু উপাধায়' গুণ হইয়াছে। ছান্দস-হেতু ধাতুর অন্ত্য লোপ হইয়াছে। গৃণতে। শব্দার্থক 'গৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। লটের স্থানীয় 'শতৃ' প্রত্যয়, 'ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না' এই নিয়মে 'শ্না' প্রত্যয়, 'শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ' এই নিয়মে আকারের লোপ হইয়াছে। 'শতুরনুম' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। যবিষ্ঠ্য। পূর্ব্বে সাধিত হইয়াছে। প্রস্কণ্বস্য। প্রভূতি অর্থে 'প্রস্কণ্ব' পদের উৎপত্তি; যথা, 'কণ্বাত্তস্য স প্রস্কণ্বঃ'। 'প্রস্কণ্বহরিশ্চন্দ্রাবৃষী' (পা০ ৬।১।১৫০) এই নিয়মানুসারে 'সুট্' আগম হইয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। বহুব্রীহিসমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। প্রতিরন্। অতিবর্দ্ধনার্থ প্র-পূর্ব্বক 'তৄ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। নমস্য। 'নমোবরিবশ্চিত্রঙঃ ক্যচ্' এই নিয়মানুসারে পূজার্থে 'ক্যচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই নিয়মানুসারে সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘ হইয়াছে। দৈব্যং। 'দেবাদ্যঞঞৌ' এই নিয়মানুসারে 'তস্যেদং' এই অর্থে 'প্রাগ্দীব্যতীয়ো যঞ্' প্রত্যয় হইয়াছে। (১ম—৪৪সূ—৬ঋ)।

ষষ্ঠ (৫।২২) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি-পক্ষে ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী পদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনুধাবন করা আবশ্যক। মন্ত্রটীকে প্রধানতঃ তিন অংশে বিভক্ত করা যায়। প্রথম অংশের তিনটী পদ বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়ীভূত। প্রথম—'যবিষ্ঠ্য' পদ। ঐ পদের অর্থ—'যুবতম'। ভাব—চিরনবীন। নিত্যস্বরূপ সৎ-বস্তুর কখনও পরিবর্ত্তন নাই। সৎ চিরদিনই অভিনব। জ্ঞান (তদধিষ্ঠাতৃদেবতা) সেই অভিনবত্ব-সম্পন্ন। তাঁহাকে বলা হইতেছে—আপনি 'সুশংসঃ' ও 'মধুজিহ্বঃ' হউন। 'যবিষ্ঠ্য' পদ সেই ভাব ব্যক্ত করে। 'সুশংসঃ' পদে 'সুষ্ঠু প্রশংসনীয়' এবং 'মধুজিহ্বঃ' পদে সাধারণতঃ 'মধুরভাষী' অর্থ আসে। দেবতা প্রশংসনীয় ও মধুজিহ্ব কি প্রকারে হন? এখানে প্রশংসার প্রসঙ্গে স্তুতিগ্রহণের ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবতা সৎ-স্বরূপ; আমায় সেই সত্বভাবের অধিকারী করুন এবং আমার সেই ভাব গ্রহণ করুন;—'সুশংসঃ' পদে এইরূপ প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। 'মধুজিহ্বঃ' পদে 'সৎকর্ম্মে উৎসাহদাতা' বুঝায়। 'মধুজিহ্ব' পদ—সেই পক্ষেই সঙ্গত হয়। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে দুইটী পদ আছে। 'আহুতঃ বোধি'। ঐ পদদ্বয়ের মর্ম্ম এই যে,—'হে দেব! আপনি আমাদিগের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন।'

অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশের প্রতি লক্ষ্য করুন। এই অংশটি বিশেষ জটিল। অপিচ, এই অংশের প্রচলিত অর্থ নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে। কেহ লিখিয়াছেন,—"আপনি প্রাস্কণ্ব ঋষির জীবনার্থ আয়ুঃ বৃদ্ধি করিয়া দেবগণকে পূজা করুন।" কেহ লিখিয়াছেন,—"প্রস্কণ্ব জীবিত থাকে এজন্য তাহার আয়ু বৃদ্ধি করিয়া দাও, সেই দেবপরায়ণ জনকে সম্মান কর।" কাহারও মতে, অগ্নিদেবকে যেন বলা হইতেছে, আপনি প্রস্কণ্ব ঋষির আয়ুর্ব্বৃদ্ধির জন্য দেবগণের উপাসনা করুন। কাহারও মতে, আপনি সেই ঋষির আয়ুর্ব্বৃদ্ধি করিয়া দেন, আর তাঁহার সম্মান করুন।

কাহারও মতে, প্রস্কণ্ব ঋষির আয়ুর্ব্বৃদ্ধি করুন ;—তিনি যেন দেবগণকে পূজা করিতে পারেন। * প্রোক্ত তিনটী ব্যাখ্যায় ঐরূপ তিন ভাব প্রকাশ পাইল। বলা বাহুল্য, সায়ণ প্রথমোক্ত মতের প্রবর্ত্তক। এখন, আমরা যে অর্থ যে ভাব গ্রহণ করিলাম, তাহার কারণ প্রখ্যাপন করিতেছি। প্রথম—'প্রস্কণ্ব' পদ। 'কণ্ব' পদে যে 'অকিঞ্চন' 'দীন' অর্থ প্রকাশ পায়, পূর্ব্বে আমরা তাহা বিবৃত করিয়াছি। 'প্রস্কণ্ব' পদে সেই দৃষ্টিতেই আমরা বলি, 'অতি-দীন' 'দীনাতিদীন' অর্থ বুঝাইতেছে। প্রকৃতি-প্রত্যয়-অনুসারে ঐ পদে 'কণ্ব হইতে উৎপন্ন' অর্থ আসে। তাহা হইতেই 'অতি-দীন' অর্থ পাইতে পারি। প্রার্থনাকারী এখানে আপন দৈন্যভাব প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—'এই যে দীনাতিদীন আমি' ইত্যাদি। এ পক্ষে সকল কালে সকল প্রার্থীই আত্মসম্বোধনে ঐরূপ দৈন্য ভাব প্রকাশ করিতে পারেন ও প্রকাশ করিয়া থাকেন। † এই অংশে আলোচনার যোগ্য দ্বিতীয় পদ—'জীবসে'। উহার সাধারণ অর্থ—'জীবন-রক্ষার জন্য'। কিন্তু "জীবসে আয়ুঃ প্রতিরন্" অর্থাৎ 'জীবন-রক্ষার জন্য আয়ুঃ বৃদ্ধি করিয়া' এরূপ পুনরুক্তির সার্থকতা কি আছে? 'জীবন বৃদ্ধি করিয়া' বা 'আয়ুর্ব্বৃদ্ধি করিয়া'—ইহার একটা বলিলেই চলিত না কি? 'জীবসে' ও 'আয়ুঃ' এই দুই পদ ব্যবহারের কি কোনও নিগূঢ় উদ্দেশ্য নাই? আমরা মনে করি, এখানেই দুই পদে দুই অভিনব ভাব প্রকাশ করিতেছে। জীবনের সার্থকতা কিসে হয়? জীবন তোমার জীবন বলিয়া গণ্য হয় কখন? যখন সৎকর্ম্ম-সাধনে সমর্থ হয়। সৎকর্ম্ম-সাধনেই জীবনের জীবনত্ব। আমরা মনে করি, 'জীবসে' পদে এখানে সেই ভাবই পরিব্যক্ত।

---

* ইংরাজী অনুবাদে প্রকাশ,—"Lengthening Praskanva's life, that he may reach old age, do homage to the host of the gods."—HERMAN OLDENBERG.

† 'কণ্ব' পদে 'মেধাবী' অর্থ গ্রহণ করিলে 'প্রস্কণ্ব' পদে 'প্রকৃষ্ট মেধাবী' ভাব আসে। তাহাতে মন্ত্রের ভাব আর এক প্রকার হয়। 'মেধাবী উপাসকের আয়ুঃকালবৃদ্ধি করিয়া আপনি দেবজীবনকে তাঁহার নমস্ত করেন'—সে পক্ষে এই অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু আমরা যে অর্থ সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম, তাহাই বঙ্গানুবাদে ও অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যায় গৃহীত হইল।

আমরা তাই 'জীবসে' পদের প্রতিবাক্যে 'সৎকর্ম্ম-সাধনায়' পদ ব্যবহার করিয়াছি। দৈব্যং' ও 'জনং' ঐ দুই পদে দেবভাবসম্পন্ন পুরুষকে' অর্থাৎ 'ঋষিবৎ দেবত্বসম্পন্ন জীবনকে' লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'নমস্যা' পদের ভাব এই যে,—সেই দেব-জীবনের প্রতি আমার পূজানুরাগ বৃদ্ধি করুন, আমায় অনুরাগ-সম্পন্ন করুন। অর্থাৎ, দেবত্বসম্পন্ন পুরুষগণের জীবন অনুধ্যান করিতে করিতে আমি যেন দেবভাবসম্পন্ন হইতে পারি।' ফলতঃ, 'নমস্যা' পদে 'আমার নমস্য করুন' এই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্ম দাঁড়ায় এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধনে উৎসাহিত করুন; আমাদিগের অভীষ্ট অবগত হউন; এবং সৎকর্ম্মসাধনের নিমিত্ত, এই দীনাতিদীন আমার আয়ুঃকাল বৃদ্ধি করিয়া দিয়া, আমাকে দেবত্বসম্পন্ন পুরুষের (ঋষিজীবনের) প্রতি অনুরাগসম্পন্ন করুন।' পূর্ব্বে (দশম-সূক্তের একাদশ ঋকের) "নব্যমায়ুঃ প্রসূতির কৃধী সহস্রাম্বৃষিং" মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমরা যে ভাব প্রকাশ করিয়াছি, এখানে "প্রস্কণ্বস্য প্রতি-রন্নায়ুর্জীবসে নমস্যা দৈব্যং জনং" মন্ত্রাংশে সেই ভাবই ব্যক্ত হয়। সৎকর্ম্মসাধনের জন্য—অশেষপ্রকার ত্যাগশীলতার জন্য—আমার অভিনব জীবন লাভ হউক;—এখানেও সেই আদর্শেরই প্রার্থনা আছে; আমরা ইহাই মনে করি। (১ম—৪৪সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুশ্চত্বারিংশৎ-সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

হোতারং বিশ্ববেদসং সং হি ত্বা বিশ ইন্ধতে।

স আ বহ পুরুহূত প্রচেতসোঽগ্নে

দেবাঁ ইহ দ্রবৎ ॥ ৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

হোতারং। বিশ্বঽবেদসং। সং। হি। ত্বা। বিশঃ। ইন্ধতে।

সঃ। আ। বহ। পুরুঽহূত। প্রঽচেতসঃ। অগ্নে।

দেবান্। ইহ। দ্রবৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'হোতারং' (হোতৃস্বরূপং, দেবভাবানাং আহ্বাতারং) 'বিশ্ববেদসং' (সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞং) 'ত্বা' (ত্বাং, অগ্নিদেবং) 'বিশঃ' (উপাসকাঃ) 'সং ইন্ধতে' (হৃদি সম্যগ্ দীপয়ন্তি, সর্ব্বথা অর্চ্চয়ন্তি); 'পুরুহূত' (বহুভিঃ সম্পূজিত) 'অগ্নে' (হে অগ্নিদেব!) 'স' ত্বং অস্মান্ 'প্রচেতসঃ' (প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্তান্, সদ্জ্ঞানসমন্বিতান্) কৃত্বা 'ইহ' (অস্মিন্ কর্ম্মণি, অস্মাকং হৃদি) 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'দ্রবৎ' (ক্ষিপ্রং) 'আ-বহ' (আনয়)। হে দেব! অস্মান্ ত্বয়া দেবভাবসম্পন্নান্ কুরু। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৪সূ—৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হোতৃস্বরূপ (দেবভাবসমূহের আহ্বাতা) সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ অগ্নিদেবকে উপাসকগণ সর্ব্বপ্রকারে হৃদয়ে প্রদীপ্ত করেন। বহুজনকর্তৃক সম্পূজিত হে অগ্নিদেব! সেই আপনি আমাদিগকে প্রকৃষ্টজ্ঞানবিশিষ্ট (সত্বজ্ঞান-সমন্বিত) করিয়া, আমাদিগের কর্ম্মে (আমাদিগের হৃদয়ে) দেবভাব-সমূহকে শীঘ্র আনয়ন করুন। (১ম—৪৪সূ—৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হোতারং হোমনিষ্পাদকং বিশ্ববেদসং সর্ব্বজ্ঞং ত্বামগ্নিং বিশঃ প্রজাঃ সমিন্ধতে হি। সম্যক্ দীপয়ন্তি খলু। হে পুরুহূত বহুভিরাহূতাগ্নে স ত্বং প্রচেতসঃ প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্তান্ দেবানিহ কর্ম্মণি দ্রবৎ ক্ষিপ্রমাবহ। আভিমুখ্যেন প্রাপয়। দ্রবদিতি ক্ষিপ্রনাম। দ্রবৎ ওষমিতি তন্নামসু পাঠাৎ ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হোমনিষ্পাদক সর্ব্বজ্ঞ অগ্নিদেবকে প্রজাগণ সম্যক্‌রূপে দীপ্ত করিয়া থাকে। হে বহুজনাহূত অগ্নে! আপনি প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত দেবগণকে এই কর্ম্মে শীঘ্র আনয়ন করুন। 'দ্রবৎ' ইত্যাদি ক্ষিপ্রনাম। দ্রবৎ ওষম্ প্রভৃতি তন্নামসমূহের মধ্যে এইরূপ পঠিত হয়।

বিশ্ববেদসং। বিশ্বানি বেত্তীতি বিশ্ববেদাঃ। অসুন্। মরুদ্বৃধাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদ্যন্তোদাত্তত্বং। যদ্বা বেদ ইতি ধননাম। বিশ্বানি বেদাংসি যস্যাসৌ বিশ্ববেদাঃ। বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়ামিতি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। ইন্ধতে। ঞিইন্ধি দীপ্তৌ। শ্নসোরল্লোপ ইত্যাকারলোপঃ। শ্নান্নলোপঃ। পা০ ৬।৪।২৩। প্রত্যয়স্বরঃ। হি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥ (১ম—৪৪সূ—৭ঋ)॥

সপ্তম (৫২৩) ঋকের বিশদার্থ।

যাঁহারা জ্ঞানদেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত আছেন, তাঁহারা সেই জ্ঞানদেবতার কৃপায় আপনা-আপনিই দেবভাবের অধিকারী হয়েন। এখানে প্রার্থনাকারী বলিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমি আপনার অর্চ্চনায় সমর্থ হই নাই; সাধকগণের ন্যায় আমার হৃদয়ে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত (প্রদীপ্ত) করিতেও আমার সামর্থ্য নাই। আমার প্রার্থনা এই যে, আপনি কৃপা করিয়া আমার জ্ঞানোন্মেষ করুন,—ফলে আমার হৃদয়ে দেবভাবসমূহের সমাবেশ হউক।' প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহের মর্ম্ম এই যে, অগ্নিদেবকে সম্বোধন করিয়া যেন বলা হইতেছে,—"হে হোমনিষ্পাদক সর্ব্বজ্ঞ অগ্নে, সমস্ত প্রজাগণ আপনাকে সম্যক্‌রূপে প্রদীপ্ত করিয়া অর্চ্চনা করে; বহুজন কর্ত্তৃক আহূত হে অগ্নে, আপনি প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান্ দেবসকলকে এই কর্ম্মে শীঘ্র আনয়ন করুন।" ভাষ্য ও ব্যাখ্যা-অনুসারে 'প্রচেতসঃ' পদ 'দেবান্' পদের বিশেষণ-রূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। আমরা ঐ পদটীকে স্বতন্ত্রভাবে অন্বিত করিয়াছি। 'প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন দেবগণকে আনয়ন করুন'—এতদপেক্ষা, 'আমাদিগকে প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে দেবভাবের সমাবেশ করুন'—এই অর্থই আমরা সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া মনে করি। এ পক্ষে, মন্ত্রের প্রথমাংশ আত্মগ্লানি-প্রকাশক; শেষাংশ প্রার্থনা-মূলক। (১ম—৪৪সূ—৭ঋ)।

বিশ্ববেদসং। বিশ্বকে জ্ঞাত আছেন—এই অর্থে 'বিশ্ববেদাঃ' পদটী হইয়াছে। অসুন্ প্রত্যয়, মরুদ্বৃধাদিত্ব-হেতু পূর্ব্বপদের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অথবা 'বেদ' ইহা ধনের নাম। 'বিশ্বই ধন যাহার' এই বাক্যে 'বিশ্ববেদাঃ' পদ হয়। বহুব্রীহি সমাসে 'বিশ্বং সংজ্ঞায়াং' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ইন্ধতে। দীপ্ত্যর্থক ইন্ধী ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'শ্নসোরল্লোপ' এই নিয়মানুসারে অকার লোপ হইয়াছে। 'শ্নান্নলোপ' (পা০ ৬।৪।২৩) এই সূত্রানুসারে শ্ন' প্রত্যয়ের পর 'ন' লোপ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। 'হি চ' এই নিয়মানুসারে নিঘাতের প্রতিষেধ হইয়াছে। (১ম—৪৪সূ—৭ঋ)।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুশ্চত্বারিংশৎ-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

সবিতারমুষসমশ্বিনা ভগমগ্নিং ব্যুষ্টিষু ক্ষপঃ।

কণ্বাসস্ত্বা সুতসোমাস ইন্ধতে হব্যবাহং স্বধ্বর ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সবিতারং। উষসং। অশ্বিনা। ভগং। অগ্নিং। বিঽউষ্টিষু। ক্ষপঃ।

কণ্বাসঃ। ত্বা। সুতঽসোমাসঃ। ইন্ধতে। হব্যঽবাহং। সুঽঅধ্বর ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'স্বধ্বরঃ' (হে শোভনযাগযুক্ত! হে সৎকর্ম্মনিবহ! তব প্রসাদাৎ ইতি যাবৎ) 'সুত-সোমাসঃ' (পবিত্রভক্তিযুতাঃ) 'ব্যুষ্টিষু' (উষঃকালেষু, জ্ঞানোন্মেষকালেষু) 'ক্ষপঃ' চ (রাত্রৌ চ, অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্নেষু কালেষু চ, সর্ব্বাস্মিন্ কালে ইতি যাবৎ) 'কণ্বাসঃ' (মেধাবিনঃ, অকিঞ্চনা জনাঃ) 'সবিতারং' (জ্ঞানদেবতাং) 'অশ্বিনা' (অশ্বিনৌ, অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশকৌ দেবৌ) 'ভগং' (ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্নং দেবং) 'হব্যবাহকং' (সদ্ভাবপ্রাপকং) 'অগ্নিং' (অগ্নিদেবং, জ্ঞানং) 'ইন্ধতে' (হৃদি দীপয়ন্তি)। কিম্বা জ্ঞানোন্মেষকালেষু কিম্বা অজ্ঞানান্ধ-কারাচ্ছন্ন-সময়েষু সর্ব্বকালেষু চ মেধাবিনঃ (যদ্বা—অকিঞ্চনাঃ ভগবদ্ভক্তিপরায়ণাঃ জনাঃ) হৃদি দেবভাবং পোষয়ন্তি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৪সূ—৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে শোভনযাগযুক্ত (হে সৎকর্ম্ম! আপনার অনুকম্পাতেই) পবিত্রভক্তিযুত মেধাবিগণ (অথবা—অকিঞ্চন দীনগণ) জ্ঞানোন্মেষ-সময়ে এবং অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্নকালে (সকল কালেই), সবিতাদেবতাকে, উষাদেবতাকে, অশ্বিদেবদ্বয়কে, ভগদেবকে এবং সদ্ভাবপ্রাপক (হব্যবাহক) অগ্নিদেবকে হৃদয়ে প্রদীপ্ত রাখেন। (অর্থাৎ, ভক্তিপরায়ণ মেধাবিগণ জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ সকলকালে সর্ব্বদাই হৃদয়ে দেবভাবের পোষণ করিয়া থাকেন)। (১ম—৪৪সূ—৮ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে স্বধ্বর শোভনযাগযুক্তাগ্নে বৃষ্টিষু উষঃকালেষু শ্রবো হবির্লক্ষণমন্নমাহুতিরূপমভিলক্ষ্য সবিত্রাদীন্ দেবানাবহেত্যনুবর্ত্ততে। স্বধ্বরেত্যাহবনীয়াগ্নেঃ সম্বোধনং। অগ্নিমিতি হবির উদ্দেশ্যং দেবতান্তরমুচ্যতে। সুতসোমাসোঽভিষুতসোমাঃ কণ্বাসো মেধাবিন ঋত্বিজো হব্যবাহং হবিষঃ প্রাপকমাহবনীয়ং ত্বামিন্ধতে। দীপয়ন্তি॥

ব্যুষ্টিষু। উছী বিবাসে। বিবাসো বর্জ্জনং। ব্যুচ্ছ্যতে তমসা বর্জ্জ্যত ইতি ব্যুষ্টিরুষঃকালঃ। কর্ম্মণি ক্তিনি তাদৌচ নিতীতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। সংহিতায়ামুদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি পরস্যানুদাত্তস্য স্বরিতত্বং। ক্ষপঃ। ক্ষপেতি রাত্রিনাম। ভস্যাটো ধাতোরিত্যত্রাৎ ইতি যোগবিভাগাদাকারলোপঃ। সুতসোমাসঃ। সুতঃ সোমো যৈঃ। নিষ্ঠেতি পূর্ব্বনিপাতঃ। পা০ ২।২।৩৬। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। হব্যবাহং। হব্যং বহতীতি হব্যবাট্। বহশ্চেতি ণ্বিপ্রত্যয়ঃ॥ (১ম—৪৪সূ—৮ঋ)।

অষ্টম (৫২৪) ঋকের বিশদার্থ।

মূল ঋক্‌টি এবং সায়ণের ভাষ্য দেখিয়া, বড়ই এক সমস্যায় পড়িতে হয়। মূলে 'ক্ষপঃ' পদ আছে। কিন্তু ভাষ্যে দেখি,—'ক্ষপঃ' স্থলে 'শ্রবঃ' পদের অর্থ লিখিত রহিয়াছে। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ প্রধানতঃ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সুন্দরযাগযুক্ত অগ্নে! আপনি উষাকালে আহুতিরূপ অন্নকে লক্ষ্য করিয়া সবিতৃ প্রভৃতি দেবতাগণের সমীপে বহন করুন। স্বধ্বরে এই কথাটী আহবনীয় অগ্নির সম্বোধন। 'অগ্নিং' এই পদটী হবির উদ্দেশ্যীভূত দেবান্তরবাচক। পবিত্রীকৃত-সোমবিশিষ্ট মেধাবী ঋত্বিকগণ হবির প্রাপক আহবনীয়রূপ আপনাকে দীপ্ত করিতেছেন।

ব্যুষ্টিষু বিবাসার্থক উছী ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিবাস অর্থে বর্জ্জনকে বুঝায়। 'ব্যুচ্ছ্যতে' অর্থাৎ তমঃ কর্তৃক বর্জ্জিত হয়—এই অর্থে উষাকালকে বুঝায়। কর্ম্ম বাচ্যে 'ক্তিন্' প্রত্যয়, পরে 'তাদৌচ নিতি' এই নিয়মানুসারে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'সংহিতায়াং উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ' এই নিয়মানুসারে অনুদাত্তের স্বরিতত্ব হইয়াছে। ক্ষপঃ। ক্ষপা ইহা রাত্রির নাম। 'ভস্যাটো ধাতোঃ' (পা০ ৬।৪।১৪০) সূত্রানুসারে 'আৎ' এই যোগবিভাগ-হেতু আকারের লোপ হইয়াছে। সুতসোমাসঃ। 'সুতঃ সোমো যৈঃ' অর্থাৎ পবিত্রীকৃত হইয়াছে সোম যাঁহাদের কর্তৃক—এই বাক্যে ঐ পদ নিষ্পন্ন। 'নিষ্ঠেতি পূর্ব্বনিপাতঃ' (পা০ ২।২।৩৬) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্ব-পদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। হব্যবাহং। হব্য বহন করেন—এই অর্থে, 'হব্যবাট্' পদটী হয়। 'বহশ্চ' এই নিয়মানুসারে 'ণ্বি' প্রত্যয় হইয়াছে। (১ম—৪৪সূ—৮ঋ)।

'ক্ষপঃ' পদেরই অর্থ করিয়া গিয়াছেন। আমরাও মূলেরই অনুসরণে অর্থ করিলাম। কেন-না, 'শ্রবঃ' পাঠ কোনও গ্রন্থেই পাইলাম না। হয় তো লিপিকরপ্রমাদে সায়ণভাষ্যে কোনও পদ বিকৃত হইয়া থাকিবে।

এই ঋক্‌টীতে আমরা যে ভাব গ্রহণ করিলাম, তাহা বুঝাইবার পূর্ব্বে, ঋক্‌টীর অর্থ কত ভাবে প্রচলিত আছে, তাহার একটু আভাষ দেওয়া আবশ্যক মনে করি। এ পক্ষে ঋক্‌টীর দুইটী বঙ্গানুবাদ ও একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(১) "হে শোভনযাগকুশল অগ্নিদেব! ঊষাকালে এবং রাত্রিকালে সংস্কৃত সোমরস গ্রহণপূর্ব্বক কণ্ববংশীয় ঋত্বিকগণ, সবিতৃদেব, ঊষা, অশ্বিন, ভগদেব এবং হব্যবাহক আপনাকে ভজনা করে।"

(২) "হে শোভনীয় যজ্ঞযুক্ত অগ্নি! রাত্রির প্রভাতে সবিতা ঊষা অশ্বিদ্বয় ভগ ও অগ্নিকে লইয়া আইস; হব্যবাহী কণ্বেরা সোম অভিষব করিয়া তোমাকে জ্বালাইতেছে।"

(3) "Savitri, the Dawn, the two Asvins, Bhaga, Agni, at the dawning (of the day), (at the end) of night. The Kanvas, having pressed Soma, inflame thee, bearer of sacrificial food, O best performer of worship."

এইরূপই অর্থ প্রচলিত। সময়-সম্বন্ধে কেহ বা রাত্রি ও ঊষা দুই মানিয়া লইয়াছেন; কেহ বা রাত্রির শেষ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কাহারও ব্যাখ্যায় বা অগ্নিকে প্রজ্বলিত করার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে; কাহারও ব্যাখ্যায় বা পূজার ভাব আসিয়াছে। 'কণ্বাসঃ' পদে কণ্ববংশীয়-গণের সম্বন্ধ প্রায় সর্ব্বত্রই প্রকীর্ত্তিত দেখি। যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের পরিগৃহীত অর্থের উপযোগিতা-সম্বন্ধে মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। প্রথম—'স্বধ্বরঃ'। ঐ পদে অগ্নিকে সম্বোধন করা হইয়াছে—ইহাই সাধারণ মত। কিন্তু আমরা মনে করি, ঐ পদে সৎকর্ম্মকে বুঝাইতেছে। এ পক্ষে ভাব এই যে, সাধক এখানে আপনার কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন,—'হে সৎকর্ম্ম! আপনার অনুগ্রহেই সকল কালে (কিবা দিবায়, কিবা রাত্রে, কিবা অজ্ঞানতায়, কিবা জ্ঞানোন্মেষ-সময়ে) ভক্তিপরায়ণ মেধাবিগণ (অথবা—অকিঞ্চন দীনগণ) অভীষ্ট দেবগণকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত

রাখিতে সমর্থ হন। প্রার্থনা,—আমার সেই কর্ম্ম-সামর্থ্য আসুক; আমি যেন দেবগণকে বা দেবভাবসমূহকে হৃদয়ে সঞ্জীবিত রাখিতে পারি।' আমরা 'কণ্বাসঃ' পদে 'মেধাবিগণ' বা 'অকিঞ্চনগণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এ-বিষয়ে আমাদের যুক্তি পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। 'সুতসোমাসঃ' পদে 'পবিত্র ভক্তিসহযুত' এই ভাব আসে। 'সোম' ও 'সুত' প্রভৃতি বিষয়েও পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। 'ব্যুষ্টিষু' ও 'ক্ষপঃ' পদের ভাব অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যাতেই প্রকাশিত আছে। ফলতঃ, এই ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'সবিতা প্রভৃতি দেবগণকে (দেবভাবসমূহকে) আমার কর্ম্ম আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করুন। আমি যেন সৎকর্ম্ম-প্রভাবে ঐ সকল দেবগণের অনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হই।' মন্ত্রে আত্মোদ্বোধনা এবং প্রার্থনা যুগপৎ দুই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম—৪৪স—৮ঋ)।

—— • ——

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুশ্চত্বারিংশৎ-সূক্তং। নবমী ঋক্)।

পতির্হ্যধ্বরাণামগ্নে দূতো বিশামসি।

উষর্বুধ আ বহ সোমপীতয়ে দেবাঁ

অদ্য স্বর্দৃশঃ ॥ ৯ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

পতিঃ। হি। অধ্বরাণাং। অগ্নে। দূতঃ। বিশাং। অসি।

উষঃ-বুধঃ। আ। বহ। সোমঃ-পীতয়ে। দেবান্। অদ্য। স্বঃ-দৃশঃ ॥ ৯ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) ত্বং 'বিশাং' (সর্ব্বেষাং লোকানাং) 'অধ্বরাণাং (যাগানাং, সৎকর্ম্মাদীনাং) 'পতিঃ' (পালকঃ) 'দূতঃ' (সদ্ভাবপ্রাপকঃ) 'অসি' (ভবসি) ; 'উষর্ব্বুধঃ' (উষঃকালে প্রবুদ্ধান্, জ্ঞানোন্মেষসাধকান্) 'স্বর্দৃশঃ' (সূর্য্যবৎ দৃশ্যমানান্) 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'অদ্য' (অস্মিন্ দিনে, অদ্যাবধি প্রতিদিনং, নিত্যকালং) 'সোমপীতয়ে' (অস্মাকং ভক্তিসুধাপানার্থং) 'আ-বহ' (অত্রানয়)। হে দেব! ত্বং অস্মান্ সৎকর্ম্মপরায়ণান্ কুরু ; অস্মাকং ভক্তিসুধাগ্রহণার্থং দেবান্ প্রবুদ্ধয়। ইত্যেবং প্রার্থনা ॥ (১ম - ৪৪সূ—৯ঋ) ॥

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি সকল লোকের সৎকর্ম্ম-সমূহের প্রতিপালক এবং সদ্ভাবপ্রাপক হয়েন ; (আমাদিগের) জ্ঞানোন্মেষ-সাধনে, সূর্য্যবৎ দৃশ্যমান্ দেবভাবসমূহকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, নিত্যকাল আমাদিগের ভক্তিসুধা-পানার্থ আপনি আনয়ন করুন (অর্থাৎ, দেবভাব-সমূহকে আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করুন)। (১ম—৪৪সূ—৯ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে বিশাং প্রজানাং সম্বন্ধিনো যেঽধ্বরা যাগাস্তেষাং পতিঃ পালকস্ত্বং দূতোঽসি হি। দেবানাং বার্ত্তাহারো ভবসি খলু। উষর্ব্বুধ উষঃকালে প্রবুদ্ধান্ স্বর্দৃশঃ সূর্য্যদর্শিনো দেবানদ্যাস্মিন্ দিনে সোমপীতয়ে সোমপানার্থমাবহ। আভিমুখ্যেন প্রাপয় ॥

অসি। হি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। সোমপীতয়ে। পা পানে। স্থাগাপাপচো ভাবে ইতি ভাবে ক্তিন্। ঘুমাস্থেতীত্বং। সোমস্য পীতিঃ। দাসীভারাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং। স্বর্দৃশঃ। সুষ্ঠু অর্ত্তি গচ্ছতীতি স্বরাদিত্যঃ। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি বিচ্। তং পশ্যন্তীতি স্বর্দৃশঃ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ ৯ ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! আপনি প্রজাবর্গের যাগসমূহের পালক ও দেবতাগণের বার্ত্তাহারী হইয়াছেন। উষাকালে প্রবুদ্ধ সূর্য্যদর্শী দেবগণকে অদ্য সোমপানার্থ আমাদিগের অভিমুখে আনয়ন করুন।

অসি। 'হি চ' এই নিয়মানুসারে নিঘাতের নিষেধ হইয়াছে। সোমপীতয়ে। পানার্থক 'পা' ধাতুর উত্তর "স্থাগাপাপচো ভাবে' এই নিয়মানুসারে 'ক্তিন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ঘুমাস্থ' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'ঈ' হইয়াছে। স্বর্দৃশঃ। সুন্দরভাবে গমন করেন—এই অর্থে, এই বাক্যে 'স্বর্' শব্দে আদিত্যকে বুঝায়। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' এই নিয়মানুসারে 'বিচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। সেই আদিত্যকে দর্শন করেন—এই অর্থে, 'স্বর্দৃশঃ' পদটি হইয়াছে। 'ক্বিপ্ চ' এই নিয়মানুসারে ক্বিপ প্রত্যয় হইয়াছে। কৃতের উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। (১ম—৪৪সূ—৯ঋ)।

নবম (৫২৫) ঋকের বিশদার্থ।

—§•§—

এ ঋকের প্রচলিত অর্থের ভাব এই যে,—অগ্নিদেব যেন অন্যান্য দেবতাদিগকে উষাকালে জাগাইয়া সোমরস পানের জন্য যজ্ঞস্থলে আনয়ন করিতেন। এ পক্ষে, মানুষ যেন মানুষকে আহ্বান করিয়া আনিতেন—এই ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু দেবগণের বিশেষণ আছে—তাঁহারা সূর্য্যসম দীপ্তিমান্। দেবগণ বলিতে যে ভাব মনে আসে, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ বিবৃত করিয়া আসিতেছি। তাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ; সুতরাং তাঁহাদিগকে 'সূর্য্যের ন্যায় দৃশ্যমান্' বলা হয়। সূর্য্য যেমন স্বপ্রকাশ, তিনি যেমন আপনি প্রকাশ হইয়া জগৎকে প্রকাশ করেন, দেবগণসম্বন্ধেও সেই ভাব বুঝিতে হইবে।

প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে জ্ঞানদেব! আমার হৃদয়ে, আমার ভক্তির প্রভাবে, দেবগণ বা দেবভাব যেন স্বতঃপ্রকাশ হন! হে জ্ঞানদেব! আপনি দেবসমূহকে আমার হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করুন,—আমার হৃদয় চিরজ্যোতিষ্মান্ সত্ত্ব পূর্ণ হউক। (১ম—৪৪সূ—৯ঋ)।

—:—

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুশ্চত্বারিংশৎ-সূক্তং। দশমী ঋক্।)

অগ্নে পূর্ব্বা অনূষসো বিভাবসো

দীদেথ বিশ্বদর্শতিঃ।

অসি গ্রামেষ্ববিতা পুরোহিতোঽসি

যজ্ঞেষু মানুষঃ ॥ ১০ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অগ্নে। পূর্ব্বাঃ। অনু। উষসঃ। বিভাবসো। ইতি বিভাঽবসো।

দীদেথ। বিশ্বঽদর্শতঃ

অসি। গ্রামেষু। অবিতা। পুরঃঽহিতঃ। অসি।

যজ্ঞেষু। মানুষঃ॥ ১০॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'বিভাবসো' (বিশিষ্টপ্রকাশনরূপধনবন্, জ্ঞানোন্মেষকধনসম্পন্ন) 'অগ্নে' (হে দেব) ত্বং 'বিশ্বদর্শতঃ' (সর্ব্বজনদর্শনীয়ঃ, তব প্রভাবঃ সর্ব্বজনবিদিতঃ ইতি ভাবঃ); 'উষসঃ' (জ্ঞানোন্মেষকালান্, মনুষ্যাণাং সৎপ্রবৃত্তিসমাবেশান্) 'অনু' (অভিলক্ষ্য) 'পূর্ব্বাঃ' (চিরকালং, নিত্যকালং) ত্বং 'দীদেথ' (দীপ্যমানাসি, তেষাং হৃদি ইতি শেষ); অপিচ, ত্বং 'গ্রামেষু' (জনস্থানেষু, জনানাং হৃদয়রূপগ্রামেষু) 'অবিতা (রক্ষকঃ) 'অসি' (ভবসি), এবং যজ্ঞেষু' (যাগাদিসৎকর্ম্মসু) 'পুরোহিতঃ' (শ্রেষ্ঠহিতসাধকঃ) 'মানুষঃ' (মনুষ্যস্বরূপঃ, ক্রিয়ান্বিতঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। গৃহেষু যজ্ঞেষু সর্ব্বকর্ম্মসু স ভগবান্ মনুষ্যমধ্যগতো ভূত্বা নরান্ রক্ষতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৪সূ—১০ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানোন্মেষকারী (বিশিষ্ট প্রকাশনরূপ) ধনাধিপতি হে অগ্নিদেব! আপনি সর্ব্বজনদর্শনীয় (অর্থাৎ, আপনার প্রভাব সকলেই অবগত আছেন)। মনুষ্যগণের জ্ঞানোন্মেষকাল (সৎপ্রবৃত্তিসমাবেশ) লক্ষ্য করিয়া, (তাহাদিগের হৃদয়ে) চিরকাল আপনি দীপ্তিমান্ হয়েন। অপিচ, জনস্থানে (মনুষ্যগণের হৃদয়রূপ গ্রামে) আপনি রক্ষক হয়েন, এবং যাগাদি সৎকর্ম্মে শ্রেষ্ঠহিতসাধক মনুষ্যস্বরূপ (ক্রিয়ান্বিত) থাকেন; (মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হইয়া জীবের হিতসাধন করেন)। (১ম—৪৪সূ—১০ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বিভাবসো বিশিষ্টপ্রকাশনরূপ ধনবন্নগ্নে বিশ্বদর্শতঃ সর্বৈর্দ্দর্শনীয়স্ত্বং পূর্ব্বা উষসোঽহ্ন। অতীতাস্বুষঃকালানমুলক্ষ্য দীদেথ। দীপ্তবানসি। তাদৃশস্ত্বং গ্রামেষু জননিবাসস্থানেষবিতাসি। রক্ষকো ভবসি। যজ্ঞেষনুষ্ঠেয়কর্ম্মসু পুরোহিত বেদেঃ পূর্ব্বস্যাং দিশ্যবস্থিতো মানুষোঽসি। ঋত্বিগ্‌যজমানানাং মনুষ্যাণাং হিতোঽসি॥

দীদেথ। দীদেতিশ্ছান্দসো দীপ্তিকর্ম্মা। আগমানুশাসনস্যানিত্যত্বাদিডভাবঃ। দ্বির্বচনপ্রকরণে ছন্দসি বেতি বক্তব্যমিতি বচনাদ্দ্বির্বচনাভাবঃ। বিশ্বদর্শতঃ। বিশ্বৈর্দ্দর্শনীয়ঃ। ভৃমৃদৃশীত্যাদিনা দৃশেরতচ্। মরুদ্বৃধাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। পুরোহিতঃ। পূর্ব্বাধরাবরাণামসি পুরধবশ্চৈষামিত্যসিপ্রত্যয়ান্তঃ পুরস্‌শব্দঃ। তদ্ধিতশ্চাসর্ব্ববিভক্তিরিত্যব্যয়ত্বাৎ পুরোঽব্যয়মিতি গতিসংজ্ঞায়াং সত্যাং গতিসমাসে গতিরনন্তরং ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥১০॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে একোনত্রিংশো বর্গঃ॥২৯॥

দশম (৫২৬) ঋকের বিশদার্থ।

দেবতার 'প্রকাশ-রূপ ধন' বলিতে, কি ভাব মনে আসে? যে ধনের দ্বারা হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ হয়, তাহাই তাঁহার 'বিশিষ্ট প্রকাশন-রূপ ধন' নহে কি? জ্ঞানোন্মেষ ভিন্ন, তিনি প্রকাশমান্ হইবেন কি প্রকারে? তাঁহাকে আমরা দেখিব বা বুঝিব কি প্রকারে? 'বিভাবসো' পদে,

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বিশিষ্টপ্রকাশনরূপ ধনবন অগ্নে! আপনি সকলের দর্শনীয় পূর্ব্বদিগবস্থিত উষার পশ্চাৎ স্থিত হইয়াছেন। এই হেতু উষাকালকে লক্ষ্য করিয়া দীপ্ত হইয়া থাকেন। আপনি জননিবাসস্থানের রক্ষক হইয়াছেন। অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে আপনি পুরোহিত অর্থাৎ বেদীর পূর্ব্বদিগবস্থিত মানুষ হইতেছেন। আপনি ঋত্বিক্ এবং যাজকগণের হিতসাধক হইয়াছেন।

দীদেথ। 'দীদেতি' এই নিয়মে, 'দীদি' ধাতু ছান্দস দীপ্তিকর্ম্ম অর্থবোধক। আগম অনুশাসনের অনিত্যত্ব-হেতু ইটের অভাব হইয়াছে। দ্বিবচন প্রকরণে 'ছন্দসি চ' এই বক্তব্য-হেতু দ্বিবচনের অভাব হইয়াছে। বিশ্বদর্শতঃ। বিশ্বস্থ জনের দর্শনযোগ্য। 'ভৃমৃদৃশি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে দৃশ ধাতুর উত্তর 'অতচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। মরুদ্বৃধাদিত্ব-হেতু পূর্ব্বপদের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পুরোহিতঃ। 'পূর্ব্বাধরাবরাণামসি পুরধবশ্চৈষাং' এই নিয়মানুসারে 'অসি' প্রত্যয়ান্ত হইয়া 'পুরস্' শব্দটী হইয়াছে। 'পুরোঽব্যয়ং' এই নিয়মানুসারে গতি-সংজ্ঞা হইলে 'গতিসমাসে গতিরনন্তরং' এই নিয়মে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। (১ম—৪৪সূ—১০ঋ)।

প্রথম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের একোনত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত॥২৯॥

আমরা তাই মনে করি, জ্ঞানদেবতার স্বরূপপ্রকাশক যে ধন (জ্ঞানোন্মেষ-সূচক যে ধন), তাহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'বিশ্বদর্শতঃ' পদের ভাব এই যে, জ্ঞানের প্রভাব সর্ব্বজনবিদিত। অজ্ঞানতায় সত্য আবৃত ও আচ্ছন্ন থাকে। জ্ঞান সত্যকে প্রকাশ করেন। তাই জ্ঞান-দেবকে 'বিশ্বদর্শতঃ' বলা হয়।

"উষসঃ অনু পূর্ব্বা দীদেথ"—এই বাক্যে, 'উষাকালের পর অগ্নি দীপ্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন'—এই ভাব, ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু আমরা মনে করি, এখানকার ভাব এই যে, জ্ঞানোন্মেষ-কাল—মনুষ্যগণের হৃদয়ে সৎপ্রবৃত্তির সমাবেশ-সময়—অনুসরণ করিয়া, চিরকালই জ্ঞানদেবতা মনুষ্যগণের হৃদয়ে দীপ্তিমান্ হয়েন। অর্থাৎ, যখনই মনুষ্য সৎপ্রবৃত্তির বশ-বর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখনই ভগবান্ আসিয়া হৃদয়ে আসন গ্রহণ করেন। "গ্রামেষু রক্ষকঃ অসি" এবং "যজ্ঞেষু পুরোহিতঃ মানুষঃ অসি"—এই দুই বাক্যাংশের প্রচলিত অর্থ এই যে,—"অগ্নিদেবতা মনুষ্য-গণের বাসস্থানের রক্ষক" এবং তিনি "বেদীর পূর্ব্ব দিক্-স্থায়ী এবং ঋত্বিক্-যজমানের হিতকারী হউন।" কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যার মর্ম্ম,—'তিনি জনস্থানের অথবা হৃদয়-রূপ গ্রামের রক্ষক ; অর্থাৎ, অসদ্ভাব যেন সেখানে প্রবল না হয়—তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, তিনি সদ্ভাবকে রক্ষা বা পোষণ করেন।' তারপর, "যজ্ঞেষু পুরোহিতঃ মানুষঃ" এ বাক্যে কি ভাব প্রাপ্ত হই, বুঝিয়া দেখুন। মানুষের মধ্যে তিনি অধিষ্ঠিত আছেন, সৎকর্ম্ম-মাত্রের শ্রেয়ঃসাধন করেন—'মানুষ' ও 'পুরোহিতঃ' পদদ্বয় সেই ভাব ব্যক্ত করে। (১ম—১১সূ—১০ঋ)।

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুশ্চত্বারিংশৎ সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

নি ত্বা যজ্ঞস্য সাধনমগ্নে হোতারমৃত্বিজং।

মনুষ্বদ্দেব ধীমহি প্রচেতসং জীরং দূতমমর্ত্ত্যং ॥১১॥

পদ-বিশ্লেষণং।

নি। ত্বা। যজ্ঞস্য। সাধনং। অগ্নে। হোতারং। ঋত্বিজং।

মনুষ্বং। দেব। ধীমহি। প্রচেতসং। জীবং। দূতং। অমর্ত্যং ॥১১॥

অন্বয়-মানসিক-ব্যাখ্যা।

'দেব' (দ্যোতমান্) 'অগ্নে' (জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব!) 'যজ্ঞস্য' (যাগাদিসৎকর্ম্মণঃ) 'সাধনং' (সম্পাদকং) 'হোতারং' (দেবভাবানাং আহ্বাতারং) 'ঋত্বিজং' (সর্ব্বকালেষু সদ্ভাবসাধকং) 'প্রচেতসং' (প্রজ্ঞানসম্পন্নং) 'জীবং' (শত্রূণাং সংহারকং) 'দূতং' (দেবভাবপ্রাপকং) 'অমর্ত্যং' (মরণরহিতং, নিত্যং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'মনুষ্বং' (মনুষ্যরূপেণ অথবা মন্ত্ররূপেণ ধ্যাত্বা ইতি যাবৎ), 'নি-ধীমহি' (যজ্ঞস্থলে বা হৃদ্দেশে স্থাপয়ামঃ)। দেবাঃ অশরীরিণঃ শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবাঃ। পর্য্যায়ানুসারেণ সাধবঃ তান্ মনুষ্যরূপেণ বা মন্ত্ররূপেণ ধ্যায়ন্তি—তেষাং অনুগ্রহং প্রাপ্নুবন্তি বা ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৪সূ—১১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দ্যোতমান্ জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! যাগাদি-সৎকর্ম্মের সম্পাদক, দেবভাবসমূহের আহ্বাতা, সর্ব্বকালে সদ্ভাবসাধক, প্রজ্ঞানসম্পন্ন, শত্রুগণের সংহারক, দেবভাবের প্রাপক, মরণরহিত (নিত্যস্বরূপ) আপনাকে মনুষ্যরূপে অথবা মন্ত্ররূপে ধ্যান করিয়া, এই যজ্ঞস্থলে (অথবা আমাদিগের হৃদ্দেশে) প্রতিষ্ঠা করিতেছি। (১ম—৪৪সূ—১১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে দেব মনুষ্বৎ যথা মনুর্যাগদেশে নিদধাতি। তদ্বদ্বয়ং ত্বাং নিধীমহি। অত্র-স্থাপয়ামঃ। কীদৃশং। যজ্ঞস্য সাধনং। যজ্ঞনিষ্পাদকং। হোতারমৃত্বিজং। ঋতৌ বসন্তাদিকে যষ্টারং। প্রচেতসং। প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্তং। জীবং। শত্রূণাং বয়োহানিকরং। দূতং। দেবানাং দূতস্থানীয়ং। অমর্ত্যং। মরণরহিতং ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে দেব অগ্নে! মনু যেমন আপনাকে যাগদেশে স্থাপিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমরাও আপনাকে স্থাপন করিতেছি। আপনি কি প্রকার? যজ্ঞের সাধক, ঋত্বিক্, অর্থাৎ বসন্তাদি ঋতুকালে যাগকারী, প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত, শত্রুদিগের বয়োহানিকর, দেবতাদিগের দূতস্থানীয়, এবং মরণরহিত।

মনুষ্বৎ। ঔণাদিকো সিপ্রত্যয়ান্তো মনুস্ শব্দঃ। তেন তুল্যং ক্রিয়া চেৎবতিরিতি বতি-প্রত্যয়ঃ। অয়স্ময়াদিত্বেন ভত্বাক্রুত্বাভাবঃ। ধীমহি। ডুধাঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। লট্যভ্যাসলোপশ্ছান্দসঃ। জীরং। জু ইতি সৌত্রো ধাতুঃ। জোরী চ। উ০ ২।২৪। ইতি রক্‌প্রত্যয়ঃ। কাত্যায়নস্যাৎ রকি জ্যঃ সম্প্রসারণে জীর ইতি॥ (১ম—৪৪সূ—১১ঋ)।

একাদশ (৫২৭) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের সমস্যামূলক পদ—'মনুষ্বৎ'। উহা হইতে অর্থ চলিয়া আসিতেছে,—'মনুর যজ্ঞে আপনি যে ভাবে পূজিত হইয়াছিলেন।' অর্থাৎ,—'মনু যেমন ভাবে আপনার আরাধনা করিয়াছিলেন, সেই ভাবে আমরা আপনাকে এই যজ্ঞক্ষেত্রে স্থাপিত করিতেছি।' এ ঋকে অগ্নি-দেবের যে কয়েকটী বিশেষণ আছে, তাহাদিগের বিষয় পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। এখানকার আলোচ্য নূতন পদ—'মনুষ্বৎ'। আমরা ঐ পদে দ্বিবিধ অর্থ আমনন করি। এক অর্থ—মনুষ্যরূপে; অন্য অর্থ—মন্ত্র-রূপে। দেবতা (অশরীরী) মনুষ্যরূপে আসিয়া যজ্ঞস্থলে আসন গ্রহণ করেন,—সাধক এই এক ভাবে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন; অথবা, দেবতা মন্ত্ররূপে আসিয়া সাধকের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হন,—এই এক ভাব প্রকাশ পায়। মীমাংসকগণ বলেন,—'দেবতাদিগের কোনরূপ আকার নাই, দেবতার আকার-রূপে খ্যাত উক্তং মন্ত্রই দেবতা।' এই ভাবে মনু-পদে মন্ত্র অর্থ পরিগৃহীত হয়। ফলতঃ, এখানে মহর্ষি মনুর সম্বন্ধ-কল্পনা না করিয়া, ঐ দুই ভাব গ্রহণ করিলেই মন্ত্রার্থ নিত্য সত্য ভাব-প্রকাশক হয়। 'মনুষ্বৎ' পদে 'মনুর ন্যায়' অর্থ গ্রহণ করিলেও কালচক্রে নিত্যকাল তাঁহার বিদ্যমানতার বিষয় মনে আসে। এ ভাবের বিশদ আলোচনা পূর্ব্বেই করা গিয়াছে। (১ম—১১সূ—১১ঋ)।

মনুষ্বৎ। ঔণাদিক 'উসি' প্রত্যয়ান্তো 'মনুস্' শব্দের উত্তর 'তেন তুল্যং ক্রিয়াচেৎবতি' এই নিয়মানুসারে 'বতি' প্রত্যয় হইয়াছে। 'অয়স্ময়াদিত্ব' হেতু ভত্বপ্রযুক্ত 'রুত্বাদির' অভাব হইয়াছে। ধীমহি। ধারণ ও পোষণার্থক 'ধাঞ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। লট্ বিভক্তিতে ছান্দস-হেতু অভ্যাসের লোপ হইয়াছে। জীরং। 'জু' ইহা সৌত্র ধাতু। 'জোরীচ' (উ০ ২।২৪) এই সূত্রানুসারে 'রক্' প্রত্যয় হইয়াছে। কাত্যায়ন বলিয়াছেন 'রক্' প্রত্যয় পরে 'জ্যঃ' এই শব্দের সম্প্রসারণে জীর পদটী হয়। (১ম—৪৪সূ—১১ঋ)।

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুশ্চত্বারিংশৎ-সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

যদ্দেবানাং মিত্রমহঃ পুরোহিতোঽন্তরো যাসি দূত্যং।
সিন্ধোরিব প্রস্বনিতাস ঊর্ম্ময়োঽগ্নের্ভ্রাজন্তে অর্চ্চয়ঃ ॥১২॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যৎ। দেবানাং। মিত্রঽমহঃ। পুরঃঽহিতঃ। অন্তরঃ। যাসি। দূত্যং।
সিন্ধোঃঽইব। প্রঽস্বনিতাসঃ। ঊর্ম্ময়ঃ। অগ্নেঃ। ভ্রাজন্তে। অর্চ্চয়ঃ ॥১২॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মিত্রমহঃ' (হে মিত্রাণাং পূজ্য, সাধকানাং আরাধ্য দেব!) 'পুরোহিতঃ' (সংসারস্য পরমহিতসাধকঃ) ত্বং 'যৎ' (যদা) 'অন্তরঃ' (হৃদিস্থিতঃ সন) 'দূত্যং' (দেবভাবপ্রাপণার্থং) 'যাসি' (আগচ্ছসি, অস্মাকং অনুগ্রহং করোষি ইতি ভাবঃ), তদানীং 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) তব 'অর্চ্চয়ঃ' (দীপ্তয়ঃ, প্রভাবাঃ) 'সিন্ধোরিব' (সমুদ্রস্য, যথা—সমুদ্র ইব বিস্তৃণাতি) 'প্রস্বনিতাসঃ' (প্রকৃষ্টধ্বনিযুক্তাঃ) 'ঊর্ম্ময়ঃ' (তরঙ্গাঃ ইব) 'ভ্রাজন্তে' (দীপ্যন্তে, প্রকাশন্তে চেতি শেষ)। যদা স ভগবান্ মনুষ্যান্ অনুগ্রহং করোতি, তদা তস্য প্রভাবঃ সর্ব্বথা প্রকাশমান্ ভবতীতি ভাবঃ। (১ম—৪৪সূ—১২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে সাধকগণের আরাধ্য দেব! সংসারের পরমহিত-সাধক আপনি যখন হৃদয়স্থ হইয়া দেবভাবপ্রদান-পক্ষে অনুগ্রহ করেন, তখন, হে জ্ঞান-দেব, আপনার প্রভাব সমুদ্রের ন্যায় বিস্তৃত হয়, এবং প্রকৃষ্টধ্বনিযুক্ত তরঙ্গের ন্যায় দীপ্যমান্ (প্রকাশমান্) হয়। (১ম—৪৪সূ—১২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মিত্রমহঃ। মিত্রাণাং পূজকাগ্নে যদ্‌যদা পুরোহিতস্ত্বং বেদেঃ পূর্ব্বস্যাং দিশি স্থাপিতোঽধ্বরো দেবযজনমধ্যে বর্ত্তমানঃ সন্ দেবানাং দূত্যং দূতকর্ম্ম যাসি প্রাপ্নোষি। তদানীমগ্নেস্তবার্চ্চয়ো দীপ্তয়ো ভ্রাজন্তে। দীপ্যন্তে। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সিন্ধোরিব। যথা সমুদ্রস্য প্রস্বনিতাসঃ প্রকৃষ্টধ্বনিযুক্তা ঊর্ম্ময়স্তরঙ্গা ভ্রাজন্তে তদ্বৎ॥

মিত্রমহঃ। মহ পূজায়াং। মিত্রৈরৃত্বিগ্‌ভির্মহ্যতে পূজ্যত ইতি মিত্রমহাঃ। ঔণাদি-কোঽসুন। যাসি। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। দূত্যং দূতস্য কর্ম্ম দূত্যং। দূতস্য ভাগকর্ম্মণি ইতি যৎ প্রত্যয়ঃ। সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি বচনাদ্‌যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বাভাবে তিৎস্বরিতমিতি স্বরিতত্বং। প্রস্বনিতাসঃ। ষ্টনু স্বন ধ্বন শব্দে। ভাবে নিষ্ঠা। প্রকৃষ্টং স্বনিতং যেষাং তে প্রস্বনিতাঃ। অসুগাগমঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ঊর্ম্ময়ঃ। অর্ত্তেরুচ্চেতি মিপ্রত্যয়ঃ॥ (১ম—৪৪সূ—১১ঋ)॥

দ্বাদশ (৫২৮) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এই ঋকের অন্তর্গত 'মিত্রমহঃ' 'পুরোহিতঃ' 'অন্তরঃ' 'সিন্ধোরিব' প্রভৃতি কয়েকটী শব্দের অর্থ উপলক্ষে মন্ত্রের অর্থ বিভিন্ন ভাবে পরিকল্পিত হইয়া থাকে। 'মিত্রমহঃ' পদে কেহ বা 'মিত্রগণের পূজক' অর্থ গ্রহণ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মিত্রগণের পূজক অগ্নি! যখন আপনি বেদীর পূর্ব্বভাগে স্থাপিত ও দেবযজন-মধ্যে বর্ত্তমান হইয়া দেবতাদিগের দৌত্যকর্ম্মকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ দৌত্যকার্য্য করেন, সেই সময়ে আপনার অর্চ্চি অর্থাৎ শিখাসকল দীপ্ত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—যেমন সমুদ্রের প্রকৃষ্টরূপ ধ্বনিযুক্ত তরঙ্গসমূহ দীপ্ত হয় সেইরূপ।

মিত্রমহঃ। পূজার্থক মহ ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'মিত্র' শব্দে ঋত্বিককে বুঝায়। 'মিত্র অর্থাৎ ঋত্বিকগণ কর্ত্তৃক পূজিত হন' এই বাক্যে 'মিত্রমহঃ' পদটী ঔণাদিক 'অসুন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাসি। যদ্বৃত্তযোগহেতু নিঘাত হয় নাই। দূত্যং। দূতের কর্ম্ম এই বাক্যে 'দূত্যং' পদ হয়। 'দূতস্য ভাগ কর্ম্মণি' এই নিয়মানুসারে যৎ প্রত্যয় হইয়াছে। ছন্দোবিষয়ে সকল বিধিই বিকল্পে হয়—এই বচনহেতু 'যতোঽনাব' এই নিয়মানুসারে আদিস্বরের উদাত্তভাব না হইলে 'তিৎস্বরিতম্' এই নিয়মানুসারে স্বরিতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রস্বনিতাসঃ। ষ্টনু ধাতু স্বন ধাতু ও ধ্বন ধাতুর অর্থ শব্দ। ভাববাচ্যে 'নিষ্ঠা' অর্থাৎ 'ক্ত' প্রত্যয় হইয়াছে। প্রকৃষ্ট হইয়াছে স্বনিত শব্দ যাহাদের তাহারাই 'প্রকৃষ্টস্বনিতাঃ'। 'অসুক্' প্রত্যয়ের আগম এবং বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। ঊর্ম্ময়ঃ। 'অর্ত্তেরুচ্চ' এই নিয়মানুসারে 'মি' প্রত্যয় হইয়াছে। (১ম—৪৪সূ—১২ঋ)।

করিয়াছেন, কেহ বা ঐ পদে 'ঋত্বিকগণের পূজনীয়' ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। দেবতার বা দেবভাবের মিত্র বলিতে, সাধকগণকেই বুঝায়। আমরা তাই ঐ পদে 'সাধকগণের আরাধ্য দেব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'পুরোহিতং' পদে ব্যাখ্যাকারগণ 'বেদীর পূর্ব্বভাগে স্থাপিত' অর্থ গ্রহণ করেন। 'অন্তরঃ' পদে সাধারণতঃ 'যজ্ঞস্থানে' অর্থ গ্রহণ করা হয়। আমরা ঐ শব্দে 'হৃদয়ে' অর্থই সঙ্গত বলিয়া বুঝি। আমাদের মতে, ঐ পদের অর্থ—'সংসারের পরমহিতসাধক।' মন্ত্রের অন্তর্গত 'সিন্ধোরিব' পদে সকলেই 'সমুদ্রস্য' (সমুদ্রের) অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ঐ পদে দ্বিবিধ অর্থ আমনন করি। প্রথমতঃ বিভক্তিব্যত্যয় ধরিয়া যদি ঐ পদে 'সমুদ্র ইব' (সমুদ্রের ন্যায়) অর্থ স্বীকার করি, আর 'বিস্তৃণান্তি' ক্রিয়াপদ ঐখানে অধ্যাহার করি, তাহাতে বেশ একটু ভাব আসে। অর্থ হয়,—'জ্ঞানদেবতা যখন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাঁহার দীপ্তি (প্রভাব) সমুদ্রের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে।' ইহা নিত্য সত্য। মনুষ্য জ্ঞানের অধিকারী হইলে, মনুষ্য বিশ্বপ্রেম বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এ পক্ষে সেই ভাব প্রকাশমান্, মনে করিতে পারি। তাহাতে "প্রস্বনিতাসঃ উর্ম্ময়ঃ ভ্রাজন্তে"—এই বাক্যাংশের ভাব হয় এই যে,—'সে অবস্থায় সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় তাঁহার ধ্বনি সর্ব্বত্র প্রকাশমান্ হয়, অর্থাৎ সকলেই সে ভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন।' দ্বিতীয়তঃ, 'সিন্ধোঃ' পদটীকে 'প্রস্বনিতাসঃ' পদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট মনে করিয়া লইলে এবং 'ইব' পদটী 'উর্ম্ময়ঃ' পদের সহিত সঙ্গত রাখিলে, ভাব হয় এই যে,—'সমুদ্রের প্রকৃষ্ট-শব্দবিশিষ্ট তরঙ্গ যেমন দীপ্যমান্ হয় (লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে); জ্ঞানদেবতার প্রভাবও সেইরূপ লোকের হৃদয়ে বিস্তৃত হইয়া সংসারকে প্রবুদ্ধ করে।'

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের ভাব এই হয় যে,—'জ্ঞানদেবতা যখন হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হন, তখন তাঁহার দিব্যজ্যোতিতে সংসার আকৃষ্ট হয়।' প্রার্থনা এই যে,—'হে জ্ঞানদেব! আপনি আসিয়া আমার হৃদয়ে আসন গ্রহণ করুন। সত্ত্বভাবে আমার অন্তর উদ্ভাসিত ও পুলকিত হউক।' (১ম—৪৪সূ—১২ঋ)।

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথম মণ্ডলং। চতুশ্চত্বারিংশং-সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্।)

শ্রুধি শ্রুৎকর্ণ বহ্নিভির্দ্দেবৈরগ্নে সযাবভিঃ।

আ সীদন্তু বর্হিষি মিত্রো অর্যমা

প্রাতর্যাবাণো অধ্বরং ॥ ১৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

শ্রুধি। শ্রুৎ২কর্ণ। বহ্নি২ভিঃ। দেবৈঃ। অগ্নে। সযাব২ভি।

আ। সীদন্তু। বর্হিষি। মিত্রঃ। অর্যমা।

প্রাতঃ২যাবানঃ। অধ্বরং ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'শ্রুৎকর্ণ' (শ্রবণশক্তিসম্পন্নকর্ণবিশিষ্ট, সাধকানাং প্রার্থনা-শ্রবণপরায়ণ ইতি ভাবঃ) অগ্নে' (হে দেব!) 'শ্রুধি' (অস্মাকং প্রার্থনাং শৃণু) ; এবং 'মিত্রঃ' (মিত্রস্বরূপো দেবঃ) 'অর্য্যমা' (গতিকারকো দেবঃ) 'প্রাতর্যাবাণঃ' (প্রভাতে জীবনপ্রারম্ভে হৃদি গচ্ছন্তঃ স্বতঃতিষ্ঠন্তঃ যে দেবাঃ) 'সযাবভিঃ' (সমানগতিভিঃ, সমানানুগ্রহসম্পন্নৈঃ) 'বহ্নিভিঃ' (হব্যবাহকৈঃ, সত্ত্ব-ভাবপ্রাপকৈঃ) তৈঃ সর্ব্বৈঃ 'দৈবৈঃ' (দেবভাবৈঃ) সহ 'অধ্বরং' (যাগাদিসৎকর্ম্ম) অভিলক্ষ্য 'বর্হিষি' (হৃদয়রূপদর্ভাসনে) 'আ-সীদন্তু' (উপবিশন্তু)। সাধকানাং প্রার্থনাশ্রবণপরায়ণ হে দেব! সর্ব্বৈর্দ্দেবভাবৈঃ সহ ত্বং অস্মাকং হৃদি আসনং গৃহীত্বা অস্মদনুষ্ঠিতং কর্ম্ম প্রাপয়। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৪সূ—১৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

শ্রবণশক্তিসম্পন্ন কর্ণবিশিষ্ট (সাধকগণের প্রার্থনাশ্রবণপরায়ণ) হে অগ্নিদেব! আপনি আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন; মিত্র দেবতা, অর্য্যমন্-দেবতা এবং জীবন-প্রারম্ভে হৃদয়ে স্বতঃবিদ্যমান্ যে দেবগণ, সমানগতিবিশিষ্ট (সমান অনুগ্রহসম্পন্ন) হব্যবাহক (সত্ত্বভাবপ্রাপক) সেই সকল দেবগণের (দেবভাবের) সহিত, আমাদিগের যাগাদি সৎকর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া, আপনি আমাদিগের হৃদয়-রূপ কুশাসনে আসিয়া উপবেশন করুন। ১ম—৪৪সূ—১৩ঋ)।

• • • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে শ্রুৎকর্ণ শ্রবণসমর্থাভ্যাং কর্ণাভ্যাং যুক্তাগ্নে শ্রুধি। অস্মদীয়ং বচনং শৃণু। যো মিত্রো দেবো যশ্চার্য্যমা যে চান্যে প্রাতর্যাবাণঃ প্রাতঃকালে দেবযজনং গচ্ছন্তো দেবাস্তৈঃ সর্বৈঃ সযাবভিরাহবনীয়াগ্নিনা ত্বয়া সমানগতিভির্বহ্নিভির্বোঢ়ৃভির্দেবৈঃ সহাধ্বরং ক্রতুমুদ্দিশ্য বর্হিষি দর্ভে আসীদন্তু। উপবিশন্তু॥

শ্রুধি শ্রু শ্রবণে। শ্রুশৃণু ইত্যাদিনা হের্ধিরাদেশঃ। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। শ্রুৎকর্ণ। শৃণোতীতি শ্রুৎ। ক্বিপ্ তুগাগমঃ। শ্রুতৌ কর্ণৌ যস্যাসৌ শ্রুৎকর্ণঃ। বহ্নিভিঃ। বহ প্রাপণে। বহিশ্রিযুদ্রুগ্লাহাত্বরিভ্যো নিদিতি নিপ্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। সযাবভিঃ। সমানং যান্তীতি সযাবানঃ। যা প্রাপণে। আতো মনিন্নিতি বনিপ্। কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চেতি প্রকৃতিস্বরত্বং। প্রাতর্যাবাণঃ। পূর্ববৎ। প্রাতিপদিকান্তনুম্বিভক্তিষু চ। পা০ ৮।৪।১১। ইতি ণত্বং॥ (১ম—৪৪সূ—১৩ঋ)।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে শ্রবণসমর্থ কর্ণবিশিষ্ট অগ্নে! আমাদিগের বাক্য শ্রবণ করুন্। যে মিত্র দেবতা, যে অর্য্যমা এবং প্রাতঃকালে দেবযজনার্থ গমনকারী অন্য যে দেবতাগণ, তাঁহারা সকলেই আহবনীয় অগ্নিরূপ আপনার সহিত সমানভাবে গমনশীল অন্য দেবগণের সহিত যজ্ঞকে উদ্দেশ করিয়া দর্ভোপরি উপবেশন করুন।

শ্রুধি। শ্রবণার্থক 'শ্রু'-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'শ্রুশৃণু' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'হি' স্থানে 'ধি' আদেশ হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে বিকরণের 'লুক্' হইয়াছে। শ্রুৎকর্ণ। শৃণোতি এই অর্থে 'শ্রুৎ' পদটী হইয়াছে। 'ক্বিপ্' প্রত্যয় ও 'তুক্' আগম হইয়াছে। শ্রুত কর্ণদ্বয় যাহার—এই ব্যাসবাক্যে 'শ্রুৎকর্ণঃ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বহ্নিভিঃ। প্রাপণার্থক বহ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বহিশ্রিযুদ্রুগ্লাহাত্বরিভ্যো নিৎ' এই নিয়মানুসারে 'নিৎ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'নিৎ' হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সযাবভিঃ। সমানভাবে গমন করেন—এই বাক্যে 'সযাবানঃ' পদ হয়। প্রাপণার্থক 'যা' ধাতুর উত্তর 'আতো মনিন্' এই নিয়মানুসারে 'বনিপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। প্রাতর্যাবাণঃ। পদটী পূর্ব্বের ন্যায় সাধ্য। 'প্রাতিপদিকান্তনুম্বিভক্তিষু চ' (পা০ ৮।৪।১১) এই সূত্রানুসারে 'ণত্ব' হইয়াছে। (১ম—৪৪সূ—১৩ঋ)।

ত্রয়োদশ (৪২৯) ঋকের বিশদার্থ।

—§ • §—

এখানে দেবতাকে 'শ্রুৎকর্ণ' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। উহার ভাব, তিনি কেবল 'শ্রবণ-শক্তি বিশিষ্ট কর্ণ-যুক্ত' নহে, পরন্তু 'সাধকগণের প্রার্থনাশ্রবণপরায়ণ। দেবতা সাধকগণের প্রার্থনা সর্ব্বদাই শ্রবণ করেন। ঐ পদে এই ভাবই পরিব্যক্ত।

আমরা সাধনার কিছুই জানি না। হে ভগবন্! আপনি করুণা-প্রকাশে আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন—আমাদের পক্ষে 'শ্রুৎকর্ণ' হউন। মন্ত্রের প্রথমাংশে, আমরা মনে করি, এই প্রার্থনা পরিব্যক্ত আছে।

দ্বিতীয় অংশে বলা হইয়াছে, 'দেবতাগণের সহিত আমাদিগের হৃদয়ে আসিয়া আপনি আসন গ্রহণ করুন, আমাদিগের কর্ম্মের সহিত আপনাদিগের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হউক।' মন্ত্রোক্ত 'বর্হিষি' পদে হৃদয়-রূপ-কুশাসন বুঝায়। এ বিষয় পূর্ব্বে অনেক স্থলে আলোচনা করিয়াছি। এখন, কোন্ কোন্ দেবগণের সহিত কি ভাবে আগমনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে, তাহার একটু আভাষ দিতেছি। প্রথম—'মিত্রঃ'। মিত্র-দেবতায় মিত্র ভাবের বিকাশ দেখি। যে ভাব মিত্রত্বের বিকাশ করে, সংসারের সকল প্রাণীর প্রতি মিত্রের ন্যায় দৃষ্টি আনয়ন করে, মিত্র-দেবতা বলিতে সেই ভাবকে বুঝা যায়। 'আমার হৃদয়ে মিত্র-দেবতার সহিত আপনি আগমন করুন'—এতদ্বাক্যের মর্ম্ম এই যে,—আমার হৃদয়ে মিত্র ভাব উদ্ভাসিত হউক।' এইরূপ, 'অর্য্যমা দেবতার সহিত আপনি আগমন করুন' বলায়, যাহাতে আমার মধ্যে আমার গতিমুক্তির পক্ষে প্রচেষ্টা আসে, তাহার উপায়-বিধান করুন; অর্থাৎ, আমার গতি-মুক্তি-প্রাপক সৎকর্ম্মে যেন আমার প্রবৃত্তি আসে। তৃতীয়তঃ—'প্রাতর্যাবাণঃ'। ঐ পদের সাধারণ অর্থ—প্রাতঃকালের যজ্ঞে যে সকল দেবতা আগমন করেন। ভাবার্থ এই যে, জীবনের প্রারম্ভে, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে, যে সকল দেবতা বা দেবভাব আমাদের জন্ম-সহচর হইয়া আসেন। সাংসারিক কুটিলতার মধ্যে পড়িয়া, সে সকল দেবতাকে বা দেব-ভাবকে আমরা হারাইতে

বসি। এখানে প্রার্থনায় তাই যেন জানান হইতেছে,—'হে ভগবন্! আমার সেই শৈশবের শিশুস্বভাবোচিত সত্য সরলতা প্রভৃতি গুণগ্রাম যেন আবার ফিরিয়া আসে।' এখন লক্ষ্য করুন, ঐ সকল দেবতার পরিচয়মূলক কি দুইটী পদ আছে। সে পদ দুইটী,—'সজোষভিঃ' এবং 'বহ্নিভিঃ' (পাঠান্তরে—'বহ্নিভিঃ)। ঐ দুই পদের মর্ম্ম যথাক্রমে 'সমান অনুগ্রহসম্পন্ন' এবং 'সত্ত্ব-ভাবপ্রাপক' বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি। তাঁহারা আপনার সহিত 'সমানগতিবিশিষ্ট' এবং 'হব্যবাহক'—এ প্রকার প্রতিবাক্যে এই ভাবই পরিগৃহীত হয়। এইরূপে মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের মর্ম্ম হয় এই যে,—'হে ভগবন্! আমার হৃদয়ে সকল স্নেহভাবের সত্ত্বভাবের সমাবেশ করিয়া আপনি তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হউন;—আমার সৎকর্ম্ম-সদনুষ্ঠান, আমার গতি-মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দিউক।' * (১ম—১৪সূ—১৩ঋ)।

—•—

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুশ্চত্বারিংশং সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্।)

শৃণ্বন্তু স্তোমং মরুতঃ সুদানবোঽগ্নিজিহ্বা ঋতাবৃধঃ।

পিবতু সোমং বরুণো ধৃতব্রতোঽশ্বিভ্যামুষসা সজূঃ ॥১৪॥

পদ-বিশ্লেষণং।

শৃণ্বন্তু। স্তোমং। মরুতঃ। সুঽদানবঃ। অগ্নিঽজিহ্বাঃ। ঋতঽবৃধঃ।

পিবতু। সোমং। বরুণঃ। ধৃতঽব্রতঃ। অশ্বিঽভ্যাং। উষসা। সঽজূঃ ॥১৪॥

* পাশ্চাত্য ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যায় মন্ত্রটি কি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে, একটি ইংরাজী অনুবাদে তাহা অনুধাবন করুন। যথা,—"Agni with thy attentive ears, hear me, together with the gods driven (on their chariots)

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সুদানবঃ' (পরমার্থপ্রদাঃ) 'অগ্নিজিহ্বাঃ' (জ্ঞানপ্রকাশকাঃ) 'ঋতাবৃধঃ' (সত্যভাব-প্রবর্দ্ধকাঃ) 'মরুতঃ' (মরুদ্দেবাঃ) 'স্তোমং' (অস্মদীয়োচ্চারিতং স্তোত্রং) 'শৃণ্বন্তু' (শ্রবণং কুর্ব্বন্তু, পূজাং গৃহ্ণন্তু); তথা ধৃতব্রতঃ' (সৎকর্ম্মধারকঃ, সত্ত্বভাবসংরক্ষকঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্ট-বর্ষণকারী বরুণদেবঃ) 'অশ্বিভ্যাং' (অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশকাভ্যাং দেবাভ্যাং) 'উষসা' (জ্ঞানোন্মেষকয়া দেবতয়া) 'সজূঃ' (সহ) 'সোমং' (অস্মাকং ভক্তিসুধাং) 'পিবতু' (পানং করোতু, গৃহ্ণাতু)। মরুদ্দেবা অস্মাকং জ্ঞানসঞ্চারং কুর্ব্বন্তু; বরুণাদয়া দেবা অস্মাকং পূজাং গৃহ্ণন্তু। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম---৪৪সূ - ১৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

পরমার্থপ্রদায়ক, জ্ঞানপ্রকাশক, সত্ত্বভাবপ্রবর্দ্ধক, মরুদ্দেবগণ আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করুন (আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন); আর, সত্ত্বভাবসংরক্ষক অভীষ্টবর্ষী বরুণদেব, অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশক অশ্বিদেবদ্বয়ের এবং জ্ঞানোন্মেষকা উষাদেবতার সহিত আমাদিগের ভক্তিসুধা পান করুন। (১ম—৪৪সূ—১৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

মরুতো দেবাঃ স্তোমমস্মদীয়ং স্তোত্রং শৃণ্বন্তু। কীদৃশাঃ। সুদানবঃ। সুষ্ঠু ফলস্য দাতারঃ। অগ্নিজিহ্বাঃ। অগ্নির্জিহ্বাস্থানীয়ো মুখো যেষু মরুৎসু তাদৃশাঃ। ঋতাবৃধঃ। সত্যস্য যজ্ঞস্য বা বর্দ্ধকাঃ। তথা ধৃতব্রতো গৃহীতকর্ম্মা বরুণো দেবোঽশ্বিভ্যাং দেবাভ্যামুষসা দেবতয়া সজূঃ সহ সোমং পিবতু॥

সুদানবঃ। ডুদাঞ্ দানে। দাতাভ্যাং কুরিতি ভাবে কুপ্রত্যয়ঃ। দাসুশব্দ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মরুদ্দেবগণ আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করুন। মরুদ্দেবগণ সুফলদাতা। অগ্নিজিহ্ব অর্থাৎ অগ্নিজিহ্বাস্থানীয় মুখ যে মরুৎসমূহের। তাদৃশ মরুদ্দেবগণ, সত্যের অথবা যজ্ঞের বর্দ্ধক। আরও, গৃহীতকর্ম্মা বরুণদেব, অশ্বিদেবদ্বয়ের সহিত এবং উষাদেবতার সহিত সোমপান করুন।

সুদানবঃ। দানার্থক 'দাঞ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'দাভাভ্যাং নুঃ' এই নিয়মানুসারে নুপ্রত্যয় হইয়াছে। 'দানু' শব্দটীর আদিস্বর উদাত্ত। শোভন অর্থাৎ

---

who accompany thee. May Mitra and Aryaman sit down on the sacrificial grass, they who come to the ceremony early in the morning".

আহ্বাতারঃ। শোভনং দানং যেষাং। আহ্বাতারং যাজমানীভ্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। অগ্নিজিহ্বাঃ। অগ্নেৰ্জিহ্বায়ামবস্থিতা হবির্ভক্ষ ইত্যর্থঃ। তৎস্থাৎ তাচ্ছব্দাং। অগ্নির্জিহ্বাস্থানীয়ো যেষাং তে। ছান্দসমন্তোদাত্তত্বং। ঋতাবৃধঃ। ঋতস্য সত্যস্য যজ্ঞস্য বা বর্দ্ধয়িতারঃ। বৃধেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ কিপ্ চেতি কিপ্। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘত্বং॥ (১ম—৪৪সূ—১৪ঋ)।

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে ত্রিংশো বর্গঃ॥ ৩০॥

চতুর্দ্দশ (৫৩০) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ একটু বিচিত্রভাবাপন্ন। মরুদ্দেবগণের বিশেষণে 'সুদানবঃ' 'অগ্নিজিহ্বাঃ' এবং 'ঋতাবৃধঃ' এই তিনটী পদ আছে; আর, 'ধৃতব্রতঃ' বরুণদেবকে, অশ্বিদ্বয়ের সহিত ও উষাদেবতার সহিত সোমপান করিতে বলা হইয়াছে। সোম—মাদকদ্রব্য, ব্যাখ্যাদিতে এই ভাবই প্রকাশমান্ আছে। 'সুদানবঃ' পদে, কেহ বা সায়ণের অনুসরণে 'সুন্দর ফলদাতা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; কাহারও ব্যাখ্যায় ঐ পদে 'বৃষ্টি-প্রদানকারী' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। 'অগ্নিজিহ্বঃ' পদে 'অগ্নিমুখ' অর্থই প্রধানতঃ প্রচলিত দেখিতে পাই। কেহ বা, ব্যাখ্যাটা পরিস্ফুট করিয়া কহিয়াছেন,—'অগ্নিই দেবগণের মুখস্বরূপ; কেন-না, অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত দ্রব্যাদিই তাঁহারা গ্রহণ করেন।' মন্ত্রের অন্তর্গত 'ঋতাবৃধঃ' আর 'ধৃতব্রতঃ' পদদ্বয়ে যথাক্রমে যজ্ঞপ্রবর্দ্ধক ও 'যজ্ঞে প্রবৃত্ত' অর্থই গৃহীত হইতে দেখি। এই প্রকারে ঋক্‌টীর যে অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, একটী বাঙ্গলা এবং একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া তাহার আভাষ দিতেছি। যথা,—

(১) "সুন্দরফলদাতা, অগ্নিমুখ, যজ্ঞবর্দ্ধক, মরুদ্দেবসকল আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করুন। আর কর্ম্মানুষ্ঠানরত বরুণদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ও উষাদেবতার সহিত সোমপান করুন।"

সুন্দর দান যাহাদের। 'আহ্বাতারং যাজমানসি' এই নিয়মানুসারে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অগ্নিজিহ্বাঃ। অগ্নির জিহ্বাতে অবস্থিত অর্থাৎ হবির্ভক্ষক। 'তাৎস্থ্যাৎ তাচ্ছব্দ্যং' এই নিয়মে, অগ্নি জিহ্বাস্থানীয় যাহাদিগের, ঐ পদে তাহাদিগকে বুঝায়। ছান্দসহেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ঋতাবৃধঃ। 'ঋতস্য' সত্যের অথবা যজ্ঞের বর্দ্ধনকারী। 'বৃধ্' ধাতুর অন্তর্ভাবিত ণিজর্থহেতু 'কিপ্ চ' এই নিয়মে কিপ্ প্রত্যয় হইয়াছে; 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই নিয়মে পূর্ব্বপদের দীর্ঘ হইয়াছে। (১ম—৪৪সূ—১৪ঋ)।

ইতি প্রথম অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গ সম্পূর্ণ॥ ৩০॥

"(2) "May the Maruts, they who give rain, the fire-tongued increasers of Rita, hear my praise. May Varuna, whose laws are firm, drink the Soma, united with the two Asvins and with the Dawn."

আর আর যে ব্যাখ্যাকারগণ এই ঋকের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, সকলেরই ব্যাখ্যা প্রায় এক পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। যাহা হউক, আমরা যে পথে যে ব্যাখ্যা করিলাম, এক্ষণে তাহার একটু আভাষ দিতেছি। প্রথম 'সুদানবঃ' পদ। এই পদের 'সুষ্ঠু ফলদাতারঃ' (সায়ণ দেখুন) অর্থ হইতেই আমরা 'পরমার্থপ্রদাঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। 'সুষ্ঠু ফল' কর্ম্মফলকেই (পরমার্থরূপ ধনকেই) লক্ষ্য করে। সে পক্ষে মরুদ্দেবগণ পরমার্থপ্রদানকারী এই ভাব প্রাপ্ত হই। 'অগ্নিজিহ্বাঃ' পদে 'জ্ঞানপ্রকাশকাঃ' প্রতিবাক্য আমরা গ্রহণ করিয়াছি। 'অগ্নি' পদে জ্ঞানাগ্নির ভাব পরিগ্রহ করা যায়। আমাদের ব্যাখ্যায় পূর্ব্বাপর সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে। মরুদ্দেবগণ যে বিবেকবাণীরূপে মনুষ্যগণকে জাগরূক করেন, এ বিষয়ের আলোচনা আমরা পূর্ব্বেই (৩৭।৩৮ সূক্তে) করিয়াছি। এখানে 'অগ্নিজিহ্বাঃ' পদে সেই আলোচনারই সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। সেই দেবগণ মনুষ্যের মধ্যে জ্ঞান প্রকাশ করেন,—মনুষ্যকে জ্ঞানদানে সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করেন। 'ঋতাবৃধাঃ' পদে 'সত্ত্বভাবপ্রবর্দ্ধকাঃ' অর্থ আসে। 'ঋত' শব্দে সত্য ও যাগাদি সৎকর্ম্ম বুঝায়। দুই-ই সত্ত্বভাবের কার্য্য। এইরূপে বুঝা যায়, মন্ত্রের প্রথমাংশের প্রার্থনা এই যে,—'হে পরমার্থপ্রদ জ্ঞানদাতা সদ্ভাববর্দ্ধক দেবগণ! আপনারা আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন; অর্থাৎ, আমাদিগকে পরমার্থপ্রদানে, জ্ঞানদানে এবং আমাদিগের সদ্ভাব-বর্দ্ধনে সহায় হউন।' মন্ত্রের শেষাংশের মর্ম্ম এই যে,—'সেই অভীষ্টপূরক বরুণদেব, অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশক অশ্বিদ্বয় এবং জ্ঞানোন্মেষকারী ঊষাদেবতা আমাদের ভক্তিসুধা পান করুন। প্রার্থনা,—তাঁহারা অভীষ্টপূরণে, ব্যাধিনাশে, জ্ঞানোন্মেষে, সকল কালে সর্ব্বথা আমাদিগের সহায় হউন।' আমরা মনে করি, মন্ত্র এই ভাবই পরিব্যক্ত। (১ম—,৪সূ—১৪ঋ)।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। নবমোঽনুবাকঃ। পঞ্চচত্বারিংশৎ-সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। একত্রিংশঃ দ্বাত্রিংশঃ দ্বৌ বর্গৌ।

পঞ্চচত্বারিংশৎ-সূক্তং।

এই সূক্তটিও প্রধানতঃ অগ্নিদেবের উপাসনা-মূলক। পরন্তু এই সূক্তে বসু, রুদ্র, আদিত্য প্রভৃতি দেবতারও উপাসনা আছে।

এই সূক্তের অন্তর্গত 'মনুষ্বৎ', 'প্রিয়মেধবৎ', 'অত্রিবৎ' প্রভৃতি পদ, এই মন্ত্রের সহিত প্রজাপতি মনুর, প্রিয়মেধ ঋষির এবং অত্রি ঋষির সম্বন্ধ স্থাপনা করিতেছে,—ইহাই সাধারণতঃ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। পুরাণে এই সকল ঋষির জন্ম ও কর্মাদি সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান আছে। সুতরাং বেদ-বাক্যের সিদ্ধান্ত-বিষয়ে সন্দিহান হইলে, সে পক্ষে ঐ সকল নাম প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত হয়। অপিচ, এ সূক্তেও অগ্নিকে, ঋষিরূপে বা জলন্ত অগ্নিরূপে, যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিতে চাহেন, দেখিয়া লয়েন। মন্ত্রের অর্থ অধিকারী-অনুসারে নানারূপে অবভাসিত হইতে পারে। তবে আমরা যে পথে ব্যাখ্যা করিতেছি—সে পথ ভিন্ন, অন্য সকল প্রকার ব্যাখ্যাতেই অসঙ্গতি-অসামঞ্জস্য থাকিয়া যায়। এমন কি, একটী মন্ত্রের দুইটী পদ হইতেই দুইরূপ বিপরীত অর্থ নিষ্কাশিত হয়। মন্ত্রে (নবম ঋকে) অগ্নিদেবের বিশেষণ আছে—'সহস্কৃত'। তাহা হইতে অর্থ করা হয়—'অরণি হইতে বলপূর্ব্বক মথিত'। ইহাতে কাষ্ঠের ঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নি ভিন্ন আর কোনও ভাবই আনা যায় না। কিন্তু তার পরই তাঁহাকে বলা হইয়াছে—'দৈব্যাজনং বর্হিরা সাদয়া'; অর্থাৎ, 'দেবগণকে যজ্ঞস্থলে আনয়ন করুন,' এখানে তাঁহাকে মানবভাবে দেখা হইল। পূর্ব্বেও (প্রথম ঋকে) 'হে অগ্নে, আপনি দেবগণকে অর্চনা করুন'—এইরূপ উক্তি দেখিতে পাইয়াছি। ফলতঃ, ব্যাখ্যা এমনই ভাবে চলিয়াছে যে, তাহাতে একবার মানব ভাব আসে, একবার দেবভাব আসে। কিন্তু আমাদের

ব্যাখ্যার লক্ষ্য এই যে, আমরা দেবতাকে দেবভাবেই দৃষ্টি করি। তাঁহারা সকল কালে সর্ব্বথা একই ভাব-সম্পন্ন। সৎ চিরদিনই সৎ। সত্যের পরিবর্ত্তন কখনও নাই। দেবতা বা দেবভাব তদ্রূপ অপরিবর্ত্তনীয়। স্ফটিকে প্রতিভাত সূর্য্যরশ্মি বিভিন্নবর্ণাভ প্রতীয়মান্ হইলেও, সে রশ্মি যেমন সর্ব্বত্রই অভিন্ন; দেবতা বা দেবভাব সেইরূপ সর্ব্বথা একই আছেন।

পঞ্চচত্বারিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা।)

ত্বমগ্নে বসূনিতি দশর্চ্চং দ্বিতীয়ং সূক্তং। অত্রানুক্রমণিকা। ত্বমগ্নে দশানুষ্টুভ মর্দ্ধর্চ্চো-হন্ত্যো দেব ইতি। প্রস্কণ্ব ঋষিঃ। আনুষ্টুভং ছন্দঃ। অগ্নির্দ্দেবতা। পূর্ব্বত্রাগ্নেয়ং ত্বিত্যুক্তত্বাৎ। অয়ং সোম ইত্যর্দ্ধর্চ্চো দেবদেবত্যঃ। প্রাতরনুবাক আগ্নেয়ে ক্রতাবাশ্বিনশস্ত্রে চৈতৎসূক্তং। অথৈতস্যা রাত্রেরিতি খণ্ডে সূত্রিতং। ত্বমগ্নে বসূংস্তি কৈস্তবৎ। আ০ ৪।১৩। ইতি॥ তথা গর্গত্রিরাত্রস্যাদ্যেঽহন্যেতৎসূক্তমাজ্যশস্ত্রং। আঙ্গিরসং স্বর্গকাম ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। বায়বস্থীংমূত্তমে ত্বমগ্নে বসূঁরিতি চাজ্যং। আ০ ১০.২। ইতি॥

তত্র প্রথমামৃচমাহ॥

• • •

পঞ্চচত্বারিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

দ্বিতীয় সূক্তে 'ত্বমগ্নে বসূন' প্রভৃতি দশটি ঋক্ আছে। তাহার অনুক্রমণিকা। 'ত্বমগ্নে' প্রভৃতি দশটী ঋকের ছন্দ অনুষ্টুপ্। শেষ-মন্ত্রের শেষার্দ্ধের দেবতা—'অর্দ্ধ অর্চ্চঃ দেবঃ'। ঋষি প্রস্কণ্ব। ছন্দ অনুষ্টুপ্। 'পূর্ব্বত্রাগ্নেয়ং' এইরূপ উক্ত আছে বলিয়া, এই সূক্তের দেবতা অগ্নি। 'অয়ং সোম' ইত্যাদি অর্দ্ধমন্ত্রের দেবতা—'অর্দ্ধ অর্চ্চঃ'। প্রাতরনুবাকে আগ্নেয় যজ্ঞে ও আশ্বিনশস্ত্রে এই সূক্ত প্রযুক্ত হয়। 'অথৈতস্যা রাত্রে' ইত্যাদি খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত আছে। যথা,—"ত্বমগ্নে বসূংস্তি কৈস্তবৎ"। আ০ ৪।১৩। ইতি। আরও গর্গত্রিরাত্রি যজ্ঞে দিবসে আজ্যশস্ত্রে এই সূক্ত প্রযুক্ত হয়। 'আঙ্গিরসং স্বর্গকামঃ' এই খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত আছে। যথা,—"বায়বস্থীংমূত্তমে ত্বমগ্নে বসূঁরিতি চাজ্যং।" আ০ ১০।২। ইতি। সেই সূক্তের এই প্রথম ঋক কথিত হইতেছে।

• • •

প্রথমমণ্ডলস্য নবমানুবাকে পঞ্চচত্বারিংশৎসূক্তং। প্রস্কণ্ব ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ছন্দঃ। অগ্নির্দেবতাঃ। প্রাতরনুবাকে আগ্নেয়ে ক্রতৌ আশ্বিনে শস্ত্রে চ বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চচত্বারিংশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

ত্বমগ্নে বসূঁরিহ রুদ্রাঁ আদিত্যাঁ উত।

যজা স্বধ্বরং জনং মনুযাতং ঘৃতপ্রুষং॥ ১॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। অগ্নে। বসূন্। ইহ। রুদ্রান্। আদিত্যান্। উত।

যজ। সুঽঅধ্বরং। জনং। মনুঽজাতং। ঘৃতঽপ্রুষং॥ ১॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'ত্বং' 'ইহ' (অস্মাকং হৃদি প্রতিষ্ঠিতঃ সন্) বসূ" (বসূন্) 'রুদ্রাঁ' (রুদ্রান্) 'আদিত্যাঁ' (আদিত্যান্, সকলান্ দেবান্) 'যজ' (আরাধয়, তত্তদ্দেবসম্বন্ধং সাধনপ্রবৃত্তিং প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ); 'উত' (অপিচ) 'স্বধ্বরং' (শোভনযাগযুক্তং, পবিত্রকর্ম্ম-সম্বন্ধিনং) 'মনুজাতং' (মন্ত্রোৎপন্নং, জ্ঞানসম্বন্ধবিশিষ্টং) 'ঘৃতপ্রুষং' (অমৃতপ্রদং) 'জনং' (দেবং, দেবভাবং) 'যজ' (আরাধয়, অস্মাকং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয় ইতি যাবৎ)। জ্ঞানসাহায্যেন বয়ং সর্ব্বদেবভাবসাধনসমর্থা ভবামঃ। হে দেব! অস্মান্ তৎসাধনশক্তিং প্রযচ্ছ। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৫সূ—১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বসু-দেবতাগণকে, রুদ্রদেবতাগণকে এবং আদিত্যদেবতাগণকে (সকল দেবতাকে) সাধনা করিবার প্রবৃত্তি আমাদিগকে প্রদান করুন; আরও, পবিত্রকর্ম্মসম্বন্ধী, জ্ঞানসম্বন্ধবিশিষ্ট, অমৃতপ্রদ দেবভাবকে আপনি আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করুন। (১ম—৪৫সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বমিহ কর্ম্মণি বস্বাদীন্ যজ। উত অপি চ জনমনুজমপি দেবতারূপং প্রাণিনং যজ। কীদৃশং। স্বধ্বরং। শোভনযাগযুক্তং। মনুজাতং। মনুনা প্রজাপতিনোৎপাদিতং। ঘৃতপ্রুষং। উদকস্য সেক্তারং॥

যজ। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং। স্বধ্বরং। শোভনোঽধ্বরো যস্যাসৌ স্বধ্বরঃ। নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। মনুজাতং। জনেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ কর্ম্মণি ক্তঃ। তৃতীয়া কর্ম্মণীতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ঘৃতপ্রুষং। প্রুষ প্লুষ স্নেহনসেচনপূরণেষু। ঘৃতেনোদকেন পুষ্ণাতি পূরয়তীতি ঘৃতপ্রুট্। কিপ্ চেতি কিপ্। (১ম ৪৫সূ—১ঋ)॥

প্রথম (৫৩১) ঋকের বিশদার্থ।

— ঃ • ঃ —

এ ঋকের সাধারণ প্রচলিত অর্থ এই যে, অগ্নিদেবকে যেন বলা হইতেছে,—'আপনি বসুদেবগণকে এবং আদিত্যদেবগণকে পূজা করুন; এবং মনু হইতে উৎপন্ন, শোভনযাগযুক্ত, বৃষ্টিপ্রদ, অন্য দেবকে আরাধনা করুন।' * এ পক্ষে, অগ্নিকে যাজক পুরোহিত বা মানুষ ভিন্ন অন্য কিছুই

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! আপনি এই কর্ম্মে বসু প্রভৃতিকে যজনা করুন। আরও, দেবতারূপ অন্যান্য প্রাণীকেও যজনা করুন। সেই প্রাণী (জনং) কিরূপ? শোভনযাগযুক্ত। প্রজাপতি মনু কর্ত্তৃক উৎপাদিত। উদকের সেক্তা বা দাতা।

যজ। 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' এই নিয়মে 'সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘত্ব হইয়াছে। 'স্বধ্বরং'। শোভন অধ্বর যাহার—এই বাক্যে 'স্বধ্বরঃ' পদ নিষ্পন্ন। 'নঞ্সুভ্যাং' এই নিয়মে উত্তর-পদের অন্তোদাত্ত হইয়াছে। মনুজাতং। 'জনেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ' নিয়মে কর্ম্মণি-বাচ্যে ক্ত হইয়াছে। ঘৃতপ্রুষং। প্রুষ ও প্লুষ ধাতু স্নেহ-সেচন ও পূরণার্থক। ঘৃতের অর্থাৎ উদকের দ্বারা পুষ্ট অর্থাৎ পূর্ণ হয়—এই অর্থে 'ঘৃতপ্রুট্' পদ হয়। 'কিপ্ চ' এই নিয়মে 'কিপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। (১ম—৪৫সূ—১ঋ)।

---

* ঋকের অন্তর্গত 'মনুজাতং' এবং 'ঘৃতপ্রুষং' পদদ্বয়-উপলক্ষে ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে নানা গবেষণা দেখি। কেহ বা ঐ দুই পদে যথাক্রমে 'মনুর পুত্র' ও 'জলদাতা দেবতা' অর্থ করিয়াছেন; কেহ বা ঐ দুই পদে 'মানুষের পুত্র' ও 'ঘৃতসংধারক' অর্থ গ্রহণ করেন। ঋকের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ এবং একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। তাহাতে মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইবে। যথা,—(১) "হে অগ্নি! তুমি এই (যজ্ঞে) বসুদিগকে,

মনে করা যায় না। যজমান যেন তাঁহাকে দেব-পূজার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। আজিকালি যেমন সাধারণতঃ পুরোহিতের উপর পূজার ভার অর্পণ করিয়া যজমান নিশ্চিন্ত থাকেন, এখানেও সেই ভাবের অর্থ নিষ্কাশিত হইতে দেখি। দেশ-কাল-পাত্রের প্রভাব মানুষের উপর এতই কার্য্যকরী হয় যে, বেদমন্ত্রের বিশ্লেষণ-ব্যাপারেও সেই ভাব আসিয়া পড়ে। ফলতঃ, ঐ অর্থে জ্বলন্ত অগ্নির প্রতি লক্ষ্য করাও কঠিন হইয়া আসে; অগ্নিকে ঋষি বা মানুষভাবে ভাবা ভিন্ন উপায়ান্তরই থাকে না।

কিন্তু, বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থে. সূক্তের অন্যান্য মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। পরবর্ত্তী মন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যায়, ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ, কোথাও জ্বলন্ত অগ্নিকে লক্ষ্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন, কোথাও বা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু আমরা যে পথে অগ্রসর হইয়া যে ভাবে ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে কোথাও কোনরূপ অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হইবে না। আমরা মনে করি, এখানে 'অগ্নে' সম্বোধনে জ্ঞানদেবতাকে আহ্বান করিয়া বলা হইতেছে,—'হে দেব! আপনি আসিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন; জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে দেবতার আরাধনা প্রবর্ত্তিত হউক,—দেবভাব-সমূহ বিকাশ-প্রাপ্ত হউক।' জ্ঞান-দেবতার নিকট এই প্রার্থনাই সঙ্গত। মন্ত্রে এই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে।

এক্ষণে মন্ত্রান্তর্গত 'বসূন্', 'রুদ্রাঁ' ও 'আদিত্যাঁ' পদত্রয়ের বিষয় একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। ঐ তিন পদে নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে এবং নানা ভাব ব্যক্ত হয়। পুরাণের অনুসরণে, ব্যাখ্যাকারগণ, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র এবং বিভিন্ন মতানুসারে বিভিন্ন সংখ্যক আদিত্যের পরিকল্পনা করিয়া থাকেন; এবং তাহাতে মন্ত্রার্থের জটিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি

রুদ্রদিগকে, এবং আদিত্যদিগকে অর্চনা কর; এবং শোভনীয় যজ্ঞযুক্ত ও জলসেচকারী মনুজাত (অন্য দেবতা) গণকেও অর্চনা কর।" ইংরাজী অনুবাদ যথা,—"Sacrifice here, thou, O Agni, to the Vasus, the Rudras, and the Adityas, to the (divine) host that receives good sacrifices, the Ghrita-sprinkling offspring of Manu." বুঝিয়া দেখুন,—কোন্ পক্ষে কি অর্থ করিয়াছেন, শব্দের অর্থেই বা কি অর্থ আছে।

পাইতে দেখি। * এ সকল ক্ষেত্রে, আমাদের বক্তব্য এই যে, একই দেবতার বা একই প্রকার দেবভাবের সহিত অসংখ্য প্রকার ক্রিয়া-কর্ম্মের সংযোগ-সমাবেশ আছে। সৎকর্ম্ম নানা ভাবে নানারূপে সংসাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং একই দেবতাকে বা একই দেবভাবকে বিভিন্ন প্রকারে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। পুরাণে যে রুদ্রাদি দেবতার বিভিন্ন পর্য্যায় দৃষ্ট হয়, তাহার মূল লক্ষ্য—ঐ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। পরন্তু রুদ্রদেবতা বা বসুদেবতা বলিতে, তৎপর্য্যায়ভুক্ত বিভিন্ন-সংখ্যক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতাকে যদি ধারণা করিয়া লই ; যদি বলি—ঐ সকল নামে দেবতা বা দেব-পর্য্যায়ভুক্ত ঋষি ছিলেন, তাহা হইতেও বড় এক সুন্দর ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে মনে হয়, ঐ সকল পুরুষের বা ঋষির মধ্যে ঐ সকল দেবভাব বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং তৎপ্রভাবেই তাঁহারা ঐ সকল দেবের স্থান প্রাপ্ত হইয়া চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। অর্থাৎ, রুদ্রদেবের-গুণধর্ম্ম-সমন্বিত হওয়ায়, কেহ বা রুদ্রত্বের অধিকারী হন ; বসু-দেবতার গুণপর্য্যায় অবলম্বনে কেহ বা বসুপদ লাভ করেন। মানুষ যে দেবত্বের অধিকারী হয়েন, সে এই ভাবেই হইয়া থাকেন। এই জন্যই শাস্ত্রে দেখিতে পাই, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জন ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন—বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জন উপেন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক এক দেবতার বিভিন্ন নাম-রূপের লক্ষ্য—ইহাই মনে করিতে হইবে। চিরদিনই মানুষ আপনার কর্ম্মপ্রভাবে বসুত্ব রুদ্রত্ব বা ইন্দ্রত্ব পাইয়া আসিতেছেন। এখানে এই নিত্যসত্য-তত্ত্বই প্রখ্যাত হইয়াছে। (১ম-৪৫সূ—১ঋ)।

---

* 'বসু' পদে গঙ্গা হইতে উৎপন্ন অষ্ট গণদেবতাকে বুঝায়। তাঁহাদের নাম—ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভব। আবার ঐ পদে সূর্য্য অগ্নি রশ্মি কিরণ প্রভৃতিও অর্থ হয়। সেই সকল অর্থ ধরিয়া বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন পথে পরিভ্রমণ করেন ; এবং মন্ত্রের জটিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। 'রুদ্র' বলিতে প্রধানতঃ শিবকে বুঝায়। একাদশ গণদেবতা রুদ্র নামে অভিহিত হন। তাঁহাদের নাম—অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর, ঈশ্বর। মতান্তরে, 'রুদ্র' বলিতে, অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত ও সাবিত্র নাম দৃষ্ট হয়। এইরূপ, 'আদিত্য' সম্বন্ধেও নানা মত আছে। কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়। কোথাও সাত, কোথাও বা আট আদিত্যের নাম পাওয়া যায়। এ বিষয় পূর্ব্বেও আমরা আলোচনা করিয়াছি। পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন মাত্র।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং । পঞ্চচত্বারিংশং-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

শ্রুষ্টীবানো হি দাশুষে দেবা অগ্নে বিচেতসঃ।

তান্রোহিদশ্ব গির্ব্বণস্ত্রয়স্ত্রিংশতমাবহ ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

শ্রুষ্টীঽবানঃ। হি। দাশুষে। দেবাঃ। অগ্নে। বিঽচেতসঃ।

তান্। রোহিতঽঅশ্ব। গির্ব্বণঃ। ত্রয়ঃঽত্রিংশতং। আ। বহ ॥ ২ ॥

অধ্যাত্মবোধিকা-ব্যাখ্যা।

'দেবাঃ' (সর্ব্বে দেবাঃ) 'বিচেতসঃ' (প্রজ্ঞানসম্পন্নাঃ, চৈতন্যরূপাঃ), 'দাশুষে' (উপাসকায়) 'শ্রুষ্টীবানঃ' (কর্ম্মফলস্য প্রদাতারঃ) 'হি' (খলু, নিশ্চয়ং); 'রোহিদশ্ব' (রশ্মিবিশিষ্ট, ব্যাপকজ্ঞানরশ্মিসম্পন্ন) 'গির্ব্বণঃ' (স্তুতিভাজক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'ত্রয়স্ত্রিংশতং' (ত্রিগুণ ত্রিধাতু-সাম্যসাধকান্, বিবিধান্) 'তান্' (দেবান্, দেবভাবান্) 'আ-বহ' (অস্মান্ প্রাপয়)। দেবা জ্ঞানস্বরূপাঃ সদৈব শুভফলপ্রদাঃ। হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নে! ত্বং সর্ব্বান্ দেবান্ প্রাপয়; অস্মান্ দেবভাবসম্পন্নান্ কুরু। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৪৫সূ ২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

দেবগণ প্রজ্ঞানসম্পন্ন (চৈতন্যস্বরূপ); তাঁহারা উপাসকগণকে নিশ্চিত কর্ম্মফল প্রদান করেন। হে স্তুতিভাজক জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! (ত্রিগুণের ও ত্রিধাতুর সাম্যসাধক) সেই সকল দেবগণকে (দেবভাবকে) আপনি আমাদিগের অধিগত করুন (আমাদিগকে পাওয়াইয়া দেন)। (১ম—৪৫সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে বিচেতসো বিশিষ্টপ্রজ্ঞানা দেবা দাশুষে হবির্দত্তবতে যজমানায় শ্রুষ্টীবানো হি। শ্রুষ্টিঃ ফলস্য দানং তদ্বন্তঃ খলু। হে রোহিদশ্ব রোহিন্নামকৈরশ্বৈরুপেত গির্বণো গীর্ভিঃ স্তুতিভির্বননীয়াগ্নে। গির্বণা দেবো ভবতি গীর্ভিরেনং বনয়ন্তীতি যাস্কঃ। ত্রয়স্ত্রিংশতং। অনয়া সংখ্যয়া সংখ্যাতান্ দেবানাবহ। ইহানয়॥

শ্রুষ্টীবানঃ। শ্রুষ্টিঃ প্রেরণার্থঃ। ভাবে ক্তিচ্। শ্রুষ্টিঃ বনস্থি সস্তুজন্ত ইতি শ্রুষ্টীবানঃ। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি বিচ্। ছান্দস দীর্ঘত্বং। বিচেতসঃ। বিশিষ্টং চেতো যেষাং তে। বহুব্রীহৌ পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। গির্বণঃ। গীর্ভির্বননীয়ো গির্বণঃ। বনতেরসুন্। পূর্বপদস্য ত্রুস্বত্বং ছান্দসং। ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ ত্রয়স্ত্রিংশৎ। ত্রেস্ত্রয়ঃ। পা০ ৬।৩।৪৮। ইতি ত্রিশব্দস্য ত্রয়স্ আদেশঃ। সংখ্যেতি। পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। (১ম—৪৫সূ—২ঋ)।

দ্বিতীয় (৫৩২) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টি বড়ই জটিল-ভাবাপন্ন। উহার ভাষ্য ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদি পাঠ করিলে, সে জটিলতা আরও বৃদ্ধি করিয়া দেয়। ঋকের অন্তর্গত 'রোহিদশ্ব' এবং 'ত্রয়স্ত্রিংশত' পদদ্বয়ই প্রধানতঃ সেই জটিলতা-বৃদ্ধির হেতুভূত। ঐ দুই পদে যথাক্রমে 'রোহিত-নামক ঘোটকবিশিষ্ট' এবং 'তেত্রিশসংখ্যক দেবগণ' অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে; আর, তাহাতেই যত কিছু গণ্ডগোল বাধিয়া যায়। যাহা হউক, ঋক্‌টির প্রচলিত তিনটী অর্থ আমরা প্রথমে উদ্ধৃত করিতেছি। তার পর, ঋক্-সম্বন্ধে আমাদিগের ব্যাখ্যার কারণ প্রদর্শিত হইবে। ঋকের প্রচলিত অর্থ; যথা,—

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! বিশিষ্টপ্রজ্ঞানসম্পন্ন দেবগণ হবির্দানকারী যজমানে নিশ্চিত ফলদান করেন। হে রোহিত নামক অশ্ববিশিষ্ট, স্তুতিদ্বারা সম্ভজনীয় অগ্নে! ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক যে দেবগণ আছেন, তাঁহাদিগকে এখানে আনয়ন করুন।

শ্রুষ্টীবানঃ। 'শ্রুষ্টিঃ' প্রেরণার্থে ব্যবহৃত হয়। ভাব-বাচ্যে ক্তিচ্-প্রত্যয় হইয়াছে। শ্রুষ্টিকে সম্ভজনা করেন—এই অর্থে 'শ্রুষ্টীবানঃ' পদ হয়। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে' এই নিয়মে বিচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। ছান্দস-হেতু দীর্ঘত্ব। বিচেতসঃ। বিশিষ্ট চেতঃ আছে যাহাদিগের তাহারা—এই বাক্যে ঐ পদ নিষ্পন্ন। বহুব্রীহি হেতু পূর্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। গির্বণঃ। 'গীর্ভিঃ' অর্থাৎ স্তুতি দ্বারা প্রশংসনীয়—এই অর্থে 'গির্বণাঃ' পদ নিষ্পন্ন হয়। 'বনতেঃ' এই নিয়মে 'অসুন্' প্রত্যয় হইয়াছে। ছান্দসে পূর্বপদের হ্রস্বত্ব হইয়াছে। তিন ও ত্রিশ—এই অর্থে ত্রয়স্ত্রিংশৎ পদ হয়। 'ত্রেস্ত্রয়ঃ' এই পাণিনির সূত্রানুসারে ত্রিশব্দের স্থানে ত্রয়স্ আদেশ হয়। 'সংখ্যেতি' নিয়মে পূর্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। ২॥

(১) "হে রোহিতনামক অশ্বযুক্ত অগ্নে, উত্তম প্রজ্ঞাযুক্ত, প্রার্থিত ফলদাতা ভক্তিদ্বারা সম্ভজনীয়, ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক যে দেবসকল আছেন, তাঁহাদিগকে আপনি এই যজ্ঞে আনয়ন করুন।"

(২) "হে অগ্নি! বিশিষ্টপ্রজ্ঞাসম্পন্ন দেবগণ হব্যদাতাকে ফলদান করেন; হে অগ্নি! তোমার রোহিত নামক অশ্ব আছে, এবং তুমি স্তুতিভাজন। তুমি সেই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবগণকে এই স্থানে লইয়া আইস।"

(3) "The wise O gods, Agni, are ready to listen to the worshippers : conduct them hither, the thirty-three, O lord of red horses, thou who lovest our praises."

আমরা 'রোহিদশ্ব' পদে 'রশ্মিবিশিষ্ট' অর্থাৎ 'ব্যাপক-জ্ঞান-রশ্মি-সম্পন্ন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এ বিষয়ে পূর্ব্বের (১ম—১৪সূ—১২ঋ) আলোচনা স্মরণ করুন। এখানে রোহিদশ্ব যে রক্তবর্ণ ঘোটক নহে, তাহা নানা-প্রকারেই প্রতিপন্ন হয়। সূর্য্যের রশ্মি অশ্ব নামে খ্যাত আছে। অগ্নি-পক্ষে অনলের দীপ্তশিখা রোহিদশ্ব নামে অভিহিত হইতে পারে। অগ্নি-দেবকে 'রোহিদশ্ব' বলায় তিনি যে ব্যাপকজ্ঞানরশ্মিসম্পন্ন, তাহাই বুঝা যায়। 'ত্রয়স্ত্রিংশতং দেবান্' বলিলে যে ভাব অধ্যাহৃত হয়, "ত্রিভিরেকা-দশৈঃ' পদের আলোচনায় (১ম—৩৪সূ—১১ঋ) সে তত্ত্ব পরিব্যক্ত হইয়াছে। এখানেও সেই ভাব পরিগ্রহণ করিতে হইবে। ত্রিগুণের বা ত্রিধাতুর সাম্য-সাধন হয়—দেবভাবের প্রাধান্যে। গুণ-সাম্যই মুক্তি—ধাতু-সাম্যই স্বাস্থ্যাবস্থা। দেবতার অনুকম্পায়, দেবভাবের সমাবেশে, সে অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়। 'আমার জ্ঞানদেবতা আমাতে সেই সকল দেবভাবের সমাবেশ করিয়া আমার গতিমুক্তির উপায়-বিধান করুন',—প্রার্থনা পক্ষে এখানে এই ভাব প্রকাশমান্। 'ত্রয়স্ত্রিংশতং' পদে তেত্রিশ সংখ্যা ধরিলেও, দেবভাবসমূহকে ঐরূপ বিভাগে পরিকল্পিত করা হইয়াছে মনে করা যায়। * মানুষের জ্ঞানগম্য করার জন্য একে নানা নামে নানা রূপে ও নানা ভাবে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। এ পক্ষে, সেই ভাব মনে আনিতে হইবে। মুখ্য অর্থ—সকল দেবভাব বা সকল দেবতা আমাতে সমাবিষ্ট হউন, এই প্রার্থনা। (১ম—৩৫সূ—২ঋ)।

---

* 'গির্ব্বণঃ' পদটিকে কেহ বা দেবগণের বিশেষণ বলিয়া বুঝিয়াছেন; কেহ বা অগ্নিদেবের বিশেষণ ধরিয়া লইয়াছেন। সায়ণের অনুসরণে আমরা শেষোক্ত অর্থই পরিগ্রহণ করিয়াছি।

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চচত্বারিংশং-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

প্রিয়মেধবদত্রিবজ্জাতবেদো বিরূপবৎ।

অঙ্গিরস্বন্মহিব্রত প্রস্কণ্বস্য শ্রুধী হবং ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

প্রিয়মেধ৽বৎ। অত্রি৽বৎ। জাত৽বেদঃ। বিরূপ৽বৎ।

অঙ্গিরস্বৎ। মহি৽ব্রত। প্রস্কণ্বস্য। শ্রুধি। হবং ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মহিব্রত' (মহৎকর্ম্মসম্পাদক) 'জাতবেদঃ' (সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ) হে দেব! 'প্রিয়মেধবৎ' (প্রিয়বস্তূনাং বলিদানসমর্থঃ সাধকবৎ, যথা—প্রিয়মেধ ঋষিবৎ) 'অত্রিবৎ' (সর্ব্বত্যাগী পুরুষবৎ, ধর্ম্মমার্গগমনশীলঃ সাধকবৎ, যথা—অত্রিঋষিবৎ) 'বিরূপবৎ' (রূপমোহপরিশূন্যাবস্থাপন্নবৎ, সূক্ষ্মশরীরপ্রাপ্তঃ পুরুষবৎ, যথা—বিরূপঋষিবৎ) 'অঙ্গিরবৎ' (পরমজ্ঞানসম্পন্নসাধকবৎ, যথা—অঙ্গিরঋষিবৎ) 'প্রস্কণ্বস্য' (দীনাতিদীনস্য মদীয়স্য) 'হবং' (আহ্বানং, প্রার্থনাং) 'শ্রুধী' (শৃণু) ত্বমিতি শেষঃ। হে দেব! ত্বং যথা অশেষগুণসম্পন্নান্ সাধকান্ ত্রায়তে, তথৈব কৃপয়া অভাজনং মাং পরিত্রায়স্ব। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৫সূ—৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

মহৎকর্ম্মসম্পাদক, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ হে দেব! প্রিয়মেধের ন্যায় (প্রিয়বস্তুর বলিদান-সমর্থ সাধকের ন্যায়) অত্রির ন্যায় (সর্ব্বত্যাগী ধর্ম্মপথাবলম্বী সাধকের ন্যায়) বিরূপের ন্যায় (রূপমোহপরিশূন্য-অবস্থাপন্ন পুরুষের ন্যায়) অঙ্গিরার ন্যায় (পরমজ্ঞানসম্পন্ন সাধকের ন্যায়) এই প্রস্কণ্বের (দীনাতিদীন আমার) প্রার্থনা শ্রবণ করুন। (১ম—৪৫সূ—৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মহিব্রত প্রভূতকর্মন্ জাতবেদোঽগ্নে প্রস্কণ্বস্য কণ্বপুত্রস্য মহর্ষের্হবমাহ্বানং শ্রুধি। শৃণু। তত্র চত্বারো দৃষ্টান্তাঃ। প্রিয়মেধাত্রিবিরূপাঙ্গিরোনামকা এতেষামাহ্বানং যথা শৃণোষি তদ্বৎ। তত্র নিরুক্তং। প্রিয়মেধঃ প্রিয়া অস্য মেধা যথৈতেষামৃষীণামেবং প্রস্কণ্বস্য শৃণু হ্বানং। প্রস্কণ্বঃ কণ্বস্য পুত্রঃ কণ্বপ্রভবো যথা প্রাগ্রমিতি। বিরূপো নানারূপো মহীব্রতো মহাব্রত ইতি চ। নি॰ ৩।১৭।

প্রিয়মেধবৎ। প্রিয়মেধস্যেব। তত্র তস্যেবেতি ষষ্ঠ্যর্থে বতিঃ। এবমত্রিবদিত্যাদাবপি। প্রস্কণ্বাদয়ো গতাঃ। (১ম—৪৫সূ—৩ঋ)।

তৃতীয় (৫৩৪) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

'প্রিয়মেধবৎ', 'অত্রিবৎ', 'বিরূপবৎ', 'অঙ্গিরস্বৎ' ও 'প্রস্কণ্বস্য'—এই কয়েকটী পদ, এই ঋকের নিগূঢ় তাৎপর্য্য-গ্রহণ-পক্ষে, অন্তরায় হইয়া আছে। ঐ কয়েকটী পদে, বিশেষ বিশেষ ঋষিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে—এই ভাবই প্রধানতঃ পরিব্যক্ত হয়। তদনুসারে এই মন্ত্রে কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি যেন অগ্নিদেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে সর্ব্বজ্ঞ মহৎ-কর্ম্মসাধক অগ্নিদেব! আপনি যেমনভাবে প্রিয়মেধ অত্রি বিরূপ ও অঙ্গিরা ঋষির প্রার্থনা শ্রবণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের অভীষ্ট পূরণ করিয়াছিলেন; আমার প্রার্থনাও সেইরূপভাবে শ্রবণ করুন।' এরূপ ব্যাখ্যায় একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ের সহিত এই ঋঙ্মন্ত্রের সম্বন্ধ সূচিত হয়, এবং একজন নির্দ্দিষ্ট ঋষি কর্তৃক ঐ মন্ত্রটি গ্রথিত ও উচ্চারিত হইয়াছিল—এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়; আর তাহাতে বেদবাক্যের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব খণ্ডিত হয়।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মহিব্রত (প্রভূতকর্ম্মা) জাতবেদ অগ্নে! প্রস্কণ্বের (কণ্বপুত্র মহর্ষির) আহ্বান শ্রবণ করুন। তদ্বিষয়ে চারিটি দৃষ্টান্ত। প্রিয়মেধ, অত্রি, বিরূপ, অঙ্গিরা নামক ঋষিদিগের আহ্বান যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ (শ্রবণ করুন)। এ বিষয়ে নিরুক্ত আছে,—'প্রিয়মেধঃ প্রিয়া অস্য মেধা ....মহাব্রত ইতি চ'। নি॰ ৩।১৭।

প্রিয়মেধবৎ। প্রিয়মেধের ন্যায়। 'ষষ্ঠ্যর্থে বতিঃ' এই নিয়ম এখানে ষষ্ঠ্যর্থ 'বতিঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। অত্রিবৎ ইত্যাদিতেও ঐ নিয়ম। প্রস্কণ্ব প্রভৃতি পদের বিষয় পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। (১ম—৪৫সূ—৩ঋ)।

মন্ত্রে ঐরূপ অর্থ বা ঐরূপ ভাব যে অধ্যাহার করা যায়, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। তবে আমাদের মত এই যে, মন্ত্রগুলি পূর্ব্বাপর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত, মন্ত্রের মধ্যে সর্ব্বত্রই এক নিত্যসত্য ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত রহিয়াছে। মূলে সকলেরই লক্ষ্য অভিন্ন। তবে, দৃষ্টির তারতম্যানুসারে, নানা ভাব প্রকটিত হইয়া থাকে। এই মন্ত্রের পূর্ব্বোক্ত পদ-কয়েকটীর অর্থে যদি ঋষিবিশেষকে (মানুষবিশেষকে) লক্ষ্য করা হয়, তাহা হইলে ভাব-প্রবাহ এক পথে প্রবাহিত হইতে পারে; আবার যদি উহাতে আমরা যে ভাব যে অর্থ পরিগ্রহ করিলাম,—তাহার অনুসরণ করা যায়, তাহা হইলে মন্ত্রার্থ স্বতন্ত্র ভিন্ন পথ প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিভিন্ন ভাব অবভাসিত হয়,—বেদ-মন্ত্রের ইহাই বিশেষত্ব।

আমরা মনে করি, 'প্রিয়মেধবৎ' পদে এখানে সেই পরমত্যাগশীল সাধককে বুঝাইতেছে,—যিনি প্রিয়বস্তুসমূহকে বলি দিতে পারেন; অর্থাৎ, ভগবানের কার্য্যে আত্মসমর্পণ করায়, ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হওয়ায়, সংসারে যাঁহার অন্য প্রিয়বস্তু কিছুই আর থাকে না;—ফলে যিনি মায়ামোহ ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রিয়মেধ। পক্ষান্তরে, ঐরূপ ত্যাগশীলতার জন্য, যুগে যুগে কালে কালে যাঁহারা প্রিয়মেধবৎ হয়েন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে—মনে করিতে পারি। এইরূপ, অত্রিবৎ, বিরূপবৎ, অঙ্গিরস্বৎ পদের অর্থও সর্ব্বকালদ্যোতক সত্ত্বভাব-প্রকাশক। 'অঙ্গিরস্বৎ' (অঙ্গিরস্বৎ) পদ সম্বন্ধে পূর্ব্বে (১ম—৩১সূ—১৭ঋ) আলোচনা করা হইয়াছে। 'বিরূপবৎ' পদে, যাঁহারা রূপের (দেহের) প্রতি পর্য্যন্ত অনুরাগ-সম্পন্ন নহেন, অর্থাৎ যাঁহাদিগের সকল অনুরাগ ও আসক্তি ভগবানে গিয়া মিলিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকেই বুঝাইতেছে। 'অত্রিবৎ' পদে 'সর্ব্বত্যাগীর' ভাব আসে। *

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের মর্ম্ম দাঁড়ায় এই যে,—'হে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ দেব। যাঁহারা কর্ম্মী, যাঁহারা সাধক, তাঁহারা আপনার অনুগ্রহ নিয়ত প্রাপ্ত হন। এ দীনের সে কর্ম্মসামর্থ্য নাই; এ দীন সে সাধনার বিষয়ও কিছু অবগত নহে; দীনের ভরসা—একমাত্র আপনার

---

* বেদে কোথাও (অথর্ব্ববেদ ১।৭।৩) 'সর্ব্বভক্ষক' অর্থে 'অত্রিণঃ' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা হইতেও প্রকারান্তরে এখানে ঐ ভাবই আসা যায়।

করুণা।—হে দেব! সেই করুণা প্রকাশে এ দীনের প্রার্থনা শ্রবণ করুন।' ইহাই এই মন্ত্রের ভাবার্থ। (১ম—৪৫সূ—৩ঋ)।

— • —

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চচত্বারিংশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

মহিকেরব ঊতয়ে প্রিয়মেধা অহূষত।

রাজন্তমধ্বরাণামগ্নিং শুক্রেণ শোচিষা॥ ৪॥

পদ-বিশ্লেষণং।

মহিঽকেরবঃ। ঊতয়ে। প্রিয়ঽমেধাঃ। অহূষত।

রাজন্তং। অধ্বরাণাং। অগ্নিং শুক্রেণ। শোচিষা॥ ৪॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মহিকেরব' (শ্রেষ্ঠকর্ম্মপরায়ণাঃ) 'প্রিয়মেধাঃ' (প্রিয়বস্তুনাং বলিপ্রদাতারঃ সাধবঃ) 'ঊতয়ে' (পরিত্রাণার্থং) 'অধ্বরাণাং' (যাগাদিসৎকর্ম্মণাং মধ্যে) 'শুক্রেণ' (শুদ্ধভাবেন) 'শোচিষা' (প্রকাশেন) 'রাজন্তং' (দীপ্যমানং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং) 'অহূষত' (আহুতবন্তঃ)। সাধবঃ সৎকর্ম্মণাং অভ্যন্তরে শুদ্ধসত্ত্বরূপং জ্ঞানদেবং লক্ষ্যীকৃত্য তাং আরাধয়ন্তি। বয়মপি অবশ্যং তেষামনুবর্ত্তিনো ভবামঃ। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৫সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

শ্রেষ্ঠকর্ম্মপরায়ণ, প্রিয়বস্তুর বলিপ্রদানকারী সাধকগণ, পরিত্রাণের জন্য, যাগাদি-সৎকর্ম্মসমূহের মধ্যে শুদ্ধভাবে প্রকাশিত দীপ্যমান্ জ্ঞান-দেবতাকে আহ্বান করেন। (তদনুসারে আমরাও যেন জ্ঞানদেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হই—এই ভাব)। (১ম—৪৫সূ—৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

মহিকেরবঃ প্রৌঢ়কর্ম্মাণঃ প্রিয়মেধাঃ প্রিয়েণ যজ্ঞেনোপেতা ঋষয় উতয়ে রক্ষার্থমগ্নিমহূষত। আহুতবন্তঃ। কীদৃশং। অধ্বরাণাং যজ্ঞানাং মধ্যে শুক্রেণ শোচিষা শুদ্ধেন প্রকাশেন রাজন্তং দীপ্যমানং॥

মহিকেরব। মহ পূজায়াং। ঔনাদিক ইন্‌প্রত্যয়ঃ। ডুকৃঞ্‌ করণে। কৃবাপাজীত্যুন্। মহয়ো মহান্তঃ কারবো যেষাং তে তথোক্তাঃ। আকারস্যৈকারাদেশশ্ছান্দসঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। প্রিয়মেধাঃ। প্রিয়ো মেধো যেষাং তে। অহূষত। হ্বেঞ্‌ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ। লুঙি লিচি বহুলং ছন্দসীতি সংপ্রসারণং। পরপূর্ব্বত্বং। হল ইতি দীর্ঘত্বং। আদেশপ্রত্যয়য়োরিতি ষত্বং॥ (১ম— ৪৫সূ – ৪ঋ)॥

চতুর্থ (৫৩৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'প্রিয়মেধাঃ' পদে 'প্রিয়মেধ ঋষির বংশধর ঋষিগণ অর্থ গ্রহণ করা হয়। সেই ঋষিগণ আপনাদের রক্ষার জন্য অগ্নিদেবতার আরাধনা করিয়াছিলেন। সে অগ্নিদেবতা কেমন? না—তিনি যজ্ঞের অনলের মধ্যে শিখারূপে দীপ্যমান্। ঋকের প্রচলিত অর্থের ইহাই মর্ম্ম।

আমরা মনে করি, এ ঋকে প্রার্থনাকারী প্রার্থনা জানাইতেছেন, অথবা আপনাকে আপনি ভগবদারাধনায় উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহার প্রার্থনার অথবা আত্মোদ্বোধনার মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন! আমায় এই অনুগ্রহ করুন—আমি যেন প্রিয়বস্তুর মোহত্যাগকারী সাধুগণের ন্যায় আমার কর্ম্মমধ্যে সেই শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ জ্ঞানদেবতাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই। কেন-না, তিনিই 'আমাদিগের পরিত্রাণের একমাত্র

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

প্রৌঢ়কর্ম্মন্ প্রিয়মেধবংশীয় ঋষিগণ (আপনাদিগের) রক্ষার জন্য যজ্ঞসমূহের মধ্যে শুদ্ধ প্রকাশরূপে দীপ্যমান্ অগ্নিকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

মহিকেরব। মহ পূজার্থক। ঔনাদিক হেতু ইন্-প্রত্যয় হইয়াছে। কৃ-ধাতু করণার্থক। 'কৃবাপাজীত্যুন্' এই নিয়মে 'উন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'মহয়ো কারবো যেষাং তে'—এই বাক্যে ঐ পদ নিষ্পন্ন। ছান্দস-হেতু আকার-স্থলে ঐকার আদেশ হইয়াছে। বহুব্রীহি-হেতু পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। প্রিয়মেধাঃ। 'প্রিয়ঃ মেধঃ যেষাং তে'—এই বাক্যে ঐ পদ নিষ্পন্ন। আহূষত। স্পর্দ্ধা ও শব্দ অর্থমূলক 'হ্বেঞ্‌' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। 'লুঙি চ বহুলং ছন্দসীতি সম্প্রসারণং'—এই নিয়মে সংপ্রসারণ হইয়াছে। পরপূর্ব্বত্ব ঘটিয়াছে। 'হল' হেতু দীর্ঘত্ব। আদেশ-প্রত্যয়-হেতু ষত্ব। (১ম - ৪৫সূ—৪ঋ)।

উপায়। অথবা, 'হে আমার কর্ম্ম, তুমি প্রস্তুত হও, সর্ব্বত্যাগী হইতে অভ্যাস কর, আপনার মধ্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়া গতিমুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া লও।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের মধ্যে এই দুই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। লক্ষ্য অভিন্ন আছে। (১ম—৪৫সূ—৪ঋ)।

—•—

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চচত্বারিংশৎ-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

ঘৃতাহবন সন্ত্যেমা উ ষু শ্রুধী গিরঃ।

যাভিঃ কণ্বস্য সূনবো হবন্তেঽবসে ত্বা॥ ৫॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ঘৃতঽআহবন। সন্ত্য। ইমাঃ। উং ইতি। সু। শ্রুধি। গিরঃ।

যাভিঃ। কণ্বস্য। সূনবঃ। হবন্তে। অবসে। ত্বা॥ ৫॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ঘৃতাহবন' (শুদ্ধসত্ত্বেন আহূয়মান) 'সন্ত্য' (সুফলপ্রদ) হে দেব! 'ইমা' (অস্মাভিঃ উচ্চারিতাঃ) 'গিরঃ' (স্তোত্ররূপাঃ বাচঃ), 'অবসে' (পরিত্রাণকামনায়) 'উ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'সুশ্রুধী'. (সুশ্রুধি, শৃণু); 'যাভিঃ' (গীর্ভিঃ) 'কণ্বস্য' (অকিঞ্চনস্য, মেধাবিনঃ) 'সূনবঃ' (পুত্রাঃ, সম্বন্ধিনো উপাসকাঃ, সাধব ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'হবন্তে' (আহ্বয়ন্তি) যেন মন্ত্রসাহায্যেন সাধবো দেবং প্রাপ্নুবন্তি তমন্ত্রং বয়ং ধারয়েম। (১ম—১৫সূ—৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আহূত, সুফলপ্রদ হে দেব! আমাদিগের উচ্চারিত এই স্তোত্র—পরিত্রাণকামনায় সাধুগণ (মেধাবিগণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত উপাসকগণ) যে স্তোত্রমন্ত্রে আপনাকে আহ্বান করেন—আপনি সর্ব্বতোভাবে শ্রবণ করুন। (১ম—৪৫সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঘৃতাহবন্ ঘৃতেনাহূয়মান সত্য ফলপ্রদাগ্নে। ইমা উ গিরোঽস্মাভিঃ প্রযুজ্যমানা অপি স্তোত্ররূপা বাচঃ সু শ্রুধি। সুষ্ঠু শৃণু। কণ্বস্য মহর্ষেঃ সূনবঃ পুত্রা যাভির্গীর্ভিরবসে স্বরক্ষার্থং ত্বাং হবন্তে তাভিরাহ্বয়ন্তি॥

ঘৃতাহবন। ঘৃতেনাহূয়তেঽস্মিন্নিতি ঘৃতাহবনঃ। অধিকরণে ল্যুট্। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। শ্রুধি। শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসীতি হের্ধিরাদেশঃ। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্।৫॥

পঞ্চম (৫৩৫) ঋকের বিশদার্থ।

—§•§—

এই মন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা সংশয়-মূলক পদ—'কণ্বস্য সূনবঃ'। এখানে 'কণ্ব ঋষির পুত্রগণ' অর্থই সাধারণতঃ নিষ্কাষিত হয়। সে অর্থে প্রকাশ পায়,—'কণ্ব-ঋষির পুত্রগণ যে মন্ত্রে আপনার স্তব করিয়াছিলেন, আমরা সেই মন্ত্রে আপনাকে আহ্বান করিতেছি।' তবে এই মত যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে আবার—কে যে কোন্ সময়ে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্দ্ধারণ করার সমস্যা উপস্থিত হয়। প্রস্কণ্বকে তাঁহারা কণ্বের পুত্র বলেন; অথচ, এই মন্ত্রের রচয়িতা বা আবৃত্তিকারক বলিয়াও প্রস্কণ্বকে তাঁহারা পরিচিত করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রস্কণ্ব কেমন করিয়া কহিবেন যে—কণ্বের পুত্রগণ যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আপনাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, আমরা সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি! এখানে ঘোর অসামঞ্জস্য-দোষ থাকিয়া যায়।

আমরা বলি, মন্ত্রের অন্তর্গত "কণ্বস্য সূনবঃ" পদের অর্থ—'কণ্ব ঋষির পুত্রগণ' নহে। পরন্তু ঐ পদের অর্থ—'মেধাবিগণের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট সাধকগণ।' সাধুসঙ্গ-সৎপ্রসঙ্গের ফলে আত্মোৎকর্ষ সাধিত হয়। এখানে

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ঘৃতের দ্বারা আহূত হইয়া ফলপ্রদানকারী হে অগ্নে! আমাদিগের উচ্চারিত স্তোত্ররূপ এই বাক্য সুষ্ঠুভাবে শ্রবণ করুন। মহর্ষি কণ্বের পুত্রগণ যে স্তুতি দ্বারা আত্মরক্ষার্থ আপনাকে আহ্বান করিয়াছিলেন (এই সেই স্তুতি)।

ঘৃতাহবন। 'ঘৃতের দ্বারা 'আহূত হন'—এই বাক্যে 'ঘৃতাহবনঃ' পদ নিষ্পন্ন হয়। অধিকরণে ল্যুট হইয়াছে। আমন্ত্রিত-হেতু উদাত্তত্ব ঘটিয়াছে। শ্রুধি। 'শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসি' এই নিয়মে 'হি' স্থানে 'ধি' আদেশ হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মে বিকরণের লোপ ঘটিয়াছে। (১ম—৪৫সূ—৫ঋ)।

'কণ্বস্য সূনবঃ' পদে আত্মোৎকর্ষ-সাধন-সম্পন্ন পুরুষগণকে বুঝাইতেছে। প্রার্থনা-পক্ষে মর্ম্ম এই যে,—'সাধকগণ যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আপনার কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমরাও সেই মন্ত্রে আপনাকে আহ্বান করিতেছি; আপনি আমাদিগের প্রার্থনায় কর্ণপাত করুন।' ইহাই এই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। এই আমরা মনে করি। (১ম—৪৫সূ—৫ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

অশ্বমেধে পৌষ্ণ্যামিষ্টৌ স্বিষ্টকৃতোঽনুবাক্যা ত্বাং চিত্রশ্রবস্তমেত্যেষা। সর্ব্বান্ কামান-বাপ্নোতীতি খণ্ডে সূত্রিতং। ত্বাং চিত্রশ্রবস্তম যথাচ্ছিৎ তদগ্নয়ে। আ০ ১০.৬। ইতি তামেতাং সূক্তে ষষ্ঠীমৃচমাহ॥

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চচত্বারিংশৎ-সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

ত্বাং চিত্রশ্রবস্তম হবন্তে বিক্ষু জন্তবঃ।

শোচিষ্কেশং পুরুপ্রিয়াগ্নে হব্যায় বোল্হবে॥ ৬॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বাং। চিত্রশ্রবঃঽতম। হবন্তে। বিক্ষু। জন্তবঃ।

শোচিঃঽকেশং। পুরুঽপ্রিয়। অগ্নে। হব্যায়। বোল্হবে॥ ৬॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'চিত্রশ্রবস্তম' (অতিনবমঙ্গলসম্পন্ন, পরমমঙ্গলসাধক) 'পুরুপ্রিয়' (সর্ব্বলোকপ্রীতিসাধক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'শোচিষ্কেশং' (প্রদীপ্তজ্ঞানশিখাসম্পন্নং, প্রকাশরূপবিশিষ্টং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'হব্যায়' (সত্ত্বভাবায়) 'বোল্হবে' (বোঢ়বে, সংবাহনার্থং, প্রদানার্থং) 'বিক্ষু'

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অশ্বমেধ যজ্ঞে পৌষ্ণামিষ্ট কর্ম্মে অনুবাক্যা-মধ্যে 'ত্বাং চিত্রশ্রবস্তং' ইত্যাদি পঠিত হয়। 'সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি খণ্ডে' এইরূপ সূত্রিত আছে;—'ত্বাং চিত্রশ্রবস্তম্ যথাচ্ছিৎ তদগ্নয়ে।' সেই সূক্তের এই ষষ্ঠ ঋক্ কথিত হইতেছে।

(লোকেষু, জগতি) 'জন্তবঃ' (মনুষ্যাঃ, উপাসকাঃ) 'হবন্তে' (আহ্বয়ন্তি)। সর্ব্বে উপাসকাঃ সত্ত্বভাবলাভায় জ্ঞানদেবং আরাধয়ন্তি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৫সূ—৬ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

অভিনবমঙ্গলসাধক, সর্ব্বজনপ্রীতিদায়ক, হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! প্রদীপ্তজ্ঞানশিখাসম্পন্ন (প্রকাশরূপবিশিষ্ট) আপনাকে সত্ত্বভাব সংবাহনের জন্য জগতে উপাসকগণ আরাধনা করেন। (১ম—৪৫সূ—৬ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে চিত্রশ্রবস্তম। অতিশয়েন বিবিধকীর্ত্তিরূপান্নযুক্ত পুরুপ্রিয় বহুনাং যজমানানাং প্রীতিকারাগ্নে ত্বাং হব্যায় বোলহবে হবির্ব্বোঢ়ুং বিশ্বু জন্তবঃ প্রজাসূৎপন্না যজমানা হবন্তে। আহ্বয়ন্তি। কীদৃশং। শোচিষ্কেশং। দীপ্তিরূপকেশোপেতং। তথা চ বাজসনেয়িন আমনন্তি। শোচস্ব ইব হেতস্ত সমিদ্বস্ত রশ্ময়ঃ কেশা ইতি॥

চিত্রশ্রবস্তম। শ্রব ইত্যন্ননাম। চিত্রং শ্রবো যস্যাসৌ চিত্রশ্রবাঃ। অতিশয়েন চিত্রশ্রবাশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ। আমন্ত্রিতানুদাত্তত্বং। শোচিষ্কেশং। শুচ দীপ্তৌ। অর্চ্চিশুচিহুসৃপিছাদিছর্দ্দিভ্য ইসিরিত্যসিঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং হব্যায়। হবনক্রিয়য়া প্রাপ্যত্বাৎ ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থী। বোলহবে। বহ প্রাপণে। তুমর্থে সেসেনিতি তবেন্প্রত্যয়ঃ ঢত্বধত্বষ্টুত্বঢলোপেষু কৃতেষু সহিবহোরোদবর্ণস্য। পা০ ৬।৩।১১২। ইত্যাকারস্যৌকারঃ। নিত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৪৫সূ—৬ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে চিত্রশ্রবস্তম (অর্থাৎ অতিরিক্তমাত্রায় বিবিধকীর্ত্তিরূপ অন্নযুক্ত) পুরুপ্রিয় (অর্থাৎ বহুসংখ্যক যজমানের প্রীতিকর) অগ্নে! আপনাকে হবিসমূহের বহন-জন্য প্রজাসমূহ হইতে উৎপন্ন যজমানগণ আহ্বান করেন। আপনি কিরূপ? না—শোচিষ্কেশ (অর্থাৎ, দীপ্তিরূপ কেশযুক্ত)। এ বিষয়ে বাজসনেয়িগণ এইরূপ আমনন করেন। যথা,—'শোচস্ব ইব হেতস্ত সমিদ্বস্ত রশ্ময়ঃ কেশা ইতি।'

চিত্রশ্রবস্তম। শ্রব পদ অন্নের নাম বলিয়া পরিগণিত। 'চিত্রং শ্রবো যস্য অসৌ'—এই বাক্যে 'চিত্রশ্রবাঃ' পদ নিষ্পন্ন হয়। 'অতিশয়রূপে চিত্রশ্রব' এই অর্থে 'চিত্রশ্রবস্তমঃ' পদের উৎপত্তি। আমন্ত্রিত-হেতু অনুদাত্তত্ব হইয়াছে। শোচিষ্কেশং। দীপ্তি অর্থবোধক 'শুচ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'অর্চ্চিশুচিহুসৃপিছাদিছর্দ্দিভ্য ইসিঃ'—এই নিয়মে 'ইসিঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। এখানে প্রত্যয়স্বর ঘটিয়াছে। বহুব্রীহি-হেতু পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। হব্যায়। হবনক্রিয়ায় প্রাপ্তি-হেতু, 'ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং' এই নিয়মে, সম্প্রদানার্থ চতুর্থী হইয়াছে। বোলহবে। প্রাপণার্থক বহ ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'তুমর্থে সেসেন্' এই নিয়মে 'তবেন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ঢত্বধত্বষ্টুত্বঢলোপেষু কৃতেষু সহিবহোরোদবর্ণস্য' এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে (পা০ ৬।৩।১১২) অ-কার স্থানে ও-কার হইয়াছে। নিত্য-হেতু আদ্যুদাত্ত ঘটিয়াছে॥৬॥

ষষ্ঠ (৫।৩৬) ঋকের বিশদার্থ।

'এই ঋকের অন্তর্গত 'শোচিষ্কেশং' পদটী দেখিয়া, জ্বলন্ত অগ্নি-সম্বন্ধে এই মন্ত্রটী প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট হয়। যজ্ঞে আহুতি প্রদত্ত সমিধের শিখাকে লক্ষ্য করিয়া যে 'শোচিষ্কেশং' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, বাজসনেয়ী শাখাধ্যায়িগণ প্রথমে এই অর্থ আমনন করেন। তাহা হইতেই ঐ ভাব ব্যাখ্যায় লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। তদনুসারে ধূমমধ্যগত শিখাই—'শোচিষ্কেশং' পদে ব্যক্ত করে। এক পক্ষে এই ভাব আসে বটে। কিন্তু পক্ষান্তরে এই শব্দে অজ্ঞান-রূপ ধূম-পুঞ্জের মধ্যে প্রজ্ঞান-রূপ শিখা যে বিস্তৃত হয়, এই ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। জ্ঞানদেবতার প্রভাব, এইরূপেই উপলব্ধ হয়। হৃদয়ের অজ্ঞানতা নাশ করিয়া, হৃদয়ে জ্ঞানের দীপ্তশিখা তিনি বিস্তার করেন; তাহা হইতেই হৃদয়ে দেব-ভাবের বিকাশ পায়। ঐ পদে এই ভাবই আমরা উপলব্ধি করি। পদ-বিশ্লেষণে অর্থ করিতে প্রয়াস পাইলেও, ঐ অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই ঋকের আর একটী সমস্যা-মূলক পদ—'জন্তবঃ'। ভাষ্যাদিতে ঐ পদে 'যজমানগণ' অর্থ গ্রহণ গ্রহণ করা হয়। এখানে 'জন্তবঃ' পদ ব্যবহারের এক নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে—মনে করিতে পারি। সংসারের মনুষ্য সাধারণতঃ অজ্ঞান-আঁধারে নিমজ্জিত থাকে। সে অবস্থায়, মানুষে ও পশুতে প্রভেদ থাকে না। মনে হয়—'জন্তবঃ' পদ সেই ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে। 'জন্তবঃ' যে মনুষ্যগণ, তাহারাও জ্ঞান-জ্যোতির প্রভাবে, ভগবৎ-পদাঙ্কানুসারী হইতে পারে। আমরা মনে করি, এই নিত্যসত্যতত্ত্ব এই ঋকে ঐ পদে পরিব্যক্ত।

প্রার্থনা-পক্ষে এই ঋকের মর্ম্ম এই যে;—'হে পরমমঙ্গলপ্রদ দেব! আমাদিগের হৃদয় অজ্ঞান-আঁধারে সমাচ্ছন্ন। অজ্ঞানতার ঘোরে আমরা নিকৃষ্ট জন্তুর ন্যায় আচ্ছন্ন হইয়া আছি। জ্ঞান-শিখা দীপ্ত করিয়া, এই হৃদয়কে আপনি দেবভাবে পূর্ণ করুন।' (১ম—১৫সূ—১২ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চচত্বারিংশৎ-সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

নি ত্বা হোতারমৃত্বিজং দধিরে বসুবিত্তমং।

শ্রুৎকর্ণং সপ্রথস্তমং বিপ্রা অগ্নে দিবিষ্টিষু॥ ৭॥

পদ-বিশ্লেষণ।

নি। ত্বা। হোতারং। ঋত্বিজং। দধিরে। বসুবিৎ-তমং।

শ্রুৎ-কর্ণং। সপ্রথঃ-তমং। বিপ্রাঃ। অগ্নে। দিবিষ্টিষু॥ ৭॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে দেব!) 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ) 'দিবিষ্টিষু' (স্বর্গপ্রাপণযাগেষু, মোক্ষপ্রাপ্তি-মূলককর্ম্মসু) 'হোতারং' (দেবভাবানাং আহ্বাতারং) 'ঋত্বিজং' (সর্ব্বকালে যজনশীলং, সত্ত্বাববাহকং) 'বসুবিত্তমং' (প্রকৃষ্টধনস্য প্রদাতারং) 'শ্রুৎকর্ণং' (সাধকানাং প্রার্থনা-শ্রবণ-পরায়ণং) 'সপ্রথস্তমং' (অতিশয়েন প্রখ্যাতং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'নি-দাধিরে' (নিরন্তরং স্থাপিতবন্তঃ, ইহসংসারে ইতি শেষঃ)। সর্ব্বেষাং জনানাং ইষ্টলাভকামনয়া সাধবঃ সদা অশেষ-গুণোপেতং ভগবন্তং আরাধয়ন্তঃ। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৫সূ—৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! মেধাবিগণ, মোক্ষপ্রাপ্তিমূলক, কর্ম্মসমূহে দেবভাবের প্রাপক, সকলকালে সত্ত্বভাববাহক, প্রকৃষ্ট ধনের প্রদাতা, সাধকগণের প্রার্থনা-শ্রবণ-পরায়ণ, অতিশয় প্রখ্যাত, আপনাকে সর্ব্বদা ইহসংসারে স্থাপিত করেন (অর্থাৎ, ইষ্টলাভ-সূচক সকল কর্ম্মের মধ্যেই আপনার সম্বন্ধ অব্যাহত রাখেন)। (১ম—৪৫সূ—৭ঋ)।

সায়ন-ভাষ্যং।

হে অগ্নে বিপ্রা মেধাবিনো দিবিষ্টিষু যাগেষু ত্বাং নিদধিরে। স্থাপিতবন্তঃ। কীদৃশং হোতারং। আহ্বাতারং। ঋত্বিজং। ঋতুষু যজনশীলং। বসুবিত্তমং। অতিশয়েন ধনস্য লম্ভয়িতারং। শ্রুৎকর্ণং। শ্রবণযোগ্যকর্ণোপেতং। সপ্রথস্তমং। অতিশয়েন প্রখ্যাতং॥

দধিরে। ইরেচশ্চিত্বাদভ্যাসোদাত্তত্বং। পাদ আদ্যন্তয়োঃ। দিবিষ্টিষু। ইষ্টয় এষণানি। দিবঃ স্বর্গস্যৈষণানি যেষু যাগেষু তে দিবিষ্টয়ঃ। সর্ববিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি বচনাদিক উদাত্তত্বং ন ক্রিয়তে। বহুব্রীহৌ পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৪৫সূ—৭ঋ)॥

সপ্তম (৫৩৭) ঋকের বিশদার্থ।

যাঁহারা বিপ্র, যাঁহারা মেধাবী, যাঁহারা সাধক, তাঁহারা আপনাদিগের কর্ম্মের মধ্যে জ্ঞান-দেবতাকে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত রাখেন; অর্থাৎ, তাঁহাদিগের অভিপ্রেত সকল কর্ম্মেই জ্ঞানের সম্বন্ধ অব্যাহত থাকে। ভগবান জ্ঞান-রূপে সাধকের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহাদিগকে গতি-মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন। তাহার ফলে, ইহসংসারে ভগবৎ-প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়;—সংসার অশেষ উপকার লাভ করে। এ মন্ত্র এই ভাব প্রকাশ করিতেছে।

'হোতারং', 'ঋত্বিজং', 'বসুবিত্তমং' প্রভৃতি বিশেষণ-কয়টি সেই জ্ঞান-দেবতার স্বরূপ প্রকাশ করে। তিনিই হোতা, তিনিই ঋত্বিক, আবার তিনিই প্রকৃষ্টধনের অধিকারী, তিনিই প্রার্থনা-শ্রবণপরায়ণ, তিনিই

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! বিপ্রগণ (অর্থাৎ মেধাবিগণ) যজ্ঞক্ষেত্রে আপনাকে স্থাপিত করিয়াছেন। আপনি কীদৃশ? হোতা অর্থাৎ আহ্বাতা। ঋত্বিক অর্থাৎ ঋতুকালে যজনশীল। বসুবিত্তম অর্থাৎ অতিশয়রূপে ধনের প্রদাতা। শ্রুৎকর্ণ অর্থাৎ শ্রবণীয়যোগ্য কর্ণবিশিষ্ট। সপ্রথস্তম অর্থাৎ অতিশয় প্রখ্যাত।

দধিরে। 'ইরেচশ্চিত্বাৎ' এই নিয়মে অভ্যাসোদাত্ত হইয়াছে। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাতের অভাব ঘটিয়াছে। দিবিষ্টিষু। এষণ (ইচ্ছা) অর্থে ইষ্টি পদ ব্যবহৃত হয়। দিব অর্থাৎ স্বর্গের ইচ্ছা যে সকল যজ্ঞকর্ম্মে, সেই সকল যজ্ঞকর্ম্ম—এই অর্থে 'দিবিষ্টয়ঃ' পদ হয়। 'সর্ব্ববিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে'—এই বচন-হেতু 'উঙ' হয় নাই। বহুব্রীহি-হেতু 'পূর্ব্বপদের' প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। (১ম—৪৫সূ—৭ঋ)।

প্রখ্যাত। ভগবৎকৃপায় হৃদয়ে জ্ঞানোদয় হইলে, হোতার কার্য্য, ঋত্বিকের কার্য্য—সকল কার্য্যই তাহার দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রকৃষ্ট পরম যে ধন, তাহাও তদ্দ্বারা অধিগত হয়। সে পক্ষে, মন্ত্রের সার উপদেশ এই যে,—'যদি আপনার মঙ্গল-কামনা কর, যদি পরমার্থ-ধনের প্রয়াসী হও, সাধুগণের পদাঙ্কানুসরণে, আপনার প্রতি কর্ম্মের মধ্যে ভগবানের সম্বন্ধ রাখিয়া যাও। ভগবৎ-সম্বন্ধ-যুত কর্ম্মই গতিমুক্তির পথ প্রদর্শন করে।' * (১ম—৫সূ—৭ঋ)।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুশ্চত্বারিংশৎ-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

আ ত্বা বিপ্রা অচুচ্যবুঃ সুতসোমা অভি প্রয়ঃ।

বৃহদ্ভা বিভ্রতো হবিরগ্নে মর্ত্তায় দাশুষে॥ ৮॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। ত্বা। বিপ্রাঃ। অচুচ্যবুঃ। সুতঽসোমাঃ। অভি। প্রয়ঃ।

বৃহৎ। ভাঃ। বিভ্রতঃ। হবিঃ। অগ্নে। মর্ত্তায়। দাশুষে॥ ৮॥

---

* এই ঋকের সাধারণ-প্রচলিত অর্থ এই যে,—ঋষিগণের অগ্নিস্থাপন উপলক্ষে এই মন্ত্রটী প্রযুক্ত। মন্ত্রোচ্চারণকারী বলিতেছেন,—"ঋত্বিকগণ আপনাকে যজ্ঞস্থানে স্থাপন করেন; আপনি হোতা, ঋত্বিক, যজমানাদি ঋতুতে যাগকর্ত্তা, ধনপ্রাপক, শ্রবণযোগ্যকর্ণবিশিষ্ট, এবং অতিশয় বিখ্যাত।' ঋকের অন্তর্গত 'দিবিষ্টিষু' পদ উপলক্ষে কৌতুকপ্রদ গবেষণা দৃষ্ট হয়। ওয়েবের্ টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন,—"As GO-ISHTI means 'the striving for cows', thus DI-VISHTI means the 'striving for day' or possibly 'the striving for heaven."

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'সুতসোমাঃ' (সত্ত্বভাবসমন্বিতাঃ, বিশুদ্ধভক্তিযুতাঃ) 'মর্ত্তায়' (মরণশীলস্য) 'দাশুষে' (উপাসকস্য) 'হবিঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'বিভ্রতঃ' (ধারয়ন্তঃ, প্রদাতারঃ) 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ) 'প্রয়ঃ' (শ্রেয়ঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'বৃহৎ ভাঃ' (মহান্তং ভাসমানং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অচুচ্যবুঃ' (আগমযন্তি, আহ্বয়ন্তি)। সর্ব্বেষাং শ্রেয়াংসি অভিলক্ষ্য মেধাবিনঃ স্বপ্রকাশং জ্ঞানদেবং অর্চ্চয়ন্তি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৫সূ—৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! সত্ত্বভাবসমন্বিত (বিশুদ্ধভক্তিযুত), মরণশীল উপাসকের (সাধারণ মনুষ্যের) সত্ত্বভাবপ্রদাতা, মেধাবিগণ, (জগতের) শ্রেয়ঃসাধন লক্ষ্য করিয়া, মহৎ প্রকাশমান্ (স্বপ্রকাশ) আপনাকে সর্ব্বতোভাবে আহ্বান করেন। (১ম—৪৫সূ—৮ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে সুতসোমা অভিষুতসোমযুক্তা বিপ্রা মেধাবিন ঋত্বিজঃ প্রয়োহভি হবির্লক্ষণমন্নমভিলক্ষ্য ত্বা অচুচ্যবুঃ। আগময়ন্তি। কীদৃশং ত্বাং। বৃহৎ। মহান্তং। ভাঃ। ভাসমানং। কীদৃশা বিপ্রাঃ। দাশুষে মর্ত্তায় হবিঃপ্রদস্য যজমানস্য সম্বন্ধি হবির্বিভ্রতো ধারয়ন্তঃ॥ অচুচ্যবুঃ। চ্যুঙ্ গতৌ। অস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ লঙি ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। সিজভ্যস্তবিদিভ্যশ্চেতি ঝের্জুসাদেশঃ। জুসি চেতি গুণঃ। বৃহৎ। ভাঃ। উভয়ত্র সুপাং সুলুগিতি বিভক্তের্লুক্। বিভ্রতঃ। ডুভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। নাভ্যস্তাচ্ছতুরিতি নুমাগমপ্রতিষেধঃ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। মর্ত্তায় দাশুষে। উভয়ত্র ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী বক্তব্যেতি চতুর্থী॥ (১ম—৪৫সূ—৮ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! সুতসোম (অর্থাৎ অভিষুত সোমযুক্ত) বিপ্রগণ (অর্থাৎ মেধাবী ঋত্বিক্-গণ) হবির্লক্ষণ অন্ন লক্ষ্য করিয়া আপনাকে (নিবেদন জন্য) আগমন করেন। আপনি কীদৃশ? বৃহৎ অর্থাৎ মহৎ; ভা অর্থাৎ ভাসমান (প্রকাশমান্)। বিপ্রগণ কেমন? হবিঃপ্রদাতা যজমানের সম্বন্ধী হবিঃ ধারণ করিয়া আছেন।

অচুচ্যবু। গতি-অর্থমূলক 'চ্যুঙ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ লঙি'—এই নিয়মের ব্যত্যয়ে পরস্মৈপদ হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মে 'শপঃ' স্থানে 'শ্লুঃ'। 'সিজভ্যস্তবিদিভ্যশ্চ' এই নিয়মে 'ঝেঃ' স্থানে 'জুস্' আদেশ। 'জুসি চ' এই নিয়মে গুণ। বৃহৎ। ভাঃ। উভয়স্থানেই 'সুপাং সুলুক্' এই নিয়মে বিভক্তির লোপ হইয়াছে। বিভ্রতঃ। ধারণ-পোষণার্থ 'ডুভৃঞ' (ভৃঞ্) ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'নাভ্যস্তাচ্ছতুঃ' এই নিয়মে নুমাগমের প্রতিষেধ হইয়াছে। 'অভ্যস্তানামাদিঃ' এই নিয়মে আদ্যুদাত্ত। মর্ত্তায় দাশুষে। উভয়ত্র 'ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী' হইয়াছে। ১ম—৪৫সূ—৮ঋ)।

অষ্টম (৫৩৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের মর্ম্ম এই যে,—সত্ত্বভাবসম্পন্ন সাধকগণ জগতের জীবের মঙ্গল-কামনায় সেই স্বতঃপ্রকাশমান্ জ্ঞানদেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

'সুতসোমাঃ' পদের অর্থ 'সত্ত্বভাবসমন্বিত'; অর্থাৎ, বিশুদ্ধভক্তিযুত। এ বিষয় আমরা পূর্ব্বাপরই বুঝাইয়া আসিয়াছি। 'মর্ত্তায় দাশুষে বিভ্রতঃ' —এই ব্যাক্যাংশের সাধারণ প্রচলিত অর্থ—'হবিঃপ্রদানকারী যজমানের হবির্দ্ধারয়িতা'। এ অর্থে, পুরোহিতকে বা ঋত্বিককে লক্ষ্য থাকে। কেন-না, তাঁহারাই যজমানের প্রতিভূস্বরূপে হবির্দ্ধারণ করিয়া যজ্ঞে আহুতি প্রদান করেন। ব্যাখ্যাকারগণ ঐ লক্ষ্য রাখিয়াই অর্থ করিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু এখানে অন্য ভাব গ্রহণ করি। 'বিভ্রতঃ' পদ ধারণ ও পোষণার্থক 'ভৃঞ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। এখানে মুখ্যতঃ পোষণার্থই গ্রহণ করা যায়। মেধাবিগণের অনুকম্পায় বা প্রচেষ্টায়, উপাসক জনসাধারণের হৃদয়ে, সত্ত্বভাবের পোষণ হয়—সত্ত্বভাব ধারণার সামর্থ্য আসে। সাধু মহাত্মগণের কৃপায়ই জগতে সত্ত্বভাব বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এখানে 'মর্ত্তায় দাশুষে বিভ্রতঃ' বাক্যাংশে সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। ফলতঃ, 'বিপ্রাঃ' অর্থাৎ মেধাবিগণ (প্রাজ্ঞগণ) সত্ত্বভাবাপন্ন (ভক্তি-সমন্বিত) এবং তাঁহাদের দ্বারা মানব-সমাজে সত্ত্বভাব পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়। এই ভাবই এখানে পরিব্যক্ত। তেমন যে বিপ্রগণ, লোকহিতসাধনের জন্য, তাঁহারা সেই মহৎ স্ব-প্রকাশ জ্ঞানদেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। লোকহিতসাধনই মেধাবী সাধুগণের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সুসিদ্ধি-পক্ষেই তাঁহারা ভগবানের আরাধনা করেন। মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত। 'বিপ্রাঃ' এবং "মর্ত্তাস দাশুষে" পদে, যথাক্রমে 'সাধনার উন্নতস্তরে অবস্থিত প্রাজ্ঞগণ' (অর্থাৎ, মরণের অতীত অবস্থায় উপনীত সাধকগণ) এবং 'সাধারণ উপাসকগণ'—এই ভাব প্রকাশ পায়।* ঐ দুই পদে দুই অবস্থার উপাসকের প্রতি লক্ষ্য আছে। (১ম -৪৫সূ—৮ঋ)।

* ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার একটু নমুনা দেখুন,—(১) "হে অগ্নি! হব্যদাতার জন্য হব্য ধারণ করিয়া মেধাবী ঋত্বিকেরা যেমি প্রতিভূত করিয়া

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চচত্বারিংশং-সূক্তং। নবমী ঋক্।)

প্রাতর্যাব্ণঃ সহস্কৃত সোমপেয়ায় সন্ত্য।

ইহাদ্য দৈব্যং জনং বর্হিরা সাদয়া বসো ॥ ৯ ॥

পদ-বিশ্লেষণং

প্রাতঃ২যাব্ণঃ। সহঃ২কৃত। সোম২পেয়ায়। সন্ত্য।

ইহ। অদ্য। দৈব্যং। জনং। বর্হিঃ। আ। সাদয়। বসো ইতি ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সহস্কৃত' (বলেন মথিত, কর্ম্মণা সঞ্জাত) 'সন্ত্য' (ফলস্য প্রদাতঃ) 'বসো' (নিবাসহেতু-ভূত, সত্ত্বভাবস্য আশ্রয়স্থান, পরিত্রাণকারক ইতি যাবৎ) হে দেব। 'অদ্য' (অদ্যাবধি প্রতিদিনং, নিত্যং) 'ইহ' (অস্মিন্ কর্ম্মণি, অস্মাকং হৃদি) 'সোমপেয়ায়' (ভক্তি-সুধাপানার্থং, হৃদিস্থিতেন সত্ত্বভাবেন সহ সম্মিলনার্থং) 'প্রাতর্যাব্ণঃ' (প্রভাতে জীবন-প্রারম্ভে হৃদি স্বতঃ তিষ্ঠতঃ দেবান্) 'দৈব্যং জনং' (অন্যমপি দেবসমূহং) 'বর্হিঃ' (যজ্ঞং, কর্ম্ম, হৃদয়ং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'সাদয়' (প্রাপয়, স্থাপয়)। হে দেব! ত্বং হি কর্ম্মফলপ্রদঃ পরিত্রাণকারকোঽসি। অতঃ সর্ব্বান্ দেবভাবান্ অস্মাসু প্রাপয়। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৫সূ—৯ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

কর্ম্ম হইতে সঞ্জাত ফলের প্রদানকারী, সকল সত্ত্বভাবের আশ্রয়স্থল (আমাদিগের পরিত্রাণকারক), হে জ্ঞানদেব। (অদ্যাবধি প্রতিদিন) নিত্যকাল আমাদিগের হৃদয়ে ভক্তিসুধা-পানের জন্য ('হৃদিস্থিত সত্ত্ব-

---

ভাবের নিকট তোমাকে আহ্বান করিতেছে; তুমি মহান্ ও প্রভা-সম্পন্ন।" ইংরাজী অনুবাদ; যথা,—"The wise who have pressed Soma have made thee speed hither to the feast (which is offered to the gods), bringing great light and sacrificial food, O Agni, on behalf of the mortal worshipper."—THE VEDIC HYMNS.

ভাবের সহিত সম্মিলনার্থ) জীবন-প্রভাতে স্বতঃ-অবস্থিত (জন্মসহ সম্বন্ধযুত) দেবগণকে এবং অন্যান্য দেবসমূহকে আমাদিগের হৃদয়ে (অথবা কর্ম্মে) অধিষ্ঠিত করুন। (১ম—৪৫—৯ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সহস্কৃত বলেন মথিত সন্ত্য ফলদাতর্ব্বসো নিবাসহেতুভূতাগ্নে। ইহ দেবযজনদেশে অস্মিন্দিনে সোমপেয়ায় সোমপানার্থং প্রাতর্যাব্ণঃ প্রাতরাগচ্ছতো দেবান্ দৈব্যং জনমন্যমপি দেবতাজনং বর্হিরাসাদয়। যজ্ঞং প্রাপয়॥

প্রাতর্যাব্ণঃ। শস্তল্লোপোহন ইত্যকারলোপঃ॥ সহস্কৃত। সহতেরভিভবত্যনেনেতি সহো বলং। তেন ক্রিয়ত ইতি সহস্কৃতঃ। ওজঃসহোম্ভস্তমসস্তৃতীয়ায়াঃ। পা০ ৬।৩।৩। ইত্যলুগভাবশ্ছান্দসঃ॥ (১ম—৪৫সূ—৯ঋ)॥

• • •

নবম (৫৩৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'সহস্কৃত' 'সোমপেয়ায়' এবং 'প্রাতর্যাব্ণঃ' প্রভৃতি পদের অর্থ নিষ্কাষণে নানা সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে। 'সহস্কৃত' পদের প্রতিবাক্যে সায়ণ লিখিয়াছেন—'বলেন মথিত।' আর 'সন্ত্য' পদের প্রতিবাক্য 'ফলপ্রদাতঃ।' ইহা হইতে অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ অর্থ করিয়াছেন—'অরণি কাষ্ঠ হইতে বলপূর্ব্বক মথিত।' কিন্তু আমরা মনে করি, 'কর্ম্ম দ্বারা বিশেষ আয়াসে প্রাপ্ত যে ফল' তাহাই এখানকার লক্ষ্য। তাই ঐ দুই পদে পদের অর্থে আমরা লিখিয়াছি—'কর্ম্মণা সঞ্জাত' ও 'ফলস্য প্রদাতঃ'। ভাব এই যে 'কর্ম্মফলপ্রদাতঃ' ফলতঃ ঐ দুই পদের ভাব সমাবেশে, একত্র মিলনে, 'কর্ম্মফলপ্রদাতঃ' এইরূপ প্রতি বাক্য

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সহস্কৃত (অর্থাৎ, বলের দ্বারা মথিত) ফলপ্রদ, নিবাসহেতুভূত অগ্নে! এই দেবযজনদেশে এই দিনে সোমপানের জন্য প্রাতঃকালে আগমনশীল দেবগণকে ও অন্যান্য দেব-জনকে যজ্ঞ প্রাপ্ত করুন।

• প্রাতর্যাব্ণঃ। 'শস্তল্লোপোহন' এই নিয়মে অকারের লোপ হইয়াছে। • সহস্কৃত। এতদ্দ্বারা অভিভব হয়—এই অর্থে, সহ শব্দে বল বুঝায়। তাহার দ্বারা কৃত হইয়াছে—এই অর্থে 'সহস্কৃতঃ' পদ হয়। 'ওজঃসহোম্ভস্তমসস্তৃতীয়ায়াঃ' এই পাণিনীয় সূত্রে (পা০ ৬।৩।৩।) ছান্দসে অলুকের অভাব হইয়াছে। (১ম—৪৫সূ—৯ঋ)।

আমরা গ্রহণ করিতে পারি। 'সোমপেয়ায়' পদে ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য পানের ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 'সোম' যে কি,—তাহা বুঝিলে, ঐ পদের অর্থ-সম্বন্ধে কোনই সংশয় থাকিবে না। ঐ পদে "ভক্তিসুধা-পানের' অর্থাৎ হৃদয়ে 'সত্ত্ব-ভাবের সহিত সত্ত্ব-স্বরূপ দেবতার সম্মিলন' এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'প্রাতর্যাবাণঃ' পদের বিষয় পূর্ব্বে (১ম—১১সূ—১০ঋ) আলোচনা করিয়াছি। এখানে 'প্রাতর্যাব্‌ণঃ' পদেও সেই ভাব আসে। জীবন-প্রভাতে অর্থাৎ শিশুকালে, সত্য সরলতা প্রভৃতি সদ্ভাবসমূহ হৃদয়ে স্বতঃ-সঞ্চারিত হয়। বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে, সংসারের কুটিলতার সহিত মিশিতে মিশিতে, সে সকল ভাব লোপ পায়। এখানে প্রার্থনায় বলা হইয়াছে,— 'সেই সকল দেবভাবকে আমার হৃদয়ে আবার ফিরাইয়া আনিয়া দেন ;— আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর দেবভাবে আমার হৃদয় বিমণ্ডিত হউক।' মন্ত্রের অন্তর্গত 'বসো' পদ বিবিধ ভাব আনয়ন করে। আপনি সত্ত্বভাবের আশ্রয়, আপনি আমাদিগের নিবাসস্থান অর্থাৎ পরিত্রাণ-কারক—এই ভাবই এখানে সঙ্গত ও সমীচীন হয়। (১ম—৪৫সূ—৯ঋ)।

দশমী ঋক্‌।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চচত্বারিংশৎ-সূক্তং। দশমী ঋক্‌।)

অর্ব্বাঞ্চং দৈব্যঞ্জনমগ্নে যক্ষ্ব সহূতিভিঃ।

অয়ং সোমঃ সুদানবস্তং পাত তিরোঅহ্ন্যং ॥ ১০ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অর্ব্বাঞ্চং। দৈব্যং। জনং। অগ্নে। যক্ষ্ব। সহূতিঽভিঃ।

অয়ং। সোমঃ। সুঽদানবঃ। তং। পাত। তিরঃঽঅহ্ন্যং ॥ ১০ ॥

অম্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'উক্তিভিঃ সহ' (যজ্ঞাভিঃ সহ, অস্মাকং শ্রেয়ঃসাধনৈঃ সহ) 'অর্বাঞ্চং' (অনুকূলং) 'দৈব্যজনং' (দেবসজ্জং, দেবভাবনিবহং) 'যক্ষ' (আনয়ন, অস্মান্ প্রাপয়, অস্মান্ দেবভাবসম্পন্নান্ কুরু ইতি ভাবঃ)। 'সুদানবঃ' (সুষ্ঠুফলপ্রদাতারঃ হে দেবাঃ) 'অয়ং সোমঃ' (অস্মাকং যঃ সত্ত্বভাবঃ), 'তিরো অহ্ন্যং' (হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা নিত্যোৎপন্নং, দিনভবং, স্বতঃসঞ্জাতং) 'তং' (সোমং, সত্ত্বভাবং) 'পাত' (পিবত, গৃহ্লাতু, তৎসহ যুষ্মাকং সম্মিলনং ভবতু ইতি ভাবঃ)। যেন বয়ং দেবভাবসম্পন্না ভবামঃ, হে দেব, তদনুগ্রহং কুরু; অপিচ, অস্মাকং দিনভবং সত্ত্বভাবং দেবসান্নিধ্যং প্রাপয়। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৫সূ—১০ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আমাদিগের শ্রেয়ঃসাধনোদ্দেশ্যে অনুকূল দেবভাব-সমূহকে আমাদিগকে প্রদান করুন। সুষ্ঠুফলপ্রদাতা হে দেবগণ! আমাদিগের যে সত্ত্বভাব, হেলায় শ্রদ্ধায় নিত্যোৎপন্ন সেই সত্ত্বভাব, আপনারা গ্রহণ করুন (আমাদিগের স্বতঃসঞ্জাত সত্ত্বভাবের সহিত আপনাদিগের সম্মিলন হউক)। (১ম—৪৫সূ—১০ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে। অর্বাঞ্চমভিমুখং দৈব্যং জনং দেবতারূপং প্রাণিনং সুহূতিভিঃ শোভনাহ্বানৈর্দেবাহুতৈঃ সহ যক্ষ্ব। যজ। হে সুদানবঃ সুষ্ঠু ফলদাতারো দেবাঃ। অয়ং সোমো যুষ্মদর্থং সোমঃ পুরতো বর্ত্ততে। তং সোমং পাত। পিবত। কীদৃশং। তিরোঅহ্ন্যং। এতন্নামকং। পূর্ব্বস্মিন্নহন্যভিষুতো যঃ সোম উত্তরেঽহনি হূয়তে তত্তিরোঅহ্ন্যমেবেয়ং।

দৈব্যাং। দেবাত্যঞ্ঞাবিতি প্রাগ্দিব্যতীয়ো যঞ্। যক্ষ্ব। লোটি বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। প্রত্যয়স্বরাভাবশ্ছান্দসঃ। অগ্ন ইত্যস্য পাদাদৌ বর্ত্তমানত্বাদাষ্টমিকং পূর্ব্বসবিভক্ত্যা-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি সম্মুখবর্ত্তী দেবতারূপ প্রাণীদিগকে অন্য দেবতাগণের সহিত সমান আহ্বানের দ্বারা যজনা করুন। হে সম্যক্ ফলপ্রদানকারী দেবতাগণ! এই সোমরস আপনাদিগের নিমিত্ত সম্মুখে বিদ্যমান্ রহিয়াছে; সেই সোমরস পান করুন। তাহা কিরূপ? "তিরো অহ্ন্য" নামক; অর্থাৎ যে সোমরস পূর্ব্বদিনে অভিষুত হইয়া পর দিবস আহুত হয়।

দৈব্যাং। এই পদে 'দেবাত্যঞ্ঞৌ' এই নিয়মে প্রাগ্দীব্যতীয় 'যঞ্' প্রত্যয় হইয়াছে। যক্ষ্ব। 'লোটি বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে 'শপ্' লোপ, এবং প্রত্যয়স্বরের অভাব-হেতু ইহা ছান্দসিক প্রয়োগ। অগ্নে। ইহার পাদের আদিতে বর্ত্তমান 'আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিভক্তমেব'

বহিতাবিদ্যমানবত্বাৎ তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতাভাবঃ। সহূতিভিঃ। সমানাহূতিরাহ্বানং যেষাং তে সহূতয়ঃ। সমানস্য ছন্দসীতি সভাবঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। পাত। পা পানে। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। তিরো অহ্ন্যং। অহনি ভবমহ্ন্যং। ভবে ছন্দসি যৎ। নস্তদ্ধিতে ইতি টি লোপো ন ভবতি। অহ্ণষ্টখোরেব। পা০ ৬।৪।১৪৫ ইতি নিয়মাৎ। তসংজ্ঞায়ামস্লোপোঽন ইত্যকারলোপঃ। যেঁচাভাব কর্ম্মণোঃ। পা০ ৬।৪।১৬৮। ইতি প্রকৃতিভাবস্য সর্ব্ববিধীনাং ছন্দসি বিকল্পিতত্বান্ন ক্রিয়তে। তিরোতিরোঽহ্ন্যাতিরোঅহ্ন্যং। প্রকৃত্যান্তঃ পাদমব্যপরে ইতি প্রকৃতিভাবঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ (১ম—৪৫সূ—১০ঋ)।

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে দ্বাত্রিংশো বর্গঃ ॥ ৩২ ॥

দশম (৫৪০) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এই ঋকের দুই পংক্তিতে দুইরূপ ভাব প্রকাশ পাইতেছে। প্রথম পংক্তির চলিত অর্থের মর্ম্ম এই যে, প্রথমতঃ অগ্নিদেবকে (পুরোহিতকে বা ঋষিকে) যেন বলা হইতেছে—'আপনি সমান আহ্বানের সহিত সকল দেবগণকে পূজা করুন।' তাহার ভাব আসিতে পারে এই যে, আপান কাহারও আহ্বানে ইতর-বিশেষ করিবেন না। দ্বিতীয় পংক্তির চলিত অর্থের ভাব এই যে, এখানে বহু দেবতার সম্বোধন আছে, এবং তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া যেন বলা হইতেছে,—'এই সোমরস-রূপ মাদকদ্রব্য গতকল্য হইতে প্রস্তুত রহিয়াছে; আপনারা তাহা পান

ইত্যাদি কারণে, অবিদ্যমানত্ব-হেতুক "তিঙ্ঙতিঙ" এই নিয়মানুসারে নিঘাতের অভাব হইয়াছে। সহূতিভিঃ। সমান আহ্বান যাঁহাদের—এই অর্থে 'সহূতয়' পদ হয়। "সমানস্য ছন্দসি" এই বিধানে সমান স্থানে 'স' আদেশ হইয়াছে। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বর-বিশিষ্ট হইয়াছে। পাত। পা-ধাতুর অর্থ পান করা বুঝায়। "বহুলং ছন্দসি" এই নিয়মানুসারে শপের লোপ হইয়াছে। তিরোঅহ্ন্যং। দিবসে যাহা হয়, তাহাকে "অহ্ন্য" বলা যায়। "ভবে ছন্দসি" এই বিধানে যৎ-প্রত্যয়। 'নস্তদ্ধিতে' এই নিয়মে টি লোপ হয় নাই। 'অহ্ণষ্টখোরেব' (পা০ ৬।৪।১৪৫) এই সূত্রানুসারেও টি লোপ হয় না। "তসংজ্ঞায়ামস্লোপোঽন" এই নিয়মানুসারে অকারের লোপ। "যে চাভাবকর্ম্মণোঃ" (পা০ ৬।৪।১৬৮) এই সূত্রানুসারে প্রকৃতি ভাব হইয়াছে; কিন্তু সমস্ত বিধি-সম্বন্ধে ছান্দসিক প্রয়োগ বিকল্পে হয় বলিয়া, সন্ধি বর্জ্জন করা হইল না। 'তিরোতিরোঽহ্ন্যাতিরোঅহ্ন্যং' এই স্থলে "প্রকৃত্যান্তঃ পাদং" এই নিয়মে প্রকৃতিভাব হইল। অব্যয়-পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। (১ম—৪৫সূ—১০ঋ) ॥

ইতি প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বাত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

করুন।' এক পক্ষে, পুরোহিতকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে; অন্য পক্ষে, সকলকেই মাদক-দ্রব্য পানের জন্য আহ্বান করা হইতেছে।

এখন, ঋকের প্রথম পংক্তির অন্তর্গত পদ-কয়েকটীর অর্থের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রথম—'অগ্নে' পদ। ঐ পদে সাধারণতঃ ত্রিবিধ ভাব মনে আসিতে পারে। অগ্নি-নামক ঋষিকে সম্বোধন করিয়া ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে; ইহাও বলা যায়। আবার জ্বলন্ত অগ্নিকে (বহ্নিকে) সম্বোধনে ঐ পদের প্রয়োগ আছে বলিয়াও মনে করিতে পারি। পুনশ্চ, জ্ঞানাগ্নির সম্বোধনে ঐ পদ প্রযুক্ত বলিয়াও মনে করা যায়। আমাদের অর্থে, ঐ পদে জ্ঞানদেবতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রাখিতে গেলে, সেই অর্থই সমীচীন হয়। দ্বিতীয় পদ—'সজূর্ভিঃ'। সায়ণের অর্থ এখানে একটু জটিল। তাঁহার প্রতিবাক্য (সমানাহ্বানৈর্দ্দেবান্তরৈঃ সহ) অনুসারে, ঐ পদের ভাবে, 'অগ্নে' পদে পূর্ব্বোক্ত তিনরূপ অর্থই গ্রহণ করা যাইতে পারে। অগ্নিকে ঋষি বা পুরোহিত ভাবে সম্বোধন করিয়াও তৎসহ 'সজূর্ভিঃ' পদ প্রয়োগ করা যায়; এবং অগ্নিকে 'জ্ঞানদেবতা' বা 'সাধারণ অগ্নি' বলিয়া মনে করিলেও, ঐ প্রতিবাক্যে, ঐ পদের উপযোগিতা প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং সায়ণের ভাষ্যের সহিত এখানে কাহারও মতান্তর ঘটিতে পারে না। যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, সায়ণের ভাষ্যে, এখানে তিনি সেই ভাবই প্রাপ্ত

---

* সায়ণ-ভাষ্যে প্রচলিত অর্থের একটা আভাষ আছে। তদ্ভিন্ন, দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ এবং একটি ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(১) "হে অগ্নে, আপনি অনুকূল দেবতাসকলকে সমান আহ্বানের সহিত পূজা করেন। হে সুন্দরফলদানশীল দেবগণ, তিরোঅহ্ন নামক পুরোডাশের অভিযুক্ত সোম আপনাদিগের নিমিত্ত বর্ত্তমান আছে; আপনারা সোম পান করুন।"

(২) "হে অগ্নি! সমুখস্থ দেবতা-রূপ প্রাণীকে (দেবগণের সহিত) সমান আহ্বান দ্বারা অর্চ্চনা কর; হে দানশীল দেবগণ! এই সোম তোমাদিগের জন্য কল্য প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা পান কর।"

(3) "Sacritice, O Agni, with joint invocations, and bring hither the divine host. This is the same, O raingiving gods. Drink (the Soma) which has been kept over night.

বুঝিয়া দেখুন, কোন্ পদে কি অর্থ কোন্ ব্যাখ্যাকার গ্রহণ করিয়াছেন। 'সুদানবঃ' পদের অর্থ ইংরাজীতে হইয়াছে—"Rain-giving gods." সোম—মাদক দ্রব্য—মাদক এবং 'তিরোঅহ্ন্য'—পুরোডাশের মদ। এই অর্থই প্রায় সর্ব্বত্র ব্যাখ্যাত দেখি।

হইবেন। তবে 'যক্ষ্' ক্রিয়া-পদের ভাব বিভিন্নরূপ অর্থানুসারে অন্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ঐ পদে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আমাদিগের অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে দৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের প্রথম পংক্তির অপর দুইটী পদ—'অর্ব্বাঞ্চং' এবং 'দৈব্যজনং'। 'অর্ব্বাঞ্চঃ' পদে 'অভিমুখং' বা 'অনুকূলং' প্রতিবাক্য প্রযুক্ত হয়। তাহাতে কেহ বা 'সম্মুখস্থ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; কেহ বা (ইংরাজী অনুবাদ দেখুন) 'এদিকে' ভাব পরিগ্রহ করেন। 'দৈব্যজনং' পদে সায়ণের অর্থ—'দেবতারূপং প্রাণিনং।' ইহাতে নানা ভাব গ্রহণ করা যায়। যাঁহারা পরম জ্ঞানী, তাঁহারা সংসারের প্রাণী মাত্রের মধ্যেই দেবত্বের বিকাশ দেখিতে পান। সে লক্ষ্যও এখানে প্রকটিত আছে মনে করিতে পারি। তবে, দুঃখের বিষয়, অনুবাদাদিতে কোথাও সে ভাব ব্যক্ত নহে।

অতঃপর পূর্ব্বোক্ত পদ-কয়েকটির যে অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহার ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার করিয়া দেখুন। আমরা 'অগ্নে' পদকে জ্ঞানদেবতার সম্বোধনে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করি। 'ঊতিভিঃ' পদের 'রক্ষাভিঃ' অর্থ পূর্ব্বাপর আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। এখানে আমরা সেই ভাবের অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। 'সহ' ও 'ঊতিভিঃ' পদদ্বয়ের যোগে 'সহূতিভিঃ' পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে জ্ঞানদেবতার নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে দেব! আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন; আপনি আমাদিগের শ্রেয়ঃসাধন করুন।' তার পর এখন "অর্ব্বাঞ্চং দৈব্যজনং যক্ষ্" এই বাক্যাংশের সার্থকতা দেখুন। উহার ভাব এই যে,—'আমাদিগের রক্ষার জন্য, আমাদিগের শ্রেয়ঃসাধন উদ্দেশে, আমাদিগকে দেবভাব সমন্বিত করুন।' জ্ঞানপ্রভাবেই মানুষ দেবত্বের অধিকারী হয়; জ্ঞান-সাহায্যেই মানুষের শ্রেয়ঃসাধনানুকূল দেবভাবসমূহ মানুষকে প্রাপ্ত হয়। এখানে প্রার্থনায় সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকটিত। বলা হইতেছে,—'হে জ্ঞানস্বরূপ ভগবন! হে জ্ঞানময় দেবতা! আমাদিগের শ্রেয়ঃসাধনের উপযোগী দেবভাবসমূহ আমাদিগকে প্রদান করুন।'

উপসংহারে মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তির বিষয় অনুধাবন করা যাউক। এই অংশের তিনটী পদ বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। প্রথম 'সুদানবঃ'। ঐ পদের অর্থ—বহু বা শ্রেষ্ঠ দানশীল। ঐ পদ অন্যত্র

একবচনে প্রয়োগ দেখিয়াছি। এখানে 'পাত' ক্রিয়াপদের সহিত উহার সম্বন্ধ-সূচনায় উহা বহুবচনের সম্বোধন-পদ মধ্যে পরিগণিত। তাহাতে, যে সকল দেবগণ সদ্বস্তু বা সদ্ভাব দান করেন, অথবা যে সকল দেবভাব হইতে আমরা পরমধনের অধিকারী হই, ঐ পদে তাঁহাদিগকে বুঝাইতেছে। দ্বিতীয় আলোচ্য পদ—'তিরোঅহ্ন্যং'। এই পদের অর্থ, আমাদিগের ব্যাখ্যায়, সম্পূর্ণরূপ অন্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। 'সোম' শব্দে 'লতার রস' (মাদক দ্রব্য) বুঝায়—এই ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকায়, 'তিরোঅহ্ন্যং' পদও তদনুসারী অর্থ-প্রকাশক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু 'সোম' যে 'লতার রস—মাদক দ্রব্য' নহে,—ইহা স্মরণ হইলে, 'তিরোঅহ্ন্যং' পদে কখনও 'পূর্ব্বদিনের সঞ্চিত' অর্থ আসিত না। লতার রস পচাইলে (তাড়ির ন্যায়) মাদকতা-সম্পন্ন হয়। সেই ভাব মনে আসায়, 'তিরোঅহ্ন্যং' পদ সেইরূপ অর্থই সূচনা করিয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, 'সোম'—লতার রস নহে, এবং 'তিরো-অহ্ন্যং' পদও 'কল্যকার সঞ্চিত' অর্থ প্রকাশ করে না। তবে কি? ঐ পদে তবে কি বুঝায়? 'তিরস্' শব্দের ভাব—অবজ্ঞায়, হেলায়-শ্রদ্ধায়। প্রতিদিন হেলায়-শ্রদ্ধায় (আমাদের অজ্ঞাতসারে) কিছু-না-কিছু সৎকর্ম্ম স্বতঃ-অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আমরা বলি, 'তিরোঅহ্ন্যং' পদ সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। আমরা ঐ পদের প্রতিবাক্যে তাই 'হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা নিত্যোৎপন্নং' 'দিনভবং' 'স্বতঃসঞ্জাতং' প্রভৃতি রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সে পক্ষে প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে দেবগণ! যে সোম, যে সত্ত্বভাব, যে ভক্তিসুধা, স্বতঃ উৎপন্ন হয়, আমাদিগের—অধম অজ্ঞ আমাদিগের—সেইটুকুমাত্র (অয়ং সোমঃ) সম্বল আছে; আমাদিগের প্রয়াসে বা চেষ্টায় আমরা কোনও সৎকর্ম্মই সাধিত করি নাই; স্বতঃসঞ্জাত যে সত্ত্বভাবটুকু, সেইটুকু মাত্র লক্ষ্য করিয়া, আপনারা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন, আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।' ফলতঃ, মন্ত্রাংশে পূর্ব্বদিনের সঞ্চিত (পচনশীল লতার রস) মাদক-দ্রব্য-পানের জন্য দেবগণকে আহ্বান করা হয় নাই; পরন্তু, স্বতঃসঞ্জাত সত্ত্বভাবের দ্বারা সত্ত্বভাবসমূহকে আকর্ষণ করার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম—৪৫সূ—১০ঋ)।

—•—

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

—:•:—

প্রথমং মণ্ডলং। নবমোঽনুবাকঃ। ষট্চত্বারিংশৎ-সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। ত্রয়স্ত্রিংশাদারভ্য পঞ্চত্রিংশ পর্য্যন্তং ত্রয়ো বর্গাঃ।

• • •

ষট্চত্বারিংশৎ-সূক্তং।

—•—

এই সূক্তটি অশ্বিনীকুমার নামক দেবতাদ্বয়ের উপাসনা-মূলক। প্রসঙ্গতঃ ইহা দেবতার, ঊষা দেবতার ও অগ্নি দেবতার উল্লেখ আছে। এই সূক্তটি প্রথম অষ্টকের অন্তর্গত তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ সূক্ত।

এই সূক্তে অশ্বিদ্বয়ের বিবিধ কর্ম্ম-মাহাত্ম্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদিগের রথ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসে, তাঁহারা সমুদ্র-পথে নৌকায় গমনাগমন করেন, তাঁহারা সোমপান করিয়া প্রীত হন, তাঁহারা উপাসকদিগকে ধন বিতরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ নানা প্রসঙ্গ ভাষ্যাভাষে ও ব্যাখ্যামুখে উল্লিখিত আছে দেখিতে পাই। বেদ—কল্পতরু-বিশেষ। যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, বেদে সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হইবেন। সুতরাং বেদের বিভিন্ন বিপরীত অর্থ হওয়া অসম্ভব নহে।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়-সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমরা অনেক আলোচনা করিয়াছি। তাঁহাদিগকে মানুষ-ভাবে দেখিলে, এক মূর্ত্তিতে দেখা যায়; দেব-ভাবে দেখিলে, অন্য আর মূর্ত্তিতে ইহারা প্রতিভাত হয়েন। ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক তাঁহাদিগকে একরূপ মূর্ত্তিতে দেখিবেন; ভাবুক ভক্ত তাঁহাদিগকে আর এক মূর্ত্তিতে দেখিবেন; জ্ঞানীর নিকট তাঁহারা একভাবে প্রতিভাত হইবেন; অজ্ঞানীর নিকট তাঁহারা আর একভাবে উপস্থিত হইবেন। তাঁহাদের বিষয়-আলোচনায়, যেমন মধু ও মধ প্রভৃতি পদ-দৃষ্টে কালাকালের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারিবে, এবং প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতি-প্রতিষ্ঠার পরিচয় দেওয়া যাইতে পারিবে। অন্য পক্ষে, তাঁহাদের বিষয় আলোচনায়, মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য অবগত হওয়া যাইবে; তাঁহাদের বিষয় আলোচনায়, পরমার্থের সন্ধান পাওয়া যাইবে। এক একটী মন্ত্রের ব্যাখ্যার ও আলোচনার অনুসরণ করুন। সকল দিকের সকল ভাব এবং সকল দিকের সকল তত্ত্বই অধিগত হইবে।

—•—

ষট্‌চত্বারিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা।)

এষো উষা ইতি পঞ্চদশর্চং তৃতীয়ং সূক্তং প্রস্কণ্বস্যার্ষং। ইদমুত্তরঞ্চাশ্বিনং গায়ত্রীছন্দস্কং। অত্রানুক্রমণিকা। এষো পঞ্চোনাশ্বিনং তু গায়ত্রমিতি॥ প্রাতরনুবাক আশ্বিনে ক্রতৌ গায়ত্রীছন্দস্যাশ্বিন শস্ত্রে চেদং সূক্তং। অথাশ্বিন এষো উষাঃ। আ০ ৪।১৫। ইতি সূত্রিতং॥ তত্র প্রথমামৃচমাহ॥

প্রথম-মণ্ডলস্য নবমানুবাকে ষট্‌চত্বারিংশৎ সূক্তং। প্রস্কণ্ব ঋষিঃ। গায়ত্রীছন্দঃ। অশ্বিনৌ দেবতা। প্রাতরনুবাকে আশ্বিনে ক্রতৌ বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌চত্বারিংশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

এষো উষা অপূর্ব্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিবঃ।

স্তুষে বামশ্বিনা বৃহৎ॥ ১॥

পদ-বিশ্লেষণং।

এষো ইতি। উষাঃ। অপূর্ব্ব্যাঃ। বি। উচ্ছতি। প্রিয়া। দিবঃ।

স্তুষে। বাং। অশ্বিনা। বৃহৎ॥ ১॥

সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'এষো উষা' ইতি পঞ্চদশসংখ্যক ঋক্‌বিশিষ্ট তৃতীয় সূক্তের ঋষি প্রস্কণ্ব। এই সূক্তটি গায়ত্রীছন্দঃগ্রথিত আশ্বিন-সূক্ত। এ বিষয়ের অনুক্রমণিকা,—"এষো পঞ্চোনাশ্বিনং তু গায়ত্রং" ইত্যাদি। প্রাতরনুবাকে আশ্বিন-যাগে ও আশ্বিন-শস্ত্রে এই সূক্ত প্রযুক্ত হয়। "অথাশ্বিন এষো উষাঃ" (আ০ ৪।১৫) এইরূপ সূত্রিত আছে।

তাহাতেই এই প্রথমা ঋক কথিত হইতেছে।

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'এষঃ' (জ্ঞানিগণৈঃ পরিদৃশ্যমানা) 'অপূর্ব্যাঃ' (অভিনবত্বসম্পন্না) 'প্রিয়া' (রমণীয়া) 'উষা' (জ্ঞানোন্মেষকারিণী উষোদেবতা) যদা 'দিবঃ' (দ্যুলোকাৎ, স্বর্গাৎ—আগত্য ইতি ভাবঃ) 'বুচ্ছতি' (অজ্ঞানান্ধকারং নাশয়তি) তদা 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'বাং' (যুবাং) 'স্তুষে' (স্তৌমি, আরাধয়ামি)। জ্ঞানোন্মেষপ্রকাশেন বয়ং দেবপূজাপরায়ণা ভবাম ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৬সূ—১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সেই (জ্ঞানিগণের দৃশ্যমানা) অভিনবত্বসম্পন্না রমণীয়, জ্ঞানোন্মেষকারিণী উষো দেবতা, যখন দ্যুলোক হইতে আসিয়া অজ্ঞানান্ধকার নাশ করেন, তখন, হে অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিবিনাশক দেবদ্বয়, আমি আপনাদিগের আরাধনা করি। (আমাদিগের হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ হইলে, আমরা দেবপূজাপরায়ণ হই—ইহাই ভাবার্থ)। (১ম—৪৬সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

এষো এষাস্মাভিঃ পরিদৃশ্যমানা প্রিয়া সর্ব্বেষাং প্রীতিহেতুরপূর্ব্যা পূর্ব্বেষু যাগাদিকালেষু বিদ্যমানা ন ভবতি কিন্ত্বিদানীমুষ উষোদেবতা দিবো দ্যুলোকস্য সকাশাদাগত্য ব্যুচ্ছতি। তমো বর্জ্জয়তি। হে অশ্বিনৌ বাং যুবাং বৃহৎ প্রভূতং যথা ভবতি তথা স্তুষে। স্তৌমি॥ স্তুষে। ষ্টুঞ্ স্তুতৌ। ইটঃ ইত্বং অনুষ্ঠানৈকবচনস্য মধ্যমৈকবচনাদেশঃ। যদ্বা লেট্যুত্তমৈকবচনে সিব্বহুলং লেটীতি সিপ্। (১ম—৪৬সূ—১ঋ)।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই আমাদিগের পরিদৃশ্যমান, সকল লোকের প্রীতি-হেতুক উষা, পূর্ব্বে অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি-কালে অবিদ্যমান ছিলেন; কিন্তু ইদানীং সেই উষা দেবতা দ্যুলোকসকাশ হইতে আসিয়া তমোনাশ করিতেছেন। হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনাদিগের উভয়কে প্রভূত স্তব করিতেছি।

স্তুষে। স্তবার্থক ষ্টুঞ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'ইটঃ ইত্বং অনুষ্ঠান' নিয়মে উত্তম পুরুষের একবচন-স্থলে মধ্যম পুরুষের এক বচন আদেশ হইয়াছে। অথবা, 'লেট্যুত্তম' বচনে সিব্বহুলং লেটি'—এই নিয়মে 'সিপ্' হইয়াছে। (১ম—৪৬সূ—১ঋ)॥

প্রথম (৫৪১) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের প্রচলিত অর্থের আভাষ, সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদেই প্রাপ্ত হইবেন। রাত্রি-প্রভাতে উষা-সমাগমে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের পূজা আরম্ভ হয়। সাধারণ প্রচলিত অর্থে, মন্ত্রে এই ভাব মাত্র প্রাপ্ত হই। *

কিন্তু 'উষা দেবতা' বলিতে যে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং 'অশ্বিনীকুমার দেবদ্বয়' যে যে ভগবদ্বিভূতির প্রকাশক হয়েন, তাহাতে মন্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণ অন্য পথ পরিগ্রহ করে। যে দেবতার অনুকম্পায় বা হৃদয়ে যে দেবভাবের বিকাশে জ্ঞানোন্মেষ হয়, সেই দেবতাকে 'উষা দেবতা' বলিয়া মনে করি। এ বিষয় পূর্ব্বেও আলোচনা করিয়াছি। অশ্বিদ্বয় বলিতে অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধিনাশক দেবদ্বয়কে বুঝাইয়া থাকে। এ বিষয়ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচিত হইয়াছে। ঐ দুই দেবতার স্বরূপতত্ত্ব হৃদয়ে ধারণা হইলে, তখন আর মন্ত্রার্থ নিষ্কাষণে কোনরূপ দ্বিধাভাব বা অন্তরায় আসিতে পারে না। জ্ঞানোন্মেষ হইলেই দেবতার পূজায় (দেবভাব-সঞ্চয়ে) প্রবৃত্তি আসে। বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ ব্যাধি-বিনাশই সে প্রবৃত্তির প্রথম প্রচেষ্টা। ভগবৎ-কৃপায় জ্ঞানোন্মেষ হইলে, মানুষ প্রথমে অন্তরস্থিত ও বহিঃস্থিত ব্যাধি দূর করিতে প্রয়াস পায়। এখানে এ মন্ত্রে সেই ভাবই পরিব্যক্ত।

প্রার্থনা-পক্ষে এখানে যেন বলা হইতেছে,—'হে জ্ঞানোন্মেষকারিণি দেবি! আপনি আমার জ্ঞানোন্মেষ করিয়া দেন। আর হে অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক দেবদ্বয়! আমি যেন আমার জীবন-প্রভাতে প্রথমেই আপনাদিগের পূজায় প্রবৃত্ত হই। আপনাদিগের কৃপায় আমার বহিরন্তর বিশুদ্ধ হউক।' (১ম—৬সূ—১ঋ)।

---

* ঋকের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ দেখুন। কি অর্থ উপলব্ধ হয়, তাহাতেই বুঝিয়া লইবেন। বঙ্গানুবাদ; যথা,—"আমাদিগের দৃশ্যমান সকলের প্রীতিজনক উষা দেবতা মধ্য রাত্রিতে অগোচর ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে স্বর্গ হইতে আগমন করিয়া অন্ধকার বিনাশ করিতেছেন। হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনাদিগকে বিস্তর স্তব করি।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌চত্বারিংশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

যা দস্রা সিন্ধুমাতরা মনোতরা রয়ীণাং।

ধিয়া দেবা বসুবিদা ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যা। দস্রা। সিন্ধু ১ মাতরা। মনোতরা। রয়ীণাং।

ধিয়া। দেবা। বসুঽবিদা ॥ ২ ॥

অধ্যাত্মিকা ব্যাখ্যা।

'যা' (যৌ, প্রসিদ্ধৌ) 'দস্রা' (দস্রৌ, আধিব্যাধিনাশকৌ) 'সিন্ধুমাতরা' (স্নেহধারাক্ষরণশীলৌ, যথা—অনন্তস্নেহসমুদ্রসমুদ্ভবৌ) 'রয়ীণাং' (পরমার্থরূপধনানাং) 'মনোতরা' (মনস্তরৌ, সদাপ্রদানার্থং মননশীলৌ, সদাবিতরণকামৌ) 'বসুবিদা' (বসুবিদৌ, সকলসম্পদাং লম্ভয়িতারৌ) 'দেবা' (দেবৌ, দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তৌ) তৌ 'ধিয়া' (মনসা, কর্ম্মণা চ) স্তৌমি ইতি শেষঃ। সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিপ্রদৌ স্নেহকরুণাসম্পন্নৌ দেবৌ সদৈব অস্মাকং স্তবনীয়ৌ আরাধনীয়ৌ চ ভবতঃ ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৬সূ—২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

যে প্রসিদ্ধ আধিব্যাধিনাশক, স্নেহক্ষরণশীল, পরমার্থধনবিতরণাভিলাষী, সকল-সম্পৎপ্রদাতা দেবদ্বয় (অশ্বিদেবদ্বয়), তাঁহাদিগকে হৃদয়ের সহিত (কর্ম্মের দ্বারা) স্তব করি। (সেই দেবদ্বয় আমাদিগের সদা অর্চ্চনীয় হউন—এই ভাব)। (১ম—৪৬সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

যা দেবা যাবুভাবশ্বিনৌ বক্ষ্যমাণগুণযুক্তৌ তৌ স্তব ইতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। কীদৃশৌ। দস্রা। দস্রৌ দর্শনীয়ৌ। সিন্ধুমাতরা। সমুদ্রমাতৃকৌ। যদ্যপি সূর্য্যাচন্দ্রমসাবেবং সমুদ্রজৌ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে দেবগণ অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ যে গুণসম্পন্ন অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তাঁহাদিগকে স্তব করি—ইতি পূর্ব্বের সহিত অন্বয়। তাঁহারা কিরূপ? [illegible] অতি মনোজ্ঞ এবং সিন্ধুপুত্র।

ভগাপাংশ্বিনোঃ কেষাঞ্চিন্মতে শুক্লপক্ষ্যন্তর্গতাস্তৎ। রয়ীনাং ধনানাং মনোতরা। মনসা তারয়িতারৌ। ধিয়া কর্ম্মণা বসুবিদা নিবাসস্থানস্য লম্ভয়িতারৌ॥

মনোতরা। মনসা তরন্ত ইতি মনোতরৌ। তরতেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ প্লাদোরবিত্যপ্‌। পূর্ব্বপদান্তস্য সকারস্য রুত্বে সতি ছান্দসমুত্বং। রয়ীণাং। নামন্যতরস্যামিতি নাম উদাত্তত্বং। ধিয়া। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। বসুবিদা। বসূনি নিবাসস্থানানি বিন্দত ইতি বসুবিদৌ। ক্বিপ্‌ চেতি ক্বিপ্‌॥ (১ম—৪৬সূ—২ঋ)॥

• • •

দ্বিতীয় (৫৪২) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এই ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী পদের অর্থ উপলক্ষে ঋকটি বিভিন্ন বিপরীত ভাব ব্যক্ত করিতেছে। প্রথম—'দস্রা' পদ। এই পদের অর্থ পূর্ব্বে নানারূপ প্রকার লিখিয়া আসিয়াছেন; এখানে আবার আর এক প্রকার লিখিয়াছেন। পূর্ব্বে ঐ পদে 'রিপুনাশক' 'শত্রুনাশক' অর্থ দেখিয়াছি; এখানে ঐ পদে 'দর্শনীয়' অর্থ দেখিতেছি। * আমরা পূর্ব্বাপর একভাবের অর্থই গ্রহণ করিলাম। অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে প্রযুক্ত ঐ পদ, অশ্বিদ্বয়ের স্বরূপ ব্যক্ত করিতেছে। তাঁহারা যে আশ্ব্যাদি-

যাঁহারা দর্শনীয় এবং চন্দ্রকান্তি সমুদ্রের সন্তান অর্থাৎ সমুদ্র হইতে উৎপন্ন, তথাপি কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে, যেরূপ শুক্লপক্ষ-হেতু অশ্বিনীকুমারদ্বয় সমুদ্র হইতে উৎপন্ন বলিয়া কথিত হন। যাঁহারা ধনসমূহকে মনন দ্বারা (ইচ্ছা মতে) প্রদান করেন, এবং কর্ম্ম দ্বারা নিবাস-স্থান (পরম ধাম) প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন।

মনোতরা। মনের দ্বারা উত্তীর্ণ হয়—এই অর্থে এই পদ। 'তরতেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ প্লাদোরপ্‌'—এই নিয়মে 'অপ্‌' প্রত্যয়। পূর্ব্বপদান্তে সকার স্থানে রুত্ব হইলে পর ছান্দস-হেতু 'উত্ব' হইয়াছে। রয়ীণাং। 'নামন্যতরস্যাং' এই নিয়মানুসারে উদাত্ত হইল। ধিয়া। 'সাবেকাচ' ইত্যাদি নিয়মে বিভক্তির উদাত্ত হইল। বসুবিদা। নিবাসস্থানকে লাভ করে—এই অর্থে 'বসুবিদ' পদ হইয়াছে। "ক্বিপ্‌ চ" এই সূত্র দ্বারা ক্বিপ্‌ হইয়াছে॥ ২॥

* তৃতীয় সূক্তের তৃতীয় ঋকের এবং ত্রিংশৎ সূক্তের সপ্তদশ ঋকের সায়ণভাষ্যের সহিত এই ঋকের ভাষ্য মিলাইয়া দেখুন। দুই ক্ষেত্রে দুই প্রকার বিভিন্ন অর্থ প্রতীতি হইবে। এই সকল কারণেই সায়ণ-ভাষ্য নামে প্রচলিত ভাষ্য একাধিক পণ্ডিতের রচনার গবেষণার ফল বলিয়া আমরা মনে করি।

রূপ শত্রুর নাশকারী, ঐ পদে তাহাই বুঝাইতেছে। দ্বিতীয় পদ—'সিন্ধুমাতরা'। ঐ পদে, 'সমুদ্রের পুত্র' বলিয়া অশ্বিদ্বয়কে পরিচিত করা হইয়াছে। কেহ আবার কহিয়াছেন,—'সিন্ধু'-শব্দে 'অন্তরিক্ষকে' বুঝায়; এবং 'সিন্ধুমাতরাঃ' পদে 'অন্তরিক্ষের পুত্র' অর্থ হয়। সায়ণ 'সমুদ্রের পুত্র' অর্থ প্রকাশ-পক্ষেই প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা কিন্তু এখানে দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করি। 'পৃশ্নিমাতারঃ' (১ম—৮সূ—৮ঋ ও ১ম—২৩সূ—১০ঋ) 'বলস্য পুত্রঃ' (১ম—২৬—১০ঋ ও ১ম—২৭—২ঋ) প্রভৃতি স্থলে যে ভাব ও যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও সেই ভাব ও সেই অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সেই দেবদ্বয় সদাস্নেহধারাক্ষরণশীল (সিন্ধু-শব্দের মূল 'স্যন্দ্‌' ধাতুর অর্থ 'ক্ষরিত হওয়া')। তাঁহারা সতত স্নেহকরুণা বিতরণ জন্য উন্মুখ আছেন—'সিন্ধুমাতরঃ' পদে সেই ভাব প্রকাশ করে। ঐ পদে আরও এক ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনন্ত স্নেহকরুণার আধার ভগবানকে সিন্ধু-স্বরূপ মনে করিলে, তাঁহার অঙ্গীভূত বা অংশভূত দেবদ্বয়কে তাঁহার পুত্র-স্থানীয় বলিয়া মনে করিতে পারি। তাহাতে 'সিন্ধুমাতরঃ' পদের অন্তর্গত মাতৃ-শব্দের এক ভাব প্রাপ্ত হই; আর, পূর্ব্বোক্ত অর্থে অন্য এক ভাব পাইতে পারি। তবে এই দুই ভাবেই এক অভিন্ন নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত হয়। আমরা তাই 'সিন্ধুমাতরঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'স্নেহধারাক্ষরণশীলৌ' অথবা 'অনন্তস্নেহসমুদ্রসমুদ্ভবৌ' পদ গ্রহণ করিয়াছি। 'রয়ীণাং মহোদরা' পদদ্বয়ে আমরা 'পরমার্থ-রূপ ধন দানের জন্য সদা ইচ্ছুক' এবং 'বসু সদা' পদে 'সকল সম্পদ-লাভ-কারক' ভাব গ্রহণ করি। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—সকল সম্পদই তাঁহারা প্রদান করেন। ঐ দুই পদ এই ভাব প্রকাশ করিতেছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ঋকের যে মর্ম্ম হয়, আমাদিগের অন্বয়-বোধিকা-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহাই প্রকটিত হইয়াছে।

প্রার্থনা-পক্ষে এ ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'হে অন্তর্ব্যাধিনাশক বহির্ব্যাধিনাশক দেবদ্বয়! সদা করুণাশীল আপনারা; আমরা অন্তরের সহিত আপনাদিগের করুণা প্রার্থনা করিতেছি,—আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা যেন আপনাদিগের করুণা-লাভে সমর্থ হই।' (১ম—৪৬সূ—২ঋ)।

—·—

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌চত্বারিংশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

বচ্যন্তে বাং ককুহাসো জূর্ণায়ামধি বিষ্টপিঃ।

যদ্বাং রথো বিভিষ্পতাৎ ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বচ্যন্তে। বাং। ককুহাসঃ। জূর্ণায়াং। অধি। বিষ্টপি।

যৎ। বাং। রথঃ। বিভিঃ। পতাৎ। ৩ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'যৎ' (যদা) 'বাং' (যুবয়োঃ সম্বন্ধী) 'রথঃ' (অস্মাকং কর্ম্মরূপং যানং) 'জূর্ণায়াং' (নানাশাস্ত্রৈঃ স্তুতায়াং) 'অধিবিষ্টপি' (স্বর্গলোকে) 'বিভিঃ' (পক্ষিবৎ শীঘ্রৈঃ) 'পতাৎ' (পততি, গচ্ছতি), তদা 'বাং' (যুবয়োঃ) 'ককুহাসঃ' (স্তুতয়ঃ) 'বচ্যন্তে' (অস্মাভিঃ উচ্যন্তে)। দেবানাং উপাসনায়াং বয়ং সততা ন প্রবৃত্তো ভবামঃ। যদি অস্মাকং কর্ম্ম সত্যরতাং করোতি, যদি চেৎ কর্ম্মপ্রভাবেন বয়ং সুপথগামিনঃ স্মঃ, তদা অস্মাকং চিত্তং দেবানাং প্রতি সংলগ্নং ভবতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৬সূ—৩ঋ) ॥

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! যখন আপনাদিগের সম্বন্ধীয় আমাদিগের কর্ম্মরূপ রথ, নানাশাস্ত্রে স্তূয়মান্ স্বর্গলোকে পক্ষিবৎ শীঘ্রগতিতে গমন করে; তখন আপনাদিগের স্তুতিসমূহ আমাদিগের কর্তৃক উচ্চারিত হয়; (অর্থাৎ, যখন সৎকর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা ক্ষিপ্রগতিতে স্বর্গাভিমুখীন হই, তখনই আপনাদিগের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়া আপনাদিগের আরাধনা য় প্রবৃত্ত হইয়া থাকি) ॥ (১ম—৪৬সূ—৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ বাং যুবয়োঃ সম্বন্ধী রথো জূর্ণায়াং নানাশাস্ত্রৈঃ স্তুতায়ামধি বিষ্টপি স্বর্গলোকে যদ্‌যদা বিভিরশ্বৈঃ পতাৎ। পততি গচ্ছতি। তদানীং বাং যুবয়োঃ ককুহাসঃ স্তুতয়ঃ বচ্যন্তে। অস্মাভিরুচ্যন্তে॥

বচ্যন্তে। ব্রবীতের্কর্মণি ব্রুবো বচিরিতি বচাদেশঃ। বচিস্বপীত্যাদিনা সম্প্রসারণং। সম্প্রসারণাচ্চেত্যত্র বা ছন্দসীত্যনুবৃত্তেঃ পরপূর্ব্বত্বাভাবে যণাদেশঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। ককুহাসঃ। 'ককুভং শৃঙ্গে বিদুঃ প্রধানে চেত্যভিধানাৎ প্রাধান্যাভিধায়িনা ককুহশব্দেন তৎপ্রতিপাদিকা স্তুতয়ো লক্ষ্যন্তে। ককুহঃ ছান্দসঃ। আজ্জসেরসুগিত্যসুক। জূর্ণায়াং। জূষ্ বয়োহানৌ। অত্র স্তুত্যর্থো ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ। নিষ্ঠায়াং শ্র্যুকঃ কিতীতীট্‌-প্রতিষেধঃ। বহুলং ছন্দসীত্যুত্বং। হলি চেতি দীর্ঘঃ। রদাভ্যামিতি নিষ্ঠানত্বং। প্রত্যয়-স্বরঃ। বিভিঃ। বী গত্যাদৌ। বিয়ন্তি গচ্ছন্তি বয়োহশ্বাঃ। ঔণাদিকো ডিপ্রত্যয়ঃ। পতাৎ। পত্ন গতৌ। লেটোহডাগমঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকারলোপঃ। (১ম—৪৬—৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনাদের সম্বন্ধীয় রথ যখন নানা শাস্ত্র দ্বারা স্তুত স্বর্গলোকে অশ্ব দ্বারা চালিত হইয়া গমন করে, তখন আমাদিগের কর্তৃক আপনাদিগের স্তুতি উচ্চারিত হয়।

বচ্যন্তে — ব্রূ ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে 'ব্রুবো বচিঃ' এই সূত্র দ্বারা বচাদেশ। 'বচিস্বপি' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ। 'সম্প্রসারণাচ্চ' এই স্থলে 'বা ছন্দসি' ইতি অনুবৃত্ত হেতু পরপূর্বত্বের অভাবে যণাদেশ হইল। এখানে প্রত্যয়-স্বর হইয়াছে। ককুহাসঃ — ককুহ শব্দের অর্থ শৃঙ্গ, ইহার শ্রেষ্ঠার্থ অভিধানে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যাঁহারা 'প্রধান' এই অর্থ প্রতিপাদন করেন তাঁহারা ককুহ শব্দে তৎপ্রতিপাদক স্তুতি অর্থ প্রকাশ করেন। এখানে ছান্দস-হেতু ত্ব হইল। 'আজ্জসেরসুক' এই সূত্রে অসুক প্রত্যয়। জূর্ণায়াং। জূষ্ ধাতুর অর্থ বয়োহানি। কিন্তু এই স্থানে উহা স্তুতি অর্থ জ্ঞাপন করিতেছে; কারণ, ধাতুসমূহের বহু অর্থ প্রকটিত হয়। নিষ্ঠা-প্রত্যয় পরে "শ্র্যুকঃ কিতি" এই সূত্র দ্বারা ইট্ প্রতিষেধ হইল। "বহুলং ছন্দসি" এই নিয়মে 'উত্ব' হইল। "হলি চ" এই সূত্রে দীর্ঘ। "রদাভ্যাং" এই সূত্রে নিষ্ঠা-প্রত্যয়ে 'নত্ব' হইল। এখানে উহা প্রত্যয়স্বরবিশিষ্ট হইয়াছে। বিভিঃ। বি-ধাতুর গমনার্থ প্রতীতি হয়, বিয়ন্তি অর্থাৎ গমন করিতেছে, সুতরাং 'বয়োঃ' শব্দের অর্থ অশ্বসমূহ। ঔণাদিক ডি প্রত্যয়। পতাৎ। পত্ ধাতুর অর্থ গমন করা। 'লেটোহডাগমঃ' নিয়মে অট্ আগম হইয়াছে। "ইতশ্চ-লোপঃ" এই সূত্রে ইকার লোপ হইয়াছে। (১ম—৪৬—৩ঋ)।

তৃতীয় (৫৪৩) ঋকের বিশদার্থ।

—§•§—

মানুষ সহসা ভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে চাহে না। তাহাদিগের স্বতঃ-অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মসমূহ তাহাদিগকে প্রথমে তদ্বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে। কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে তাহারা ক্রমশঃ উচ্চগতি প্রাপ্ত হয়। তখন তাহারা ভগবানের মহিমা বুঝিতে পারে। তখন তাহারা তাঁহার গুণানুকীর্ত্তনে তন্ময় হইয়া পড়ে। ইহাই এ সংসারে সংসারীর রীতি-প্রকৃতি। সকল সৎকর্ম্মের প্রারম্ভেই ঔদাসীন্য অবহেলা ও বীতরাগ আসে। কিন্তু কর্ম্মের মধ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে, সে অবহেলা দূরীভূত হয়। এখানে সেই ভাবই পরিব্যক্ত দেখিতেছি। ঋক্ শিক্ষা দিতেছে,—'সাধন-পথে একটু অগ্রসর হইবার চেষ্টা কর। তখন ভগবন্মহিমা আপনিই উপলব্ধি করিবে। তখন দেবতার উপাসনায় আপনিই প্রবৃত্ত হইবে।'

ঋকে আমরা এই ভাব পরিলক্ষ করিলেও, ঋকের প্রচলিত অর্থ কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যভাবদ্যোতক। সে অর্থে প্রকাশ,—"হে অশ্বিনাকুমারদ্বয়! যৎকালে আপনাদিগের রথ অশেষ শাস্ত্র দ্বারা স্তুত স্বর্গলোকে অশ্ব দ্বারা বাহিত হইয়া গমন করে, সেই কালে আমরা আপনাদিগকে স্তব করি।" এই প্রকার অর্থ হইতে অনেকে ভাব আনেন যে, অশ্বিনীকুমারেরা স্বর্গ নামক স্থানে রথে চড়িয়া যাতায়াত করিতেন; আর সেই রথ দেখিয়া লোকে তাঁহাদের এবং সেই রথের স্তব করিত। ঋকের অন্তর্গত 'রথঃ' এবং 'বিভিঃ' পদদ্বয়ে অর্থ উপলক্ষেই প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার পার্থক্য ঘটিয়াছে। 'বিভিঃ' পদে 'পক্ষী' ও 'অশ্ব' দুই অর্থই আসিতে পারে। তবে ক্ষিপ্রগতি বুঝাইতে, পক্ষী অর্থই অধিকতর সঙ্গত হয়। কিন্তু 'রথঃ' পদে এখানে 'আমাদিগের কর্ম্মরূপ যানই' বুঝাইতেছে। তদ্দ্বারাই দেবগণের (দেবভাবের) অধিষ্ঠান হয়। ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য। যাহা হউক, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহাতে প্রার্থনা-পক্ষে এ মন্ত্রের ভাব হয় এই যে,—'হে দেবগণ! আমাদিগের কর্ম্ম সৎপথানুসারী হউক। তাহার প্রভাবে আমরা যেন আপনাদিগকে পূজা করিতে শিখি।' (১ম—৪৬সূ—৩ঋ)।

—•—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌চত্বারিংশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

হবিষা জারো অপাং পিপর্ত্তি পপুরির্নরা।

পিতা কুটস্য চর্ষণিঃ ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

হবিষা। জারঃ। অপাং। পিপর্ত্তি। পপুরিঃ। নরা।

পিতা। কুটস্য। চর্ষণিঃ ॥ ৪ ॥

অধ্যাত্মবোধিকা-ব্যাখ্যা।

"নরা' (হে নেতারৌ দেবৌ—তয়োরেব অনুগ্রহেণ ইতি যাবৎ) 'অপাং' (স্নেহভাবানাং, সত্ত্বগুণানাং, যথা—দয়াস্নেহাদীনাং) 'জারঃ' (প্রবর্দ্ধকঃ, যথা—ক্ষয়কারকঃ) 'কুটস্য' (কর্ম্মণঃ) 'চর্ষণিঃ' (ঔৎকর্ষবিধায়কঃ) 'পপুরিঃ' (সৎকর্ম্মপোষকঃ) 'পিতা' (পালকঃ, সত্ত্বভাবানাং জনকঃ—স ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'হবিষা' (সত্ত্বভাবেন) 'পিপর্ত্তি' (অস্মাকং হৃদয়ং পূরয়তি)। অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ! যুবাং যদা অনুগ্রহপরায়ণৌ ভবথঃ, তদা সত্ত্বভাবেন অস্মাকং হৃদয়ং পরিপূর্ণং ভবতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৬সূ—৪ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে নেতৃস্থানীয় (অশ্বিদেবদ্বয়)! আপনাদিগেরই অনুগ্রহে, সত্ত্বভাব-সমূহের প্রবর্দ্ধক, কার্য্যের ঔৎকর্ষবিধায়ক, সৎকর্ম্মপোষক, সত্ত্বভাব-সমূহের জনক, (সেই ভগবান্), সত্ত্বভাবের দ্বারা আমাদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ করেন। (অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক সেই দেবদ্বয়ের কৃপা প্রাপ্ত হইলে, সত্ত্বভাবে আমাদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়)। (১ম—৪৬সূ—৪ঋ)।

চতুর্থ (৫৪৪) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এই ঋকটী শব্দ-বিন্যাসের জটিলতা-হেতু, অর্থও জটিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ঋকের প্রচলিত অর্থ-সকলের মর্ম্ম এই যে, অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কে যেন বলা হইতেছে,—'আপনাদের আগমনের সময় হইয়াছে। কেন-না, কর্ম্মদ্রষ্টা, পিতা, পোষক, জলশোষক, সূর্য্যদেব আমাদিগের হবিঃ দ্বারা দেবগণকে পরিপূরণ (সংবর্দ্ধন) করিতেছেন।' *

এখন, মন্ত্রের অন্তর্গত শব্দ-কয়েকটীর বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ কত দূর সঙ্গত হয়, তাহাতে উপলব্ধ হইবে। ঋকে 'নরা' পদ আছে। ঐ পদ অশ্বিদ্বয়ের সম্বোধনে প্রযুক্ত। তাহাতে কেহ কেহ তাঁহাদিগকে মানুষ বলিয়া মনে করিয়াছেন। আমরা 'নরা' পদে 'নেতারৌ' অর্থ গ্রহণ করি। যাঁহাদিগের কৃপায় অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি নাশ হয়, নেতৃ সম্বোধন যে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে সুপ্রযুক্ত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহাদিগের সম্বোধনের সার্থকতা পক্ষে "যুবয়োরেব অনুগ্রহেণ ইতি যাবৎ" অর্থাৎ 'আপনাদিগেরই অনুগ্রহে' বাক্যাংশ অধ্যাহার করার প্রয়োজন হয়। তাহাতেই অর্থের সঙ্গতি দেখি। তার পর 'অপাং' আর 'জারঃ' পদদ্বয়। 'অপাং' পদে 'জল' আর 'জারঃ' পদে 'শোষক' অর্থ সাধারণতঃ পরিগৃহীত। কিন্তু 'জারঃ' পদে 'ক্ষয়কারকঃ' ও 'সংবর্দ্ধকঃ' এই দুই বিপরীত অর্থই গ্রহণ করা যায়; এবং সেই দুই বিপরীত অর্থেই ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করি। দুই দিক অর্থে একই ভাব গ্রহণ করিতে পারি। 'অপাং' পদের সাধারণ অর্থ 'জল' বলিয়া মনে হইলেও, ঐ পদে আধ্যাত্মিক-ভাবে দুই প্রকার ভাব পরিস্ফুট

---

* সায়ণের অনুসরণে, সকল ভাষ্যকার অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন। পর পর দুইটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিলাম। তাহাতেই প্রচলিত অর্থের একটু আভাষ পাওয়া যাইবে। সে অনুবাদ; যথা,—

(১) "যিনি হবিঃ দ্বারা জলশোষক, পোষক, পালক, কর্ম্মদর্শী সূর্য্যদেব আমাদের হবি দ্বারা দেবতাদিগকে পূরণ করেন। অতএব হে নেতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সূর্য্যোদয় কালে আপনারা আগমন করিবেন।" (২) "হে নেতৃদ্বয়! পূরণকারী, পালনকারী, কর্ম্মদর্শী জলশোষক (সূর্য্য) আমাদের হব্য দ্বারা (দেবগণকে) পূরণ করেন।"

দেখি। 'অপাং' পদ বেদে বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত দেখিয়াছি। সে সকল স্থলে 'স্নেহভাব' 'সত্ত্বভাব' অর্থ সমীচীন বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। এখানেও সেই অর্থ সেই ভাবই সঙ্গত দেখি। 'জারঃ' পদে 'প্রবর্দ্ধকঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলে, 'অপাং' পদে 'সত্ত্বভাবানাং' প্রতিবাক্য স্বীকার করা যায়। আবার 'জারঃ' পদে যদি 'শোষকঃ' 'বয়োহানিকারকঃ' অর্থ গ্রহণ করি, তাহাতে 'অপাং' পদে 'মায়ামোহাদীনাং' ভাব আসিতে পারে। ফলতঃ, যে দিক দিয়াই অর্থ অধ্যাহার করি, ভাব-পক্ষে বস্তু-পক্ষে একই সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক পক্ষে অসদ্ভাবের নাশক, অন্যপক্ষে সত্ত্বভাবের পোষক—'অপাং জারঃ' পদে এই তথ্য প্রকাশ পায়। একের বিলয়ে অন্যের উদ্ভব—একের স্থান অন্যে অধিকার করে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। জল শোষণ হইলে, শৈত্যনাশ প্রাপ্ত হইলে, জীবনীশক্তি আসে, অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীভূত হইলে, জ্ঞানরশ্মি বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এখানে সেই ভাব প্রকট আছে মনে করি। "কুটস্য চর্ষণি" পদদ্বয়ে 'কর্ম্মণঃ দ্রষ্টা' অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থকে সে অর্থও গ্রহণ করিতে পারি। আবার 'চর্ষণি' পদ, ঔৎকর্ষজ্ঞাপক মনে করিলে (ঐ অর্থই পূর্ব্বাপর আমরা গ্রহণ করিয়া আসিতেছি), ঐ দুই পদে 'কর্ম্মের ঔৎকর্ষ-বিধায়ক' ভাব আসে। সে পক্ষে, 'পিতা' 'পপুরিঃ' প্রভৃতি পদে এখানে সেই ইষ্টদেবকে বা ভগবানকে বা সমষ্টিভূত দেব-ভাবসমূহকে বুঝাইতেছে। 'হবিষা' পদে 'সত্ত্বভাবের দ্বারা' অর্থ উপলব্ধ হয়। যাহা ভগবদুদ্দেশে সমর্পিত হয়, তাহাই 'হবিঃ'। 'পিপর্ত্তি' পদে 'পূরণ করেন' অর্থ আসে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে; ঋকের যে অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমাদিগের ব্যাখ্যায় আমরা তাহাই বিবৃত করিয়াছি। দেবতার কৃপায় আধিব্যাধি নাশ হইলে, হৃদয় দেবভাবে পূর্ণ হয়—ইহাই মন্ত্রের ভাবার্থ।

প্রার্থনা-পক্ষে এ মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাদের অন্তরের ও বাহিরের ব্যাধি নাশ করুন;—সর্ব্ববিধ ক্লেদরাশি দূর করিয়া দেন। তাহা হইলেই আমরা ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হইব। তাহা হইলেই আমাদিগের হৃদয় সত্ত্বভাবে পরিপূর্ণ হইবে' (১ম—৪৬সূ—৪ঋ)।

— • —

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্চত্বারিংশৎ-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

য়া বাং মতীনাং নাসত্যা মতবচসা।

পাতং সোমস্য ধৃষ্ণুয়া ॥ ৫ ॥

পদ বিশ্লেষণং।

আ। অদারঃ। বাং। মতীনাং। নাসত্যা। মত৲বচসা।

পাতং। সোমস্য। ধৃষ্ণুৎয়া ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'নাসত্যা' (নাসত্যৌ, সত্যস্বরূপৌ হে দেবৌ) 'বাং' (যুবাং) 'মতবচসা' (অভিমত-স্তোত্রপ্রাপ্তৌ) ভবতং; 'মতীনাং' (সদ্বুদ্ধীনাং) 'আদারঃ' (প্রেরকঃ) যঃ সোমঃ (সত্ত্বভাবঃ), তস্য 'সোমস্য' (সত্ত্বভাবস্য অংশং ইতি যাবৎ) 'ধৃষ্ণুয়া' (সহিষ্ণুনা) 'পাতং' (পিবতং, গ্রহণং কুরুতং)। হে-দেবৌ! যুবয়োঃ আবাহন-পর্যাপ্তং বিজ্ঞাপয়তং, অস্মাকং হৃদি স্থিতং সত্ত্বভাবং কৃপয়া পিবতং; তেন অস্মাকং শ্রেয়ঃসাধনং কুরুতং ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৬সূ—৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সত্যস্বরূপ হে দেবদ্বয়! আপনারা (আমাদিগের) অভিমতস্তোত্রপ্রাপ্ত হউন; (আমাদিগের) সুবুদ্ধির প্রেরক যে সত্ত্বভাব, আপনারা সহিষ্ণুতা-সহকারে সেই সত্ত্বভাবের অংশ গ্রহণ করুন। (১ম—৪৬সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মতবচসাভিমতস্তোত্রৌ নাসত্যাশ্বিনৌ বাং যুবয়োঃ মতীনাং বুদ্ধীনামাদারঃ প্রেরকো যঃ সোমোঽস্তি সোমস্য তং সোমং পাতং। যুবাং পিবতং। কীদৃশং সোমং। ধৃষ্ণুয়া। ধর্ষণশীলং। মদকরত্বেন তীব্রমিত্যর্থঃ ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অভিমত স্তবের সমর্থনকারী সত্যবাদী অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনাদের বুদ্ধির প্রেরক যে সোমরস আছে, সেই সোমরস আপনারা দুই জনে পান করুন। সেই অতিশয় মত্ততা জন্মায় বলিয়া অতিশয় তীব্র।

আদারঃ। দৃঙ্ আদরে। আদারয়তীভ্যোকারঃ। দাশ্বাদৌ কর্তরি লিলুক্ চেতি ষক্ প্রত্যয়ঃ। জাগ্রাবিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। মতীনাং। নামন্যতরস্যামিতি নাম উদাত্তত্বং। মতবচসা। মতমর্চিতং স্তোতব্যং বচো যয়োস্তৌ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। পাতং। পা পানে। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুকি সতি পাঘ্রাদিনা পিবাদেশো ন ভবতি। সোমস্য। ক্রিয়াগ্রহণং কর্তব্যমিতি কর্মণঃ সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী। ধৃষ্ণুয়া। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তের্যাজাদেশঃ। (১ম—৪৬২—৫ম)।

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে ত্রয়স্ত্রিংশো বর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

• • •

পঞ্চম (৫৪৫) ঋকের বিশদার্থ।

—‡•‡—

মন্ত্রের কি অর্থ প্রচলিত আছে, আর আমাদিগের ব্যাখ্যায় কি অর্থ অধ্যাহৃত হইল, তাহা বিবেচনা করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হইবে। ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—'স্তুতিযোগ্য হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের জন্য যে সোমরস প্রস্তুত আছে, মত্ততাজনক সেই তীব্র সোমরস আপনারা পান করুন।' ঋকের অন্তর্গত 'ধৃষ্ণুয়া' পদে সায়ণও লিখিয়াছেন—'মদকরত্বেন তীব্রং'। সুতরাং বিধর্ম্মী বৈদেশিক পণ্ডিতগণ যে এই ঋকের 'সোমস্য' পদের সহিত সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্যের সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? অপিচ, 'মতীনাং' পদের সহিত 'বাং' পদের সম্বন্ধ-কল্পনা করায় 'সোণায় সোহাগা' সংযোগ ঘটিয়াছে। অর্থ

আদারঃ। দৃঙ্ ধাতুর অর্থ আদর। সম্যক্ আদর করা যায়—এই অর্থে এই পদ। "দাশ্বাদৌ কর্তরি লিলুক্ চ" এই সূত্র দ্বারা ষক্ প্রত্যয়। "জাগ্রাবিনোত্তরপদান্ত" এই নিয়মে উত্তর পদের উদাত্ত হইয়াছে। মতীনাং। "নামন্যতরস্যাং" এই নিয়মে নামের উদাত্ত। মতবচসা। অর্চিত অর্থাৎ স্তুতিরূপ বাক্য যাহাদের বলা যায়—এই সমাসে এই পদ। "সুপাং সুলুক্" এই নিয়মে বিভক্তির আকার হইয়াছে। পাতং। পা ধাতুর অর্থ পান করা; "বহুলং ছন্দসি" এই নিয়মে 'শপ্' প্রত্যয়ের লুক্ হইলে, 'পাঘ্রা' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা পিব আদেশ হয় নাই। সোমস্য। এই স্থলে, ক্রিয়া গ্রহণে সম্প্রদান-বিষয়ে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়—এই নিয়ম অনুসারে 'সোমস্য' এই স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি হইল। ধৃষ্ণুয়া। "সুপাং সুলুক্" এই নিয়ম অনুসারে বিভক্তি স্থানে 'যাচ্' আদেশ হইয়াছে। (১ম—৪৬২—৫ম)।

ইতি প্রথম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

• • •

দাঁড়াইয়াছে—'আপনাদিগের বুদ্ধির প্রেরক যে সোম' ইত্যাদি। মাতালেরা মনে করে, এবং সাধারণের মধ্যেও একটা ধারণা আছে যে,—মাদকদ্রব্যপানে বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হয়। এখানে এ অর্থে যেন সেই প্রবাদের প্রতি লক্ষ্য পড়ে। ফলতঃ, কোনও মদ্যপকে সম্বোধন করিয়া যেন বলা হইতেছে,—'তীব্র মাদকশক্তিবিশিষ্ট মদ্য প্রস্তুত; আসুন,—আপনারা তাহা পান করুন।'

কোথায় ঐ ভাব, আর কোথায় আমাদের পরিগৃহীত অর্থ। দেখুন দুইয়ে কি আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আমরা যে পদে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহার সার্থকতা অনুধাবন করিলেই সকল সংশয় দূরীভূত হইবে। প্রথম—'মতিবচসা'। ঐ পদের ভাব এই যে, আপনাদিগের অভিমত-বাক্য বা স্তোত্র আমরা যেন উচ্চারণ করিতে পারি। অর্থাৎ, কি ভাবে কি সম্বোধনে আহ্বান করিলে, সে আহ্বান আপনাদিগের মনোমত হয়—আপনারাই তাহা আমাদিগকে শিখাইয়া দিউন। 'মতি-বচসা' পদ সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। তার পর "মতীনাং আদারঃ" পদদ্বয়ে 'দেবতাদ্বয়ের বুদ্ধির প্রেরক' এ অর্থ কল্পনা না করিয়া, 'আমাদিগের সদ্বুদ্ধির প্রেরক' অর্থই সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি। সত্ত্বভাব হইতেই সুবুদ্ধি আসে। তাই 'মতীনাং আদারঃ সোমঃ' ইত্যাদি অংশের 'আমাদিগের সুবুদ্ধির প্রেরক যে সত্ত্বভাব'—এইরূপ অর্থই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। তার পর 'ধৃষ্ণুয়া' পদ। ঐ পদে 'সহিষ্ণুতার' ভাব আসে; উহার অর্থ 'সহিষ্ণুতা সহ'। 'পাতং' পদের অর্থ—'পান করুন, গ্রহণ করুন।' এ পক্ষে, 'সোমস্য ধৃষ্ণুয়া পাতং'—এই বাক্যের ভাব এই যে,—'আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাব কদাচিৎ সঞ্জাত হয়; অসত্ত্বেই আমাদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ। সে ক্ষেত্রে আপনাদিগের বিরক্তি-সঞ্চারেরই সম্ভাবনা। অতএব প্রার্থনা করিতেছি,—একটু সহিষ্ণুতার সহিত (আমাদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ না করিয়া) আমাদের সত্ত্বভাবটুকু (পূজা বা ভক্তিটুকু) গ্রহণ করিবেন,—আমাদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকিবেন।' ফলতঃ, 'সোম'—সত্ত্বভাব—ভক্তি-পূজা; সোম-পান—সত্ত্বভাব বা পূজা-গ্রহণ। এই অর্থই সর্ব্বত্র অব্যাহত বলিয়া আমরা মনে করি। তাহাতেই সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনা দাঁড়ায়,—'হে দেবদ্বয়! আপনাদিগকে যে আহ্বান করিব, সে আহ্বানের প্রণালী আপনারাই আমাদিগকে শিখাইয়া দিউন; আর, একটু অনুগ্রহ করিয়া, একটু সহিষ্ণুতা দেখাইয়া, আপনারা আমাদিগের সত্ত্বভাবটুকু গ্রহণ করুন,—আমাদিগের সহিত সম্মিলিত হউন।' (১ম—৪৬সূ—৫ঋ)।

—— • ——

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথম মণ্ডলং। ষট্চত্বারিংশৎ-সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

যা নঃ পীপরদশ্বিনা জ্যোতিষ্মতী তমস্তিরঃ।

তামস্মে রাসাথামিষং॥ ৬॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

যা। নঃ। পীপরৎ। অশ্বিনা। জ্যোতিষ্মতী। তমঃ। তিরঃ।

তাং। অস্মে ইতি। রাসাথাং। ইষং॥ ৬॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (অশ্বিনৌ, অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশকৌ [illegible] দেবৌ) 'জ্যোতিষ্মতী' (জ্ঞানজ্যোতির্ময় [illegible] কারিণী) 'যা' (আকাঙ্ক্ষা, প্রাণশক্তিঃ) 'তমঃ' (অজ্ঞানান্ধকারং [illegible]) 'তিরঃ' (দূরীকৃত্য, বিনাশয়িত্বা) 'নঃ' (অস্মান্) 'পীপরৎ' (পারয়েৎ, দুঃখং [illegible] [illegible]) মঙ্গলং সাধয়েৎ) 'তাং' (তাদৃশীং) 'ইষং' (আকাঙ্ক্ষাং, প্রাণশক্তিং [illegible] 'অস্মে' (অস্মভ্যং) 'রাসাথাং' (যুবাং দত্তং)। যথাকাঙ্ক্ষায়াঃ অস্মাকং কর্ম জ্ঞানোন্মেষকরং ভবতি, দুঃখং [illegible], [illegible], তয়োঃ [illegible] তথাকাঙ্ক্ষা আপয়তু। (১ম—৪৬সূ—৬ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! জ্ঞানোন্মেষকারিণী যে আকাঙ্ক্ষা (প্রাণশক্তি), অজ্ঞান রূপ অন্ধকার দূর করিয়া, আমাদিগকে তৃপ্তি প্রদান করে (আমাদিগের পরম মঙ্গল সাধিত করে), তাদৃশী আকাঙ্ক্ষাকে (প্রাণ-শক্তিকে) আপনারা আমাদিগকে প্রদান করুন। (প্রার্থনা—জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে উদয় হউক)। (১ম—৪৬সূ—৬ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনা জ্যোতিষ্মতী রসবীর্যাদিরূপজ্যোতির্যুক্তা যেড়য়ঃ নোঽস্মান্ পীপরৎ। পারয়েৎ। তৃপ্তিং প্রাপয়েৎ। কিং কৃত্বা। তমো দারিদ্র্যরূপমন্ধকারং তিরঃ। অন্তর্হিতং বিনষ্টং কৃত্বা। তামিষং তাদৃশমন্নমস্মে অস্মভ্যং রাসাথাং। যুবাং দত্তং॥

পীপরৎ। পৄ পালনপূরণয়োঃ। ণাশ্রন্দুঙ্ চঙি ণিলোপঃ। উপধাহ্রস্বত্বদ্বির্ভাবহলাদিশেষসন্বদ্ভাবেত্বদীর্ঘাঃ। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ। চঙ্যন্যতরস্যাং। পা০ ৬।১।২১৮। ইত্যুপোত্তমস্য দাত্বকারস্যোদাত্তত্বে প্রাপ্তে ব্যত্যয়েনাভ্যাসস্যোদাত্তত্বং। যদ্বৃত্তান্নিত্যমিতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। অস্মে। সুপাং সুলুগিতি চতুর্থীবহুবচনস্য শে আদেশঃ। রাসাথাং। রা দানে। ছান্দসে প্রার্থনায়াং লুঙি ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। চ্লেঃ সিচ্। একাচ ইতীট্প্রতিষেধঃ। পূর্ববদড়ভাবঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। (১ম - ৪৬সূ - ৬ঋ.)।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! জ্যোতিষ্মতী অর্থাৎ রসবীর্যাদিরূপজ্যোতির্যুক্ত যে অন্ন দারিদ্র্যরূপ অন্ধকার নাশ করিয়া আমাদিগকে তৃপ্তি দান করে, আপনারা সেই অন্ন আমাদিগকে প্রদান করুন।

পীপরৎ। পালন ও পূরণ অর্থমূলক পৄ ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'ণ্যশ্রন্দুঙ্ চঙি ণিলোপঃ' এই নিয়মে 'ণি' লোপ হইয়াছে। উপধার হ্রস্বত্ব দ্বির্ভাব, হলাদি শেষ—সন্বদ্ভাবে দীর্ঘত্ব ঘটিয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' নিয়মে, মাঙ্ যোগে, অটের অভাব হইয়াছে। 'চঙ্যন্যতরস্যাং' (পা০ ৬।১।২১৮) এই পাণিনীয় সূত্রে, উপ...; উপোত্তম দাত্বকারের উদাত্তত্ব-প্রাপ্তে ব্যত্যয়-হেতু অভ্যাসের উদাত্তত্ব ঘটিয়াছে। যদ্বৃত্তের নিত্যতা হেতু নিঘাতের অভাব হইয়াছে। অস্মে। 'সুপাং সুলুক্' এই নিয়মে চতুর্থীর বহুবচনে 'শে' আদেশ হইয়াছে। রাসাথাং। দানার্থক রা-ধাতু হইতে উৎপন্ন। ছান্দস-হেতু প্রার্থনায় লুঙের ব্যত্যয়ে আত্মনেপদ হইয়াছে। 'চ্লেঃ সিচ্' এই নিয়মে 'সিচ্'। 'একাচ' এই নিয়মে ইটের প্রতিষেধ ঘটিয়াছে। পূর্ববৎ অটের অভাব হইয়াছে। 'তিঙ্ঙতিঙঃ' এই সূত্রে নিঘাত হইয়াছে। (১ম—৪৬সূ—৬ঋ)।

ষষ্ঠ (৫৪৬) ঋকের বিশদার্থ।

'যেন সেইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমাদিগের হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ হয়; যেন তদ্রূপ কর্ম্ম-সম্পাদনে আমরা সমর্থ হই,—যে কর্ম্মে অজ্ঞান-আঁধার দূরে যায়,—যে কর্ম্মে পরম তৃপ্তি প্রাপ্ত হইতে পারি। হে দেবদ্বয়! আমাদিগের অন্তর্ব্ব্যাধি নাশ করিয়া, আপনারা আমাদিগকে সেই কর্ম্মশক্তি প্রদান করুন।' এই ঋকের প্রার্থনায়, আমরা এই ভাবই প্রাপ্ত হই।

প্রচলিত অর্থে দেখি, এই ঋকে অশ্বিদ্বয়ের নিকট অন্নের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। সে অর্থের মর্ম্ম,—'রসবীর্য্যাদিযুত অন্ন আমাদিগকে প্রদান করুন, তদ্দ্বারা আমরা যেন তৃপ্তি পাই।' * মূলে একটী 'যা' পদ আছে, আর একটী 'ইষং' পদ আছে। তাহা হইতেই অন্ন অর্থ আমনন করা হইয়াছে। ভাব দাঁড়াইয়াছে,—যেন অন্নের জন্যই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে।

আমরা কিন্তু ঐ 'ইষং' পদে 'আকাঙ্ক্ষা' (ইষ্—আকাঙ্ক্ষা) অর্থ গ্রহণ করি। তাহাতেই ভাব প্রস্ফুট হয়। ঋকে অন্তর্গত বিশেষণ কয়েকটীর বিষয় বিবেচনা করিলেই এ ভাব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। প্রথম—'জ্যোতিষ্মতী' পদ। দ্বিতীয়—'তমঃ তিরঃ' পদদ্বয়। ঐরূপ বিশেষণ কখনই সাধারণ অন্ন-সম্পর্কে প্রযুক্ত হইতে পারে না। সে অন্ন 'জ্যোতিষ্মতী' হইবে কি প্রকারে? সে অন্ন 'তমঃ তিরঃ' হইবেই বা কি প্রকারে? অতএব, এখানে সাধারণ অন্ন না বুঝাইয়া, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা—জ্ঞান-পরিবৃদ্ধির উপাদান—প্রাণশক্তি ইত্যাদি প্রাপ্তির কামনাই পরিব্যক্ত

---

* সায়ণের অর্থ ভাষ্যেই পাইবেন। * ঋকের প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই প্রচলিত ভাব উপলব্ধ হইবে যথা,—(১) "রসবীর্য্যাদিরূপ জ্যোতির্বিশিষ্ট যে অন্নাদি সম্পৎ দারিদ্র্যরূপ অন্ধকার পরিহার করিয়া আমাদিগকে তৃপ্ত করিতে পারে, হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আপনারা সেই অন্ন আমাদিগকে প্রদান করুন।" (২) "হে অশ্বিদ্বয়! যে জ্যোতির্ম্ময় অন্ন অন্ধকার বিনাশ করিয়া আমাদিগকে তৃপ্তি প্রদান করে; সেই অন্ন আমাদিগকে প্রদান কর।"

হইয়াছে, বুঝিতে পারি। 'পীপরৎ' পদে যে পরিতৃপ্তির ভাব আসে, সে পরিতৃপ্তি—পরম পরিতৃপ্তি বলিয়াই মনে হয়। 'হে দেবদ্বয়! আমাদিগের সেই পরিতৃপ্তি প্রদান করুন, আমাদিগের হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত করুন, আমাদিগকে দিব্য জ্ঞান দান করুন।' আমরা মনে করি, এ ঋকে এই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১ম—৪৬সূ—২ঋ) ॥

—— • ——

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথম মণ্ডলং। ষট্‌চত্বারিংশৎ-সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

আ নো নাবা মতীনাং যাতং পারায় গন্তবে।

যুঞ্জাথামশ্বিনা রথং ॥ ৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। নঃ। নাবা। মতীনাং। যাতং। পারায়। গন্তবে।

যুঞ্জাথাং। অশ্বিনা। রথং ॥ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (অন্ধকারাচ্ছিন্নকারিণৌ-ব্যাপকৌ হে দেবৌ)। 'নঃ' (অস্মাকং [illegible]) (কর্মবুদ্ধীনাং) 'পারায়' (উদ্ধারায়, সংসারপারাবারং নির্বিঘ্নে তারয়িতুং) 'নৌ' (তরণি-[illegible]) (আগচ্ছতং)। 'গন্তবে' (অস্মাকং গমনার্থং, অস্মান্ তারয়িতুং) [illegible] বাহনং) 'যুঞ্জাথাং' (অস্মদ্‌গমনে যোজয়তং, অস্মান্ সৎকর্মপরায়ণান্ [illegible] ভাবঃ)। হে দেবৌ! সদ্বুদ্ধি-প্রবাহেণ সৎপথ-প্রদর্শনেন অস্মান্ [illegible] উদ্ধারং কুরুতং।' ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৬সূ—৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! আমাদিগের কর্ম্মবুদ্ধি-সমূহের উদ্ধারের নিমিত্ত (তাহাদিগকে সৎপথে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য) তরণি-রূপে আগমন করুন; আমাদিগের পরিত্রাণের জন্য (আমাদিগের সহিত) সৎকর্ম্ম-রূপ যান যোজনা করুন। (ভাব এই যে, সুবুদ্ধিদানে সৎপথপ্রদর্শনে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন)। (১ম—৪৬সূ—৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনা মতীনাং স্তুতীনাং পারায় গন্তবে পারং গন্তুং নাবা নৌরূপেণ গমনসাধনেন নোহস্মান্ প্রত্যাযাতং। সমুদ্রমধ্যাদাগচ্ছতং। ভূমাগন্তুং রথং ত্বদীয়ং যুঞ্জাথাং। সাশ্বং কুরুতং॥

নাবা। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। গন্তবে। তুমর্থে সেসেনিতি তবেন্ প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। যুঞ্জাথাং। যুজির যোগে। লোট্যাত্মনি রুধাদিত্বাচ্ছ্নম্। শ্নসোরল্লোপ ইত্যাকারলোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। (১ম—৪৬সূ—৭ঋ)।

সপ্তম (৫৪৭) ঋকের বিশদার্থ।

সায়ণ-ভাষ্য এখানে একটু জটিল। তিনি 'মতীনাং' পদের প্রতি-বাক্যে 'স্তুতীনাং' পদ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই 'স্তুতিসমূহের পারে যাইবার জন্য নৌকা-রূপে আগমন' প্রভৃতির ভাব পরিগ্রহ করা বিশেষ আয়াস-সাধ্য। সায়ণের ভাষ্যে এবং তদনুসারী অনুবাদ-সমূহের মর্ম্মে,

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনারা স্তুতিসমূহের পারে যাইবার জন্য নৌকা-রূপে গমন-সাধনের দ্বারা সমুদ্র মধ্য দিয়া আমাদিগের প্রতি আগমন করুন। ভূলোকে আগমনার্থ আপনাদিগের রথে অশ্ব যোজনা করুন।

নাবা। 'সাবেকা চ' এই নিয়মে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। গন্তবে। 'তুমর্থে সেসেন্' এই নিয়মে 'তবেন্' প্রত্যয় হইয়াছে। নিত্যহেতু আদিস্বর 'উদাত্ত' হইয়াছে। যুঞ্জাথাং। যোগার্থক যুজির্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'লোট্যাত্মনি রুধাদিভ্যশ্নম্' এই নিয়মে 'শ্নম্' হইয়াছে। 'শ্নসোরল্লোপঃ' এই নিয়মে আকারের লোপ ঘটিয়াছে। (১ম—৪৬সূ—৭ঋ)।

করে;

অশ্বিদ্বয়কে একবার সমুদ্র মধ্য দিয়া নৌকা-যোগে আসিতে বলা হইয়াছে এবং আর একবার তাঁহাকে রথে অশ্বযোজনা করিতে বলা হইয়াছে। একজন ব্যাখ্যাকার 'মতীনাং পারায়' পদের অনুবাদে 'অশেষ স্তুতি শ্রবণ করিবার জন্য' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। *

মন্ত্রটীকে আমরা দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছি। সেই দুই অংশ—আমাদিগের অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যায় লক্ষ্য করিয়া দেখুন; প্রথমাংশ—"অশ্বিনা" হইতে "আ যাতং"; দ্বিতীয় অংশ—"গন্তবে রথং যুঞ্জাথাং"। প্রথমাংশের অন্তর্গত 'মতীনাং' পদে আমার 'বুদ্ধিসমূহের' (কর্ম্ম-সম্পাদনের উপযোগী) অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'পারায়' পদে 'উদ্ধারার্থ' অর্থাৎ 'কর্ম্মবুদ্ধিসমূহকে সৎপথে নিয়ন্ত্রিত করণের জন্য' ভাব গ্রহণ করি। 'নৌ আ-যাতং' পদদ্বয়ে, এ পক্ষে বেশ এক সুষ্ঠু ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ সংসার-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে পড়িয়া নিরন্তর হাবুডুবু খাইতেছে। সেই বুদ্ধিবৃত্তিসমূহকে সৎপথে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য দেবগণকে আহ্বান করা হইতেছে। তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে দেবগণ! আপনারা তরণী-রূপে আসিয়া এই বিষম মহা-সমুদ্র হইতে আমাদিগের কর্ম্মবুদ্ধি-সমূহকে উদ্ধার করুন; তাহারা সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া এই অকূল-সমুদ্রে পার পাউক, সৎপথে পরিচালিত হইতে অভ্যস্ত হউক।' মন্ত্রের অন্তর্গত "অশ্বিনা নঃ মতীনাং পারায় নৌ আ-যাতং" অংশের উহাই তাৎপর্য্য বলিয়া আমরা মনে করি।

মন্ত্রের যে দ্বিতীয় অংশ (গন্তবে রথং যুঞ্জাথাং), ইহার ভাব এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আমাদিগের সহিত, আমাদিগের সেই বুদ্ধিবৃত্তি-সমূহের সহিত, সৎকর্ম্ম-রূপ যান সংযুক্ত করুন; অর্থাৎ, সৎকর্ম্মের মধ্য দিয়া আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালিত হউক,—সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণ হউক।' আমরা এই মন্ত্রে এইরূপ ভাবই গ্রহণ করি। (১ম—৪৬সূ—৭ঋ)।

---

* এ পক্ষে একটির বঙ্গানুবাদ,—"হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আপনারা অশেষ স্তুতি শ্রবণ করিতে আমাদিগের নিকট সমুদ্র হইতে নৌকা দ্বারা আগমন করুন। ভূমিতে গমন করিবার নিমিত্ত আপনাদিগের রথে অশ্ব যোজন করুন।"

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্চত্বারিংশৎ-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

অরিত্রং বাং দিবস্পৃথু তীর্থে সিন্ধূনাং রথঃ।

ধিয়া যুযুজ্র ইন্দবঃ॥ ৮॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অরিত্রং। বাং। দিবঃ। পৃথু। তীর্থে। সিন্ধূনাং। রথঃ।

ধিয়া। যুযুজ্রে। ইন্দবঃ॥ ৮॥

অধ্যাত্মপ্রকাশিকা-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! যদা 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাদয়ঃ) 'ধিয়া' (অন্তঃকরণেন সহ, যদ্বা—ভগবদ্বিষয়েণ কর্ম্মণা সহ) 'যুযুজ্রে' (যুক্তা অভূবুঃ, সংযুক্তা সন্তি), তদা 'বাং' (যুবয়োঃ সম্বন্ধী) 'অরিত্রং' (অস্মাকং কর্ম্মরূপং যানং তরণীঃ) 'সিন্ধূনাং' (সংসার-সমুদ্রাণাং) 'তীর্থে' (তীরপ্রদেশে) তিষ্ঠতে—অস্মাকং তরণার্থং ইতি শেষঃ; 'রথঃ' চ (যুবয়োঃ সম্বন্ধী [illegible]) 'দিবস্পৃথু' (দ্যুলোকস্য ব্যাপকো ভূত্বা ইতি যাবৎ) অবস্থিতো ভবতি [illegible] [illegible] বয়ং পরিত্রাণম্ আপ্নুমঃ। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৬সূ—৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! যখন সত্ত্বভাবসমূহ আমাদিগের অন্তঃকরণের সহিত (অথবা—অস্মদনুষ্ঠিত ভগবদ্বিষয়ক কর্ম্মের সহিত) সংযুক্ত হয়, তখন আপনাদিগের সম্বন্ধীয় আমাদিগের কর্ম্মরূপ তরণী (আমাদিগকে পার করিবার জন্য) সংসার-সমুদ্রের তীরপ্রদেশে বিদ্যমান থাকে এবং আপনাদিগের সম্বন্ধীয় আমাদিগের কর্ম্মরূপ রথ দ্যুলোকের ব্যাপক (ব্যাপক) হইয়া অবস্থিতি করে। ([illegible] সত্ত্বভাবে পূর্ণ হইলে,—আমরা সংসার-সমুদ্র পার হইয়া, কর্ম্মরূপ রথে, আশ্রয় লাভ করিয়া স্বর্গ-লোকাদি প্রাপ্ত হই,—ইহাই প্রার্থনার ভাবার্থ)। (১ম—৪৬সূ—৮ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ বাং যুবয়োর্দ্দিবস্পৃথু দ্যুলোকাদপি বিস্তীর্ণমরিত্রং গমনসাধনং নৌরূপং সিন্ধূনাং সমুদ্রাণাং তীর্থেঽবতরণপ্রদেশে বিদ্যত ইতি শেষঃ। রথশ্চ ভূমৌ গন্তুং বিদ্যতে। সোমা ধিয়া। তদ্বিষয়েণ কর্ম্মণা যুযুজ্রে। যুক্তা বভূবুঃ॥

অরিত্রং। ঋ গতৌ। অর্ত্তিলূধূসূখনসহচর ইত্রঃ। পা০ ৩।২।১৮৪। ইতি করণ ইত্র প্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। দিবঃ। উড়িদমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। তীর্থে। তৄ প্লবনতরণয়োঃ। পাতৃতুদিবচিরিচিসিচিভ্যস্থগিতি থক্। ঋত ইদ্ধাতোরিতীত্বং। হলি চেতি। দীর্ঘঃ। যুযুজ্রে। লিটিরয়ো রে ইত্যিরেচো রে আদেশঃ॥ (১ম—৪৬৭—৮ম)॥

অষ্টম (৫৪৮) ঋকের বিশদার্থ।

—§•§—

এই ঋকেরও সায়ণ-ভাষ্য জটিলতা-পূর্ণ। ভাষ্যের অনুসরণে যে সকল অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতেও সে জটিলতার নিরসন দেখি না। একটী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি;—

"তোমাদের আকাশ অপেক্ষাও বিস্তীর্ণ যান সমুদ্রের ঘাটে রহিয়াছে, (ভূমিতে) রথ রহিয়াছে; সোমরস তোমাদের যজ্ঞকর্ম্মে মিশ্রিত হইয়াছে।"

এ পক্ষে ঋকটি যেন দেবদ্বয়ের মর্ত্ত্যে আগমনের প্রলোভন-মূলক। সমুদ্রের পর-পার হইতে যেন কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে (মনে করুন, ইংলণ্ডের কোনও প্রধান রাজ-পুরুষকে) কোনও সহরে (ভারতের

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! দ্যুলোক হইতেও বিস্তীর্ণ আপনাদিগের যান (গমনাগমন সাধনের উপযোগী নৌকারূপ যান) সমুদ্রের তীরে রহিয়াছে; ভূপ্রদেশে গমনের জন্য আপনাদিগের রথও প্রস্তুত আছে। সোমসমূহও আপনাদিগের কর্ম্মের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

অরিত্রং। গত্যর্থক ঋ-ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'অর্ত্তিলূধূসূখনসহচর ইত্রঃ' (পা০ ৩।২।১৮৪) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে 'ইত্র' প্রত্যয় হইয়াছে। এখানে প্রত্যয়স্বর হইল। দিবঃ। 'উড়িদং' এই নিয়মে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। তীর্থে। প্লবন ও তরণার্থক তৄ ধাতু হইতে উৎপন্ন 'পাতৃতুদিবচিরিচিসিচিভ্যস্থক্'—এই নিয়মে 'থক্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ঋত ইদ্ধাতোঃ' এই নিয়মে 'ইত্ব' এবং 'হলি চ' এই নিয়মে দীর্ঘ। যুযুজ্রে। 'লিটিরয়ো রেঃ', ইত্যাদি নিয়মে 'রেচ্' আদেশ হইয়াছে। (১ম—৪৬৭—৮ক)।

কোনও প্রধান নগরে) আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইতেছে; আর, তাঁহাদিগকে যেন বলা হইতেছে,—'জাহাজ প্রস্তুত, শকট সজ্জিত, পানীয় নানাবিধ মদ্যেরও আয়োজন আছে। আসুন, আপনারা কৃতার্থ করুন।'

যাউক। এখন আমরা সাদাসিধা যে অর্থ যে ভাব গ্রহণ করিতে পারি, তদ্বিষয় একটু অনুধাবন করিয়া দেখি। প্রথম—'ইন্দবঃ' পদ। ঐ পদের 'সোমাঃ' প্রতিবাক্যে আমরা 'সত্ত্বভাবসমূহ' অর্থ গ্রহণ করি। দ্বিতীয়—'ধিয়া'। ঐ পদে সায়ণের প্রতিবাক্য (ভবদ্বিষয়েণ কর্ম্মণা) গ্রহণ করিলেও এক সুষ্ঠু ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি; আবার আমাদিগের অর্থ—'অন্তঃকরণেন সহ' প্রতিবাক্য—স্বীকার করিলেও লক্ষ্য স্থির হয়। ফলতঃ, 'ইন্দবঃ ধিয়া যুযুত্রে' বাক্যাংশের ভাব এই যে,—'আমাদিগের অন্তঃকরণের সহিত অথবা আমাদিগের অনুষ্ঠিত ভগবদ্বিষয়ক কর্ম্মের সহিত যখন সত্ত্বভাবের মিলন হয়, অর্থাৎ আমরা যখন সত্ত্বভাবে অনুপ্রাণিত হই।' পরবর্ত্তী অংশে, 'তখন কি হয়' তাহাই প্রখ্যাপিত হইতেছে। তখন, এই বিষম সংসার-সমুদ্র হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্য তরণী আসিয়া উপস্থিত হয়,—দেবতাদিগের সম্বন্ধীয় কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই আমরা এই সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় প্রাপ্ত হই। কেবল তাহাই নহে; তখন, সেই কর্ম্ম-দ্বারাই আমাদিগের পরাগতি লাভের পথ পরিষ্কার হইয়া আসে। 'অরিত্রং' আর 'রথঃ' এই দুই পদে দুই ভাব প্রাপ্ত হই। এক ভাব—বাধাবিঘ্ন উত্তরণের; অন্য ভাব—পরিত্রাণ-লাভের। প্রথম—এই সংসার-সমুদ্রের ভীষণ আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া; দ্বিতীয়—ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্তি। যদি সংসার-সমুদ্রের আবর্ত্তেই জীবন যায়, যদি সংসারের মায়ামোহে মজিয়া সংসারেই হাবুডুবু খাইতে থাকি, সেইখানেই জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার পর্য্যবসান হয়। তাই পারের উপায় (অরিত্রং) কথিত হইয়াছে। তার পর, সে অবস্থা সে ঘোর কাটাইতে পারিলে, কি প্রকারে ঊর্দ্ধগতি লাভ হইবে,—তাহারই আভাষ আছে। তাই যেন 'রথঃ' পদের প্রয়োগ দেখি।

ঋক্‌টী এক পক্ষে প্রার্থনামূলক, অন্য পক্ষে আত্মোদ্বোধনসূচক। প্রার্থনা হইতেছে,—'হে অন্তর্ব্ব্যাধিনাশক বহির্ব্ব্যাধিনাশক দেবদ্বয়! আপনারা এই সংসার-পারাবারে নিমজ্জনে আমাদিগকে আমাদিগেরই

কর্ম্মরূপ-যানে উদ্ধার করুন; তার পর, কর্ম্ম দ্বারাই আমরা যেন ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হই, তাহার সুযোগ করিয়া দেন।' আত্মোদ্বোধন-পক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে জীব! দ্বিবিধ কর্ম্ম তোমার আবশ্যক। এক কর্ম্ম তোমার সংসার-পারাবার উত্তরণের সহায় হউক, আর এক কর্ম্ম তোমাকে মুক্তির পথে লইয়া যাউক।' আমরা মনে করি, এই ঋকে এই সকল ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১ম—৪৬সূ—৮ঋ)।

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌চত্বারিংশৎ-সূক্তং। নবমী ঋক্।)

দিবস্কণ্বাস ইন্দবো বসু সিন্ধূনাং পদে।

স্বং বব্রিং কুহ ধিৎসথঃ ॥ ৯ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

দিবঃ। কণ্বাসঃ। ইন্দবঃ। বসু। সিন্ধূনাং। পদে।

স্বং। বব্রিং। কুহ। ধিৎসথঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ইন্দবঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ, সত্ত্বভাবাদয়ঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, স্বর্গপ্রাপ্তস্য জনস্য) অধিকৃতাঃ ইতি শেষঃ; 'কণ্বাসঃ' (অতিক্ষুদ্রাঃ, অকিঞ্চনাঃ, বয়ং ইতি যাবৎ) 'সিন্ধূনাং' (সংসারসমুদ্রানাং) 'পদে' (স্থানে, মধ্যে) নিমজ্জিতাঃ ইতি শেষঃ; হে দেবৌ! 'স্বং' (স্বকীয়ং, ভবদীয়মিতি যাবৎ) 'বসু' (জ্ঞানমার্গরূপং করুণাবিতরণরূপং বা ধনং) 'বব্রিং' (রূপং, পরিচয়চিহ্নং) 'কুহ' (কুত্র) 'ধিৎসথঃ' (স্থাপয়িতুমিচ্ছথঃ); ন কদাপি বয়ং তৎ প্রাপ্নুমঃ ইত্যেবং অনুশোচনা। হে দেবৌ! অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্না বয়ং; যুবয়োঃ স্বরূপং প্রদর্শয়তং, পরমং ধনং প্রযচ্ছতং। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৬সূ—৯ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সত্ত্বভাবনিচয় (জ্ঞানরশ্মিসমূহ) স্বর্গলোকের (অর্থাৎ স্বর্গবাসিগণের) অধিকৃত রহিয়াছে; অতিক্ষুদ্র অকিঞ্চন আমরা, সংসার-সমুদ্র-মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াছি; হে দেবদ্বয়, আপনাদিগের সেই পরমার্থ-রূপ (অথবা—করুণা-বিতরণ-রূপ) ধন এবং সেই রূপ (পরিচয়-চিহ্ন) কোথায় রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন? (আমরা কি কখনও তাহা পাইব না?—ইহাই ভাবার্থ)। (১ম—৪৬সূ—৯ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে কণ্বাসঃ কণ্বপুত্রাঃ। যদ্বা মেধাবিন ঋত্বিজঃ। অশ্বিনাবিত্থং পৃচ্ছতেতি শেষঃ। কথমিতি তদুচ্যতে। দিবো দ্যুলোকসকাশাদিন্দবঃ স্বর্গারশ্ময়ঃ প্রাদুর্ভূতাঃ। সিন্ধূনামপাং বৃষ্টিরূপাণাং স্যন্দনস্বভাবানাং পদে স্থানেঽন্তরীক্ষে বসু অস্মদাদি-নিবাসহেতুভূতমুষঃকালীনং জ্যোতিরাবির্ভূতমিতি শেষঃ। অস্মিন্নবসরে যুবাং স্বং বব্রিং স্বকীয়ং রূপং কুহ ধিৎসথঃ। কুত্র স্থাপয়িতুমিচ্ছথঃ। অত্রাগত্য প্রদর্শনীয়মিতি তাৎপর্যার্থঃ॥

কুহ। বা হ চ ইত্যনেন কিংশব্দাৎ সপ্তম্যর্থে হ-প্রত্যয়ঃ। কুতিহোরিতি কিমঃ কু। ধিৎসথঃ। ডুধাঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। সনি মীমাঘুরভলভশকপতপদামচ ইস্। পা০ ৭.৪.৫৪। ইত্যাকারস্য ইসাদেশঃ। অত্রলোপোঽভ্যাসস্য। পা০ ৭।৪।৫৮। ইত্যভ্যাসলোপঃ। সঃ স্যার্দ্ধধাতুকে। পা০ ৭।৪।৪৯। ইতি সকারস্য তকারঃ॥ (১ম—৪৬সূ—৯ঋ)।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে কণ্বপুত্রগণ অথবা হে মেধাবী ঋত্বিকগণ! অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিবে। কি জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাই বলা হইতেছে। দ্যুলোক সকাশ হইতে স্বর্গরশ্মিসমূহ প্রাদুর্ভূত হয়। জলের উৎপত্তি-স্থান অন্তরিক্ষ হইতে আমাদিগের নিবাস-হেতুভূত উষঃকালীন জ্যোতিঃ আবির্ভূত হয়। এই সময় আপনাদিগের রূপ কোথায় রাখিবার ইচ্ছা করেন? এখানে আসিয়া আমাদিগের প্রদর্শনীয় হউন—ইহাই তাৎপর্যার্থ।

কুহ। 'বা হ চ ছন্দসি' এই নিয়মে, কিং শব্দের সপ্তমী অর্থে হ প্রত্যয় হইয়াছে। 'কুতিহোঃ' এই নিয়মে 'কিমঃ' স্থলে 'কু' হয়। ধিৎসথঃ। ধারণ ও পোষণ অর্থমূলক 'ডুধাঞ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। "সনি মীমাঘুরভলভশকপতপদামচ ইস্" (পা০ ৭।৪।৫৪) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে অভ্যাসের লোপ হইয়াছে। "সঃ স্যার্দ্ধধাতুকে" (পা০ ৭।৪।৪৯) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে সকার-স্থলে তকার হইয়াছে। (১ম—৪৬সূ—৯ঋ)।

নবম (৫৪৯) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যে এবং প্রচলিত অর্থ-সমূহে প্রকাশ, এই ঋকটি যেন কণ্বপুত্র ঋত্বিক্‌গণকে সম্বোধন করিয়া উক্ত হইয়াছে। যজ্ঞকারী যজমান যেন ঋত্বিক্‌গণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে কণ্বপুত্র ঋত্বিক্‌গণ। আপনারা একবার অশ্বিনীকুমার দেবদ্বয়কে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন। দ্যুলোকে সূর্য্যরশ্মি আবির্ভূত হয়, আর আমাদিগের নিবাসভূত ঊষার আলোক সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রকাশ পায়; এ সময় আপনারাই বা আপনাদিগের রূপ কোথায় রাখিবেন? অর্থাৎ, আমাদিগকে সে রূপ প্রদর্শন করুন।' ঋকের এই ভাবের অর্থই সাধারণতঃ প্রচলিত। ব্যাখ্যায় কেহ বা সামান্য একটু ইতর-বিশেষ করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু এ ঋক্ যে কণ্বপুত্র ঋত্বিক্‌গণকে সম্বোধন করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে, আমরা তাহা মনে করি না। 'কণ্বঃ' ও 'কণ্বাসঃ' পদে আমরা পূর্ব্বাপর যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও সেই অর্থই অব্যাহত দেখি। এখানে প্রার্থনাকারী ঐ পদ আপনাদিগের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন। এখানে আপনাদিগের অকর্ম্মণ্যতার ভাব স্মরণ করিয়া সাধকের মনে যেন অনুশোচনার উদয় হইয়াছে। তিনি কহিতেছেন,—'হে দেবগণ। জ্ঞান বা সত্ত্বভাব যা কিছু সংসারে ছিল, সকলই সৎকর্ম্মকারী স্বর্গলোক-প্রাপ্ত জনগণ অধিকার করিয়া আছেন। আমরা অকিঞ্চন—মূঢ়; আমরা সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া নিয়ত হাবুডুবু খাইতেছি। আমাদিগের কি কোনও উপায় নাই? আপনাদিগের করুণা-বিতরণ-রূপ অথবা পরমার্থ-রূপ ধন আপনারা এখন কোথায় রাখিবেন? আপনাদিগের স্বরূপই বা কাহার নিকট প্রকাশ করিবেন? অধম অকৃতী হীন বলিয়া, আমরা কি সে ধন পাইব না? আমরা অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন, বিষম বিপন্ন; হে দেব। আমাদিগকে স্বরূপ প্রদর্শন করুন, আমাদিগকে পরম ধন দান করুন। আর বঞ্চনা করিবেন না।' আমরা মনে করি, ঋকে প্রার্থনার মধ্যে এইরূপ ভাবই প্রকট রহিয়াছে।

উপসংহারে আমাদিগের অন্বয় ও ব্যাখ্যার একটু অনুসরণ করিয়া দেখুন। আমরা ঋক্‌টিকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশ —"ইন্দবঃ দিবঃ" (অধিকৃতাঃ); দ্বিতীয় অংশ—"কণ্বাসঃ সিন্ধুনাং পদে" (নিমজ্জিতাঃ); তৃতীয় অংশ—"স্বং বসু বাভ্রিঃ কুহ ধিৎসথঃ।" অতি অল্প আয়াসেই ঐ তিন অংশের মর্ম্ম অধিগত হইবে; এবং তাহাতে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যও লক্ষ্য করা যাইবে। এ পক্ষে, ঋক্‌টী সাধকের ব্যাকুল প্রার্থনা-সূচক। (১ম—৪৬সূ—৯ঋ)।

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌চত্বারিংশং-সূক্তং। দশমী ঋক্।)

অভূদু ভা উ অংশবে হিরণ্যং প্রতি সূর্য্যঃ।
ব্যখ্যজ্জিহ্বয়াসিতঃ॥ ১০॥

পদ-নিবেশনং।

অভূৎ। ঊং ইতি। ভাঃ। উং ইতি। অংশবে। হিরণ্যং। প্রতি। সূর্য্যঃ।
বি। অখ্যৎ। জিহ্বয়া। অসিতঃ॥ ১০॥

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'ভা উ' (দীপ্তয়ঃ, জ্ঞানপ্রভাঃ হি) 'অংশবে' (জ্ঞানোন্মেষসম্বন্ধী, জ্ঞানোন্মেষাংশভূতা, জ্ঞানোন্মেষকারণং তাঃ যাবৎ) 'অভূৎ' (প্রাদুর্ভূতা, ভবতি ইতি ভাবঃ); 'সূর্য্যঃ' (দিবাকরঃ, জ্ঞানসূর্য্যঃ) 'উ' (এব) 'প্রতি' (ইহলোকস্থ অস্মে ইতি ভাবঃ) 'হিরণ্যং' (সুবর্ণপ্রভং, হিরণ্যসদৃশং) বিভাতি—স্বকীয় উদয়েন ইতি শেষঃ; 'অসিতঃ' (প্রাপবলুষলা'ঙ্কুতঃ—জন ইতি যাবৎ) 'জিহ্বয়া' (পরীক্ষাকণাগ্নিসংস্কারেণ, স্বকীয়য়া জ্ঞানয়া, যথা—জ্ঞানোন্মেষে সম্বন্

জ্ঞানার্থীদিগের) 'ব্যখ্যৎ' (প্রকাশিতবান্, মঙ্গলং বিদূরণসমর্থো ভবতি বিগতি ইতি ভাবঃ)। অনন্তজ্ঞানাধারো ভগবান্ সকল জ্ঞানানাং উদ্ভবঃ। সূর্য্যোদয়েন যথা সংসারস্য অন্ধকারং দূরীভবতি, জ্ঞানসংস্পর্শেন তথা অজ্ঞানস্য মলিনত্বং নাশং যাতি। (১ম—৪৬সূ—১০ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞান-প্রভাই জ্ঞানোন্মেষ-কারণ হয়েন ; আপনি উদিত হইয়া, সূর্য্যদেব যেমন ইহলোকের অঙ্গে হিরণ্যের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকেন ; পাপকলুষলাঞ্ছিত জন, পরীক্ষা-রূপ অগ্নিসংস্কারের দ্বারা (সত্ত্বভাবাস্বাদনের দ্বারা) স্বকীয় মলিনত্ব-বিদূরণে সমর্থ হয়েন। (ভগবৎ-কৃপাই সকল জ্ঞানের মূল। জ্ঞানাগ্নি-সংযোগে চিত্ত নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়। ইহাই ভাবার্থ)। (১ম—৪৬সূ—১০ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

ভা উ সূর্য্যস্য দীপ্তিরংশবে উষঃকালীনরশ্মিসঙ্কার্থমভূৎ। প্রাদুর্ভূতৈব। সূর্য্যশ্চ হিরণ্যং প্রতি স্বকীয়োদয়েন হিরণ্যসদৃশোঽভূৎ। অসিতশ্চাগ্নিঃ স্বকীয়দীপ্তেঃ সূর্য্যপ্রবেশেন স্বয়ং কৃষ্ণো ভূত্বা জিহ্বয়া স্বকীয়য়া জ্বালয়া ব্যখ্যৎ। প্রকাশিতবান্। অস্মাদয়মশ্বিনোরাগমনকাল ইত্যর্থঃ॥

অভূৎ। ভূসুবোস্তিঙি ইতি গুণপ্রতিষেধঃ। হিরণ্যং প্রতি। প্রতিঃ প্রতিনিধিপ্রতিদানয়োঃ ইতি প্রতেঃ কর্ম্মপ্রবচনীয়ত্বং। কর্ম্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া। পা০ ২।৩।৮। ইতি দ্বিতীয়া। ব্যখ্যৎ। চক্ষিঙ্ ব্যক্তায়াং বাচি। লুঙি চক্ষিঙঃ খ্যাঞ্ ইতি খ্যাঞাদেশঃ॥ (১ম—৪৬সূ—১০ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে চতুস্ত্রিংশো বর্গঃ ॥ ৩৪ ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ভা উ' অর্থাৎ সূর্য্যের দীপ্তি উষঃকালীন রশ্মি সিদ্ধির জন্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছে ; এবং সূর্য্য উদয় হইয়া হিরণ্যের ন্যায় হইয়াছেন ; অগ্নিও স্বকীয় দীপ্তির দ্বারা সূর্য্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বয়ং কৃষ্ণবর্ণ হইয়া জিহ্বা দ্বারা অর্থাৎ আপনার জ্বলনের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে ; অতএব, এই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আগমনের উপযুক্ত কাল।

অভূৎ। 'ভূসুবোস্তিঙি' এই নিয়মে গুণের প্রতিষেধ হইয়াছে। হিরণ্যং প্রতি। 'প্রতিঃ প্রতিনিধিপ্রতিদানয়োঃ' এই নিয়মে কর্ম্ম-প্রবচনত্ব ঘটিয়াছে। "কর্ম্মপ্রবচনযুক্তে দ্বিতীয়া" (পা০ ২।৩।৮) এই পাণিনীয় সূত্রে দ্বিতীয়া হইয়াছে। ব্যখ্যৎ। চক্ষিঙ্—ব্যক্তার্থ-বোধক। 'লুঙ চক্ষিঙঃ খ্যাঞ্' এই নিয়মে খ্যাঞ্ আদেশ হইয়াছে। (১ম—৪৬সূ—১০ঋ)।

প্রথম অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায়ের চতুস্ত্রিংশৎ বর্গ সম্পূর্ণ ॥ ৩৪ ॥

দশম (৫৫০) ঋকের বিশদার্থ।

প্রথমে এই ঋকের প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তার পর, ঋক্ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, বিবৃত হইতেছে।

(১) "উষাকালের প্রকাশ নিমিত্ত সূর্য্যজ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়াছে এবং সূর্য্য হিরণ্যতুল্য হইয়াছেন; অগ্নি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া স্বীয় কিরণ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছেন, সেইহেতু অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের এই উপযুক্ত আগমনকাল।"

(২) "(সূর্য্যের) প্রভা উষাকালের আলোক উৎপন্ন করিয়াছিল, সূর্য্য উদিত হইয়া হিরণ্যের ন্যায় হইয়াছিলেন, (অগ্নি সূর্য্যের মধ্যে প্রবেশ করায়) কৃষ্ণবর্ণ হইয়া অগ্নি জিহ্বা দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছিলেন।"

এ অর্থে, এই ঋকে প্রভাতের প্রকৃতি সুন্দর-রূপ পরিবর্ণিত হইয়াছে—বুঝিতে পারি। বেদ যেমন কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির অনন্ত উৎস, বেদ যেমন দার্শনিক-তত্ত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার, বেদ তেমনই কবিত্বের অচ্ছোদ প্রস্রবণ। এ সকল ক্ষেত্রে সেই ভাবও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আবার অন্য দৃষ্টিতেও এ ঋকের অর্থসঙ্গতি দেখিতে পাই। আমরা যে পক্ষে বেদের ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেছি, সে পক্ষেও এ ঋক্ অতি সুষ্ঠু ভাব প্রকাশ করে। আমাদিগের অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা দেখুন,—আমরা ঋক্‌টিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। উহার প্রথম অংশে—"ভা উ অংশবে অভূৎ" অংশে—একটী নিত্যসত্য তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে,—'অনন্তজ্ঞানাধার সেই ভগবানের কৃপাতেই মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ হয়; তাঁহার করুণাই সকল জ্ঞানের মূলাধার।' এ পক্ষে এ মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'জীব! তুমি তাঁহার করুণা-প্রাপ্তি-পক্ষে প্রযত্নপর হও; অজ্ঞান তুমি, তাঁহার করুণাই তোমার জ্ঞান-সঞ্চারে সহায় হইবে।' অতঃপর, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের সহিত উহার ভাব-সঙ্গতি লক্ষ্য করুন। ঐ অংশকে—"সূর্য্যঃ উ হিরণ্যং প্রতি" অংশকে—উপমা-স্বরূপ মনে করি। সূর্য্যোদয়ে যেমন পৃথিবীর অঙ্গে কিরণচ্ছটা প্রকাশ পায়, সূর্য্যদেব আপনিই উদিত হইয়া যেমন জগৎকে আলোকিত পুলকিত করেন; জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ সেইরূপ মানুষকে

স্বতঃই জ্ঞান-কিরণ দান করিয়া থাকেন। আমাদিগের জন্মসহচর হইয়া যে সত্ত্বভাব বা সদ্‌জ্ঞান আমাদিগের মধ্যে জাগরূক হয়, তাহা ভগবানেরই করুণা। সেই আদিভূত জ্ঞান বা সত্ত্বভাব—পূর্ণ-জ্ঞানের উন্মেষকর। স্বতঃ-সঞ্জাত সেই জ্ঞান বা সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হইয়া, অনুশীলন দ্বারা মানুষ তাহার উৎকর্ষসাধন করে। সেই জ্ঞানানুশীল বা সত্ত্বভাব-পরিবৃদ্ধি-পক্ষে অহরহ সদসদ্‌বৃত্তির যে বিষম সংগ্রাম উপস্থিত হয়, আর যে সংগ্রামের মধ্য দিয়া পৃষ্ট ও লাঞ্ছিত হইয়া আমাদিগকে সাধনপথে অগ্রসর হইতে হয়; মন্ত্রের শেষাংশে—"অসিতঃ জিহ্বয়া ব্যথ্যং" অংশে—সেই ভাবই পরিব্যক্ত দেখি। 'অসিতঃ' পদে পাপকলুষলাঞ্ছিত সুতরাং কৃষ্ণবর্ণ ভাব আসে। সেই কলুষ—সেই কৃষ্ণবর্ণ—কি প্রকারে দূর হয়? ভীষণ পরীক্ষার বিষম দাবদাহে দগ্ধীভূত হইতে পারিলে, তবে সে মলিনতা দূর হইতে পারে। তাই 'জিহ্বয়া' পদের প্রতিবাক্যে 'অগ্নিসংস্কারেণ' প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হয়। জিহ্বার ধর্ম্ম—আস্বাদ-গ্রহণ। সে পক্ষেও ভাবের ব্যত্যয় হয় না। জ্ঞানোন্মেষ-সম্বন্ধে সত্ত্বভাবের আস্বাদনে বিষম উদ্বেগ সহ্য করিতে হয়। অসদ্ভাবের ও সত্ত্বভাবের দ্বন্দ্ব মানুষকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়। সে দ্বন্দ্বে জয়লাভ করিতে পারিলে, মলিনত্ব বিদূরিত করিতে হয়,—দিব্যজ্যোতিঃ প্রকাশ পায়। এখানে এই ভাবই পরিব্যক্ত দেখি। "কয়লা কি ময়লা ঘোচে যব্ আগে করে পরবেশ"—শেষোক্ত অংশে সেই ভাবই প্রকাশমান্।

আলোক-দ্বারাই যেমন আলোক-লাভ হয়, অন্ধকার গৃহে দীপটী প্রজ্জ্বলিত হইলে যেমন দীপটীকে দেখিতে পাই, ভগবৎ-প্রদত্ত জ্ঞানই সেইরূপ জ্ঞানোন্মেষের কারণ হয়। স্বতঃসঞ্জাত একটু জ্ঞানের অধিকারী না হইলে, পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় না। আদিভূত সেই জ্ঞান, উৎকর্ষ পাইয়া পূর্ণতা লাভ করে। সে পক্ষে নানা অন্তরায় আছে; তাহাই "অসিতঃ জিহ্বয়া ব্যথ্যং" বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে।

প্রার্থনা-পক্ষে এ ঋকের মর্ম্ম হয় এই যে,—'হে ভগবন্! স্বতঃ-প্রদানশীল আপনার করুণার প্রভাবে আমাদিগের হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ হউক। পরীক্ষার ভূষানলে দগ্ধীভূত হইয়া আমরা যেন আপনার সেই দিব্যজ্যোতিঃ লাভে সমর্থ হই।' (১ম—৩৬সূ—১০ঋ)।

—•—

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌চত্বারিংশৎ-সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

অভূদু পারমেতবে পন্থা ঋতস্য সাধুয়া।

অদর্শি বি স্রুতির্দিবঃ॥ ১১॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

অভূৎ। উং ইতি। পারং। এতবে। পন্থাঃ। ঋতস্য। সাধুঽয়াঃ।

অদর্শি। বি। স্রুতিঃ। দিবঃ॥ ১১॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সাধুয়া' (সাধুতাপ্রভাবেন, সত্ত্বভাবসংযুক্তেন) 'ঋতস্য' (সত্যস্য, সৎস্বরূপস্য) 'পন্থাঃ' (মার্গঃ, প্রাপ্তিরুপায়ঃ) অধিগতো ভবতি ইতি শেষঃ; 'উ' (অপিচ) 'পারং' (পরিত্রাণং) 'এতবে' (গন্তুং, প্রাপ্তুং সামর্থ্যং ইতি যাবৎ) 'অভূৎ' (বভূব, ভবেৎ ইতি ভাবঃ); তদা 'দিবঃ' (দ্যুলোকসম্বন্ধিনঃ, দ্যোতনাত্মকস্য) 'স্রুতিঃ' (প্রসূতা দীপ্তিঃ) 'বি' (বিশেষেণ) 'অদর্শি' (দ্রষ্টা) ভবতীতি শেষঃ। সাধুতা পরমধনপ্রাপিকা ভগবৎসান্নিধ্যং প্রদায়িকা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৬সূ—১১ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সাধুতা-প্রভাবে (সত্ত্বভাব-সাহায্যে) সত্যের পথ অধিগত হয়, এবং পরিত্রাণ-প্রাপ্তির সামর্থ্য আসে; তখন সেই দ্যোতনাত্মকের (ভগবানের) দীপ্তি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। (সাধুতার দ্বারা সত্য অধিগত হয়, পরিত্রাণ-লাভ এবং ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটে—ইহাই ভাবার্থ)। (১ম—৪৬সূ—১১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঋতস্য সূর্য্যস্য পারমে তবে রাত্রেঃ পারভূতমুদয়াদ্রিং গন্তুং পন্থা মার্গঃ সাধুয়া সমীচীনোঽভূৎ। নিষ্পন্ন এব। দিবো দ্যোতনাত্মকস্য সূর্য্যস্য রুশিঃ প্রসৃতা দীপ্তির্ব্যদর্শি। বিশেষেণ দৃষ্টা। তস্মাদশ্বিনৌ যুবাভ্যামাগন্তব্যং॥

এতবে। ইণ্ গতৌ।· তুমর্থে সেসেনীতি তবেন্প্রত্যয়ঃ। সাধুয়া। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তের্যাজাদেশঃ। অদর্শি। কর্ম্মণি লুঙি চ্লেশ্চিণাদেশঃ। চিণো লুগিতি· তশব্দস্য লুক্। রুশিঃ রুশ গতৌ। ক্রিচক্তৌ চ সংজ্ঞায়ামিতি ক্রিচ্॥ (১ম—৪৬সূ—১১ঋ.॥

একাদশ (৫৫১) ঋকের বিশদার্থ।

—‡•‡—

এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থে বুঝি, এই মন্ত্রেও প্রভাতের বর্ণনার বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। রাত্রিশেষে সূর্য্যদেব উদয়াচলে আরোহণ করিতেছেন। তাঁহার আগমনের পথ প্রস্তুত হইয়াছে। সূর্য্যের তেজোনিঃসৃত দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছে। মন্ত্রে এই ভাব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কে যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার জন্য প্রার্থনা জানান হইয়াছে। ইহাই প্রচলিত অর্থ-সমূহের মর্ম্ম। এ পক্ষে সায়ণের ভাষ্যই অবলম্বনীয়।*

এখন, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক মনে করি। আমরা মন্ত্রটীকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ঋতস্য' অর্থাৎ সূর্য্যের 'পারং' অর্থাৎ রাত্রির পারভূত উদয়াচলে যাইবার পথ 'সাধুয়া' অর্থাৎ সমীচীনভাবে নিষ্পন্ন (প্রস্তুত) হইয়াছে; দ্যোতনাত্মক সূর্য্যের দীপ্তি বিশেষরূপে দৃষ্ট হইতেছে; অতএব, হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! এই আপনাদিগের আগমনের উপযুক্ত কাল।

এতবে। গত্যর্থক 'ইণ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'তুমর্থে সেসেন' এই নিয়মে 'তবেন্' প্রত্যয় হইয়াছে। সাধুয়া। 'সুপাং সুলুক্' এই নিয়মে বিভক্তির স্থলে 'যাজ' আদেশ হইয়াছে। অদর্শি। কর্ম্মণি বাচ্যে লুঙ্ 'চ্লেঃ' স্থলে 'চিণ' আদেশ হইয়াছে। 'চিণো লুক্' এই নিয়মে ত-শব্দের লোপ হইয়াছে। রুশিঃ। গত্যর্থক রুশ-ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'ক্রিচক্তৌ চ' এই সংজ্ঞা অনুসারে 'ক্রিচ্' হইয়াছে। (১ম—৪৬সূ—১১ঋ)।

---

* একজন ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যার আবার প্রকীণ,—"এ ঋক্ এবং পূর্ব্ব ঋকের ভাব এই যে, সোমপানার্থ উষাদেবী আবির্ভূত হইয়াছেন; হিরণ্যপ্রভ বাল সূর্য্য উদিত হইয়াছেন, কৃষ্ণবর্ণা অগ্নিদেব নিজ আলোর সহিত প্রকাশ পাইয়াছেন। হে উপাসকসমূহ আপনারা ইহা দর্শন করুন।" এ পক্ষে, এ ঋকের অর্থ—"হে উপাসকসমূহ আপনারা ইহা দর্শন করুন।"

প্রথম অংশ,—"সাধুয়া ঋতস্য পন্থাঃ।" এখানকার ভাব এই যে,—'সাধুতার প্রভাবে সত্যের পথ অধিগত হয়।' 'সাধুতাই যে সত্যপ্রাপক'—এই নিত্যসত্যতত্ত্ব এখানে প্রকটিত দেখি। দ্বিতীয় অংশ,—"উ পারং এতবে অভূৎ।" এখানকার মর্ম্ম এই যে,—'আর, সাধুতার প্রভাবেই মানুষ পরিত্রাণ লাভ করে।' তৃতীয় অংশ,—"দিবঃ স্রুতিঃ বি অদর্শি।" এখানকার ভাব এই যে,—'সাধুতার প্রভাবে যখন সত্য প্রাপ্তি ঘটে, সাধুতার প্রভাবে মানুষ যখন পরিত্রাণ লাভ করে, তখনই তাহারা সেই জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়,—তখনই তাহারা তাঁহাকে ধারণ করিতে সামর্থ্য পায়।' ফলতঃ, সাধুতাই যে পরমধনপ্রাপিকা, সাধুতাই যে ভগবৎসান্নিধ্য-প্রদায়িকা, এখানে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

প্রার্থনা-পক্ষে এ ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'হে দেবগণ! আমাদিগকে সাধুভাব প্রদান কর; সেই সাধু-ভাবের সাহায্যে আমরা যেন সত্যের সন্ধান পাই, আমাদিগের যেন পরিত্রাণ-লাভ হয়, আমরা যেন ভগবানকে লাভ করি।' (১ম—৪৬সূ—১১ঋ)।

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্চত্বারিংশং-সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

তত্তুদিদশ্বিনোরবো জরিতা প্রতি ভূষতি।

মদে সোমস্য পিপ্রতোঃ॥ ১২॥

পদ-বিশ্লেষণং।

তৎৼতৎ। ইৎ। অশ্বিনোঃ। অবঃ। জরিতা। প্রতি। ভূষতি।

মদে। সোমস্য। পিপ্রতোঃ॥ ১২॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সোমস্য' (ভক্তানাং সত্ত্বভাবস্য) 'মদে' (হর্ষে) 'পিপ্রতোঃ' (অভীষ্টপূরকয়োঃ) 'অশ্বিনোঃ' (দেবয়োঃ সম্বন্ধী) 'তদ্বিদৎ' (পুনঃ পুনঃ পরিদৃষ্টং) 'অবঃ' (রক্ষণং) ভবতি ইতি শেষঃ; তৎ 'ভরিতা' (স্তোতা) তৌ 'প্রতি ভূষতি' (অলঙ্করোতি, প্রশংসতি, স্তৌতি ইত্যর্থঃ)। অস্মাকং সত্ত্বভাবপ্রভাবেন দেবৌ অস্মৎপ্রতি সদাকরুণাপরায়ণৌ ভবতঃ; তৎকৃপাহেতুনা বয়ং তৌ স্তুমঃ। ইতি ভাবঃ। (১ম-৪৬সূ—১২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

ভক্তজনের সত্ত্বভাবের আনন্দে, অভীষ্টপূরক অশ্বিদেবদ্বয়-সম্বন্ধীয় রক্ষণ (তাহাদিগের সম্বন্ধে) পুনঃপুনঃ পরিদৃষ্ট হয়; তজ্জন্য স্তোতা তাঁহাদিগকে স্তব করেন। (ভাব এই যে, আমাদিগের সত্ত্বভাব-প্রভাবে দেবগণ আমাদিগের প্রতি সদা করুণাপরায়ণ আছেন; আর, তাঁহাদিগের সেই করুণার জন্যই আমরা তাঁহাদিগের স্তব করি)। (১ম—৪৬সূ—১২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

ভরিতা স্তোতাশ্বিনোঃ সম্বন্ধি তদ্বিদৎ পুনঃ পুনঃ কৃতং সর্ব্বমপায়াদস্মদ্বিষয়ং রক্ষণং প্রতি ভূষতি। অত্যন্তমলঙ্করোতি। তদা তদা প্রশংসতীত্যর্থঃ। কীদৃশয়োরশ্বিনোঃ। মদে হর্ষে নিমিত্তভূতে সতি সোমস্য পিপ্রতোঃ। সোমং পূরয়তোঃ॥

ভূষতি। ভূষ অলঙ্কারে। ভৌবাদিকঃ। পিপ্রতোঃ। পৄ পালনপূরণয়োঃ। পৄ ইত্যেকে। অস্মাচ্ছতৃ। জুহোত্যাদিত্বাচ্ছপঃ শ্লুঃ। দ্বির্ভাবোরদত্বহলাদিশেষাঃ। অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চেত্যা-ভ্যাসস্যেত্বং। শতুরনুম ইতি নদ্যজাদী বিভক্তেরুদাত্তত্বে প্রাপ্তে অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ ১২॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

উপাসকগণ অশ্বিনীদ্বয়ের সম্বন্ধীয় পুনঃপুনঃ রক্ষণ-কার্যকে অলঙ্কৃত অর্থাৎ প্রশংসিত করেন। অশ্বিনীদ্বয় কিরূপ? মদ অর্থাৎ হর্ষহেতুভূত সোমের তাঁহারা পূরক (অর্থাৎ, সোমপানজনিত হর্ষের জন্য তাঁহারা উপাসকগণকে ধনাদি দান করেন)।

ভূষতি। অলঙ্কৃত-করণার্থক ভূষ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ভৌবাদিক (ভ্বাদিগণীয়)। পিপ্রতোঃ। পালন ও পূরণ অর্থজ্ঞাপক পৄ-ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'পৄ ইত্যেকে' এই নিয়মে শতৃ স্থলে শতৃ হইয়াছে। জুহোত্যাদি-হেতু শপে 'শ্লুঃ' আদেশ হয়। দ্বির্ভাব, হলাদি-শেষ, অদত্ব। 'অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চেত্যাভ্যাসস্যেত্বং' এই নিয়মে 'এত্ব' এবং 'শতুরনুমো নদ্যজাদী' এই নিয়মে 'ষণ' আদেশ, এবং 'অভ্যস্তানামাদিঃ' ইত্যাদি নিয়মে আদ্যুদাত্ত হইয়াছে॥ ১২॥

দ্বাদশ (৫৫২) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অর্থে কেহ কেহ ভাব আনেন,—'যখন সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য পানে মত্ততা উপস্থিত হয়, অশ্বিদেবদ্বয় তখন দানশীল হন; আর তখন তাঁহাদিগের পুনঃপুনঃ রক্ষার বিষয় স্তোতা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন।'

দেবদ্বয় ভক্তের অভীষ্ট পূরণ করেন; সর্ব্বদা ভক্তগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন; ভক্তের সত্ত্বভাবে তাঁহারা নিয়ত পরিতুষ্ট রহেন। ভক্তজনও সর্ব্বদা সেই বিষয় স্মরণ করিয়া দেবগণের উপাসনা করিয়া থাকেন। এই ভাবই এ ঋকে পরিদৃষ্ট হয়। প্রার্থনা-পক্ষে এ ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশক সেই দেবদ্বয়ের করুণার বিষয় স্মরণ করিয়া আমরা যেন তাঁহাদিগের উপাসনায় নিয়ত প্রবৃত্ত হই।'

এই ঋকের অন্তর্গত 'মদে সোমস্য পিপ্রতোঃ'—বাক্যের মর্ম্ম এই যে, দেবদ্বয় আমাদিগের সত্ত্বভাবের দরুণ আনন্দিত হইয়া নিয়ত আমাদিগের প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়। এই মর্ম্মটুকু অনুধাবন করিলেই ঋকের অর্থ নিষ্কাশনে আর কোনই সংশয় আসে না। (১ম—৪৬স—১২ঋ)।

ত্রয়োদশী ঋক্।

(১ম মণ্ডলে। ষট্‌চত্বারিংশৎ-সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্।)

বাবসানা বিবস্বতি সোমস্য পীত্যা গিরা।

মনুষচ্ছম্ভূ আ গতং ॥ ১৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বাবসানা। বিবস্বতি। সোমস্য। পীত্যা। গিরা।

মনুষৎ। শম্ভূ ইতি শংহভূ। আ। গতং ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'শম্ভূ' (হে মঙ্গলপ্রদাতারৌ) যুবাং 'মনুষ্বৎ' (মনুষ্যবৎ, মনৌ ইব) 'বিবস্বতি' (পরিচরণবতি, আরাধনাপরায়ণে গৃহে, হৃদি ইতি যাবৎ) 'আ-গতং' (আগচ্ছতং); অপিচ, 'সোমস্য' (সত্ত্বভাবস্য) 'পীত্যা' (পাননিমিত্তং, গ্রহণনিমিত্তং) 'গিরা' (স্তুতি-নিমিত্তং, স্তোত্রোচ্চারণাবসরং দাতুং) 'বাবসানা' (বাবসানৌ, নিবাসশীলৌ) ভবতং ইতি শেষঃ। হে দেবৌ! যুবাং মনুষ্যবৎ অত্র আগচ্ছতং; অস্মাকং পূজাং গৃহ্নীতং, স্তোত্রঞ্চ শৃণুতং। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৬সূ—১৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে মঙ্গলপ্রদাতা দেবদ্বয়! আপনারা এই পূজাপরায়ণ জনের গৃহে মনুষ্যের ন্যায় আগমন করুন; আর, সত্ত্বভাব গ্রহণ নিমিত্ত ও স্তোত্র শ্রবণ নিমিত্ত (স্তোত্রোচ্চারণে অবসর-দানের জন্য) এখানে নিবাসশীল হউন। (ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! আপনারা মনুষ্যরূপে আসিয়া আমাদিগকে দর্শন দিউন এবং আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন)। (১ম—৪৬সূ—১৩ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে শম্ভূ সুখস্য ভাবয়িতারাবশ্বিনৌ মনুষ্বৎ মনোরিব বিবস্বতি পরিচরণবতি যজমানে বাবসানা নিবাসশীলৌ যুবাং সোমস্য পীত্যা সোমস্য পাননিমিত্তং গিরা স্তুতিনিমিত্তঞ্চাগত্য আগচ্ছতং॥

বাবসানা। বস নিবাসে। তাচ্ছীল্যবয়োবচনেতি তাচ্ছীলিকশ্চানশ্। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি সংহিতায়ামভ্যাসস্য দীর্ঘত্বং। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তে-রাকারঃ। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। পীত্যা। পা পানে। স্থাগাপাপচো ভাব ইতি ভাবে ক্তিন্। ঘুমাস্থেতীত্বং। ব্যত্যয়েনাদ্যোদাত্তত্বং। তৃতীয়ৈকবচনে যণাদেশঃ। উদাত্তযণো হল্পূর্বাদিতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে শম্ভু অর্থাৎ সুখের ভাবয়িতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়! মনুর ন্যায় পরিচরণশীল যজমানের গৃহে নিবাসশীল হইয়া আপনারা উভয়ে সোমপানের নিমিত্ত ও স্তুতি শ্রবণের জন্য আগমন করুন।

বাবসানা। নিবাসার্থক বস্-ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'তাচ্ছীল্যবয়োবচন' এই নিয়মে 'তাচ্ছীলিকশ্চানশ্' হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মে 'শপঃ' স্থানে 'শ্লুঃ' এবং 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই নিয়মে সংহিতায় অভ্যাসের দীর্ঘত্ব ঘটিয়াছে। 'সুপাং সুলুক্' নিয়মে বিভক্তির স্থলে আকার হইয়াছে। 'চিতঃ' এই হেতু অন্তোদাত্তত্ব। পীত্যা। পানার্থক পা-ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'স্থাগাপাপচো ভাবে' এই নিয়মে ভাবে 'ক্তিন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ঘুমাস্থেতীত্বং' এই নিয়মে 'ইত্ব' এবং ব্যত্যয় হেতু অদ্যোদাত্তত্ব। তৃতীয়ার একবচনে 'যণ্'

বিভক্তেরুদাত্তত্বং। মনুষ্বৎ। মন জ্ঞানে। মন্যতে জানাতীতি মনুঃ। বহুলবচনাদৌণাদিকঃ উসিপ্রত্যয়ঃ। তত্র তস্যেবেতি সপ্তম্যর্থে বতিঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। পীতং। গমের্লোটি বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ॥ (১ম—৪৬সূ—১৩ঋ)॥

ত্রয়োদশ (৫৫৩) ঋকের বিশদার্থ।

—§•§—

এই ঋকের অন্তর্গত: 'মনুষ্বৎ' পদ এবং 'সোমস্য পীত্যা' পদদ্বয়, ব্যাখ্যাকারগণের অন্তরে নানা সংশয়-সন্দেহ উপস্থিত করে। 'মনুষ্বৎ' পদ দৃষ্টে সাধারণতঃ অর্থ হয়,—'প্রজাপতি মনুর অথবা মহর্ষি মনুর সময়ে তাঁহার যজ্ঞক্ষেত্রে যেরূপ ভাবে আগমন করিয়াছিলেন।' সে পক্ষে, 'সোমস্য পীত্যা' পদদ্বয়ের অর্থ দাঁড়ায়—'সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্য পানের জন্য।' এই প্রকারে মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'হে সুখপ্রদাতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়! মহর্ষি মনুর গৃহে আপনারা যেমন ভাবে আগমন করিয়াছিলেন ও সোমরস পান করিয়াছিলেন, এই পরিচর্য্যাশীল যজমানের গৃহে সোমরস পানের জন্য ও স্তুতি শুনিবার জন্য সেই ভাবে আপনারা আগমন করুন।'

আমরা এক্ষেত্রে অন্য ভাব আগমন করি। মানুষ; সাধারণতঃ মানুষ-ভাবে দেবতাকে দেখিতে চায়। তাহার দেবতা যদি নর-রূপ পরিগ্রহ করিয়া সম্মুখে আবির্ভূত হন, সে ভাবে তাঁহাকে যদি অর্চ্চনা করিবার অবসর সে প্রাপ্ত হয়, তাহার আনন্দের পরিসীমা থাকে না। এখানে 'মনুষ্বৎ' পদে—'হে দেবগণ আপনারা মনুষ্য-রূপে আসিয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হউন, একবার দেখা দিওন, আর অদর্শন থাকিবেন না'—এই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। অপিচ, 'আসুন, আমাদিগের ভক্তিসুধা পান

আদেশ এবং 'উদাত্তযণোহলপূর্ব্বাৎ' এই নিয়মে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। মনুষ্বৎ। জ্ঞানার্থক মন্-ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'মন্যতে' অর্থাৎ জানে এই অর্থে 'মনুঃ' পদ নিষ্পন্ন হয়। বহুলবচনহেতু ঔণাদিক উসি-প্রত্যয় এবং 'তত্রেব' এই নিয়মে সপ্তম্যর্থে 'বতিঃ' হইয়াছে। এখানে প্রত্যয়স্বর। পীতং। 'গমে লোটি বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মে শপের লোপ হইয়াছে। 'অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনা' নিয়মে অনুনাসিকের লোপ ঘটিয়াছে। (১ম—৪৬সূ—১৩ঋ)।

করুন, আমাদিগের স্তোত্রাদি শ্রবণ করুন'—ঋকের অন্তর্গত 'সোমস্য পীত্যা গিরা' বাক্যে এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'বিবস্বতি বাবসানা'—পদদ্বয়ে 'সেবাপরায়ণ জনের গৃহে বাস-শীল' এই ভাব আসে।

যদি 'বিবস্বতি' পদে 'ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে' অর্থ গ্রহণ করি, তাহাতেও ভাব পরিস্ফুট হয়। 'হে দেবদ্বয়! আমাদিগের হৃদয়-রূপ গৃহে আসিয়া আসন পরিগ্রহ করুন, প্রার্থনা শ্রবণ করুন, ভক্তিসুধা পান করুন।' সে পক্ষে ইহাই ভাবার্থ দাঁড়ায়। (১ম—৪৬সূ—১৩ঋ)।

—— • ——

চতুর্দ্দশী ঋক্‌।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌চত্বারিংশং সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্‌।)

যুবোরুষা অনু শ্রিয়ং পরিজ্মনোরুপাচরৎ।

ঋতা বনথো অক্তুভিঃ ॥ ১৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যুবোঃ। উষাঃ। অনু। শ্রিয়ং। পরি২জ্মনোঃ। উপ২আচরৎ।

ঋতা। বনথঃ। অক্তু২ভিঃ ॥ ১৪ ॥

অধ্যাত্মবোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'পরিজ্মনোঃ' (পরিতো গন্ত্রোঃ, অপি চ সর্বতঃ প্রাপ্তয়োঃ) 'যুবোঃ' (যুবয়োঃ) 'শ্রিয়ং' (আগমনজনিতাং শোভাং) 'অনু' (অনুসৃত্য) 'উষাঃ' (জ্যোতির্ময়ী দেবী, জ্যোতিরেব ইতি যাবৎ) 'উপচরৎ' (আগচ্ছতু, ভবতু ইতি শেষঃ); 'অক্তুভিঃ' (অজ্ঞানান্ধকারনাশকৈঃ রশ্মিভিঃ সহ) 'ঋতা' (ঋতানি, সৎকর্মাণি, সত্যানি আলোকান্

ইতি যাবৎ) 'বনথঃ' (কাময়েথে, সংযোজয়থঃ যুবাং ইতি শেষঃ)। যদা অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশকৌ দেবৌ কৃপাপরায়ণৌ ভবথঃ, তদা সৎকর্ম্মসহজাতেন জ্ঞানালোকেন অজ্ঞানরূপা তমিস্রা দূরা ভবতি। (১ম—৪৬সূ—১৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত আপনাদিগের আগমন-জনিত শোভা অনুসরণ করিয়া, জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী আগমন করুন (অথবা—আপনাদিগের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানোন্মেষ সাধিত হয়); অজ্ঞানান্ধকার-রূপ রাত্রির সহিত আপনারা সত্যের আলোক কামনা করেন (সংযোজন করেন)। (আপনাদিগের আগমনে জ্ঞানোন্মেষে সৎকর্ম্মের আলোকে হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়—ইহাই ভাবার্থ)। (১ম—৪৬সূ—১৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ পরিজ্মনোঃ পরিতো গন্ত্রোর্যুবোর্যুবয়োরুক্তয়োঃ শ্রিয়মনু। আগমনরূপাং শোভামনুস্বত্যোষা উপাচরৎ। উষঃকালদেবতোপাগচ্ছতু। যুবয়োরাগতয়োঃ সতোঃ পশ্চাদাগতেত্যর্থঃ। যুবাং চাক্তুভিঃ রাত্রিভির্নক্তা যজ্ঞগতানি হবীংষি বনথঃ। কাময়েথে। সংভজেথে॥

যুবোঃ। যুষ্মচ্ছব্দাৎ ষষ্ঠীদ্বিবচনস্য সুপাং সুলো ভবতীতি ষষ্ঠীদ্বিবচনাদেশঃ। অত্র আদেশ-বিষয়ত্বাদোহচীতি যত্বাভাবঃ। শেষে লোপঃ। পরিজ্মনোঃ। পরিতোঽজতো গচ্ছত ইতি পরিজ্মানৌ। শ্বন্নুক্ষন্নিত্যাদিনাজতের্মনিন্প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। অক্তা। শেশ্ছন্দসীতি শেলোপঃ। বনথঃ। বন ষণ সম্ভক্তৌ॥ তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ॥ ১৪॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! চতুর্দ্দিক গমনকারী আপনাদিগের উভয়ের শ্রীকে অর্থাৎ আগমনরূপা শোভাকে অনুসরণ করিয়া উষা 'উপাচরৎ' অর্থাৎ উষঃকালদেবতা এই স্থলে আগমন করুন; আপনাদিগের আগমন হইলে পশ্চাৎ উষোদেবতা আগমন করেন—ইহাই ভাবার্থ। আপনারা উভয়ে রাত্রিতে অনুষ্ঠিত যজ্ঞকর্ম্মের হবিঃসমূহ কামনা (সংভজনা) করেন।

যুবোঃ। যুষ্মৎ-শব্দের ষষ্ঠীর দ্বিবচন স্থলে 'সুপাং সুলুক্' নিয়মে ষষ্ঠীর দ্বিবচন হইয়াছে। এস্থানে আদেশ-বিষয়-হেতু 'যোহচি' এই নিয়মে যত্বের অভাব। শেষে লোপ। পরিজ্মনোঃ। 'পরিতোঽজতো গচ্ছতঃ' এই বাক্যে 'পরিজ্মানৌ' পদ হয়। 'শ্বন্নুক্ষিত্যাদিনাজতেঃ' এই নিয়মে মনিন্-প্রত্যয়ান্ত পদ নিপাতিত হয়। অক্তা। 'শেশ্ছন্দসি' নিয়মে 'শেঃ' লোপ হইয়াছে। বনথঃ। বন ও ষণ সম্ভক্তি অর্থ বুঝায়। 'তিঙ্ঙতিঙঃ' এই নিয়মে নিঘাত হইয়াছে॥ ১৪॥

চতুর্দ্দশ (৫৫৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টী একটু বিশেষ জটিল ভাবাপন্ন। সুতরাং এই মন্ত্রের বিষয় যিনিই আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাকেই টীকা-টীপ্পনী করিতে হইয়াছে। দুই প্রকার ব্যাখ্যা এবং দুই প্রকার টীকা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

এক প্রকার ব্যাখ্যা এইরূপ,—

"হে সঙ্গগামী অশ্বিনীকুমারদ্বয় আপনাদিগের আগমনানন্তর উষাদেবতা আগমন করুন, আপনারা রাত্রিসংস্কৃত অর্পিত হবিঃ প্রার্থনা করেন।"

এইরূপ ব্যাখ্যার পর ব্যাখ্যাকার টীপ্পনীতে লিখিয়াছেন,—

"এ ঋকের তাৎপর্য্য এই যে, 'যদ্যপি উষাদেবী পূর্ব্ব প্রাতঃকালে উদিত হয়েন, তথাপি আপনারা তাহারও পূর্ব্বে রাত্রির শেষভাগে আগমন করেন, যেহেতু আপনারা রাত্রিতে অর্পিত হবিঃ কামনা করেন না।"

আর এক অনুবাদে ও তাহার টীপ্পনীতে প্রকাশ ;—

অনুবাদ।—"হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা চতুর্দ্দিকবিচারী; তোমাদিগের শোভা অনুসরণ করিয়া উষা আগমন করুন; রাত্রিতে সম্পাদিত যজ্ঞের হব্য তোমরা গ্রহণ কর।"

টীপ্পনী।—"অশ্বিদ্বয়ের পর উষা আগমন করিবেন কেন? উষার পূর্ব্বে আকাশে যে আলোক ও অন্ধকার মিশ্রিত থাকে, তাহাদেরই অশ্বিদ্বয় নামে হিন্দুগণ উপাসনা করিতেন।"

অশ্বিদ্বয়-সম্বন্ধে আমরা অনেক আলোচনা করিয়াছি। আমরা ঐ যুগ্ম দেবতা-সম্বন্ধে যে ভাবের পোষণ করি, সেই ভাবেরই সর্ব্বত্র সঙ্গতি দেখিতে পাই। সেই দৃষ্টিতেই আমাদের মনে হয়,—এখানে রাত্রির হবিঃ গ্রহণ বা অগ্রহণ (উদ্ধৃত দুই ব্যাখ্যায় ঐ দুই বিপরীত ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে) বিষয়ক বিতর্কের কোনই কারণ নাই। এখানকার সাদাসিধা ভাব এই যে,—'দেবতার কৃপায় যখন আমাদিগের অন্তরস্থ ও বহিঃস্থ ক্লেদরাশি দূরীভূত হয়, অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক যুগ্ম দেবদ্বয় যখন আসিয়া আমাদিগকে প্রাপ্ত হন, তখন স্বতঃই জ্ঞানোন্মেষ প্রতিভাত হয়। অন্তর-শুদ্ধির ও দেহ-শুদ্ধির সহিত জ্ঞানাগমের বিশিষ্ট সম্বন্ধ আছে।' এখানে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে—বুঝিতে পারি। তার পর,

এখানে আর বলা হইয়াছে,—'এই দেবদ্বয়ের কৃপায় ঘোর অজ্ঞান-অন্ধকার নাশ হয়। সেই দেবদ্বয়ই আমাদিগের অজ্ঞানতা-নাশের কামনা করেন। তাহা হইতে অজ্ঞানতা আপনিই বিদূরিত হইয়া থাকে।' প্রার্থনা-পক্ষে এই মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—"হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগের সহিত সম্মিলিত হউন। আমাদিগের মোহান্ধকার দূরীভূত হউক। জ্ঞানের জ্যোতিতে যেন আমরা পুলকিত হই।" (১ম—৪৬সূ—১৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যানুক্রমণিকা।

প্রবর্গ্যে পৌর্ব্বাহ্ণিকে ঘর্ম্মস্য হবিষো দ্বিতীয়া যাজ্যোক্তা পিবতমিত্যেষা। অপোত্তরমিতি খণ্ডে সূত্রিতং। উভা পিবতমশ্বিনেতি চোভাভ্যামনবানং ॥ আ০ ৪।৭। ইতি আশ্বিনশস্ত্রে-হপ্যেষা দ্বিতীয়া যাজ্যা। সূত্রিতঞ্চ। প্রবামন্ধাংসি মদ্যান্যস্থুরুভা পিবতমশ্বিনেতি যাজ্যে ইতি। তামেতাং পঞ্চদশীমৃচমাহ ॥

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্চত্বারিংশং সূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্।)

উভা পিবতমশ্বিনোভা নঃ শর্ম্ম যচ্ছতং।

অবিদ্রিয়াভিরূতিভিঃ ॥ ১৫ ॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

পূর্ব্বদিবসে প্রবর্গ্যে (হোমাগ্নিবিশেষে) ঘর্ম্মকার্য্যের হবির দ্বিতীয় যাজ্য (যজ্ঞভাগ) আপনারা উভয়ে গ্রহণ করুন। উত্তরখণ্ডে (আ০ ৪।৭) এইরূপ সূত্রিত আছে। "উভা পিবতমশ্বিনেতিচোভাভ্যামনবানং।" এইরূপ আশ্বিন-শস্ত্রে দ্বিতীয় যাজ্যা আছে। এই বিষয়ে সূত্র,—"প্রবামন্ধাংসি মদ্যান্যস্থুরুভা পিবতমশ্বিনেতি যাজ্যে ইতি।"

তাহারই এই পঞ্চদশী ঋক্ কথিত হইতেছে।

পদ-বিশ্লেষণং।

উভা। পিবতং। অশ্বিনা। উভা। নঃ। শর্ম্ম। যচ্ছতং।
অবিদ্রিয়াভিঃ। ঊতিভিঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ) 'উভা' (যুবাং উভৌ) 'পিবতং' (অস্মাকং সত্ত্বভাবং ভক্তিরসং বা গৃহ্নীতং); ততঃ 'উভা' (যুবাং উভৌ) 'অবিদ্রিয়াভিঃ' (প্রশস্তাভিঃ, সর্ব্বতোভাবৈঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাভিঃ সহ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'শর্ম্ম' (সুখং, মঙ্গলং) 'যচ্ছতং' (দত্তং)। হে দেবৌ! অস্মাকং সত্ত্বভাবাদিকং গৃহীত্বা অস্মভ্যং সর্ব্বথা রক্ষতং অস্মাকং মঙ্গলং চ সাধয়তং। (১ম—৪৬সূ—১৫ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! আপনারা উভয়ে আমাদিগের সত্ত্বভাবনিচয় (ভক্তিরসসমূহ) গ্রহণ করুন; আর, আপনারা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করুন, এবং আমাদিগের মঙ্গলসাধন করুন। (১ম—৪৬সূ—১৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনা। উভা যুবামুভৌ পিবতং। সোমপানং কুরুতং। তত উভাবপি যুবাং যুবাভ্যাং বিদ্রিয়াভিঃ প্রশস্তাভিরূতিভী রক্ষাভিরেবাস্মভ্যং শর্ম সুখং যচ্ছতং।

পিবতং। পা পানে। ঘোষ্ঠি শপি পাঘ্রাধ্মাদিনা পিবাদেশঃ। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। যদ্বা। আহ্বানাত্ ঘোষ্ঠস্ত পিবাদেশঃ। তিঙ্ঙতিঙ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিনীদ্বয়! আপনারা উভয়ে সোমপান করুন। অতঃপর আপনারা প্রশস্তরক্ষাপূর্ব্বক আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন।

পিবতং।, পানার্থক 'পা' ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'ঘোষ্ঠি শপি পাঘ্রা' ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'পিব' আদেশ হইয়াছে। 'অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকমনুদাত্তম্' এই সূত্র-হেতু লঘু উপধা গুণের অভাব হইয়াছে। অথবা, 'আহ্বানাত্ ঘোষ্ঠস্ত' এই নিয়মে 'পিব' আদেশ হইয়াছে।

ইতি নিপাতঃ। যচ্ছতং। দাণ্ দানে। লোটি শাপ পাঘ্রেত্যাদিনা যচ্ছাদেশঃ। অবিভ্রিয়াভিঃ। দ্রা কুৎসায়াং গতৌ। বিপূর্ব্বা-দস্মাত্তাব ঔণাদিকঃ কিঃ। আতো লোপ ইটি চেত্যাকার লোপঃ। বিদ্রির্নিন্দা। তদ্বিরোধিন্যবিদ্রঃ স্তুতি। তাং যুক্তাত্যাবিদ্রিয়া। অন্যেভ্যোহপি দৃশ্যন্ত ইতি বিচ্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ঊতিভিঃ। অবতেঃ ক্তিনি জ্বরত্বরেত্যাদিনোট্। ঊত্যূতীত্যাদিনা ক্তিন উদাত্তত্বং॥ (১ম—৪অ—১৫ঋ)॥

ইতি প্রথমষ্ঠ তৃতীয়ে পঞ্চত্রিংশো বর্গঃ॥৩৫॥

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমোহার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমার্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরঃ॥

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজপরমেশ্বরবৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক শ্রীবীরবুক্কভূপালসাম্রাজ্যধুরন্ধরেণ
সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে ঋক্সংহিতা-ভাষ্যে
প্রথমাষ্টকে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

পঞ্চদশ (৫৫৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টি সরল প্রার্থনা-মূলক। ঋক্‌টিতে সেই অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-বিনাশক দেবদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা জানান হইয়াছে। বলা হইতেছে,—'হে দেবতাদ্বয়! আমাদিগের হৃদয়ে যে একটু সত্ত্বভাবের সঞ্চার আছে, আমরা যে সামান্য ভক্তি প্রদর্শন করিতে সমর্থ আছি, সেই-টুকু মাত্র গ্রহণ করিয়া আপনারা তৃপ্ত হউন; আর, আমাদিগকে সর্ব্বতো-ভাবে রক্ষা করিয়া আমাদিগের মঙ্গল-সাধন করুন।'

'ভিচ্ছুভিজুঃ' নিয়মানুসারে নিপাত হইয়াছে। যচ্ছতং। দানার্থক 'দা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লোটি শাপ পাঘ্র' এই সূত্রানুসারে 'যচ্ছ' আদেশ হইয়াছে। অবিভ্রিয়াভিঃ। 'দ্রা' ধাতু কুৎসার্থে ব্যবহৃত হয়। বি-পূর্ব্বক ঐরূপ ভাববিশিষ্ট ঔণাদিক ধাতুর উত্তর 'কি' প্রত্যয় হয়। "আতো লোপ ইটি চ" এই নিয়মে 'আকারের লোপ হয়। 'বিদ্রি' ধাতু নিন্দার্থবোধক হইয়াছে। ইহার বিরোধী পদ 'অবিদ্রি' স্তুত্যর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহাদিগের প্রতি প্রযুক্ত হওয়ায় 'অবিদ্রিয়াঃ' হইয়াছে। ঊতিভিঃ। 'অন্যেভ্যোহপি দৃশ্যন্তে' এই নিয়মানুযায়ী 'বিচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। উত্তর পদে কৃৎপ্রত্যয় প্রকৃতিস্বরার্থবোধক। ঊতিভিঃ। 'অবতেঃ ক্তিনি জ্বরত্বরেতি।' এই সূত্রানুসারে 'ঊট্' প্রত্যয় করিয়া "ঊতিভিঃ" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ঊতিযূতি' প্রভৃতি নিয়মে ক্তিন্ প্রত্যয়ে উদাত্তত্ব হইয়াছে॥ ১৫॥

প্রথম অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চত্রিংশৎ বর্গ সম্পূর্ণ॥ ৩৫॥

সূক্তের শেষে, সকলপ্রকার প্রার্থনার পর, সংক্ষেপে সার কথায় এই ভাব স্থাপন করা হইয়াছে। যে দেবতা অন্তরের ব্যাধি বিনাশ করিতে পারেন, যে দেবতা শরীরের ব্যাধি বিদূরিত করেন; সেই দেবতার অনুকম্পা-লাভ প্রথম প্রয়োজন। তাই অশ্বিদ্বয়ের পূজার পদ্ধতি প্রথমেই প্রবর্তিত আছে। তাঁহারা প্রথমে কৃপাপরায়ণ হইলে, অন্তর ও বাহির ব্যাধি বিমুক্ত থাকিলে, অন্যান্য দেবগণের আরাধনায়—অপরাপর দেব-ভাবের বিকাশ পক্ষে, মানুষের প্রযত্ন আসে। সূক্তের প্রথমে তাই প্রার্থনা ছিল,—'আমাদিগের জ্ঞানোন্মেষ হউক; আমরা যেন আমাদিগের কর্মের দ্বারা আধি-ব্যাধি-নাশক দেবদ্বয়ের তৃপ্তি-সাধনে সমর্থ হই।' এখানকার প্রার্থনা—সে প্রার্থনারই পূর্ণ অভিব্যক্তি। এখানকার ভাব এই যে,—'আমাদিগের হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ কতটুকু হইয়াছে বা না হইয়াছে, তাহা জানি-না; আপনাদিগের কার্য্য কতটুকু যে করিতে পারিয়াছি, তাহাও বুঝি না। আমরা কেবল আপনাদিগের করুণার প্রার্থনাই করিতেছি। আমাদিগের হৃদয়ে স্বতঃসঞ্জাত যে সত্ত্বভাবটুকু আছে, তাহাই গ্রহণ করিয়া, সেইটুকু মাত্র উপলক্ষ করিয়া, আপনারা আমাদিগের শ্রেয়ঃসাধন করুন।' (১ম—৪৬সূ—১৫ঋ)।

তৃতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-বঙ্গানুবাদাদি শেষ হইল। এই অধ্যায়ে চৌদ্দটী সূক্ত (৩৩ হইতে ৪৬ সূক্ত) এবং ১৭৩টী ঋক্‌ আছে। এই সকল সূক্তে এবং ঋকে যথাক্রমে ইন্দ্রদেবতার, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের, অগ্নি মিত্র বরুণ ও সবিতা দেবতার, মরুদ্দেবতার, ব্রহ্মণস্পতি দেবতার, বরুণ মিত্র ও অর্যমা দেবতার, পূষা দেবতার এবং রুদ্র দেবতার উপাসনা আছে। ইহার মধ্যে অগ্নিদেবতার, মরুদ্দেবতার এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উপাসনা-সূক্ত একাধিক সূক্তে প্রযুক্ত দেখিতে পাই।

একই দেবতার সম্বন্ধে বহু সূক্ত ও বহু ঋক্‌ প্রযুক্ত হইলেও, সকল সূক্ত এবং সকল ঋক্‌ই অভিনব-ভাবপূর্ণ। অথচ, দেখিতে পাই—বুঝিতে পারি, বিভিন্ন ঋকে, বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অনুসরণে; বিভিন্ন প্রকৃতির উপাসকগণকে পরম তত্ত্বের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। প্রতি

পাহার মনুষ্যে যেমন বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, মনুষ্যের রুচি-প্রকৃতি যেমন বৈচিত্র্যসম্পন্ন, মন্ত্রগুলিও সেইরূপ বিচিত্রতা-মূলক, এবং বৈচিত্র্যসম্পন্ন নর-চরিত্রের উৎকর্ষ-বিধায়ক। অপিচ, মন্ত্রের ভাব ও অর্থ যে বৈচিত্র্য-বিশিষ্ট দেখি, তাহার কারণ অন্য আর কিছুই নহে;—বিভিন্ন স্তরের জীবকে গতিমুক্তির পথ প্রদর্শনই মন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য-স্থল।

বিষয়টী একটু বিশদ করিবার চেষ্টা পাইতেছি। মনে করুন—একটী সূক্তে অগ্নির স্তব আছে। এখানে ঐ স্তবে বিভিন্ন স্তরের উপাসকের অন্তরে বিভিন্ন ভাব প্রতিভাত হইয়া থাকে। এক শ্রেণীর পাঠক দেখিতে পান,—যেন জলন্ত অগ্নিকে (বহ্নিকে) লক্ষ্য করিয়া ঐ মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে, সেই চিন্তার বা ধারণার উপযোগী অর্থই তিনি প্রাপ্ত হন। আর এক শ্রেণীর পাঠক দেখেন,—যেন বা মন্ত্রে যেন অগ্নি নামক কোনও ঋষিকে (দেবতাকে বা ব্যক্তিকে) উপাসনা করা হইয়াছে। তাঁহার সেই ধারণার বা কল্পনার উপযোগী অর্থই তিনি প্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে অন্য শ্রেণীর পাঠক দেখিতে পান, অগ্নিদেব-আহ্বানে জ্ঞানময়কে (জ্ঞানাগ্নি'কে) সম্বোধন করা হইয়াছে। সে পক্ষের অর্থ সেই ভাবেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ, বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন-দৃষ্টির বিভিন্ন প্রকার অর্থের মধ্য দিয়াই মন্ত্রগুলি উদ্ভাসিত আছে। ইহাই বেদমন্ত্রের বিচিত্রতা। যেমন অগ্নি-সম্বন্ধে, তেমনই অশ্বিদ্বয়-সম্বন্ধে, তেমনই মরুদ্গণ-সম্বন্ধে, তেমনই অন্যান্য দেবতা-সম্বন্ধে,—তাঁহাদের স্বরূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে অবভাসিত হয়। সূর্য্যরশ্মি যেমন বিভিন্ন আধারে বিভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে, আধার ভেদে দেবতাগণও সেইরূপ বিভিন্ন-রূপ গুণ-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। এই জন্যই কোনও কোনও মনীষী সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন,—বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রধানতঃ তিন প্রকারে বিভক্ত হয়। এক প্রকার ব্যাখ্যাকে—আধিযাজ্ঞিক ব্যাখ্যা বলা যায়। যজ্ঞকর্ম্ম রক্ষা-পক্ষে যে ব্যাখ্যা, তাহাই আধিযাজ্ঞিক ব্যাখ্যা। সায়ণ এই পক্ষেই বেদের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা—লৌকিক ব্যাখ্যা। সাধারণ লৌকিক দৃষ্টিতে যে ব্যাখ্যা অধ্যাহৃত হয়, ইহাকে সেই শ্রেণীর ব্যাখ্যা বলা যায়। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা—এই শ্রেণীর ব্যাখ্যা। তৃতীয়—অন্য ব্যাখ্যা—আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যার উপনিষৎ উৎকৃষ্টপ্রাণ। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যায়, অগ্নি দেবতা-রূপে পরিচিত হন। সে পক্ষে তাঁহাকে জলন্ত অগ্নি (বহ্নি) বলিয়াও মনে করা যায়; আবার গতাগতিশীল ঋষি বা উচ্চস্তরের মনুষ্য বলিয়াও ব্যক্ত করিতে পারি। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারগণ, কখনও বা অগ্নিকে সাধারণ মানুষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কখনও বা অগ্নি তাঁহাদিগের নিকট দৃশ্যমান্ বহ্নি-রূপে পরিচিত হইয়াছেন। তৃতীয় মত—অগ্নি দেবতা—অগ্নি জ্ঞানাগ্নি। দেবতা বলিতে যে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আমরা নানা স্থানে ব্যক্ত করিয়াছি। জ্ঞানাগ্নি বলিতে যাহা বুঝিতে পারি, তাহাও প্রসঙ্গতঃ বুঝাইয়াছি। অগ্নি (জ্ঞান) যে ভগবানের অঙ্গীভূত, তাঁহারই বিভূতি-বিশেষ—সে পক্ষে এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদিগের ব্যাখ্যায় আমরা সকলদিগের সকল ভাবই প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি; আর তাহার কোন্ ভাবের সহিত পূর্ব্বাপর সঙ্গতি থাকে, তাহাও প্রতিপন্ন করিয়া আসিতেছি। সুধিগণ সত্যতত্ত্ব নির্ণয় করিবেন—ইহাই আকাঙ্ক্ষা।

—— • ——

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

তৃতীয় অধ্যায়।

মন্ত্র-সূচী।

অ।

ত।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ত্রিবর্ত্তিযাতং ত্রিরনুব্রতে জনে ত্রিঃ সুপ্রাব্যে ত্রেধেব শিক্ষতং।	
ত্রির্নান্দ্যং বহতমশ্বিনা যুবং ত্রিঃ পৃক্ষো অস্মে অক্ষরেব পিন্বতং॥	১৭১৫
ত্রিরশ্বিনা সিন্ধুভিঃ সপ্তমাতৃভিস্ত্রয়ঃ আহাবাস্ত্রেধা হবিষ্কৃতং।	
তিস্রঃ পৃথিবীরুপরি প্রবা দিবো নাকং রক্ষেথে দ্যুভিরক্তুভির্হিতং॥	১৭১৫
ত্রিশ্চিন্নো অদ্যা ভবতং নবেদসা বিভুর্বাং যাম উত রাতিরশ্বিনা।	
যুবোর্হি যন্ত্রং হিম্যেব বাসসোঽভ্যায়ংসেন্যা ভবতং মনীষিভিঃ॥	১৭০১

দ।

দিবক্ষসো ইন্দবো বসু সিন্ধূনাং পদে। স্বং বব্রিং কুহ ধিৎসথঃ॥	২২৮৯
দিবা চিত্তমঃ কৃণ্বন্তি পর্জন্যেনোদবাহেন। যৎ পৃথিবীং ব্যুন্দন্তি॥	১৯৯৩
দেবানস্যা বরুণো মিত্রো অর্য্যমা সং দূতং প্রত্নমিন্ধতে।	
বিশ্বং সো অগ্নে জয়তি ত্বয়া ধনং যস্তে দদাশ মর্ত্ত্যঃ॥	১৮৬৩

ন।

ন পূর্বনং মেধামসি স্তোমৈরভি গৃণীমসি। সহুনি দম্মমীমহে॥	২১৫৬
ন যে দিবঃ পৃথিব্যা অন্তমাপুর্ন মায়াভির্ধনদাং পর্য্যভূবন্।	
যুজং বজ্রং বৃষভশ্চক্র ইন্দ্রো নির্জ্যোতিষা তমসো গা অদুক্ষৎ॥	১৬৭০
ন হি বঃ শত্রুর্বিবিদে অধি দ্যবি ন ভূম্যাং রিশাদসঃ।	
যুষ্মাকমস্তু তবিষী তনা যুজা রুদ্রাসো নূ চিদাধৃষে॥	২০৭২
নি ত্বামগ্নে মনুর্দধে জ্যোতির্জনায় শশ্বতে।	
দীদেথ কণ্ব ঋতজাত উক্ষিতো যং নমস্যন্তি কৃষ্টয়ঃ॥	১৮৯১
নি ত্বা যজ্ঞস্য সাধনমগ্নে হোতারমৃত্বিজং।	
মনুষ্বদ্দেব ধীমহি প্রচেতসং জীরং দূতমমর্ত্ত্যং॥	২২১৮
নি ত্বা হোতারমৃত্বিজং দধিরে বসুবিত্তমং।	
শ্রুৎকর্ণং সপ্রথস্তমং বিপ্রা অগ্নে দিবিষ্টিষু॥	২২৫০
নি বো যামায় মানুষো দধ্রে উগ্রায় মন্যবে। জিহীত পর্বতো গিরি॥	১৯০১
নি সর্বসেন ইষুধীঁরসক্ত সমর্যো গা অজতি যস্য বষ্টি।	
চোষ্কূয়মাণ ইন্দ্র ভূরি বামং মা পণির্ভূরস্মদধি প্রবৃদ্ধ॥	১৬৪২
নিবিধ্যদিলীবিশস্য দৃঢ়া বি শৃঙ্গিণমভিনচ্ছুষ্ণমিন্দ্রঃ।	
যাবত্তরো মঘবন্যাবদোজো বজ্রেণ শত্রুমবধীঃ পৃতন্যুং॥	১৬৭৯

বিষয়। পৃষ্ঠা।

প।

ব।